পশ্চিমবঙ্গের
পূজা-পার্বণ ও মেলা

ভারতের জনগণনা, ১৯৬১
পশ্চিমবঙ্গ
ভল্যুম ১৬, পার্ট ৭-বি

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা

প্রথম খণ্ড

অনুসন্ধান, সংকলন ও গ্রন্থনা
অরুণকুমার রায়

তত্ত্বাবধায়ক
সুকুমার সিংহ

সম্পাদক
অশোক মিত্র

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
প্রথম খণ্ড (বর্তমান গ্রন্থ)

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
দ্বিতীয় খণ্ড (প্রকাশিত)

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
তৃতীয় খণ্ড (মুদ্রণ অপেক্ষায়)

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
চতুর্থ খণ্ড (সংকলন হইতেছে)

মানচিত্র : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ও
শ্রীহিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সিংহ
মুখ্য আলোক চিত্রশিল্পী,
আনন্দবাজার পত্রিকা
শ্রীঅরুণ কুমার রায়

রেখচিত্র : শিল্পী শ্রীজিতেন দাস

প্রচ্ছদপট
পরিকল্পনা
ও অঙ্কন : শিল্পী শ্রীজিতেন দাস
ও
শ্রীঅরুণ কুমার রায়

ভূমিকা

'পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দপ্তর' থেকে পশ্চিমবঙ্গের উৎসব ও মেলা সম্পর্কে যে তালিকা তৈরী করা হয়েছিল তা প্রতিটি জেলায় পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট এবং জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সংগৃহীত তালিকা দুটির সমন্বয়ে কয়েকটি স্তম্ভে বিভক্ত একটি বিস্তীর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। যেমন—প্রতি জেলায় থানাওয়ারী মৌজা নম্বরসহ গ্রামের নাম, স্থানীয় নামে খ্যাত উৎসব ও মেলার নাম, ইংরাজী মাসানুসারে উক্ত উৎসব ও মেলার সময়কাল, স্থায়িত্ব ও পরিশেষে লোকসমাগমের সংখ্যা দেওয়া হয়। এই ধরণের তালিকা সংগ্রহের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ে একটি সার সংগ্রহ করা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশব্যাপী বিশেষ কোন উৎসব বা মেলার বিস্তৃতির চিত্র তুলে ধরা।

নানা বিরুদ্ধ কারণবশতঃ কতকগুলি চিরাচরিত ও প্রাচীন উৎসব ও মেলা আজ অবলুপ্ত হতে চলেছে। ঐ দ্রুত অপস্রিয়মান উৎসব ও মেলাগুলি সম্বন্ধে এখনই স্থায়িভাবে নথী প্রস্তুত করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর কোন দিনই সুযোগ পাওয়া যাবে না। এই প্রয়োজনে এবং পূর্ব প্রকাশিত পুস্তকটি যে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল তা লক্ষ্য করে, জনগণনা দপ্তর এ বিষয়ে আরো বিশদ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মনে করেন।

এই কর্তব্য সাধনে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করে কি উপায়ে বিস্তারিত প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে তার বিচার করা হয়। কেবলমাত্র সরকারী বা আধা সরকারী বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর না করে প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদন জানানো প্রথম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। স্থির হয়, প্রথমতঃ প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট, জেলার দৈনিক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পাদকের নিকট, যুব সংঘ, গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গ্রাম ও শহরের গ্রন্থাগারগুলি, এমন কি ডাকবিভাগের পিওনদের নিকটও আবেদন জানানো হবে। প্রথমবারের তুলনায় এবারে তথ্য সংগ্রহের উপায় এইভাবে বহুলাংশে ব্যাপক করা হয়। বলাবাহুল্য, জেলাবোর্ড পঞ্চায়েত এবং আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট আবেদন জানানো হবে বলে স্থির করা হয়। দ্বিতীয়ত এ বিষয়ে একটি সুপরিকল্পিত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে এমন একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা যায় যা অর্থপ্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ আবেদনে পর্যাপ্ত, যার ফলে যে-কোন সংবাদদাতার সম্মুখে এই প্রশ্নমালা উপস্থিত করলে তিনি সহজেই তাঁর ভাষায় স্থানীয় তথ্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবেন।

পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে এ বিষয়ে বারবার আলাপ আলোচনা করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করতে যথেষ্ট সময় ব্যয়িত হয়।

প্রশ্নমালা প্রস্তুতকালে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখা হয়।

(ক) প্রশ্নগুলির ভাষা এমন সহজবোধ্য হবে যাতে প্রাথমিক শিক্ষাজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও বুঝতে অসুবিধা না হয়। অন্যপক্ষে ঐগুলির প্রয়োগ এমন ব্যাপক রাখা দরকার যাতে সকল প্রকার তথ্য আহরণ করা যায়। সম্পাদনাকালে অপ্রাসংগিক অংশ বাদ দিয়ে বিশদ তথ্যাদি সংরক্ষণে সযত্ন হতে হবে।

(খ) প্রশ্নগুলির সমন্বয়ে যেন যে গ্রামে বা স্থানে মেলা বসে বা উৎসব পালন করা হয়, সেই গ্রামের বা স্থানের পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার চিত্র সুস্পষ্টভাবে আহরণ সম্ভব হয়।

(গ) পূজা বা পার্বণের যে সকল বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বিশেষত্ব ফুটে ওঠে সেই সকল বৈশিষ্ট্যের উপর যেন এই প্রশ্নমালা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

(ঘ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য এবং সুবিদিত উৎসবের বা মেলার তথ্যাদি ছাড়াও যেন স্বল্পখ্যাত অথচ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ও মেলার তথ্য অন্বেষণও সম্ভব হয়। জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎসবাদি ও মেলা ব্যতীতও অন্যান্য উৎসব বা মেলার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই কারণে যে, অনুমোদিত উৎসব বা মেলার সংখ্যা সমস্ত উৎসব ও মেলার সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য।

(ঙ) মেলা যে আয়তনেরই হোক না কেন প্রতিটির প্রকৃতি ও ক্রয়বিক্রয়ের আয়তন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে সেই অঞ্চলের গ্রামশিল্প, শিল্পের গতি ও গঠন পদ্ধতি, কাঁচা মালের গতি ইত্যাদি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এসব তথ্য ছাড়াও প্রশ্নমালা থেকে স্থানীয় জনপ্রিয় আমোদ-প্রমোদের একটি তালিকা পাওয়া যাবে।

চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে যায়। অতঃপর প্রশ্নমালা ছাপানোর পর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রায় দশ সহস্র প্রশ্নমালা ডাকযোগে প্রেরিত হয়। এই আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সংখ্যায় এবং সহৃদয়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পূরণ করা প্রতিটি ফর্ম পাওয়ার পর পরীক্ষা করা হয়েছে এবং যে সব ক্ষেত্রে আরও বিশদ বিবরণের প্রয়োজন মনে হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে আরও পত্রালাপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

প্রথমে সংগৃহীত তথ্যাদি জেলা ও থানা বরাবর পৃথক করা হয়েছে। পরীক্ষা ও সত্যাসত্য নিরূপণের পর সেগুলি আবার সংকলনের সুবিধার জন্য তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন,—

(ক) প্রশ্নমালার 'ক' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রথম পর্বে গ্রাম, তার অধিবাসী, গ্রামবাসীর উপজীবিকা, যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং গ্রামের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারাবাহিক তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

(খ) প্রশ্নমালার 'খ' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্বে উৎসব, দেবদেবীর পূজা, বিশেষ করে অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

(গ) প্রশ্নমালার 'গ' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে মেলা ও সংশ্লিষ্ট আমদানি-রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয় ও আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

উল্লিখিত পর্ব তিনটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের সম্পূরক হিসাবে একটি বিস্তারিত সূচীপত্র এবং সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য বিষয়ে গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশেষ উৎসব ও মেলা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ ও নথীপত্র থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হবে।

প্রচুর তথ্যাদি পাওয়া সত্ত্বেও অনুসন্ধানের পরে দেখা যায় যে অনেক মেলা-পার্বণ বাদ পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন থানায় হয়তো মাত্র কয়েকটি উৎসব ও মেলা ছাড়া অন্য কোন উৎসব মেলার বিবরণী আসেনি। তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সংবাদ সংগ্রহে ফাঁক থেকে গেছে। অতএব, সারা বছরে এক একটি বিশেষ অঞ্চলে কোন কোন বিশেষ দেবদেবীর পূজাচার কিভাবে পালন করা হয় এবং সারা দেশব্যাপী ঐ সকল উৎসবাদির প্রসার সম্পর্কে সঠিক অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ডাকযোগে দ্বিতীয়বার একটি সমীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংবাদদাতাদের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনা

পত্রসংখ্যা ২

তারিখঃ ১৮ই মার্চ, ১৯৫৮

সবিনয় নিবেদন,

পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছে। সংগৃহীত তথ্যাদি সেন্সাস দপ্তর হইতে প্রকাশিতব্য একটি পুস্তকে সংকলিত করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্র পাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামে সারা বছরে কি কি পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। আপনার ডাকঘরের-ইউনিয়নের অধীনে যে গ্রামগুলি আছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে সারা বছরে কি কি পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা যদি আপনার ডাকঘরের-ইউনিয়নের কর্মীদের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া আমাদের জানাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা একান্ত বাধিত হইব।

পর পৃষ্ঠায় আমরা পূজাপার্বণের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট করিতেছি। বলা বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে এবং ইহার বহির্ভূত বহু পূজাপার্বণ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক একটি গ্রামে যে যে পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেগুলি আমাদের প্রদত্ত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির ক্ষেত্রে সেই সেই গ্রামের নামোল্লেখ পূর্বক তালিকা অনুযায়ী পূজাপার্বণগুলির ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করিলেই চলিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি 'ক' গ্রামে 'শ্রীপঞ্চমী', 'বিশ্বকর্মা', 'নাগপঞ্চমী' পূজা বা উৎসব পালিত হয় তবে 'ক' গ্রামের নাম লিখিয়া তাহার কক্ষে ৬১।৩১।২৯ লিখিলেই চলিবে। তালিকায় নাই, এমন পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হইলে অনুগ্রহ করিয়া পরিষ্কারভাবে উহার নামটি লিখিয়া দিবেন। পূজাপার্বণের নামগুলি লিখিবার সময় প্রত্যেকটির পাশে যে মাসে উহা অনুষ্ঠিত হয় যদি তাহার উল্লেখ করিতে পারেন, তাহা হইলে খুবই ভালো হয়। একান্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-পার্বণগুলির উল্লেখ না করাই বাঞ্ছনীয় হইবে।

এতদ্‌সংলগ্ন পোস্টকার্ডটিতে উক্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া ফেরত পাঠাইলে, আপনাকে ডাক মাশুল দিতে হইবে না। উত্তর লিখিবার সময় জেলা ও থানার নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামের পূজা-পার্বণগুলি সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিলে, আমাদের এই গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইবে ; এবং উহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নহে। আমরা জানি, নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে সবিশেষ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, নিজের দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার এই প্রচেষ্টায় নানারকম কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের এই কষ্ট ও যত্ন-স্বীকার আমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব। অনুগ্রহ করিয়া পত্রপ্রাপ্তির পক্ষকালের মধ্যে উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব, ইতি—

পূজা-পার্বণের তালিকা

১। অনন্তচতুর্দশী
২। অন্নপূর্ণা
৩। অক্ষয়তৃতীয়া
৪। অম্বুবাচী
৫। আদিবাসী উৎসব
(উৎসবের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৬। ইদলফেতর
৭। ইদুজ্জোহা
৮। ইন্দ্র
৯। উত্তরায়ণ
১০। কার্তিক
১১। গঙ্গা (জাহ্নবী)
১২। খ্রীষ্টান উৎসব
(উৎসবের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
১৩। গণেশপূজা
১৪। গম্ভীরা
১৫। গন্ধেশ্বরী
১৬। গাজন
১৭। গোষ্ঠাষ্টমী
১৮। গৌরী
১৯। চড়ক
২০। চণ্ডী
২১। জগদ্ধাত্রী
২২। জমাৎ-উল-ভিদ
২৩। ঝাঁপান
২৪। ঝুলনযাত্রা
২৫। দশহরা
২৬। দোলযাত্রা
২৭। দুর্গা
২৮। ধর্মরাজ
২৯। নাগপঞ্চমী
৩০। নারায়ণ
৩১। নীল
৩২। পদ্মা
৩৩। পীরের উৎসব
(পীরের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৩৪। পৌষ সংক্রান্তি (মকর সংক্রান্তি)
৩৫। ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম
৩৬। বারুণী
৩৭। বাসন্তী
৩৮। বিশালাক্ষ্মী
৩৯। বিশ্বকর্মা
৪০। বিষহরি
৪১। বিষ্ণু
৪২। বৈশাখী পূর্ণিমা
৪৩। ব্রহ্মা
৪৪। ভীম একাদশী
৪৫। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
৪৬। মনসা
৪৭। মহরম
৪৮। মাঘী পূর্ণিমা
৪৯। মাঘোৎসব
৫০। রটন্তীচতুর্দশী
৫১। রথযাত্রা
৫২। রাখী পূর্ণিমা
৫৩। রামনবমী
৫৪। রাস
৫৫। লক্ষ্মী
৫৬। শনি
৫৭। শিব
(যে নামে উপাসিত, তাহার উল্লেখ করুন)
৫৮। শিবরাত্রি
৫৯। শীতলা
৬০। শ্যামা
৬১। শ্রীপঞ্চমী (সরস্বতী)
৬২। ষষ্ঠী
৬৩। সত্যনারায়ণ
৬৪। সাধুসন্তের আবির্ভাব বা তিরোধান উৎসব
(সাধুসন্তের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৬৫। সবেবরাৎ
৬৬। স্নানযাত্রা
৬৭। সূর্য্য
৬৮। ক্ষেত্রপাল

সংবাদদাতাদের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনা

পত্রসংখ্যা ১

তারিখঃ ৯ই জুলাই, ১৯৫৭

সবিনয় নিবেদন,

বিগত জনগণনার (১৯৫১ সাল) কার্যে সমগ্র দেশবাসীর নিকট হইতে আমাদের দপ্তর যে অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করিয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বদাই আমরা তাহা স্মরণ করি। জনগণনার সারণী ও বিবরণী সমূহে আমরা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপটিই তুলিয়া ধরিতে চেষ্টিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হইয়াছে তাহা আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রসাদগুণেই সম্ভব হইয়াছে; যতটুকু হয় নাই তাহা আমাদেরই অক্ষমতায়। আমাদের বিভিন্ন কার্যে আমরা সর্বদাই আপনাদের নিকট হইতে উদার ও অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইয়া থাকি; ইহা আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য। নিজের দেশকে প্রকৃতভাবে বুঝিবার ও জানিবার জন্য আজ সকলেই যে আগ্রহান্বিত, ইহা তাহারই অভ্রান্ত পরিচয়।

১৯৫১ সালের জনগণনার পরে "পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পরবের" একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আসন্ন হওয়ায় সুধী ও বিদ্বৎজনেরা অনেকেই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, যেন দ্বিতীয় সংস্করণে পশ্চিমবঙ্গে উপাসিত দেবদেবী এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব, মেলা ও পরবের বিশদ বর্ণনা ও বিবরণী এই পুস্তকে স্থান পায়। বলা বাহুল্য, ইহা করিতে পারিলে পুস্তকখানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে, এবং সুধী ও বিদ্বৎ সমাজে এবং সাধারণভাবে দেশবাসীর নিকট ইহা সমাদৃত হইবে। একান্ত প্রয়োজনীয় এই দায়িত্ব পালনে আমরা ব্রতী হইয়াছি। এতদ্‌সংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে।

এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিপুল তথ্যরাজি সংগ্রহ আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সরকারের পক্ষ হইতে নিযুক্ত কর্মচারী মারফৎ তাহা সম্ভব নয়। কারণ, সত্যনিষ্ঠার সহিত এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার একান্ত প্রয়োজন; ইহা ছাড়া প্রয়োজন স্ব স্ব গ্রাম ও অঞ্চল সম্পর্কে প্রগাঢ় মমতা ও একাত্মবোধ এবং তাহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতা। এগুলির অভাবে সংগৃহীত তথ্য কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। আমাদের বিচারে, সত্যনিষ্ঠ এই তথ্যসংগ্রহ শুধু মাত্র আপনাদের মত ব্যক্তিরাই করিতে পারেন। আমরা জানি নিজের দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার কাজে নানারকম কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিমুখ নন। আপনাদের কাছে আমরা যে নিষ্ঠা, সততা ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণী আশা করি, তাহা অল্প সময়ের জন্য স্বল্প বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিকট হইতে আশা করা যায় না।

আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনি যদি সংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি যথাসাধ্য পূরণ করিয়া ফেরত পাঠান, তবে এই কার্যে বিশেষ সহায়তা হইবে। মুদ্রিত প্রশ্নগুলি ছাড়াও আপনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য তথ্য যোগ করেন, তাহার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। এক দফায় সম্ভব না হইলে, দুই তিন দফাতেও তথ্য প্রেরণ করিতে পারেন। সংলগ্ন খামটিতে উত্তরসহ প্রশ্নপত্রগুলি পাঠাইবেন, তাহা হইলে আপনাকে ডাক মাশুল দিতে হইবে না।

আপনার সংগৃহীত তথ্য পুস্তকে সন্নিহিত করিবার সময় আমরা আপনার নাম ঠিকানা প্রকাশ করিয়া ঋণ স্বীকার করিব। আশা করি আপনার আপত্তি হইবে না। অনুগ্রহপূর্বক পত্রপ্রাপ্তির পক্ষকালের মধ্যে উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব, ইতি—

প্রশ্নমালার উত্তর প্রসঙ্গে

১। উত্তর লিখিতে শুরু করিবার আগে প্রশ্নমালাটি আগাগোড়া একবার পড়িয়া নিলে ভালো হয়।

২। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ডান দিকের খালি অংশে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া কালিতে উত্তর লিখিতে হইবে। যে সব প্রশ্নে কিংবদন্তী, ইতিহাস, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তৃত উত্তর চাওয়া হইয়াছে স্বভাবতঃই ডানদিকের খালি অংশে সেইগুলির উত্তরের স্থান সংকুলান হইবে না। সেই কারণে প্রশ্নমালার শেষে ৪, ৫ ও ৬ নং পৃষ্ঠা খালি রাখা হইয়াছে। প্রশ্নসংখ্যার উল্লেখপূর্বক এই প্রশ্নগুলির উত্তর এই তিনটি পৃষ্ঠাতে লেখাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। প্রয়োজন হইলে সমান মাপের সাদা কাগজ যুক্ত করিয়া পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করাও চলিবে।

৩। আমরা আশা করি উত্তরদাতারা সকলেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন। উত্তরগুলি যাহাতে সত্যনিষ্ঠ এবং যথাযথ হয় সে দিকে বিশেষ ভাবে সজাগ থাকিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

৪। কোন কারণে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর না হইলে, উত্তরদাতাদের নিকট হইতে আমরা অন্ততঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নসংখ্যাগুলির উত্তর অবশ্যই আশা করিবঃ

২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ও ১৮।

৫। উত্তর সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন করিতে স্বভাবতঃই কিছু সময় লাগিবে। আমরা আশা করি প্রশ্নমালা পাইবার পর অনধিক পক্ষকালের মধ্যে উত্তরগুলি লিখিয়া এটি ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হইবে। মুদ্রিত প্রশ্নমালার বাহিরে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি থাকিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। উৎসব, পার্বণ বা মেলার প্রত্যক্ষ বিবরণীসমূহ একদফায় সম্ভব না হইলে দুই তিন দফায় পাঠানো চলিবে। প্রশ্নমালাটি যত্ন করিয়া রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে ; কারণ ময়লা হইলে বা ছিঁড়িয়া যাইলে উহা হইতে উত্তরের পাঠোদ্ধার ও সংকলন খুবই দুরূহ হইবে।

৬। উত্তর লেখা শেষ হইলে সংলগ্ন খামটিতে উত্তরসহ প্রশ্নমালাটি ফেরত পাঠাইতে হইবে। খামে সেন্সাস অফিসের ঠিকানা ও ডাক মাশুল দেওয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গের উৎসব পার্বণ ও মেলা

প্রশ্নমালা

গ্রামের নামঃ

থানাঃ

মৌজাঃ

জেলাঃ

ক। গ্রাম বিবরণীঃ

১। গ্রামের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো ইতিহাস বা কিংবদন্তী জড়িত থাকিলে তাহার বিবরণী দিন।

২। গ্রামে কোন কোন জাতির বাস? কতোগুলি পাড়া আছে? ঘর বা জনসংখ্যা হিসাবে পাড়াগুলিকে ক্রমিকভাবে উল্লেখ করুন। প্রধান উপজীবিকা কি কি?

৩। গ্রামে যাইবার প্রধান পথ কি? নিকটবর্তী রেলস্টেশন, মোটর ও নৌকা চলাচল ব্যবস্থার উল্লেখ করুন।

খ। পূজাপার্বণ ও উৎসবের বিবরণীঃ

৪। উৎসবের নাম, উপলক্ষ ও সময়কালঃ

৫। কতোকালের প্রাচীন উৎসব? কোনো ইতিহাস বা কিংবদন্তী থাকিলে তাহার বিবরণী দিন। উৎসবটি কি নির্দিষ্ট গ্রাম ও এলাকা বা জাতি ও শ্রেণীর নিজস্ব বিশেষ উৎসব? না, সমগ্র জেলা বা অঞ্চলের সার্বজনীন উৎসব?

৬। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে হইলে, দেবদেবীর নাম ও মূর্তির বর্ণনা (ধ্যান জানা থাকিলে ধ্যান উদ্ধৃত করুন): গ্রামের সাধারণের দেবদেবী, না ব্যক্তিবিশেষের দেবদেবী? মন্দির বা স্থান আছে? থাকিলে তাহার মোটামুটি বর্ণনা। মূর্তি না থাকিলে উপাস্য দেবদেবীর স্বরূপ কি? শক্তি হইলে তাঁহার ভৈরব কে, এবং কাছেপিঠে তাঁহার স্থান কোথায়? শিব হইলে তাঁহার প্রকাশ কি? গ্রামে কয়টি পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা, প্রভৃতি আছেন।

৭। উৎসবের উপলক্ষ কি কোনো সাধুসন্ত বা পীরের আবির্ভাব বা তিরোধান? সাধু বা পীরের জীবনী, ধর্মপ্রচার, তাঁহার সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী বা ইতিহাসের বিবরণী দিন।

৮। পূজা বা উৎসব কবে হইতে শুরু হয়, কতোদিন ধরিয়া চলে? উহার প্রস্তুতি কবে হইতে শুরু হয়—প্রস্তুতির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহার উল্লেখ করুন। প্রত্যেক দিনের পূজা বা উৎসব পদ্ধতির ধারাবাহিক বিবরণী দিন। সমগ্র পূজা বা উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? সার্বজনীন ভোজ, অন্নসত্র বা প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন হয় কি?

৯। মানত দেওয়া হইলে সাধারণতঃ কি কি মানত দেওয়া হয়? বলি দেওয়া হইলে কি কি পশুপাখী বলি দেওয়া হয়, কি ভাবে এবং উৎসবের কোন সময়ে বলি দেওয়া হয়?

১০। পূজা বা উৎসবের প্রধান সেবায়েত বা ভক্ত কোন সম্প্রদায় বা জাতির লোক? পূজারীর বর্ণ, গোত্র ও পদবী কি?

১১। হিন্দু দেবদেবীর পূজা হইলে অহিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? অহিন্দু উৎসব হইলে হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? মোটামুটি সংখ্যা কতো?

১২। পূজা বা উৎসব উপলক্ষে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয়? কারণ কি?

গ। মেলা বিবরণীঃ

১৩। মেলা বসে কোথায়? কয় বিঘা জমিতে বসে? কাহার জমি জমিদারের না উপাস্য দেবতার? দান, তোলা, প্রভৃতি আদায় করা হয়? মেলা সকালে বসে না বিকালে বসে? নির্দিষ্ট এই স্থানটিতে মেলা বসিবার কারণ কি?

১৪। কতোদিনের প্রাচীন মেলা? কতোদিন ধরিয়া চলে? কতো লোক আসে? প্রধানতঃ কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক আসে? আশেপাশের কোন কোন গ্রাম বা ইউনিয়ন হইতে লোক আসে? সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রী কোথা হইতে এবং কতো আসে? পুরুষ ও নারীর মোটামুটি সংখ্যা কতো? যাত্রীরা প্রধানতঃ কি কি যানবাহনে আসে?

১৫। মেলায় জিনিসপত্র বিক্রেতারা প্রধানতঃ কোন কোন স্থান হইতে আসে? তাহারা কি প্রতি বৎসরই আসে? কি কি জিনিস বেশি আসে?

১৬। মেলায় কতোগুলি দোকানপাট বসে? খোলা জায়গায় কতো লোক বসে? ফেরিওলার সংখ্যা কতো?

১৭। সমস্ত দোকানপাট ও ফেরিওলার মধ্যে কতোগুলিঃ

(ক) খাবারের দোকান—ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবার।

(খ) বাসনকোসনের দোকান—তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ, মাটি, ইত্যাদি।

(গ) মনিহারী দোকান—লণ্ঠন, টর্চলাইট, আয়না, চিরুনি, অন্যান্য রকমারী জিনিসপত্র।

(ঘ) ঔষধপত্রের দোকান—কবিরাজি, হাকিমী, টোট্‌কা প্রভৃতি।

(ঙ) বই, ছবি, পুস্তিকা প্রভৃতির দোকান—কি ধরণের বই, ছবি ও পুস্তিকার প্রচলন বেশি?

(চ) কাপড়চোপড়ের দোকান—মিল, তাঁত, কাটা-কাপড়, লুঙ্গি, গামছা, সতরঞ্জ, তৈরী পোষাক, ইত্যাদি।

(ছ) কৃষি বা কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান—কি কি যন্ত্রপাতি? গরু, মহিষ, ছাগল, প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় হয় কি?

(জ) শিল্প সামগ্রী বা কারুশিল্পের দোকান—তাঁতের তৈরী জিনিসপত্র, বেত, চ্যাঙ্গারী, ধামা, কুলো, মাটির পুতুল বা হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, পাত্র, বাঁশের জিনিস, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জিনিসপত্র। এগুলি প্রধানতঃ কোন কোন অঞ্চলের বা গ্রামের? ইহারা কি প্রতি বছরই আসে?

(ঝ) অন্যান্য দোকান।

১৮। মেলায় আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা কি? খেলা-ধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া, লটারী, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, জলসা, ইত্যাদির বিবরণী দিন। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান ও অন্যান্য গান-বাজনার বিষয়বস্তু কি? কাহাদের দল, কোথা হইতে আসে? গ্রামের কোনো নিজস্ব দল আছে? অধিকারীর নাম ও ঠিকানা। পালা বা গান সংগ্রহ করিয়া পাঠানো সম্ভব? প্রতিবার কি একই লোক আসে? কতো লোক দেখে বা শোনে?

১৯। উৎসব উপলক্ষে মাদকদ্রব্য পান কি কোনো প্রয়োজনীয় ধর্মাচার?

২০। অন্যান্য মন্তব্য।

অশোক মিত্র

ভারতের রেজিস্ট্রার জেনরল
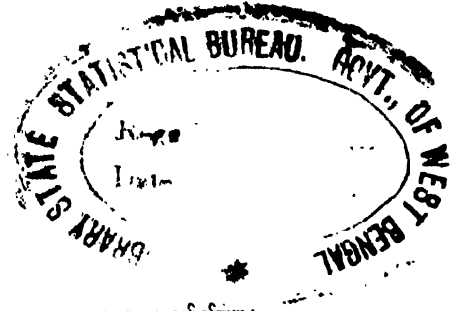
কথাপ্রসংগে

ত্রিস্রোতার আর এক নাম তিস্তা। বাংলাদেশে দ্বিতীয় নামটির সংগে সকলে বেশ পরিচিত। উত্তরবংগে সাম্প্রতিক বন্যার ভয়াবহ স্মৃতি জনমানসে আজ এক দুঃস্বপ্নের মত জেগে আছে। তিস্তার বীভৎস রূপ আর নির্মম সংহারলীলার প্রত্যক্ষ পরিচয় সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতায় সদ্য-নূতন এবং বেদনাময়। এর প্রবল জলোচ্ছ্বাসের উন্মত্ত শক্তি ও দুর্বার গতি অনেক গ্রাম, জনপদ, বসতি, গৃহ, সম্পত্তি ও জীবন ধ্বংসের জলপথে ভাসিয়ে শোকাকুল মানুষের আর্ত হাহাকারে উত্তরবংগের আকাশবাতাস করুণ করে তুলেছে। শুধুমাত্র বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই নয়, পূর্বেও সেই একই মর্মন্তুদ ঐতিহাসিক সত্যের নজীর রাখতে এই নদী অপকীর্তির শেষ রাখেনি। উনিশ শ' আটত্রিশ সালে আটবার, তারপর উনিশ শ' পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত পাঁচবার এবং তারপরেও উনিশ শ' আটষট্টি সাল পর্যান্ত চারবার এই নদীর তান্ডব দেখার দুর্ভাগ্য জনসাধারণের হয়েছিল। বহুকাল আগে সতের শ' সাতাশী সালে তিস্তার এক প্রলয়ংকর বন্যার উল্লেখ হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে করে গিয়েছেন। ঐ বন্যার অব্যবহিত পরে, তিস্তার স্রোত নূতন করে বইতে সুরু করেছিল তিস্তারই এক পরিত্যক্ত পুরাতন খাতে। সুতরাং বেগবতী তিস্তার স্রোতে কত ধন, প্রাণ ও মান যে ভেসে গিয়েছে ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তিস্তার এহেন ভয়ংকরী আসুরী শক্তি যে জনচিত্তে ত্রাস সৃষ্টি করবে, এটাই স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় দুঃখের নদী অথবা কীর্তিনাশা কিংবা কর্মনাশা নামে তিস্তার নূতন পরিচয় বা নামকরণ হত বিস্ময় বোধ করার কোন কারণ ছিল না। বন্যার করালগ্রাসের পিছনে অতিলৌকিক, অপ্রাকৃত শক্তির প্রচ্ছন্ন দৌরাত্ম্যের কাহিনী বিশ্বের সব দেশেই অল্পবিস্তর প্রচলিত। স্কটল্যান্ডে কেল্পীর কিংবদন্তী অত্যন্ত প্রাসংগিক। প্রাচীনকালে মিশর দেশে নীলনদের শান্ত প্রবাহে জলস্ফীতি ও বন্যার রোষ দেখা দিলে, মিশরীয় জনসাধারণ প্রচলিত এক লোকপ্রবাদ অনুসারে বিশ্বাস করতেন যে, দেবতা অসিরিসের মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে তাঁর স্ত্রী দেবী আইসিস দুঃখাশ্রু বিসর্জন করলে নীলনদের জল অশান্ত হয়ে উঠত। ইলিয়াড ও ওডিসীয়াস মহাকাব্যের জনক মহাকবি হোমারের মানস-নায়ক ওডিসীর নদীস্তুতি কবিকল্পনা বিধৃত। ভারতবর্ষেও এই সম্পর্কে অনেক পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়েছে। তারমধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত বন্যার আখ্যায়িকা উল্লেখের দাবী রাখে। ঋগ্বেদেও সরস্বতী নদীর ভয়ংকরী বন্যার বর্ণনা আছে (ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎসানু গিরীণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ ঋগ্বেদ, ৬,৬১,২,)।

বন্যা বা বন্যাবিষয়ক কিংবদন্তীর আখ্যান এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য নয়। কোন নদী নাশকতার পুনরাবৃত্ত রচনা করে চললে তাকে কর্মনাশা নামে অভিহিত করার সহজ প্রবৃত্তি মানবীয় দুর্বলতা ও ঘৃণাপ্রসূত বলে মনে হতে পারে। বিস্ময় জাগে তখনই, যখন রুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তির অকল্যাণ স্পর্শ পাওয়ার পরেও মানুষ পরম ভক্তিতে সেই শক্তিকে আরাধনার আয়োজন করে। অবশ্য, উপজাতীয় ধর্মের সীমিত গন্ডীর মধ্যে অনুরূপ কোন প্রাকৃতিক শক্তির অমূর্তরূপ-উপাসনার সংকীর্ণ প্রচলনকে মানুষের শঙ্কান্বিত ভয় এবং সর্তহীন আত্মসমর্পণের মনস্তাত্ত্বিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু, অনুরূপ কোন কারণ নেই এবং উপাসকবৃন্দ কোন উপজাতিভুক্ত নন, অথচ পূজার প্রচলন আছে, এমন ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ও বিস্ময় জাগে। হিন্দু পৌরাণিক সাহিত্যে ব্রহ্মহত্যা এবং মাতৃগমনের অপরাধে মহাপাতক রাজা ত্রিশংকুর গুরু ঋষি বিশ্বামিত্র সসাগরা পৃথিবীর পুণ্যস্থানগুলি পরিভ্রমণ করে সংগ্রহীত পূতবারির ধারায় ত্রিশংকুকে স্নান করালে, তাঁর মুক্তি হল। কিন্তু, নবজাতা যে নদীটির পুণ্যতোয়ার মর্যাদা পাবার কথা, ত্রিশংকুর মহাপাপস্পর্শে তার জল কলুষিত হয়েছে বলে শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতেরা এমনই বিধান দিলেন যে, স্রোতস্বিনীটির উপর কর্মনাশা নামের অখ্যাতি আরোপিত হল। কর্মনাশার স্রোত পাপ, অভিশাপ আর ঘৃণার বিষে এতই পূর্ণ যে, স্পর্শমাত্র যে কোন ব্যক্তির আজন্ম ধর্মকর্মের পুণ্যফলও অপহৃত হবে বলে শাস্ত্রে

অমোঘ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ লংঘন করার মত দুঃসাহস কোন ধর্মভীরু হিন্দুর নেই বলে জনশ্রুতি আছে। ঋষি বিশ্বামিত্রের উপাচিকীর্ষার বলি হল কর্মনাশা। কিন্তু তিস্তার বন্যায় যত প্রাণই বলি হয়ে থাক না কেন, তিস্তা সে পাপের বিন্দুমাত্র ভাগীদার হলনা কিংবা কেউ ত্রিস্রোতার নাম রাখলনা কীর্তিনাশা। এইখানেই সব শেষ নয়। ত্রিস্রোতাকেও স্থানীয় হিন্দুরা অনেকে পূজা করেন এবং বন্দিতা স্রোতস্বিনীর আরাধ্য রূপ তিস্তামাই নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নদনদীবিধৌত দেশে নদীকে মাতৃকাজ্ঞানে উপাসনা এবং তদুপলক্ষে নদীস্তুতিরচনার পিছনে কল্পনা, লৌকিক বিশ্বাস ও আঞ্চলিক সংস্কার নীরবে কাজ করে চলে। এই পটভূমিকায় তিস্তাপূজার ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। দার্জিলিং জেলার রংলি রংলিয়ট থানার ত্রিবেণীমাই নামে এক জনবসতিহীন স্থানে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে নেপাল ও সিকিম ছাড়াও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রায় তিন-চার হাজার ভক্ত হিন্দু নরনারী চারদিনব্যাপী এক উৎসব উপলক্ষে তিস্তামাইকে যে পূজা করেন, তাকে গংগার্চনার এক স্থানীয় সংস্করণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তিস্তামাইপূজা উপলক্ষে তিনটি নদীর সংগমস্থলের ত্রিবেণীমাই নামে পুণ্যস্থানে ভক্তরা পুণ্যস্নান করেন। লৌকিক বিশ্বাস যে, সংগমস্থলে স্নান করলে পুণ্য অর্জন করা যায় ও পারিবারিক সকল আপদবিপদ দূর হয়। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদেও নদীর সংগমস্থলকে পুণ্যস্থানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে .... সংগমে চ নদীনাম্। ধিয়া বিপ্রো অজায়ত —ঋগ্বেদ ৮,৬,২৮)। আবার দেবতাত্মা হিমালয়ে ত্রিস্রোতা উদ্ভূতা বলে জন্ম হতেই সে পুণ্যতোয়া, কারণ ভারতবর্ষে জন-সাধারণের চোখে হিমালয়ের সকল অংশই পবিত্র (সর্বেং পুণ্যং হিমবতো গঙ্গা পুণ্যা চ সর্বতঃ—বায়ুপুরাণ ৭৭, ১১৭)।

প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রামে, জনপদে ও অরণ্যে যখন নভোমুখী ঘূর্ণমান যজ্ঞধূমে ঊষার আবির্ভাবমুহূর্ত থেকে দিনাবসানের গোধূলিলগ্ন পর্যন্ত আর্যাবর্তের আকাশবাতাস আচ্ছন্ন থাকত, তখন ঋষিকণ্ঠ থেকে মন্ত্রধ্বনি উদগাতি হত — তা আপো দেবীর ইহ মামবন্তু .... ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিং চ দুরিতং ময়ি। যদ্বহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্' (পূতবারি যেন আমাদের রক্ষা করে ইত্যাদি)। শ্রুতির মারফত স্মৃতিবাহ হয়ে ভারতবাসীর মনের গভীরে প্রবেশ করেছিল তৈত্তিরীয় সংহিতার আর্যবাক্য যে, জলেই সর্বদেবতার অধিষ্ঠান (আপো বৈ সর্বা দেবতাঃ—তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২,৬,৮,৩)। এই বিশ্বাসের সংগে সংগতি রেখে যে ধ্যান ছন্দোময় ভাষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে জনমানসে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার প্রধান উপজীব্য ছিল এই দেশেরই নদনদী। দীর্ঘ প্রবহশীলা স্রোতস্বিনীতটের জলসিঞ্চিত মাটির মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় নদীকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনা করে স্তবরচনা করলেন নদীমাতৃকার উদ্দেশ্যে—ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রিস্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা -(ঋগ্বেদ—১০, ৭৫, ৫, ৬)।

জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি অবগাহনস্নানের পুণ্যসঞ্চয়াভিলাষে উত্তর ভারতের অসংখ্য নরনারী যখন গঙ্গাতটে সমবেত হতেন, তখন বাংলাদেশে স্নানার্থীরা কোন নদীর কূলে ভিড় করতেন জানা নেই। কারণ, মহাভারতে আখ্যাত গংগামাহাত্ম্যের বাণী (স্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈঃ গাঙ্গেয়ৈঃ প্রযতাত্মনাম। ব্যুষ্টির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈরপি)—অনুশাসন-পর্ব ২৬,৩১) এবং আর্যগাথার সুর বাংলাদেশের মানুষকে তখনও অভিভূত করতে পারেনি। ঋগ্বেদে বাংলাদেশের কোন উল্লেখ আছে বলে জানা নেই। অবশ্য, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং ঐতরেয় আরণ্যকে বাংলাদেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা আছে বলে ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদারের ন্যায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণের মত। কিন্তু যে ভাষায় বাংলাদেশের আদি বাসিন্দাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে গৌরব করার যেমন কোন যোগ্য কারণ নেই, তেমনই ক্ষুব্ধ হওয়ারও কোন বিশেষ যুক্তি নেই। দস্যু নামে অভিহিত পুণ্ড্রগণের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগরে। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে উত্তরবংগে বসবাসকারী বহু উপজাতির সম্মিলিত এক গোষ্ঠী ছিলেন। বৃত্তি, সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যে বর্গেরই হোক, আর্যদের চোখে তাঁরা আর্যপ্রভাববহির্ভূত অন্যান্য অনার্যদের মত দস্যু রয়ে গেলেন। ইতিহাসের ছায়াপথে উত্তরবংগের প্রাচীন পরিচয় স্পষ্ট না হলেও অজ্ঞাত ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদিকোত্তর সাহিত্যে এবং মহাকাব্যে আখ্যাত পুণ্ড্ররাজা পুণ্ড্রবর্ধনের বিষয় আলোচনায়। বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রীমণ্ডল জেলায় অবস্থিত রাজধানী পুণ্ড্রনগর বা পৌণ্ড্রবর্ধনপুরের উল্লেখ কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত কাব্যের কবিপ্রশস্তিতে করেছেন। মৌর্য যুগের প্রাচীন শহর পুণ্ড্রবর্ধন যে করতোয়া নদীতীরবর্তী ছিল সেই করতোয়ার

জলকেও পরবর্তীকালে পবিত্র জ্ঞানে দেখা হয়েছিল। তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় 'করতোয়া-মাহাত্ম্যে'। ত্রিস্রোতার শাখানদীত্রয়ীর অন্যতমা স্রোতস্বিনী করতোয়া এবং অপর দুইটি শাখা যথাক্রমে পুনর্ভবা বা পূর্ণভবা এবং আত্রাই নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। পুনর্ভবা মহানন্দার উপনদী এবং আত্রাইকে দেখা যায় করতোয়ার উপনদীরূপে। নদীপ্রশস্তির মধ্যে আলোচনার গতি নিয়ন্ত্রিত না করে এই কথা বলা যেতে পারে যে প্রাচীন পটভূমিতে উত্তরবংগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৈদিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল অনেক পরে।

২

মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলাপঞ্চক নিয়ে উত্তরবংগ। এখানে আটান্নটি থানায় সাত হাজার সাতশ বাহাটটি মৌজা এবং পঁচিশটি শহর আছে। বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে চারশ তেইশটি মৌজা ও তেরটি শহরের পূজা-পার্বণ, উৎসব ও মেলার তথ্য। উত্তরবংগের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের গ্রামীণ ও নাগরজীবনের সামগ্রিক পরিচয়জ্ঞাপক না হয়েও সীমিত পরিধির সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংকলিত তথ্য যে কত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তা বর্তমান আলোচনার বিন্যাস ও পারম্পর্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট বোঝা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে যদিও পূজা-পার্বণ ও মেলার তথ্য কয়েকটি স্থানের মানুষের ধর্মাচরণ ও ধর্মানুষ্ঠানভিত্তিক সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশেষ দিকের ওপর আলোকপাত করেছে বলে মনে হয়, তথ্য বিশ্লেষণ করলে এর থেকে জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মানসিক আচরণ ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি এবং গঠনশৈলীর দিগদর্শন করা সম্ভব হবে।

উত্তরবাংলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের অধিবাসীদের সম্পর্কে সন্নিবেশিত তথ্য তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতি ছাড়াও অন্য অনেক পরিচিত এবং অল্পপরিচিত জাতি ও উপজাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা, বৃত্তি এবং ভিন্ন প্রদেশের জনগণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণার ইংগিত দিতে যে কতখানি সাহায্য করেছে, তা বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত নামের তালিকা থেকে সহজে অনুমান করা যাবে। দেখা যাবে, বাংলার ও বাংলার বাইরের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, বর্ণ, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উত্তরবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে কোথাও ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে, আবার কোথাও বা বিহার, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, নেপাল, সিকিম ও অন্যান্য স্থানের মানুষ উত্তরবাংলায় বাস করতে এসে তাঁদের বর্ণ, জাতি, বৃত্তি, বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার আচরণের স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র বর্জন করেননি। তাই যখন উত্তরবাংলার পূজা-পার্বণ ও মেলার তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থে আলোচিত গ্রাম ও শহরগুলিতে উদ্বাস্তু, কাঁড়, কামার, কালু, কালোয়ার, কায়স্থ, কাহার, কঞ্জরী (মুসলমান), কুমার, কুমোর, কুর্মী, কুঁড়ি, কৈরী, কোচ, কোল, কোলকামার, কোড়া, ক্ষত্রিয়, খয়রা, খরিয়া, খারওয়াচ, খারিয়া, খালাহা, খৃষ্টান, খোন, গণেশ (কুম্ভকার), গন্ধবণিক, গড়েরী, গুঁয়ি, (মেচ), গুড়ি, গোপ, গোয়ালা, ঘাটোয়াল, ঘাসি, চামার, চাঁই, চাঁইমণ্ডল, ছত্রী, ছুতার, জেলে, জৈন, জোলা, টেকরা, ডোম, ঢুলী, তপশীলী হিন্দু, তাঁতি, তিওর, তিব্বতী, তিলি, তিয়র, তুরি, তুরী, তেলি, দেশী, দেশীয়া, দোসাদ, ধাণুক, ধানার, ধুপী, ধোপা, নমঃশূদ্র, নাগর, নাথযোগী, নাপিত, নুনিয়া, নেপালী, পলিয়া, পশ্চিমা ছত্রী (রাজপুত), পশ্চিমা বৈশ্য, পাটনী, পাল, পাহান, পাহাড়িয়া, পাহাড়ী, পোদ্দার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বরাইক, বাগদী, বারুই, বারুজীবী, বাঁশমালী, বিনু, বিন্দ, বিশ্বকর্মা, বিহারী, বুনা, বেদিয়া, বেনিয়া, বেহারা, বৈশ্য, বৈশ্যবণিক, বৈশ্যসাহা, বৈষ্ণব, বোরো, বৌদ্ধ, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্যাধ, ব্রাহ্মণ, মদেশিয়া, ময়রা, মহলী, মান্তুয়ারী, মাল, মালপাহাড়িয়া, মালাকার, মালাহা, মালী, মালো, মাহলী, মাহাতো, মাহালী, মাহিষ্য, মাড়োয়ারী, মুচি, মুণ্ডা, মুরারী, মুসলমান, রবিদাস, রাজপুত, রাজবংশী, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, রাভা, রায়ছত্রী (ঘাটোয়ালী),, রুইদাস, লাহেরী, লেপচা, লোহার, শংকরদাস, শুণ্ড্রক্ষত্রিয়, শুঁড়ি, শূদ্র, শেরপা, সদ্গোপ, সন্ত্রাস, সাহা, সাঁওতাল, সুবর্ণবণিক, সেরশাবাদিয়া (মুসলমান), স্বর্ণকার, হরিজন, হাজরা, হাজারী, হাঁড়ি, হাড়ী, হিন্দু এবং হো প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, বর্ণ, বৃত্তি ও ভাষার মানুষ বসবাস করেন, তখন স্বাতন্ত্র্য ও সমন্বয়ের বিভিন্ন গবেষকের অনুসন্ধিৎসাকে আরও উদ্দীপিত করে। গ্রামীণ জীবনের বা নাগরিক জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর সর্ববাদীসম্মত পরিচিতি অনুযায়ী প্রচলিত নামগুলির মধ্যে অনেকগুলি সমার্থক কিংবা পর্যায়শব্দবাচক হলেও (যেমন, মহলী, মাহলী ও মাহালী কিংবা ময়রা ও মোদক), এ'দের মধ্যে কোচ, খয়রা, ঘাসি, চামার,

ডোম প্রভৃতি জাতি এবং কোড়া, খারিয়া, তিব্বতী প্রভৃতি উপজাতি সমগ্র পশ্চিমবংগে কিংবা বিশেষ কোন নির্দেশিত অঞ্চলের জন্য তপশীলভুক্ত। আবার কামার, কালোয়ার, কুমার, কুমোর, গণেশ (কুম্ভকার), গন্ধবণিক, গোপ, গোয়ালা, চামার, ছুতার, জেলে, ডোম, ঢুলী, তাঁতি, তিলি, তেলি, ধোপা, নাপিত, ব্যাধ, ময়রা, মুচি, মেথর, শুঁড়ি, স্বর্ণকার প্রভৃতি বৃত্তিভিত্তিক সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তি যেমন জাতিব্যবসায় ও পেশার সংশ্রব পরিত্যাগ করেছেন, আবার তেমনি আরও অনেকে এখনও বৃত্তির থেকে ছিন্নমূল হতে পারেননি। ধর্মাবলম্বী নামের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান ও হিন্দু মতাবলম্বী উত্তরবাংলার মানুষ যেমন আপন আপন ধর্মমত অনুসারে ধর্মাচরণের সুযোগ পেয়েছেন, অনেক উপজাতিও তেমনি স্বকীয় আদিধর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণও আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন ভারতের পুরাতন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বর্ণাশ্রমের কাঠামো বিংশ শতকেও উত্তরবাংলার স্থানে স্থানে এখনও অটুট রেখেছেন। হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরিচয় যদিও কিছুটা ব্যাপক, মুসলমানগণের মধ্যে কুজরী, সেরশাবাদিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর সন্ধান অন্যত্র সচরাচর পাওয়া যায়না। গ্রন্থে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের মূল্য এই কারণে অত্যন্ত বেশী। পূর্বে বিস্তারিত নামবিন্যাস পরীক্ষা করলে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উত্তরবংগের সমাজমানসের কয়েকটি প্রতিরূপের অভিক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। তপশীলী হিন্দু বা হরিজন বলে অভিহিত করে কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে এই নামের প্রচল দিয়ে বিশ্লিষ্ট করে দেখা যুক্তিবাদী পন্থা নয়। তথাপি, নিজস্ব নামের নির্দিষ্ট পরিচয় সত্বেও ভিন্ন নামে যদি বিশেষ কোন জাতি, উপজাতি কিংবা সম্প্রদায় গ্রামের মানুষের কাছে স্বীকৃত হয়, তাহলে দ্বিতীয় পরিচয়ের প্রভাব ও অভিযোজনকে আকস্মিক বা আপাতিক প্রকাশরূপে অনুমান না করে, নৃতাত্ত্বিক এই কূটাভাসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার সন্ধান করাই যুক্তিসম্মত। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষের সংগে অন্য জাতি এবং গোষ্ঠীর সম্পর্ক কি এবং কেমন ও সমাজে সকলের মর্যাদার মানক্রমই বা কি, তার প্রচ্ছন্ন আভাস ঐ নামনির্ঘণ্ট থেকে পাওয়া সম্ভব। সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্তরবিন্যাস লোকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বয়ং নিরূপিত হয়ে যায় বলেই, পশ্চিমা বৈশ্য, পশ্চিমা ছত্রী, বিহারী, রাজপুত, মাড়োয়ারী ইত্যাদি সম্প্রদায় যে বাংলাদেশের বাইরের কোন রাজ্যের প্রাক্তন নিবাস ছেড়ে উত্তরবংগের বিভিন্ন স্থানে বসতিস্থাপন করেছেন, তা প্রমাণ করার জন্য কোন গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হয়না। উত্তরবাংলার স্থানীয় অধিবাসীরা ভিনদেশী সম্প্রদায়গুলিকে তাঁদের সমাজে গ্রহণ করে নিলেও, বহিরাগত নরনারীগণ পূর্বনিবাসের স্মৃতির আবেশ থেকে নিজেদের এখনও মুক্ত করেননি বলে মনে হয়। এদেশের প্রতিবেশে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করার পরেও যদি পৃথক কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ও গোষ্ঠীর অন্তর্বর্তীয় বিবেচনায় তাঁদের অনেককে পশ্চিমা বিশেষণযোগে বিশেষ এক স্বাতন্ত্র দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এদেশের সমাজজীবনের সংগে অভিবাসী বহিরাগতদের সুসংহত সমন্বয় ঘটেনি। নেপালী কিংবা তিব্বতী শব্দের সাহায্যে নেপালী বা তিব্বতী ভাষাভাষী অধিবাসীদের উল্লেখ করার সময়ে স্মরণ করা উচিত যে, নেপাল বা তিব্বতের বাসিন্দাদের চিহ্নিত করতেও শব্দদুটি অতি সহজে প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু, কোন ক্ষেত্রেই দুটি দেশের নিজস্ব বিশেষ কোন জাতি বা উপজাতিকে নেপালী অথবা তিব্বতী শব্দযোজনে পৃথকভাবে চেনা যায়না। তালিকায় বিন্যস্ত নামগুলি থেকে অনায়াসে এমন কয়েকটি সম্প্রদায়কে বেছে নেওয়া যায়, যাঁদের তন্তুবায়, গান্ধিক-বণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, কুম্ভকার, বারুজীবী, মোদক, মালাকার, স্বর্ণকার, জালিক, চর্মকার, ঘণ্টজীবী বা ঘট্টজীবী (পাটনী) ও দোলাবাহী (ঢুলী) ইত্যাদি প্রাচীন সম্প্রদায়গুলির উত্তরপুরুষরূপে স্বীকার করা যায়। উত্তরবাংলার জনসাধারণের এক অংশের পরিলেখ উপস্থাপিত করার পর এই নামবিবৃতি নানা দৃষ্টিকোণ উত্থাপনে কম সাহায্য করেনি। উত্তরবাংলার উৎসব ও পূজা-পার্বণের অনেকগুলির ইতিহ বুঝতে এই দৃষ্টিকোণগুলির অবতারণা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

জাতি, ধর্ম, বৃত্তি, ভাষা ও সম্প্রদায় যেমন উত্তরবংগে বহুবিধ ও বিচিত্র, উৎসবগুলির মধ্যেও দেখা যাবে তেমনি বহুলতা ও মৌলিকত্ব। উত্তরবাংলার পূজা-পার্বণ ও উৎসবের বহুলতা ও মৌলিকত্বের মধ্যে দেখা যাবে যে, জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের অনেক দেবতা ওই অঞ্চলের মানুষের মনে এক গভীর শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন। এই প্রসংগে আহ্নিকপ্রকাশের শাতাতপ-বচন বিশেষ ভাবে স্মরণীয় (অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মণীষিণাম্। কাষ্ঠলোষ্ঠেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা—আহ্নিকপ্রকাশ, পৃঃ ৩৮২)। পাঁচটি জেলায় সব পূজা-পার্বণ সমানভাবে যুগপৎ প্রচলিত হয়নি, কারণ নানা স্থানে বসবাসকারী জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যষ্টিগত ও সমষ্টি-

গত সংস্কার, মূল্যবোধ, ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের স্থানীয় ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট একইভাবে সব জায়গায় আত্তীকরণের কোন এক বিশেষ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে একই গতিতে সর্বত্র প্রসার-লাভ করতে পারেনি। উৎসব ও পার্বণের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস থেকে ঐতিহাসিক পশ্চাদভূমিতে এদের প্রাচীনত্ব, আঞ্চলিক ও স্থানীয় জনপ্রিয়তা এবং শাস্ত্রভিত্তিক পূজা-পার্বণের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় নির্দেশের ব্যত্যয় সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হবে।

এক বা একাধিক জেলায় অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও উৎসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে অধিকারীবাবার উৎসব, অন্নপূর্ণাপূজা, অম্বুবাচী, অশোকাষ্টমী, অষ্টনাগের স্নান, অষ্ট-প্রহর-নামসংকীর্তন মহোৎসব, অষ্টমীস্নান, ইছালে ছওয়াব, উল্কা, কমলাচণ্ডীপূজা, করমপূজা, কংসব্রত উৎসব, কামদেবপূজা, কামাখ্যাদেবীপূজা, কার্তিকপূজা, কালীপূজা, গম্ভীরাপূজা ও উৎসব, গংগাপূজা, গোপালপূজা, গোপাষ্টমী, গোহিলচণ্ডীপূজা, গ্রামপূজা, গ্রামদেবতাপূজা, গ্রামবাবাপূজা, গ্রামরক্ষীপূজা, গ্রামসেবা উৎসব, গ্রাম্য দেবদেবীপূজা, চণ্ডীপূজা, চড়ক, চড়কপূজা ও উৎসব, চামুণ্ডাপূজা, চামুণ্ডাকালীপূজা, চৈত্রদেশাই, চোরপূজা, ছাতাপরব, জগদ্ধাত্রীপূজা, জন্মাষ্টমী, জল্পীশশিবের উৎসব, জহরাকালীপূজা, জিতাষ্টমী, জিতিয়াপূজা, তিস্তাবুড়িপূজা, তিস্তামাইপূজা, তুলসীবিহার উৎসব, থানপূজা, দশহরাস্নান, দশেরা উৎসব, দুর্গাপূজা, দোল, দোলযাত্রা, ধননাচ উৎসব, ধবুসি উৎসব, ধুমবাবাশিবপূজা, নববর্ষোৎসব, নামবন উৎসব, নারিকেল-খেলা উৎসব, পঞ্চমদোল, পীরের উরস (সেকেন্দরশাহ, বালাপীর, কুতুবশা, সৈয়দ করম আলি ফকির, তাজবাজ, একিনপীর, বুড়াপীর, খোয়াজপীর, জেঠাপীর, সৈয়দপীর, মীরসাহেবপীর, ধকর সইদপীর, চেলপীর, টোর্গাপীর, শাহ সফি খন্দকার একরামুল হকপীর, মখদুমীপীর), পৌষসংক্রান্তি উৎসব, বনদুর্গাপূজা, বড়দিন, বসন্তঠাকরুণপূজা, বাবাঠাকুরের উৎসব, বারুণী-স্নান, বাসন্তীপূজা, বাঁধনা উৎসব, বাঁশ উৎসব, বাঁশখেলা উৎসব, বাশুলীপূজা, বিষহরিপূজা, বুদ্ধদেবপূজা, বুড়াকালীপূজা, বুড়াঠাকুরপূজা, বুড়ীমাপূজা, বৃক্ষপূজা, ভদ্রকালীপূজা, ভাণ্ডারণীপূজা, ভাণ্ডালীপূজা, মকরস্নান, মদনকামপূজা, মদনচতুর্দশী, মদনমোহনপূজা, মনসা-পূজা, মশানপূজা, মহরম, মহাকালপূজা, মহামায়াপূজা, মহারাজপূজা, মহোৎসব, মাঘীপূর্ণিমা, মাঘীস্নান, যাত্রা উৎসব, রথযাত্রা, রামনবমী, রাসযাত্রা, লক্ষ্মীপূজা, লক্ষ্মীনারায়ণজীউপূজা, লোসার উৎসব, শিবপূজা, শিবকালীপূজা, শিবরাত্রি, শিরুয়া বিসুয়া উৎসব, শ্রীচৈতন্যস্মরণোৎসব, সদরখই উৎসব, সন্ন্যাসীঠাকুরপূজা, সব-এ-বরাত, সরস্বতীপূজা, সাঁওতালী উৎসব, সাম্রে সংক্রান্তি, সিদ্ধেশ্বরীদেবীপূজা, সিরুয়া উৎসব, সূর্যব্রত, সোনারায়পূজা, সোহরায় উৎসব, স্বাধীনতা-দিবসোৎসব, হকাহকী উৎসব, হরিপূজা ও হাটঘুরণী উৎসবের নাম।

উত্তরবংগের বিভিন্ন পূজা ও উৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজা, সূর্যপূজা, মনসাপূজা, মদন বা কামদেবপূজা, হোলাকা (হোলি বা দোল) উৎসব বাংলাদেশে অতিপ্রাচীনকাল থেকেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেবীপুরাণ থেকে শ্লোক উধৃত করে কৃত্যরত্নাকরে বলা হয়েছে যে আশ্বিনমাসের শুক্ল-পক্ষীয় অষ্টমীতিথির পুণ্যাহ দেবীপূজার পক্ষে প্রশস্ত। এই পূজায় দেবীদুর্গার উদ্দেশ্যে ছাগ ও মহিষ বলিদানের প্রথাটি প্রাচীন বাংলাদেশের দুর্গাপূজায় প্রচলিত ছিল বলে কৃত্যরত্নাকরে ভবিষ্যপুরাণ থেকে উধৃত শ্লোকদ্বারা আলোচনা করা হয়েছে (এবং নানাম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্বদস্যুভিঃ। অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গৈশ্চ কিংনরৈঃ বর্বরৈঃ শকৈঃ।--কৃত্যরত্নাকর, পৃঃ ৩৫৭)। উত্তর-বাংলায় অনুরূপ বলিদানের প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিতে দেবী উমার পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আনন্দোৎসবের বর্ণনা আছে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে দশমী-তিথিতে অনুষ্ঠিত শাবরোৎসবের নৃত্যগীতমুখর প্রমোদানুষ্ঠানের আচার সম্পর্কে কালিকাপুরাণে ও কালবিবেকে যে বিবরণ আছে, তার বিরুদ্ধে বৃহদ্-ধর্মপুরাণের নিষেধাজ্ঞা প্রাচীন বাংলাদেশে কতদূর পালিত হত, তার আলোচনা অপ্রাসংগিক। কালপ্রবাহে শাবরানুষ্ঠানের অনেক অশ্লীলতা বর্জিত হয়েছে এবং কালক্রমে অতিপ্রাচীন উৎসব দুর্গাপূজার এই অতিরিক্ত আপত্তিকর নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার আর একটি অনুষ্ঠান কাম-মহোৎসব চৈত্রমাসে উদ্‌যাপনকালে তৎসহ অনুষ্ঠিত আপত্তিকর নৃত্যগীতের সংগীতানুষ্ঠান আধুনিক উত্তরবংগের কামদেবপূজা উপলক্ষে এখন আর অনুষ্ঠিত হয় না এবং পুরাতন আপত্তির প্রবল ঝড় নূতন করে সমাজজীবনে আর ওঠেনা। পুরাতন অন্যান্য কয়েকটি পূজা-পার্বণের মধ্যে যেগুলি এখনও উত্তরবংগের উৎসব ও পার্বণের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, সেগুলির মধ্যে জন্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, দশহরাস্নান ও অষ্টমীস্নানের উল্লেখ করা আবশ্যিক কর্তব্য।

দেবতার পূজায় পুরোহিত নিয়োগের বিষয়ে উত্তরবাংলার কয়েকটি স্থানের উৎসব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মালদহখণ্ডে কালীপূজায় খয়রা সম্প্রদায়ের কোনও গুণীন পৌরোহিত্য করেন। সেরগ্রামে চণ্ডীধলাইশ্রীদেবীর পূজায় মালাকার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি পূজারী পুরোহিতের কর্তব্য সম্পাদন করেন। পোরো ফরেস্টে শিব, মহাকাল ও হরির পূজায় পুরোহিত নিযুক্ত হন রাভা উপজাতির এক হজী বা দানী, যিনি ঐতিহ্যানুসারে রাভাদের পূজারী পুরোহিত। মহাকাল-গুড়িতে মহাকালের নিত্যপূজায় পুরোহিতের আসন অলংকৃত করেন রাজবংশীদের পূজারী গোঁসাই। প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে দেবপূজার অধিকার সকল বর্ণের নরনারীকেই সমানভাবে দেওয়া হয়েছে। এই অধিকার থেকে অস্পৃশ্যরাও বঞ্চিত হ'ননি বলে বিষ্ণুপূজা প্রসংগে নৃসিংহপুরাণে ও বৃদ্ধ-হারিতে উল্লেখ আছে (ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রান্ত্যজাতয়ঃ। সংপূজ্য তং সুরশ্রেষ্ঠং ভক্ত্যা সিংহবপুর্ধরম্। মুচ্যন্তে চাশুভৈর্দুঃখৈর্জন্মকোটি-সমুদ্ভবৈঃ—পূজাপ্রকাশ, পৃ ১)

উত্তরবাংলার উৎসবগুলিকে নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, উপাসনার ক্ষেত্রে কয়েকটি নদী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কোন উৎসবের প্রধান উপজীব্য খুঁজতে গিয়ে কোথাও দেখা যাবে বিভিন্ন নদীর নূতন রূপ, আবার কোথাও বা কোন উৎসবের প্রাণস্পন্দন নদীর বিরাম-হীন প্রবাহের মধ্যে শোনা যাবে। অধিকারী গ্রামের গংগাপূজা পতিতপাবনী গংগার দেবত্বারোপিত অবস্থার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এক দৃষ্টান্তমাত্র। গোহিলাগ্রামে শোলার গংগাপ্রতিমাপূজার প্রবর্তন হয় ষাট বৎসর আগে মহানন্দার চরে। চরটি নদীগর্ভে বিলীন হলে, নদীর অন্যতীরে গংগাদেবীকে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকৃতির কোন বিশেষ রূপের উপর দেবত্বারোপের পরবর্তী অধ্যায়ে সূচিত হয় নরত্বারোপিত মূর্তিপূজা। গোহিলা গ্রামে গংগাপূজার এই ব্যাখ্যা বাস্তবানুগ এবং যুক্তিভিত্তিক। ধুসমল গ্রামে জনৈক সাধুর মৃত্যুর পর মকরবাহিনী গংগা-মূর্তির উপাসনা সুরু হয়েছে। লোহুজ গ্রামে মাটির গংগাপ্রতিমাপূজার প্রচলন আছে। বিষ্ণু-পুরাণে গংগাবন্দনার মাহাত্ম্যকীর্তনকালে বলা হয়েছে যে, গংগাতট হতে শতাধিক যোজন দূরবর্তী স্থানেও গংগার নাম উচ্চারণ করলে তিনজন্মের পুঞ্জীভূত প্রারব্ধ পাপ থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব (শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা। যা পাবয়তি ভূতানি কীর্তিতা চ দিনে দিনে।। গঙ্গা গঙ্গেতি যৈর্ণাম যোজনানাং শতেষ্বপি। স্থিতৈরুচ্চারিতং হন্তি পাপং জন্মত্রয়া-র্জিতম্।।)। যে সব স্থানে গংগা প্রবাহিতা হননি, সম্ভবতঃ এই কারণে সেই সব স্থানে গংগা-পূজার প্রয়োজন সাধারণ মানুষ বোধ করেছেন। জংগলটোলা গ্রামে ভাগিরথীতীরে তুলসীবিহার উৎসব এবং পানিশালা গ্রামে গদাধর নদীতে পিণ্ডদান, তর্পণ, পুণ্যস্নান এবং গদাধরদেবপূজা নদীকেন্দ্রিক উৎসবাদির কয়েকটি উদাহরণমাত্র। গোহিলাচণ্ডীর পূজা না দিলে, দেবীর রোষে মহানন্দার স্রোতে নৌকা নিমজ্জিত হবার আশংকা আছে বলে গোহিলা গ্রামে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

বিভিন্ন নদনদী একাত্ম যোগসূত্রে যেমন উত্তরবাংলার বহু উৎসবকে গেঁথেছে, তেমনি নদী-কূলে উৎসবকেন্দ্রিক অনেক মেলার আনন্দের ক্ষেত্রও সৃষ্টি করেছে। স্বীপরপার গ্রামে রায়ডাক নদী, পাণিশালা গ্রামে গদাধর নদী এবং বোচাগাড়ী গ্রামে উত্তরবাহিনী ধরলা নদীর সংগে অশোকাষ্টমীর মেলার এক অংগাংগী সম্বন্ধ নিরূপিত হয়ে গিয়েছে। অষ্টমীস্নানের মেলা বসে রুয়ের কুঠি গ্রামে বাণিয়াদহ নদীর এবং দমনপুর গ্রামে নুনাই নদীর তীরে। মাঘীস্নানের মেলা বসে অন্দরাণ পাখীহাগা গ্রামে জলঢাকা নদীর ও লালদাস গ্রামে মহানন্দার তটে, বারুণীস্নানের মেলা বসে মহিষমাড়ি গ্রামে ও রাঙ্গামাটি গ্রামে ধরলা নদীর পাড়ে, জামালদহে সুইটুংগা নদীর, ঢোলক ও গড়ালবাড়ী গ্রামে যমুনা নদীর তীরে, দশহরাস্নানের মেলা সাদুল্লাপুরে ভাগিরথী-তীরে, গম্ভীরাপূজার মেলা সাতমারা মৌজায় বড়কোল নদীতীরে, দুর্গাপূজার মেলা আইহো গ্রামে টাংগন ও মহানন্দার সংগমস্থলে, ফালাকাটা গ্রামে মুজনাইনদীতীরে এবং কালীপূজার মেলা বসে হিলসামারী কালীটোলা গ্রামে গংগানদীর কূলে।

বন্যায় হৃতসর্বস্ব বহু মানুষের রিক্ততা ও বেদনার করুণ কাহিনী উত্তরবাংলার কয়েকটি নদ-নদী রচনা করেছে সত্যি। কিন্তু, কেবল দুঃখ ও ব্যথার অশ্রু নদীপথে প্রবাহিত হয়েছে বলা যথার্থ নয়। বেশ কিছু নদীর বুকে অনেক শোকাহত মানুষ পুণ্যদিনে স্নানশেষে করুণাধারার সন্ধান পেয়েছেন, অনেক মানুষের পাপবোধের গ্লানি এবং জ্বালা অবগাহনের মধ্যে ধুয়ে মুছে

গিয়েছে এবং শুচিস্নাত আরও অনেকে নদীকূলে উৎসবের আনন্দে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ভুলে প্রাণের দেবতার অমূর্তরূপের সন্ধান করে চলেছেন। অমৃতলোকের আনন্দধারায় শান্ত নদীর প্রবাহে তার রোমাঞ্চিত রূপ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। প্রসন্না তিস্তামাতার আশীর্বাদ-পূতা ত্রিস্রোতার নির্মল ধারা হিমালয়ের বুকে মহাদেবের পিংগল জটাজুট ছেড়ে সুরলোকের পবিত্রতায় সমতলভূমির মানুষকে শাশ্বত সঞ্জীবনী মন্ত্র শোনাতে ছুটে চলেছে—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। ... কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'।

৩

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত তথ্য আহরণের কাজে যে সাহায্য করেছেন তার মূল্য অসীম। এই অমূল্য সাহায্যের জন্য সংবাদদাতাদের নিকট আমরা আমাদের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি এবং সাহায্যকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি।

বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র বর্ণনাভিত্তিক আলোচনাকে আরও তথ্যানুগ ও আকর্ষণীয় করার প্রয়াসে আলোকচিত্রের উপযোগিতার কথা সম্যক অবহিত থেকে বিভিন্ন সূত্রে সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয়নি। তবুও, সীমিত সংখ্যার যে কয়েকটি আলোকচিত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তার জন্য প্রথমেই কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি আনন্দবাজার পত্রিকার মুখ্য আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহকে। শ্রী সিংহের সাহায্য ছাড়া বেশ কয়েকটি মূল্যবান আলোকচিত্র পরিবেশন করা সম্ভব হতনা। এছাড়া, পশ্চিমবংগ সরকারের দার্জিলিং জেলার ভারপ্রাপ্ত তথ্য ও প্রচার আধিকারিক শ্রীগিরি সারাবজংএর সৌজন্যে দার্জিলিং শহরের বি. কে. ঘোষ স্টুডিও থেকে বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবের কয়েকটি ছবি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দার্জিলিং শহরের শ্রীমন্দিরের বহির্দৃশ্য ও অভ্যন্তরস্থ দেবদেবীর আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করার জন্য শ্রী টি. কে. পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। পশ্চিমবংগ সরকারের তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতি কল্যাণ বিষয়ক দফতরের উপ-অধিকর্তা শ্রীঅমল কুমার দাস দার্জিলিং শহরের বৌদ্ধবিহারের এবং টোটোপাড়ার দুইটি আলোকচিত্র আমাদের দিয়ে যে সাহায্য করেছেন, তার ঋণ কৃতজ্ঞতার সংগে স্বীকার করছি। কুচবিহার শহরের আলোকচিত্র দিয়ে আমাদের ঋণী করেছেন শ্রীঅচিন্ত্য কুমার মুখোপাধ্যায়, উপশাসক ও উপসমাহর্তা, কুচবিহার (বর্তমানে পঞ্চায়েত বিভাগের আঞ্চলিক সহ-অধিকর্তা)। দার্জিলিং জেলার সদর মহকুমায় আসীন উপশাসক ও উপসমাহর্তা শ্রীঅরুণ কুমার মিত্র বিভিন্ন সময়ে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধনকে যেভাবে দৃঢ় করেছেন, তার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোকচিত্রগুলির বিন্যাসে সহায়তা করেছেন পশ্চিমবংগের আদমসুমারী দফতরের শিল্পী ও আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীঅরুণাভ দত্ত। তাছাড়া, শ্রীদত্ত ও শ্রীঅরুণ কুমার রায় বহিরাবরণী মলাটের প্রচ্ছদপটটির পরিকল্পনা, অংকন ও প্রাক্‌মুদ্রণী বিন্যাসে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তার জন্য শ্রীদত্ত ও শ্রীরায়ের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অসীম।

গ্রন্থটির মুদ্রণের কাজ যথেষ্ঠ পরিশ্রমসাপেক্ষ বলেই, অক্লান্ত চেষ্টা ও বিশেষ দায়িত্ববোধ সহকারে গ্রন্থটিকে ত্রুটিহীন করার ব্রত শ্রীরাম চন্দ্র ভড় যেভাবে পালন করেছেন, তাতে আদমসুমারী দফতরের প্রত্যেকেই যথেষ্ঠ গর্বিত বোধ করছি। শ্রীভড়কে প্রুফ সংশোধন করার কাজে শ্রীমতী উমারাণী সেন বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া, শ্রীমতী সেন সংকলন ও গ্রন্থণার কাজে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করেছেন। পরিশিষ্টে প্রদত্ত স্থানসূচীটি প্রস্তুত করে শ্রীমতী সেন অপরিসীম মূল্য দিয়েছেন গ্রন্থটিকে।

বিনা পারিশ্রমিকে পূজা-পার্বণের রেখাচিত্রগুলি শিল্পী শ্রীজিতেন দাস এঁকে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রীদাসকে আমাদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা দিয়ে পশ্চিমবংগ মহাকরণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅনন্ত কুমার চক্রবর্তী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ আমাদের প্রভূত উপকার করেছেন।

অনুসন্ধান, সংকলন ও গ্রন্থনায় পশ্চিমবংগ আদমসুমারী দফতরের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅরুণ কুমার রায় দীর্ঘকাল নিঃশব্দে যে কাজ করেছেন, বর্তমান গ্রন্থে তার বাস্তব রূপায়ণ বহুক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শ্রীরায়ের সাহচর্য ও কর্মনিষ্ঠা আমার প্রেরণার অন্যতম কারণ। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রন্থটির প্রস্তুতিপর্বের প্রাথমিক অধ্যায়ে শ্রীরাম কৃষ্ণ মৈত্র আমাদের বিশেষ উৎসাহের সংগে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সাহায্য শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করছি।

শ্রী এ, চন্দ্রশেখর, আই, এ, এস্, ভারতের রেজিস্ট্রার জেনরল, আমাদের এই কাজটি সর্বাংগসুন্দর করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে সকল সময়ে উৎসাহিত করেছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোক মিত্র, আই, সি, এস্, বর্তমান গ্রন্থটির প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজে তত্ত্বাবধানের সর্বময় কর্তৃত্ব আমার হাতে দেওয়াতে, আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাকে তিনি পরম বিশ্বাসে দিয়েছিলেন, তার কতটুকু আমি পালন করে তাঁর বিশ্বাসের মূল্য দিতে পেরেছি, তার বিচার তিনি এবং পাঠকসমাজ করবেন।

মুদ্রণের জন্য গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) শ্রীরমানন্দ গোস্বামী এবং ওভারসীয়ার শ্রীপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁর সহকর্মীরা আমাদের সংগে যে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ তাঁদের জানাচ্ছি।

সকল কাজের পিছনে অলক্ষ্যে প্রেরণা ও চিন্তার খোরাক জুগিয়ে যিনি অন্তরালবর্তিনী থাকতে চাইলেন, আমার সেই সহধর্মিণী শ্রীমতী জয়তী সিংহকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিছক কর্তব্যধর্ম পালন করতে চাই না।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব শ্রীশ্যামাপদ সিংহ আমার চিন্তাজগতের শিক্ষক ও উপাধ্যায়। তাঁর সাহায্য ছাড়া বর্তমান কার্যের দুরূহ দায়িত্বপালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত। তাঁর কাছে যে ঋণ জন্মাবধি সুরু হয়েছে, তা শোধ করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

গভীর আগ্রহ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সৎ চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে যদি কোন ভুল থাকে, তার জন্য তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ত্রুটি এবং দোষ একান্ত আমারই।

আদমসুমারী দফতর,
পশ্চিমবংগ।

সুকুমার সিংহ
অফিসর অন্ স্পেশ্যাল ডিউটি

সংকলন ও গ্রন্থনা প্রসঙ্গে

১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দপ্তর হইতে পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থ সম্পাদনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের শেষার্ধ হইতে ১৯৬০ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রায় দশ সহস্র মুদ্রিত প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে তথ্যাদি সম্বলিত প্রায় তিন সহস্র প্রশ্নমালা আমাদের নিকট ফেরত আসে। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা সংক্রান্ত এই বিপুল তথ্যরাজী একটি মাত্র গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় চারিটি খণ্ডে প্রকাশ করিতে মনস্থ করা হয়। বর্তমান গ্রন্থটি উহার প্রথম খণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এই খণ্ডটিতে উত্তরবঙ্গের মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং—এই পাঁচটি জেলার পূজা-পার্বণের তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। উল্লিখিত পাঁচটি জেলার মধ্যে মালদহ জেলায় ৩০১টি, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ৪৮৩টি, কুচবিহার জেলায় ৩৩৪টি, জলপাইগুড়ি জেলায় ৩০০টি এবং দার্জিলিং জেলায় ৮২টি অর্থাৎ মোট ১৫০০ শত প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মোট ৫৪৬টি প্রশ্নমালা আমাদের হস্তগত হয়। উহার ১১২টিতে কোন তথ্যাদি ছিল না এবং ৮টি প্রশ্নমালার অসম্পূর্ণ তথ্যাদি গ্রন্থে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। ফলে, অবশিষ্ট মোট ৪২৬টি প্রশ্নমালা হইতে মালদহ জেলার ৮৪টি গ্রামের, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ১২৮টি গ্রামের কুচবিহার জেলার ১০২টি গ্রামের, জলপাইগুড়ি জেলার ৬৫টি গ্রামের এবং দার্জিলিং জেলার ৩৯টি গ্রামের অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের মোট ৪১৮টি গ্রামের পূজা-পার্বণ ও মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট 'খ'-এ প্রদত্ত মেলা সারণিটি প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্য ও বর্তমান সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে প্রস্তুত। এই মেলা সারণিতে মালদহ জেলায় ৯৫টি, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ১১০টি, কুচবিহার জেলায় ১৪৭টি, জলপাইগুড়ি জেলায় ৭৪টি এবং দার্জিলিং জেলায় ৪৩টি অর্থাৎ এই পাঁচটি জেলার মোট ৪৬৯টি মেলার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে মালদহ জেলায় ৬১টি, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ৮১টি, কুচবিহার জেলার ৯৩টি, জলপাইগুড়ি জেলার ৪৪টি এবং দার্জিলিং জেলার ১৩টি—মোট ২৯২টি মেলার বিস্তারিত বিবরণী দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত তথ্যাদি "গ্রাম বিবরণী" "উৎসব বিবরণী" ও "মেলা বিবরণী"—এই তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে।

গ্রাম বিবরণী অধ্যায়ে প্রদত্ত গ্রামগুলিকে প্রতি জেলার থানা ভিত্তিতে ক্রমিক মৌজা নম্বর অনুসারে সাজানো হইয়াছে। যেক্ষেত্রে গ্রামের নাম মৌজার নাম হইতে ভিন্ন কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে মৌজার নামটি বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রামের সহিত উল্লিখিত প্রথম স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামে মৌজা নম্বর, দ্বিতীয় স্তবকের সংখ্যাগুলি বর্গমাইলে গ্রামের আয়তন, তৃতীয় স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামে বসবাসকারী মোট পরিবারের সংখ্যা এবং চতুর্থ স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামের মোট লোকসংখ্যা বুঝিতে হইবে। উদ্ধৃত পরিসংখ্যানটি ১৯৬১ সালের লোকগণনা অনুসারে প্রাপ্ত।

এই অধ্যায়ে 'ক' হইতে 'চ' পর্যন্ত ছয়টি স্তম্ভে গ্রাম সম্পর্কে নানা তথ্যবিবরণী পরিবেশিত হইয়াছে। উহার (ক)-এ গ্রামে যেসকল জাতি বা সম্প্রদায়ের বাস ও মোট পাড়ার সংখ্যা, (খ)-এ গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা, (গ)-এ গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশনসহ যাতায়াতের ব্যবস্থা, (ঘ)-এ গ্রামে সারা বৎসরে অনুষ্ঠিত যাবতীয় পূজা-পার্বণাদি, (ঙ)-এ গ্রামে অনুষ্ঠিত মেলার উপলক্ষ, সময়, স্থায়িত্ব ও প্রাচীনত্ব এবং (চ)-এ গ্রাম্যদেবদেবী ও পূজার নির্দিষ্ট স্থান, মন্দির-মসজিদ-দরগাহ্ এবং পরিশেষে গ্রামের নামকরণ ও গ্রাম সম্পর্কে কোন ইতিহাস বা কিংবদন্তী

থাকিলে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিটি গ্রাম বিবরণীর শেষে সংবাদদাতার নাম, পেশা ও ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে।

উৎসব বিবরণী অধ্যায়ে গ্রাম বিবরণীতে উল্লিখিত উৎসব-পার্বণাদির মধ্যে যেগুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র সেইসব উৎসব-পার্বণাদির বিবরণ উৎসবের নামানুসারে বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

মেলা বিবরণী অধ্যায়ে গ্রাম বিবরণীতে উল্লিখিত মেলাগুলির মধ্যে যেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে কেবলমাত্র সেইসব মেলার বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে মেলা বিবরণীগুলি উৎসব বিবরণীতে প্রদত্ত শিরোনামা অনুসারে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যেক্ষেত্রে আমাদের সংবাদদাতা কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত একাধিক মেলার স্বতন্ত্র বিবরণী না দিয়া কেবলমাত্র একটি মেলার বিস্তারিত বিবরণী দিয়া অন্যগুলি উহার অনুরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে আমরাও একটি মাত্র মেলার বিশদ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রতি ক্ষেত্রে একই মেলা বিবরণী বারংবার উল্লেখ করা অপ্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে-সকল পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্প্রতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথচ আমাদের সংবাদদাতারা উহার বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে উক্ত তথ্যাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে বহু জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মূলতঃ কোন গ্রামের উৎপত্তি বা নামকরণ প্রসঙ্গে এবং দেবদেবীর আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে কিংবদন্তীগুলি প্রচলিত। এই সকল কিংবদন্তীগুলির মধ্যে একই কিংবদন্তী যেমন বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক স্থানে প্রচলিত আছে, তেমনি কল্পনার বৈচিত্র্যেভরা পুরান বা ইতিহাসাশ্রয়ী নানা কিংবদন্তীও আছে। সাধারণ সমষ্টিমনের সৃষ্ট এই সকল জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর মধ্যে কতটুকু কল্পনার অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি আছে অথবা কতটুকু বাস্তবতার ছাপ আছে তাহার সূক্ষ্ম পার্থক্য যোগ্য ব্যক্তি নিরূপণ করিবেন।

গ্রন্থে প্রতিটি জেলার "পূজা-পার্বণ", "মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম", "মেলার মাসপঞ্জী" এবং "প্রতীক গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি"- এই চারি প্রকারের মোট কুড়িটি মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। "পূজা-পার্বণ" এবং "প্রতীকগোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি" মানচিত্রে সমগ্র জেলার পূজা-পার্বণগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি ভাগের জন্য পৃথক প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। মানচিত্রের সহিত প্রদত্ত নির্দেশিকাতে ঐ সকল প্রতীক চিহ্নের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "প্রতীকগোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি" বলিতে যে সকল মন্দিরে বা দেবালয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিয়মিত নিত্যপূজা হয় মানচিত্রে কেবলমাত্র সেইসকল স্থানের মন্দিরাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

উৎসব বা মেলা তাহা যত বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্রাকারের হউক না কেন উহার সবগুলিকেই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মূলতঃ স্থানীয় সংবাদদাতাদের উপর আস্থা রাখিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্যাদিকে কোনরূপ বিকৃত না করিয়া গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের নিজস্ব মতামতের কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, কেবলমাত্র সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বর্জন করা হইয়াছে মাত্র। যদিও তথ্য-বিবরণী যাহাতে নির্ভুল হয় সে-বিষয়ে যতদূর সম্ভব যত্ন গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য-বিবরণীর মধ্যে অসামঞ্জস্য বা ভুল-ত্রুটি অসম্ভব নহে। বলা বাহুল্য সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক হইতে যে-সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের আহৃত।

২

মালদহ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলায় বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানা দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন স্থানে বহু পূজা-পার্বণ ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সকল উৎসব-পার্বণাদির মধ্যে কোনটি স্বল্প স্থায়ী, কোনটি দীর্ঘস্থায়ী, কোনটি প্রাচীন, কোনটি অপ্রাচীন, কোনটির প্রভাব ও ব্যাপকতা একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আবার কোনটির প্রভাব বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া বিস্তৃত। উল্লিখিত পাঁচটি জেলার কয়েকটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ উৎসব-পার্বণের বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

শিবকে কেন্দ্র করিয়া প্রধানতঃ ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে গাজনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাঢ়ের এই শিবের গাজন উত্তরবঙ্গে বিশেষ করিয়া মালদহ জেলায় গম্ভীরা উৎসব নামে খ্যাত। গম্ভীরা উৎসব মালদহ জেলার একটি বিশিষ্ট লোকোৎসব এবং গম্ভীরা উপলক্ষে রচিত গম্ভীরা গান বাংলার লোকসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। শিব মাহাত্ম্য কীর্তন ব্যতীত সামাজিক দুর্নীতি, গ্রামের নানা সমস্যা, বর্ষ-বিবরণী, রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বনে শ্রোতার মনরঞ্জনের জন্য গ্রাম্য কবিগণ কর্তৃক এই সঙ্গীতগুলি রচিত এবং উৎসব উপলক্ষে মুখে দেবদেবীর বা পশু-পক্ষীর মুখোস আঁটিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। প্রধানতঃ চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষে প্রধানতঃ শিব বা একযোগে শিব ও কালী মূর্তি পূজা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে চড়কপূজা এবং তদুপলক্ষে ভক্তদের পিঠে বঁড়শি বিঁধিয়া চড়কগাছে পাক্ দেওয়া হয়। মালদহ ব্যতীত পশ্চিম দিনাজপুরের বহু গ্রামে সাড়ম্বরে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা থানার অন্তর্গত গিলাভাঙ্গা গ্রামের চড়ক একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব।

শিবরাত্রি উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ্বর শিব মন্দিরে। ইহা ভিন্ন কুচবিহার জেলার বাণেশ্বর গ্রামে বাণেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীনকাল হইতে শিবরাত্রি উৎসব ও মেলা বসিতেছে। এই জেলার ধলিয়াবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কুচবিহার জেলার খালিসা গোসানীমারী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কামতেশ্বরী দেবীর এবং সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত দেবী সিদ্ধেশ্বরী কালীপূজা উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে মালদহ জেলার ইংরাজবাজারের জহরাকালী ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বটুন গ্রামের চামুণ্ডাকালীপূজার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন যোগে পুণ্যস্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসর মালদহ জেলার ইংরাজবাজার থানার সাদুল্লাপুর গ্রামে জ্যৈষ্ঠমাসে দশহরা তিথিতে গঙ্গাপূজা ও তদুপলক্ষে স্নান, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার বৌদ্ধনাথধামে আত্রাই নদীতে চৈত্র মাসে বারুণীস্নান এবং কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থানার পানিশালা গ্রামে চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমী তিথিতে গদাধর নদীতে স্নান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন কুচবিহার দিনহাটায় প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী তিথিতে 'সখীর মেলা' নামে একটি উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মেয়েরা পরস্পরের সহিত সখীত্ব এবং পুরুষেরা পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

মালদহ জেলার ইংরাজবাজার থানার অন্তর্গত রামকেলি বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থস্থান বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণোৎসব ও তদুপলক্ষে একটি প্রাচীন মেলা বসিতেছে। ইহা ভিন্ন, ইংরাজবাজার হইতে প্রায় সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর তীরে জঙ্গলটোলায় 'ঠাকুরাঙ্গি' নামে খ্যাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তুলসীবিহার নামে একটি উৎসব এবং কুচবিহারের নিকটবর্তী মধুপুর গ্রামে শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবদিগের আশ্রমে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে একটি উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবে আসাম হইতেও বহু ভক্ত আসিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় দার্জিলিং শহরে এবং ঘুম বৌদ্ধবিহারে মহাসমারোহের সহিত স্থানীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

আলোচিত পাঁচটি জেলায় নানারূপ লৌকিক দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেবদেবী সম্পর্কে পরপৃষ্ঠা আলোচনা করা হইল।

কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে শারদীয়া একাদশী তিথি হইতে তিনদিন-ব্যাপী ভান্ডালী বা বনদুর্গা পূজা হইয়া থাকে। ভান্ডালী কোন কোন স্থলে ভান্ডারণী নামেও খ্যাত। প্রবাদ আছে কুচবিহারের মহারাজ কর্তৃক প্রথম এই পূজার প্রচলন হয়। এই দেবীর মর্তে পূজার প্রচলন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী তিনটি উল্লেখযোগ্য কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। স্থানভেদে মূর্তির পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়।

কুচবিহারের মেখলিগঞ্জ থানার অন্তর্গত নিজতরফ গ্রামে ভান্ডালী দেবী সিংহবাহিনী ও চতুর্ভুজারূপে পূজিতা। (ভ্রমবশতঃ গ্রন্থের এক স্থানে দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী দ্বিভুজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে উহা সিংহবাহিনী ও চতুর্ভুজা হইবে।) কিংবদন্তী আছে, কুচবিহারের রাজবাড়ীতে দুর্গাপূজার পর বিজয়া দশমীতিথিতে দেবী দুর্গা মর্ত হইতে কৈলাস গমনকালে তাঁহার মালপত্রের তত্ত্বাবধানকারিণী ভান্ডারণী পথে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে দেবীকে আরো তিনদিন মর্তে অবস্থান করিতে হয় এবং এই কারণে পুনরায় তিনদিনব্যাপী তাঁহার পূজা করা হয়। ভান্ডারণীকে উপলক্ষ করিয়া এই ঘটনা ঘটে বলিয়া এই পূজা ভান্ডারণীপূজা নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় কিংবদন্তীটি মাথাভাঙ্গা থানার অন্তর্গত পাটছাড়া গোপালপুর গ্রামে ভান্ডালী পূজার প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায়। কথিত আছে, একদা নহুস (মহাভারতে উল্লিখিত?) নামে জনৈক রাজা রাজপ্রাসাদে শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন সম্পন্ন করিয়া শিকারে বাহির হন এবং তথায় শিকারের আনন্দে দুর্গাপূজার কথা বিস্মৃত হন। এদিকে রাজবাড়ীতে যথারীতি পূজার পর বিজয়াদশমী তিথিতে দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় ; কিন্তু রাজার পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ না করিয়া মর্ত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না থাকায় দেবী চতুর্ভুজারূপে ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া বন মধ্যে উক্ত রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং রাজার পুষ্পাঞ্জলী যাঞা করেন। সেইদিন একাদশী তিথি, রাজা বন মধ্যে বনফুল দ্বারা দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করেন। এই পূজা ভান্ডালী পূজা বলিয়া খ্যাত হয় এবং এইরূপে ভান্ডালী দেবীর পূজার প্রচলন হয়।

তৃতীয় কিংবদন্তীটি শোনা যায় জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার থানার অন্তর্গত যোগেন্দ্রনগর গ্রামে। এই গ্রামে ভান্ডালীদেবী দেবী দুর্গার ভগ্নীরূপে পূজিতা। কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয় শারদীয়া পূজার শেষে দশমী তিথিতে দেবী দুর্গা মর্ত ত্যাগকালে তাঁহার ভগ্নী ভান্ডালী দেবী মর্তে তাঁহার পূজা প্রার্থনা করেন এবং দুর্গা দেবীর নির্দেশে শারদীয়া একাদশী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী শারদীয়া উৎসবের ন্যায়ই ভান্ডালী পূজার প্রচলন হয়। এই গ্রামে ভান্ডালী দেবী চতুর্ভুজা সিংহবাহিনীরূপে পূজিতা।

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত পদমতী গ্রামে ভান্ডালী দেবী ব্যাঘ্রবাহিনী, ত্রিলোচনা এবং চতুর্হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক মূর্তি থাকে। কুচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানার অন্তর্গত কামাত চ্যাংরাবান্দা গ্রামে এবং জলপাইগুলি জেলার ধূপগুড়ি থানার ভান্ডালী গ্রামে দ্বিভুজা ব্যাঘ্রবাহিনীরূপে ভান্ডালী দেবীর পূজা করা হয়।

পশ্চিম দিনাজপুর ও কুচবিহার জেলায় বিভিন্ন স্থানে মশান নামে এক গ্রাম্য দেবতার পূজা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মশান কালীরূপে পূজিতা, তবে কোন কোন স্থানে শিব বা শিবের অনুচর উপদেবতারূপেও মশান পূজা করা হয়। স্থান ভেদে মশান মূর্তির প্রভেদ আছে।

পশ্চিম দিনাজপুরের টুংগইল বিলপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে শিবের উপর সিংহবাহিনী মশান কালীর পূজা হয়। এই উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। এই জেলার বালাস গ্রামে মশানকালীপূজার নির্দিষ্ট কোন সময় নাই এবং পূজায় কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। মশানের নিকট শূকর, পায়রা, হাঁস, পাঁঠা প্রভৃতি পশু-পক্ষী বলি দেওয়া হয়।

কুচবিহার জেলার মাঘপালা গ্রামে পথের দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য শূকরবাহন চতুর্ভুজ শিবরূপে এবং আলোকঝাড়ি গ্রামে শিব বা শিবের অনুচররূপে মশান দেবতার পূজা হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রহৎপুর গ্রামে মশান দেবতার বাহন অশ্ব।

মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নানাস্থানে কংসব্রত বা 'কাস-ব' নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মালদহ জেলার গাজোল থানার অন্তর্গত ধাওয়াইল গ্রামে কংসব্রতের প্রধান উদ্যোক্তা স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়। এই গ্রামে 'কংসের বেদী' নামে একটি নির্দিষ্ট বেদীর উপর রক্ষিত যজ্ঞোপবীতধারী একটি ভগ্ন প্রস্তর মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর মাঘী-পূর্ণিমায় কংসব্রত উৎসব পালিত হয়। কিংবদন্তী আছে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংস বধ সংঘটিত হইয়াছিল।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানার অন্তর্গত করঞ্জি গ্রামে কংসব্রতের প্রধান উদ্যোক্তা স্থানীয় মালাকার এবং তাঁতি বা গণেশ সম্প্রদায়। এই গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কংসব্রত উপলক্ষে ছাঁটীকা দেবী নামে এক দেবীর পূজা হইয়া থাকে। স্থানীয় ধ্যানে ছাঁটীকা দেবীকে শিবের ঘরণীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। দাস পদবীধারী মালাকার সম্প্রদায় দেবীর পূজারী।

কুচবিহার জেলার নানাস্থানে 'বাঁশ উৎসব' বা মদনকামপূজা নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই জেলার বাঁশদহনতিবাড়ী, দিনহাটা থানার খালিসা গোসানীমারী এবং মাথাভাঙ্গা থানার উনিশবিঘা ও শুখানীদীঘি গ্রামের মদনকামপূজা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শেষোক্ত গ্রাম দুইটিতে ইহা কামদেবপূজা বা 'বাঁশ খেলা' উৎসব নামে পরিচিত। এই উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসের মদন চতুর্দশী তিথিতে লাল শালুকাপড় জড়ানো একটি বাঁশ পুঁতিয়া উহার অগ্রভাগে চামর, পিতলের আরসী এবং একজোড়া পান-সুপারী বাঁধিয়া মদনকামদেবের পূজা করা হয়।

মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় উল্কা বা 'হকাহকি' নামে একটি উৎসব পালন করা হয়। মালদহ জেলার মাণিকচক থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা করিয়া উৎসবকারীরা উল্কা নামে খ্যাত পাটকাঠির গুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করিয়া জলন্ত উল্কাসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান এবং মুখে ছড়া কাটেন--"হুকারে! হুকিরে! পোকা-মাকড়ের স্বরগ্ যা"।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার অন্তর্গত রহৎপুর গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে লক্ষ্মীপূজা করিয়া উৎসবকারীরা উল্কায় অগ্নিসংযোগ করেন এবং পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জলন্ত উল্কাগুলি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করেন।

মালদহ জেলার গাজোল থানার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সবেবরাত উৎসবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের বাইশহাজারী ও ছয়হাজারী মেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কশবা মহশো গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মখদুমী পীরের উরস্ উপলক্ষে এবং গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত ধলদীঘি গ্রামে সৈয়দ করম আলী ফকিরের উরস্ উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই পাঁচটি জেলার নানাস্থানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের করম, সিরুয়া, বিশুয়া, বাঁধনা, যাত্রা উৎসব, ছাতাপরব, জিতিয়া পরব, হুদুম, গাবুরদেব, কুমিরদেব, সোহরায় প্রভৃতি নানা পূজা ও পরব অনুষ্ঠিত হয়। মালদহ জেলার হবিবপুরে সত্যম্ শিবম্ সম্প্রদায়ভুক্ত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিবপূজা, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত বর্ষাপাড়ায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বারোয়ারী কালীপূজা এবং সরতলী গ্রামে তুরী ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বারোয়ারী কালীপূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাভিন্ন, দার্জিলিং জেলায় স্থানীয় নেপালী সম্প্রদায় চৈত্রদেশাই, সাম্বে সংক্রান্তি ও দশেরা উৎসব, ভুটিয়া সম্প্রদায় লোসার উৎসব, লেপচা সম্প্রদায় নামবন প্রভৃতি উৎসবাদি পালন করিয়া থাকেন।

নানারূপ আধিব্যাধি নিরাময়, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনায়, দেশের কল্যাণ অথবা সামাজিক মঙ্গল কামনায় ভক্তরা দেবদেবীর নিকট মানসিক করেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হইলে মানত শোধ করেন। ভক্তের নিকট যাহা প্রিয় বা আদরনীয় তাহা দেবতাকে

নিবেদন করিয়া তৃপ্তিলাভ অথবা দেবতা প্রীত হইয়া ভক্তের মঙ্গল বিধান করিবেন মূলতঃ এইরূপ বিশ্বাসেই দেবদেবীর নিকট ভূসম্পত্তি, অর্থ, বস্ত্রাদি, রৌপ্য ও স্বর্ণালঙ্কার, নানারূপ ফলমূল, মিষ্টান্নাদি প্রভৃতি মানত জানান হয়। ভক্তেরা কেহ মানত জানাইয়া মন্দির নির্মাণ, দেবতার নামে পুষ্করণী খনন অথবা দেবতার প্রত্যাদেশের জন্য 'হত্যা' দেওয়া, দণ্ডী খাটা প্রভৃতি শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করেন। মানত জানাইয়া সন্তানাদিকে আজীবন দেবসেবায় নিয়োজিত করা বা গঙ্গা-সাগরে সন্তান নিক্ষেপ করা অধুনা লুপ্ত প্রথা হইলেও একদা ইহা প্রচলিত ছিল।

মানত স্বরূপ যব, ইক্ষু, দিশীকুমড়া অথবা শূকর, মেষ, মহিষ, পাঁঠা, হাঁস, পায়রা প্রভৃতি পশু-পক্ষী বলি দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কেবল মানত নহে শাক্ত দেবদেবীর নিকট পশু বলি শাস্ত্রানুমোদিত এবং পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়াও বিবেচিত। আত্মস্থ পশু শক্তিকে দমন করিবার নিমিত্তে অথবা বাহিরে যে অদৃশ্য পশুশক্তি দ্বারা সমাজ বা ব্যক্তির অমঙ্গল সাধিত হইতেছে তাহাকে ভীতি প্রদর্শন বা নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ এইরূপ পশু বলি দেওয়া হয়। দেবদেবীর নিকট নরবলি প্রদান শাস্ত্রানুমোদিত রীতি। কাপালিকগণ ব্যতীত ভক্তরাও অভীষ্ট ফললাভের আশায় দেবদেবীর নিকট নরবলি দিতেন। বর্তমানে এইরূপ নরবলি প্রদান দেশের আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ।

আলোচিত পাঁচটি জেলায় বিভিন্ন দেবদেবীর নিকট উৎসর্গকৃত মানতের পশু-পক্ষীগুলিকে প্রধানতঃ যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া খড়্গাঘাতে শিরোচ্ছেদ করা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন, মঙ্গলবাড়ী গ্রামে দেবদেবীর নিকট মানতের পাঁঠা, পায়রা, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পশু-পক্ষী গুলিকে গলায় ফাঁস দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। সুখানী গ্রামে গ্রামপূজায় মানতের খাসীকে ফাঁস দিয়া এবং পায়রাগুলির মাথা মুচড়াইয়া ছিন্ন করা হয়। চিকলিগুড়ি গ্রামে রাজ-বংশী ও রাভা সম্প্রদায়ের বুড়াঠাকুর পূজায় পাঁঠা ও খাসী বলি দিয়া এবং হাঁস, মুরগী ও পায়রা-গুলির মাথা মুচড়াইয়া ছিন্ন করা হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার অন্তর্গত রহৎপুর গ্রামে মশান ও মহারাজ পূজা উপলক্ষে ভক্তরা পূজায় পায়রা বলি দিয়া পরে উহা আগুণে ঝলসাইয়া চালভাজার সহিত প্রসাদরূপে ভক্ষণ করেন। কুচবিহার জেলায় বাণেশ্বর শিবের নিকট নিবেদিত মানতের পশু-পক্ষীগুলির মধ্যে কোনটিকে বলি দিয়া, কোনটিকে কণ্ঠে ফাঁস দিয়া, কোনটিকে পাথরে আছড়াইয়া বধ করা হয় ; আবার কতকগুলিকে শিবের নিকট উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে মানতের পাঁঠাগুলিকে বলি দেওয়া হয় ; কিন্তু পায়রাগুলিকে মুক্তি দেওয়া হয়। কোন স্থানে মানতের পশু-পক্ষীগুলিকে দেবতার নিকট উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আবার কোন কোন স্থানে পশু হিংসা নিবারণের জন্য পূজায় পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

কুচবিহারের ধুমপুরবালাসী গ্রামে মহাকাল, কালী ও মশানপূজায় ভক্তেরা হাঁসের ডিম মানত দেন, তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত পানিশালা গ্রামে অশোকাষ্টমী স্নান উপলক্ষে ভক্তেরা মানতের হাঁসের ডিম নদীর জলে ছাড়িয়া দিয়া পরে পুণ্যস্নান করেন, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার অন্তর্গত দৌলতপুরে গ্রামের যে-কোন বাড়ীতে গাভী প্রসব করিলে তাহার প্রথম দিনের দুধ দিয়া গ্রামবাবা-কে স্নান করাইতে হয় এবং প্রথম সন্তান হইলে তাহার মাথার কেশ গ্রামবাবার নিকট উৎসর্গ করিতে হয়।

উৎসবের সঙ্গে আসে মেলা। বাংলাদেশের গ্রামে নানাস্থানে হাটবাজার বসিতেছে ; পূর্বের তুলনায় হাটবাজারের সংখ্যা বাড়িয়াছে, বাড়িয়াছে দোকানপসারের সংখ্যা ও মাল আমদানী-রপ্তানির পরিমাণ। তথাপি পল্লীবাসীর নিকট মেলার প্রয়োজনীয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মেলার আকর্ষণে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অতিক্রম করিয়া, মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া, পথের নানা-রকম ক্লেশ স্বীকার করিয়া অগণিত নর-নারী মেলা-প্রাঙ্গণে আসিয়া হাজির হন। উৎসব ও মেলা উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগতদিগের আগমনে শান্ত পল্লীজীবন আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে। গ্রামবাসীর সহিত পরিচয় হয় শহরবাসীর। গ্রামীণ-সমাজ জীবনে পরস্পরের সহিত মেলামেশার, ভাব ও সংস্কৃতি বিনিময়ের মিলনক্ষেত্ররূপে মেলার জনপ্রিয়তা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

মেলার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মেলায় কেবলমাত্র নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য, শৌখিন মণিহারী জিনিসপত্র বা খেলনা-পুতুলের দোকানপত্রই বসে না, গ্রাম-জীবনের ঘর-গৃহস্থালির নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, পোষাকপরিচ্ছদ, বাসনকোসন, বাঁশ-বেত ও কাঠের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রী, শাকসব্জী, বীজ ও চারাগাছ এমনকি পশু-পক্ষীও ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। গ্রামের শিল্পীদের তৈয়ারী নানাপ্রকার গ্রামীন কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের সুযোগ পাওয়া যায় এই সকল মেলায়। ইহা ভিন্ন, মেলায় আগত বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শিল্পীদের শিল্পকর্মের ভাব ও বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষণ করিয়া তদনুযায়ী শিল্পীগণ আপন আপন শিল্পের উৎকর্ষসাধন ও ক্রেতার রুচি নিদ্ধারণ করিতে সক্ষম হন।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ব্যবসায়ীরা জানেন কবে, কোথায়, কোন মেলা আরম্ভ হইবে, কতদিন স্থায়ী হইবে, কত লোকজন আসিবে এবং কি ধরণের জিনিসপত্রের চাহিদা হইবে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ব্যতীত বিভিন্ন জেলা হইতে, এমনকি ভিন্ন প্রদেশ হইতেও মেলায় বহু ব্যবসায়ী আসেন। এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা এই সকল মেলায় সারা বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। বড় ব্যবসায়ী ভিন্ন স্বল্প মুলধনসম্পন্ন ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালার দল মেলায় বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকার্জনের সুযোগ পান।

মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান, যাহা প্রাত্যহিক হাটবাজারে একান্ত বিরল। কেনাকাটার সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ মেলার যাত্রীদের নিকট বাস্তবিকই একটি বাড়তি লাভ বইকি। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য আয়োজিত সার্কাস, ম্যাজিক, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, অশ্বচক্র, রামায়ণগান, কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান, বোলানগান, তরজা, সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি নানাবিধ আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে কেবলমাত্র শ্রোতা বা দর্শকের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না, লোকশিক্ষার প্রসার, লোকসাহিত্যের বিকাশ ও পুষ্টিসাধন এবং গ্রাম্য কবি, গায়ক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণের জীবিকার্জনের ব্যবস্থাও ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে।

আলোচিত পাঁচটি জেলায় যাত্রাভিনয় ব্যতীত কবিগান, গম্ভীরা ও আলকাপ গান, ঝুমুরগান, কুশান ও দোতরাগান বিশেষ জনপ্রিয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দেবদেবীর পূজা বা উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া মালদহ ও কুচবিহার জেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দার্জিলিং জেলার পুলবাজার থানার অন্তর্গত বিজনবাড়ী গ্রামে পৌষসংক্রান্তির মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য লোকনৃত্য, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, সাহিত্য-বাসর ও শিশু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দেশ বিভাগে পর পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আগমনের ফলে গ্রামের জনবসতির সীমানা প্রসারিত ও নূতন নূতন পল্লীর সৃষ্টি এবং তৎসহ নূতন করিয়া বহু পূজা-পার্বণ ও মেলার আয়োজন হইয়াছে। গ্রন্থের নানা স্থলে উহার দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, মালদহ জেলায় কালিয়াচক থানার অন্তর্গত চকবাহাদুরপুরের সন্নিকটবর্তী গঙ্গানদীর পরিত্যক্ত যে চরটি ১৯৪৭ সালের পূর্বে ঘন কাশবন ও ঝাউবনে পরিপূর্ণ ছিল, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে আজ সেই স্থানটি পূজা-পার্বণ ও মেলায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অথবা জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার থানার অন্তর্গত দমনপুর গ্রামে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের উদ্যোগে মাত্র দুই বৎসর হইল চৈত্র মাসে নুনাই নদীতে অষ্টমীস্নান ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসিতেছে এবং চালনীপাক গ্রামে রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, রাসযাত্রা, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এই গ্রন্থে পাঁচটি জেলার মোট ৪৬৯টি মেলার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। উহার অধিকাংশ মেলাই প্রাচীন। মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় অনুষ্ঠিত বাইশহাজারী ও ছয়হাজারী মেলা প্রায় ৭০০-৮০০ শত বৎসরের এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কশবা মহশো গ্রামে মখদুমী পীরের উরস্ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাটি প্রায় ৫০০ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। অপরপক্ষে বর্তমান সমীক্ষায় দেখা যাইতেছে এই পাঁচটি জেলায় গত ২০ বৎসরের মধ্যে ৬২টি নূতন মেলা প্রবর্তিত হইয়াছে। অপ্রাচীন মেলাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ৭টি মেলার সহিত কোন ধর্মীয় সম্পর্ক নাই। তন্মধ্যে সরকারী প্রচেষ্টায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে

দার্জিলিং জেলায় ৪টি, ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস ও ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জলপাইগুড়ি জেলায় ২টি এবং পশ্চিম দিনাজপুরে সরকারী তথ্যমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে ১টি মেলা বসিতেছে। শেষোক্ত মেলাটি স্থানীয় অঞ্চলে 'সিনেমা মেলা' নামে খ্যাত।

প্রসঙ্গত এই স্থানে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মেলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মালদহ জেলার ইংরাজবাজার থানার রামকেলি মেলা, গাজোল থানার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার বাইশহাজারী ও ছয়হাজারী মেলা, ধাওয়াইল গ্রামে কংসব্রতের মেলা এবং হবিবপুর থানার অন্তর্গত সজনাদীঘির মেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। সজনাদীঘির মেলা আদিবাসীদের উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং মেলাটি সাঁওতাল যুবক-যুবতীদের মেলামেশার ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে পতিরামের মেলা, কুমারগঞ্জ থানার বৌদ্ধনাথধামে বারুণী-স্নানের মেলা, রায়গঞ্জ থানার কসবা মহশো গ্রামে মখদুমী পীরের উরস্ মেলা ও বিন্দোল গ্রামে রাসপূর্ণিমার মেলা, কালিয়াগঞ্জ থানার সেরগ্রামে কুকড়ামণির মেলা, কুশমণ্ডি থানার করঞ্জি গ্রামে কংসব্রতের মেলা ও বেড়ইল গ্রামে ধকর সইদ পীরের মেলা এবং গঙ্গারামপুর থানার ধলদীঘির মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধলদীঘির মেলা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন মেলা বলিয়া দাবী করা হয়। ধলদীঘি ও কুকড়ামণির মেলায় পশু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য খ্যাতি আছে।

কুচবিহার শহরে অনুষ্ঠিত রাসযাত্রার মেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন রাজবাড়ীর দুর্গা-পূজার মেলা ও বাণেশ্বর গ্রামে শিবরাত্রির মেলা উল্লেখযোগ্য।

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত গড়তলী জল্পেশ গ্রামে জল্পেশ্বর শিবের শিবরাত্রি মেলা এই জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মেলা। ইহা ব্যতীত রায়কতপাড়ায় রাজবাড়ীর দুর্গাপূজার মেলা, মনসাপূজার মেলা, ঢোলক গ্রামে বারুণীস্নানের মেলা এবং জলপাইগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত গোপাষ্টমীর মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দার্জিলিং জেলার পুলবাজার থানার বিজনবাড়ী গ্রামে পৌষসংক্রান্তির মেলা, রংলি রংলিয়ট থানার ত্রিবেণীমাই গ্রামে তিস্তামাই পূজার মেলা, খড়িবাড়ী থানার অধিকারীবাবার মেলা এবং কালিম্পং শহরে সরকারী প্রদর্শনী মেলার খ্যাতি আছে। শেষোক্ত মেলাটি সম্প্রতিকালের হইলেও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

নানা পূজা-পার্বণ কেন্দ্র করিয়া বাংলার নিভৃত পল্লীগ্রামে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বহু উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল উৎসবাদিকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামবাসী আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠেন—আবর্তিত হয় তাঁহাদের ভক্তি, বিশ্বাস ও সংস্কার। একদিন উৎসব শেষ হয়, উৎসবকারীরা চলিয়া যান নিত্যনৈমিত্তিক বাঁধাধরা জীবনে, রুজিরোজগারের সন্ধানে। গঞ্জের প্রান্তরে দাঁড়াইয়া থাকে নিঃসঙ্গ জীর্ণ ফাটল ধরা মন্দির—সারা বৎসর ধু ধু করে নিস্তব্ধ, নির্জন উৎসব-প্রাঙ্গন। শুধু পিছনে পড়িয়া থাকে পল্লীর নিরানন্দ বৈচিত্রহীন একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্রের, একটু আনন্দের স্মৃতি। সুদূর অতীতকাল হইতে প্রাচীনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া বাংলার শত শত গ্রামে মেলা বসিতেছে, মেলা ভাঙ্গিতেছে। নিশ্চিন্দিপুরের চড়কের মেলায় হরিহরের হাত ধরিয়া একদিন অপু আসিয়াছিল, অপুর হাত ধরিয়া কাজল আসিয়াছে, ভবিষ্যতে হয়ত একদিন কাজলের ছেলে কাজল আসিবে। সত্যই এই নূতন করিয়া গড়া আর ভাঙ্গা পুরানো হাটের মেলায়—কত কে আসিল, কতবা আসিছে, কত না আসিবে হেথা হিসাব নাইরে এলো আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা। শুধু প্রভেদ এই—কেহ কাঁদে কেহ গাটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।

রথযাত্রা, ২৭শে আষাঢ়, ১৩৭৫ — অরুণ কুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারী দফতর,

কলিকাতা—১

সূচী

পৃষ্ঠা

D

দার্জিলিং

ঘুম বৌদ্ধবিহার
ঘুম বৌদ্ধবিহারের অভ্যন্তরে ভগবান তথাগতের প্রতিমূর্তি
শ্রীমন্দিরের প্রবেশদ্বার
শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্তিসহ অন্যান্য উপাস্য দেবদেবী
শহরের উপকণ্ঠে ভুটিয়াবস্তী বৌদ্ধবিহার
ভুটিয়াবস্তী বৌদ্ধবিহার
ভুটিয়াবস্তী বৌদ্ধবিহারে "মাসওয়াদা" বা নববর্ষ উপলক্ষে শিঙ্গাবাদনরত লামাগণ
তামাং বৌদ্ধবিহার
দূর হইতে তামাং বৌদ্ধবিহারের দৃশ্য
হিমালয়ের প্রশান্ত পরিপ্রেক্ষিতে তামাং বৌদ্ধবিহার
সামলিং চেয়ালিং বৌদ্ধবিহার
বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শহর পরিভ্রমণরত শোভাযাত্রার দৃশ্য
শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও পুঁথি বহনের দৃশ্য
শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী শিশুগণ কর্তৃক ধর্মপতাকা বহনের দৃশ
আলুবাড়ী বৌদ্ধবিহার
"সাকওয়াদা" বা নববর্ষ উপলক্ষে ভুটিয়াবস্তী বৌদ্ধবিহার হইতে বহির্গত শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য
"সাকওয়াদা" উপলক্ষে ভুটিয়া সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রার আর একটি দৃশ্য
মহরমের তাজিয়া
মহরম উপলক্ষে উৎসবকারীদের ছোরা খেলার একটি দৃশ্য
মহরম উৎসবের কয়েকটি দৃশ্য

জলপাইগুড়ি

টোটোপাড়া গ্রামে মায়ু উৎসব উপলক্ষে মন্দির অভ্যন্তরে ঈষপা বা মহাকালের পূজায় প্রয়োজনীয় ধর্মাচার হিসাবে টোটগণ কর্তৃক ইয়ু বা স্থানীয় মদ্যপান

মালদহ জিলার কদমরসুল মসজিদের প্রবেশদ্বার
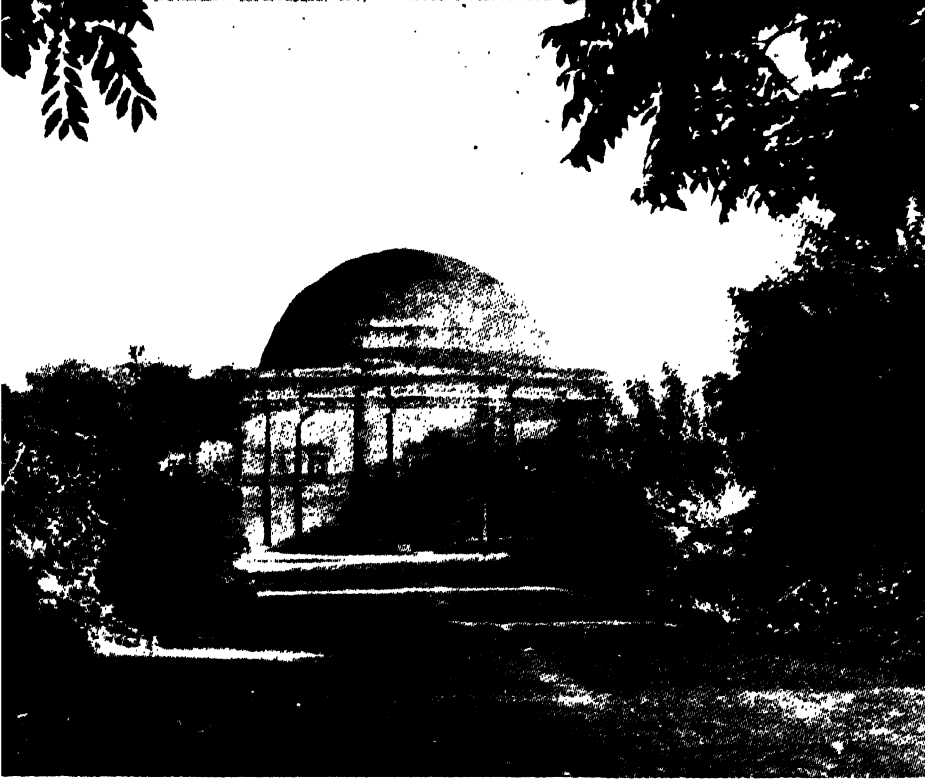
মালদহের চমকান
মসজিদের চিক।

কদমরসুল মসজিদ
সংলগ্ন ফতেখাঁর
সমাধি

বড়সোনা মসজিদ যার আর এক নাম বারদুয়ারী পুরাতন মালদহের রূপসাগরের নিকট দক্ষিণ দিকে

বারদুয়ারীর অভ্যন্তরের একাংশ

কুচবিহার জিলার খাগড়াবাড়ীতে

উদ্‌যাপিত শিবমন্ত মেলার

বিভিন্ন দৃশ্য

দার্জিলিং জিলার
ঘুম বৌদ্ধবিহার

ঘুম বৌদ্ধবিহারের অভ্যন্তরে
ভগবান তথাগতের প্রতিমূর্তি

দার্জিলিং শহরে অবস্থিত শ্রীমন্দিরের প্রবেশদ্বার

শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্তি সহ অন্যান্য উপাস্য দেবদেবী
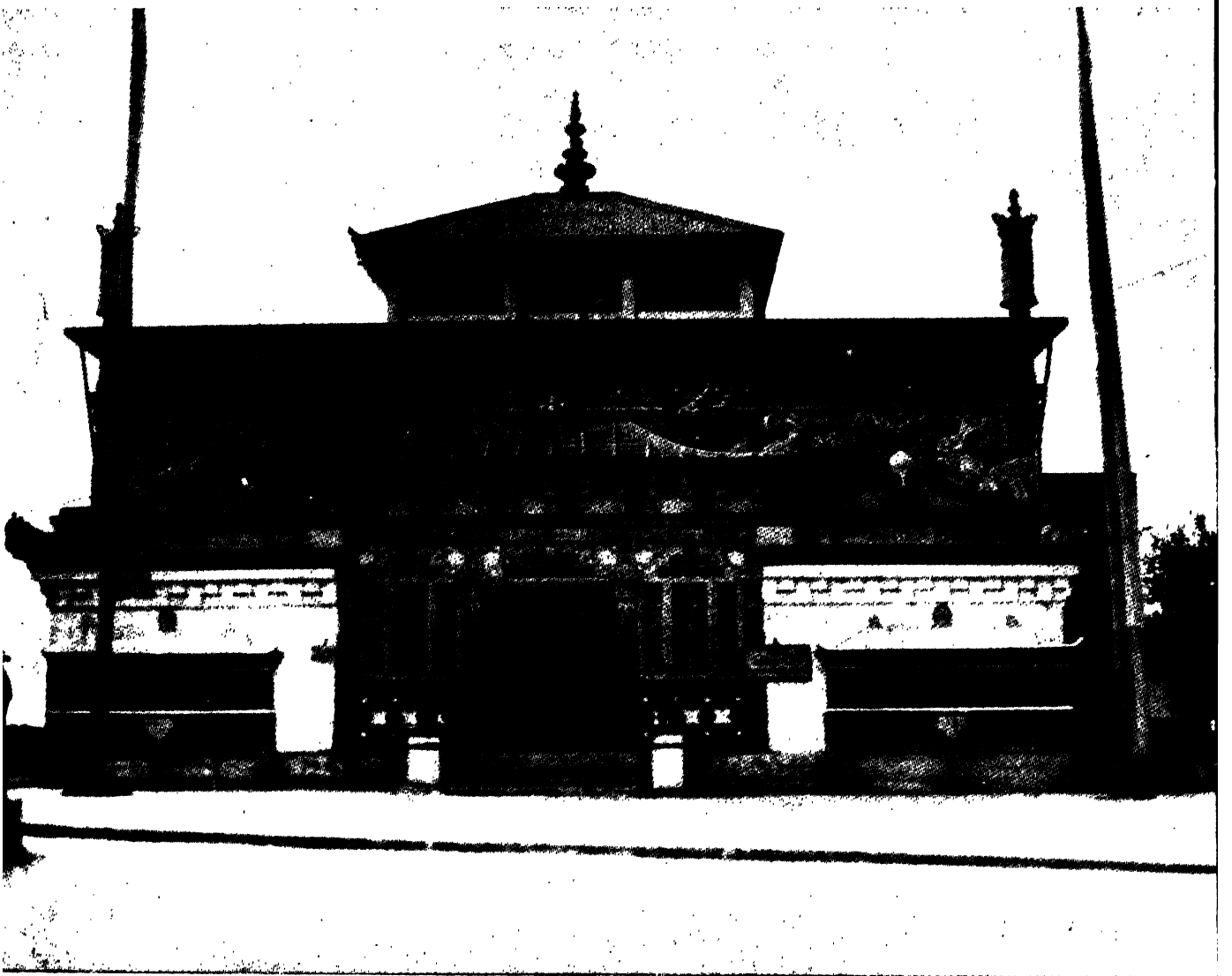
দার্জিলিং শহরের উপকণ্ঠে ভুটিয়াবস্তী বৌদ্ধবিহার

ভুটিয়াবস্তী বৌদ্ধবিহার

ভুটিয়াবস্তী বৌদ্ধবিহারে "মাসওয়াদা" বা নববর্ষ উপলক্ষে শিঙ্গাবাদনরত লামাগণ

দার্জিলিং শহরে তামাং বৌদ্ধবিহার

দূর হইতে ঐ বিহারের দৃশ্য

হিমালয়ের প্রশান্ত পরিপ্রেক্ষিতে তামাং বৌদ্ধবিহার

দার্জিলিং জিলায় বাতাসিয়া ঘুমের
সন্নিকটে সার্মলিন চোয়ালিং বৌদ্ধবিহার

বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শহর পরিভ্রমণরত শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য। তামাং বৌদ্ধ সংঘের তত্ত্বাবধানে তাসি দোগ্যালিং বিহার হইতে নেহরু সরণী দিয়া চৌরাস্তা অভিমুখে

শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীগণ কর্ত্তৃক পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ ও পুঁথি বহনের দৃশ্য

শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী শিশুগণ
কর্তৃক ধর্ম পতাকা বহনের দৃশ্য

দার্জিলিং শহরের উপকণ্ঠে
আলুবাড়ী বৌদ্ধবিহার

দার্জিলিং শহরে ভুটিয়া "সাকওয়াদা" বা নববর্ষ উপলক্ষে ভুটিয়াবস্তী
বৌদ্ধবিহার হইতে বহির্গত শোভাযাত্রার একটি অংশ

"সাকওয়াদা" উপলক্ষে ভুটিয়া সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রার আর একটি দৃশ্য
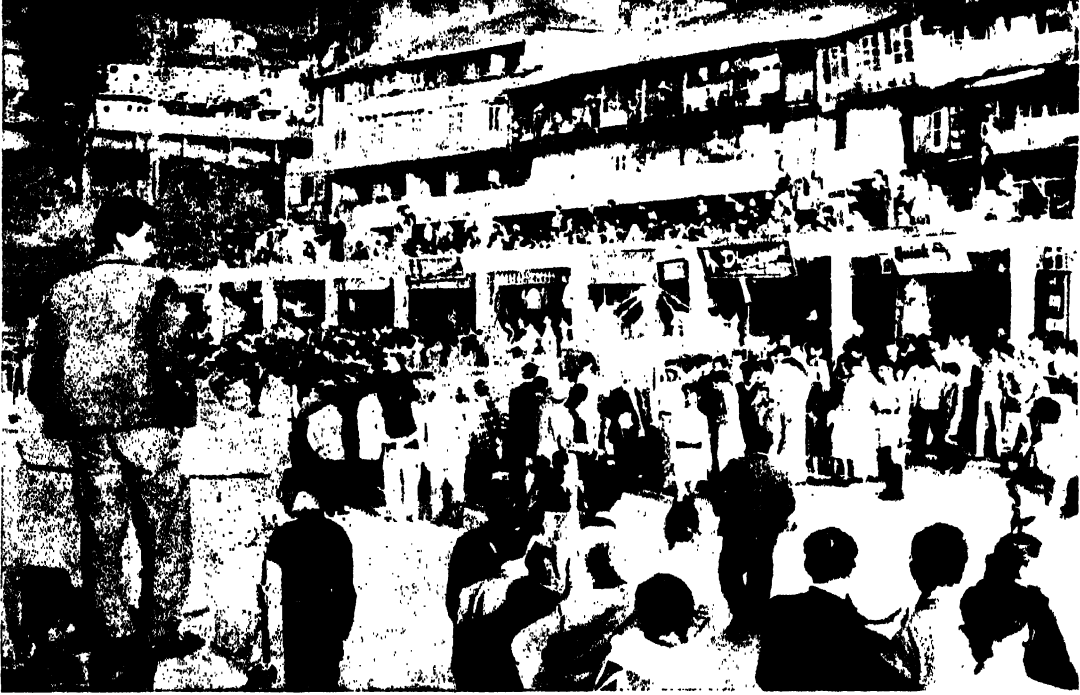
শৈল নগরী দার্জিলিং-এ মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরমের তাজিয়া

মহরম উপলক্ষে উৎসবকারীদের ছোরা খেলার একটি দৃশ্য

দার্জিলিং-এ মহরম উৎসবের
কয়েকটি দৃশ্য

জলপাইগন্ড়ি জেলার টোটোপাড়া গ্রামে মায়ন্ উৎসব উপলক্ষে মন্দির অভ্যন্তরে ঈষপা বা মহাকালের প‍ূজায় প্রয়োজনীয় ধর্ম্মাচার হিসাবে টোটোগণ কর্তৃক ইয়ন্ বা স্থানীয় মদ্যপান

॥ মালদহ ॥

জিলা মালদহ
পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসব
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটিবিচ্যুতি সম্ভব। সম্পাদক
উ
জিলা পশ্চিম দিনাজপুর
নির্দেশক
অম্বুবাচি
আদিবাসী উৎসব
ইদ-উল-ফেতর
ইদ-জোহা
কংসব্রত
কালীপূজা
কার্তিকপূজা
গম্ভীরা
চড়ক
চণ্ডীপূজা
চামুণ্ডাপূজা
জগদ্ধাত্রী পূজা
জন্মাষ্টমী
দশহরা
দুর্গা পূজা
দোলযাত্রা
নবান্ন
পীরের উৎসব
পৌষপার্বণ
বারুণী স্নান
বাসন্তী পূজা
মনসাপূজা
মহরম
মহামায়া
মহারাজ
মহোৎসব
মাঘীপূর্ণিমা ও গঙ্গা পূজা
রথযাত্রা
রাসযাত্রা
লক্ষ্মী পূজা
শিবরাত্রি
শিবপূজা
সব-এ-বরাত
সরস্বতী পূজা
সূর্যব্রত
বিবিধ পূজা
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের সীমানা
জিলার সীমানা
থানার সীমানা
মৌজার অবস্থিতি

জিলা মালদহ
মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের সীমানা
জিলার সীমানা
থানার সীমানা
মৌজার অবস্থিতি
উত্তর
নির্দেশক
আদিবাসী উৎসব
কংসব্রত
কার্ত্তিক পূজা
কালী পূজা
গাজন
গঙ্গা পূজা
চণ্ডী পূজা
চড়ক পূজা
জগদ্ধাত্রী পূজা
দশহরা
দুর্গা পূজা
পীরের উৎসব
পৌষ পার্বণ
বারুণী স্নান
বাসন্তী পূজা
মনসা পূজা
মহরম
মহামায়া
মাঘী পূর্ণিমা
রথযাত্রা
রাসযাত্রা
লক্ষ্মী পূজা
শিব পূজা
শিবরাত্রি
সরস্বতী পূজা
বিবিধ মেলা
হরিশ্চন্দ্রপুর
খরবা
রতুয়া
গাজোল
বামনগোলা
মানিকচক
মালদহ
হবিবপুর
ইংরেজবাজার
কালিয়াচক
অনুষ্ঠিত মেলায় লোকসংখ্যা যথা · · ৫০০
লোকসমাগমের সংখ্যা জানা না থাকিলে ?
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটিবিচ্যুতি সম্ভব। সম্পাদক

জিলা মালদহ
প্রতীক গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থলাদির বিন্যাস
উত্তর
প্রতীক-গোষ্ঠী সংকেত
কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তির প্রতীক
শিব
কৃষ্ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার প্রতীক
গ্রাম্য বা লৌকিক দেবদেবী
সাধু, সন্ত, পীর প্রভৃতির সমাধি স্থান
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের
জিলার
থানার
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি বিচ্যুতি সম্ভব। — সম্পাদক।
যে স্থানে এখনও পূজা, আরাধনা অথবা ভক্ত সমাগম হয়, সেই উপাসনার প্রতীক অনুযায়ী মানচিত্রটিতে স্থান নির্দেশিত হইয়াছে।

ইংরেজ বাজার থানা

গ্রাম বিবরণী

English Bazar or Engrezabad—Headquarters town of Malda district, on the right bank of the Mahananda, in 25°0'N. and 88°9'E. Population (1951) 30,663. Being an open elevated site on the river bank in a mulberry growing country, it was chosen at an early date as the site of one of the Company's silk factories. The French and Dutch had also settlements here.

The East India Company's factory was of considerable importance during the last quarter of the 17th century, and its 'diaries and consultation' from 1685 to 1693 (with breaks) are still preserved in the India Office under the title of 'Maulda and Englesavade'. In 1770 Mr. Henchman built the commercial residency and factory of the Company at English Bazar and the modern town grew up round it, materials being largely taken from Gaur. To this day the portions of the town near the factory are known by names such as Lakrikhana (wood yard), Murghikhana (fowl yard) and similar names showing the original use to which the land was put. The factory was regularly fortified with bastions at the angles of the surrounding wall. It is now used as the court house and all the public offices at headquarters are within its walls. Other public buildings of the town are the jail, the new college and the high school. Many of the houses in the town are faced with carved stones from the ruins of Gaur. There is an interesting collection of these stones in the court-house and also in the compound of the Collector's house.

The railway station is on the opposite side of the river. Its trade in silk, jute, mangoes and manufactured goods is considerable, and it has a considerable population of weavers.

It was constituted a Municipality in 1869 with 18 Commissioners, of whom two-thirds were elected. At present the Municipality is composed of 14 Commissioners all of whom are elected.

There is a small embankment protecting the town from the inundations of the Mahananda. A feature of the town the extensive mango gardens which cut it off from the agricultural country to the west.

[District Handbooks, 1951 : Malda, by A. Mitra, p. lxxxi]

ইংরেজবাজার বা ইংগলেজাবাদ

"এই প্রাচীন জনপদটি মহানন্দা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ১৬৮৫ হইতে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'Diaries and Consultation' এর বিবরণে প্রকাশ যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুরাতন মালদহ পরিত্যক্ত হইলে, ইংরেজগণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটি কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই কুঠীবাড়ী বর্তমানে সরকারী দপ্তরখানা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইংরেজবাজার এই জেলার সদর মহকুমা। ইহাকে পূর্বে ইংগলেজাবাদ বা রংরেজবাজার বলা হইত, পরে ইহা রূপান্তরিত হইয়া ইংরেজবাজারে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনুমান করেন যে, পূর্বে এইস্থানে রেশম রং করা হইত এবং সেই কারণেই এই স্থানকে রং এর বাজার বা রংরেজাবাজার প্রভৃতি বলা হইত এবং উহাই পরবর্তীকালে ইংগলেজাবাদ প্রভৃতি কথায় রূপান্তরিত হইয়াছে।...........

এখনও কালিয়াচক, সাহাপুর ও ইংরেজবাজারে কিছু কিছু রেশমবস্ত্র, রেশমের চাদর ও জামার ছিট প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মালদহজাত রেশমসূতা সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য বিষ্ণুপুর, বেনারস প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। বর্তমানে এই স্থানে শুধু মটকার (মোটা সূতার) কাপড়, শাড়ী ও চাদর তৈয়ারী হইয়া থাকে।..............

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ বিভক্ত হওয়ার পর এই স্থানে বহু রিফিউজির বাস হেতু সহরটি দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে প্রসারিত হইয়াছে এবং নূতন নূতন কলোনি গড়িয়া উঠিয়াছে। নূতন রাস্তা তৈয়ারী হওয়ায় দিনাজপুর এবং অন্যান্য অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে।............. শীঘ্রই গঙ্গার উপরে বাঁধ এবং ন্যাশনাল হাইওয়ের সংলগ্ন একটি ব্রডগেজ রেল লাইনের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইহা সমাপ্ত হইলে কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াতেরও বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া জানা যায়।"

('গৌড় ও পান্ডুয়া'—কালীপদ লাহিড়ী, পৃঃ ৭৬-৭৮)

১। গ্রামঃ সেকেন্দরপুর (মৌজা—নিয়ামতপুর)।

২৩।১,৬৮০·৭৯।৮৯৫।৪,৯৭৭

(ক) নাগর, গোয়ালা, কামার, রবিদাস।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রাজমহল হাই রোড গ্রামে যাতায়াতের প্রধান রাস্তা।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গম্ভীরা পূজা, মাঘ মাসে রটন্তী কালী পূজা।

প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে গম্ভীরা উৎসব বা শিব পূজা আরম্ভ হইয়া সারা মাস ধরিয়া চলে। উৎসব উপলক্ষ্যে মাসের ১৫ ও ১৬ তারিখে গম্ভীরা গানের

অনুষ্ঠান হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

রটন্তী কালী পূজাটিও সর্বজনীন এবং অতি প্রাচীন উৎসব। এই পূজা রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় বলি দেওয়া হয়। ভরদ্বাজ গোত্রীয় পাণ্ডে পদবীধারী ব্রাহ্মণ দেবীর পূজারী।

(ঙ) ×

(চ) টালির ছাদ এবং মাটির দেয়াল বিশিষ্ট একটি ঘরকে শিবমন্দিররূপে ধরা হয়। গাছতলায় খোলা জায়গায় রটন্তী কালীর স্থান আছে।

শ্রীরাধামোহন ঝা, শিক্ষক,
সেকেন্দরপুর ম্যানেজড্ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ অমৃতি, মালদহ।

২। গ্রাম : গোকুলনগর কামাত (মৌজা—নিয়ামতপুর)।
২৩।১,৬৮০·৭৯।৭৩৪।৩,১৯৮

(ক) নাগর, ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মালদহ কোর্ট। জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে গম্ভীরা পূজা। পূজাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) শিব মন্দির আছে।

পূর্বে স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। গোকুল মন্ডল নামে জনৈক ব্যক্তিই প্রথমে খানিকটা জঙ্গল হাঁসিল করিয়া চাষবাস আরম্ভ করেন বলিয়া শোনা যায়। পরে ক্রমশঃ অন্যান্য লোকজন আসিতে সুরু করেন। গোকুল মন্ডলের নামানুসারেই স্থানটির নাম গোকুলনগর কামাত হইয়াছে।

শ্রীদুঃখ ভঞ্জন কর্মকার, শিক্ষক,
গোকুলনগর কামাত প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নিয়ামতপুর, মালদহ।

৩। গ্রাম : নূতন নর্ঘরিয়া (মৌজাঃ নর্ঘরিয়া)।
২৫।২,০৩৩·৬৫।৪৭০।২,৮৭৫

(ক) ছুতার, নাপিত, রবিদাস, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) জেলা বোর্ডের রাস্তা। নিকটবর্তী রেল স্টেশন মালদহ কোর্ট। নিয়ামতপুর ও অমৃতি হইতে মোটর চলাচল করে। কালিন্দী নদীতে বারো মাস নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গম্ভীরা পূজা ও মহরম পরব।

(ঙ) বাইচের মেলা। কোজাগরী পূর্ণিমায় একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) শিব মন্দির ও বালাপীর সাহেব নামে জনৈক পীরের দরগাহ আছে। পীরের দরগায় মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার মানত শোধ দেওয়া হয়। প্রধানতঃ মুসলমানরা খাসী ও মোরগ মানত এবং হিন্দুরা মিষ্টান্ন মানত করেন। সেবায়েত জনৈক মুসলমান।

শ্রীরাজিদ আলি খাঁ, শিক্ষক,
নূতন নর্ঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নর্ঘরিয়া, মালদহ।

৪। গ্রাম : বালুপুর।২৭।৭৬৪·৩৮।২০৩।৯৭৩

(ক) নাগর, গোয়ালা, তিলি, ঢুলী, নাপিত, তাঁতি, বিন্দ, কাহার।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) রেল স্টেশন মালদহ। রাজমহল হাই রোডে মোটর চলাচল করে। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে গম্ভীরা পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও দক্ষিণা কালী পূজা।

(ঙ) ×

(চ) দক্ষিণা কালীর মূর্তি ও স্থান আছে। গ্রামে একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে।

গ্রামটি প্রাচীন গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষের খুব কাছেই অবস্থিত। প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছে শোনা যায় গ্রামটি অন্তত দেড়শত বৎসরের পুরাতন।

শ্রীভোলানাথ ঝাঁ, শিক্ষক,
বালুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ফুলকরিয়া, মালদহ।

৫। গ্রাম : শৈলপুর।৪৫।১,০২৩·৬১।৭৩।৪৭৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন আদিনা।

(ঘ) কার্তিক মাসে সর্বজনীন কালীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা উৎসব। গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় বকর্-ইদ ও ইদলফেতর উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শিব, কালী, রাখাল কালী, গ্রামচন্ডী, মহামায়া প্রভৃতি প্রত্যেকের একটি করিয়া নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামটি মুসলমান প্রধান। ইহারা 'বাদিয়া' নামে পরিচিত। কিছুকাল আগেও এই গ্রামে দুর্দান্ত প্রকৃতির কিছু লোক বাস করিত। শোনা যায় সন্ধ্যার পর এই গ্রামের পথ দিয়া যে সব পথিক যাইত, ইহারা তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করিত। এখন অবশ্য এইরূপ ঘটনা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গ্রামের কাছেই "রাখাল কালীর ঘাট" নামে একটি "স্থান" আছে। বর্তমানে স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ। কিংবদন্তী এই যে, পূর্বে এখানে রাখালেরা গরু চরাইত। একদিন রাখাল বালকেরা খেলার ছলে কালী পূজা করিতে উদ্যোগী হয় এবং উহাদের একজন পাঁঠার ভূমিকায় আর একজন জিহ্বা বাহির করিয়া কালীর ভূমিকা অভিনয় করে। একটি বট গাছের নীচে কালীর স্থান হয় এবং সেখানে ঐ "পাঁঠা"রূপী বালকটিকে বলিদানের জন্য লইয়া গিয়া অন্য একটি বালক খড়ের "খড়্গ" দিয়া তাহার ঘাড়ে আঘাত করে। কিন্তু সত্যসত্যই সেই খড়ের খড়্গের আঘাতে "পাঁঠা"-রূপী বালকের শিরচ্ছেদ হয় এবং রক্তপাত ঘটে। সেই হইতে স্থানটি "রাখাল কালীর ঘাট" নামে স্থানীয় অঞ্চলে খ্যাতিলাভ করে।

শ্রীসুরেশ কুমার মণ্ডল, শিক্ষক,
শৈলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জোতবসন্ত, মালদহ।

৬। গ্রাম : মকদুমপুর।৬৮।২৬৯·৪,১৫০।৫০।২২৮

(মালদহ শহরের একাংশ)

এই স্থানে মকদুম নামে জনৈক মুসলমান ফকীর বসবাস করিতেন বলিয়া গ্রামটির নাম মকদুমপুর হইয়াছে।

গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আষাঢ় মাসে দুই দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ৭৬ বৎসরের প্রাচীন।

সম্পাদক, মালদহ জেলা স্কুল পত্রিকা,
মালদহ।

৭। গ্রাম : সাদুল্লাপুর।৮৪।১,২০৫·১১।১২।৬৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, মাহিষ্য, হাজারি প্রভৃতি। গ্রামটি তিনটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মালদহ। জেলা বোর্ডের রাস্তাই গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ। বর্ষার সময় ভাগীরথী নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা স্নান।

(ঙ) দশহরা স্নানের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে দুদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামটির নাম সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, বহু পূর্বে এখানে শাহ্‌দুল্লা (শাহ্‌-আবদুল্লা) নামে এক ফকিরের বাস ছিল এবং তাঁহার নামানুসারেই গ্রামের নাম সাদুল্লাপুর।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ গোস্বামী, শিক্ষক,
বিরামপুর, মালদহ।

১৮০৯-১০ সালে লিখিত Francis Buchanan Hamilton এর বিবরণীতে সাদুল্লাপুর সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"On the side of the old Bhagirathi, opposite to this suburb, at a market place called Sadullahpur, is the chief descent (Ghat) to the holy stream, and to which the dead bodies of Hindus are brought from a great distance to be burned. In the times of intolerance they probably were allowed to burn nowhere else, and the place in their eyes acquired a sanctity which continues in a more happy period to have a powerful influence."
(District Handbooks, 1951 : Malda, by A. Mitra, p. xciv).

Francis Buchanan Hamilton সাদুল্লাপুরে দ্বারবাসিনী বা গৌড়েশ্বরী নামে বিখ্যাত এক দেবীর কথাও উল্লেখ করিয়াছেনঃ

"It is called Dwarvasini and though there is no temple, 5,000 people still meet in Jyaishtha to celebrate the deity of the place and of the city, as this goddess is also usually called Gaureswari, or the lady of the gaur."

Sir Alexander Cunningham ১৮৭৯-৮০ সালে এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সাদুল্লাপুর এবং দ্বারবাসিনী বা গৌড়েশ্বরী দেবী সম্পর্কে তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন।

"....At *Gangasnan*, or the 'Bathing Ghat' on the old Ganges, close to the north-west corner of the city, there is no temple, but only a long flight of steps leading down to the river. An annual fair is held here on the fullmoon of *Paush*, which in 1879 was on the 19th December."

"....The village of Kamala-bari, rather more than one mile to the north of the city rampart and just beyond the great Sagar Dighi lake, no doubt formed one of the suburbs of the city, as it still possesses a shrine dedicated to the goddess *Gaureswari Devi*, the special patron of Gaur. *Buchanan* says that the spot is called Dwarrasini, (sic) and that an annual *mela* or fair, is held there in the month of Jyeshta. My informants knew nothing of the

Dwarrasini, (sic) but assigned the fair to the full-moon of *Jyeshta*, in the month of June."

[Report of a tour in Bihar and Bengal in 1879-80 from Patna to Sunargaon : A.S.I. Vol. XV]

১৯১১ সালে প্রকাশিত District Gazetteer-এ লিখিত আছেঃ

"At Sadullapur itself is the burning ghat on the Bhagirathi of the Hindus and the Durbasini shrine. It is still a place of great resort on festival days for bathing in the Ganges and is also used largely as a burning ghat. Tradition has it that at the time of the Mahomedan rule it was the only burning ghat allowed to the Hindus in Gaur."

সাদুল্লাপুর

"গৌড় নগর সংলগ্ন ভাগীরথী তীরবর্তী এই পবিত্র স্থানটি এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই স্থানের শ্মশানটি অতি প্রাচীন। কাহারও মতে শাহ আবদুল্লা নামক জনৈক ফকিরের নামানুসারে এই জনপদটির নাম সাদুল্লাপুর হইয়াছে। রায়পুরের কালাচাঁদ পাঠ বাড়ী প্রথমে এই জায়গায় ছিল, পরে উহা স্থানান্তরিত হইয়া রায়পুরে যায়। পূর্বে এখানে পিতল কাঁসার নানাবিধ তৈজসপত্রাদি প্রস্তুত হইত। কুতুবপুরে প্রস্তুত এক প্রকার ঘটিকে এখনও সাদুল্লাপুরির ঘটি বলা হইয়া থাকে।.................

দশহরা, মাঘীপূর্ণিমা প্রভৃতি পুণ্যাতিথি উপলক্ষ্যে এই স্থানে মেলা হয় এবং গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।"

['গৌড় ও পাণ্ডুয়া'—শ্রীকালীপদ লাহিড়ী, পৃঃ ৮২-৮৩]

৮। গ্রাম ঃ জহরাতলা (মৌজা—গোবিন্দপুর)। ১৭।৪১৫.৪৪।৬৮।৩৮১

(ক) পাহাড়ীয়া, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মালদহকোর্ট।

(ঘ) জহরাকালীর পূজা বৈশাখ মাসে। বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) জহরাকালী পূজা উপলক্ষ্যে মেলা। বৈশাখ মাস-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জহরাকালীর স্থান আছে।

গ্রাম সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, স্বাধীন সেন রাজাদের আমলে এই অঞ্চলটি ঘন বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। মালদহ জেলার সংলগ্ন বিহার প্রদেশের কিছু কিছু দুর্দান্ত প্রকৃতির দস্যু বিভিন্ন স্থানে লুটপাট করিয়া যে সমস্ত ধনরত্ন পাইত, তাহা এই বনের মধ্যে সমবেত হইয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইত। ইহাও শোনা যায় যে, তাহারাই এই বনের মধ্যে একটি চণ্ডী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিত এবং মন্দিরের আশেপাশে মাটির নীচে লুণ্ঠিত ধনরত্ন গোপন করিয়া রাখিত। মনে হয়, ধনরত্নের হিন্দী শব্দ জওহর হইতেই এই চণ্ডীর নাম জওহরা বা জহরা মা হইয়াছে, এবং জহরা মায়ের স্থান বলিয়া কালক্রমে স্থানটিও জহরাতলা বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীসুধীর কুমার সাহা, প্রধান শিক্ষক,
নয়মৌজা হাই স্কুল,
১০।৬৭ হায়দারপুর রোড,
পোঃ ইংরেজবাজার, মালদহ।

ও

শ্রীহরিপ্রসাদ মৈত্র, প্রধান শিক্ষক,
কুমারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ইংরেজবাজার, মালদহ।

জহরাতলা

"ইহা গৌড়ের পূর্বদিকের প্রাচীরের উত্তর পূর্বকোণে অবস্থিত। ইহার নিকট একটি বুরুজ ছিল, ইহার নাম চাঁদমুনির গড়। এই স্থানে একটি প্রাচীন কালী মন্দির আছে। বর্তমানে এই স্থানে বৈশাখমাসের শনি ও মঙ্গলবারে প্রচুর জনসমাগম হইয়া থাকে। বর্তমানে মন্দিরটি সংস্কার করা হইয়াছে এবং পূজার্থীদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত একটি আশ্রয় স্থান নির্মিত হইয়াছে।"

['গৌড় ও পাণ্ডুয়া'—শ্রীকালীপদ লাহিড়ী, পৃঃ ৮৩]

১। গ্রাম ঃ কোতয়ালী

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে—গোয়াল পাড়া, শুঁড়ি পাড়া, দোসাদ পাড়া, বৈদ্য পাড়া।

(খ) চাকুরী, কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মালদহ। গ্রামের পাশ দিয়া মোটর চলাচল করে এবং নৌকায় যাতায়াতের সুবিধাও আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা এবং কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকমাসে শ্যামাপূজা ও কার্তিক পূজা, মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্যব্রত ও শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব ও গম্ভীরা পূজা।

(ঙ) কোজাগরী পূর্ণিমায় বাইচের মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন।

কালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ছিয়াত্তর বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা এই অঞ্চলে

টিপাজানী মেলা নামে খ্যাত। জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে দুইদিন ব্যাপী। সূর্য-ব্রত পূজার মেলা ও সরস্বতী পূজার মেলা মাঘ মাসে।

(চ) মালদহ কোতয়ালীতে তারা মাতার বেদী বলিয়া খ্যাত একটি বেদী আছে। জনশ্রুতি এই যে জনৈক সাধক ছয়টি নরমুণ্ডের উপর উক্ত বেদীটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কালিন্দীর ভাঙনে বেদীটি ধ্বংস হইয়া যায়। পরে উহাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

এই স্থানে বৎসরের যে কোন একদিন নিশীথ কালে দেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। ইহা ছাড়া জোতকালী মাতার বেদী আছে। টিপাজানী নিবাসী বলরাম কবিরাজ মহাশয় কর্তৃক এই বেদী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে প্রতি বৎসর পঞ্চাশ-ষাটটির মত ছাগ বলি দেওয়া হয়।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সরকার, প্রধান শিক্ষক,
জোত নিমাসরাই অবৈতনিক প্রাইমারী বিদ্যালয়,
পোঃ কোতোয়ালী, মালদহ।

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

শৈলপুর গ্রামে কার্তিকমাসের অমাবস্যাতিথিতে কালীপূজা হইয়া থাকে। পূজাটি স্থানীয় গ্রামের সর্বজনীন উৎসব! এই পূজায় কালীদেবীর নিকটে পাঁঠা, পায়রা বলি দেওয়া হয়। পূজান্তে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যাতিথিতে কোতয়ালী, আড়াপুর, জোত, নিমাসরাই, ধানতোলা, গণিপুর, দেবকীপুর প্রভৃতি গ্রামে কালী পূজা হইয়া থাকে।

সেকেন্দরপুর (মৌজাঃ নিয়ামতপুর) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সার্বজনীন রটন্তীকালী পূজা হয়। পূজাটি বহু-কালের প্রাচীন। গ্রামের মধ্যে একটি গাছের নীচে খোলা জায়গায় দেবীর স্থান নির্দিষ্ট আছে। পূজার সময় ঐ স্থানে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি পূজা করা হয় এবং পাঁঠা, পায়রা, প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। ভরদ্বাজ গোত্রীয় পান্ডে পদবীধারী ব্রাহ্মণ দেবী পূজা করেন।

জহরাতলা গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জহরা-মা বা জহরাকালী এই অঞ্চলের অতি বিখ্যাত দেবী। স্থানীয় গ্রামবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেবী জাগ্রতা এবং দেবীর মাদুলী ধারণ করিলে ও তাঁহার নিকট মানত জানাইলে বহু দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া ভক্তগণ সারা বৎসর ধরিয়া প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। জহরাকালী এই গ্রামের অতি প্রাচীন দেবী। জনশ্রুতি এই যে, বাংলার হিন্দু রাজাদের আমল হইতেই ইঁহার পূজা হইয়া আসিতেছে। খুব সম্ভবতঃ বল্লাল সেনের রাজত্বকালেই নাকি ইঁহার প্রথম পূজা প্রবর্তিত হয়।

জহরাকালীর কোন প্রতিমা নাই, গোলাকার একটি মৃত্তিকা স্তূপকেই জহরা-মা জ্ঞানে পূজা করা হয়। মৃত্তিকাস্তূপটি সম্পূর্ণরূপে সিন্দুরলিপ্ত। ঐ মৃত্তিকাস্তূপের উপর মন্দিরের দেয়ালের গায়ে মৃত্তিকা নির্মিত চামুণ্ডার একটি মুখাকৃতি ঝুলান আছে। চণ্ডীর ধ্যানেই দেবীর পূজা করা হয়।

শোনা যায় আদিতে মন্দিরে জহরা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মুসলমান রাজাদের ধর্মান্ধতার হাত হইতে দেবী প্রতিমা ও দেবী মন্দির রক্ষা করিবার জন্য, দেবীর তৎকালীন পূজারীরা প্রতিমাটির উপর মৃত্তিকা লেপন করিয়া ঢাকিয়া দেন এবং নিজেরাই মন্দিরের কিছু কিছু দরজা-জানলা ভাঙিয়া রাখেন। তাঁহারা হয়ত ভাবিয়া ছিলেন যে আক্রমণকারী মুসল-মানগণ আসিয়া যদি প্রতিমা ও মন্দিরের ঐরূপ অবস্থা দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পূর্বে অন্য কোন দল আসিয়া দেবী মূর্তি ও মন্দির ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া ফিরিয়া যাইবেন। যাহা হউক পরে অবস্থার উন্নতি হইলে ভক্তরা মন্দিরটির পুনঃ সংস্কার সাধন করেন; কিন্তু দেবী প্রতিমার উপর মৃত্তিকার যে আবরণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আর অপসারণ করা হয় না। এই কারণে দেবী মৃত্তিকাস্তূপের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছেন।

শোনা যায় ভগ্ন মন্দির সংস্কার করিবার সময় মন্দিরে দেয়ালের একটি ভগ্ন অংশের মধ্য দিয়া জনৈক রাজমিস্ত্রী দেবী প্রতিমাকে দেখিতে পান। সেইদিন রাত্রিতেই দেবী স্বপ্নাদেশে রাজমিস্ত্রীকে তাহার দেবী দর্শনের কথা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন অন্যথায় তাহার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু রাজমিস্ত্রী উহা ঘটনাক্রমে প্রকাশ করিয়া ফেলিলে সংগে সংগে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর কেহই মৃত্তিকার আবরণ অপসারণ করিতে সাহসী হন নাই। তাই দেবী আজ পর্যন্তও মৃত্তিকাস্তূপ-স্বরূপা হইয়াই পূজা পাইতেছেন। চারিদিকে চারটি বারান্দাযুক্ত একটি পাকা ঘরই দেবীর মন্দির। ভৈরব জহরেশ্বরের স্থানও ঐ মন্দিরের মধ্যেই অবস্থিত।

শ্রীললিত মোহন তেওয়ারী ও শ্রীচারুগোপাল তেওয়ারী— এই দুজনই দেবীর বর্তমান সেবায়েত। ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা পশ্চিম হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। নবাবী আমলে দানসূত্রে ইঁহারা প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ ইঁহারাই এই দেবী মূর্তি ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বর্তমান সেবায়েতগণের প্রপিতামহ পরলোকগত হীরারায় তেওয়ারী একজন কালী সাধক ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শোনা যায় সাধনা করিয়া তিনি বৈশাখ মাসে সিদ্ধিলাভ করেন এবং এই সিদ্ধিলাভ উপলক্ষ্যে তিনি বিশেষ জাঁকজমক সহকারে দেবী পূজার ব্যবস্থা করেন। সেই হইতে প্রতি বৎসর

বৈশাখ মাসে জহরাকালীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

বৎসরের বারমাসই শনি-মঙ্গলবারে জহরাকালীর পূজা হইলেও বৈশাখ মাসের প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবারে সাড়ম্বরে পূজা-উৎসব হয়। সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত এই পূজা হয়। ভক্তরা দেবীর নিকট পাঁঠা, পায়রা, মেষ, মহিষ প্রভৃতি মানসিক করেন এবং ঐগুলি দেবীর সামনে বলি দেওয়া হয়। দই, দুধ, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতিও মানত দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এই পূজায় অংশ গ্রহণ করেন।

টিপাজানী গ্রামে জোড়কালী মাতার বেদী আছে। টিপাজানী নিবাসী শ্রীবলরাম কবিরাজ মহাশয়ের পিতা শ্রীগোপাল কবিরাজ কর্তৃক জোড়কালী বেদীটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত বেদীর উপর প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালী প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া দশ-বারটি ঢাকঢোলের বাদ্যসহ আড়ম্বরের সঙ্গে দেবীর পূজা করা হয়। পূজার রাত্রিতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। দেবী খুবই জাগ্রতা বিশ্বাসে পূজার সময় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বর্তমান পূজারী মৈথিলী ব্রাহ্মণ—শ্রীঅম্বিকানাথ ঝাঁ।

গম্ভীরা পূজা

সেকেন্দরপুর (মৌজা—নিয়ামতপুর) গ্রামে অতি প্রাচীনকাল হইতে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই উৎসবে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া সারা মাস ধরিয়া শিবের পূজা হয়। মাটির দেয়াল ও টালীর ছাদ বিশিষ্ট মন্দিরে শিবের পূজা হয়। বৈশাখ মাসের এই সর্বজনীন উৎসব উপলক্ষ্যে মাসের পনেরই এবং ষোলই গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান হয়।

গোকুলনগর কামাত (মৌজা—নিয়ামতপুর) গ্রামে প্রায় তিন শত বৎসর ধরিয়া গম্ভীরা পূজা হইয়া আসিতেছে। গ্রামের শিব-মন্দিরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে তিন দিন ধরিয়া এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়।

বালুপুর গ্রামে প্রতি বৎসর তেরই হইতে আরম্ভ করিয়া আঠারই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এই ছয়দিন ধরিয়া গম্ভীরা পূজা হয়। পূজাটি দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় অধিবাসীগণের বিশ্বাস যে, গম্ভীরা পূজা উপলক্ষ্যে শিবের গাজন বা বন্দনা (গম্ভীরা গান নামে যাহা সমধিক প্রসিদ্ধ) গান গাহিলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না এবং সকলের মঙ্গল হয়। উৎসবের আগে হইতে ভক্তগণ বহুরূপী সঙ সাজিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া শিবের নামে শান্তিজল ছিটান এবং ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। "আশ্চর্যের কথা বালুপুরে শিবের বন্দনা এবং গান গাহিবার পরই জলবৃষ্টি হয়।"

আড়াপুর, টিপাজানী, জোত, নিমাসরাই, ধানতোলা, গণিপুর, দেবকীপুর প্রভৃতি গ্রামে গম্ভীরা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণোৎসব (রামকেলির মেলা)

প্রাচীন গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত রামকেলি গ্রামটি বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান। হুসেন শাহ-র রাজত্বকালে বৃন্দাবন যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যদেব এই রামকেলি গ্রামে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রামের প্রবেশ পথেই রূপসনাতন সেবিত মদন মোহন ঠাকুর বাড়ী এবং কেলি কদম্ব বৃক্ষ রহিয়াছে। বাঁধান একটি বেদীর মধ্যে দুইটি তমাল ও দুইটি কদম্ব বৃক্ষ আছে—মোট এই চারিটি বৃক্ষকেই কেলি-কদম্ব নামে অভিহিত করা হয়। বৃক্ষগুলির মধ্যে একটি বৃক্ষ অতি বৃহৎ। শোনা যায় শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলিতে আসিয়া এই বৃক্ষটির ছায়ার নীচেই বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃক্ষটির নীচে রক্ষিত একটি কালো প্রস্তর খণ্ডে শ্রীচৈতন্যদেবের পদ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলিতে আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দিন এখানে একটি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইহা ছাড়া রামকেলিতে মদনমোহন বিগ্রহ, রূপসনাতনের বাড়ী, রূপ গোস্বামী দ্বারা খনিত রূপসাগর দীঘি এবং জীব গোস্বামী দ্বারা খনিত শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড নামে কয়েকটি কুণ্ডও আছে।

বৈষ্ণবদের নিকট রামকেলী একটি পরমতীর্থ এবং এই স্থানটি "গুপ্ত বৃন্দাবন" নামে খ্যাত।

এই উৎসব সম্পর্কে District Handbooks, 1951, Malda লিখিত আছে যে:—

". . . . there is a great gathering of *bairagis* from Malda and surrounding districts for the Ramkeli *mela* held in the ruins of Gaur near the Sona Masjid at the end of *Jyestha* (middle of June). The Chief ceremonies are bathing in the tank of Sonatan and worship of Krishna. Advantage is taken of this occasion by *bairagis* to get married in accordance with the rites prescribed by Chaitanya, and a fee is paid for the marriage to the Gosain, who lives near the tank of Sonatan; this has given rise to the popular saying that the *bairagi* buys his wife at the Ramkeli *mela* for Re. 1-4. Most of the *bairagis* on their way to the *mela* assemble at Sibgang Tartipur, where they bathe in the Ganges and worship the god Syam Sarbeswar".

[District Handbooks, 1951, Malda, by A. Mitra, p. xxiv]

ঠাকুরানী বিহার উৎসব

ইংরেজ বাজার হইতে সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর তীরে জঙ্গলটোলায় এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে District Handbooks, 1951, Malda, এ লিখিত আছে যে:

". . . . At Jangaltola on the left bank of the Bhagirathi and some seven miles south-west of English bazar is a colony of Brahmans known as Thakuranjis, who observe celibacy. They consider themselves to be

gopinis or milkmaids and worship, dressed in women's clothes, Krishna as their incarnate lover. The chief puja is on the last day of Baisakh and is known as the Tulsi Bihar *mela* at which large numbers of their followers assemble."

[District Handbooks, 1951 : Malda, by A. Mitra, p. xxiv]

Francis Buchanan Hamilton- এর ১৮০৯-১০ সালে লিখিত বিবরণীতে পাওয়া যায় ঃ

"In a wood about five coses northerly from Kaliyachak is a garden or rather orchard called Janggalitola, in which from 5,000 to 10,000 people annually assemble to worship. The place belongs to six Vaishnavs, who prepare a bed for the deity, and receive presents. They have built a brick dwelling house. Both Hindus and Moslems attend. The former consider the place sacred to Vishnu, and that it was consecrated by a disciple of Adwaita's wife; the Moslems say that it is the favourite abode of the saint of the woods (Janggali Pir)".

"..... at Janggalitola .. is the chief seat of the Sakhibhav Vaishnavs, who dress like girls, assume female names, dance in honour of God, and act as religious guides for some of the impure tribes. The order is said to have been established by Sita Thakurani, wife of Adwaita, but so far as I can learn has not spread to any distance, nor to any considerable number of people. The two first persons who assumed the order of Sakhibhav were Janggali, a Brahman and Nandini, a Kayastha. Janggali was never married, and it is only his pupils that remain in this district, and these are all Vaishnavs who reject marriage. Nandini was married, but deserted his wife to live with the pious Sita. He settled in Nator, where his disciples still remain."

রথযাত্রা

মকদুমপুরের প্রধান উৎসব জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। ব্রজমোহন ও রাধারাণীর যুগল মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মকদুমপুর ঠাকুরবাড়ী লেনে ব্যক্তি বিশেষের একটি গৃহে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বিগ্রহদ্বয় ব্যক্তি বিশেষের হইলেও উহাদের কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় ছিয়াত্তর বৎসরের প্রাচীন।

এই বিগ্রহ ব্রাহ্মণ পরিবারের জনৈক ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পূজারীও একজন ব্রাহ্মণ। তৎকালীন পূজারী নাকি উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের জনৈক ব্যক্তির পোষ্যপুত্র ছিলেন এবং ঠাকুরদাস নামে জনৈক ব্যক্তি নাকি উক্ত পূজারীর পরমভক্ত ছিলেন। একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, রথযাত্রার উৎসবের সময় তিনিই যেন নিজ হাতে বিগ্রহ রথে তুলিয়া দেন। কিন্তু ঠাকুরদাস মহাশয় প্রথম রাত্রির এই স্বপ্নাদেশের বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। দ্বিতীয় রাত্রিতে পুনরায় তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন। পর পর দুই রাত্রি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি পূজারী ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন; তখন পূজারী যে মহিলার পোষ্যপুত্র তাঁহার নিকট সমস্ত কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু উক্ত মহিলা শূদ্রকে বিগ্রহ স্পর্শ করিতে দিতে না চাওয়ায় দাস মহাশয় দুঃখিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। সেইদিন রাত্রেই উক্ত মহিলা বিগ্রহ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হওয়ায় বাধ্য হইয়া ঠাকুর দাসকে অনুমতি দেন।

ঠাকুরদাস মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশায় জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে একটি বাগান ও কিছু জমি উৎসর্গ করেন।

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই উৎসব সুরু হইয়া অষ্টম দিবসে বিগ্রহের পুনঃ যাত্রার উৎসব পর্যন্ত চলে। প্রথমা তিথির সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রসহ বিগ্রহকে মন্দিরের বাহিরে আনা হয় এবং গ্রাম পরিক্রমার পর রথে স্থাপন করা হয়। এই আট দিন কীর্তন গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। ভাগবৎ পাট ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অন্ন বিতরণ করা হয়। পূর্বের তুলনায় উৎসবের জাঁকজমক কিছু হ্রাস পাইয়াছে।

উৎসব উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কীর্তনীয়ার দল আসিয়া পূজার কয়দিন কীর্তন গান করেন। সাধারণতঃ ভোগ মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের নিকট মানত দেওয়া হয়।

সূর্যব্রত উৎসব

মালদহ কোতোয়ালীতে মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্যব্রত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সূর্যদেবের একটি বৃহৎ মূর্তি তৈয়ারী করা হয় এবং সমাগত যাত্রী ও ভক্তগণ মাথায় ও হাতে ধুনাচি লইয়া বিগ্রহের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন। এই দিন স্থানীয় হিন্দুগণের অধিকাংশই সারাদিন উপবাস থাকেন।

মেলা বিবরণী

কালী পূজার মেলা

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে কালী পূজা উপলক্ষ্যে টিপাজানীর গ্রামে একদিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি এই অঞ্চলে টিপাজানীর মেলা নামে খ্যাত। মেলায় প্রায় ছয়-সাত শত নরনারীর সমাগম হয়। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা সাত-আটজন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া বাসন-কোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়-চোপড়, কৃষি সংক্রান্ত জিনিষপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিষপত্র ইত্যাদির দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রা, থিয়েটার ও গম্ভীরা গানের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রাদলের অধিকারীর নাম—শ্রীমহেন্দ্র নাথ বর্মন, সাং জোত। থিয়েটার দলের অধিকারীর নাম—শ্রীসুশীল কুমার মুখার্জী, সাং আড়াপুর। গম্ভীরা গানের দলের অধিকারী—শ্রীতিনকড়ি মাঝি, সাং দৈবকীপুর, মালদহ।

শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণোৎসব (রামকেলির মেলা)

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচদিনব্যাপী মহদিপুর ইউনিয়নের মধ্যস্থলে ব্যক্তি বিশেষের প্রায় পনর বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। এতদঞ্চলে ইহা রামকেলির মেলা নামে খ্যাত। মেলাটি প্রায় সাড়ে চার শত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রায় সাতদিনব্যাপী চলে। মালদহ জেলার বিভিন্ন স্থান এবং নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে বৈষ্ণব ও অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুগণ রামকেলিতে সমবেত হন। এই মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় আট দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তন্মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা প্রায় দুই তিন হাজার। যাত্রীগণের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ পুরুষ এবং একচতুর্থাংশ স্ত্রীলোক। দূরবর্তী অঞ্চলের যাত্রীগণ সাধারণতঃ ট্রেণ, মোটর, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা ও সাইকেল করিয়া আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বিহার, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসেন। তাহা ছাড়া, পশ্চিম বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও বিক্রেতাগণ ও ফেরিওয়ালাগণ আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতের মত এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় একশত। উক্ত দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, তামা-পিতল, কাঁসার বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষি এবং কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দোকানপাট বসে। ইহা ব্যতীত, বিহার, মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ পাথরের বাটি, থালা, গেলাস এবং কম্বল, আসন, সতরঞ্চি, মাদুর, শীতল পাটি, কড়াই, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিষপত্র প্রভৃতি লইয়া বিক্রয়ার্থে মেলায় আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, লন্ঠন সিনেমা প্রভৃতি প্রদর্শনী এবং কীর্তন গানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদানকারীর সংখ্যা প্রায় দুই তিন হাজার।

"গৌড়ের শাসনকর্তা হোসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলির কেলিকদম্বমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। সেখানে তমালবৃক্ষের নীচে শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন আজিও বিদ্যমান আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনকে স্মরনীয় করিবার উদ্দেশ্যে রামকেলিতে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে বৈষ্ণবদিগের একটি বড় মেলা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বৈষ্ণব ও হিন্দুগণ এই মেলায় যোগদান করেন। নানাপ্রকার কম্বল, সতরঞ্চি, পাথরের থালা, বাটি, চামড়ার বাদ্য যন্ত্র ও নানাপ্রকার পাখী প্রভৃতি বহু দ্রব্য এই মেলায় আমদানি হয়।"

['গৌড় ও পাণ্ডুয়া'—শ্রীকালীপদ লাহিড়ী, পৃঃ ৮৪-৮৫]

জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা

মালদহ কোতয়ালীতে অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজো উপলক্ষ্যে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় চার পাঁচ শত যাত্রীর সমাগম হয়। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারীর দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, লোহার জিনিষপত্র এবং অন্যান্য নানারকম জিনিষপত্রের দোকানপাট বসে।

জহরা কালীর মেলা

জহরা কালীর পূজা উপলক্ষ্যে জহরাতলায় প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার মেলা বসে এবং ইহা প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। গ্রামে অবস্থিত জহরা কালীর মন্দিরের পাশ্ববর্তী চার পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমির উপর মেলাটি বসে। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় কলিকাতা, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি দূর-দূরান্তের যাত্রী আসেন। মালদহ জেলার প্রায় সমস্ত গ্রাম হইতে প্রত্যহ পাঁচশত হইতে এক হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। মালদহ শহর হইতে বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা অনূন্য একশত হইবে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়-চোপড় প্রভৃতির সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, বাঁশের তৈয়ারী জিনিষপত্র, বই-ছবি, গামছা, লুঙ্গি প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

বাইচের মেলা

নূতন নঘরিয়া গ্রামে কোজাগরী পূর্ণিমায় 'বাইচ' বা নৌকা প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর বিকাল-বেলায় একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন। মেলায় এক বিপুল জনসমাবেশ হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল যথা, মিলকী, আড়াইডাঙ্গা, পুকুরিয়া এবং নরহাট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে গরুরগাড়ী, নৌকা ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। মেলায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটির মত দোকানপাট বসে এবং বিক্রেতাগণের অধিকাংশই স্থানীয় গ্রামবাসী। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, মাটির ও কাঠের তৈয়ারী জিনিষপত্রের দোকানই বেশী। তাহা ছাড়া কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, বই-ছবি, কৃষি সংক্রান্ত রকমারী জিনিষ-পত্র এবং কিছু কিছু শিল্প সামগ্রীর দোকানপাটও বসে। বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রা ও গানবাজনার ব্যবস্থা করা হয়।

মালদহ কোতয়ালীতে আশ্বিন মাসে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন 'বাইচ বা নৌকা প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে একটি বড় মেলা বসে। এ অঞ্চলে ইহা একটি প্রসিদ্ধ মেলা। হিন্দু ও অহিন্দু মিলিয়া প্রায় এক হাজার যাত্রীর এই মেলায় সমাগম হয়। মেলাটি সাধারণতঃ দুপুর বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলে। মেলায় প্রধনতঃ কাঁচের জিনিষপত্র, বই-

ছবি, মাটির বাসন প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে আদায়কৃত দান বা তোলা স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে বিদ্যালয় কমিটির তহবিলে দান করা হয়।

প্রতি বৎসর আড়াপুর গ্রামে একটি বাইচের মেলা বসে। কোতয়ালী অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু ও অহিন্দু মিলিয়া প্রায় পাঁচ-ছয়শত যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় বিভিন্ন প্রকারের জিনিষপত্রের দোকানপাট বসে। তাহার মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, মাটির বাসনকোসন প্রভৃতির দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

দশহরা স্নানের মেলা

সাদুল্লাপুরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার স্নান উপলক্ষ্যে ভাগীরথী নদীর তীরস্থিত গ্রামের শ্মশানঘাটের পার্শ্ববর্তী প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলার স্থানটি স্থানীয় জমিদারের। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং উহার স্থায়িত্ব মাত্র একদিন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় বহিরাগত যাত্রীর সংখ্যা আনুমানিক চার-পাঁচশতের মত। যাত্রীগণ সাধারণতঃ ঘোড়ার গাড়ী, মোটর এবং রিক্সা করিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতাগণ এই জেলার, বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসেন। মেলায় পঞ্চাশ-ষাটটির মত দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাঁচ ও তামা পিতলের জিনিষপত্রের দোকানই বেশী। তাহা ছাড়া কাপড়-চোপড়, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী সৌখীন জিনিষপত্র, বই-ছবি, নাটক-নভেল এবং কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় মনসার গান, গম্ভীরা গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গায়কদল এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন।

রথযাত্রার মেলা

আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মকদুমপুরে সরকারী রাস্তার দুই ধারে আধমাইলব্যাপী স্থানে এক বিরাট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ছিয়াত্তর বৎসরের প্রাচীন। মেলাটি রথযাত্রা এবং পুনঃযাত্রা এই দুই দিনই বসে। সাধারণতঃ বিকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মেলায় যাত্রীর ভীড় ও কেনাবেচা হইয়া থাকে। মেলায় সমগ্র জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। দূরাঞ্চলের যাত্রীগণ সাধারণতঃ নৌকায় ও গরুর গাড়ীতে আসেন। বিক্রেতাগণ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসেন। কিছু সংখ্যক ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় চারিশত। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া বাসন-কোসন, মাটির হাঁড়িকুড়ি, কাপড়-চোপড়, কাঠ, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী সৌখিন জিনিষপত্র, বই-ছবি প্রভৃতির দোকানপাটও বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় নাগরদোলা, চরকী প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে।

সূর্যব্রত মেলা

মালদহ কোতয়ালীতে মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্যব্রত উৎসব উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় দুই-তিন শত যাত্রীর সমাগম হয়।

সিরুয়া উৎসবের মেলা

প্রতি বৎসর উত্তর গোবিন্দপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী মিলিক নরহাট্টা নামক স্থানে স্থানীয় জোতদারের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর সিরুয়া উৎসব উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে এবং সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হইতে দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের অধিকাংশই নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং পুরুষের সংখ্যাই বেশী। অধিকাংশই পদব্রজে আসেন এবং সামান্য কিছু যাত্রী গরুর গাড়ীতে আসেন।

মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় সত্তর-আশিটি এবং উহার অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যা অনুন্য ত্রিশজন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, তামা-পিতলের জিনিষপত্র, কাপড়চোপড়, বই-ছবি প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, মেলায় মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, আলকাপ গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ হাজার। মেলায় লটারী ও জুয়া খেলা চলে।

কালিয়াচক থানা

গ্রাম বিবরণী

১। **গ্রাম : খাসমহল ঝাউবোনা (মৌজা—কাকড়ীবাঁধা ঝাউবোনা)।**
৩।৬,৭৬৭·৭৬।১,১২০।৬,০৪৪

(ক) চাঁই, বিন্দ, তাঁতি, বৈশ্য, তিলি, চামার, স্বর্ণকার, ধোপা, ছুতার, গোয়ালা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, লাহেরী, তিওর, সদ্‌গোপ প্রভৃতি। গ্রামটি ১৩টি টোলায় (পাড়া) বিভক্ত—জয়রামটোলা, সুন্দরবিন্দটোলা, নূতন পাঁচকড়িটোলা, মেহের চাঁদটোলা, হরলাল-টোলা, তেতরুটোলা, গোপালটোলা, তিনকড়িটোলা, পাঁচকড়িটোলা, পুরণটোলা, শংকরটোলা, খন্ডর-টোলা। সম্ভবতঃ গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নামানুসারেই টোলাগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। পাঁচকড়িটোলা বা নূতন পাঁচকড়িটোলার নামের সংগে জনৈক পাঁচকড়ি মন্ডলের নাম জড়িত—মৃত্যুর পর তাঁহার নামানুসারেই পাড়াটির নাম-করণ করা হইয়াছে। ইঁহার নামে গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল এবং বর্তমানে উহা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন রাজমহল প্রায় ১০ মাইল দূরে এবং মোটর বাস স্ট্যান্ড প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। মানিকচক্ ফেরী ঘাট হইতে ফেরী পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা। উৎসবগুলি সর্বজনীন। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সপ্তমী ও অষ্টমীর পূজায় একটি করিয়া পাঁঠা এবং নবমী-পূজায় মানতের পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শিবমন্দির আছে। পূর্বে কালীর স্থান ছিল—বর্তমানে তাহা গংগার ভাঙগনে বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে গংগার দিয়াড়ায় গ্রামটি স্থাপিত হয়। সে সময় এখানে প্রচুর ঝাউবন ছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণেই গ্রামটির নাম ঝাউবোনা হইয়াছে। সরকারী খাসমহল বলিয়া ইহা খাসমহল ঝাউবোনা নামেও পরিচিত। কিছুকাল পূর্বেও গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ ছিল—যাতায়াতের পথঘাটেরও সুবন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে গ্রামের পাশ দিয়া প্রবাহিত গংগার ভাঙগনের ফলে মাত্র দুই-তিন দিনের মধ্যেই জনবহুল এই গ্রামটির অধিকাংশ গংগাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বর্তমানে গ্রামের অধিবাসীরা ছত্রভংগ হইয়া ইতস্ততঃ বসবাস করিতেছেন। গ্রামে এখন যাতায়াতের বেশ অসুবিধা।

মহম্মদ জয়নাল আবেদিন, শিক্ষক,
পাঁচকড়িটোলা জুনিয়র হাই স্কুল,
খাসমহল ঝাউবোনা,
মালদহ।

২। **গ্রাম : পঞ্চানন্দপুর।১১।৫,৬৯০·৭৬।১,৯৪৭।১২,৫৯৪**

(ক) চাঁই, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, দোসাদ, মুসলমান প্রভৃতি। গ্রামে তেরটি টোলা বা পাড়া আছে। যথা, পঞ্চানন্দপুর হাট পাড়া, দামোদর টোলা, ঢেল ফোড়া, বিহারী টোলা, খেদুটোলা, শ্যামটোলা, হাজার ইয়াদালীটোলা, দলবক্সটোলা, সুলতান-টোলা, যুগলতলা, আবীরটোলা, মজলিস্‌টোলা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন রাজমহল। গ্রামে যাতা-য়াতের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের ও জেলা বোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা এবং শিব পূজা। ইহা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজা মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন।

(চ) শিব মন্দির আছে।

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বে বর্তমান পঞ্চানন্দপুর হাটপাড়ার সন্নিকটে কয়েকঘর লোক প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চানন মন্ডল নামক একজন প্রধান ব্যক্তির নামানুসারেই গ্রামের নাম পঞ্চানন্দপুর হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রামে টালি (Tiles) তৈয়ারীর কয়েকটি কার-খানা আছে। এখানকার টালি মালদহ জেলার মধ্যে বিখ্যাত।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ঘোষ,
পঞ্চানন্দপুর, মালদহ।

৩। গ্রাম : যুগলতলা (মৌজা : পঞ্চানন্দপুর)।
১১।৫,৬৯০·৭৬।১,৯৪৭।১২,৫৯৮

(ক) হিন্দু ও বিন জাতির বাস। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের মধ্যে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে। গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে মোটর স্টেশন পঞ্চানন্দপুর।

(ঘ) কার্তিক মাসের অমাবস্যাতিথিতে কালী পূজা। পূজাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসের অমাবস্যাতিথি হইতে দুই দিনব্যাপী। মেলাটি পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীদেবীর স্থান আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে গ্রামবাসীর নিকট হইতে যতদূর জানা যায় যে, যুগল মন্ডল নামে বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত জনৈক খ্যাতনামা ব্যক্তির নামানুসারেই গ্রামের নাম যুগলতলা হইয়াছে।

শ্রীরামগোপাল দাস, শিক্ষক,
যুগলতলা প্রাইমারী স্কুল,
মালদহ।

৪। গ্রাম : চক বাহাদুরপুর (রিফিউজি কলোনী)।
৪০।১৩২·৯২।৫৫১।২,২৪২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নাপিত, গোয়ালা, বৈশ্যবণিক, চাঁই, বিন্দ, রাজবংশী, জেলে, কৈবর্ত, রবিদাস, ধোপা।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নদীপথে ধুলিয়ান যাইয়া সেখান হইতে মোটরবাসে নিমতিতা রেল স্টেশন পৌঁছান যায়। গ্রামের পাশ দিয়া প্রবাহিত গঙ্গা নদীতে নিয়মিত নৌকা, লঞ্চ ও ষ্টীমার যাতায়াত করে। ষ্টীমার বা নৌকা যোগে গ্রাম হইতে মোকামাঘাট পর্যন্ত যাওয়া যায়। গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে দিয়া খেজুরিয়া-ঘাট হইতে মালদহের মধ্যদিয়া একটি পাকা রাস্তা শিলিগুড়ি পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি গত ছয় বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

(চ) ১৯৪৭ সালের পূর্বে এই গ্রামটির কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। গঙ্গানদীর পরিত্যক্ত এই চরটির অধিকাংশ স্থানই কাশবন ও ঝাউবনে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য কিছু আবাদী জমিতে আশেপাশের গ্রামের লোকেরা চাষ আবাদ করিত। দেশ বিভাগের পর এই স্থানে উদ্বাস্তুদিগের পুনর্বাসন করাইয়া গ্রামের সৃষ্টি করা হয়। প্রায় দেড় মাইল লম্বা গ্রামটিতে বর্তমানে প্রায় তিনশত পরিবার বসবাস করিতেছেন। গ্রামে একটি সরকারী বিদ্যালয় আছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার, প্রধান শিক্ষক,
চক বাহাদুরপুর রিফিউজী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কৃষ্ণপুর, মালদহ।

৫। গ্রাম : শুকপাড়া।৪৪।১,০৩০·৪৩।১৮৭।১,২৫১

(ক) চাঁই, নাপিত, মুচি, তিলি, ধোপা, মুসলমান। গ্রামটি তেরটি টোলা বা পাড়ায় বিভক্ত। যেমন হাজি খলিল সর্দারের টোলা, কেরাতুল্লা হাজির টোলা, গুরুদয়াল মন্ডলের টোলা, প্রসাদ মন্ডলের টোলা, বিনোদ সরকারের টোলা, খোসাল মন্ডলের টোলা, রাধা মন্ডলের টোলা, নিতাই মন্ডলের টোলা, ভগবান মন্ডলের টোলা, নজর কোটালের টোলা, বোড়ান মন্ডলের টোলা, এসান মন্ডলের টোলা প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন ধুলিয়ান এবং মোটর স্ট্যান্ড খেজুরিয়া। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষাকালে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে সাড়ম্বরে কালীপূজা এবং মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্যব্রত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত সোনারায়ের পূজা হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুই দিন। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) খড়ের চালা বিশিষ্ট কালী মন্দির আছে।

শ্রীলোকমান হক,
শুকপাড়া, পোঃ সবদলপুর,
মালদহ।

৬। গ্রাম : কুম্ভিরা।৪৫।৯০৯·১৮।২১২।১,৬৭২

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের মধ্যে চলাচলের জন্য রাস্তা আছে। বর্ষাকালে নৌপথে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা। দুর্গাপূজাটি দশ বৎসরের প্রাচীন।

কার্তিক মাসে অমাবস্যাতিথিতে শ্যামাপূজা। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক (শিবপূজা)। সবগুলি পূজাই সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে কালী ও শিবের মন্দির আছে।

কুম্ভিরা গ্রাম সম্পর্কে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, বহুদিন পূর্বে গঙ্গার ছাড়বিলে বহু কুমীর থাকিত বলিয়া গ্রামের নামকরণ হইয়াছে কুম্ভিরা।

শ্রীকৃষ্ণলাল সরকার, শিক্ষক,
কুম্ভিরা প্রাইমারী বিদ্যালয়,
পোঃ সবদলপুর, মালদহ।

৭। গ্রাম ঃ চরিঅনন্তপুর।৫৭।৩,৪৮৯·৩৬।১,২৭৫।৭,৯৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বণিক, তাঁতি, জেলে, কামার, রাজবংশী, চামার, চাঁই, ধোপা, ডোম, নাপিত, তিলি, শূদ্র ক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, নুনিয়া, বাগ্দী, কুরমী, গোয়ালা, মুসলমান।

গ্রামে মোট এগারটি টোলা বা পাড়া আছে। যেমন, দৌলত-টোলা, ঘ্যাঘরাটোলা, সুবেদারটোলা, ক্যামতটোলা, খোদাবক্সটোলা, গোয়ালপাড়া, কামারপাড়া, পীর-পাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মালদহকোর্ট হইতে পদব্রজে অথবা গরুর গাড়ীতে কাঁচা রাস্তা দিয়া যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বৈশাখে গম্ভীরাপূজা এবং মহোৎসব (হরিবাসর) অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচ-ছয় দিন ব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীতিনকড়ি সরকার, শিক্ষক,
চরি অনন্তপুর, মালদহ।

৮। গ্রাম ঃ আলিপুর।৭০।৪২৯·৮৮।৭৩৯।৪,৩২৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে ছয়টি টোলা বা পাড়া আছে। যেমন, রামজানী-টোলা, কালান্দারটোলা, কাদিরটোলা প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, রেশমকীটের চাষ ও বস্ত্র বয়ন এবং মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের কাছাকাছি কোন রেল স্টেশন নাই। তবে গ্রামের নিকট দিয়া জাতীয় সড়ক চলিয়া গিয়াছে। এই সড়কে মোটর বাস চলাচল করে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের প্রধান পথ জেলা বোর্ডের রাস্তা।

(ঘ) বৈশাখ সংক্রান্তিতে গম্ভীরা (শিব) পূজা, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা। গম্ভীরাপূজা উপলক্ষ্যে চারিদিন ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি আশেপাশে কয়েকটি গ্রামের সর্বজনীন উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) 'হরিবাসর' আছে।

শ্রীসামশুল হক্,
আলিপুর, মালদহ।

৯। গ্রামঃ কালিয়াচক।৭৮।২০০·৯২।৯৫০।৭৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, বৈশ্য, বৈষ্ণব, মান্তুয়ারী, কামার, রবিদাস, চামার, তিলি, মাহাতো, কুমার, ও মুসলমান।

গ্রামটি বালিয়াডাঙ্গা, কালিয়াচক্ ও খড়িয়ালীচক— এই তিনটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও কার্তিক মাসে কালীপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একুশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) টিনের ছাউনী দেওয়া একটি সাধারণের মন্দির গৃহ আছে।

শ্রীমলিন চন্দ্র চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক,
কালিয়াচক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মালদহ।

Kaliachak—The headquarters of the police station of its name. Kaliachak thana is one of the most populous thanas in the State of West Bengal. The west and south-west of Kaliachak are bounded by the river Ganges. The south-east has its boundary with East Pakistan and on the east the Bhagirathi river roughly forms the boundary with Englishbazar. Agriculturally the thana is one of the richest areas in the State. The chief peculiarity in the population is a large section of what are called Shersabadiya Muslims who must have originally migrated from Murshidabad.

The principal villages Kakribandha-Jhaubona in the north-west, the large market village of Panchananda-pur, the steamer point of Dogachhi, Baisnabnagar, Golapganj, Sahabazpur, Jalua Badhal (which incidentally is almost on the old site of the capital of Tanda), Jalalpur, Dalugram, Suzapur, Mandai, Mothabari and Gangaprasad. The river Pagla runs west to east across the middle of the thana and joins the Bhagirathi within the borders of the thana in the east. The eastern part of Kaliachak is famous for silk.

[District Handbook, 1951: Malda by A. Mitra, p. lxxxiii]

১০। গ্রাম : বালুগ্রাম (মৌজা : উত্তর লক্ষ্মীপুর)
৮৮।২,১৫০·৮৮।৭০০।৪,৫০৩

(ক) গ্রামে প্রধানতঃ সদ্‌গোপ পরিবারের বাস। ইহা ব্যতীত দু-এক ঘর তেলি পরিবার আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) প্রায় তের মাইল দূরে মালদহকোর্ট রেল স্টেশন হইতে জেলা বোর্ডের একটি রাস্তা সাদুল্লাপুর পর্যন্ত গিয়াছে। রাস্তাটি স্টেশন হইতে প্রায় সাত মাইল পাকা এবং বাকি অংশ কাঁচা। এই গ্রামে যাতায়াতের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) কালীপূজা।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শীতলা ও মনসার একটি করিয়া স্থান আছে এবং প্রতি বৎসর পূজা হয়।

শ্রীশ্রীমন্ত লাল দাস, প্রধান শিক্ষক,
লোহারামটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
উত্তর লক্ষ্মীপুর, মালদহ।

১১। গ্রাম : সাদীপুর।১৮।৩৮১·১০।৩৬০।১,৯৮৮

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী, মৎস্যজীবি।

(গ) রেল স্টেশন মালদহকোর্ট।

(ঘ) পীরের তিরোধান উৎসব। ভাদ্র মাসের পনরই হইতে আঠারই পর্যন্ত চলে। উৎসবটি ষাট বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব। পীরের সেবায়েত সৈয়দবংশজাত— মাজিদান বেওয়া। পীরের উরস উপলক্ষ্যে ছাগ ও মোরগ মানত হিসাবে 'জবহ' করা হয়।

ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে এক সপ্তাহ ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির আছে; মন্দির অভ্যন্তরে গৌরীমূর্তি, বৃষমূর্তি ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরে নিত্য পূজা হয় এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সেবায়েত— মোহন্ত সত্যনারায়ণ গিরি। পূজারী হিন্দু-ব্রাহ্মণ: পদবী—গোস্বামী।

সেখ কওছার আলী, প্রধান শিক্ষক,
দুলালগঞ্জ ম্যানেজ্‌ড প্রাইমারী স্কুল,
পোঃ কাগমারী, মালদহ।

১২। গ্রাম : শিবনারায়ণপুর (মৌজা : জোত গোপাল কাগমারী)।
১০১।২,০৮১·৩১।৭৯৩।৪,১১৫

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র।

গ্রামে দুইটি পাড়া আছে—বাবুপাড়া ও মন্ডলপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মালদহকোর্ট। বর্ষাকাল ছাড়া বৎসরের অন্য সময়ে গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে দিয়া মালদহ হইতে পঞ্চানন্দপুর পর্যন্ত নিয়মিত মোটর বাস চলাচল করে এবং বর্ষাকালে নিকটবর্তী গঙ্গা নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়। সাদুল্লাপুর হইতে বাঙ্গীটোলা পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তাই এই গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং মাঘী-পূর্ণিমায় লক্ষ্মীনারায়ণজীউর উৎসব। দুর্গা পূজাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী, শিক্ষক,
শিবনারায়ণপুর, মালদহ।

১৩। গ্রাম : জালালপুর।১৪৪।৭৮৪·০৭।২০৪।১,১১৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন কবরেজ পাড়া, ঠাকুর পাড়া, ঝাবড়ীতলা প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও রেশমকীট পালন।

(গ) রেল স্টেশন মালদহকোর্ট।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে ব্যক্তি বিশেষের দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় চারটি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামে প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন একটি ঝাপড়ী কালীবেদী আছে। বেদীটি ব্যক্তি বিশেষের এবং বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও

মঙ্গলবার উক্ত বেদীতে সাড়ম্বরে পূজা হয়। বৈশাখ মাসের পূজায় বহু ভক্ত ঝাপড়ীকালীর নিকট মানত পূজা দিতে আসেন। ঝাপড়ী কালীর বেদীর সহিত শিবেরও একটি বেদী আছে। দুর্গোৎসব দুইটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে নয় দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিপান্ন বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ঝাপড়ী কালীর বেদী ও ব্যক্তি বিশেষের একটি পাকা দুর্গা মন্দির আছে।

সুলতান সামসুদ্দিনের পুত্র নাসিরুদ্দিন দিল্লীর সম্রাট হইয়া কুত্তলুখাঁকে (জালালুদ্দিন খাঁ ১২৫৮-১২৫৯ খৃঃ) বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নামানুসারেই গ্রামটি জালালপুর নামে অভিহিত হয়।

শ্রীসুশীল কুমার মিত্র, প্রধান শিক্ষক,
জালালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ যদুপুর, মালদহ।

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

বালুগ্রাম-এ গ্রাম বসতির সূচনা হইতেই সর্বজনীন ভাবে কালীপূজা হইয়া আসিতেছে। এখানকার কালীর নাম "জগৎ-তারিণী সর্বমঙ্গলা" শ্যামা কাত্যায়নী রূপে ইনি পূজিতা। গ্রামে কালীর একটি অসম্পূর্ণ মন্দির আছে, এই মন্দিরেই প্রতি বৎসর মাটির প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া মহাসমারোহে তিন দিন ব্যাপী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন গ্রামবাসী ও এই অঞ্চলের বহু ভক্ত ও গায়কগণ ঢাক-ঢোল-খোল করতাল প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে প্রতিমা লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন; গ্রাম প্রদক্ষিণের পর "মা"কে মন্দিরের পাদপীঠে স্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ হয়। এই দিনের পূজা শেষে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় দিনে সকালে হরিনাম সংকীর্তন ও মনসাগান হয় এবং দুপুরে যথারীতি পূজা ও সন্ধ্যায় আরতি হয়। রাত্রিতে আলকাপ গান ও যাত্রাভিনয় ইত্যাদি হইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে দুপুরে পূজা ও সন্ধ্যাবেলায় হরিনাম সংকীর্তনসহ প্রতিমার বিসর্জন হয়। প্রতিদিন পূজান্তে মানত হিসাবে প্রদত্ত হাঁস, পায়রা, পাঁঠা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। পূজার সেবায়েত রায় পদবী ধারী সদ্গোপ।

পঞ্চানন্দপুর মৌজার অন্তর্গত যুগলতলায় প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে মহাসমারোহে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজাটি গ্রামের ঘোষেদের এবং তাঁহারাই এই পূজার প্রধান সেবায়েত। কালীপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামে দুইদিন ধরিয়া উৎসব চলে। উৎসবটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতি বৎসর কালীপূজা হয়। এই পূজায় কোনরূপ বলিদান নিষিদ্ধ।

লক্ষ্মীনারায়ণজীউর পূজা

শিবনারায়ণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিন হইতে চারিদিন ব্যাপী লক্ষ্মীনারায়ণজীউর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণজীউ বিগ্রহ ও উৎসবটি যদিও গ্রামের ব্যক্তিবিশেষের, তথাপি উৎসবটিকে এই গ্রামের এবং আশেপাশের গ্রামের একটি সর্বজনীন উৎসব বলা যায়। সেবায়েত ক্ষত্রিয়, পূজারী পরাশর গোত্রীয় রায় পদবী ধারী ব্রাহ্মণ। নিম্নলিখিত ধ্যানে লক্ষ্মীনারায়ণজীউ-র পূজা করা হয়ঃ

বিদ্যুৎচন্দ্র নিভং বপু ফলজা বৈকুণ্ঠরিকন্তাং প্রাপ্তং
স্নেহরসেন রত্নবিন রসদ ভূষণভরনং।।
বিদ্যাং পঙ্কজ মনিময়ং কুম্ভং সরজং শঙ্খচক্র
গদাং বিভ্রতিং বঃ সদা।।

ঠাকুরের কাছে মিষ্টি-মণ্ডা ইত্যাদি মানত দেওয়া হয়। এই পূজার একটি বৈশিষ্ট্য হইল—দিনের বেলায় ঠাকুরকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না, রাত্রিতে দেওয়া হয়। দিনের বেলায় লুচি ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয়। পূজার শেষে চালের গুড়া, দুধ, গুড়, কলা প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত সিন্নী বিতরণ করা হয়।

সুর্বব্রত

শুকপাড়া গ্রামে সুর্বব্রত একটি প্রধান উৎসব। উৎসবটি বহুকালের, কারণ শোনা যায় যে, গ্রামে বসতি স্থাপনের সূচনা হইতেই এই উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে। পূজার জন্য গ্রামে দেবতার কোন নির্দিষ্ট স্থান বা মন্দির নাই; সুবিধামত স্থানে, সাধারণতঃ রাস্তার উপরেই পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম রবিবারের বিকাল তিনটা হইতে এই পূজা শুরু হয় এবং সন্ধ্যায় ইহা সমাপ্ত হয়। দেবতার নিকট পাঁঠা এবং কবুতর মানত দেওয়া হয়—পূজান্তে উৎসর্গকৃত ঐ পশু ও পক্ষীগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পূজারী গোস্বামী পদবীধারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁহাদের মানত থাকে তাঁহারা দেবতার উদ্দেশ্যে ডালা দেন এবং আদিব্যাধি নিবারণার্থে নানারকম 'লুট' বা প্রসাদ বিতরণ করেন।

কালীপূজার মেলা

শুকপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের কালী মন্দিরের সম্মুখস্থ রাস্তার দুইধারে প্রায় আট শতক জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। মেলায় মোট দেড় শত হইতে দুই শত নরনারীর সমাগম হয় এবং মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মুড়ি-মুড়কি, আয়না-চিরুণী প্রভৃতির মোট ষোল-সতেরটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য তরজা ও আলকাপ গানের আয়োজন করা হয়। গ্রামে আলকাপ গান ও তরজার দল আছে।

বালুগ্রামে কালীপূজা উপলক্ষ্যে কালীমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমিতে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে। মেলার জমি আংশিক ব্যক্তি বিশেষের এবং আংশিক দেবোত্তর। তিন দিন ধরিয়া প্রতিদিন বিকালে মেলাটি বসে। মেলাটি প্রায় এক শত বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম বা ইউনিয়ন হইতে মেলায় হিন্দু ও অ-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আসেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন নিকটবর্তী গ্রাম হইতেও কিছু সংখ্যক বিক্রেতা প্রতি বৎসর মেলায় দোকানপাট দেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় মোট কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরীওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, বাসন-পত্রের দোকান, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড় প্রভৃতির দোকান আসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য আলকাপ গান, মনসার ভাসান গান ও হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়।

পঞ্চানন্দপুর মৌজার অন্তর্গত যুগলতলায় কালীপূজা উপলক্ষ্যে দেবীর স্থানের সম্মুখে প্রায় চার বিঘা জমির উপর দুইদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমি স্থানীয় ঘোষেদের। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। মোথাবাড়ী, পঞ্চানন্দপুর, হামিদপুর প্রভৃতি আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে মেলায় মোট প্রায় এক সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। উল্লিখিত ইউনিয়ন এবং সাহেবগঞ্জ হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

দুর্গাপূজার মেলা

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী তিথিতে বালিয়া-ডাঙ্গা মৌজার অন্তর্গত কালিয়াচক গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় দুইবিঘা খাস জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি একুশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। মেলাটিতে সাধারণতঃ বিকালের দিকে লোক সমাগম হইয়া থাকে এবং স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী আলিনগর, বীরনগর, বৈষ্ণব-নগর, জালালপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী। যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর-গাড়ী এবং ঘোড়ারগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ সুলতানগঞ্জ, ছিলামপুর, শরশাহী, বেলেডাঙ্গা, খড়িয়ানবাঁশ, কালিয়াচক, কালিকাপুর ও আলিপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও মাটির জিনিষপত্র লইয়া আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা পনর-কুড়িটি ; দুই-তিনজন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় উল্লেখ-যোগ্য দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া পিতল-কাঁসার এবং মাটির বাসন-কোসন, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা ও ধামাকুলা প্রভৃতির দোকান বসে। বাঁশ, বেত ও মাটির জিনিষপত্রের বেশীর ভাগই স্থানীয় গ্রামবাসীগণ মেলায় বিক্রয়ার্থে লইয়া আসেন। মেলায় বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য আলকাপ গানের ব্যবস্থা করা হয়। তবে কোন কোন বৎসর মেলায় থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামে আলকাপ গানের দল আছে ; অধিকারীর নাম—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল ও শ্রীআবেদ আলী খাঁ, কালিয়াচক হাটখোলা। মেলায় অনুষ্ঠিত আলকাপ গানের শ্রোতার সংখ্যা প্রায় পনর শত।

চরিঅনন্তপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের পঞ্চমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়া দশমী পর্যন্ত ছয়দিন ব্যাপী ব্যক্তি বিশেষের প্রায় চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত চলে। বিশেষতঃ বিকালের দিকে মেলায় লোক সমাগম অধিক হয়।

মেলায় আশেপাশের গ্রাম বা ইউনিয়ন হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় দশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুরগাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া আসেন। মেলায় কুড়ি-পঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন এবং দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় এক শত ; অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, জামাকাপড় এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া বাসন-কোসন, বই-ছবি, মাটির হাঁড়িকুড়ি, মাটির খেলনা, বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী জিনিষপত্র প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, আলকাপ গান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের যাত্রাদল আছে। উপরিউক্ত অনুষ্ঠানে শ্রোতা ও দর্শকের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। মেলায় জুয়া খেলা হয়।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে নুরনগর মৌজার অন্তর্গত কম্ভীরা গ্রামে মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা জমির উপর পাঁচদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি দশ বৎসর যাবত বসিতেছে। ইহা সাধারণতঃ বিকালের দিকে জমজমাট হইয়া উঠে। মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী

গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম সমূহ হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় চারিশত নরনারীর সমাগম হয়; যাত্রীর মধ্যে নারীর সংখ্যা প্রায় এক-চতুর্থাংশ। যাত্রীগণের অধিকাংশই হাঁটিয়া আসেন; কিছু সংখ্যক যাত্রী গরুর গাড়ীতে করিয়া আসেন।

মেলায় প্রতি বৎসর নিমমিতা, গোলাপগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম হইতে কাষ্ঠনির্মিত জিনিষপত্র লইয়া বিক্রেতাগণ আসেন। তাহা ছাড়া, স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ মেলায় দোকান দেন। প্রায় পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানগুলিব অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং উহাদের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। কাপড়-চোপড়, খেলনা, লোহার জিনিষপত্র প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, আলকাপ গান এবং স্থানীয় যুবগোষ্ঠী কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়। যাত্রাদলের অধিকারী শ্রীবিজয় কুমার সরকার, আলকাপ গানের অধিকারী—শ্রীরহিম আলী, শ্রীসোহরব আলী এবং শ্রীসুধীর দাস। কবিগানের দল কোন কোন বৎসর বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে আসেন। উপরিউক্ত অনুষ্ঠানের শ্রোতা ও দর্শকের সংখ্যা প্রায় আট-নয় শত।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী তিথিতে পঞ্চানন্দপুর গ্রামের হাট সংলগ্ন জমিতে একদিনের একটি মেলা বসে। ঐ জমির কিছু অংশ ব্যক্তি বিশেষের এবং কিছু অংশ দেবোত্তর।

মেলাটি সাধারণতঃ বিকালের দিকে জমিয়া উঠে। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীগণই মেলায় দোকানপাট বসাইয়া থাকেন; দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি এবং অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন এবং চায়ের দোকানের সংখ্যাই বেশী। পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় যে বৎসর গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হয়, কেবলমাত্র সেই বৎসরই বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য আলকাপ গানের ও নাগরদোলার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে আলকাপ গানের দল আছে; অধিকারীর নাম—শ্রীসফিরুদ্দিন খলিফা, পঞ্চানন্দপুর, মালদহ। এই গীতি অনুষ্ঠানে শ্রোতার সংখ্যা প্রায় তিন-চার শত।

রথযাত্রার মেলা

জালালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় ব্যক্তি বিশেষের প্রায় আট বিঘা জমির উপর নয় দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিপ্পান্ন বৎসরের প্রাচীন এবং প্রধানতঃ প্রতি দিন বিকালের দিকেই মেলায় লোক-সমাগম ও বেচা-কেনা চলে।

কালিয়াচক থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং ইংরেজ বাজার থানার কোন কোন গ্রাম হইতে মেলায় প্রতি বৎসর মোট প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়; যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় মোট প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনর জন ফেরীওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ মোথাবাড়ী, সুজাপুর, যদুপুর, জালালপুর, সেরসাহী, ছিলামপুর, মালদহ প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যা প্রায় ত্রিশটি, মনিহারী দোকান কুড়ি-পঁচিশটি, কাটাকাপড়, লুংগী-গামছা, সতরঞ্চি এবং মিল ও তাঁতের কাপড়-চোপড়ের দোকানের সংখ্যা প্রায় পনের-ষোলটি। অন্যান্য দোকানের মধ্যে বেতের তৈয়ারী জিনিষপত্রের দোকান, মাটির পুতুল ও খেলনা, মাদুর, কম্বল ও বই-ছবি ইত্যাদির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, আলকাপ গান ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। আলকাপ গানের দল ও যাত্রাদল এই গ্রামেই আছে।

শিবরাত্রির মেলা

প্রতি বৎসর সাদীপুর গ্রামের গোঁসাইহাট নামক স্থানে ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথি হইতে এক সপ্তাহকাল ব্যাপী ব্যক্তি বিশেষের প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে; মেলাটি প্রায় এক শত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক।

স্থানীয় ব্যবসায়ীগণই সাধারণতঃ মেলায় দোকানপাট বসান; দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী এবং কাপড়-চোপড় প্রভৃতির দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া মাটির জিনিষপত্র, ঔষধপত্র, বই-ছবি, প্রভৃতির দোকানপাটও থাকে এবং প্রায় প্রতি বৎসরই ইংরেজ-বাজার, মোথাবাড়ী, পঞ্চানন্দপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বেত ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিষপত্র লইয়া বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে যৎসামান্য দান বা তোলা লওয়া হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, গম্ভীরা গান, থিয়েটার, যাত্রাভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গানের দল বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসে।

মালদহ থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ রসিলাদহ।১০৭।৬৩৬·৭৭।১৪৫।৭৩৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুর্মি, কাহার, তুরী, মাল ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মালদহ কোর্ট। গ্রামে যাতায়াতের সরকারী পাকা রাস্তা আছে। ঐ রাস্তায় মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে সর্বমঙ্গলা কালী পূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে সর্বমঙ্গলা কালীর একটি বেদী আছে।

শ্রীইন্দুভূষণ রায়, শিক্ষক,
১২।৬২, কুতুবপুর, মালদহ।

মাধাইপুর (মৌজা ৮৬) :

"এই স্থান এককালে সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে বহু দেব-দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বর্তমানে এই স্থানে একটি কালীমন্দির আছে, ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া অনেকের ধারণা। বৈশাখ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে বহু লোকে এই মন্দিরে পূজা দিতে আসে। শুনা যায়, একসময় এই স্থানটি সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল এবং এই স্থানে বহু টোল প্রতিষ্ঠিত ছিল। খালিমপুরের নিকট প্রাপ্ত ধর্মপালের একটি তাম্রশাসনে জানা যায় যে, ক্রৌঞ্চশভ্র গ্রাম মাধাইপুরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। কেহ বলেন, হোসেন শাহ বাদশার মন্ত্রী শ্রীরূপ ও সনাতনের মাতুলালয় এই স্থানে ছিল এবং তাঁহারা সেই স্থানে যাতায়াত করিতেন।"

[গৌড় ও পাণ্ডুয়া—শ্রীকালীপদ লাহিড়ী, পৃঃ ৮২]

উৎসব বিবরণী

কালীপূজাঃ

রসিলাদহ গ্রামে সর্বমঙ্গলা কালীর একটি নির্দিষ্ট বেদী আছে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে এই বেদীর উপর ভক্তরা সর্বমঙ্গলা কালীর উদ্দেশ্যে পূজা দিয়া থাকেন। বেদীটি স্থাপন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে যে, জনৈক শক্তি সাধক সতী নদীর তীরে নির্জন স্থানে কালীর উপাসনা করিতেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দেবী দর্শন পান। যে স্থানে তাঁহার দেবীদর্শন ঘটে সেই স্থানে তিনি মৃত্তিকার একটি বেদী স্থাপন করিয়া পূজার্চনা করিতেন। আরও শোনা যায় যে, উল্লিখিত সতী নদী দিয়া সতী বেহুলা মৃত স্বামী লক্ষীন্দরকে লইয়া ভেলায় করিয়া ভাসিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া এই নদীর অপর নাম বেহুলানদী। যাহাই হউক উক্ত সাধকের সিদ্ধি লাভের কথা প্রচারিত হইলে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু হিন্দু এমনকি অ-হিন্দুরাও দেবীর স্থানে পূজা এবং প্রার্থনা জানাইবার জন্য আসিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সর্বমঙ্গলা দেবীর মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচারিত হইল। বর্তমানে উক্ত মাটির ঢিবিটি ইঁট দিয়া বাঁধান হইয়াছে।

উক্ত শক্তি সাধক বা তাঁহার বংশধরগণ মালদহ জেলার কুতুবপুরের সর্বজনপূজ্য শ্রীশরৎ কুমার কাব্যস্মৃতিতীর্থ মহাশয়দিগের বংশের শিষ্য ছিলেন। উক্ত সাধকের শেষ বংশধর এই বেদী ও কিছু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি গুরু বংশকে দান করিয়া যান এবং বেদীর সম্মুখে মালদহ জেলার জমিদার শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় একটি শীতলার বেদী স্থাপন করেন এবং নিয়মিত শীতলার পূজা হয়। পূর্বে সর্বমঙ্গলা দেবীর বেদীতেই শীতলা পূজা হইত।

সর্বমঙ্গলা দেবীর বেদীতে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বহু ভক্ত রোগ ব্যাধি নিরাময়ের জনাই পূজা ও মানত দিতে আসেন। প্রধানতঃ ষোড়শোপচারে পূজা ও পাঁঠা বলি মানত করা হয়। দেবী সম্পর্কে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। দেবীর পূজারী ভট্টাচার্য্য পদবীধারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এই বেদীতে বৈশাখ মাসে ফলহারীনী কালী, কার্তিক মাসে দীপান্বীতা এবং মাঘ মাসে রটন্তী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

হবিবপুর থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ বাহাদুরপুর।৭১।২৩৬·৭৭।৪৫।১৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, তুরী, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন বুলবুল চণ্ডী এবং বাস-স্টেশন কেন্দপুকুর। টেস্ট রিলিফ নির্মিত রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) দুর্গাপূজা আশ্বিন মাসে। পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা দুর্গামন্দির আছে। উক্ত মন্দিরে শারদীয়া উৎসব উপলক্ষ্যে দুর্গামূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। বর্তমান সেবায়েত শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়, তপশীলভুক্ত রাজবংশী।

শ্রীঅহিভূষণ সিংহ,
গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস,
গ্রামঃ বৈদ্যপুর,
পোঃ মানিকুড়া,
মালদহ।

২। গ্রামঃ হবিবপুর।১১০।১,১৪৩·১৮।১৪৫।৮৮৪

(ক) রাজবংশী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাঁওতাল। গ্রামে চারটি পাড়া আছে, যথা—হবিবপুর, তালতলি, কেদুরা ও পূর্বপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন বুলবুল চণ্ডী। গ্রামের পাশ দিয়া বুলবুল চণ্ডী-পাকুয়া মোটর বাস সার্ভিস আছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গম্ভীরা পূজা। বহুকালের প্রাচীন। মাঘ মাসে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাঁধনা উৎসব। চৈত্র মাসে 'সত্যম্ শিবম্' সম্প্রদায়ভুক্ত সাঁওতালদিগের শিবপূজা। পূজাটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গম্ভীরা পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। বহুকালের প্রাচীন।

শিব পূজার মেলা। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে ৪ঠা বৈশাখ পর্যন্ত। বহুদিনের প্রাচীন।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিব পূজা উপলক্ষ্যে মেলা। চৈত্র মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে খড়ের চালাবিশিষ্ট ও মাটির দেওয়ালযুক্ত একটি শিবের মন্দির আছে। তাহা ছাড়া গ্রামের সাঁওতাল অধিবাসীর প্রতি ঘরে মনসা দেবীর স্থান আছে।

জনৈক সংবাদদাতা।

Habibpur—The headquarters of a police station in the south eastern corner of the district to the north of which is the thana of Bamangola. Habibpur is separated from Bamangola by a high embankment running from West to East from Pandua in Gajol police station to Ghoraghat in Rajshahi (now in Pakistan). The river Tangan forms the western boundary of the thana first with Malda police station and then with English Bazar police station. Further south it has boundaries with East Pakistan. In the west the river Purnabhaba forms boundary with East Pakistan commencing at the village Kadaripara (J. L. 62) and ending at village Ananda Pathar (J.L. 291). The principal villages in the thana are Habibpur, Anail, Bulbulchandi, Aiho and Singabad. The English Bazar-Muchia-Aiho-Bulbulchandi-Habibpur-Banmangola Road is being rebuilt to complete a circuit of communication. Communication is bad in the police station, most areas lying inaccessible by road except in fair-weather. Bulbulchandi is a large trading centre and the seat of a fairly ancient zemindar family called the Bulbulchandi Babus.

[District Handbooks 1951, Malda, by A. Mitra.]

৩। গ্রামঃ বুলবুল চণ্ডী।২১২।৭৮·২২।২১০।১,০৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য, কৈবর্ত, রাজবংশী, তিলি, কুমার, জেলে, গোয়ালা, তুরী, হাড়ী, মেথর, ডোম। ইহা ব্যতীত দু' একঘর পশ্চিমা ছত্রী বা রাজপুত এবং বহু বিহারী বসবাস করেন। বিহারীদের মধ্যে কালু, কালোয়ার, খালাহা, ভড়, তিলি, দোসাদ, বারুই প্রভৃতি সম্প্রদায় আছেন।

গ্রামে মোটামুটিভাবে পাঁচটি পাড়া—বুলবুল চণ্ডী বাজার পাড়া, রাজবংশীপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, সেবাপাড়া ও ডোবাপাড়া। ডোবাপাড়ায় প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্থানের পাবনা জেলা হইতে আগত জেলেদেরই বসবাস। ভারত বিভাগের পর উদ্বাস্তু আগমনের

ফলে গ্রামের আশেপাশে আরো কতকগুলি নূতন নূতন পাড়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

(খ) কৃষিকার্য এবং জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই রেল স্টেশন আছে। গ্রামের মধ্য দিয়া পি, ডব্লু, ডি-র পাকা রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়াই যাতায়াত চলে। মালদহ হইতে নদীপথে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায় এবং বর্ষাকালে নৌকায় বামনগোলা পর্যন্ত যাওয়া যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুইটি দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও ফাল্গুনে দোল। দুর্গাপূজা দুইটির মধ্যে একটি সর্বজনীন এবং অপরটি ব্যক্তি বিশেষের।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে দুই দিন। পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে চার-পাঁচ দিনব্যাপী। পাঁচ বৎসর ধরিয়া মেলাটি বসিতেছে।

(চ) রেল স্টেশন হইতে গ্রামের প্রবেশ পথে একটি পাকা একতলা দালানে গ্রামদেবী বুলবুলচণ্ডীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির ও মূর্তি সাধারণের। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে স্থানীয় জমিদারের একটি পুকুর খননকালে পাথরের গায়ে খোদাই করা একটি নারী মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি তিন-চার-হাত লম্বা। দক্ষিণ কনুই-এর উপর ভর দিয়া দক্ষিণ করতলে মস্তক স্থাপন করিয়া অর্ধ শায়িত এবং দক্ষিণ হাঁটু ভাঁজিয়া উপরের দিকে উঠানো এবং বাঁ পা ঐ হাঁটুর উপর দিয়া প্রসারিত। কোলের নিকট একটি শিশু শায়িত। পাদদেশে জনৈকা পদ সেবিকা। মূর্তিটি সম্পূর্ণ অভগ্ন নহে। এই মূর্তিই গ্রামে চণ্ডী জ্ঞানে পূজিতা। তবে মূর্তিটি সত্যই চণ্ডী মূর্তি কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বৌদ্ধযুগের কোন মূর্তি হওয়াও অসম্ভব নহে।

বৎসরের বিভিন্ন সময় ধুমধামের সহিত চণ্ডীর পূজা হয়; কালীপূজার সময় চণ্ডীর নিকট পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আছে।

বুলবুল চণ্ডী গ্রামটি বারেন্দ্র এলাকার প্রবেশ পথে অবস্থিত। নাম বুলবুলি, শেষের চণ্ডী শব্দটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী দেবীর সহিত সম্পর্কযুক্ত। স্থানীয় রাজবংশীদিগকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাসিন্দা বলিয়া অনুমান করা হয়। এই অঞ্চলের আশেপাশে বহু জায়গায় পুকুরাদি খননকালে নানা প্রকারের পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। অল্প কয়েক বৎসর আগে এই গ্রামে একটি বেলে পাথরের চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি এবং একটি অতি সুন্দর কষ্টি পাথরের মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় প্রাচীন কালে এই সমস্ত অঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

শ্রীসমরেশ দে, শিক্ষক,
বুলবুল চণ্ডী, মালদহ।

৪। **গ্রাম : বানপুর।২৭২।৩০১·১৯।১৩৫।৬৪৩**

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, চাঁই, কুমার, তাঁতি, ঘাটোয়াল, ধানুক, যোগী, চামার, সাঁওতাল।

চামারপাড়া, সাঁওতালপাড়া এবং পূর্ব ও পশ্চিমপাড়া— এই চারটি পাড়ায় গ্রামটি বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য ও কুমারের কাজ।

(গ) রেল স্টেশন সিংহাবাদ গ্রাম হইতে আধ মাইল দূরে অবস্থিত। কাঁচা রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া অথবা গরুরগাড়ীতে যাতায়াত চলে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে এবং চৈত্র মাসের রামনবমী তিথিতে ঝাপড়ী কালীর পূজা।

(ঙ) ঝাপড়ী কালী পূজার মেলা। চৈত্র মাসের রাম নবমী তিথিতে একদিন। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ঝাপড়ী কালীর মন্দির—বারান্দাযুক্ত পাকা দালান। মন্দিরটি প্রাচীর বেষ্টিত।

গ্রাম সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, প্রাচীন-কালে এই গ্রামে যে সকল লোক বসবাস করিতেন, শোনা যায় তাঁহারা প্রায় সকলেই বাণগুণ মন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। মন্ত্রের গুণে তাঁহারা যে কোন লোককে বশীভূত করিয়া নিজের ইচ্ছানু-সারে চালনা করিতে পারিতেন। বলাবাহুল্য কেহ তাঁহাদের সুনজরে পড়িলে লাভবান এবং কুনজরে পড়িলে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। ঐ সকল বাণগুণ মন্ত্র পারদর্শীগণ প্রতি বৎসর বাহান্নটি ভগবতী মূর্তি গড়িয়া পূজা করিতেন এবং দেবীর নিকট ঐ মন্ত্রের সাধনা করিতেন। সেকালের অনেক দীঘি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও চোখে পড়ে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই কারণেই গ্রামের নাম বানপুর হইয়াছে।

শ্রীপবিত্র কুমার দাস, শিক্ষক,
সিংহাবাদ, মালদহ।

৫। **গ্রাম : আইহো।২৪৭।১৮১·১০।৫৪০।২,৭৭৬**

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

গ্রামে মোট নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মুচিয়া হইতে হাঁটাপথে গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রামের পাশ দিয়া মহানন্দা

ও টাঙ্গন নদী প্রবাহিত থাকায় নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা হয়। গ্রামে সাধারণের একটি মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী নামে খ্যাত দুর্গাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

কার্তিক মাসে সর্বজনীন কালীপূজা হয়। উৎসব দুইটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি সিদ্ধেশ্বরী দুর্গা মন্দির, একটি রাধা-গোবিন্দ মন্দির ও একটি শিব মন্দির আছে।

শ্রীসাতকড়ি রায়, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিস,
গ্রাম ঃ আইহো,
পোঃ মুচিয়া,
মালদহ।

Aiho—Aiho is an ancient trading village, situated on the junction of the Mahananda and Tangan rivers. In pre-partition times it used to be an important village commanding the trade of both rivers. Even now it is the most important market in this region of the district.

[District Handbooks, 1951, Malda, by A. Mitra, p. lxxxi]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১। বুলবুল চণ্ডী গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উৎসব উপলক্ষ্যে 'সজনাদীঘির মেলা' নামে একটি মেলা বসে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ 'মেলা বিবরণীতে' লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

২। বুলবুল চণ্ডী গ্রাম হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে বুড়িতলা নামক স্থানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে চণ্ডী বা কালী পূজা উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বুড়িতলার মেলা নামে খ্যাত। উৎসব উপলক্ষ্যে একটি বাঁধান বেদীর উপর ঘট স্থাপন করিয়া চণ্ডী বা কালীর যথারীতি পূজাদি করা হয়। উৎসবের দিন দেবীর নামে উৎসর্গকৃত একশত হইতে দেড় শত পাঁঠা বলি হয়। কোন কোন বৎসর মানত হিসাবে মহিষ বলিও হইয়া থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বুড়িতলা দেবীর পূজা না হওয়া পর্যন্ত এই গ্রামের ও আশেপাশের গ্রামের চাষীরা ক্ষেতের জমি হইতে ধান কাটেন না।

৩। জোতগোকুল (মৌজা নং ২২৫) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সাতদিন ব্যাপী সাড়ম্বরে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। মেলা বিবরণী দ্রষ্টব্য।

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

বানপুর গ্রামে ঝাপড়ী কালী জাগ্রত দেবী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এ সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, বহুকালপূর্বে জনৈক সাধক তপস্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রস্তুত করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং এইখানেই সিদ্ধিলাভ করেন। উহার পর নকড়ি সিং নামে কোন এক ব্যক্তি এই স্থানে বাশুলি, ঝাপড়ী কালী ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি শনি-মঙ্গলবার পূজা করিতেন। কিছু দিনের মধ্যে দেখা যায় যে-সকল ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে দেবীর পূজা করিতেন অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদের মৃত্যু হইতেছে। ইহাতে পরে আর কেহই দেবীর পূজা করিতে সাহসী হইতেন না। ফলে, পূজারী ব্রাহ্মণের অভাবে পূজা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন জনৈক ব্যক্তির উপর দেবীর ভর হয় এবং নবকান্ত মৈত্র নামক এক সাবর্ণ গোত্রীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণকে তাঁহার পূজারী নিযুক্ত করিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া দেবী পূজাদি করিতে অস্বীকার করেন। সেই রাত্রিতেই ঐ ব্রাহ্মণের প্রতি দেবীর স্বপ্নাদেশ হয় এবং উক্ত ব্রাহ্মণই অবশেষে দেবীর পূজারী নিযুক্ত হন। বর্তমানে নবকান্ত মৈত্রের বংশধরগণই দেবীর পূজারী। প্রায় দুইশত বৎসর যাবত ঐ মৈত্র পরিবারই পুরুষানুক্রমে দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। ভক্তের উপর দেবীর ভর হয়। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস যে, 'ভর' প্রাপ্ত ভক্তের মুখ দিয়া দেবী গ্রাম-বাসীদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে অনেক কিছু জানাইয়া-দেন। ক্রমে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে, ফলে ভক্তের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে এবং ঝাপড়ী কালী জাগ্রত দেবী বলিয়া খ্যাত হন। দেবীর কোন মূর্তি নাই। মাটির থান বা ঢিবিকেই দেবীর প্রতীক জ্ঞানে পূজা করা হয়। পূর্বে মন্দিরও ছিল না। বাংলা ১৩৩৪ সনের চৈত্র মাসে সিংহাবাদের জমিদার শ্রীভৈরব চন্দ্র নারায়ণ রায়ের প্রচেষ্টায় বর্তমান মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ১৩৪০ সনের আশ্বিন মাস হইতে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করা হয়। মন্দিরটি গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। চারিপাশে প্রাচীর বেষ্টিত বারান্দাযুক্ত একটি পাকা দালানই ঝাপড়ী কালীর মন্দির নামে খ্যাত। চারিটি ঘরযুক্ত মন্দিরটি দক্ষিণ হইতে উত্তরে ও পশ্চিমে কোনাকুনিভাবে অবস্থিত। উক্ত চারিটি ঘরের মধ্যে একটিতে ঝাপড়ী কালীর নিত্য পূজাদি হয়, দ্বিতীয়টিতে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এবং অপর দুইখানি ঘর ভোগ রান্না কার্যে ব্যবহার করা হয়। মন্দিরটির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে দরজা আছে। পশ্চিম দরজাটি মন্দির সংলগ্ন পুকুর ঘাটে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হয়। মন্দিরের উঠানটি সম্পূর্ণ ইঁট দ্বারা বাঁধান। মন্দিরটির অবস্থা বর্তমানে খুবই জীর্ণ এবং আশু সংস্কারের প্রয়োজন। মন্দির প্রাঙ্গণের এক পাশে রুদ্রচণ্ডী দেবীর একটি বাঁধান বেদী আছে।

ঝাপড়ী কালী ভৈরব সদাশিব এবং রুদ্রচণ্ডীর ভৈরব মহাদেব। মহাদেবের বর্ণ স্বর্ণাভ।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সাড়ম্বরে ঝাপড়ী কালীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে দূরদূরান্ত যেমন—লক্ষ্ণৌ, গয়া, কানপুর, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাটিহার, নেপাল, ময়মনসিংহ হইতে ভক্তের আগমন হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ঝাপড়ী কালীর সহিত রুদ্রচণ্ডী ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা হয়। দেবীর নিকট পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পূর্বেও উৎসবে মহিষ বলি দেওয়া হইত।

বৈশাখ মাসে উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে দেবীর বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি শনি, মঙ্গলবার দেবীর নিকট মানত পূজা দিতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। শোনা যায় যে, যাঁহারা যে বিষয়ই মানত করেন তাঁহাদের অধিকাংশ মনস্কামনাই পূর্ণ হয়। প্রধানতঃ পায়রা, পাঁঠা ও যোড়শোপচারের পূজা মানত করা হয়।

গম্ভীরা পূজা

হবিবপুর গ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায় কর্তৃক গম্ভীরা পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামে মাঠের মধ্যে মাটির দেয়াল ও খড়ের চালা বিশিষ্ট একটি ঘরে শিবের স্থান আছে। একটি পাথরের উপর অবস্থিত আরেকটি পাথরকেই শিব মূর্তি রূপে পূজা করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব হইতে শুরু হইয়া বৈশাখের প্রথম চারদিন পর্যন্ত এই উৎসবটি চলে। ১লা বৈশাখ রাত্রিতে নিশিপূজা হয়। সাধারণতঃ উক্ত সময়ের জন্যই নাচগান ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথিত চড়ক গাছে চড়ক ঘোরান হয়। বঁড়শীর মত দুইটি লোহার কাঁটা ভক্তের পিঠে ফুঁড়িয়া তাহাকে এই চড়ক গাছে তুলিয়া বেশ বেগে ঘোরান হয়। ঘুরিতে ঘুরিতে উপর হইতে এই ভক্ত নীচের দিকে ফুল বাতাসা প্রভৃতি ফেলিতে থাকেন। সেগুলি লইবার জন্য সমবেত জনতার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। এই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা ঘুরাইবার পর ভক্তকে নীচে নামান হয়। বঁড়শীবিদ্ধ অবস্থায় এতক্ষণ এইভাবে ঘুরিবার পরও তাহার যে খুব কষ্ট হয়, তাহা মনে হয় না।

বাঁধনা

হবিবপুর গ্রামের সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে বাঁধনা উৎসব বা পরব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা সাঁওতালদের নিজস্ব জাতীয় উৎসব। এই উৎসবের কোন নির্দিষ্ট দিন নাই, তবে মাঘ মাসের কোন একটি দিনেই সাধারণতঃ ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হয়। উৎসবের প্রথম দিন সাঁওতালরা গ্রামের বাইরে মাঠের মধ্যে অবস্থিত 'জহর'-এর নিকট পূজা দেয়। তাহার পর তিনদিন ধরিয়া তাহাদের মধ্যে একটানা উৎসব চলে। এই তিন দিন সাঁওতালরা প্রচুর পরিমাণে 'পচাই' পান করিয়া স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মাদল বাজাইয়া নাচগান ও আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করে।

বাঁধনা উৎসব সম্পর্কে District Handbooks, 1951, Malda তে নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে :

"Of the Santal festivities the most important is the Bandna. This is a kind of harvest festival which takes place after the winter paddy have been reaped. There is no fixed date for it; but the village headmen arrange the day on which the festivities are to commence. On the first day sacrifices are made to Jahar at the place of worship outside the village. A few fowls and an egg are offered in sacrifice. The cattle are washed and made to walk over the place of worship. In one of them tramples on the sacrificial egg, it is considered an auspecious omen for its owner. Then for three days there commences a continuous round of festivity in which everyone joins, irrespective of age. The elders indulge in heavy drinking while the young men and girls amuse themselves as young folk will. The whole period is one of unrestrained abandon, and all restrictions are thrown off. On the last day a feast is arranged in which the whole village participates.

[District Handbooks 1951, Malda, by A. Mitra, p. xxi—xxii]

শিবপূজা

হবিবপুর গ্রামে সাঁওতালদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় 'সত্যম্ শিবম্' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইহারা শিব পূজা করিয়া থাকেন। এই শিব পূজার নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই, তবে চৈত্র মাসের পূর্ণিমার চারদিন পূর্ব হইতে পূর্ণিমার পরবর্তী চারদিন পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে শুধুমাত্র রাত্রিতে পূজা হয়—দিনের বেলা কোন অনুষ্ঠান হয় না। উৎসব সমাপ্তির রাত্রিতে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু সাঁওতাল নর-নারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন এবং পচাই বা মাদক দ্রব্য পান করিয়া স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সারারাত্রি নাচগান ও স্ফূর্তি করেন। প্রধানতঃ রাত্রি বারোটার পর হইতে আনন্দোৎসব ও পূজা আরম্ভ হয় এবং সকাল সাতটায় শেষ হয়। গ্রামে প্রায় পনর বিঘা পরিমাণ একটি খোলা মাঠে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সত্যম্ শিবম্, সম্প্রদায়ভুক্ত সাঁওতালরা মদ্যপান করেন না। 'সত্যম্ শিবম্' সম্প্রদায় সম্পর্কে District Handbooks, 1951-এ লিখিত আছে :

"The Satyam Sibam sect originated bout the year 1905. It was founded by a Brahmin pleader from Dinajpur named Kasiswar Chakrabartty, whose object, apart from the fees which he received, appears to have been to claim the Santals for the Hindu community, rather on the lines of the Arya Samaj. He made a deep impression, and numbers of Santals adopted Hinduism. They gave up eating pigs, fowls and other forbidden food.

[District Handbooks, 1951, Malda, by A. Mitra, p. xx]

প্রতি বৎসর হবিবপুর গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির দুই দিন পূর্বে স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা শিব পূজা উৎসব পালন করেন। উৎসবটি সাধারণতঃ ৪ঠা বৈশাখে শেষ হয়। এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে চড়ক উৎসবও উদ্‌যাপিত হয়। এই দিনে সন্ন্যাস ব্রত পালনকারী ব্যক্তির পিঠে বঁড়শী গাঁথিয়া চড়কে ঘুরান হয় এবং চড়কগাছে ঘুরানকালীন উক্ত ব্যক্তি ফুল, কলা, বাতাসা নীচের দিকে ছুঁড়িতে থাকেন। এইভাবে তাঁহাকে চড়কগাছে আধঘণ্টা ঘুরানর পর নীচে নামান হয়। এই সময় তাঁহার মধ্যে কোন ক্লেশের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না। শিবের পূজা-অর্চনা ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং পূজারীর পদবী—চক্রবর্তী।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

বুলবুল চন্ডী গ্রামের বাজারে গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া দশ-বার হাত লম্বা একটি মৃন্ময় কালী মূর্তি নির্মাণ করিয়া সাড়ম্বরে সর্বজনীন পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় চার বিঘা জমির উপর চার-পাঁচ দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে যাত্রী এবং বিক্রেতারা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য আলকাপ্ গান ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। গ্রামের সখের যাত্রাদল আছে।

বানপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ঝাপড়ী কালীর পূজা ও উৎসব উপলক্ষ্যে দেবীর মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় সাত বিঘা জমির উপর এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মিষিপুর, সিংহাবাদ, শিরষি, ধুমপুর, হোড়গ্রাম, শ্রীকৃষ্ণপুর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম হইতে এবং কলিকাতা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, কাটিহার প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে মেলায় সকল সম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। দূরের যাত্রীরা রেলে এবং কাছের যাত্রীরা হাঁটিয়া অথবা গরুর গাড়ীতে আসেন।

মেলায় প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে এবং পঁচিশ-ত্রিশজন ফেরীওয়ালা আসেন। অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় মুক্ত আকাশের নীচে বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। বুলবুল চন্ডী, আইহো প্রভৃতি আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান প্রায় কুড়িটি, তামা-পিতল ও লোহার বাসন-পত্রের দোকান তিন-চারটি, কাঁচের বাসনপত্রের দোকান তিন-চারটি, মাটির জিনিষপত্রের দোকান দুই-তিনটি, মনিহারী দোকান আট-দশটি এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী চ্যাঙারী, ধামা, কুলা, মাটির পুতুল ও বই-ছবির দোকানপাট বসে। কোন কোন বৎসর সস্তার ঔষধপত্রের দোকান আসে।

গ্রামে একটি কৃষ্ণযাত্রার দল আছে। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ঐ দল পালা গান গাহিয়া থাকেন।

গম্ভীরাপূজার মেলা

জোতগোকুল গ্রামে (মৌজা নং ২২৫) প্রতি বৎসর গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষ্যে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন।

হোড়গ্রাম, সাদাপুর, ফুলবন, ধুমপুর ফকিরাকান্দর, হবিব-পুর প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দুই শত যাত্রী আসেন। যাত্রীরা প্রধানতঃ হাঁটিয়া, অথবা গরুর গাড়ীতে আসেন।

আইহো, বুলবুল চন্ডী প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-বাইশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকানই বেশী।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় আলকাপ গানের আসর বসে।

শ্রীঅদৈত্য বর্মন, কৃষিকার্য,
পোঃ মুচিয়া, মালদহ।

হবিবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন এবং মেলার জমি গ্রামের রাজবংশী সম্প্রদায়ের।

আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় হাঁটিয়া এবং গরুর গাড়ীতে প্রায় এক সহস্র নরনারী আসেন। যাত্রীদের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

দুর্গাপূজার মেলা

বুলবুল চন্ডী গ্রামে স্থানীয় জমিদার বাড়ীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঠাকুরবাড়ী সম্মুখস্থ জমিদারের জমির উপর ও জেলা বোর্ডের রাস্তার দুই ধারে প্রতি বৎসর নবমী ও দশমী তিথিতে একটি মেলা বসে। জেলা বোর্ডের রাস্তার অংশ ধরিয়া মেলার জমির পরিমাণ প্রায় বার-তের বিঘা হইবে। মেলাটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

আইহো, ঋষিপুর, গলাকাটি, ধুমপুর প্রভৃতি আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে মেলায় মোট প্রায় চার-পাঁচ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান।

মেলায় অস্থায়ী চালা ঘরে প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে এবং দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়। আইহো, মালদহ শহর এবং বিহারের পূর্ণিয়া ও কাটিহার জেলা হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলে-ভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান বিশ-ত্রিশটি, তামা, পিতল ও লোহার বাসনকোসনের দোকান ছয়-সাতটি, মনিহারী দোকান দশ-বারটি, কাপড়চোপড়ের দোকান দশ-বারটি, কৃষি ও কারিগরি সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান দুই-তিনটি, বাঁশ, বেত ও মাটির তৈয়ারী শিল্প সামগ্রীর দোকান তিন-চারটি, কাঁচের চুড়ি ও শাঁখার দোকান দু-তিনটি বসে। ইহা ব্যতীত ঔষধপত্র, বই-ছবি ও পান-বিড়ির দোকানপাট বসে। বাঁশ, বেত ও মাটির তৈয়ারী শিল্প সামগ্রীগুলি প্রধানতঃ আইহো ও গলাকাটি ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর আসে। এই মেলায় কালো রংয়ের মাটির বাসনপত্রগুলি একটি উল্লেখযোগ্য আমদানী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ছবির দোকানগুলিতে দেবদেবীর ছবি ব্যতীত সিনেমা তারকাদের ছবিও বিক্রয় হয়।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাগরদোলা, ম্যাজিক ও জুয়াখেলা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নবমীর দিন মেলায় সাঁওতালরা অংশ গ্রহণ করেন না। এই দিন প্রধানতঃ পোলীয় রাজবংশী বা বাঙালগণ অংশ গ্রহণ করেন। ('বাঙাল' কথাটি পূর্ববঙ্গীদের 'বাঙাল' নামের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই ; ইহা পলিয়া রাজবংশীদের আঞ্চলিক নাম। উহাদের ভাষার সহিত কোচবিহারের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।)

দশমীর দিন প্রায় তিন-চার হাজার সাঁওতাল নারীপুরুষ মেলায় অংশ গ্রহণ করেন। সকাল দশটা হইতে তাঁহাদের আগমন শুরু হয় এবং ক্রমশই সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সাঁওতাল পুরুষরা সারাদিন ধরিয়া নাচগান করিতে করিতে মেলার এক প্রান্ত হইতে আরেক প্রান্ত প্রদক্ষিণ করেন। এক একটি দল পৃথক পৃথক ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাদল বাজাইয়া নৃত্য করেন ; আবার কোন কোন দল একটি নির্দিষ্ট জায়গাতেই তাঁহাদের নৃত্য সীমাবদ্ধ রাখেন। বিকালে সাঁওতাল মেয়েদের দল পুরুষদের সহিত নাচগানে যোগদান করেন। বলাবাহুল্য মদ্যপান ইহাদের আনন্দোৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। সন্ধ্যার পূর্বে ক্লান্ত নর্তক-নর্তকীর দল নিকটবর্তী পুকুরে স্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করেন।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের নবমী তিথি হইতে একাদশী পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী আইহো গ্রামে টাঙ্গন ও মহানন্দা নদী-দ্বয়ের সংযোগস্থলে প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ সরকারী জমির উপর মেলাটি বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন। মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় দুই-তিন হাজার যাত্রী আসেন। যাত্রীগণের অধিকাংশই হাঁটিয়া আসেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা নানাপ্রকারের পণ্যাদি লইয়া মেলায় বিক্রয়ার্থে আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদ-প্রমোদের জন্য আলকাপ গানের ব্যবস্থা করা হয়।

বাহাদুরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে স্থানীয় হাটতলায় চারদিনব্যাপী প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলার জমিটি স্থানীয় গ্রামবাসীর। মেলাটি পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। এই গ্রামের ও আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। ইহাতে মোট প্রায় পঞ্চাশখানি দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ কেন্দপুকুর, হরিশচন্দ্রপুর, দাউদপুর, কিউল ইত্যাদি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মেলায় মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া কয়েকটি বই-ছবি, শিল্প সামগ্রী ও কারুশিল্পজাত দ্রব্যের দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সাঁওতালী নাচ, কবিগান ও নাগরদোলার ব্যবস্থা থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানের দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

শিবপুজার মেলা

হবিবপুর গ্রামে 'সত্যম্ শিবম্' সম্প্রদায়ভুক্ত সাঁওতালদের চৈত্র মাসে শিব পুজা উপলক্ষ্যে প্রায় পনর বিঘা জমির উপর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব প্রাঙ্গণের আশেপাশে নানারকম খাবার ও মনিহারী দোকানপাট বসিয়া থাকে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলাটি মধ্য রাত্রিতে আরম্ভ হয় এবং সকালে শেষ হয়। মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার সাঁওতাল নরনারীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। মেলার জমি স্থানীয় জমিদারের।

সজনাদীঘির মেলা

বুলবুল চণ্ডী গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে সজনাদীঘি নামক স্থানে প্রতি ফাল্গুন সংক্রান্তিতে এই অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায় কর্তৃক একটি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ফাল্গুন সংক্রান্তির রাত্রিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং রাত্রি যতই বাড়িতে থাকে উৎসবের নাচগানও তত জমিয়া উঠে। উৎসব উপলক্ষ্যে মাঠের মধ্যে একটি শোলার ছাতা তৈয়ারী করিয়া উঁচু দণ্ডের উপর বাঁধিয়া রাখা হয় এবং চাঁদের আলোতে ঐ ছাতাটিকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ছিন্নভিন্ন করা হয়। এই উৎসবে স্থানীয় সাঁওতাল যুবক যুবতী ব্যতীত বিহারের দুমকা জেলা হইতে অনেক সাঁওতাল যুবক যুবতী আসেন। মোট প্রায় তিন-চার হাজার যাত্রীর সমাবেশ হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে রাত্রিতে একটি মেলা বসে।

মেলাটি সাঁওতাল যুবক যুবতীদের মেলামেশার ক্ষেত্র বলিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাতুয়া থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ জঙ্গালীটোলা (মৌজা—গদাই মহারাজপুর)

১।২,৩৬৮·৪২।৭০৫।৪,২৯৭

(ক) সদগোপ, চাঁইমন্ডল প্রভৃতি।

জঙ্গালীটোলা, ত্রিলোচনটোলা এবং তিনটি টোলা বা পাড়ায় গ্রামটি বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মহারাজপুর।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালী পূজা এবং মাঘী পূর্ণিমার স্নান।

(ঙ) মাঘী পূর্ণিমার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। ষাট-পঁইষট্টি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) কালীর স্থান আছে।

শ্রীচেদীলাল মন্ডল, শিক্ষক,
বাণীকান্তটোলা, পোঃ মাণিকনগর,
মালদহ।

২। গ্রামঃ মহানন্দটোলা (মৌজা—গদাই মহারাজপুর)।

১।২,৩৬৮·৪২।৭০৫।৪,২৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, চাঁইমন্ডল, মুচি, ধোপা প্রভৃতি। এই গ্রামের ব্রাহ্মণরা পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে দিয়া মোটর বাস চলাচল করে। মোটরবাসযোগে ভালুকা রোড পর্যন্ত গিয়া সেখান হইতে আট মাইল পশ্চিমে মহারাজপুর রেল স্টেশন। বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গা পূজা ও লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা, চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা এবং ছট্ পরব।

বাসন্তী পূজাটি পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। পূজারী মৈথিলী ব্রাহ্মণ।

(ঙ) বাসন্তী পূজার মেলা। চৈত্র মাসে তিন দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

দুর্গা পূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিন দিন। মেলাটি গত চার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় লোকসমাগম ও দোকানপাটের সংখ্যা এই গ্রামে অনুষ্ঠিত বাসন্তী পূজার মেলার অনুরূপ।

(চ) ×

গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে গঙ্গা প্রবাহিত। গঙ্গার চর হইতেই গ্রামটির উৎপত্তি। গ্রামটি কাটাদে দিয়াড়া নামেও পরিচিত। মহানন্দ মন্ডল নামে গ্রামের জনৈক প্রধান মন্ডলের নামানুসারেই গ্রামের 'মহানন্দটোলা' নাম হইয়াছে।

শ্রীপরিতোষ ব্যানার্জী, শিক্ষক,
মহানন্দটোলা, মালদহ।

৩। গ্রামঃ শ্যামগোপটোলা (মৌজা—ঈশ্বরপাড়)।

৫।১৫·৩৩।১১০।৬৫৯

(ক) মাহিষ্য, জেলে, স্বর্ণকার, তিলি, গোয়ালা।

(খ) কৃষিকার্য, জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন মহারাজপুর। গ্রামের মধ্যে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে। গ্রামে মোটরযান ও নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সর্বজনীন কালী পূজা। পূজাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। পূজারী—শ্রীগোপাল পাঁড়ে। পূজার রাত্রিতে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং পূজার শেষে দেবী মন্ডপের সম্মুখে দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগ বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) কালী পূজার মেলা, কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

গ্রামের জনৈক মোড়লের নামানুসারে গ্রামের নাম শ্যামগোপটোলা হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র মিত্র, শিক্ষক,
মহানন্দটোলা প্রাইমারী স্কুল, মালদহ।

৪। গ্রামঃ দেবীপুর।১১।৪৫১·০৪।২৯৯।১,৮০৭

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চাঁই, খারওয়াচ।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মহারাজপুর।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা।

ইহা ছাড়া হরিবাসরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চারদিনব্যাপী মহোৎসবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই অংশ গ্রহণ করেন। এই উৎসবে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে নামকরা কীর্তনীয়ার দল কীর্তন গাহিতে আসেন। উৎসবটি প্রায় পনর বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা চার দিনব্যাপী। মেলাটি গত পনর বৎসর হইল বসিতেছে।

(চ) মনসার স্থান আছে।

শ্রীহুজুহিফু,
তেরাশিয়া, পোঃ দেবীপুর, মালদহ।

৫। গ্রামঃ ঝগড়াপাথার (মৌজা—মহম্মদপুর)।
৭৩।৩৬২·৬৫।১৭৪।৯৭৯

(ক) তাঁতি, মুষহর, কামার, তিলি ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন কুমারগঞ্জ। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালী পুজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পুজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা।

কালী পুজাটি সর্বজনীন এবং প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। পুজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি পুকুরপাড়ে কালী পুজার নির্দিষ্ট বেদী আছে।

শ্রীকৃষ্ণপদ রায়, শিক্ষক,
ঝগড়াপাথার, পোঃ কুমারগঞ্জ, মালদহ।

৬। গ্রাম ঃ লস্করপুর।৭৬।৬০৮·৩৪।১৪৫।৮৯৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, গোয়ালা, তাঁতি, তিলি, তিয়র, মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন, দক্ষিণপাড়া, উত্তরপাড়া, কালীতলা, পলাশতলা ও সন্তোষপুর।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন কুমারগঞ্জ। গাজোল হইতে সামৃশী পর্যন্ত জেলা বোর্ডের রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে—যাতায়াতের ইহাই প্রধান পথ।

(ঘ) আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী, কার্তিক মাসে কালী পুজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পুজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা।

(ঙ) কালী পুজার মেলা। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে দুইদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে কালী মন্দির আছে।

বহু প্রাচীন গ্রাম। লস্করদের বসবাস হইতেই গ্রামটি লস্করপুর নামকরণ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

শ্রীঅনিল রঞ্জন সামন্ত, শিক্ষক,
লস্করপুর, পোঃ শ্রীপুর, মালদহ।

৭। গ্রাম ঃ মহারাজপুর।৯১।১,৭২৯·৫১।৩৯৭।২,৭০৯

(ক) স্বর্ণকার, কামার, চামার, তিলি, নাপিত, মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন একলক্ষ্মী ও কুমারগঞ্জ। মহানন্দা নদীর তীরে গ্রামটি অবস্থিত বলিয়া নৌকাযোগে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) হিন্দুদের সর্বজনীন কালী পুজা কার্তিক মাসে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ইদ্-উজেজাহা, ইদ্-উল-ফেতর ও মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালী পুজার মেলা। কার্তিক মাসে দুই দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকুড় গাছের নীচে কালীর একটি নির্দিষ্ট বাঁধানো বেদী আছে। এই স্থানে প্রতি বৎসর কালী পুজা হয়। পুজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। পুজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

৮। গ্রাম ঃ নিজগাঁ পরাণপুর।
১২৫।৯৫৫·১৫।৫৪৯।৩,৩৮২

(ক) ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, মাহিষ্য, গোয়ালা, চাঁই, তিয়র, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কুমারগঞ্জ। বর্ষার সময় পার্শ্ববর্তী কালিন্দী নদীতে নৌকা চলাচল করে। অন্য সময় মালদহ সদর হইতে দেবীপুর পর্যন্ত এই গ্রামের মধ্য দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা পুজা, কার্তিক মাসে কালী পুজা এবং ফাল্গুন মাসে যে-কোন দিন হরিবাসরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে নিতাই-গৌর ও কৃষ্ণের পুজার্চনা ও অষ্টম প্রহর-ব্যাপী অখণ্ড নাম সংকীর্তন হইয়া থাকে।

(ঙ) দুর্গা পুজার মেলা। আশ্বিন মাসের নবমী ও দশমী তিথিতে মেলা বসে। জেলা বোর্ডের রাস্তার দুই ধারে প্রায় এক বিঘা জমির উপর মেলার দোকানপাট বসে। মেলার অন্যান্য বিবরণী এই গ্রামের মহোৎসব মেলার অনুরূপ।

মহোৎসবের মেলা। ফাল্গুন মাসে তিন দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কাঁচা মেঝে ও টিনের চালাযুক্ত সাধারণের একটি দুর্গামণ্ডপ এবং একটি হরিবাসর মন্দিরে নিতাই-গৌর-কৃষ্ণ বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। জনৈক মহান্ত কর্তৃক উক্ত বিগ্রহাদির নিত্য

পূজার্চ্চনা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামে দুইটি সাধারণের কালী বেদী আছে।

শ্রীভূপেশ চন্দ্র সিংহ, শিক্ষক,
পরাণপুর, উচ্চ বিদ্যালয়, মালদহ,
শ্রীফইজুদ্দিন আমেদ, শিক্ষক,
ও
শ্রীআবদুর রহমান, শিক্ষক,
মহারাজপুর, মালদহ।

৯। গ্রাম : সিমলা।১৩৪।২৫৯·৩৬।৬৭।৩৯৮

(ক) মৈথিলী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গোয়ালা, গঙ্গাঁয় (মেচ্), তিওর, ধোপা, তিলি, বৈষ্ণব, মুচি, ডোম, ঢুলি, তাঁতি, কৈরী এবং সেরশাবাদিয়া ও কুজরো মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) মালদহ হইতে রাতুয়া পর্যন্ত জেলা বোর্ডের রাস্তায় মোটর বাস যাতায়াত করে। ঐ মোটর বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামটি কালিন্দী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গম্ভীরা পূজা, শ্রাবণ সংক্রান্তি তিথিতে মনসা পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা ও লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা ও কার্তিক পূজা, পৌষ মাসে সোনারায় পূজা, মাঘ মাসে সূর্যব্রত ও সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোল ও হরিবাসর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখে গ্রামে সিরুয়া উৎসব নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে রং খেলা, কাদা-মাটি খেলা, খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন গান হয় এবং হরির লুট দেওয়া হয়।

কালীপূজা উপলক্ষ্যে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া সাড়ম্বরে যথারীতি পূজা করা হয়। পূজাকালে প্রতি বৎসর প্রায় নয়-দশটি পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) দুর্গা পূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে তিনদিনব্যাপী।

কালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে।

মহরমের মেলা। মহরম মাসে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে।

(চ) গ্রামে একটি কালী মন্দির, একটি দুর্গামণ্ডপ এবং গম্ভীরা ঘর সহ একটি শিব মন্দির আছে। ইহা ব্যতীত একটি প্রাচীন নিমগাছের নীচে গ্রাম দেবতার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম মঙ্গলবার বা শনিবার পাঁঠা বলি দিয়া গ্রাম দেবতার পূজা করা হয়। ইহা ছাড়া গ্রামে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে গ্রাম দেবতার পূজা করা হয়।

শ্রীখুসীলাল ঝা,
সিমলা, মালদহ।

১০। গ্রাম : একবর্ণা (মৌজা—বেতাহা একবর্ণা)।
১৩৫।৮৮৫·৭৩।৩৫০।২,০৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, ছুতার, নাগর, গোয়ালা, নাপিত। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, জাতি ব্যবসায় ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন রাজমহল ও মালদহ যথাক্রমে এগার মাইল ও ষোল মাইল দূরে। মালদহ-রাজমহল জাতীয় সড়ক এই গ্রাম হইতে বার মাইল দূরবর্তী নাথি নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে মাদিয়া ফেরীতে কালিন্দী নদী পার হইয়া মাদিয়া-রতুয়া রাস্তার দুই মাইলের মধ্যে এই গ্রামটি অবস্থিত। কার্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ঐ রাস্তায় মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে ব্যক্তি বিশেষের দুর্গা পূজা, কার্তিক মাসে সর্বজনীন কালী পূজা, মাঘী পূর্ণিমা ও মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোল এবং চৈত্রসংক্রান্তি ও রাধাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গা পূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চার দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

কালী পূজা উপলক্ষ্যে পূজা প্রাঙ্গণের নিকট পূজার দিন সকালে একটি ছোট মেলা বসে।

(চ) গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে কালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানেই কালীর বাৎসরিক পূজা হয়। পূজায় পাঁঠা ও মেষ বলি দেওয়া হয়। পূর্বে মহিষ বলি দেওয়া হইত, বর্তমানে ইহা উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে।

বাঁশুলী দেবীর স্থানে নানাপ্রকার ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের জন্য অনেকেই দেবীর নিকট পূজা ও মানত জানান। বাঁশুলী দেবী গ্রামে 'জহরা' দেবী নামে খ্যাত।

ইহা ব্যতীত গ্রামে 'চোরাচিড়ই' নামে একটি গ্রাম দেবতার পূজা হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, চোরা নামে বড় পেঁচাকৃতি পাখী কাহারো বাড়িতে বসিয়া ডাকিলে বাড়ির সন্তান সম্ভবা নারীদের অমঙ্গল

হয়। যাহাদের সন্তান হয় নাই বা মৃতবৎসা স্ত্রী-লোকেরা সন্তান কামনায় এই দেবতার নিকট পায়রা বা ছাগল মানত জানাইয়া পূজা দেন।

গ্রামে ব্যক্তি বিশেষের একটি দুর্গা মণ্ডপ আছে।

গ্রামের নাম সম্পর্কে দুইটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে স্থানটি আকন্দের বনে পূর্ণ ছিল; এই কারণেই গ্রামটি এইরূপ নাম হইয়াছে (আকন্দবন—আকবন্না-একবন্না-একবর্ণা)। অপর মতে পূর্বে এই গ্রামে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের বসবাস ছিল বলিয়াই গ্রামটির নাম একবর্ণা (অর্থাৎ এক বর্ণের বাস) হইয়াছে। বলাবাহুল্য গ্রামটির নামকরণ সম্পর্কে এই কিংবদন্তীর কোনটিই নির্ভরযোগ্য নহে। গৌড় হইতে বৃন্দাবনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

এখানকার ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ মৈথিলী। সম্ভবতঃ সুলতান হোসেন শাহ-এর আমলে ইহাঁরা এখানে বসতি স্থাপন করেন। কালিন্দী ও গঙ্গার পলিমাটির উপর অবস্থিত বলিয়া স্থানটি খুবই উর্বর। মালদহের ফজলি আমের জন্য এই স্থানটি প্রসিদ্ধ।

শ্রীরাধিকা প্রসন্ন মিত্র, শিক্ষক,
একবর্ণা, পোঃ আড়াইডাঙ্গা, মালদহ।

১১। গ্রাম : খৈলসনা।১৪৬।৩৪৬·৭৬।১৩০।৮৫০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, তিয়র, গোয়ালা ও মুসলমান। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কুমারগঞ্জ হইতে গরুরগাড়ী অথবা হাঁটিয়া এবং মালদহ হইতে নৌকাপথে এই গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে নববর্ষ উৎসব ও গম্ভীরা পূজা, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং সূর্যব্রত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহরমের মেলা। মহরম মাসে পাঁচ দিন ব্যাপী। মেলাটি পার্শ্ববর্তী গোকুলপুর গ্রামে বসে এবং গত দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গম্ভীরার স্থান আছে।

গ্রামটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের নিকট হইতে শোনা যায় যে এখানকার জমি খুব উর্বর ছিল বলিয়া পূর্বে বিহারের আরা জেলা হইতে কয়েক ঘর হিন্দু এখানে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। তখন এখানে প্রচুর সরিষার চাষ হইত এবং সরিষার খৈল অন্যত্র বিক্রয় হইত। সম্ভবতঃ ইহার জন্যই গ্রামটির নাম খৈলসনা হইয়াছে। ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে এই গ্রামে বোধহয় ইংরাজদের একটি নীলকুঠি স্থাপিত হইয়াছিল—তাহার ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, শিক্ষক,
খৈলসনা, মালদহ।

১২। গ্রাম : সাতমারা।১৫০।১,৩১৭·৭৩।২৫৭।১,৫৯২

(ক) মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও স্বর্ণশিল্প ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন আদিনা হইতে জেলা বোর্ডের একটি রাস্তা গ্রামাভিমুখে গিয়াছে। উক্ত রাস্তার সহিত গ্রামে যাতায়াতের ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা সংযুক্ত।

(ঘ) স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উৎসব। প্রতি বৎসর ১৫ই আগষ্ট। চান্দ্রমাস হিসাবে মহরম উৎসব।

(ঙ) মহরমের মেলা। একদিন। প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মসজিদ আছে।

শ্রীমোহনলাল কর্মকার, প্রধান শিক্ষক,
সাতমারা প্রাইমারী স্কুল,
পোঃ পীরগঞ্জ, মালদহ।

১৩। গ্রাম : বড়কোল (মৌজা—সাতমারা)।
১৫০।১,৩১৭·৭৩।২৫৭।১,৫৯২

(ক) হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন আদিনা হইতে জেলা বোর্ডের একটি রাস্তা গ্রামাভিমুখে গিয়াছে। উক্ত রাস্তার সহিত গ্রামে যাতায়াতের ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা সংযুক্ত। তাহা ছাড়া মহানন্দা নদীতে নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা থাকায় গ্রামে যাতায়াতের সুবিধাও হইয়াছে।

(ঘ) বৈশাখমাসে গম্ভীরা পূজা এবং নামকীর্তন উৎসব।

(ঙ) গম্ভীরা পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের সেবায়েত শ্রীজানকীনাথ মণ্ডল। পূজারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মিশ্র পদবী ধারী ব্রাহ্মণ।

জনৈক সংবাদদাতা।

কালীপূজা

জঙ্গালীটোলা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের কৃষ্ণা অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা হয়। পূজাটি প্রায় উনত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। কথিত আছে, এই গ্রামের প্রধান মণ্ডলকে দেবী একরাত্রিতে স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে বলেন—"তোমরা আমার পূজা কর; তাহা হইলে তোমাদের বিপদ-আপদ হইতে আমি তোমাদের রক্ষা করিব"। সেই হইতে গ্রামে এই কালীপূজাটি প্রচলিত হইয়াছে। গ্রামে দেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে, সেখানে স্থায়ী একটি খড়ের চালাঘরে পূজার সময় প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। পূজায় দেবীর নিকট মানত স্বরূপ পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

লস্করপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে সাড়ম্বরে কালী-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। গ্রামে-দেবীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই গ্রামে কালী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শোনা যায় যে, দেবী একদিন স্বপ্নে চাঁচলের মহারাজকে দেখা দিয়া বলেন, "আমি লস্করপুরে আসিয়াছি, তোমাকে আমার পূজা করিতে হইবে।" তখন বর্ষা কাল। বর্তমানে যে স্থানে দেবীর মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অদূরে জলমগ্ন স্থানে প্রায় সাড়ে সাত হাত উচ্চ পাথরের তৈয়ারী দেবীর একটি বিরাট শিলামূর্তি পাওয়া যায়। ঐ মূর্তিটিকে নিকটবর্তী একটি বট গাছের নীচে সংকীর্তন সহকারে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেই সময় হইতে দেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও চাঁচলের রাজারাই দেবীর পূজার খরচ-পত্র বহন করিতেন। বর্তমানে সর্বজনীন-ভাবে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

গম্ভীরা পূজা

সিমলা গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং তাহার সম্মুখে একটি গম্ভীরা ঘর প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের মধ্যে তিনটি শিবলিঙ্গ ও একটি বিষ্ণু মূর্তি আছে। প্রতি বৎসর ৩০শে বৈশাখ হরপার্বতীর মৃন্ময় মূর্তি তৈয়ারী করিয়া গম্ভীরা ঘরে তিনদিন ব্যাপী পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবান্তে ৩রা জ্যৈষ্ঠ ঢাকঢোল বাদ্য সহকারে কালিন্দী নদীতে হরপার্বতী-র মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে গম্ভীরা, আলকাপ ও কবিগান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি আলকাপ গানের দল আছে—অধিকারী শ্রীবসন্ত কুমার সিংহ; তিনি নিজেই শিব-বন্দনা, আলকাপ গান প্রভৃতি রচনা করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে অন্যান্য গ্রাম হইতেও গানের দল আসে।

খৈলসনা গ্রামে প্রতি বৎসর ২১শে বৈশাখ হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত গম্ভীরা পূজা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। শিব যেমন তাঁহার নন্দীভৃঙ্গী ও ভূতপ্রেত প্রভৃতি সঙ্গী লইয়া নাচগান করেন, গম্ভীরা উৎসবেও তাহার অনুকরণে নাচগান হয়। গ্রামের লোকেরা ঢাকঢোল বাজাইয়া নাচগান করিয়া থাকেন। উৎসবে শিবের মূর্তি স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজাদি করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং ইহার প্রস্তুতি প্রায় পনর-কুড়ি দিন পূর্ব হইতেই শুরু হয়। পূজার ঘরটিকে আলো ও ফুল দিয়া সজ্জিত করা হয়। প্রত্যহ দুইবেলা পূজা হয় এবং পূজা শেষে বাতাসা, সন্দেশ প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দুর্গাপূজা

সিমলা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি দুর্গা মন্ডপ আছে; ষষ্ঠীর দিন ঐ মন্দিরে ঘট স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা শুরু হয়। দুর্গাপূজার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে এবং গ্রামের ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত চাঁদা হইতে দুর্গাপূজার খরচ চালান হয়। ঝা উপাধিধারী মৈথিলী ব্রাহ্মণ দেবীর পূজারী। পূজায় সপ্তমীর দিন একটি, অষ্টমীর দিন একটি এবং নবমীর দিন প্রায় পঞ্চাশটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। প্রত্যহ প্রসাদ বিতরণ ব্যতীত নবমীর দিন সর্ব-জনীন ভাবে অন্ন ও মাংসের ভোগ বিতরণ করা হয়। দশমীর দিন বিসর্জনের পর পূজা শেষ হয়।

একবর্ণা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। ব্যক্তি বিশেষের পূজা হইলেও সকল গ্রামবাসী এই উৎসবে যোগদান করেন। গ্রামে একটি চন্ডীমন্ডপ আছে; এই মন্ডপেই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পায়স, ক্ষীর, সন্দেশ, কদমা, বাতাসা, মন্ডা ইত্যাদি উপাচারে দেবীর পূজা হয়। মানত থাকিলে ছাগল, ভেড়া এমন-কি মহিষ বলিও দেওয়া হয়। পরাশর গোত্রীয় মিশ্র পদবীধারী ব্রাহ্মণ দেবীর পূজারী। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেও উৎসব উপলক্ষ্যে সপ্তমী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ভোজের আয়োজন করা হইত। মাংস এবং দই—এই ভোজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। স্থানীয় মুসলমানরাও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা চন্ডীমন্ডপের ভিতরে আসেন না। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের সময় উপস্থিত জনগণের মধ্যে বাতাসার লুট দেওয়া হয়।

দোলযাত্রা

সিমলা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব দিন বহ্ন্যুৎসব এবং পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই দিন সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে রং খেলা ও একত্রে ভোজন করা হয়। উৎসবে হোলীর গান হয়—তাহাতে সকলেই যোগ দেন। উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের অনেকেই সিদ্ধি, তাড়ি ইত্যাদি পান করিয়া থাকেন।

মনসাপূজা

সিমলা গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে প্রত্যেক বাড়ীতে কচু পাতায় দুধ ও খৈ দিয়া নাগ বা মনসার পূজা করা হয়। ইহা ব্যতীত সাড়ম্বরে ঢাকঢোল বাদ্য সহকারে গ্রামের গম্ভীরা

ঘরেও সর্বজনীনভাবে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আতপ চাউল, কলা ইত্যাদি বিবিধ ফলমূলই পূজার প্রধান উপাচার। মনসার নিকট পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ। মনসা পূজার দিন সাপের ওঝা বা গুণীন নূতন শিষ্য গ্রহণ করেন। গ্রামে একটি মনসার ভাসান গানের দল আছে—দলপতির নাম শ্রীহরিমোহন ঝা। উৎসবে এই দল মনসার ভাসান গান করেন।

সূর্যব্রত

সিমলা গ্রামে মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্যব্রত অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের দুই-তিনটি স্থানে তিনটি করিয়া কলাগাছ রোপন করিয়া পূজার স্থান তৈয়ারী করা হয়। সারাদিন উপবাস করিয়া ভক্তরা সূর্যব্রত পালন করেন ও পূজাদি দেন। পূজা শেষে সন্ধ্যার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া উপবাস ভঙ্গ করা হয়।

সোনারায় পূজা

সিমলা গ্রামের রাখাল বালকেরা সারা পৌষ মাস ধরিয়া ছড়াগান গাহিতে গাহিতে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি হইতে কিছু কিছু অর্থাদি সংগ্রহ করে। সারা মাসের সংগৃহীত অর্থাদির দ্বারা সংক্রান্তির দিন তাহারা সোনারায়ের পূজা করে। রাখাল বালকদের মধ্য হইতেই কেহ পূজারী হয়। সংগৃহীত অর্থাদি দিয়া পূজার ভোগ দেওয়া হয়। পূজার পর সকলে মিলিয়া এই ভোগান্ন ভক্ষণ করে। রাখাল বালকদের নিকট এই পূজাটি অতিশয় প্রিয়।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

লস্করপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পূজা মণ্ডপের আশেপাশে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। রতুয়া, খরবা, হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি থানা হইতে মেলায় প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী ও অন্যান্য জিনিষপত্রের মোট প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে।

মহারাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাঙ্গণে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর ধরিয়া এই মেলাটি বসিয়া আসিতেছে। আশেপাশের গ্রামগুলি হইতে মেলায় প্রায় চারশত লোক আসেন। উহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, চিড়া-মুড়ি প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

ঈশ্বরপাড় মৌজার অন্তর্গত শ্যামগোপটোলা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পূজা মণ্ডপ সংলগ্ন দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রামগুলি হইতে লোক সমাগমের ফলে বৈকালের দিক হইতে মেলায় লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মেলাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী মহানন্দটোলা, মাধবটোলা, আমীরচাঁদটোলা, শ্রীকান্তটোলা, জাঈ-টোলা এবং চৈতুটোলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসমেত প্রায় চার-পাঁচ শত নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে করিয়া আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটির মত দোকানপাট বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যাও প্রায় দশজন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসরই আসিয়া থাকেন। দোকানপাট-গুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, কাপড়-চোপড় এবং বেত ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিষপত্রের দোকানের সংখ্যাই অধিক। তাহা ছাড়া লোহা ও কাঁচের জিনিসপত্র, বই-ছবি প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

গম্ভীরাপূজার মেলা

সাতমারা মৌজার অন্তর্গত বড়কোল গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে গম্ভীরা পূজা উপলক্ষ্যে বড়কোল নদীর তীরে স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমির উপর এক-দিনের জন্য একটি মেলা বসে এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকে মেলায় অধিক লোক সমাগম হয়। খুব সম্ভবতঃ মেলাটি সাতমারা গ্রামের মহরমের মেলার সমসাময়িক কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী মহিষবাথান, নরহাট্টা, পুখুরিয়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ছয়-সাত শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীর মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আড়াইডাঙ্গা, কোকলামারী, লক্ষ্মী-পুর, পীরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা ইত্যাদির দোকানই বেশী। তাহাছাড়া দুই-চারটি মনিহারীর দোকানও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় গানের দল কর্তৃক গানের আসর বসে। প্রায় সমস্ত গ্রামবাসীই ইহাতে যোগদান করেন।

দুর্গাপূজার মেলা

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সিমলা গ্রামে দুর্গামন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি তিন দিন ধরিয়া চলে। সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোক সমাগম হয়। আড়াইডাঙ্গা কোকলা-মারী প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামগুলি হইতে প্রায় পাঁচ শত যাত্রী মেলায় আসেন। মেলায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একবর্ণা গ্রামে একটি মেলা বসে। ইহা অষ্টমী এবং নবমী এই দুই দিন গ্রামের চন্ডী-মন্ডপ প্রাঙ্গণে এবং শেষ দুইদিন কালিন্দী নদীর চরে বসে। মেলাটি এই অঞ্চলের একটি বড় মেলা এবং প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন। মেলার জমিটি দেবোত্তর। আশেপাশের অঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তাহা ছাড়া আড়াইডাঙ্গা, মিল্কী, মথুরাপুর প্রভৃতি ইউনিয়নগুলি হইতে ও বহু যাত্রী হাঁটিয়া এই মেলায় আসেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যাত্রীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা সমান। গ্রাম হইতে পাঁচ-ছয় মাইল দূরবর্তী অঞ্চল হইতে বিক্রেতারা আসেন। মেলায় দোকানের সংখ্যা প্রায় দুই শত। বেশীরভাগ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যা বেশী। তাহা ছাড়া তামা, পিতল, লোহার বাসন, মাটির বাসন, বই-ছবি, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি ও পুতুল, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের এবং কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রাভিনয় ও নাগর দোলার আয়োজন করা হয়। মেলা উপলক্ষ্যে নিকটবর্তী কালিন্দী নদীতে স্থানীয় যুবকবৃন্দের দ্বারা নৌকা বাইচ খেলা হয়।

বাসন্তীপূজার মেলা

মহানন্দটোলা গ্রামে চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের খেলার মাঠে তিনদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ বিকালের দিকে মেলায় লোক সমাগম ও বেচাকেনা হয়। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার নরনারী এই মেলায় আসেন। গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছাড়া দেবীপুর, কাহালা, রতুয়া, এমন কি বিহারের অন্তর্গত মনিহারীঘাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেও মেলায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। বিক্রেতাগণ বাণপুর, দেবীপুর, রতনটোলা, মথুরাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটির মত দোকান দেন। তাহা ছাড়া পঁচিশ-ত্রিশজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারীর দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া চা-পান-বিড়ি, মাটি ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের এবং অন্যান্য নানা প্রকার জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিক প্রদর্শনী এবং জুয়া খেলা হয়। তাহা ছাড়া শ্রীগোবর্ধন বিশ্বাস, শ্রীলম্বোদর চক্রবর্তী ও শ্রীমকবুল মিঞার দল কর্তৃক মেলায় আলকাপ গান, কবিগান ও গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান হয় এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

মহরমের মেলা

প্রতি বৎসর খৈলসনা গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব উপলক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী গোকুলপুর গ্রামের জমিদারের প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর পাঁচদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় খৈলসনা, সুলতানগঞ্জ, সোলাশিবগঞ্জ, দে-ঘাট্টা, বলরামপুর, ঘানিনগর, পুখুরিয়া, পীরগাঁ, রাজাপুর, মহারাজপুর, পীরগঞ্জ, কবাগিরা, হরিপুর এবং ক্ষেমপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নারী যাত্রীও আসেন। যাত্রীরা সাধারণতঃ নৌকায় এবং গরুরগাড়ীতে করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটির মত দোকানপাট বসে। তাহা ছাড়া প্রায় চল্লিশজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আড়াইডাঙ্গা, কুমারগঞ্জ, পুখুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসেন। মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও কিছু সংখ্যক বিক্রেতা আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের দোকানপাটও বসে। মেলার বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় খেলাধূলা, সার্কাস এবং ম্যাজিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। জুয়া খেলা এই মেলার আমোদ-প্রমোদের আর একটি অঙ্গ। তাহা ছাড়া মেলায় গম্ভীরা গান, আলকাপ গান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় যাত্রাদল প্রধানতঃ কালিয়াচক থানার অন্তর্গত পঞ্চানন্দপুর, রোহিনপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসেন; দলের অধিকারীর নাম শ্রীআরসাদ আলী এবং শ্রীআলাউদ্দিন মিঞা। গ্রামে গম্ভীরা এবং আলকাপ গানের দল আছে। অধিকারীগণের নাম শ্রীধীরেন্দ্র নাথ কর্মকার এবং শ্রীমোসলেম উদ্দিন। প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারী এই সকল আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন।

প্রতি বৎসর সাতমারা গ্রামে মহরম উপলক্ষ্যে স্থানীয় পেসকার মন্ডলের প্রায় চারি বিঘা জমির উপর এক দিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ বিকালের দিকে লোক সমাগম বেশী হয়। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী মহিষবাথান, নরহাট্টা, পুখুরিয়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাতশত যাত্রীর সমাগম হয়। উহাদের মধ্যে নারী যাত্রীর সংখ্যা খুব অল্প।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আড়াইডাঙ্গা, কোকলামারী, লক্ষ্মীপুর, পীরগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসেন। দোকান-পাটের সংখ্যা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি। উহার মধ্যে মিষ্টান্ন ও মুড়ি-মুড়কির দোকান অধিক। তাহা ছাড়া দুই-চারিটি মনিহারী দোকানও বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় সাধারণ ভাবে গান বাজনার ব্যবস্থা করা হয়।

মহোৎসবের মেলা

দেবীপুর গ্রামে নাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষ্যে চার-দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। এই উপলক্ষ্যে প্রতিদিন দেবীপুর, থাড়াইল, বাহান, ভালুকা, ক্ষেমপুর, সামসি, বালিগ্রাম প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে যাত্রীরা আসিয়া থাকেন। যাত্রীরা সাধারণতঃ সাইকেল ও গরুর গাড়ীতে করিয়া আসেন। কিছু সংখ্যক যাত্রী হাঁটিয়াও আসেন। বিক্রেতাগণ মালদহ ও পার্শ্ববর্তী কাটিহারের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টিটি দোকান বসে ও দশ-বার জন ফেরি-ওয়ালাও আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী জিনিষপত্রের দোকানই বেশী। তাহা ছাড়া বাসনকোসন, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি প্রভৃতির কয়েকটি দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কীর্তনীয়ার দল আসিয়া কীর্তন গান করিয়া থাকেন।

নিজগাঁও পরাণপুরে ফাল্গুন মাসে মহোৎসব উপলক্ষ্যে তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের আশেপাশের অঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় এক হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর প্রায় পঁচিশ খানি দোকানপাট বসে।

মাঘীপূর্ণিমার মেলা

জঙ্গালীটোলা (মৌজা—গদাই মহারাজপুর) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে কুশীনদী তীরে গ্রামের সাধারণের প্রায় পনর-ষোল বিঘা জমির উপর এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসরের প্রাচীন। মেলাতে মহারাজটোলা, বিরতটোলা, জিতু-টোলা, শ্রীকান্তটোলা এবং বোবারামটোলা প্রভৃতি দূরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে প্রধানতঃ সদগোপ, চাঁইমণ্ডল, বালিয়া প্রভৃতি জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলাতে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। যাত্রীরা প্রধানতঃ গরুর গাড়ীতে করিয়া মেলায় আসেন এবং কিছু সংখ্যক পদরজেও আসেন। ইহা ছাড়া পূর্ণিয়া জেলায় অন্তর্গত কাটিহার হইতেও অনেক যাত্রী আসেন।

মেলায় বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরটি দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনি-হারীর দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া মাটির হাঁড়িকুড়ি, পুতুল, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানও বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় কোন কোন বৎসর সার্কাস দল আসিয়া থাকে।

মাণিকচক থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ নাওবরার জায়গীর।৭।৪৬৭·৮৪।৩৫৫।২,২৭৩

(ক) চাঁইমণ্ডল, সদ্‌গোপ, ছুতার, বিন্দ, তিলি, ধোপা, বেদিয়া, রবিদাস।

গ্রামের নয়টি পাড়া আছে। পাড়াগুলি গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নামানুসারে চিহ্নিত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন মহারাজপুর। মালদহ হইতে মথুরাপুর পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে। মথুরাপুর হইতে টেষ্ট রিলিফের রাস্তা দিয়া এই গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক মাসে কার্তিক পূজা ও কালী পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা, চৈত্র মাসে গম্ভীরা পূজা এবং সূর্য পূজা ও ছট পরব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি গত পনর বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ, একটি পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুর আছে।

গঙ্গা গর্ভ হইতে উৎপন্ন দিয়ারা অঞ্চলের মধ্যে এই গ্রামটি অবস্থিত। বর্তমানে গঙ্গা গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে।

শ্রীকেশব চন্দ্র ভৌমিক, প্রধান শিক্ষক,
পোঃ সুকসেনা, মালদহ।

২। গ্রামঃ উৎসবটোলা (মৌজাঃ মথুরাপুর)।
২৬।৯০১·৩৮।৭৯৫।৪,৬৮৫

(ক) প্রধানতঃ সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন রাজমহল। বর্ষাকালে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে সোনারায়ের পূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা উৎসব। গম্ভীরা উৎসবে মহাদেবের পূজা করা হয়। উৎসবটি এ অঞ্চলের সর্বজনীন এবং দুই দিনব্যাপী চলে। সংক্রান্তির দিন পায়রা বলি দেওয়া হয়।

সোনারায়ের পূজাটি গ্রামের সদগোপ সম্প্রাদায়ের উৎসব। পূজার কয়েকদিন আগে রাখাল বালকেরা সোনারায়ের নামে ছড়া ও গান করিতে করিতে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া পূজার জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত অর্থাদি দিয়া সংক্রান্তির দিন সোনারায়ের পূজা করে।

(ঙ) বিজয়া দশমীর মেলা। আশ্বিন মাসে এক বেলা। মেলাটি গত পনর বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি কালীর স্থান আছে।

ফুলহর নদীর ভাঙ্গনের পর বঙ্গাব্দ ১৩২০ সনে নূতন ভাবে এই গ্রামটির পত্তন হয়।

শ্রীপ্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত, শিক্ষক,
মথুরাপুর, মালদহ।

৩। গ্রামঃ মথুরাপুর।২৬।৯০১·৩৮।৭৯৫।৪,৬৮৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, গোয়ালা, তিলি, স্বর্ণকার, বৈশ্যবণিক, কাহার, দোষাদ, ধানার, গড়েরী, সদ্‌গোপ, নাপিত, বারুই, ধোপা, ডোম, চামার, ছুতার, কামার, তাঁতি, মেথর, মুসলমান প্রভৃতি।

গ্রামে দশটি পাড়া বা টোলা আছে। যেমন গোয়ালপাড়া, মুসলমানপাড়া, কর্ম্মুটোলা, ধর্ম্মুটোলা, উচ্ছব-টোলা ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায় ও দিনমজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে রেল স্টেশন রাজমহল ঘাটে পাকা রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সামশী রেল স্টেশন হইতে মথুরাপুর পর্যন্ত চৌদ্দ মাইল একটি পাকা রাস্তা আছে। গ্রাম হইতে উক্ত স্টেশন দুইটিতে মোটর বাসে যাতায়াত করা চলে। মালদহ শহর হইতে মথুরাপুর পর্যন্ত কুড়ি মাইল দীর্ঘ একটি পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে সরকার পাড়ায় ও রায় পাড়ার দুইটি সর্বজনীন দুর্গা পূজা ও লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক মাসে অমাবস্যায় সর্বজনীন রক্ষাকালী ও বুড়ি কালী পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা এবং মাঘ মাসে সর্বজনীন দুইটি সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা পূজা দুইটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং বুড়ি কালী পূজাটি বহু কালের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামে ব্যক্তি বিশেষের কার্তিক মাসে কার্তিক পূজা, মনসা পূজা, সূর্য পূজা, বিষ্ণু পূজা ও ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দশদিন ব্যাপী। মেলাটি আটাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং পাথর নির্মিত বিষ্ণু মূর্তি ও সূর্য মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি আদিতে শিব মন্দির থাকিলেও বর্তমানে উহা হরিহরনাথ জীউর মন্দির নামে খ্যাত।

তাহা ছাড়া একটি মনসা ও পঞ্চানন্দের স্থান আছে।

শ্রীসুরেন গাঙ্গুলী, গ্রাম সেবক,
ব্লক ডেভেলপ্মেন্ট্ অফিস,
মথুরাপুর, মালদহ।

৪। গ্রাম: **নূরপুর**।৪০।১,৩৯৪·৭০।৭১৫।৪,৪২৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন রাজমহল।

(ঘ) বৈশাখ মাসে কালী পূজা।

(ঙ) কালী পূজার মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে দুই দিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালী মন্দির আছে।

শ্রীশরীফ হোসেন্, শিক্ষক,
নূরপুর, মালদহ।

৫। গ্রাম: **সেখপুরা**।৫৮।৪৬২·৭৩।১৯৪।১,২৭১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল স্টেশন রাজমহল। মথুরাপুর হইতে মোটর বাসে বা নৌকাযোগে গ্রামে পোঁছান যায়। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) চৈত্র সংক্রান্তিতে সিরুয়া উৎসব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) সিরুয়া উৎসবের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি বহু কালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালী মন্দির আছে।

শ্রীবিপিন বিহারী প্রামাণিক, শিক্ষক,
গ্রাম: পাঁচিশা, পোঃ এনায়েৎপুর,
মালদহ।

৬। গ্রাম: **এনায়েৎপুর**।৬৪।১·১২৭।৫৩।৭৬০।৪,০৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কামার, চামার, স্বর্ণকার, জেলে, নাপিত, ময়রা, কাহার, ধোপা, তাঁতি, গন্ধবণিক, ডোম, তিলি, গোয়ালা, তিয়র ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে রাজমহল রেল-স্টেশন। মালদহ সদর হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া মাণিকচক পর্যন্ত মোটর বাস যাতায়াত করে। বর্ষাকালে গঙ্গা দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) যতদূর জানা যায়, প্রায় তিন-চারশত বৎসর পূর্বে এই স্থানে কোন গ্রাম ছিল না। স্থানটি গঙ্গার পরিত্যক্ত একটি চরাভূমি ছিল মাত্র। এই সময় দ্বারভাঙ্গা জেলার অবস্থাপন্ন লোকেরা গঙ্গা পথে বাংলা দেশের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ে যাতায়াত করিতেন। যাতায়াতের পথে পলিমাটি পূর্ণ এই চরটি দেখিয়া তাঁহারা কিছু সংখ্যক কৃষক লইয়া এই স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। পরে জমিতে প্রচুর শষ্য উৎপন্ন হইতে দেখিয়া আশেপাশের গ্রামের কিছু লোকও এই স্থানে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। এইরূপেই এই শূন্য চরটি ধীরে ধীরে একটি গ্রামে পরিণত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই গ্রামের পাশ দিয়া পাটনাই জাহাজ চলাচল করিতে কিন্তু ক্রমেই নদীগর্ভ পলিতে ভরাট হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামের প্রথম অধিবাসী মন্ডলের নাম শেখ এনায়েৎ-এর নামানুসারেই গ্রামের নাম এনাৎপুর হইয়াছে।

শ্রীবিপিন বিহারী প্রামাণিক, শিক্ষক,
এনায়েৎপুর, মালদহ।

৭। গ্রাম: **ছোটধরমপুর (মৌজা—উত্তর ধরমপুর)।**
৭৬।১০০·৯৫।৫৯।৩৬৩

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে—হিন্দু পাড়া ও মুসলমান পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের পাশ দিয়া মালদহ হইতে মাণিকচক ঘাট পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা গিয়াছে। তাহা ছাড়া গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) বাঁশুলী পূজা। বৈশাখ মাসের ১লা হইতে দুই দিনব্যাপী। পূজাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন। বৈশাখ মাসে বাৎসরিক উৎসব ব্যতীত সারা বৎসর প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পূজা হয়।

(ঙ) বাঁশুলী পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিন-ব্যাপী। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালীদেবীর একটি মন্দির আছে।

শ্রীসত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস,
চৌকি মিরদাদপুর ইউনিয়ন বোর্ড,
মালদহ।

৮। **গ্রাম : কৃষ্ণনগর (মৌজা—মিরপুর)।**
৮৮।৭৮০·১১।৩১১।২,২৬১

(ক) সদ্‌গোপ, চাঁইমণ্ডল, গোয়ালা, ছুতোর, তিলি, দোসাদ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব।

গ্রামে নয়টি টোলা বা পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন রাজমহল। মাণিকচক হইতে মালদহ পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে। গ্রামের মধ্য দিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জিতাষ্টমী উৎসব, আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক মাসে উল্কা উৎসব, কার্তিক মাসে রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব, পৌষ সংক্রান্তিতে সোনারায়ের পূজা ও পৌষ পার্বন, মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্যব্রত এবং সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা পূজা। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি গাছতলায় ব্যাঘ্রবাহন দ্বিভুজ সোনা রায়ের মূর্তি গ্রামের রাখাল বালকেরা পূজা করিয়া থাকে। লক্ষ্মীপূজাটি প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন। লক্ষ্মীপূজার জন্য দেবোত্তর জমি আছে।

(ঙ) লক্ষ্মী পূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুই দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

রাসযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে দুই দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও একটি লক্ষ্মী মন্দির ব্যতীত গ্রামের শেষ প্রান্তে সোনারায়ের স্থান এবং একটি পঞ্চানন্দ আছে।

শোনা যায় বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার অধিবাসী রাজা পৃথ্বীলাল চৌধুরী মহাশয়ের এই অঞ্চলে কিছু জমিদারী ছিল। মালদহ জেলার কুতুবপুর নিবাসী কামিনী মোহন চৌধুরী পার্শ্ববর্তী দ্বারকাপুর মৌজা এবং নূরপুর নিবাসী আজিজ খাঁ মিরপুর মৌজা রাজা পৃথ্বিলালের নিকট হইতে বন্দোবস্ত নেন। দুই মৌজার সীমানা লইয়া পরে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। কামিনী মোহন চৌধুরী নানারকম প্রলোভন দেখাইয়া ও ছলচাতুরী করিয়া মিরপুর মৌজার অনেক প্রজাকে বশীভূত করেন এবং তিনি মিরপুরের মধ্যেই কৃষ্ণের রাসলীলা উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসান। আজিজ খাঁ ও কামিনী চৌধুরীর মধ্যে প্রচণ্ড মামলা মোকদ্দমা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত মালদহের জেলা আদালতে এই মামলার নিষ্পত্তি হয়। তখন হইতে সম্ভবতঃ কৃষ্ণের রাসলীলা মেলাক্ষেত্র বলিয়া গ্রামটি মিরপুর-কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত হইতে থাকে।

শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল, শিক্ষক,
ও
শ্রীভূদেব চন্দ্র পাল, শিক্ষক,
কৃষ্ণনগর, পোঃ রহিমপুর, মালদহ।

৯। **গ্রাম : হিলসামারী কালীটোলা (মৌজা—গোপালপুর)।**
৯০।৩,২০৫·৯৮।৮০১।৫,৫২০

(ক) চাঁই, বৈশ্য, বণিক, তিয়র, তিলি, নাপিত, সদ্‌গোপ, বিন্দ ও মুসলমান।

গ্রামে পাঁচটি টোলা বা পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন রাজমহল ও মোটর বাস ষ্ট্যান্ড নাথিনগর। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জিতাষ্টমী উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা ও লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা ও উল্কা উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা পূজা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামে করমা-ধরমা (করম) পূজা, ধুপ্‌চী (সূর্য ব্রত) উৎসব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কালী পূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কালীর নিকট পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। যূপকাষ্ঠে পাঁঠা বলি এবং পায়রাগুলিকে হাতে মুচড়াইয়া শির বিচ্ছিন্ন করা হয়।

(ঙ) কালী পূজার মেলা। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খড়ের চালা বিশিষ্ট একটি কালী মন্দির আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে শোনা যায় যে, পূর্বে এই স্থানটি গঙ্গা গর্ভে বিলীন ছিল। গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায় এইস্থানে একটি 'ঢাব' থাকিয়া যায়। ঐ 'ঢাব'-এ প্রচুর ইলিস মাছ পাওয়া যাইত বলিয়া লোকে ঐ স্থানটিকে ইলসামারী বা হিলসামারীর ঢাব বলিত। পরে কালী মণ্ডল নামক জনৈক ব্যক্তি এই ঢাবের নিকট সর্ব প্রথম বসবাস আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ ঐ স্থানে একটি পল্লী গড়িয়া উঠে। সম্ভবতঃ কালীটোলা শব্দটি উক্ত কালী মণ্ডলের নাম স্মরণে গ্রামের নামের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

শ্রীরামনাথ দাস, শিক্ষক,
হিলসামারী কালীটোলা, মালদহ।

উল্কা উৎসব

কৃষ্ণনগর গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালী পূজা উপলক্ষে উল্কা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন। অমাবস্যার রাত্রিতে পাটকাঠির গুচ্ছ করিয়া তাহাতে পূজা করা হয়। পরে ঐ পাঠকাঠির গুচ্ছে আগুন জবালাইয়া দল বাঁধিয়া প্রত্যেক বাড়ি ও গ্রামের চারিদিকে ঘোরা হয়। ঘুরিবার সময় সমবেত লোকেরা মুখে ছড়া কাটে—'হুকারে! হুকিরে! পোকামাকড়রে স্বরগ্ যা।' গ্রাম প্রদক্ষিণ ও গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরিবার পর বাড়ি ফিরিয়া একত্রে পঁচিশটি শষ্য ভাজিয়া প্রত্যেকে খাইয়া থাকেন। এই উপলক্ষে নানারকম আতসবাজিও পোড়ান হইয়া থাকে।

গম্ভীরা পূজা

কৃষ্ণনগর গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তির প্রায় সপ্তাহখানেক পূর্ব হইতে গম্ভীরা পূজা শুরু হয়। এই সময় ভক্তেরা ঢাক-ঢোল-এর বাজনা সহযোগে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া নৃত্য করেন এবং ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। সংক্রান্তির রাত্রিতে গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষে শিব পূজা হয়। সদ্গোপেরা এই শিবের সেবায়েত এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধানতঃ শিবের ভক্ত হইয়া থাকেন। সংক্রান্তির রাত্রিতে ভক্তগণ বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর অনুরূপ সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নানারকম নৃত্যাদি করিয়া থাকেন। যেমন, কলসী-সহ লক্ষ্মী নৃত্য, কালী-ভৈরব নৃত্য, অগ্নিপাত্রসহ ব্রহ্মার নৃত্য, ঢেঁকিসহ নারদের নৃত্য, মুখোস পরিয়া চামুণ্ডা নৃত্য ও নর-সিংহ নৃত্য ইত্যাদি। উৎসব ও নৃত্যাদি দেখিতে আশেপাশের গ্রাম হইতেও বহু নরনারীর সমাগম হয়।

জিতাষ্টমী উৎসব

কৃষ্ণনগর গ্রামে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে গ্রামের মহিলারা জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকেন। ইহাই জিতাষ্টমী উৎসব বলিয়া পরিচিত। সন্তান-সন্ততিদের মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যেই উৎসব প্রতিপালিত হয় বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। আগের দিন সপ্তমী তিথির রাত্রিতে মহিলারা দুইবার ভোজন করেন এবং অষ্টমী তিথিতে নির্জলা উপবাস পালন করেন। এইদিন রাত্রিতে গ্রামের সমস্ত উপবাসী মহিলারা পূর্ব নির্দিষ্ট কোন একটি গৃহাঙ্গণে সমবেত হইয়া উন্মুক্ত চন্দ্রালোকে জীমূতবাহনের পূজা করেন। পূজান্তে মহিলারা ব্রাহ্মণ কর্তৃক কথিত জীমূতবাহনের কথা শোনেন। এই কথা শুনিবার সময় মাঝে মাঝে তাঁহারা সমবেতভাবে উলুধ্বনি করেন। কৃষ্ণনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীকাশীনাথ মন্ডল কর্তৃক সংগৃহীত এই গ্রামে প্রচলিত জীমূতবাহনের কথা নীচে দেওয়া হইল।

এক রাজা তাঁহার ধান হইতে চাউল তৈয়ারী করিবার জন্য প্রজাদিগের মধ্যে ধান বণ্টন করেন। কিন্তু ধর্মরাজ ইহার প্রতিবন্ধকতা করিবার উদ্দেশ্যে মেঘের সৃষ্টি করেন, যাহাতে ধান শুকাইতে না পারে। চাউল করিবার উদ্দেশ্যে এক বিধবা ব্রাহ্মণীও ধান পাইয়াছিলেন; বিপদ বুঝিয়া তিনি ধর্মরাজের আরাধনা করেন—মনে মনে তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে মেঘ কাটিয়া রৌদ্র হইলে তিনি গোপনে ধর্মরাজের সহিত রতিবিহার করিবেন। ধর্মরাজ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মেঘ দূর করেন। রৌদ্র উঠিলে ধর্মরাজ সেই বিধবা ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হন; কিন্তু ব্রাহ্মণী নিজে না আসিয়া তাঁহার এক দাসীকে ধর্মরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ধর্মরাজ ইহা জানিতে পারিয়া দাসীকে প্রত্যাখান করেন এবং যাইবার সময় ব্রাহ্মণীর গৃহাঙ্গণে যে নটে-শাক জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে তাঁহার বীর্য নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান। সেদিন একাদশীর উপবাস ছিল। পর দিন পারণ করিবার সময় বিধবা ব্রাহ্মণী সেই নটে শাক খাইলেন এবং শীঘ্রই গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার সেই গর্ভ সঞ্চারের কথা প্রচারিত হইয়া রাজার কানে উঠিলে রাজা তাঁহাকে গর্ভ নষ্ট করিতে দিলেন না। যথা সময়ে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জীমূতবাহনের জন্ম হইল। পঞ্চবর্ষ বয়স হইলে জীমূতবাহনকে পাঠশালায় দেওয়া হইল; কিন্তু পাঠ-শালার সতীর্থরা 'জারজ সন্তান' বলিয়া সব সময় জীমূত-বাহনকে ব্যঙ্গ করিত। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া জীমূতবাহন একদিন মার কাছে তাহার পিতা কে জানিতে চাহিল। মা তাহাকে গ্রামের উত্তর প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে নির্দেশ দিয়া বলিলেন—সেখানে পর পর তিনটি রথ আসিবে। সব শেষে যে রথটি আসিবে সেইটিই তোমার পিতার রথ। তাঁহার রথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুমি তোমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। জীমূত-বাহন সেইমত ধর্মরাজের রথের অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্মরাজ তখন তাহাকে নদী তীরে সন্ন্যাসী বেশে বসিয়া থাকিবার নির্দেশ দিয়া বলিলেন—নদী দিয়া মালপত্র বোঝাই অনেক নৌকা যাতায়াত করিবে। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে নৌকাতে কি আছে? নৌকার লোকেরা উত্তর দিবে—লতাপাতা আছে। তুমি তখনই 'তথাস্তু' বলিবে। ইহাতে নৌকার সমস্ত মালপত্র সত্য সত্যই লতাপাতায় পরিণত হইবে এবং খানিকক্ষণ পরে বণিকেরা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া "তুমি গঙ্গা, তুমি ব্রহ্মা, তুমি দেব" ইত্যাদি বলিয়া তোমার পূজা করিবে। তখন সন্তুষ্ট হইয়া তুমি পুনরায় তাহাদের মালপত্র সৃষ্টি করিয়া দিবে, এবং তাহাদের প্রত্যেকের স্ত্রী যাহাতে তোমার পূজা করে তাহার নির্দেশ দিবে। ইহার পর হইতে জীমূতবাহনের পূজা প্রচলিত হইয়াছে। পূজার দিন প্রত্যেক নারী বাঁশপাতা, বেলপাতা, দূর্বা, কলা, আকরী, ইক্ষু ইত্যাদি দ্বারা ডালা সাজাইয়া একটি স্থানে সমবেত হইয়া জীমূতবাহনের পূজা করেন। অষ্টমী শেষ হইলে পুষ্করিণীর জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক নারী তিনটি করিয়া আকুরী ভক্ষণ করেন। ডালার অন্যান্য জিনিষ অন্যদের মধ্যে বিতরণ করেন।

(উল্লেখিত এই কাহিনীর মধ্যে দুই একটি অসঙ্গতি অবশ্য খুব সহজেই লক্ষ্যণীয়)।

বাশুলী পূজা

ছোটধরমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে দুই দিনব্যাপী বাশুলী দেবীর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটিকে এই গ্রামে সিরুয়া উৎসব বলা হয়। ১লা ও

২রা বৈশাখ সাড়ম্বরে উৎসবটি পালিত হয় এবং মাসাধিক-কাল ব্যাপী চলে। সাধারণতঃ পাঁঠা, কবুতর, মহিষ দেবীর নিকট মানত করা হয়। পূজান্তে দেবীর সম্মুখে এই সকল পশু-পক্ষীকে বলি দেওয়া হয়। বাঁশুলী দেবীর নির্দিষ্ট কোন মূর্তি বা মন্দির নাই। গ্রামে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বাঁশুলী দেবীর পূজা হয়। এই সময় কেহ কেহ মানত ও বলি দিয়া থাকেন। পূজারী মৈথিলী ব্রাহ্মণ, পদবী—পাঠক। উৎসবটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং হিন্দু ও অহিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

মহরম

সেখপুরা গ্রামের মহরম উৎসবটি এই অঞ্চলের সর্বজনীন এবং প্রাচীন উৎসব। চান্দ্র মাস হিসাবে গণনা করিয়া মহরম মাসের ৭ই তারিখ হইতে চারদিনব্যাপী এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মুসলমান সম্প্রদায়ের হইলেও বহু হিন্দু এই উৎসব দেখিতে আসেন। উৎসব উপলক্ষে ধনী দরিদ্র প্রত্যেকেই সাধ্যানুসারে নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ধর্মস্থানে জমায়েত হন এবং সকলে একত্রে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। উৎসবের কয়দিন গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। অনেকে গুড়, বাতাসা বা খিচুড়ি মানত করেন এবং পাঁঠা, খাসী বা পাখী জবাহ করেন।

রাসযাত্রা

কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সত্তর-পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় জমিদার কর্তৃক প্রবর্তিত হইলেও ইহা এই অঞ্চলের একটি সর্বজনীন উৎসব। গ্রামে রাধাকৃষ্ণের একটি মন্দির আছে। মন্দিরে দারু নির্মিত চক্রের উপর কার্তিক পূর্ণিমা তিথি হইতে সাতদিনব্যাপী সাড়ম্বরে রাধা-কৃষ্ণের পূজা ও উৎসব হয়। প্রায় পনরদিন পূর্ব হইতেই উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়। উৎসবের কয়দিন সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রধান সেবায়েত সদ্গোপ।

শিবরাত্রি

মথুরাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন শিবচতুর্দশী তিথিতে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

মথুরাপুর নীলকুঠি প্রাঙ্গণে একটি পাকা মন্দিরে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় যে, মথুরাপুর নীলকুঠির ভূতপূর্ব মালিক মিঃ জে, টি, হেন্স সাহেবের আমলে বালিয়া জেলা নিবাসী গরীব্ সিং নামক উক্ত কুঠিরের জনৈক কর্মচারী রাজমহল হইতে শিবলিঙ্গ আনেন এবং এই গ্রামে একটি শিব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংসোন্মুখ হইলে মথুরাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রী ষড়ানন পান্ডে মহাশয় গ্রামের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহায়তায় মন্দিরটির পুনঃ সংস্কার করেন এবং ঐ মন্দিরে শিবলিঙ্গের পাশে একটি বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করিয়া মন্দিরটিকে হরিহর নাথ জীউর মন্দির নামে অভিহিত করেন। উক্ত কষ্টি পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তিটি সম্পর্কে জানা যায় যে, এই গ্রামের বাজার পাড়া নিবাসী কালাচাঁদ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি গৃহদেবতা রূপে পূজা করিবার জন্য বিষ্ণু মূর্তিটি দিনাজপুর জেলার কালকামোড়া গ্রাম হইতে স্বগৃহে আনেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু দিনের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাওয়ায় তাঁহার স্ত্রী অনুমান করেন যে, ঐ মূর্তিটি গৃহে আনিবার কারণেই তাঁহার স্বামীর ঐ দশা হইয়াছে। সেজন্য তিনি সকলের অমতে মূর্তিটিকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া আসেন। বাংলা ১৩৪৫ সনে এই অঞ্চলে বন্যায় প্লাবিত হয় এবং বন্যার জল সরিয়া গেলে রাখাল বালকেরা উক্ত মূর্তিটির কিয়দংশ দেখিতে পাইয়া উহাকে উঠাইয়া আনিয়া নিকটবর্তী শীতলচণ্ডী গ্রামে একটি ভগ্ন গম্ভীরা গৃহে রক্ষা করে, কিন্তু কোনরূপ পূজাদির ব্যবস্থা করা হয় না। পরে শ্রীযুত পান্ডে মহাশয় উক্ত বিষ্ণু মূর্তিটিকে এই গ্রামে আনিয়া শিবলিঙ্গের পাশে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা করেন। হরিহর মন্দিরে এই দুই মূর্তি ব্যতীত একটি পাথরের সূর্যমূর্তি আছে। এই মূর্তিটিও উক্ত গরীব সিং তিনপাহাড়ে অনুষ্ঠিত সাঁওতালদের বাঁধনা উৎসবের মেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া শিব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। উহারও নিত্য পূজা হয়।

শিবরাত্রি উপলক্ষে বাণেশ্বর শিবের সাড়ম্বরে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে বালক ভোজন ও নানা প্রকার গান-বাজনা প্রভৃতি আমোদানুষ্ঠান হয়। উৎসব ব্যতীত বাণেশ্বর শিবের প্রতিদিন প্রাতে মঙ্গলারতি, মধ্যাহ্নে ভোগ ও সন্ধ্যায় শীতল ও সন্ধ্যারতি হইয়া থাকে। পূজারী—ব্রাহ্মণ, বৎস গোত্র এবং পদবীতে পাঁড়ে। শিবের নিকট কোন-রূপ বলি দেওয়া হয় না। মানত হিসাবে প্রধানতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগ অথবা মন্দিরে নিশানা (পতাকা) দেওয়া হয়।

সূর্যব্রত

কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্যব্রত বা সূর্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি উৎসব হয়, তাহাকে ধুনুচি উৎসব বলে। গ্রামের মধ্যে কোন একটি সুবিধাজনক স্থানে কলাগাছ ও পুষ্পাদি সহ একটি মন্ডপ তৈয়ারী হয়। পূজায় যোগদানকারী নারী ও পুরুষেরা নির্জলা উপবাস পালন করেন এবং প্রত্যেকে হাতে বা মাথায় জলন্ত ধুনুচি লইয়া এই মন্ডপের চারদিকে প্রদক্ষিণ করেন। সর্বশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাধারণতঃ চাঁই, গোয়ালা, কামার, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই পূজাটি সীমাবদ্ধ।

কালীপূজার মেলা

নাওবরার জায়গীর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে দক্ষিণা কালী পূজা উপলক্ষে চারদিনব্যাপী প্রত্যহ বিকালের দিকে গ্রামের গোবর্ধনটোলায় গোবর্ধন মন্ডলের প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পনর বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণা কালীর স্থান বলিয়াই এখানে মেলা হয়।

নূরপুর, মথুরাপুর, চন্ডীপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে এবং বিহারের পূর্ণিয়া ও দুমকা জেলা হইতে প্রতি দিন প্রায় এক সহস্র হিন্দু-মুসলমান যাত্রী এই মেলায় আসেন। স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন উল্লিখিত স্থান হইতেও প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় আশিখানি দোকানপাট বসে। খাবারদাবার, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাটা কাপড়, কৃষি যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের জিনিষপত্র, কাঁচের চুড়ি প্রভৃতি দোকানই বেশী। আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক এবং আলকাপ ও মনসার ভাসান গানের ব্যবস্থা থাকে। গ্রামেই মনসা ভাসানের দল আছে।

হিলসামারী কালীটোলা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালী পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের শেষ প্রান্তে নদীর ধারে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় এক শত বৎসরের প্রাচীন। মাণিকচক, গোপালপুর, খাসমহল, রহিমপুর, মীরপুর, পাষনটোলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় তিন-চার শত নরনারীর সমাগম হয়।

স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন মীরপুর ও রহিমপুর হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, কাটা-কাপড়ের দোকান এবং অন্যান্য জিনিষ-পত্রের দোকানপাট বসে। দোকানপাটের সংখ্যা পনর-বিশটি। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, জুয়া, কবিগান, বিষহরি, আলকাপ গান প্রভৃতি ব্যবস্থা থাকে এবং জুয়া খেলা হয়।

নূরপুর গ্রামের হাটখোলায় প্রতি বৎসর ৫ই বৈশাখ হইতে কালীপূজা উপলক্ষ্যে দুই দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমি স্থানীয় জমিদারের। মেলাটি প্রাচীন। মথুরাপুর, আড়াইডাঙ্গা, রতুয়া, এনায়েৎপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় এক হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। সর্বাপেক্ষা বেশী যাত্রী মথুরাপুর হইতেই আসেন।

উল্লিখিত অঞ্চল হইতেই প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসে। মোট প্রায় শতাধিক দোকানপাট বসে। তাহার মধ্যে খাবার ও মনিহারী, কাপড়-চোপড়, মাটির হাঁড়িকুড়ি এবং কৃষি যন্ত্রপাতির দোকানের সংখ্যাই বেশী। মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা ও পুতুল বিক্রেতারা প্রতি বৎসর মাণিকচক ও মথুরাপুর হইতে আসেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য জুয়া, লটারী খেলা ও স্থানীয় দল কর্তৃক থিয়েটার অভিনীত হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

মথুরাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার বিসর্জনের দিন বিকালে গ্রামের উত্তর দিকে অবস্থিত বড়কুন্তী নামক জলাশয়ের ধারে নবীন মন্ডলের জমির উপর একটি মেলা বসে। এই জলাশয়েই দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় বলিয়া বিগত পাঁচ বৎসর যাবত এখানে মেলাটি বসিতেছে।

মাণিকচক, নূরপুর, মথুরাপুর, এনায়েৎপুর প্রভৃতি আশে-পাশের গ্রাম হইতে প্রায় আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। মেলায় প্রধানতঃ মিষ্টান্ন, বাসন-কোসন, মনিহারী জিনিষপত্রের দোকানপাট বসে। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি।

এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ বাইচ্ প্রতিযোগিতা। মেলায় মনসার ভাসান গান হয়।

বাশুলী পূজার মেলা

ছোট ধরমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বাঁশুলী পূজা উপলক্ষ্যে ১লা এবং ২রা বৈশাখ এই দুই দিন ব্যাপী পূজা বেদীর সামনে সাধারণের প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন। মেলার জমিটি সর্ব-সাধারণের; এবং দিবারাত্রি ব্যাপী চলে।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী চৌদ্দ-পনের মাইলের অন্তর্গত গ্রামাঞ্চল হইতে গরুরগাড়ী এবং মোটরযোগে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় দশ হাজার নরনারী এই মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে নারী যাত্রীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

মেলায় মালদহ, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, পূর্ণিয়া প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ ও প্রায় পঞ্চাশজন ফেরিওয়ালা আসেন। প্রায় দেড় শত দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, বাসনকোসন প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক। শিল্প সামগ্রী, কৃষি সংক্রান্ত জিনিস পত্র এবং অন্যান্য জিনিষ পত্রের দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিক প্রদর্শনী এবং নানা প্রকার গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমাতে রাধাকৃষ্ণের রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী গ্রামের শেষ প্রান্তে জমিদারের কাছারির নিকট প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে এই মেলাটি বসে। মেলাটি প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

মথুরাপুর, এনায়েৎপুর, চৌকি, কার্কাড়িবাঁধা, ঝাউবোনা, প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে গরুর গাড়ীতে, সাইকেলে ও পদব্রজে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

আশেপাশের অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর খাবারদাবার, কাপড়-চোপড়, মনিহারী জিনিষপত্র প্রভৃতির দোকান লইয়া মোট প্রায়

পঁয়তাল্লিশটি দোকানপাট এই মেলায় আসে। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ও আলকাপ গানের ব্যবস্থা করা হয়।

লক্ষ্মীপূজার মেলা

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে কৃষ্ণনগর গ্রামের মধ্যস্থলে লক্ষ্মী মন্দিরের সম্মুখস্থ জমিদারের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন এবং দুইদিনব্যাপী চলে। রহিমপুর, মানিকচক, এনায়েৎপুর প্রভৃতি নিকটবর্তি গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচ শত নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় মোট দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় ত্রিশটি। মিষ্টান্ন, কাটা-কাপড়, মনিহারী, পান-বিড়ি ইত্যাদির দোকানের সংখ্যাই বেশী। স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন এনায়েৎপুর ও কালিয়াচক হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, গম্ভীরাগান, বিষহরিগান ও আলকাপ গানের আসর বসে এবং জুয়া খেলা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মথুরাপুর গ্রামে জমিদার শ্রীরাজেন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রায় আঠার বিঘা পরিমাণ জমির উপর নয়-দশ দিন ব্যাপী শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আঠাশ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তি থানাগুলির অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় দশ-বার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

স্থানীয় এবং বিভিন্ন থানা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় তিন-চার শতের মত এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যাও অন্যান্য এক শত। মেলায় দোকান-পাটের মধ্যে মিষ্টি, মনিহারী, বাসন-কোসন ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া মেলায় শিল্প সামগ্রী, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং চা-পান-বিড়ি প্রভৃতি অন্যান্য আরো কয়েকটি দোকানপাট বসে। মেলায় ব্যয় নির্বাহের জন্য বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিক প্রদর্শনী, লটারী, আলকাপ গান এবং নানাবিধ খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন বৎসর মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

সিরুয়ার মেলা

সেখপুরা গ্রামের বিদ্যালয় সংলগ্ন আমবাগানে সাধারণের প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর সিরুয়া উৎসব উপলক্ষ্যে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে তিন-চার দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু কালের প্রাচীন এবং এই অঞ্চলে ইহা সিরুয়া মেলা নামে খ্যাত।

আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় আট শত নর-নারীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ পদব্রজে ও গরুর গাড়ীতে যাত্রীরা আসেন।

মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় সত্তরটি। বিক্রেতারা প্রধানতঃ রাজমহল, মথুরাপুর এবং নিকটবর্তী গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, বাসন-কোসনের দোকান, কাপড় চোপড়ের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষপত্রের দোকান, কাঠের ও লোহার যন্ত্রপাতির দোকান, মুদিখানা ও শাকসব্জীর দোকান এবং ঔষধপত্র ও বই-ছবির দোকান বসে। অন্যান্য দোকানপাটের মধ্যে মাটিরপুতুল, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিষপত্রের দোকানগুলি নিকটবর্তী গ্রাম হইতে এবং খেলনা ও কারুশিল্পের দোকানগুলি শহরাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, গম্ভীরা গান ও থিয়েটার হয়। গম্ভীরা গান ও থিয়েটার-এর দল ভিন্ন গ্রাম হইতে আসে।

খরবা থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ মহানন্দপুর।৫।৩০৮·৩৩।২৭৯।১,৪৮৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে—মুসলমানপাড়া, মিস্ত্রীপাড়া, ভূঁইমালীপাড়া, ধোপাপাড়া, কামারপাড়া ও কৈবর্ত-পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সামশী। চাঁচল হইতে সামশী রেল স্টেশন পর্যন্ত আট মাইল মোটরযান চলাচলের ব্যবস্থা আছে। গ্রামের মধ্যে জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। পূজাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। কার্তিক মাসের অষ্টমী তিথিতে গোপাষ্টমী উৎসব। উৎসবটি প্রায় কুড়ি বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ছাড়া চারদিন ব্যাপী ভগবতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিন মাসে আট-দশ দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা ও দুইটি শ্মশান কালী দেবীর স্থান আছে।

শ্রীমজিবার রহমান, শিক্ষক,
জয়াটুলি মহানন্দপুর জুনিয়র মাদ্রাসা
সংযুক্ত প্রাইমারী বিদ্যালয়,
পোঃ মল্লিকপাড়া,
মালদহ।

২। গ্রাম ঃ জগন্নাথপুর (মৌজা—রাটোট)।
৩০।৪২৯·৬৭।৬৪।৩৮০

(ক) তাঁতি, নাপিত, তিলি, হাড়ী, সন্ন্যাস, কৈবর্ত ইত্যাদি। মালটোলা, সন্ন্যাসপাড়া, তিলিপাড়া, পশ্চিমপাড়া—চারিটি পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) রেল স্টেশন সামশী আঠার মাইল দূরে। আট মাইল দূরে চাঁচল হইতে মোটর চলাচল করে। বর্ষা-কালে মহানন্দা নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনে দোল এবং মহোৎসব।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিন মাসে দুই দিন। পনর-বিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শীতলা দেবীর একটি স্থান আছে (বৈশাখ মাসে পূজা হয়)।

শ্রীঅবনী ভূষণ প্রামাণিক, শিক্ষক,
জগন্নাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মালদহ।

৩। গ্রাম ঃ কোবইয়া।৪৭।৪৩৫·৭৬।১৭০।৯৮১

(ক) মুসলমান ও অন্যান্য জাতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ছয় মাইল পশ্চিমে চাঁচল হইতে মোটর পথে সামশী রেল স্টেশন। নৌকাযোগেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) মহরম।

(ঙ) মহরমের মেলা এক দিনের জন্য।

(চ) সেকেন্দর শাহ্ পীরের দরগাহ্ আছে।

শ্রীনবাবউদ্দিন আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
কোবইয়া ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
খরবা, মালদহ।

৪। গ্রাম ঃ বোয়ালিয়া।৭৯।১,২৬০·০০।১৬৫।৯৮৯

(ক) তাঁতি, গোয়ালা, জেলে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল স্টেশন ভালুকা রোড চার মাইল দূরে।

(ঘ) শ্রাবণ-ভাদ্রে গম্ভীরা পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোল যাত্রা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে খোলা জায়গায় রক্ষাকালীর এবং একটি শীতলার স্থান আছে। গ্রামে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে রক্ষাকালীর নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিমা নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করা হয় এবং বসন্ত রোগ দেখা দিলে শীতলার পূজা করা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামে নুরজান পীর সাহেবের নামে একটি পীর স্থান আছে।

শ্রীশশিভূষণ দাস, শিক্ষক,
সোনারায়, পোঃ সামশী,
মালদহ।

৫। গ্রামঃ ক্ষেমপুর।১০০।২৩৫·৯২।৭০।৩৮৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে তিনটি পাড়া—ধনঞ্জয় মন্ডলের পাড়া, বৃন্দাবন মন্ডলের পাড়া, রাখাল মন্ডলের পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল স্টেশন ভালুকা রোড। ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় গম্ভীরা পূজা, আশ্বিন মাসে বিষহরি পূজা।

(ঙ) গম্ভীরা পূজার মেলা। বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে চার দিন।

(চ) শিব ও বিষহরির খড়ের চাল বিশিষ্ট ঘর আছে।

শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
ক্ষেমপুর, প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চড়োলমণি, মালদহ।

৬। গ্রামঃ নেহালপুর (মৌজা—আহাম্মদপুর)।
১৩৪।৭৯২·৯৫।১৯২।১,০৩১

(ক) জেলে, গোয়ালা, নাপিত, স্বর্ণকার, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) আধ মাইল দূরে চাঁচল হইতে মোটরে সামশী রেল স্টেশন।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামপূজা ও মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা।

(ঙ) ×

(চ) শীতলা ও মনসার স্থান আছে এবং পূজা হয়।

শ্রীতাজমহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
নেহালপুর, প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চাঁচল, মালদহ।

উৎসব বিবরণী

গম্ভীরা পূজা

ক্ষেমপুর গ্রামে প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া বৈশাখী পূর্ণিমায় গম্ভীরা পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। গ্রামে গম্ভীরার স্থান আছে এবং প্রতি বৎসর মাটির বিগ্রহ তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। পূর্ণিমার দিন-দশেক পূর্বে হইতেই উৎসবের তোড়জোড় শুরু হয়। সেবায়েত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের। প্রত্যেক দিন দিনের বেলা নারী ও পুরুষের বেশ ধরিয়া ভক্তরা ঢাক বাজাইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া নৃত্যগীত প্রদর্শন এবং ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। রাত্রিতে পূজা স্থানে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া এবং মুখোস পরিয়া ভক্তগণ কর্তৃক সারারাত্রি ব্যাপী নৃত্যগীত ও নানারকম ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শিত হয়। পূর্ণিমার দুই দিন পর পর্যন্ত উৎসবটি চলে। এই উৎসবের প্রয়োজনীয় ধর্মাচার জ্ঞানে অনেক ভক্ত গাঁজা সেবন করিয়া থাকেন—ইহা শিবের প্রসাদ বলিয়া অভিহিত হয়।

গ্রামদেবতার পূজা

নেহালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কোন একটি দিনে "গ্রাম পূজা" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি খুবই প্রাচীন, এবং গ্রামের হিন্দু অধিবাসীদেরই উৎসব। এই পূজায় কোন মূর্তি নাই—একটি বৃক্ষকেই গ্রাম দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। কলা, আতপ চাউল, পায়রা প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ।

পীরের উৎসব

কোবইয়া গ্রামে একটি পীরের দরগা আছে। পীরের নাম সেকেন্দর শাহ্ পীর। ইহার সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, বহু বৎসর আগে গৌড় এবং পান্ডুয়ার মুসলমান আধিপত্যের অবসানের সংগে সংগে সেখান হইতে এই পীরের বংশধরগণ ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়েন; এবং যে যেখানে পারেন সেখানেই একটু আস্তানা করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই গ্রামেও তাঁহারা ঐরূপ একটি আস্তানা করেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের ব্যবহারে এবং অলৌকিক গুণ-গরিমার বিষয় অবগত হইয়া স্থানীয় জমিদারগণ তাঁহাদের সেবার জন্য বহু নিষ্কর জমি দান করেন এবং তাঁহাদের সেবার জন্য স্থানীয় সেবায়েত নিযুক্ত করেন। তখন হইতে এই সেবায়েতগণ পীরোত্তর জমির আয় হইতে যথারীতি পীরের সেবা করিয়া আসিতেছেন। আস্তানার বর্তমান সেবায়েতগণ নিজেদের সৈয়দ বংশীয় বলিয়া দাবী করেন। পীরের দরগায় হিন্দুরাও সিন্নি মানত করেন।

মহরম

কোবইয়া গ্রামের মহরম উৎসবটি বহু কালের প্রাচীন। ইহা শুধু এই গ্রামেরই উৎসব নয়, এই গ্রামের নিকটবর্তী তিন-চার মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলির মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ আঞ্চলিক উৎসব বলা যায়। উৎসবটি মহরম মাসের দশমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায় মহরম পর্ব উপলক্ষে স্ব স্ব গ্রামে তিন দিন ব্যাপী উৎসব পালন করিবার পর দশমী তিথির শেষ উৎসব পালন করিবার জন্য এই গ্রামে সেকেন্দর শাহ্ পীরের দরগাতে জমায়েত হন এবং কারবালার কার্য শেষ করিয়া স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। উৎসব উপলক্ষে তাজিয়া ও নিশানসহ মিছিল বাহির হয়। অনেকে এই দিন পীরের দরগায় সিন্নি দেন।

গম্ভীরা পূজার মেলা

ক্ষেমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষে গম্ভীরা ঘরের সন্নিকটে প্রায় দেড় বিঘা পরিমাণ সাধারণের জমিতে চার দিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। দৌলতপুর, মালতীপুর, সামশী, আড়াইডাঙ্গা, ভালুকা, দেবীপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রত্যহ প্রায় দুই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। নিকটবর্তী গ্রামগুলি হইতে এবং কাটিহার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আগত মনিহারী, মিঠাই, মুড়ি-মুড়কী, বাসন-কোসন প্রভৃতি জিনিষপত্র লইয়া প্রায় ত্রিশ খানি দোকানপাট বসে। ইহা ছাড়া বহু ফেরিওয়ালাও খোলা জায়গায় বসিয়া ও ঘুরিয়া বিক্রয় করেন। মেলায় কোন তোলা বা দান আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, কবিগান, আলকাপ্ গান, গম্ভীরা গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দুর্গাপূজার মেলা

জগন্নাথপুর গ্রামের পূর্ব-পাড়ায় প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় দশ কাঠা জমির উপর এক দিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মুকুন্দপুর, রামপুর, বোলাদিয়া-ঘাট প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় দেড়শত যাত্রী আসেন। তার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

মেলায় মোট প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। ঐ সকল দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও তেলে-ভাজার দোকান, ছোটখাটো মনিহারী দোকান, কাটা-কাপড় ও বই-ছবির দোকান এবং দুই-একটি পান-বিড়ির দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

প্রতি বৎসর মহানন্দপুর গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামন্ডপ সংলগ্ন স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর প্রায় আট-দশদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকেই বেশ জনসমাগম হয়। মেলায় বরুই, মকদুমপুর, কালীগ্রাম, এবং হরিশচন্দ্রপুর, রায়গঞ্জ প্রভৃতি থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়; যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরু ও মহিষের গাড়ীতে করিয়া আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ রায়গঞ্জ, মালদহ ও নিকটবর্তী স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। প্রায় শতাধিক দোকানপাট বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যা কুড়ি-পঁচিশ জন। অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া ঔষধপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতির দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে যৎসামান্য দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদের জন্য রাত্রিতে যাত্রা ও কীর্তন গানের ব্যবস্থা করা হয় এবং যাত্রা ও গানের দল সাধারণতঃ ভিন্ন গ্রাম হইতে আসে। দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা আনুমানিক এক হইতে দুই হাজার হইবে।

মহরমের মেলা

কোবইয়া গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব উপলক্ষে পীরোত্তর জমিতে এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি খুবই প্রাচীন। খরবা, কনিগ্রাম, মতিহারপুর প্রভৃতি আশেপাশের তিন-চার মাইলের মধ্যবর্তী গ্রামসমূহ হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় ছয়-সাত সহস্র যাত্রীর মেলায় সমাগম হয়। তাহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। স্থানীয় দোকানদার ছাড়া অন্যান্য বিক্রেতাগণ দুই-তিন মাইলের মধ্যবর্তী স্থান হইতেই প্রতি বৎসর আসেন। দোকানের সংখ্যা প্রায় ষাটটি হইবে। খোলা জায়গায় কিছু সংখ্যক ফেরিওয়ালা বসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না। দোকানগুলির মধ্যে প্রধানতঃ মিষ্টান্ন, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, মনিহারী ও বই-ছবির দোকান বেশী দেখা যায়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দোকানপাটও বসে।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ গোহিলা।৪৩।৩১১.৫৬।১৬।৫২৯

(ক) ব্রাহ্মণ, বারুজীবি, মালাকার, কামার, কুমার, দেশীয়া, হাড়ী প্রভৃতি।

গ্রামে বরুইপাড়া, দেশীয়া পাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের তিন দিকেই রেল স্টেশন আছে—দক্ষিণে সামশী, পশ্চিমে হরিশ্চন্দ্রপুর, উত্তরে বারসোই (বিহারের মধ্যে); প্রত্যেকটি স্টেশনের দূরত্বই গ্রাম হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল। গ্রামের অধিবাসীরা সাধারণতঃ সামশীর পথেই যাতায়াত করেন, কারণ এই পথের মাঝামাঝি চাঁচল হইতে মোটর সার্ভিস পাওয়া যায়। রাস্তা ভালো থাকিলে সাময়িক ভাবে গ্রামের নিকটবর্তী স্বরূপগঞ্জ হইতেও চাঁচল পর্যন্ত মোটর চলাচল করে। বর্ষার সময়ে মহানন্দা দিয়া নৌকা পথে যাতায়াত করা যায়। জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসের ১লা তারিখে গোহিল চণ্ডীর পূজা ও উৎসব এবং গঙ্গা পূজা।

(ঙ) গোহিলচণ্ডী পূজার মেলা। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ। প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের ইঁটের দেয়াল ও টিনের চালাযুক্ত ঘরে গঙ্গা দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং গোহিল চণ্ডীর স্থান আছে। গ্রামে ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে একটি মনসা ও শীতলা পূজা হয়।

গ্রামটি মহানন্দার তীরে অবস্থিত। জনশ্রুতি এই যে গ্রামদেবী গোহিলা চণ্ডীর নামানুসারেই এই গ্রামটির নাম গোহিলা হইয়াছে।

শ্রীপ্রাণশঙ্কর চক্রবর্তী, শিক্ষক,
গোহিলা, পোঃ বরুই,
মালদহ।

২। গ্রামঃ শ্রীচন্দ্রপুর।৫৩।৫৪০.৫৪।৩২২।১,৫২৭

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে—পূর্বটোলা, মধ্যটোলা ও হরিজনপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও বাঁশের তৈয়ারী নানারকম জিনিসপত্র বিক্রয়।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন সামশী।

(ঘ) কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে গ্রামের তাঁতি সম্প্রদায় কর্তৃক সাড়ম্বরে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজা উপলক্ষে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত হরিজন সম্প্রদায় কর্তৃক মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে এক দিন।

সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে এক দিন। বহু দিনের মেলা।

(চ) ×

শ্রীমহঃ ইসাক, শিক্ষক,
চণ্ডীপুর, পোঃ তুলসীহাটা,
মালদহ।

৩। গ্রামঃ কালীতলা মবারকপুর (মৌজা—শ্রীচন্দ্রপুর)।
৫৩।৫৪০.৫৪।৩২২।১,৫২৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

তিনটি পাড়া—মালো পাড়া, স্বর্ণকার পাড়া ও মুসলমান পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামে যাতায়াতের জন্য জেলা বোর্ডের রাস্তা আছে। চাঁচল হইতে মোটর চলাচল করে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালী পূজা।

(ঙ) কালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসে সাত-আট দিন ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) কালী স্থান ছাড়া গ্রামে একটি মহারাজ ও একটি শীতলার স্থান আছে।

শ্রীতমিজুদ্দিন আহমদ, প্রধান শিক্ষক,
কালীতলা মবারকপুর স্পেশাল ক্যাডার স্কুল,
মালদহ।

৪। গ্রামঃ বেজপুরা।৮৭।১,২৫১.১৯।২৪৫।১,৩৬৬

(ক) ব্রাহ্মণ, তাঁতি, বৈশ্য বণিক, কামার, হাড়ী, ডোম, কলু, তিলি, মুসলমান।

কালিকাপুর, শিংবাড়ী, বসুপুর, হাটপাড়া, উত্তরটোলা, নূতনটোলা—এই কয়টি পাড়ায় গ্রামটি বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন ভালুকা রোড। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) ১লা বৈশাখ শ্মশান কালীর পূজা।

(ঙ) শ্মশান কালীর মেলা। ১লা বৈশাখ একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) বাংলা ১৩৫২ সনে গ্রামের উত্তরদিকে একটি জঙ্গলাকীর্ণ জমি চাষ করিবার সময় মাটির নীচে প্রাচীন একটি মন্দিরের ধংসাবশেষ এবং তাহার মধ্যে অবস্থিত যোনীপীঠসহ একটি শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। শিবলিঙ্গের একদিকে শিবের মূর্তি অঙ্কিত আছে। মূর্তিটির সঠিক সময়কাল নির্ধারিত না হইলেও, উহা পাল আমলের বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বৈদ্যপুর গ্রামের জনৈক অধিবাসী একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া উক্ত শিব মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং শিবের নিত্য সেবার জন্য ছয় বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন।

শ্রীপরেশ চন্দ্র সরকার,শিক্ষক,
কালিকাপুর ম্যানেজড্ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মালদহ।

৫। গ্রাম : হরিশচন্দ্রপুর (দক্ষিণ, উত্তর)
১০১।২,৩৪৯·২৫।১৮৫।১,০৫২।
১০২।১,৮২৫·১১।৭১৭।৪,১৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিয়র, কোচ, গুঁড়ি, কৈবর্ত, বৈষ্ণব, সুবর্ণবণিক, মাড়োয়ারী, পশ্চিমা বৈশ্য, হাড়ী, ওঁরাও, আদিবাসী, মুসলমান।

গ্রামে কয়েকটি পাড়া আছে—মহলপট্টি, রামরায়, বারডাঙ্গা, কাওরামারি, গড়গড়ি, ভাট্টা, নিমগাছি ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী, জাতি ব্যবসা শিল্পকর্ম ও মৎস্য শিকার।

(গ) গ্রামের মধ্য দিয়া কাটিহার-সিংহাবাদ রেল পথ চলিয়া গিয়াছে এবং গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে হরিশচন্দ্রপুর রেল স্টেশন। স্টেশন হইতে এই গ্রামের মধ্য দিয়া হরিশচন্দ্রপুর-শ্যামলী নামে একটি প্রশস্ত হাই রোড চলিয়া গিয়াছে। স্টেশনের দক্ষিণে কালকেশী নদী মিহা পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া কালিন্দী নদীর সহিত মিশিয়াছে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই নদীতে প্রচুর জল থাকে বলিয়া নৌ-চলাচলের বিশেষ সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত বারমাসিয়া নদী কালকেশী নদীর সহিত মিশিয়াছে; বর্ষাকালে এই নদী দিয়া নৌকায় যাতয়াত করা যায়। ইহা ব্যতীত গ্রামে আর একটি হাই রোড নির্মিত হইতেছে। গ্রামবাসীর অনুমান অদূর ভবিষ্যতে এই পথে মোটরযান চলাচল আরম্ভ হইলে গ্রামে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে পুষ্পদোল উৎসব, ভাদ্রপূর্ণিমাতে আদিবাসীদের করমপূজা উৎসব, ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা, নন্দোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে কালী পূজা, কার্তিক পূজা ও যাত্রা উৎসব (আদিবাসী উৎসব) অগ্রহায়ণ মাসে গ্রাম পূজা (আদিবাসী উৎসব), পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে পৌষপার্ব্বণ ও নবান্ন উৎসব, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোল উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক এবং চান্দ্রমাস হিসাবে মহরম।

(ঙ) কালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসে চারদিন ব্যাপী। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা উপলক্ষে হরিশচন্দ্রপুরে হনুহনিয়ার মেলা, নলপুকুরের মেলা ও মঙ্গলহাটের মেলা নামে তিনটি মেলা বসে।

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলাদেবীর, তিনটি কালীর ও একটি রক্ষাকালীর স্থান আছে। প্রতি বৎসর বিভিন্ন মাসে এই স্থানে পূজা দেওয়া হয়। এই গ্রামে শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর মূর্তি আছে; এই মূর্তি তিনটি স্থানীয় জমিদার শ্রীরামকিঙ্কর রায় মহাশয়ের পূর্ব পুরুষগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামে গোপাল মন্দিরে গোপালের পিতল নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায় এই মূর্তিটি হরিশচন্দ্রপুরের আদি জমিদারগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বে এই মূর্তি গড়গড়া থড়মপুর গ্রামে স্থাপিত ছিল। কোন এক অজ্ঞাত কারণে উক্ত গ্রামের জনবসতি লোপ পাইলে জমিদার খুব সম্ভবতঃ শ্রীভজমোহন রায় ঐ স্থান হইতে মূর্তিটি আনাইয়া নিজব্যয়ে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে উহা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত জমিদার এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য গড়গড়া ও থড়মপুর এই দুইখানি গ্রাম উৎসর্গ করেন। কার্তিক মাসে এই বিগ্রহের অন্নকূট উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। জমিদারী প্রথা লোপ পাওয়ায় এই উৎসবের আড়ম্বর কমিয়া গিয়াছে।

গ্রামে একটি পাকা কালীমন্দির আছে ; ইহার অভ্যন্তরে কালী, তারা ও ভুবনেশ্বরী, প্রস্তরময় শিব মূর্তি ও সিংহবাহিনীর মূর্তি আছে। উক্ত মূর্তিগুলি স্বর্গীয় যাদবনাথ ভট্টাচার্য আগমবাগীশ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এবং বঙ্গাব্দ ১২৮৭ সনে বেদীর সম্মুখে পঞ্চমুন্ডির আসনও স্থাপিত হয়। প্রতি অমাবস্যায় দেবীর পূজা-অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে। পূজান্তে ছাগ বলি দেওয়া হইত। কিন্তু বর্তমানে প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ছাগ বলি প্রথা উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে সর্বজনীন নিরামিষ ভোজের প্রবর্তন করেন।

বহু পূর্বে গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে একটি ভগ্নপ্রায় শিব মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে গ্রামবাসীগণ উক্ত শিবলিঙ্গটি স্থানান্তরিত করিয়া গ্রামের মধ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে স্থাপন করেন। শোনা যায় গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের জনৈক পূর্বপুরুষ শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলনে। বর্তমানে চৈত্র সংক্রান্তিতে এই শিবলিঙ্গের মাথায় স্থানীয় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী গ্রামবাসীগণ জল ঢালিয়া থাকেন।

এই গ্রামে বহু পূর্বে দুর্গাদেবীর পাকা চণ্ডীমণ্ডপ ছিল; প্রতি বৎসর স্থানীয় জমিদারগণ মিলিতভাবে এই স্থানে মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। প্রবাদ আছে যে, একবার পূজার সময় একটি বালিকা দুর্গামণ্ডপ হইতে নিখোঁজ হইয়া যায়; এই কারণে সেই সময় হইতে দুর্গাপূজা বন্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি এই গ্রামে পুনরায় দুর্গাপূজা হইতেছে। তাহা ছাড়া গ্রামে একটি পীরের স্থান আছে।

স্থানীয় গ্রামবাসীগণের বিশ্বাস, এই স্থানে মহাভারতে উল্লিখিত রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানী ছিল। গ্রামের নানাপ্রকার প্রাচীন নিদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া গ্রামবাসীগণ অনুমান করেন যে এখানে রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানী না থাকিলেও, বহু পূর্বে কোন না কোন রাজন্যবর্গের বসবাস ছিল। শতাধিক ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয় আজও সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক গৌরবময় যুগের জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীজানকী নাথ রায়, চাকুরী,
হরিশচন্দ্রপুর,
মালদহ।

Harischandrapur—The headquarters of the north-westernmost police station of the district. It is also the seat of the Harishchandrapur zemindars who are ancient families. Harischandrapur is now a large village containing among other things a Central Co-operative Bank, a 50-bedded Hospital, and a Basic School. It is also the headquarters of the Circle Officer of Samsi, and the thana contains several large villages which are also markets. These are—Kushidha, in the north, Tulsihata which formerly used to be the headquarters of this thana, Srichandrapur in the north-east Malior, Jalalpur, Mihaghat, Bhaluka, Kariali and Masaldaha. The south of the thana contains the famous Tal area and a series of bils, the more important of which are Nawapara, Sadlichak, Tal Bhakuria, Belsur, Talsur, Tal Bangura, Talgachi. The Kalindri river runs along the south-western border of the thana while the Baramasia river taking off from the Mahananda river at the north-eastern corner of the district forms the boundary of the thana first with the Kharba, and then with Ratua in the east.

(District Handbooks, Malda, 1951, by A. Mitra, p. lxxxiii.)

৬। গ্রাম : দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর।১০৯।৬৫৮·৬৩।৩৩৫।১,৬৭৮

(ক) গ্রামটি মুসলমান প্রধান। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, জেলে, স্বর্ণকার, তিয়র, কামার প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের দুই মাইল দূরে হরিশচন্দ্রপুর রেল স্টেশন। হরিশচন্দ্রপুর হইতে চাঁচল পর্যন্ত জেলা বোর্ডের রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ভালুকা রোড হইতে কুশিঠা পর্যন্ত জেলা বোর্ডের অন্য একটি রাস্তাও গ্রামের খুব নিকট দিয়া গিয়াছে।

(ঘ) গ্রামে হিন্দুদের আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা ও কার্তিক পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা এবং শীতলা ও মহারাজ পূজা হয়। কালীর একটি খড়ের চালা ঘর আছে। সেইখানে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া সর্বজনীন পূজা হয়। পূজার দিন রাত্রিতে ও পরের দিন প্রাতে কালীর নিকট পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

মুসলমানদের যাবতীয় উৎসব বেশ ধুমধামের সহিত প্রতিপালিত হয়। উহার মধ্যে মহরম উৎসবটিতে বিশেষ জাঁকজমক হয়। পূর্বে মহরম উৎসবের জন্য ছয় বিঘা জমি নির্দিষ্ট করা ছিল। বর্তমানে জমিদারেরা সেই জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে।

(ঙ) কালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথি হইতে দুই দিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালীর একটি চালাঘর আছে এবং বালাপীর নামে খ্যাত জনৈক মুসলমান পীরের আস্তানা আছে।

শ্রীলাবানুর্দিন, শিক্ষক,
মহেন্দ্রপুর ম্যানেজড্ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মালদহ।

৭। গ্রাম : বারদুয়ারী (মৌজা—খন্তা)।
১২৮।৭৭২·৪৫।২৫১।১,৪০৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কৈরী, হাড়ী, কুম্ভকার, গড়েরী, ধনুক, রজক, মুচি, তিলি, কানু, কালুয়ার, শুঁড়ি, বৈশ্য, বণিক, মাড়োয়ারী, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন হরিশচন্দ্রপুর। গ্রাম হইতে রেল স্টেশন পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা। পূজাটি প্রায় চল্লিশ-প'য়তাল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালী পূজা। ফাল্গুন মাসে শিব রাত্রি উৎসব। উৎসবটি প্রায় চৌদ্দ-পনর বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় চল্লিশ-প'য়তাল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মনসার স্থান আছে এবং একটি অজ্ঞাত নামা পীরের আস্তানা আছে। ঐ স্থানে পীরের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রাম সম্পর্কে কিংবদন্তী এরূপ যে, অতি প্রাচীন কালে এই গ্রামে একটি অট্টালিকা ছিল, যাহার বারটি প্রবেশদ্বার বা দরজা ছিল। খুব সম্ভবতঃ এই অট্টালিকাকে কেন্দ্র করিয়াই গ্রামের নাম বারদুয়ারী হইয়াছে।

শ্রীআমজেদ আলী, প্রধান শিক্ষক,
ও
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী,
গ্রাম বারদুয়ারী,
পোঃ হরিশচন্দ্রপুর, মালদহ

৮। গ্রাম : অর্জুনাই।১৩৫।৬৬৩·৯৬।১৩০।৮৩৩

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

গ্রামে দুইটি পাড়া আছে:—নূতন অর্জুনাই ও পুরাতন অর্জুনাই।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন হরিশচন্দ্রপুর। গ্রামে নৌকায় যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে মনসা বা বিষহরি পূজা। ফাল্গুন মাসের প্রথম রবিবার হইতে আরম্ভ হইয়া চার দিনব্যাপী মহারাজ পূজা। পূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহারাজ পূজা উপলক্ষ্যে মেলা। ফাল্গুন মাসে তিন দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা ও একটি মনসার স্থান আছে। মনসার স্থানে বিষহরি, শীতলা, মালতী, ফুলেশ্বর, ধনসুর—এই পাঁচটি দেবী মূর্তি আছে।

শ্রীপেসকার্ আলী, প্রধান শিক্ষক,
রাঘবপুর ধনাপাড়া প্রাথমিক স্কুল
পোঃ মালিওর, মালদহ।

৯। গ্রাম: মালিওর।১৬৪।১৩৩৩·৭২।৩৭০।২,৭২৪

(ক) ধনুক, নাপিত, কামার, বৈশ্য, বেনিয়া, গোয়ালা, চামার, মুশাহার, হাড়ী, তিলি, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন হরিশচন্দ্রপুর। গ্রাম হইতে জাতীয় সড়ক দিয়া রেল স্টেশনে যাওয়া যায়। তাহা ছাড়া বর্ষাকালে কালকুশী নদীতে নৌকায় যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালী পূজা। বহুকালের প্রাচীন। মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা। ফাল্গুনে মাসের পূর্ণিমায় দোল উৎসব। জনৈক পীরের উরস্ উৎসব।

(ঙ) কালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালী দেবীর একটি পাকা 'থান' এবং একটি হরিধাম আছে।

শ্রীমজাহার আলী বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
মালিওর প্রাথমিক স্কুল, মালদহ।

১০। গ্রাম : শিমুলতলা (মৌজা—হরদম নগর)।
১৬৮।৭৬৮·০২।১৭১।১,০৯১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, বৈশ্য বণিক, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, রবিদাস। গ্রামে কয়েকটি পাড়া আছে—হরদমনগর, সিন্ধাপাড়া, কারুয়াডাঙ্গি, তালগাছিপাড়া, শিমুলতলা, গোড়দহপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও জনমজুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেল স্টেশন হরিশচন্দ্রপুর। গ্রামের পাশ দিয়া ভালুকা রোড চলিয়া গিয়াছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীপূজা, জ্যৈষ্ঠমাসে অষ্টমপ্রহর নাম সংকীর্তন মহোৎসব, আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজা, মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক পূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের নদীর তীরে বটবৃক্ষতলে পীরের স্থান আছে। এই স্থানে গ্রামবাসী পীরের নিকট মানত পূজাদি দিয়া থাকেন।

শ্রীআব্দুল মজিদ বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
হরদম নগর প্রাথমিক স্কুল, মালদহ।

করম পূজা

হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে ও'রাও অধিবাসীদের মধ্যে ভাদ্র-পূর্ণিমায় করম পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি স্থান চতুষ্কোর্ণ করিয়া ঘিরিয়া তাহার চারকোণে কলাগাছ প্রোথিত করা হয়। মধ্যস্থলে একটি 'করম' বা 'করমা' গাছ রোপণ করিয়া তাহার সম্মুখে একটি পূর্ণঘট স্থাপন করা হয়। পূজার দিন প্রাপ্ত বয়স্ক সমস্ত ও'রাও স্ত্রী-পুরুষ উপবাসী থাকেন এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করেন। পূজান্তে ও'রাও স্ত্রী-পুরুষ এই করম গাছের চারিদিকে সমবেতভাবে নৃত্যগীত করেন। এই পূজা ও'রাও সম্প্রদায়ের পুরোহিত করিয়া থাকেন।

কালীপূজা

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে কালী পূজা হয়। পূজাটি বহুকালের প্রাচীন। পূজান্তে দেবীর নিকট পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। এই উৎসবটি স্থানীয় গ্রামের তাঁতী সম্প্রদায়ের উৎসব। তাঁহারাই এই পূজার সেবায়েত। পূজা শেষে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীতলা-মবারকপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কালী পূজা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় সাত আট দিন ধরিয়া উৎসব চলে। পূজার স্থানটি জমি হইতে প্রায় আট-দশ হাত উঁচু। পূজার পনের দিন পূর্ব হইতে প্রতিমা তৈয়ারী আরম্ভ হয়। প্রতিমা তৈয়ারী করিবার সময় পটুয়াদের সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় থাকিতে হয় এবং রাত্রিতে আতপান্ন খাইতে হয়। পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

বেজপুরা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ শ্মশান কালীর পূজা ও উৎসব বিশেষ ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজনীন এই পূজা ও উৎসবের প্রধান সেবায়েত গ্রামের হাড়ী সম্প্রদায় এবং ইহা তাঁহাদের একটি বিশেষ উৎসব। উৎসবটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া স্থানীয় গ্রামবাসীগণের বিশ্বাস।

দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালী পূজা হয়। গ্রামে কালী দেবীর জন্য একটি খড়ের চালা-ঘর আছে। সেইখানেই দেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। পূর্বে স্থানীয় জমিদারের উদ্যোগে এই পূজা হইত, বর্তমানে গ্রামবাসীগণ চাঁদা তুলিয়া এই পূজার আয়োজন করেন। কালী স্থানে যেদিন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয় সেইদিন রাত্রিতে দেবীর সামনে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। পরদিন সকালেও আবার বলি দেওয়া হয়। পূজাটি বহু প্রাচীন।

হরিশচন্দ্রপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গতঃ যাদবনাথ ভট্টাচার্য আগমবাগীশ মহাশয় কর্তৃক বাংলা ১২৮৭ সনে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী কালী, তারা ও ভুবনেশ্বরী এই ত্রিমূর্তির পূজা চলিয়া আসিতেছে। গ্রামে উক্ত ত্রিমূর্তির পাকা মন্দির আছে এবং বেদীর সম্মুখে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপিত আছে। প্রতি অমাবস্যায় ঐ দেবী ত্রয়ের বিশেষ পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে এবং গ্রামবাসী প্রসাদ পাইয়া থাকেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এবং মাঘ মাসে রটন্তী চতুর্দশীতে মন্দিরে বিশেষ ধুমধামের সহিত পূজা হয়। পূর্বে অনেক পাঁঠা বলি হইত কিন্তু বর্তমানে বলির পরিবর্তে নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রামে সর্বসাধারণের চাঁদায় ও উদ্যোগে একটি বারোয়ারী কালী পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। এই বারোয়ারী পূজার বৈশিষ্ট্য হইল যে, সর্বজাতি ও সর্ব-সম্প্রদায়ের লোক এই পূজায় যোগদান করেন এবং হরিজনদের স্বারা রান্না করা ভোগপ্রসাদ সকলেই সানন্দে গ্রহণ করেন।

গঙ্গাপূজা

গোহিলা গ্রামে গোহিল চণ্ডীর উৎসবের সময়ে ১লা মাঘ গঙ্গা পূজাও হইয়া থাকে। এই পূজাটি প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। গঙ্গা দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে পাশের গ্রাম শিমুলিয়ায় (মৌজা--৩৮) অবস্থিত চাঁচল জমিদারীর একটি ডিহি কাছারীর নায়েব গাঙ্গুলী পদবীধারী জনৈক ব্রাহ্মণ স্বপ্না-দিষ্ট হইয়া গঙ্গা দেবীর পূজা শুরু করেন। প্রথমে তিনি মহানন্দার চরে শোলার তৈয়ারী গঙ্গা প্রতিমাকেই পূজা করিতেন। কিন্তু কালক্রমে সেই চর পুনরায় নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীগণের একান্ত ইচ্ছায় নদীর তীরে অন্য একটি স্থানে গঙ্গা দেবীকে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে সাধারণ ঘর নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে মৃন্ময় গঙ্গা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা শুরু হয়। গত দুই বৎসর হইল স্থানীয় পূজা কমিটির উদ্যোগে এখানে ইঁটের দেওয়াল টিনের চালা বিশিষ্ট একটি ঘর নির্মিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ধ্যানে গঙ্গার পূজা হইয়া থাকেঃ—

ওঁ সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রযুত সমপ্রভাম।
চামরৈবীজ্যমানান্ত শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্।।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্।
সুধা প্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলে পনাহ।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গা দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্।।

গঙ্গা পূজা হইতেই গ্রামে একটি মেলাও বসিয়া আসিতেছে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে গোহিল চণ্ডীর প্রভাব অধিকতর হওরায় মেলাটি গোহিল চণ্ডীর মেলা নামেই খ্যাত।

গোহিল চণ্ডী পূজা

গোহিলা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ গোহিল চণ্ডীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গোহিল চণ্ডী দেবী গ্রামের সর্ব-সাধারণের দেবী—ইঁহার কোন মন্দির বা ঘর নাই। খোলা জায়গায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে ইঁহার পূজা হয়। প্রস্তর নির্মিত প্রকাণ্ড একটি বাণলিঙ্গই দেবীর ভৈরব।

এই গোহিল চণ্ডীর পূজা কতকাল পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ইঁহার প্রভাব অপরিসীম।

গোহিলা গ্রামের এই গোহিল চণ্ডী দেবী সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে নানা রকম কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বহু পূর্বে সমগ্র অঞ্চলটি বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ক্রমে এই বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কিছু কিছু লোক বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এই স্থানে বাঘের উপদ্রব ছিল খুব বেশী। পাশেই মহানন্দার প্রবল স্রোত এবং ঠিক এই গ্রামের মুখেই নদীর গভীরতা ছিল প্রচন্ড। তখন নদী পথে এদিক দিয়া যাইতে হইলে গ্রাম সীমানার বাহির হইতেই গোহিল চণ্ডীর নামে পাঁঠা মানত করিতে হইত। কেন না, তাহা না করিলে গোহিল চণ্ডীর রোষে নদীগর্ভে আরোহীসহ নৌকা নিমজ্জন সুনিশ্চিত, এরূপ কিংবদন্তী এখন গ্রামবাসীগণের মুখে শুনা যায়।

এ সম্পর্কে আরও জানা যায় যে আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জনৈক জেলে বর্তমান গোহিল চণ্ডী স্থানের অনতি-দূরে নদীতে জাল ফেলেন। জাল টানিয়া উঠাইবার সময়, তাহা এত ভারী বোধ হয় যে তিনি কিছুতেই উহা তুলিতে পারেন না। তখন বাধ্য হইয়া তিনি জলে ডুব দিয়া জাল তুলিবার চেষ্টা করেন। বহুক্ষণ কাটিয়া যায় তাঁহাকে আর উঠিতে না দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীসাথী যাঁহারা দুই-একজন ছিলেন, তাঁহারা গ্রাম হইতে আরও লোকজন ডাকিয়া আনেন। অবশেষে জেলেকে জল হইতে উঠান হইল বটে, কিন্তু তখন তিনি বোবা হইয়া গিয়াছেন—কিছুই তিনি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না—কাজেই ব্যাপারটি সম্পর্কে কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। প্রায় ছয়মাস এই বোবা অবস্থায় কাটিবার পর জেলেটির আস্তে আস্তে বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে তিনি জলের মধ্যে যখন ডুব দিয়াছিলেন তখন এক অপূর্ব সুন্দরী জ্যোতির্ময়ী নারী মূর্তিকে দেখিতে পান। তাঁহার এই অপরূপ মূর্তি দেখিয়া তিনি তন্ময় হইয়া যান। তাঁহার বর্ণণার সঙ্গে গোহিল চণ্ডীর ধ্যানের খুবই সামঞ্জস্য আছে দেখিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মনে ব্যাপারটি বিশেষ রেখাপাত করে এবং গোহিল চণ্ডীর উপর তাঁহাদের ভক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

আর একটি কিংবদন্তীতে জানা যায় যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্থানীয় জমিদার রাজা শরৎ চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া একবার এই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ গাড়ী হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন। বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার কোনরূপ উপকার হয় না। তখন এক রাত্রিতে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি জানিতে পারেন যে গোহিল চণ্ডী দেবীকে অবহেলা করিবার জন্য তাঁহার এই দুরবস্থা। তখন তিনি কোনক্রমে হাঁটিয়া দেবী স্থানে আসিয়া দেবীর নিকট মার্জনা ভিক্ষা করেন এবং দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেন। ইহার পরই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি দেবীর পূজায় খরচপত্রের অনেকাংশ বহন করিতেন।

এই সকল কিংবদন্তী হইতে এই অঞ্চলে গোহিল চণ্ডীর মাহাত্ম্য যে কিরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দেবীর পূজারী ভরদ্বাজগোত্রীয় মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হইয়া থাকে :

বন্ধুক কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধি বাসিনীং।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্ন মুকুটাং মুণ্ড মালিনীং।।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নত ঘটস্তনীং।
পুস্তকঞ্চাক্ষ মালাঞ্চ বরদাঞ্চভয়ং ক্রমাৎ।
দধতীং সংস্মরন্নিত্যং উত্তরাম্নায় মানিতাং।।

গোহিল চণ্ডীর নিকট ভক্তদের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী যে কোন রকমের মানত দেওয়া চলে। পূর্বে বহু পাঁঠা, পায়রা, মহিষ বলি দেওয়া হইত—এখনও বলি দেওয়া হয় কিন্তু পূর্বের তুলনায় কম। মাঘ মাসের বিশেষ উৎসবের সময় এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়েও বলি দেওয়া চলে। আবার কখন কখনও বলির পশু দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গোহিল চণ্ডী স্থানীয় অঞ্চলের সর্বসাধারণের দেবী। বহু অহিন্দুও মাঘ মাসের উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন এমন কি মাঝে মাঝে তাঁহাদের কাহাকে কাহাকেও দেবীর নিকট মানত পূজা দিতেও দেখা যায়।

দুর্গাপূজা

দৌলতনগর (মৌজা নং ১৬১) গ্রামের দুর্গা পূজাটি প্রায় পয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন উৎসব। হরিশচন্দ্রপুরের জমিদার রাম-কিঙ্কর রায় মহাশয়ের আমলে এই পূজাটি প্রচলিত হয়। পূর্বে গ্রামের সকলের চাঁদায় এবং শ্রীশম্ভু নাথ মণ্ডল মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত দশ বিঘা দেবোত্তর জমির আয় হইতে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমানে এই জমি বিলি বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে দেবীর জন্য খড়ের চালাযুক্ত মন্দির ছিল—কিন্তু আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাওয়ায় এখন আর কোন মন্দির নাই। তবে ঐ স্থানেই প্রতি বৎসর দুর্গাদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—উপরোক্ত গ্রামের দুর্গোৎসব বিবরণীটির প্রেরক শ্রীসদানন্দ দাশ, শিক্ষক, গ্রাম দৌলতনগর, মালদহ।

দোলযাত্রা

হরিশচন্দ্রপুরে ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমায় দোল উৎসব বিশেষ ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্থানীয় জমিদারগণ কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তর নির্মিত রাম, কানু ও গোপাল—এই তিনটি বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর হোলী বা দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে পাঁচদিন ধরিয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উৎসবটি চলিত। বহু দূরদূরান্ত হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইত। বাংলা এবং বাংলার বাহির হইতে বিখ্যাত কীর্তনের, যাত্রা ও ঢপের এবং বাইজী ও ওস্তাদদের নৃত্যগীতে উৎসবের পাঁচদিন হরিশচন্দ্রপুর

গ্রাম উৎসব মুখরিত হইয়া থাকিত। তখনকার আমলে হরিশ-চন্দ্রপুরের এই উৎসব সম্পর্কে জনপ্রবাদ আছে যে—

"হরচনপুরের হোলী,
পাহাড়পুরের বালি
কলিগাঁয়ের গলি,
সবার মুখের বুলি।"

বর্তমানে অবশ্য হরচনপুরের (হরিশচন্দ্রপুরের) হোলী উৎসবের আর সেই রকম জাঁকজমক নাই। যদিও এখন এই উৎসবটি এ অঞ্চলের সর্বসাধারণের উৎসব হিসাবেই প্রতিপালিত হয়।

পীরের উৎসব

দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর গ্রামে বালাপীর নামে খ্যাত জনৈক পীরের দরগাহ আছে। আমাদের উত্তরদাতা শ্রীনাবালুন্দিনের পূর্ব-পুরুষগণ এই পীরের সেবায়েত ছিলেন। পীরের সেবার জন্য হরিশচন্দ্রপুরের জমিদারগণ পূর্বে দুই বিঘা নিষ্কর জমি দিয়াছিলেন, বর্তমানে উক্ত জমি অন্যভাবে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় পীরের দৈনন্দিন সেবা এখন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

হরিশচন্দ্রপুরের জমিদারগণের সহিত বালাপীর সাহেবের সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। হরিশচন্দ্রপুরের জমিদারগণের ইসলামপুরে একটি কামাতবাড়ী ছিল। জনৈক জমিদার কোন একদিন রাত্রিতে সেখান হইতে ফিরিতেছিলেন। ফিরিবার পথে ওই পীরের আস্তানার সন্নিকটস্থ শ্মশানঘাটের কাছাকাছি আসিলে তিনি পিশাচের ভয়ে ভীত হইয়া পড়েন এবং বালাপীরের শরণাপন্ন হইয়া পিশাচের হাত হইতে রক্ষা পান। এই কারণে তিনি পীরের সেবার নিমিত্ত দুই বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। এখনও বালাপীর সাহেবের নানারকম অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। স্থানীয় গ্রামবাসীর মুখে শুনা যায় যে, গ্রামে কোন মহামারী দেখা দিলে পীর সাহেব গ্রামবাসীদের রক্ষা করিবার জন্য রাত্রিতে সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া গ্রাম পাহারা দেন।

মালিওর গ্রামে জনৈক জেন্দাপীরের আস্তানা আছে। শুনা যায়, এই পীর জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার ঐ সমাধিস্থানটি পীরতলা নামে খ্যাত। স্থানীয় অধিবাসীগণের বিশ্বাস এই যে, পীর সাহেব মাঝে মাঝে রাত্রিকালে ঘোড়ায় চড়িয়া গ্রাম পাহারা দেন এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য অনেককে স্বপ্নে নির্দেশ দেন। পীর স্থানে একটি পাকা ঘর আছে—এখানে অনেকে মানত ও পীরের সিন্নি দিয়া থাকেন। স্থানীয় জমিদারগণ পীরের সেবার জন্য জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

মহারাজ পূজা

অর্জুনাই গ্রামে একশত বৎসর যাবত মহারাজ পূজা হইয়া আসিতেছে। ইহা গ্রামের হিন্দুদের উৎসব এবং প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রথম রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন চলে। মাসখানেক পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। গ্রামের প্রান্তে মহারাজতলা নামে একটি স্থান আছে। মাহুতে সহ হাতীর পিঠে মহারাজের মূর্তি এবং ঘোড়ার পিঠে বিভীষণের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া যথারীতি পূজা করা হয়। পূজারী ঝা পদবীধারী কাশীর ব্রাহ্মণ। মহারাজ পূজায় পাঁঠা ও পায়রা মানত করা হয় এবং পূজার শেষ দিনে এইগুলিকে বলি দেওয়া হয়। পূজা উপলক্ষ্যে বাহির হইতে সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয়।

মহরম

দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসব বেশ ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। উহার মধ্যে মহরম উৎসবটি বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বে মহরম উৎসবের জন্য প্রায় ছয় বিঘা জমি নির্দিষ্ট করা ছিল এবং এই স্থানে মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

যাত্রা উৎসব

হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে ওঁরাও সম্প্রদায় কর্তৃক কার্তিক মাসে যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঁশের খুঁটি দিয়া একটি চতুষ্কোণ স্থান ঘিরিয়া তাহার মধ্যে লম্বা একটি বাঁশ পুঁতিয়া সেই বাঁশের অগ্রভাগে একটি পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হয়। এই বাঁশটিতে চারিটি দড়ি বাঁধিয়া ঘেরা জায়গায় চার কোণে টানা দেওয়া হয়। এই দড়িগুলি নানা রঙের কাগজ ও ফুলপাতা দিয়া সাজান হয়। বিকালের দিকে ওঁরাও স্ত্রীপুরুষগণ সমবেত ভাবে এই পতাকা-দন্ডের চারিদিকে গোল হইয়া নৃত্যগীত করেন এবং এই নৃত্যগীত অধিকরাত্রি পর্যন্ত চলে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অল্পবিস্তর 'পচাই মদ' পান করেন। উৎসবের সময় এই স্থানে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

কালীপূজার মেলা

কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে কালী মন্দির সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে পূজার দিন বিকালে একটি ছোট মেলা বসে। জমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিকারভুক্ত। মেলায় স্থানীয় গ্রামবাসীগণই দোকানপাট দিয়া থাকেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও তেলেভাজার দোকানই বেশী। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

কালীতলা-মোবারকপুর গ্রামে কালীপূজা উপলক্ষ্যে বহুদিনের প্রাচীন একটি মেলা বসে। পূজা মন্ডপের সম্মুখে এবং আশেপাশে প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমির উপর সাত-আট দিন ধরিয়া মেলাটি চলে। মেলা স্থানটি স্থানীয় গ্রামবাসীর। হরিশচন্দ্রপুর, খরবা প্রভৃতি থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। উপরোক্ত স্থান হইতে বিক্রেতাগণও আসেন। মেলায় প্রায় দেড়শতটি দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারীর দোকানই বেশী। ইহা ছাড়া কিছু সংখ্যক কাপড়-চোপড় ও কৃষিসংক্রান্ত জিনিষপত্রের দোকানও বসে। মেলায় দান বা তোলা আদায় করা হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস প্রদর্শনী, ম্যাজিক প্রদর্শনী, যাত্রাভিনয়, লটারী এবং জুয়া খেলা হয়।

বেজপুরা গ্রামে হাটপাড়ায় প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ শ্মশান কালী পূজা এবং চড়ক উপলক্ষ্যে একদিনের একটি মেলা বসে। পূর্বে প্রায় কুড়ি বিঘা জমির উপর মেলাটি বসিত, কিন্তু বর্তমানে স্থানীয় জমিদার অধিকাংশ জমি বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় মাত্র দুই বিঘা জমির উপর মেলাটি বসিতেছে। স্থানীয় গ্রামবাসীগণের মতে মেলাটি প্রায় আড়াই-শত বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রামগুলি হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও বাসন-কোসন প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী।

কালীপূজা উপলক্ষ্যে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর গ্রামে দুইদিনব্যাপী প্রায় এক বিঘা জমির উপর পূজা প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে।

হরিশচন্দ্রপুর, চন্ডীপুর এবং ডিঙ্গোল প্রভৃতি ইউনিয়ন-সমূহের গ্রামগুলি হইতে প্রায় এক হাজার নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীর মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। উপরোক্ত স্থান হইতে বিক্রেতাগণও মেলায় আসেন এবং প্রায় পঞ্চাশটির মত দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে প্রধানতঃ খাদ্য-সামগ্রী, মনিহারী ও খেলনার দোকানপাটই বেশী। ইহা ছাড়া কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তন ও অন্যান্য গানবাজনার আয়োজন করা হয়।

হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে চার-পাঁচ দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় বিভিন্ন সামগ্রীর প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, গম্ভীরা গান, নৃত্য, থিয়েটার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

মালিওর গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু কালের প্রাচীন। ইহাতে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে।

গোহিল চন্ডী পূজার মেলা

গঙ্গা ও গোহিল চন্ডীর পূজা উপলক্ষ্যে গোহিলা গ্রামে প্রায় ষাট বৎসর যাবত প্রতি বৎসর ১লা মাঘ দেবীস্থানের সামনে প্রায় আট-নয় বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি এই অঞ্চলে গোহিল চন্ডীর মেলা নামেই খ্যাত। এই সময় মকর সংক্রান্তি স্নান উপলক্ষ্যে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। প্রথম দিনে, অর্থাৎ ১লা মাঘে মেলাটি বিশেষ জমিয়া উঠে, যদিও তাহার পর মেলাটি আরও দুইদিন চলে। উৎসব এবং মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য স্থানীয় পূজা কমিটি প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই প্রস্তুতি আরম্ভ করেন এবং উক্ত কার্য নির্বাহের জন্য তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে মেলায় চাঁদা তোলা হয়। বরুই, কুশিবা, চন্ডীপুর, মহানন্দাপুর, মখদুমপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে এবং দূরবর্তী স্থান রায়গঞ্জ, চাঁচল, হরিশ-চন্দ্রপুর এবং বারসোই প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মেলায় মোট প্রায় আট হাজার হিন্দু-মুসলমান নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় সমাগত যাত্রীর মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা সাধারণতঃ মোটর এবং গরুর গাড়ীতে করিয়া এবং কেহ কেহ হাঁটিয়াও আসেন। স্থানীয় এবং দূরবর্তী অঞ্চল যেমন সামশী, চাঁচল এবং বারসোই হইতে বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে। দোকানপাট-গুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও কৃষি সংক্রান্ত জিনিষপত্র প্রভৃতি এবং কাঁচা শাকসব্জী, ফলমূল, মসলা, ও মাছ বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, যাত্রা এবং থিয়েটার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ গ্রামের দল কর্তৃকই যাত্রাভিনয় হয়।

চড়কের মেলা

চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে হরিশচন্দ্রপুরে একই দিনে গ্রামের তিনটি স্থানে যেমন, হনহনিয়ার মেলা, নলপুকুরের মেলা ও মঙ্গলহাটের মেলা নামে তিনটি মেলা বসে। মেলা-গুলির মধ্যে প্রথম দুইটি মেলা বেশ বড় মেলা এবং উক্ত মেলার দোকানের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় একশত এবং পঞ্চাশটির মত। শেষোক্ত মেলাটি খুবই ছোট মেলা এবং এই মেলাটিতে মাত্র দশ-বারখানি দোকানপাট বসে। প্রত্যেকটি মেলায় দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী।

দুর্গাপূজার মেলা

দৌলতনগর গ্রামে শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দুর্গা-মন্ডপের সম্মুখে প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। মেলায় দেবীপুর ইউনিয়ন এবং বিহার প্রদেশের

বিভিন্ন গ্রামগুলি হইতে প্রায় দুই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় ত্রিশখানা। আমোদ-প্রমোদের জন্য গম্ভীরা গানের আয়োজন করা হয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বারদুয়ারী গ্রামে স্থানীয় বাজারে ও দুর্গা মণ্ডপের আশেপাশে প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন একটি মেলা বসে। আশ্বিন মাসে নবমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়া দশমী পর্যন্ত মেলাটি চলে। বারদুয়ারী এবং হরিশচন্দ্রপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার যাত্রী মেলায় আসেন। মেলায় সাধারণতঃ পিপলা, হরিশচন্দ্রপুর, সুলতাননগর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বিক্রেতাগণ আসেন। ইহা ছাড়া স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ দোকানপাট দেন। মনিহারী দ্রব্য বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ সামশী, চাঁচল ও কাটিহারী হইতে আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় পঁচাত্তরটি এবং প্রায় সবগুলিই খোলা জায়গায় বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া মাটির, লোহার ও কাঁচের বাসনপত্র এবং খেলনা, কাপড়চোপড়, হাকিমী ঔষধ প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, মনসার ভাসানগান, আলকাপ গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

মহারাজ পূজার মেলা

মহারাজ পূজা উপলক্ষ্যে অর্জুনাই গ্রামে মহারাজতলায় প্রায় এক বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। টৌটিয়া, মালিওর, ধনাপাড়া, বারদুয়ারী, গোরীপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার যাত্রী মেলায় আসেন। যাত্রীর মধ্যে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ হরিশচন্দ্রপুর, কুমেদপুর, বারদুয়ারী, মালিওর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা পনের-ষোলটি। তাহা ছাড়া চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মাটির খেলনা-পুতুল এবং কাঠের জিনিষপত্রের দোকানই বেশী। হরিশচন্দ্রপুর এবং বারদুয়ারী হইতে বাঁশের এবং বেতের তৈয়ারী জিনিষপত্রেরও আমদানী হয়। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় খেলাধুলা, লাঠিখেলা, কবিগান, জলসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। মালিওর গ্রাম হইতে পালাগানের দল আসে। দলের অধিকারীর নাম মোজাহের আলী বিশ্বাস। গ্রামের একটি আলকাপ গানের দল আছে। তাঁহারা মেলায় আলকাপ গান করিয়া থাকেন।

সরস্বতী পূজার মেলা

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিকটস্থ মাঠে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি ছোট হইলেও বহুদিনের প্রাচীন। প্রতিদিন বিকালের দিকেই মেলায় লোক সমাগম হয়। বড়াল, ডাঙ্গিলা, চন্ডীপুর, ধর্মপুর, মানিকবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় দুইশত যাত্রী আসেন। স্থানীয় গ্রামবাসীগণই মেলায় কয়েকটি দোকানপাট দেন। দোকানগুলি প্রধানতঃ মিষ্টান্ন ও তেলেভাজার।

গাজোল থানা

গ্রাম বিবরণী

Gajol—The headquarters of a police station of its name. The topography of Gajol indicates that up to the 17th century the whole thana must have been extremely populous and flourishing. The removal of the Muslim capital from Adina in Pandua situated at the south of the thana must have spelt the ruin of the area in the 17th and 18th centuries. Such places in the police station as Adina (J. L. 39), Kutubasahar (J. L. 32), Pandua (J. L. 33), and Homdighi (J. L. 48) containing the extensive ruins of the famous capital of Pandua, and the villages of Raykhandighi (J. L. 23)—containing a very big tank, Saharol (J. L. 19), Mobarakpur (J. L. 9) and Rajaram Chak (J. L. 10) containing a famous set of embankments, Mayna (J. L. 119), Methrani (J. L. 138), Dhaoyail (J. L. 173), Deotala (J. L. 172), Salaidanga (J. L. 214), all bear testimony to ancient sites. The road from Englishbazar to Bansihari *via* Gajol is an ancient highway which has been recently completely rebuilt as a National Highway.

[District Handbooks, Malda, 1951, by A. Mitra, p. lxxxi-lxxxii]

১। গ্রামঃ পান্ডুয়া।৩৩।২২৬·২৯।৬১।৩৮০

বর্তমান আদিনা রেল স্টেশন হইতে দুই মাইলের মধ্যে এবং পুরাতন মালদহ সহর হইতে মালদহ—দিনাজপুরের রাস্তায় প্রায় ছয় মাইল দূর হইতে প্রাচীন পান্ডুয়া বা "হজরত পান্ডুয়া" নগরীর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত।

"....The city was called Firozabad, during Muhammadan times, and has another name, Pirrua, which appears in Rennell's map. The latter is not historically correct, in view of the evidence now available. It is known from the coins struck during the reign of Raja Kans in the early 15th century that the name of the city was then Pandunagar. Buchanan Hamilton mentions the local tradition that the city was founded by a Raja of the Pandava family. This is confirmed by the existence of a small building....which is still locally known as the Pandap Raja Dalan.....

Previously it had never been suspected that Pandua extended over such a large area. Buchanan Hamilton wrote : 'Near the street, and amidst the heap of bricks, are many small tanks, and I am inclined to think that, in general, the town extended only a very little way, either east or west of the principal street.' It is now evident that the city covered an area of about 25 square miles. The citadel must have been in the north-east corner of the enclosure at Damdama, which is a local name of mouza Purba Binodepur. The village immediately to the west (Barijpur or more properly Burjpur) must have been named during Muhammadan times, as Burj is a Persian word meaning "fort". In this village the kanungo in charge found the remains of a 'Shiv Lingam' in the ruins of an old Hindu temple. Almost all the tanks which are numerous and scattered over the whole area, lie north and south, indicating their Hindu origin......

The city is entered from the south either from Old Malda by the bumpy and dusty Dinajpur Road ; or by a metalled feeder road leading to the Dinajpur Road from Adina railway station.

[District Handbooks, Malda, 1951, by A. Mitra, p. 168-169]

পান্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন মসজিদ্, দরগাহ ও সমাধিসৌধ আছে। এগুলির পূর্ণতর বিবরণীর জন্য District Handbooks, Malda, 1951, by A. Mitra, p. lxxxiv, ccxlix—ccliv, and 168-171 দ্রষ্টব্য।

পান্ডুয়ায় প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায় সাড়ম্বরে সব-এ-বরাত উৎসব পালন করেন। এই উপলক্ষ্যে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সাত-আট শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

পান্ডুয়া

"ইহা অতি প্রাচীন নগর। ইংরেজবাজার হইতে ১১ মাইল এবং গৌড় নগর হইতে ২০ মাইল উত্তর-পূর্বাংশে ইহা অবস্থিত। করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থান পুন্ড্র বর্দ্ধন নহে, মালদহে অবস্থিত পান্ডুয়াই প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন বা পুন্ড্রনগর নামে খ্যাত। এককালে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল এবং উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল। পুরাতন মালদহ হইতে দিনাজপুরের রাস্তা ধরিয়া ছয় মাইল দূরে আদিনা রেল স্টেশন অবস্থিত, ঐ স্থান হইতে ধ্বংসাবশিষ্ট পান্ডুয়া নগরের প্রান্ত প্রায় দুই মাইল দূর; কিন্তু দক্ষিণের উপনগরগুলি ধরিলে পান্ডুয়ার আরম্ভ পুরাতন মালদহের অত্যন্ত নিকটবর্তী।.........

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুন্ড্রের উল্লেখ আছে। প্রাচীন-কালে উত্তর বঙ্গে বহু পুন্ড্রজাতি বাস করিত। অনেকে অনুমান করেন যে, এই পুণ্ড্র শব্দ হইতে 'পলু' শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে এবং এইজন্য পলু অর্থাৎ রেশমকীট পালনকারীদের পুন্ডরী নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা এই জেলার অতি প্রাচীন অধিবাসী। প্রথমে ইহারা মহানন্দা নদীর পশ্চিম সীমানায়

বসবাস করিত। রেশমকীট পালন ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। পদ্মপুরাণে পুণ্ড্ররাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে মহানন্দা নদীর উল্লেখ আছে, করতোয়া ও মহানন্দা পুণ্ড্ররাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম সীমাস্থিত নদী। সভা পর্বে ৫১তম অধ্যায়ে বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও তাম্রলিপ্তের সঙ্গে পুণ্ড্রকে সুপুণ্ড্র বলা হইয়াছে। দেবীপুরাণেও পুণ্ড্রবর্ধনের নামের উল্লেখ দেখা যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, মালদহের পাণ্ডুয়াই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন, পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্ররাজ্য, পুণ্ড্রদেশ, পৌণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রবর্ধন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত নানা গ্রন্থে পুণ্ড্ররাজ্যের নাম পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত ১০৮টি প্রধান তীর্থের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের পাটলী তীর্থের নাম পাওয়া যায় এবং দেবীপুরাণে পুণ্ড্রবর্ধনের পাটলা দেবীর (পাতাল চণ্ডী) নাম দেখা যায়। রিয়াজ-উস-সলাতিনের মতে, আলাউদ্দিন-আলি-শাহকে নিহত করিয়া সামসুদ্দিন যখন হজরৎ পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন হইতে মুসলমান ইতিহাসে পাণ্ডুয়ার নাম পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, এই পাণ্ডুয়া বা পাণ্ডবনগর পাণ্ডবগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। মিঃ র‍্যাভেন্‌শা লিখিত ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, পাণ্ডুয়ার সাতাইশঘরা দীঘি অর্জুন পাণ্ডব কর্তৃক খনিত হইয়াছিল। ....

পূর্বে পাণ্ডুয়া যে একটি হিন্দু নগর ছিল তাহার বহু নিদর্শন আছে। এখনও এখানে সেখানে বহু হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এখানে বহু উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বাস করিত এবং শত শত দেবালয়, চৈত্য, স্তূপ ও বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন উহার চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্তমান মসজিদ ও মিনারের ইষ্টক ও প্রস্তরাদি হিন্দু দেবালয় প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। ....

পুণ্ড্রবর্ধন বা পাণ্ডুয়া এককালে যে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। চীন পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ, "রাজধানী পাণ্ডুয়ার নিকট রাশিভা সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই সঙ্ঘারামে সাত শত অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন। এই পুণ্ড্ররাজ্যে ২০টি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং উহাতে তিন হাজার হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ শ্রমন বাস করিত। রাজ্যটি ঘন বসতি সম্পন্ন ছিল এবং এই রাজধানীতে জলাশয়, রাজকার্যালয় ও পুষ্পোদ্যানগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। ....

মুসলমান রাজত্ব সময়ে পাণ্ডুয়ায় পীর অর্থাৎ সাধু ব্যক্তির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালীন বাদশাহগণ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম মখদুম শাহ জালালুদ্দিন মখদুম পীর। ইনি পাণ্ডুয়ার সমস্ত হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং প্রধান হিন্দু দেবালয়ের স্থানে দরগা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দরগার নাম বড় দরগা। প্রতি বৎসর রজব মাসের ২২শে তারিখ ঐ স্থানে একটি মেলা হয়, ইহাকে লোকে পাড়ুয়ার মেলা বলে। বহু মুসলমান এই তীর্থ স্থানে পীরের নামে সিন্নি দিয়া থাকে। এই মখদুম শাহের দরগার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাইশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, এই জন্য এই জমিদারিকে 'বাইশ হাজারী এস্টেট' বলা হয়। এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার একজন 'মোতয়াল্লী'র উপর ন্যস্ত আছে। পাণ্ডুয়ায় ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে মখদুম পীরের মৃত্যু হয়।

পিছলী গঙ্গারামপুরে উক্ত পীরের একটি চিল্লা অর্থাৎ উপাসনার স্থান আছে। নূর কুতুব আলম নামক আর একজন প্রসিদ্ধ পীর পাণ্ডুয়ায় বাস করিতেন। পাণ্ডুয়ায় ইঁহার দরগাকে ছোট দরগা বলা হয়। এই দরগার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তির আনুমাণিক মূল্য ছয় হাজার মুদ্রা, সেইজন্য এই দরগা এবং জমিদারিকে ষষ্ হাজারী বলা হইয়া থাকে। সম্রাট শাহজাঁহার রাজত্বের দ্বাবিংশ বর্ষে বঙ্গের শাসনকর্তা শাহ সুজা কর্তৃক উক্ত ভূ-সম্পত্তির এক সনদ দান করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ....

হাজি ইলিয়াস অভিযুক্ত হইয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করিলে, সম্রাট ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের বিরুদ্ধে পাণ্ডুয়া অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করিয়া স্বয়ং পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর দিল্লীর সম্রাটের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইলে ইলিয়াসের পুত্র ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকন্দর শাহ ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইনি একটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধ স্তূপ ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। .... রাজা গণেশের পুত্র যদু, মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর জালালুদ্দিন নাম ধারণ করিয়া কিছুকাল পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ায় তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের সমাধি আছে। ....

মালদহ হইতে গিয়া প্রথমেই পাণ্ডুয়ার সেলামি দরজা পাওয়া যায়। ইহা সরকারি রাস্তার পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানে হজরৎ মখদুম-শাহ-জালাল (মখদুম পীর) প্রথমে উপবেশন করিয়াছিলেন। ইহার মাথায় কাঠের উপর আরবী অক্ষরে "ইয়া আল্লাহো শাহ জালাল" এই শব্দ কয়টি লিখিত আছে। এই সেলামি দরজার দক্ষিণ দিকে একটি নিমের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকে বলে, ইহা হজরৎ মখদুম শাহ জালালের দন্তকাষ্ঠ হইতে জন্মিয়াছে।

সেলামি দরজা অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে ১২০০ ফুট অগ্রসর হইলে জালালুদ্দিন মুখদম শাহের বড় দরগায় যাওয়া যায়। ইহাকে বাইশ হাজারীও বলা হইয়া থাকে। বর্তমানে দরগাটি একটি সামান্য মসজিদ মাত্র। .... এই দরগা প্রথমে ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে আলী মোবারক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এখন আর সেই পুরাতন অট্টালিকার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এই মসজিদের বহির্ভাগে চাঁদখা কোতয়ালের কবর আছে। নবনির্মিত অট্টালিকায় হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের বহু উপকরণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই বড় দরগার স্থানে পূর্বে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

নূর কুতুব আলমের (পীর) দরগার নাম ছোট দরগা বা ষষ্ হাজারী দরগা। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, এই সম্পত্তি ভালেশ্বরী দেবীর ব্যয় নির্বাহের জন্য হিন্দু রাজাগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই স্থানে দরগা স্থাপিত হইলে, এই সম্পত্তি দরগার ব্যয় নির্বাহার্থে প্রদত্ত

হইয়াছিল। ইহা বড়দরগার উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দরগা কুতুব আলমের মৃত্যুর দ্বাদশ বর্ষ পরে নাসিরুদ্দিন শাহের রাজত্বকালে লতিফ খাঁ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে মিঠা তালাও নামক একটি পুষ্করিণী ছোট দরগার শোভা বর্ধন করিতেছে। মীরকাশেম এই দরগার জন্য তাম্র নির্মিত একটি জয়ডঙ্কা উপহার দিয়াছিলেন। ছোট দরগার পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুবৃহৎ স্তম্ভের মকরাকৃতি জল নির্গমনের প্রস্তর মার্গ দেখা যায়। এই প্রস্তর শিল্প যে, হিন্দু বা বৌদ্ধ নিদর্শন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ছোট দরগার মসজিদ ও চিল্লা একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রাচীর এবং রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে আলা-উল-হকের কবর আছে।

কুতুবসাহী মসজিদ বা হজরৎ পান্ডুয়ার সোনা মসজিদ : এই মসজিদটি ছোট দরগার কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। ইহা ইঁটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রাচীরের দরজা পাথরের দ্বারা নির্মিত। ইহার অভ্যন্তরভাগ দুইটি দরদালানে বিভক্ত। ইহা বারকোণ বিশিষ্ট থামে পৃথক হইয়াছে এবং উহার উপর দিয়া দশটি গম্বুজ উঠিয়াছে। এককালে নীল উজ্জ্বল ইঁট দিয়া ইহার গম্বুজ সজ্জিত ছিল এবং সুবর্ণমণ্ডিত বলিয়া মনে হইত, সেইজন্য ইহাকে সোনা মসজিদ বলা হয়। ইহার অপর নাম কুতুবশাহী মসজিদ। ইহাতে তিনটি প্রশস্তি লিপি আছে এবং ইহা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে শাহ মখদুম আবিদ রাজী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। সেই সময় মোগল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। মখদুম শাহ এই মসজিদের নাম কুতুবসানি রাখিয়াছিলেন।

একলাখি মসজিদ : দিনাজপুর যাইবার রাস্তার ধারে কুতুবসাহী মসজিদের কিঞ্চিৎ পূর্বে ইহা অবস্থিত। ইহাতে একটি মাত্র গম্বুজ আছে। ইহার ভিতরে তিনটি কবর দেখা যায়, এই কবর তিনটি যদু-জালালুদ্দিন, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার পুত্র সামস্-উদ্দিন আহম্মদের বলিয়া মিঃ কানিংহাম অনুমান করিয়াছেন। ইহা রাজা গণেশের পুত্র যদু-জালালুদ্দিনের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। রাজা গণেশ বহু দেবালয় নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; কিন্তু পুত্র যদু মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সেইগুলিকে ভাঙ্গিয়া সেই উপকরণগুলি মসজিদের কাজে লাগাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই মসজিদটি তৈয়ারী করিতে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে একলাখি মসজিদ বলা হইয়া থাকে।

আদিনা মসজিদ : ইহার মত প্রকাণ্ড মসজিদ বাংলা দেশে নাই। ইহা একলাখি মসজিদ হইতে দুই মাইল দূরে রাস্তার পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহার পিছন দিকে দুইটি ছোট খিড়কী দরজা আছে, উহাই প্রবেশ দ্বার। এই মসজিদটি এত বড় যে, এই মসজিদে একসঙ্গে দশ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে নামাজ পড়িতে পারে। ইহা ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে সেকেন্দার শাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির হইতে যে এই মসজিদের মালমশলাগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কারণ, এই মসজিদের নীচে বহু হিন্দুর দেবদেবী এবং জৈন তীর্থঙ্কর প্রভৃতির মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। .... এই মসজিদে ৩৭৮টি গম্বুজ ছিল এবং ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান পৃথক ছিল। আদিনা মসজিদের প্রবেশ দ্বারের শিরোভাগে একটি প্রস্তর খণ্ডে বৌদ্ধমূর্তি খোদিত ছিল।

[গৌড় ও পাণ্ডুয়া : শ্রীকালীপদ লাহিড়ী, পৃঃ ৬০-৭২]

২। **গ্রাম : রানীপুর** ।৯১।৪৫৩·২৯।৪৫।২৫৩

(ক) সদ্‌গোপ, রাজবংশী, তিয়র, সাঁওতাল, চামার।

(খ) কৃষিকার্য, জাতি ব্যবসায়, পশুপালন।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন একলক্ষী।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা ও চৈত্রে রামনবমী।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর দিন। মেলাটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) একটি পঞ্চানন, একটি মনসা ও বটগাছতলায় ষষ্ঠী স্থান এবং রাম-সীতার মন্দির আছে।

শ্রীরঘুনন্দন সরকার, শিক্ষক,
পোঃ পূর্বরাণীপুর, মালদহ।

৩। **গ্রাম : দহিল**।১৫৩।৪৩২·৩২।৮০।৪২৫

(ক) রাজবংশী, সাঁওতাল, নাপিত, মাহলী, চামার।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল স্টেশন একলক্ষী। গ্রাম হইতে আধ মাইল দূরে আলতোর পর্যন্ত মোটরবাসে আসা যায়।

(ঘ) আশ্বিনে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও রাস, পৌষে নবান্ন এবং চৈত্রে গম্ভীরা উৎসব।

(ঙ) গম্ভীরা উৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাত দিন ব্যাপী। মেলাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীউৎপল কুমার দাস, শিক্ষক,
দহিল, মালদহ।

৪। **গ্রাম : ধাওয়াইল**।১৭৩।৭৯২·৩১।১৩৪।৬৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কুমার, তাঁতি, পাল, হাড়ী, কোড়া, সাঁওতাল ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) মালদহ-বালুরঘাট হাই রোডের সরাণ পাড়া হইতে টেস্ট রিলিফের রাস্তা। গ্রাম হইতে দেড় মাইল দূরে দেওতালায় মোটরবাস পাওয়া যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও রাস, পৌষে নবান্ন, মাঘে সরস্বতী পূজা এবং মাঘী পূর্ণিমায় গ্রামে প্রধান উৎসব কংসব্রত পূজা।

(ঙ) কংসব্রতের মেলা। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা হইতে পনর দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় চারিশত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি কংসের বেদী এবং একটি প্রাচীন বট গাছের নীচে পুরানো ভাঙ্গা ইঁটের টুকরা দিয়া বাঁধান বুড়ীতলা নামে খ্যাত একটি বেদীতে নরসিংহ মূর্তি ও অন্যান্য দুই-চারটি ছোট ছোট পাথরের মূর্তি আছে। একটি শিবদুর্গা মূর্তি এবং কুতুব শা পীরের একটি প্রাচীন আস্তানা আছে।

শ্রীপার্বতী চরণ সরকার, শিক্ষক,
পোঃ মুচিয়া, মালদহ,
এবং
শ্রীঅঞ্জন কুমার ঝা, শিক্ষক,
পোঃ ধাওয়াইল, মালদহ।

৫। গ্রাম : কাস্তোর ।১৭৮।৩৩৯·৫৭।৬৬।৩৬০

(ক) কায়স্থ, রাজবংশী, রায়ছত্রী (ঘাটোয়াল), মাহাতো, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) দেওতালা হাই রোড হইতে মাঠের উপর দিয়া অথবা আটঘরা হাইরোড হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখে মহোৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণে গ্রাম পূজা, পৌষে নবান্ন, মাঘে সরস্বতী পূজা ও ফাল্গুন মাসে দোল। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সাঁওতালদের বাঁধনা পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি পুকুরপাড়ে গাছতলার নীচে একটি স্থান আছে। সেখানে অনেকগুলি ছোট বড় পাথরের টুকরা আছে। এইগুলি গ্রামকালী, বসতিকালী, পঞ্চবাহিনী, লক্ষ্মী ঠাকুরানী, ঝাপড়কালী প্রভৃতি দেব-দেবী জ্ঞানে পূজিত হয়। ভৈরবের নাম বাণেশ্বর।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ কর্মকার, শিক্ষক,
কাস্তোর, পোঃ সালাইডাঙ্গা, মালদহ।

রায়পুর (মৌজা—৬২)

"প্রাচীনকালে এই স্থানে বহু হিন্দুর বাস ছিল। ইহা যে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল পথিপার্শ্বে ইষ্টক নির্মিত দালানের ভগ্নস্তূপ দেখিলে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সাদুল্লাপুর শ্রীহীন হইয়া পড়িলে কালাচাঁদ-পাঠ-বাড়ীর বিগ্রহ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। বর্তমানে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে।"

[গৌড় ও পাণ্ডুয়া—কালীপদ লাহিড়ী পৃঃ ৮২]

উৎসব বিবরণী

কংসব্রত উৎসব

ধাওয়াইল গ্রামের প্রধান উৎসব কংসব্রত পূজা। এই পূজাটি বহু প্রাচীন। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে অন্ততঃ চারিশত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে। ইহা সংক্ষেপে এই অঞ্চলে "কাস-ব" বা শুধু "ব" উৎসব নামে পরিচিত। গ্রামে 'কংসের বেদী' নামে একটি বেদী আছে। সেখানে একটি পাথরের মূর্তিও আছে। মূর্তিটির বক্ষদেশ হইতে উপরিভাগ নাই, এবং পদদ্বয়ও হাঁটু হইতে ভাঙ্গা। বক্ষদেশে আড়াআড়ি ভাবে যজ্ঞোপবীত। মূর্তিটির চারিদিকে আরও কয়েকটি ছোট পাথরের মূর্তি আছে।

পাথরের এই মূর্তি এবং এই উৎসবটি সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, এইখানেই নাকি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংস বধ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিন এখানে এই মূর্তির পূজা এবং সেই সঙ্গে গ্রাম পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়—সেটি হইল "আগুন" বা "ধর্মের আগুন" জ্বালানর অনুষ্ঠান। পূজা মাত্র দুই দিন হইলেও (চতুর্দশী ও পূর্ণিমা), ইহার প্রস্তুতি ত্রয়োদশী হইতেই শুরু হয় এবং প্রায় পনর দিন ধরিয়া এই উৎসব চলে।

ত্রয়োদশীর দিন "ব"-এর ঘোড়া উপবাস থাকে। সেই দিন সন্ধ্যায় ঢাক ঢোল বাজাইয়া নিকটস্থ পুকুরে গিয়া জলে ডুব দিয়া একটি কাষ্ঠখণ্ড তুলিয়া আনা হয়। কাষ্ঠখণ্ডটি সাধারণতঃ এই পুকুরেই ডুবাইয়া রাখা হয়। তুলিবার পর কাষ্ঠখণ্ডটিকে প্রচুর পরিমাণে তেল-সিঁদুর লেপন করা হয়, এবং তাহার পর সেইটিকে মাথায় করিয়া ভক্তরা সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। চতুর্দশীর দিন সন্ধ্যায় গ্রাম পূজা হয় এবং কংসের বেদীতে পূজা করিয়া বাতাসার লুট দেওয়া হয়। কংসের বেদীতে পাঁঠাও বলি দেওয়া হয়। পূজা ও উৎসবের প্রধান সেবায়েত কুম্ভকার সম্প্রদায়—পূজা করেন ব্রাহ্মণ।

পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় আসল পূজা এবং "আগুন" উৎসব হয়। ইহার জন্য গ্রামে একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। একটি নূতন বড় হাঁড়িতে ছয়-সাত সের সরিষার তেল দেওয়া হয়, আর একটি নূতন বড় মাটির সরায় কিছু বালি রাখা হয়। তারপর যোগ চিহ্নের (+) আকারে মাটিতে একটি প্রকাণ্ড বড় উনুন খোঁড়া হয়, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে, প্রায় পাঁচ-ছয় মন কাঠখড়ি দিয়া আগুন জ্বালান হয়। উনুনটি জ্বলিয়া উঠিলে তাহার ঠিক মাঝখানে, অর্থাৎ যোগ চিহ্নের দুটি রেখা যেখানে মিলিত হয় সেইখানে একটি বালি ভর্তি সরার উপরে হাঁড়িটি রাখা হয়।

দাউ দাউ করিয়া উনুনের আগুন জ্বলিয়া উঠিলে হাঁড়ির মধ্যেকার তেলেও আগুন ধরিয়া যায়। সেই সময় দূর হইতে একটি লম্বা বাঁশের আগায় বাঁধা হাঁড়িতে করিয়া মন্ত্রপূত গঙ্গাজল এবং দুধ ওই জ্বলন্ত তেলের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে "আহুতি" বলা হয়। প্রথম আহুতি দেওয়া হয় "ধর্মের" নামে—জ্বলন্ত তেলে জল পড়ায় সেই তেল ভর্তি হাঁড়ি হইতে আগুনের হল্কা হঠাৎ অনেক উঁচুতে লাফাইয়া উঠে। উপস্থিত সকলেই তখন ধরিয়া লয় ধর্মের জোর আছে বটে। তারপর "অধর্মের" নামে, "রাজার" নামে, শস্যের নামে, বৃষ্টির নামে, মেলার নামে, দেশের নামে—এই রকম নানা নামে আহুতি দেওয়া হয়। আহুতি দিবার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হল্কা যে পরিমাণে লাফাইয়া উঠে, আহুতি কালে সম্বোধিত সেই বিষয়টির সাফল্য বা অসাফল্যও তাহার দ্বারা নিরূপিত হয়। আহুতি দিবার জন্য কোন বাঁধাধরা তালিকা নাই, সমসাময়িক সমস্ত সমস্যা সম্পর্কেও এই আহুতি দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর যাবত এই অনুষ্ঠানে বর্তমান সরকার অর্থাৎ কংগ্রেস পার্টি পরিচালিত সরকারের নামেও আহুতি দেওয়া হইয়াছে। এমন কি একবার পাকিস্তানের নামেও আহুতি পড়িয়াছে। আহুতি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবার পর হাড়িতে যে পোড়া সরিষার তেল অবশিষ্ট থাকে, অনেকেই তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখে। নানারকম রোগ ও ব্যাধি, বিশেষতঃ পোড়া ঘা ইত্যাদির মহৌষধ হিসাবে স্থানীয় অধিবাসীরা এই তেল ব্যবহার করে। বালি ভর্তি সরাটি অনেক যত্নে আগুন হইতে সরাইয়া আনিয়া উত্তপ্ত সেই বালির উপর কিছু ধান, সরিষা, কলাই, যব, সুপারী, পান প্রভৃতি এই অঞ্চলে উৎপন্ন নানারকম শষ্যাদি দেওয়া হয়। উত্তপ্ত বালিতে যেটি পুড়িয়া যাইবে, সেই শস্য সেবারে অজন্মা হইবে বলিয়া লোকে মনে করে। আগুনে আহুতি দেওয়া হয় বলিয়া এবং ইহা হইতেই চলতি বছরের 'ধর্ম' বোঝা যায় বলিয়া উৎসবটি "আগুন বা ধর্মের আগুন" নামে অভিহিত করা হয়। "ধর্মের আগুন" সম্পর্কে এই অঞ্চলের লোকের মনে অগাধ বিশ্বাস। (আমাদের সংবাদদাতা শ্রীপার্বতী চরণ সরকার ধাওয়াইল থাকেন জানিয়া দূরের অনেকেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—এবার কোন শষ্য পোড়া গেল?) "ধর্মের আগুনের" উৎসবের সময় সোয়া সের বাতাসা লুট এবং পায়রা "বলি" দেওয়া হয়। বলি অর্থে পায়রা মারিয়া ফেলা হয় না। আহুতির সময় যে আহুতি দেয় সেই আহুতি সমাপ্ত হইবার পর "বলি"-টিকে নিজের বাড়ী লইয়া যায়।

কংসব্রত পূজার সময় প্রসাদরূপে ভক্তদের মধ্যে গাঁজা বিতরণ ও সেবন করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

গম্ভীরা পূজা

দাঁহল গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিববন্দনা উপলক্ষ্যে মহাধূমধামের সঙ্গে গম্ভীরা বা চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় লোকের মুখে শোনা যায় যে, এই উৎসবটি প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। গ্রামে একটি গম্ভীরা স্থান আছে, সেখানে একটি শিবলিঙ্গ আছে। চৈত্র সংক্রান্তির সাত দিন পূর্ব হইতে উৎসব শুরু হয় এবং সংক্রান্তির দিন শেষ হয়। শেষ দিনের চড়ক পূজায় ভক্তদের মধ্যে কোন এক জনের পিঠে বঁড়শী গাঁথিয়া তাহাকে উঁচু চড়ক গাছে ঝুলাইয়া ঘোরান হয়। এই দিন সাধ্য অনুযায়ী দরিদ্রভোজন করান হয়। প্রধানতঃ রাজবংশীরাই এই উৎসবের ভক্ত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে সমগ্র গ্রামে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

পীরের উৎসব

ধাওয়াইল গ্রামে প্রাচীন একটি পীরের আস্তানা আছে। পীরের নাম কুতুব শা পীর। পীরের আস্তানায় স্থানীয় জমিদার কর্তৃক প্রস্তুত একটি টালির ঘর আছে। সেখানে নবান্ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গ্রামবাসীগণ মাটির তৈরী ঘোড়া দেন এবং বাতি জ্বালাইয়া লাল কাপড়ের একটি নিশানা উড়াইয়া দেন। এই পীরের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে। মাঝে মাঝে তিনি নাকি দেখা দিতেন এবং অলৌকিক ক্ষমতাবলে পূর্বের সূর্যকে পশ্চিমে আনিতে পারিতেন। সাধারণতঃ তিনি একটি প্রকান্ড ঘোড়ায় চড়িয়াই যাতায়াত এবং চলাফেরা করিতেন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, মাত্র চারজন অনুচর সঙ্গে লইয়া তিনি এই দেশ জয় করিয়াছিলেন।

বাঁধনা

বাঁধনা কাস্তোড় গ্রামের সাঁওতালদের নিজস্ব জাতীয় উৎসব। বাঁধনা উৎসবের কোন নির্দিষ্ট তারিখ না থাকিলেও সাধারণতঃ মাঘ মাসেই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় আট-দশ দিন ধরিয়া চলে। প্রস্তুতি আরম্ভ হয় আরো সাত-আট দিন পূর্ব হইতে। উৎসবের প্রস্তুতি হিসাবে চাউল হইতে প্রচুর পরিমাণে দেশী মদ তৈরী করা হয় এবং পাঁঠা, শুয়োর, মুরগী, পায়রার বাচ্ছা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। উৎসবের প্রথম দিন পূজা স্থানে (জাহের থান?) আতপ চাউল, কলা, ধূপ, সিন্দুর প্রভৃতি দিয়া একটি পাঁঠা ও একজোড়া পায়রার বাচ্ছা বলি দেওয়া হয়। পূজাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মদ খাইয়া মাদল বাজাইয়া নাচগান শুরু করেন। এই আনন্দোৎসব একটানা দুই-তিন দিন ধরিয়া চলে। তৃতীয় দিনে লম্বা একটি বাঁশ পুঁতিয়া তাহাতে সিন্দুর লেপন করা হয়। তাহার পর সেই বাঁশটির সহিত লম্বা দাঁড়ি দিয়া একটি মহিষ বাঁধিয়া রাখা হয়। মাদল বাজাইয়া নাচগান করিতে করিতে সকলে মিলিয়া মহিষটিকে তাড়া দিতে থাকেন—মহিষটি তাড়া খাইয়া বাঁশের চারিদিকে ছুটিতে থাকে। মহিষটি যতো ছোটে সকলের আনন্দ ও উৎসাহ তত বেশী বৃদ্ধি পায়। এই অনুষ্ঠানের পর উৎসবটি সমাপ্ত হয়।

রামনবমী

রানীপুর গ্রামে রাম-সীতা মন্দিরে সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং বীর হনুমান সহ শ্রীরামচন্দ্রের পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরে উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। পূজার সেবায়েত সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের। পূজারী ব্রাহ্মণ; শাণ্ডিল্য গোত্র, পদবী চক্রবর্তী। নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে সাড়ম্বরে রাম-সীতার

পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং আট দিন ব্যাপী এই উৎসব চলে। প্রতি দিন স্থানীয় লোকেরা পেড়া, বাতাসা, ক্ষীর, দই এবং নানারূপ ফল দিয়া পূজা ও মানত দেন। উৎসবের কয়দিন গ্রামবাসীদের মধ্যে খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্ট হয় এবং প্রতিদিন অতিথি অভ্যাগত, অনাথ-আতুর ও সাধুসন্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেলা বিবরণী

কংসব্রত উৎসবের মেলা

প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় কংসব্রত উৎসব উপলক্ষ্যে ধাওয়াইল গ্রামে প্রায় পনের দিন ব্যাপী একটি বড় মেলা বসে। গ্রামের পূর্বদিকে প্রাচীন একটি বটগাছের নীচে প্রায় একশত বিঘা জমিতে এই মেলাটি বসে। উৎসবের সময় এইখানেই "ধর্মের আগুন" জ্বালান হয়, এবং যেহেতু এই "ধর্মের আগুন"-ই এই উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠান সেইহেতু মেলাটি "আগুনের মেলা" নামেও এই অঞ্চলে খ্যাত। মেলা বসিবার জমিটি পূর্বে জমিদারের ছিল, বর্তমানে ইহা স্থানীয় অধিবাসীদের মালিকাধীন। মেলায় বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

এই গ্রামে কংসব্রত উৎসব শুরু হইবার সময় হইতেই এই মেলাটিও বসিয়া আসিতেছে অর্থাৎ ইহাও প্রায় চারিশত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া দাবী করা হয়। গাজোল, বামনগোলা, মালদহ থানা এবং পশ্চিম দিনাজপুরের বংশীহারী ও ইটাহার প্রভৃতি থানা হইতে রাজবংশী, পলি, সাঁওতাল, মুসলমান প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রায় দশ সহস্র লোক এই মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। বহু জায়গা হইতে নানারকম জিনিসপত্র লইয়া বিক্রেতারাও আসে। উত্তর প্রদেশ হইতে কাপড়, কাশী হইতে পিতলের নক্সাকাটা বাসন-কোসন, পাঞ্জাবের কম্বল, ভাগলপুরের খাবার এবং মালদহ টাউন, মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর, পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর, রায়গঞ্জ, হরিরামপুর প্রভৃতি স্থান হইতে কাঠের জিনিষপত্র, মনিহারী, কৃষি-যন্ত্রপাতি, জুতা, কাপড়, বাক্স, সুটকেশ, মাটির তৈয়ারী জিনিষপত্র, মিষ্টান্ন ইত্যাদিও আসে। অস্থায়ীভাবে প্রস্তুত ঘরে প্রায় চারিশত দোকানপাট বসে। ইহা ছাড়া উন্মুক্ত স্থানে বহু বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালা বসেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, যাত্রা, কবিগান, আলকাপ গান এবং জুয়া ও লটারী খেলা হয়। নামকরা সার্কাস পার্টি এবং বহু খ্যাত কবিয়াল ও আলকাপ গায়ক এই মেলায় যোগদান করেন। মেলায় স্বত্ব লইয়া জমিদারের সহিত গ্রামবাসীদের বহু মামলা মোকদ্দমা হইয়াছে, সম্প্রতি গ্রামবাসীরাই এই মেলার স্বত্ব পাইয়াছেন।

গম্ভীরা পূজার মেলা

দহিল গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষ্যে গম্ভীরা স্থানের সংলগ্ন জায়গায় প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া একটি বড় মেলা বসিয়া আসিতেছে। মেলার জায়গাটি পূর্বে জমিদারের ছিল, বর্তমানে ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাস জমি। সাত দিন ব্যাপী এই মেলাটি এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ মেলা। আলতোর, কৃষ্ণপুর, রাণীপুর, আটিশা, কর্চাডাঙ্গা, হাটনগর, হরিপুর প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামগুলি হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী (প্রায় ২০,০০০?) এই মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে রাজবংশী, পলি, সাঁওতালরাই সংখ্যায় বেশী। পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। উল্লিখিত সমস্ত গ্রাম ও বামনগোলা, গাজোল, পাকুয়া প্রভৃতি স্থান হইতে মনিহারী, মিষ্টান্ন ও অন্যান্য নানাবিধ জিনিসপত্রের বিক্রেতারা আসেন। ছাউনীঘেরা এবং খোলা জায়গায় সবশুদ্ধ প্রায় তিনশত পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। এগুলির মধ্যে খাবার-দাবার এবং মনিহারী দোকানেরই সংখ্যা বেশী। এই মেলায় কৃষি যন্ত্রপাতি এবং গরু, ছাগল প্রভৃতি বিক্রয় হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, যাত্রা, আলকাপ গান প্রভৃতি ব্যবস্থা হয়। দহিল গ্রামেই যাত্রা ও মনসা ভাসনের দল আছে।

দুর্গাপূজার মেলা

রানীপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের দুর্গামন্দিরের সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর বিজয়া দশমীর দিন একটি মেলা বসে। মেলার জমি স্থানীয় জমিদারের এবং ইহা ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

আশেপাশের ছয়-সাতটি ইউনিয়ন হইতে মেলায় মোট প্রায় দুই সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্থানীয় সাঁওতালদের সংখ্যাই বেশী এবং নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। প্রধানতঃ হাঁটিয়া বা গরুর গাড়ীতেই যাত্রীরা আসেন।

স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন গাজোল এবং আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান ও দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যা ত্রিশ হইতে চল্লিশটি এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যা প্রায় দশ-বারটি ইহা ব্যতীত কাপড়চোপড়ের দোকান, বাঁশ, বেত ও মাটির তৈরী জিনিসপত্রের দোকান ও বই-ছবির দোকানপাট বসে।

বাইশহাজারী মেলা ও ছয়হাজারী মেলা

প্রাচীন পাণ্ডুয়া বা "হজরত পাণ্ডুয়া" নগরীর ধ্বংসাবশেষের "বড় দরগাহ্" নামে পরিচিত একটি সমাধি সৌধ আছে। এইটি বিখ্যাত হজরত শাহ্ জালাল তব্‌রিজি বা সৈয়দ মখদুম শাহ্ পীরের সমাধি।

"....He came from Tabriz, in Persia, and according to the historians spent a life of devotion in travelling over the eastern world. He is said to have come to Bengal from Delhi, but it is not known definitely where he died or where his tomb is situated. According to one account, it is at Sylhet: according to another, in the Maldive Islands. The supposed tomb at Pandua, and the shrine, are maintained from the income of the Bais Hazari Wakf Estate.

The estate is supposed by tradition to have been management of a matwalli and a committee, who allot the expenditure for the Urs, or anniversary of the saint, the illuminations, repairs to buildings, and educational grants."

[District Handbooks, Malda, 1951, by A. Mitra, p. 169]

এই দরগাহে মুসলমান ফকিরদিগকে প্রতিদিন আহার্য ও পানীয় দিয়া সেবা করা হয়। এই সমস্ত সেবাকার্যে এবং দরগাহ-রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার সাধন ইত্যাদি কার্যের জন্য বাইশ হাজার বিঘা পীরোত্তর জমি আছে। কথিত আছে পীর মখদুম শাহ স্বয়ং জমির মালিক ছিলেন। বাইশ হাজার বিঘা পীরোত্তর জমি আছে বলিয়া দরগাহটি "বাইশ হাজারী" নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই দরগাহ প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড নিমগাছ আছে; গাছটি সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে পীর সাহেবের দাঁতন হইতে এই গাছটি জন্মিয়াছিল। দরগাহ-র মধ্যে একটি জুম্মা মসজিদ আছে—সেটি ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান-আলি মুবারক তৈয়ারী করিয়াছিলেন। মসজিদের মধ্যে যেখানে জলাল তবরিজী বসিয়া উপাসনা করিতেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা উহার চারিদিকে রূপার বেষ্টনী-দ্বারা ঘিরিয়া দিয়াছিলেন। বর্তমানে অবশ্য উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। দরগাহ-র বাহিরে একটি চত্বর আছে, তাহার একপাশে একটি ডালিম গাছ আছে। বহু বন্ধ্যা নারী সন্তান কামনায় উহার ডালে ইঁট ইত্যাদি বাঁধিয়া মানত জানায়। দরগাহে-র মধ্যে পুঁথি মুবারক নামে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পীর জালাল তব্‌রিজী সাহেবের জীবনী সম্বলিত একখানি পুঁথি রক্ষিত আছে।

বড় দরগাহে-র প্রধান প্রবেশ দ্বারের পাশেই আর একটি দরগাহ আছে। ইহাতে বিখ্যাত ফকির নূর কুতুব-উল-আলম এবং আলা-উল-হক এর সমাধি আছে। আলা-উল-হক গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত সাদুল্লাপুরের পীর শেখ আখি সিরাজউদ্দিন সাহেবের শিষ্য ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত ফকীর নূর কুতুব-উল-আলম্‌ রাজা গণেশের সমসাময়িক ছিলেন। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই দরগাহ-টি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ্‌ শাহ্‌ কর্তৃক নির্মিত বলিয়া মনে হয়। দরগাহে-র পশ্চিমদিকে অবস্থিত প্রাচীন একটি একতলা বাড়ি "চিল্লিখানা" নামে পরিচিত। শোনা যায় এই স্থানে পীর কুতুব শাহ্‌ উপাসনা করিতেন। দরগাহ-র প্রাঙ্গণে "কাজীনূর মসজিদ"-এর ভগ্নাবশেষ এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। দরগাহ-র উত্তরদিকে প্রাচীরের বাহিরে ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপ খনন করিয়া বিচিত্র কারুকার্য খচিত চতুষ্কোণ কষ্ঠি পাথরের স্তম্ভ এবং উজ্জ্বল পাথরের টুকরো টাকরা পাওয়া গিয়াছে। গোলাকার কয়েকটি কালো পাথরের আসনও সেখানে পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানে "মুরিদ-খানা" নামে প্রাচীন একটি জীর্ণ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। শোনা যায়, মুসলমান আধিপত্যের আমলে এখানেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণেচ্ছুক হিন্দুদিগকেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। রাজা গণেশের পুত্র যদুও নাকি এইখানেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ছোট দরগাহ-র তিনটি গম্বুজ আছে, একটি ভাঙ্গা সামনে প্রাচীর বেষ্টিত পুকুর। আর, দরগাহ্‌-র প্রাঙ্গণে বহু কবরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক পাথরের উপর হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। ছোট দরগাহ্‌-টির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ছয় হাজার বিঘা পীরোত্তর জমি আছে; এইজন্য একটি "ছয় হাজারী দরগাহ্‌" নামেই প্রসিদ্ধ।

"বাইশ হাজারী দরগাহ"-এ মুসলমান চান্দ্রমাস ১৭ই রজব হইতে ২২শে রজব পর্যন্ত এবং "ছয় হাজারী দরগাহ"-তে ৮ই শবন হইতে ১৪ই শবন পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক মুসলমান ফকির, মোল্লা ও জনসাধারণের সমাবেশ হয়। এই সময় ইহাঁরা সকলেই দরগাহ-তে ফতিহা উৎসব করেন। এই দুইটি সমাবেশ "বাইশ-হাজারী মেলা" এবং "ছয়-হাজারী মেলা" নামে পরিচিত। এই উপলক্ষ্যে ভোজ এবং উৎসব হয়। সমস্ত ব্যয় পীরোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে নির্বাহ করা হয়। বাংলা দেশে মুসলমান সমাবেশের দিক হইতে এই মেলা দুইটি বৃহত্তর জন-সমাবেশ।

[উপরিউক্ত বিবরণী পূর্ব রেলপথ কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" ১ম খন্ড (১৯৪০) পুস্তক হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।]

সব্‌-এ-বরাতের মেলা

প্রতি বৎসর পাণ্ডুয়া গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের সব্‌-এ-বরাত উৎসব উপলক্ষ্যে শাহ-মখদুম জালাল পীর সাহেবের দরগাহ সংলগ্ন দুই-তিন বিঘা পীরোত্তর জমির উপর সাত দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সাত-আট শত বৎসরের প্রাচীন। প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। মেলায় চার-পাঁচ শত যাত্রী আসেন। তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় গ্রামগুলি ব্যতীত পূর্ণিয়া ও উত্তর প্রদেশ হইতেও কিছু যাত্রী ট্রেণযোগে এই মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ পুরাতন মালদহ এবং গাজোল হইতে মিষ্টান্নদ্রব্য লইয়া আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় এক শত। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া মাটির, পিতলের, কাঁসার বাসন-কোসন, বই-ছবি, কাপড়-চোপড় প্রভৃতির দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সত্য-পীরের গান, সার্কাস, ম্যাজিক প্রদর্শনী ও নাগরদোলা খেলা হয়। গ্রামেই সত্য পীরের গানের দল আছে।

বামনগোলা থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ ফরিদপুর।১৬।৩০৭·৩৮।১২৭।৩৭৩

(ক) রাজবংশী, সাঁওতাল ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল স্টেশন বুলবুলচন্ডী হইতে মোটর বাস।

(ঘ) চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা পূজা এবং তৎসহ কালীপূজা হয়।

(ঙ) গম্ভীরার মেলা। ১লা বৈশাখ। এক দিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) মাটির দেয়াল এবং খড়ের ছাউনী বিশিষ্ট একটি গম্ভীরা ঘরে শিবলিঙ্গ আছে। এক খণ্ড পাথরকে কালী জ্ঞানে পূজা করা হয়।

সাহেবদীঘি এবং কণাদীঘি নামে গ্রামে দুইটি বড় দীঘি আছে।

শ্রীঅন্নদা চরণ দাশ, শিক্ষক,
ফরিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বামনগোলা, মালদহ।

২। গ্রামঃ গোবিন্দপুর।২১।৫৪৮·৫২।৬৬।৩০৯

(ক) রাজবংশী, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বুলবুলচন্ডী রেল স্টেশন হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তা। বর্ষার সময় গ্রামের এক মাইল দূর দিয়া নদীপথেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিনে লক্ষ্মীপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা পূজা ও তৎসহ কালীপূজা। গম্ভীরা উৎসবটি খুবই প্রাচীন। কালীর কোন মূর্তি নাই, ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। পূজার সময় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) লক্ষ্মীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে এক দিন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে লক্ষ্মী মণ্ডপ ও শিবলিঙ্গ আছে।

শ্রীরমনী কান্ত ঝা, শিক্ষক,
গোবিন্দপুর, পোঃ বামনগোলা, মালদহ।

৩। গ্রামঃ গোয়ালজই।৬১।২০৭·৩৬। (লোক বসতি নাই)
কসবা।৪৫।৬৮১·৩৪।১৮৮।১,০৫৮

(ক) রাজবংশী, মাহাতো, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল স্টেশন গ্রাম হইতে কুড়ি মাইল দূরে এবং দেড় মাইল দূরে মোটর বাস পাওয়া যায়। এক মাইল দূরে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা ও কালীপূজা। কালীপূজাটি প্রায় একশত পাঁচ বৎসরের প্রাচীন। চড়কপূজা উপলক্ষ্যে কিছুদিন পূর্বেও কোন কোন ভক্ত পিঠে লোহার কাঁটা ফুঁড়িয়া চড়ক গাছের সহিত ঘুরিত। ইহা দেখিতে বহু লোক সমাগম হইত। বর্তমানে এই প্রথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চড়কগাছটি এখন পুকুরে জলের নীচে রাখা আছে, আর তোলা হয় না।

(ঙ) ×

(চ) মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাউনী বিশিষ্ট কালীর মন্দির। কালীর নিত্য পূজা হয়। ঐ মন্দিরে মশানকালী, চামুণ্ডা, অগ্রদানী, সন্ন্যাসী, বড় মাতাজী, ছোট মাতাজী, মহামায়া, শিব প্রভৃতি আর ষোলটি দেবদেবী আছে।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সরকার, শিক্ষক,
ধর্মডাঙ্গা ম্যানেজ্‌ড্ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বামনগোলা, মালদহ।

৪। গ্রামঃ বেরুল।৬৩।২৮২·৩২।৪৩।২৫২

(ক) রাজবংশী, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁচা রাস্তা। টাঙ্গন নদীপথে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গম্ভীরা পূজা, মাঘ মাসে কালীপূজা, বাসুকীপূজা। গম্ভীরা পূজাটি প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। শিবমন্দির আছে। উৎসবের তিন দিন পূর্বে ঘট স্থাপন পূর্বক শিব-পূজা ও গম্ভীরা উৎসব পালন করা হয়।

(ঙ) গম্ভীরা পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে এক দিন। মেলাটি প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

বুড়া পীরের উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা। বুড়া পীরের দরগাহের নিকট স্থানীয় জমিদারের প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে।

(চ) শীতলা ও মনসার স্থান আছে এবং পূজা হয়। বুড়া পীর এবং জঙ্গল পীরের দরগাহ আছে।

শ্রীমনোহর শিকদার, শিক্ষক,
বেরুল, মালদহ।

৫। গ্রামঃ বামনগোলা (মৌজা—বামনগ্রাম)।
৯২।৩০০·৩৬।১২৯।৬৪৮

(ক) কুমার, হাড়ী, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) মালদহ হইতে গাজোল হইয়া মোটর বাসে পঁচিশ মাইল এবং বুলবুলচন্ডী রেল স্টেশন হইতে মোটর বাসে আঠার মাইল। বর্ষার সময় টাঙ্গন নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গম্ভীরা উৎসব ও কালীপূজা।

(ঙ) গম্ভীরার মেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এক দিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) মাটির দেয়াল ও খড়ের চাল বিশিষ্ট দুইটি পৃথক ঘরের একটিতে শিবলিঙ্গ ও অপরটিতে একটি প্রস্তর খন্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রস্তর খন্ডটি কালীরূপে পূজিত।

গ্রামটি খুবই প্রাচীন। গত শতাব্দী পর্যন্ত বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল।

শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাতো,
ও
শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ, শিক্ষক,
পোঃ বামনগোলা, মালদহ।

Bamangola—The headquarters of a police station in the north eastern corner of the district. The village of Bamangola is situated on the Tangan river and about 10 miles east of Gajol with which it is being connected by a first class district highway. Bamangola is an ancient village and the whole thana was very prosperous up to the 19th century. Along the southern border of the thana lies an ancient high embankment striking due east from Pandua proceeding towards Ghoraghat (now in Rajshahi district). The entire length of this embankment is studded with large and small tanks. The entire embankment was evidently a highway in Hindu and Muhammadan times, such as Minhaj-i-Siraj speaks of in his Tabakat-i-Nasiri.

[District Handbooks, 1951, Malda, by A. Mitra, p. lxxxi]

৬। গ্রামঃ বারিন্দা।৯৫।৫২৪·৬৭।৬৫।২৯৬

(ক) দেশী, সাঁওতাল, চামার।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বামনগোলা হইতে মোটর বাস ধরিতে হয়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে শনিবার মহামায়া পূজা।

(ঙ) মহামায়া পূজার মেলা। বৈশাখ মাসের শেষ শনিবার। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) একটি কালীস্থান আছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাতো,
রাখালপুর, বামনগোলা, মালদহ।

৭। গ্রামঃ বাশড়া।১০৪।২২৮·১৬।৩৬।১৯৮

(ক) দেশী, তুরী, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) বামনগোলা হইতে মোটর বাস ধরিতে হয়।

(ঘ) চৈত্র মাসে গম্ভীরা পূজা এবং চামুন্ডা কালীর পূজা। গম্ভীরা পূজাটি প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে শিব মন্দিরে উৎসবের তিন দিন পূর্বে ঘট স্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ হয়।

(ঙ) চামুন্ডা পূজার মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শিবমন্দির, কালীমন্দির এবং শীতলা ও জগন্নাথের স্থান আছে।

চামুন্ডা দেবী বাঁশুড়ানী নামে পরিচিতা। উপরোক্ত বাঁশুড়ানী নাম হইতেই গ্রামের নাম বাশড়া হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাতো, শিক্ষক,
রাখালপুকুর, বামনগোলা, মালদহ।

৮। গ্রামঃ সিমলা।১২৬।৩১৫·৯৮।৫৫।২৫৮

(ক) রাজবংশী, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) তিন মাইল দূরে পাকুয়াহাট হইতে মোটর বাস। পাকুয়াহাট হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে বুলবুলচন্ডী রেল স্টেশন।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা, তারাকালী পূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা ও চড়ক পূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচ দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শিবমন্দির ও দুর্গামন্ডপ আছে।

শ্রীসত্যগোপাল রায়, শিক্ষক,
সিমলা ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
সিমলা, মালদহ।

গম্ভীরা পূজা

ফরিদপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। সংক্রান্তির তিন-চার দিন পূর্ব হইতেই উৎসব শুরু হয় এবং সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে। সাত দিন পূর্ব হইতে প্রত্যহ শিবের মাথায় ফুল ও জল দিয়া পূজা করা হয়। মিষ্টান্ন, তেল-সিন্দুর এবং সোনার অলংকার ইত্যাদি মানত দেওয়া হয়। মানত হিসাবে পাঁঠা ও পায়রা বলিও দেওয়া হয়। উৎসবের প্রধান সেবায়েত জনৈক রাজবংশী, পূজারী ব্রাহ্মণ।

বামনগোলা গ্রামে প্রতি বৎসর বিশেষ ধুমধামের সহিত গম্ভীরা ও তৎসহ কালীপূজা হইয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইহা শিব-কালী পূজা বা গম্ভীরা উৎসব নামে খ্যাত। পূজাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন এবং পূজার নির্দিষ্ট কোন তারিখ না থাকিলেও উৎসবটি বৈশাখ মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম তিন দিন সাধারণভাবে পূজা হইবার পর চতুর্থ দিন ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া এবং মানতের পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি বলি দিয়া পূজা শেষ করা হয়। পূজাটি এই অঞ্চলের একটি সর্বজনীন জনপ্রিয় উৎসব। প্রায় এক মাস পূর্ব হইতে গ্রামবাসীরা প্রত্যহ নানারকম সঙ্ সাজিয়া দেবতার নামে ছড়া কাটিয়া নৃত্যগীত সহকারে আমোদ আহ্লাদে মত্ত হয়।

চামুণ্ডাপূজা ও শিবের গাজন

বাশড়া গ্রামের চামুণ্ডা পূজা (বাঁশুড়ানী চামুণ্ডা) বহুদিনের প্রাচীন। গ্রামে মাটির দেয়াল ও খড়ের চাল বিশিষ্ট দেবীর একটি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে দেবীর চামুণ্ডামূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বাশড়া গ্রামের এই চামুণ্ডা সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনুমান প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত নদীর ধারে রাখাল বালকেরা গরু চরাইত এবং খেলাধুলা করিত। তাহারা খাল ডোবা প্রভৃতি হইতে গামছা বা কাপড় দিয়া মাছ ধরিয়া রান্না করিয়া খাইত। এক দিন জনৈক রাখাল বালক মাছ ধরিবার কালে নদীতে একটি খোলার মতো জিনিস ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া, উহা তুলিয়া আনে। তাহার পর খেলাধুলা করিবার সময় সে ঐ খোলাটিকে মুখোস হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু খেলাধুলার শেষে সে আর কিছুতেই মুখোসটিকে খুলিতে পারে না। অন্যান্য বালকেরা টানাটানি করা সত্ত্বেও মুখোসটি খোলেনা। গ্রামে ফিরিয়া গিয়া গ্রামবাসীগণের চেষ্টাতেও কিছু হয় না। সেই রাত্রে দেবী স্বপ্নাদেশ দিয়া বলেন, "আমি চামুণ্ডা, আমার নাম বাঁশুড়ানী, আমাকে পূজা দিলে মুখোস খুলিবে।" পরদিন সকালে গ্রামবাসীগণ এই খবর পাইয়া একটি স্থানে বালকটিকে লইয়া গিয়া সকলে মিলিয়া চামুণ্ডার পূজা দেন। মুখোস খুলিয়া যায় এবং সেই হইতে গ্রামে চামুণ্ডার পূজা প্রচলিত হয়।

১লা চৈত্র হইতে শুরু করিয়া সমগ্র চৈত্র মাস ধরিয়া বিশেষ ধুমধামের সহিত শিবের গাজন ও চামুণ্ডা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় প্রত্যহ গ্রামবাসীগণ নানারকম সঙ্ সাজিয়া, দেবীর নামে ছড়া কাটিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নৃত্য-গীত করেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন দেবীর মহোৎসব ও পূজা হয়। ইহা ছাড়া চৈত্র মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার এবং আষাঢ়, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ মাসে আরো তিনবার দেবীর পূজা হয়। দেবীর প্রধান সেবায়েত দেশী সম্প্রদায়। পূজারী বারেন্দ্র শ্রেণীর চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণ। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হয়।

"ভ্রূকুটিকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।।
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম পরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্ন রক্তনয়না নাদাপুরিতদিমুখা।।"

দেবীর নিকট সোনা-রূপার অলংকার, চামর, খড়্গ, শাড়ী, পাঁঠা, পায়রা, দুধ, ক্ষীর, কলা এমন কি লাইট (পেট্রোমাক্স), চাঁদোয়া, জমিজমা পর্যন্ত মানত দেওয়া হয়।

দেবীর নিত্য পূজাদির জন্য আটত্রিশ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি আছে—তাহার দ্বারাই সাধারণভাবে দেবী পূজার খরচ নির্বাহ করা হয়, কিন্তু বর্তমানে এই জমির মালিকানা লইয়া বিরোধ হওয়ায় পূজার খুব অসুবিধা হইয়াছে।

স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, পূজার সময় দেবী কোন নির্দিষ্ট ভক্তের উপর "ভর" করেন এবং তাহার মুখ দিয়া গ্রামবাসীদের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে নানারূপ "আদেশ" দেন। এই সময় হিন্দু গ্রামবাসীরা এমন কি মুসলমানরাও নিজেদের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে কামনা জানাইয়া মানত দেন।

চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব দিন নির্দিষ্ট একজন ভক্ত মড়ার মাথা আনিয়া দেবীর পূজা দেন। তাহার পর প্রচুর মদ পান করিয়া তিনি সেই মড়ার মাথা লইয়া উন্মত্তের মতো নাচ-গান করেন। মাথাটিকে পরে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। মড়ার মাথাটিকে "মাণিক" বলা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক অনুষ্ঠিত হয়।

মহামায়ার পূজা

বারিন্দা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ শনিবার মহামায়ার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে মাটির দেয়াল ও টিনের চাল দেওয়া একটি ঘর বা মন্দিরে চতুর্ভূজা সিংহবাহিনী মহামায়ার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১লা বৈশাখ হইতেই উৎসব শুরু হয়। গ্রামবাসীরা নানা রকমের সং সাজিয়া এই দিন হইতে সমগ্র বৈশাখ মাস ধরিয়া দেবীর নামে ছড়া কাটিয়া নৃত্যগীত করেন। শেষ শনিবার ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করা হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস এই দিন দেবী মহামায়া নির্দিষ্ট কোন ভক্তের উপর "ভর" করেন এবং তাহার মুখ দিয়া গ্রামবাসীদের মঙ্গল অমঙ্গল সম্পর্কে নানা রকম "আদেশ" দেন। উক্ত ভক্ত মারফৎ গ্রামবাসীরা দেবীর নিকট সুখ-শান্তি ও রোগ মুক্তির কামনা জানান এবং দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া মানত করেন। পাঁঠা, পায়রা, প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়। স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীরাও অনেকে দেবীর নিকট মানত করেন। পূজান্তে সর্বজনীনভাবে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গম্ভীরা পূজার মেলা

গম্ভীরা এবং চড়কপূজা উপলক্ষ্যে ফরিদপুর গ্রামের পূর্বপ্রান্তে প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ জমিতে ১লা বৈশাখ এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। উৎসবটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন হইলেও মেলাটি মাত্র একশত বৎসরের প্রাচীন। গোবিন্দপুর, মদনাবতী, ইসাকপুর, তেঁতুলমোড়া, বাহেরপুর, পাকুয়াহাট, বামনগোলা প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়ন হইতে এই মেলায় প্রধানতঃ রাজবংশী, পলি ও সাঁওতাল এবং কিছু কিছু মুসলমান সহ প্রায় পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয়। পুরুষের সংখ্যা বেশী। মিষ্টান্ন, মনিহারী, ফলমূল, শাকসব্জী, পান, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, কৃষি যন্ত্রপাতি, ধামা, কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা প্রভৃতি জিনিষপত্রের প্রায় আশীখানি দোকানপাট বসে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভিখাহারা গ্রাম হইতে বাঁশের তৈরী জিনিষপত্রও কিছু কিছু আসে। মেলায় কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, আলকাপ গান, লটারী প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। এইগুলির মধ্যে আলকাপ গানের জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক এবং প্রতি বৎসর এই মেলায় অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টি আলকাপ গানের দল আসে।

বামনগোলা গ্রামে বৈশাখ মাসে গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষ্যে এক দিনের জন্য গম্ভীরা পূজা প্রাঙ্গণ সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত যাত্রী আসেন। খাবার ও মনিহারী প্রভৃতির বারখানি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। গম্ভীরা গান ইত্যাদি হয়।

বেরুল গ্রামে বৈশাখ মাসে গম্ভীরা পূজা উপলক্ষ্যে এক দিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রায় তিনশত যাত্রীর সমাগম হয় এবং দশ-বারো খানি দোকানপাট বসে। আলকাপ গানের ব্যবস্থা হয়।

চামুন্ডা পূজার মেলা

বাশড়া গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে চামুন্ডা পূজা উপলক্ষ্যে দেবোত্তর জমির উপর এক দিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। আশেপাশের বিশ-পঁচিশটি গ্রাম হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় সাড়ে তিন হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। আইহো, পাকুয়া, বুলবুলচন্ডী প্রভৃতি স্থান হইতে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, ধামাকুলো প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদ উপলক্ষ্যে মেলায় কবিগান, পাঁচালী প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সিমলা গ্রামে দুর্গামণ্ডপ প্রাঙ্গণে পাঁচ দিন ব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রধানতঃ রাজবংশী, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রায় আট-নয় শত নরনারী এই মেলায় আসেন। পাকুয়াহাট প্রভৃতি স্থান হইতে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড় ইত্যাদির প্রায় বিশ খানি দোকানপাট বসে। মেলায় কবিগান, যাত্রা প্রভৃতির আয়োজন হয়।

মহামায়া পূজার মেলা

বারিন্দা গ্রামে বৈশাখ মাসের শেষ শনিবারে মহামায়া পূজা উপলক্ষ্যে দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমিতে এক দিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় চার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। খাবার-দাবার, মনিহারী প্রভৃতি প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, পাঁচালী ও অন্যান্য গান-বাজানার আয়োজন করা হয়।

লক্ষ্মীপূজার মেলা

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে গোবিন্দপুর গ্রামে লক্ষ্মীতলায় প্রায় তিন বিঘা জমিতে এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। গোবিন্দপুর ও পলাশবাড়ী ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান প্রায় এক হাজার যাত্রী মেলায় আসেন। ভিখাহারা, পাকুয়া, চেঁচরা, খোকসানপুর, মহেশপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানারকম জিনিসপত্র লইয়া বিক্রেতারা আসেন। প্রায় আশিখানি দোকানপাট বসে। উহার মধ্যে খাবার, মনিহারী, তরিতরকারী প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদ-প্রমোদের জন্য সাধারণতঃ কবিগান ও কীর্তনের আয়োজন করা হয়।

মালদহ

মালদহ—কলিকাতা হইতে ২০৭ মাইল দূর। স্টেশন হইতে মহানন্দা পার হইয়া মালদহ শহরে পৌঁছিতে হয়। মালদহের পুরাতন নাম ইংরেজ বাজার। পুরাতন মালদহে যখন রেশমের আড়ং ছিল তখন ইংরেজ ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই স্থানে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কুঠি তথা হইতে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। কুঠির চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়া সুরক্ষিত ছিল; ইহা এখন আদালত ও সরকারী দপ্তররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ওলন্দাজ ও ফরাসীরাও এখানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানরা রাজ্য হারাইলে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা এই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া ইংরেজ বাজার ক্রমশঃ জেলার সদর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।...... বর্ষাকালে মহানন্দার জলোচ্ছ্বাস হইতে শহর রক্ষা করিবার জন্য নদী তীর দিয়া একটি উচ্চ বাঁধ আছে। মহানন্দা মালদহ জেলার প্রধান নদী। মহানন্দার প্রাচীন নাম নন্দা বা অপরনন্দা। মহানন্দা প্রাচীন নদী। মহাভারতে কৌশিকী নদীর পর নন্দা ও অপরনন্দা নামক দুইটি নদীর উল্লেখ আছে। মহানন্দা তাহাদের অন্যতম। মালদহ কত দিনের প্রাচীন স্থান তাহা বলা কঠিন। রামায়ণে মলদ ও করুষ নামে দুইটি স্থানের নাম আছে। কথিত আছে, তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাতে এস্থান দুইটি মনুষ্যহীন হইয়া যায়। অর্থাৎ অনার্যদের উৎপাতে এস্থানের আর্য্যদের উপনিবেশ বিনষ্ট হইয়াছিল। পৌরাণিক ভূগোলেও মলদ বা মালদ রাজ্যের নাম আছে। মালদহের সহিত এই মলদ রাজ্যের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই।

মালদহের রেশম-শিল্প জগদ্বিখ্যাত। গৌড়ের হিন্দু রাজাদের সময়ও এখানকার পট্টবস্ত্র প্রসিদ্ধ ছিল এবং সপ্তগ্রাম, ঢাকা ও সুবর্ণ গ্রামে রপ্তানী হইত। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে শেখ ভীক্ নামে মালদহী বস্ত্রের ব্যবসায়ী তিন জাহাজ রেশমী কাপড় লইয়া রুশিয়ায় যাত্রা করিয়াছিল, তাঁহার দুইটি জাহাজ ইরাণীয় উপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল।

মালদহে গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠিত একটি এগরিকালচারাল ফার্ম আছে।

মালদহ শহরের মধ্যে দর্শনীয় স্থান হইতেছে—রিয়াজ-উস্-সলাতীন প্রণেতা গোলাম হুসেনের কবর, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ও জহুরতলা থান নামে পরিচিত প্রাচীন শক্তিপীঠ প্রভৃতি। মালদহের চিত্রশালায় বরেন্দ্র ভূমি হইতে সংগৃহীত বহু প্রস্তর মূর্তি ও শিলালিপি প্রভৃতি রক্ষিত আছে। অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। মালদহ শহরে একটি বড় মসজিদ আছে। উহা আকবরের রাজত্বকালে জনৈক ধনী বণিক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

মালদহ পূর্বে শাক্ত প্রধান স্থান ছিল। এস্থানে মঙ্গলচণ্ডী, কালী ও সর্বমঙ্গলা দেবীর পূজার বেদী সর্বত্র দেখা যাইত এবং বাশুলি, মশান-চামুণ্ডা প্রভৃতি অনেক পিশাচ-দেবতার পূজা হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মালদহ জেলার অনেকেই বৈষ্ণব মত অবলম্বন করিয়াছেন। এখন মালদহকে একটি বৈষ্ণব প্রধান স্থান বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী মালদহে আসিয়াছিলেন।

মোক্দুম্ শাহ, কুতুব শাহ ও পিরাণপীর (আখিসেরাজ) এই তিনজন পীর মালদহে বিশেষ বিখ্যাত। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ইঁহাদের বিষয়ে নানারূপ গল্প ও কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। গল্প আছে, মোকদুম শাহ বাঘের উপর চড়িয়া বেড়াইতেন এবং খড়ম পায়ে দিয়া নদী পার হইতেন।

মালদহের "গম্ভীরা" নামক লোক সঙ্গীত জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহার প্রচলন আছে। সাধারণতঃ বৎসরের শেষে চৈত্র মাসের শেষ তিন দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি সামিয়ানার নীচে শিবের মূর্তি স্থাপন করিয়া এই উৎসব পালিত হয় এবং বিগত বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী নৃত্য, গীত ও অভিনয় সহযোগে সমালোচিত হয়। দিনাজপুর অঞ্চলের শিব ভক্ত বাণরাজা এই উৎসব প্রচলন করেন বলিয়া কথিত। পূর্বে হিন্দু ও মুসলমানগণের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গম্ভীরা রচিত হইত। রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরে সমসাময়িক সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এই সঙ্গীতের বিষয়ীভূত হইয়াছে।"

[বাংলায় ভ্রমণ (১ম খন্ড), পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত, পৃঃ ২৯১-২৯৪]

'পুরাতন মালদহ :

"এই স্থানটি মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর মিলন স্থলে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন সহর এবং ইহা ইংরেজবাজারের প্রায় দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত ইঁটের দ্বারা এই সহরের ঘর-বাড়ীগুলি নির্মিত। ধনবত্তার জন্য সম্ভবতঃ ইহার নাম মালদহ হইয়াছে। এই স্থানের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে কিংবদন্তী শুনা যায় যে, প্রাচীন কালে ঐশ্বর্যের খ্যাতি শুনিয়া জনৈক ব্যবসায়ী একলক্ষ টাকার পারা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কেহ উহা কিনিল না দেখিয়া নানাপ্রকার মন্তব্য করিয়াছিল। জন্মভূমির অগৌরব হয় দেখিয়া, এক ধোপানী সমস্ত পারা কিনিয়া উহা জলাশয়ে ঢালিয়া দিয়াছিল। তদবধি পুরাতন মালদহের সন্নিকটবর্তী একটি পুষ্করিণীকে 'পারা ঢালা পুকুর' বলা হইয়া থাকে। এককালে এইস্থানে যে মুসলমান প্রভাব বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ জুমা বা জামি মসজিদ, ফুটি মসজিদ এবং চালিশাপাড়া বা বোনামালতী মসজিদ আজিও বর্তমান আছে। তৎপূর্বে এই স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বর্তমান ছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে স্থানীয় বণিকগণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবর-নামায় উল্লেখ আছে, প্রাচীনকালে এই স্থান এবং তৎসংলগ্ন সাহাপুর গ্রাম রেশম ও কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৬২০-২১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ এজেন্ট কর্তৃক লিখিত পত্রে দোপাট্টা, সুজনী প্রভৃতি বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

এইখানে তারাপুর নামক স্থান এবং সেই স্থানের সিংহ-বাহিনী মূর্তিটি অতি পুরাতন বলিয়া জানা যায়। এখনও ইঁহার পূজা যথারীতি হইয়া থাকে।

[গৌড় ও পান্ডুয়াঃ শ্রীকালীপদ লাহিড়ী, পৃঃ ৭৫-৭৬]

জামি মসজিদ

"ইহা মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমস্থলে পুরাতন মালদহের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহাকে কেহ কেহ জুমা মসজিদও বলিয়া থাকে। আকবরের রাজত্ব সময়ে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদটি ৭২ ফুট লম্বা এবং ২৭ ফুট চওড়া। ইহার দুইটি গম্বুজ, দুইধারে দুইটি ঘর এবং সামনের দিকে একটি দরজা আছে। আংশিক ইঁট এবং আংশিক পাথর দ্বারা ইহা নির্মিত।"

[গৌড় ও পান্ডুয়াঃ শ্রীকালীপদ লাহিড়ী, পৃঃ ৭২-৭৩]

"ইংরেজবাজার শহর হইতে দক্ষিণে যে পথ কানসাট অভিমুখে গিয়াছে, ঐ পথের তিন চার মাইল অতিক্রম করিলেই গৌড় নগরীর সীমানা আরম্ভ হয়। ঐ স্থান হইতে পশ্চিমে তিন মাইল অতিক্রম করিলে সাদুল্লাপুরের প্রাচীন ভাগীরথীর স্নানের ঘাট, বল্লালভিটা ও বড়সাগরদীঘি পাওয়া যায়।......... ইহাদের কাছেই দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির। বড় সাগরদীঘির ধারে মখদুমশেখ অখি সিরাজউদ্দিন নামক একজন সাধকের সমাধি আছে। সুলতান হুসেন শাহ নির্মিত একটি ফটক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই হুসেন শাহের পুত্র ও নসরৎ শাহের অনুজ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মহমুদশাহ নির্ম্মিত জান মিয়ার মসজিদ্।

পিয়াসবাড়ী হইতে দক্ষিণদিকে যে রাস্তা গিয়াছে উহা দিয়া প্রায় আধ মাইল পথ গেলে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হওয়া যায়। এই গ্রামের প্রবেশ পথেই প্রসিদ্ধ রূপসনাতন-সেবিত মদনমোহনের ঠাকুরবাড়ী ও কেলি কদম্ব বৃক্ষ।

মদনমোহন মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে কেলি কদম্ব বৃক্ষ। একটি বেদীর মধ্যে চারিটি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তম্মধ্যে দুইটি তমাল ও দুইটি কদম্ব। একটি তমাল বৃক্ষ অত্যন্ত বৃহৎ। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আসিয়া ইহারই ছায়ায় বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। বৃক্ষটির নিম্নে একখানি নাতিবৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরখন্ড রক্ষিত আছে। উহার অঙ্গে শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন অঙ্কিত। শ্রীচৈতন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন রামকেলিতে এই বৃক্ষ মূলে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদচিহ্ন, মদনমোহন বিগ্রহ, রূপসনাতনের বাসাবাড়ী, রূপ গোস্বামী খনিত রূপ-সাগরদীঘি এবং জীব গোস্বামী দ্বারা খনিত শ্যামকুন্ড, রাধা-কুন্ড, ললিতাকুন্ড ও বিশাখাকুন্ড নামক পুস্করিণী আছে বলিয়া রামকেলি বৈষ্ণবের পরম পবিত্র তীর্থ। এইহেতু রামকেলির অপর নাম 'গুপ্ত বৃন্দাবন'। এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের দিন স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের সুবৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। রূপসাগর দীঘিটি বৃহৎ, কিন্তু কুন্ডগুলি ক্ষুদ্র। এ সকল জলাশয়েই কুম্ভীর আছে।

রূপসাগরের নিকটে দক্ষিণ দিকে বড়সোনা মস্জিদ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। ইহা বারদুয়ারী নামেও প্রসিদ্ধ।

মস্জিদের উত্তরাংশে মহিলাদের বসিবার জন্য উচ্চ মঞ্চ এখনও বর্ত্তমান আছে।

এই মস্জিদের সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি জলাশয় আছে, তাহাতে পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে। ঐতিহাসিকরা বলেন, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এই মসজিদের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মস্জিদটি নসরৎশাহের সৌন্দর্য্য বোধ ও শিল্পানুরাগের সম্যক পরিচায়ক। রাভেন্শ ইহাকে গৌড়ের সর্বোৎকৃষ্ট হর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আদিনা—কলিকাতা হইতে ২১৪ মাইল। এই স্থানে নামিয়া মুসলমান যুগের বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজধানী পান্ডুয়ায় যাইতে হয়। স্টেশন হইতে সুবিখ্যাত আদিনা মস্জিদ প্রায় তিন মাইল দূরে। ইংরেজ বাজার হইতে সরাসরি মোটর গাড়ী করিয়া নদী পার হইয়া, পুরাতন মালদহ হইয়া আদিনায় যাওয়া যায়। পুরাতন মালদহ হইতে দূরত্ব মাত্র ৬ মাইল। আদিনা স্টেশনে নামিয়া পদব্রজে বা গোরুর গাড়ীতে পান্ডুয়া দেখিয়া আসাই সুবিধা।.........

ইহার তিন দিকের ছাদ ও গম্বুজ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম দিকের ধ্বংসাবশেষ এখনও সগর্ব্বে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহা হুগলীর ইমামবাড়া ও মুর্শিদাবাদের কাটরা মস্জিদ অপেক্ষাও বড়। মসজিদটি ৫০০ ফুট লম্বা ও ৩০০ ফুট চওড়া এবং ৬০ ফুট উচ্চ। এরূপ বিশাল মস্জিদ ভারতের অন্য কোথাও আর নির্ম্মিত হয় নাই এবং পৃথিবীতে খুব অল্পই আছে। ফারগুসানের মতে দামাস্কাসের প্রসিদ্ধ ও বিরাট জুম্মা মস্জিদের মাপে ও অবিকল অনুকরনে এই মস্জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বাংলার মুসলমান যুগের স্থাপত্য শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

স্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখে শুনা যায়, পূর্বে এখানে "আদিনাথ" নামক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং "আদিনা" নামটি 'আদিনাথ' নামেরই অপভ্রংশ। এই কিংবদন্তীর বলে কিছুদিন পূর্বে স্থানীয় সাঁওতালগণ এই মস্জিদ অধিকার করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট উহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। উপাসনার বেদীর উপর উঠিবার সোপানে ছয়টি ধাপ আছে, উহার মধ্যে সর্বোচ্চ ধাপের গাত্রে একটি মূর্তির ভগ্নাবশেষ গ্রথিত আছে। ঐটি কোনও হিন্দু দেবমূর্তি হইবে। মস্জিদের গাত্রের প্রস্তরগুলিতেও কোথাও কোথাও হিন্দুর গণেশাদি দেবতার মূর্তি খোদিত আছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এখান হইতে বহু পাষাণ নির্মিত হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। এই হেতু হ্যাভেল প্রমুখ স্থপতি শিল্পীরা অনুমান করেন যে, এই আদিনা মস্জিদ এবং পান্ডুয়া ও গৌড়ের অন্যান্য অনেক প্রাসাদ ও মস্জিদ পূর্বতন হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ ভাঙিয়া গড়া হইয়াছে।...........

আদিনা মস্‌জিদটি গভর্ণমেণ্ট প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংস্কৃত করা হইয়াছে। ইহার প্রাঙ্গণ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গল পরিষ্কৃত করা হইয়াছে।"

(পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' ১ম খন্ড, পুস্তক হইতে গৃহীত। পৃঃ ৩০৯—৩১০, ৩১৭, ৩২১ ও ৩২৩)

॥ পশ্চিম দিনাজপুর ॥

জিলা পশ্চিম দিনাজপুর
মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম
উত্তর
জিলা দার্জিলিং
নির্দেশক
আদিবাসী উৎসব ক
কল্পতরু খ
কালীপূজা গ
গম্ভীরা পূজা ঘ
চণ্ডী পূজা ঙ
চড়ক পূজা চ
চামুণ্ডা পূজা ছ
দুর্গা পূজা জ
দোলযাত্রা ঝ
ধীবর উৎসব ঞ
পৌষ সংক্রান্তি ট
বাসন্তী পূজা ঠ
বারুণী স্নান ড
মনসা পূজা ঢ
মহরম ণ
মাঘী পূর্ণিমা ও গঙ্গা পূজা ত
মহোৎসব থ
রথযাত্রা দ
রাসযাত্রা ধ
লক্ষ্মী পূজা ন
শিবরাত্রি প
সরস্বতী পূজা ফ
স্নানমেলা (নববর্ষে) ব
বিবিধ মেলা ভ
অনুষ্ঠিত মেলায় লোকসংখ্যা যথা ৫০০
লোকসমাগমের সংখ্যা জানা না থাকিলে ?
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটিবিচ্যুতি সম্ভব। সম্পাদক
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের সীমানা
জিলার সীমানা
মহকুমার সীমানা
থানার সীমানা
মৌজার অবস্থিতি
জিলা মালদহ

হিলি থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ হিলি।৩৬৬।১৬·২৮। (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান।

(খ) চাউল ও বিড়ির ব্যবসায়, শ্রমিক, চাকুরী, দিন-মজুরী, কৃষিকার্য।

(গ) প্রধান রাস্তা হিলি-বালুরঘাট রোড। হিলি রেল-স্টেশনটি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। পাকা রাস্তায় মোটরবাসে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা হয় না।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে চামুণ্ডা পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা এবং ব্রহ্মা পূজা।

(ঙ) চামুণ্ডা পূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। এই মেলাটি দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।
দুর্গা পূজার মেলা আশ্বিন মাসে।

(চ) চামুণ্ডা এবং ভৈরব মহাকালের মন্দির আছে। ইহা ছাড়া হিলি শহর এলাকার মধ্যে সাতটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা, একটি মনসা এবং আরও দেবদেবী আছেন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারত বিভাগের পূর্বে এই গ্রামে ব্রহ্মা পূজা উপলক্ষ্যে একটি বিরাট মেলা বসিত। বর্তমানে মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীসুধারাণী অধিকারী, শিক্ষয়িত্রী,
কালিয়াগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
হিলি, পশ্চিম দিনাজপুর।

"*Hili*—A town at the eastern extremity of the district, which used to be a very important rice centre before the partition of 1947, having been on the Bengal and Assam Railway Line. The denial of the railway line after the Partition has diminished the importance of the town. Before 1947 Hili used to have 16 to 18 rice mills but since 1950 quite a number of them have been dismantled and re-established in places like Kardaha, Bansihari, Kaliaganj and Raiganj. Hili also used to be an inland port, called Hili Bandar on the left bank of the Jamuna river. The boat traffic has also died away on account of the Partition".

[District Handbooks: West Dinajpur, 1951, by A. Mitra, p. xxxv—xxxvi]

উৎসব বিবরণী

চামুণ্ডা পূজা

হিলি শহরে জমিদার স্থাপিত একটি দেবালয়ে চামুণ্ডা দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর এই দেবালয়টি স্থাপিত। চামুণ্ডা দেবীর দৈনিক পূজা হয় এবং প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ শনিবারে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজা ও উৎসব পালিত হয়। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন উৎসব। উৎসবটি প্রায় আট দিন ধরিয়া চলে।

চামুণ্ডা দেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। হিলির আদি জমিদার রমণ ধর মহাশয়ের একটি হাতী একদিন স্থানীয় নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া শত চেষ্টার পরও আর উঠিতে পারে না। সেই রাত্রিতে জমিদার মহাশয় স্বপ্নাদেশ পান যে; দেবী চামুণ্ডা দুইটি শিলাখণ্ডের উপর উক্ত স্নানের ঘাটে আবির্ভূতা হইয়াছেন। পরদিন প্রত্যুষে জমিদার মহাশয় স্নানের ঘাটে গিয়া দুইটি শিলাখণ্ডের উপর একটি নিম কাঠের খণ্ড দেখিতে পান। তিনি উক্ত কাষ্ঠখণ্ড দিয়া চামুণ্ডার একটি 'মোখা' তৈয়ারী করাইয়া কাছারী বাড়ীর অনতিদূরে চাঁপা ফুলের বাগানে মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশঃ উক্ত বাগানে আরো কয়েকটি দেবদেবী স্থাপন করিয়া তিনি ঐ স্থানে একটি দেবালয় তৈয়ারী করান। যদিও বর্তমানে ঐ স্থানে কোন ফুলের গাছ নাই। কিন্তু অদ্যাবধি দেবালয়টি 'ফুলতলার মন্ডপ' নামে পরিচিত। উৎসবটি স্থানীয় এলাকার একমাত্র হিন্দুদের উৎসব। বর্তমানে স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাই ঐ উৎসবটি পরিচালনা করেন।

চামুণ্ডা দেবী নিম্নলিখিত ধ্যানে পূজিত হইয়া থাকেনঃ—

ওঁ চামুন্ডামট্টহাসাং বিকটিতদশনং ভীমবক্ত্রাং
ত্রিনেত্রাং নীলাম্ভোজ প্রভাভাং প্রমুদিতপুষং
নরে মুন্ডালিমালম্, খট্টাংকুলেং কপালংনরশিরখচিতং
খেটকং ধারয়ন্তীং প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং
ভাবয়েচণ্ডরূপাম্।।

পঞ্চোপচারে প্রত্যহ দেবীর পূজা হয় এবং মাঝে মাঝে হিন্দু অধিবাসীগণের অনেকে বিশেষ মানত-এ এই পূজার আয়োজন করিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ শনিবার বিশেষ আড়ম্বরের সহিত দেবীর পূজা হয়। আয়োজন শুরু হয় শেষ শনিবারের পূর্বের শনিবার হইতে। ঐ দিন পূজার ঘট স্থাপিত হয়। জমিদার পক্ষ হইতে একজনকে শ্মশান কালীর ও একজনকে চামুণ্ডার ভক্ত হিসাবে এই পূজায় নিযুক্ত করা হয়। ইহা ছাড়া

কুড়ি-পঁচিশজন মানতকারীও প্রতি বৎসর জমায়েত হন। পূজা ও উৎসবে চামুণ্ডার সরকারী ভক্তই প্রধান ভক্তের কাজ করেন। ঘট স্থাপনের পর মঙ্গলবার দুপুরের মধ্যে অভুক্ত অবস্থায় ভক্তগণ উক্ত দেবালয়ে জমায়েত হন এবং ক্ষৌরকার্যের পর স্নান সমাপন করিয়া আতপ অন্ন ভক্ষণ করেন। সন্ধ্যায় ফলমূল খাইয়া উক্ত দেবালয়ে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন অর্থাৎ বুধবার ক্ষৌরকার্য ছাড়া অন্যান্য কর্মপদ্ধতি মঙ্গলবারের মত। বৃহস্পতিবার সমস্ত দিন ভক্তগণ অভুক্ত অবস্থায় থাকেন। ঐ দিন রাত্রিতে শ্মশান কালীর পূজা হয় এবং পূজার শেষে একটি পায়রা বলি দিয়া পূর্ণাহুতি হয়। শ্মশান কালীর ভক্ত উক্ত পায়রার রক্ত একটি মাটির সরাতে মাখিয়া লন এবং পূজান্তে ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সারারাত্রি ধরিয়া নানারূপ তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম চলিয়া থাকে। শুক্রবার প্রত্যুষে প্রধান ভক্ত চামুণ্ডার মোখাটি নিজ মুখমণ্ডলে পরিধান করিয়া পূজামণ্ডপের আঙিনায় উপবেশন করেন। তাহাকে পুরোহিত দ্বারা পূজা করা হয়। পূজা সমাপ্ত হইলে দর্শকগণ আপন আপন পার্থিব বর কামনা করেন ও সাধ্যমত পাঁঠা, পায়রা, ফলমূল, সন্দেশ ইত্যাদি মানত করেন। ঐদিন বৈকাল চার ঘটিকায় প্রত্যুষের ন্যায় চামুণ্ডার মোখা পরিহিত প্রধান ভক্তের পুনরায় পূজা হইয়া থাকে। শনিবার প্রত্যুষে মোখাটিকে শান্তিবারি দ্বারা স্নান করাইয়া নির্দিষ্ট মন্দিরে পুনঃ স্থাপন করা হয় এবং সাড়ম্বরে পূজা করা হয় এবং পূর্ব বৎসরের মানত আদায় করার পর পূজা অনুষ্ঠান শেষ হয়। পূজাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য বর কামনা ও বর গ্রহণ। পূজার প্রধান সেবায়েত মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা এবং স্থানীয় জমিদারগণ। পূজারী ব্রাহ্মণ. পদবী—মিশ্র।

মেলা বিবরণী

চামুণ্ডা পূজার মেলা

হিলি মৌজার উত্তর প্রান্তে জ্যৈষ্ঠ মাসে চামুণ্ডা পূজা উপলক্ষ্যে প্রায় ছয়সাত বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। জমিটি স্থানীয় জমিদারের। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। মাত্র এক দিনের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলাটি বসে। স্থানীয় বন্দর এবং আশেপাশের গ্রামের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী। যাত্রীরা সাধারণতঃ পদব্রজেই আসেন। মেলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের দোকানপাট ছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বিভিন্ন পণ্যাদির দোকানপাট আসে। তাহার মধ্যে মিষ্টান্ন এবং খেলনা সামগ্রীই উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন।

বালুরঘাট থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম: শিবপুর।২।৩০০·৫২।২২।১০৫

(ক) রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে সিকি মাইল দূরে কালিয়াগঞ্জ-বালুরঘাট জাতীয় সড়কে মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উৎসব।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে 'পাগলা-ঠাকুরের আশ্রম' আছে। এখানে পাথরের একটি ভাঙ্গা রঘুনাথ ও একটি গোপাল মূর্তি আছে। ইহা ছাড়া গ্রামে শীতলা, মনসা, মড়কা কালী, মাদার ও বুড়া পীরের স্থান আছে।

শ্রীনলিনীকান্ত সিংহ, শিক্ষক,
বিশ্বাসপাড়া, বালুরঘাট,
পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রাম: বাহিচা।২৭।১৩৭·৭২।৬৭।৩৬৬

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, মুচি, বৈরাগী, সাঁওতাল ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কালিয়াগঞ্জ-বালুরঘাট জাতীয় সড়কের ধারে গ্রামটি অবস্থিত। আত্রাই নদী গ্রামের পাশ দিয়া প্রবাহিত—তবে বর্ষাকাল ছাড়া নৌকা চলাচলের সুবিধা হয় না।

(ঘ) চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব।

(ঙ) চড়কের মেলা চৈত্রমাসে। সাত বৎসর যাবত মেলা বসিতেছে।

(চ) খড়ের চালা বিশিষ্ট স্থানে শিবলিঙ্গ ও গ্রামের বাহিরে একটি কালীর স্থান আছে। এখানে চৈত্র মাসে শনি বা মঙ্গলবার রাত্রে শ্মশান কালী, রক্ষা-কালী ও সুরকালীর পূজা হয়। এই পূজায় পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। গ্রামের মধ্য-স্থলে "মখদুম পীরের" স্থান নামে একটি পীরস্থানও আছে। গ্রামে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরের বহু ভগ্ন দেবদেবী মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
গ্রাম: পার পতিরাম,
পোঃ পতিরাম,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রাম: খাষপুর।৪২।৪৭৫·৬১।৩৮।১৯০

(ক) মাহিষ্য, বৈষ্ণব।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) জেলা বোর্ডের রাস্তা দুইটি গ্রামের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

(ঘ) বৈশাখের প্রথম শনিবার মশানকালী ও শীতলা পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা। পূজা তিনটি অন্যূন পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। সবগুলিই সর্ব-জনীন পূজা। গ্রামের জমিদারের প্রতিষ্ঠিত রাধামদনমোহন বিগ্রহদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময় কতকগুলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বিগ্রহদ্বয় শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত।

(ঙ) দুর্গা পূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচ দিন-ব্যাপী। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) দুর্গা, মশানকালী, শীতলা, রাধামদনমোহন জীউ এবং শিব প্রত্যেকেরই মন্দির আছে। প্রতি গৃহে মনসা আছেন। এই গ্রামটি জমিদারের খাস সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া সম্ভবত এই গ্রামের নাম খাষপুর হইয়াছে। এই গ্রামটি বহুদিনের প্রাচীন।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন দে দাস, প্রধান শিক্ষক,
খাষপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খাষপুর,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। গ্রাম: রাধানগর।৭৮।৮৩৮·২১।১৮৪।১,০৪৬

(ক) হিন্দু, আদিবাসী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালী পূজা।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) কালীস্থান ও শিবলিঙ্গ আছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জলঘর,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৫। গ্রাম : **ফরিদপুর।১৭৭।৩১৩·২৭।১৩৪।৭৪৮**

(ক) দেশ বিভাগের পূর্বে মুসলমান, সাঁওতাল ও সদ্‌গোপের বাস ছিল। বর্তমানে কায়স্থ, মাহাতো, কামার, স্বর্ণকার, জেলে, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, যুগী, মুরারী, মাহালী প্রভৃতি জাতির বাস।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের প্রান্ত দিয়া জাতীয় সড়ক চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে পাগলীকালী পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা।

(ঙ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার মেলা।

কালী পূজার মেলা কার্তিক মাসে চার দিনব্যাপী। এই দুইটি মেলাই গত সাত বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামের উত্তর প্রান্তে বটগাছের নীচে 'পাগলী কালীমা'র স্থান আছে। বৈশাখ মাসের পূজায় 'পাগলী কালী মা'র নিকট পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। গ্রামে শীতলা ও মনসা দেবীও আছেন ইঁহাদের পূজার নির্দিষ্ট সময় নাই।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার, প্রধান শিক্ষক,
আটইর প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোঃ খাসপুর,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৬। গ্রাম : **পতিরাম।১৮৭।১,৩০৮·৯৩।২০৫।২,১৫৩**

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈশ্যসাহা, বৈষ্ণব, রাজপুত, মাহিষ্য, গোয়ালা, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, রাজবংশী, বাগ্‌দী, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায় ও চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে বাহান্ন মাইল দূরে কালিয়াগঞ্জ রেল-স্টেশন হইতে নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। ইহা ব্যতীত মালদহ সদর হইতেও মোটর বাস পাওয়া যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যে কোন একদিন চামুণ্ডা কালী পূজা। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। ইহা ছাড়া গ্রামে সর্বজনীন হরিপূজা হয়।

আশ্বিন মাসের গ্রামে দুইটি সর্বজনীন ও একটি ব্যক্তি বিশেষের দুর্গা পূজা হয়। সর্বজনীন পূজা দুইটির মধ্যে একটি 'ভারত সেবাশ্রমে'-র পূজা।

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সর্বজনীন জয়কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে দেবীর প্রায় সাত হাত উচ্চ মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজাদি করা হয়। উৎসবটি বিগত তেইশ বৎসর যাবত চলিতেছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে বসন্ত ঠাকুরণ ও শিব পূজা। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চামুণ্ডা পূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

জয়কালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথি হইতে তিন দিনব্যাপী। মেলাটি তেইশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চামুণ্ডা দেবীর স্থান এবং বসন্ত ঠাকরুণের একটি রক্ত চন্দন গাছের নীচে নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং জয়কালী দেবীর বাৎসরিক পূজার জন্য সাধারণের একটি টিনের চালাযুক্ত স্থান আছে। গ্রামে ব্যক্তি বিশেষের একটি পাকা মন্দির আছে। মন্দির অভ্যন্তরে প্রায় এক ফুট উচ্চ ধাতুনির্মিত একটি কৃষ্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; নিত্য পূজা হয়। মন্দিরটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। জান বাজারের ঠাকুর পরিবারের এষ্টেট হইতে নিত্য পূজার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। শ্রীনগেন বিশ্বাস নামক জনৈক ব্যক্তি মন্দির ও বিগ্রহের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

গ্রামের মধ্যস্থলে বিদ্যেশ্বরী কালী মন্দির আছে। মন্দিরটি বহু কালের প্রাচীন এবং বর্তমানে উহাকে সংস্কার করিয়া চারিদিকে পাকা দেওয়াল ও টিনের ছাউনী দেওয়া হইয়াছে। শুনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে উল্লিখিত ভবানী পাঠক এই মন্দিরে নিত্য পূজা দিতে আসিতেন।

কথিত আছে, সন্তোষ পরগণার রাজ পরিবারের জনৈক পুরুষ কর্তৃক এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরে কোন মূর্তি নাই। তবে বিদ্যেশ্বরী দেবীর নামে সাধারণের উৎসর্গকৃত লালপাড়যুক্ত শাড়ীর স্তূপকেই দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। বৎসরে ঐরূপ প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানি কাপড় দেবীর নিকট মানত দেওয়া হয়। সাধারণের বিশ্বাস দেবী ভূগর্ভে নিহিত আছেন।

গ্রামের প্রতি বাড়ীতেই মনসা পূজা হয়। গ্রামবাসীর নিকট হইতে জানা যায় যে, গ্রামটির পূর্ব নাম রহিমপুর ছিল। পতিরাম নামক জনৈক রাজা এই স্থানে বাস করিতেন; এই কারণে মৌজাটির নাম পতিরাম হইয়াছে। আরও শুনা যায় এই গ্রামের সন্নিকটে নাজিরপুর নামক স্থানে রাজা পতিরামের নাজির বসবাস করিতেন; এই কারণে এই গ্রামটি নাজিরপুর নামেও পরিচিত।

শ্রীদীপঙ্কর সেন,
ইন্‌ভেস্টিগেটার,
সেন্সাস অফিস,
পশ্চিমবঙ্গ,
কলিকাতা—১

৭। **গ্রাম : খাঁপুর (মৌজা—উত্তর খাঁপুর)।**
২০৭।১,০০৫·৪৮।২০১।১,০৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব, মাহিষ্য, মুসলমান, রাজবংশী, পলিয়া, সাঁওতাল, মাহাতো, কোল, ভুঁইমালী, মুচি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে পশ্চিমে চার মাইল দূরে এবং দক্ষিণে পাঁচ মাইল দূরে জাতীয় সড়ক দিয়া মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা।

(ঙ) দুর্গা পূজার মেলা। আশ্বিন মাসে। গত দুই বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

চড়কের মেলা চৈত্র মাসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের কেন্দ্রস্থলে প্রস্তরনির্মিত কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত দুইটি শীতলা মূর্তি আছে।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ অধিকারী, প্রধান শিক্ষক,
খাঁপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোঃ খাঁপুর,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৮। **গ্রাম : ইন্দ্রা।২১০।৩১২·৪০।৭৮।৪০৭**

(ক) মুসলমান, মাহিষ্য, সাঁওতাল, ওঁরাও।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী মোটর স্টেশন পতিরাম ও কামারপাড়া। উভয়ই গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা ও চৈত্র মাসে বারুণী স্নান।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা চৈত্র মাসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুর্গা মণ্ডপ আছে—টিনের চালা দেওয়া মাটির ঘর।

শ্রীশশিভূষণ সরকার, প্রধান শিক্ষক,
ইন্দ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোঃ খাঁপুর,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৯। **গ্রাম : কোদলা।২৩৭।১৫৩·৩৫।১৯।১২৫**

(ক) হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের দক্ষিণে রায়গঞ্জ মহকুমার রাস্তার সহিত জেলা বোর্ডের একটি রাস্তা মিলিত হইয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের একটি রাস্তা বাহির হইয়া দক্ষিণ বাহাসা হইতে উত্তরে প্রায় আড়াই মাইল দূরবর্তী বড়-শিয়াল পর্যন্ত গিয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রামের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রায় দেড় মাইল দূরবর্তী দাউদ-পুর পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের একটি রাস্তা আছে।

(ঘ) কার্তিক মাসে সর্বজনীন কালী পূজা। উৎসবটি প্রাচীন। স্থানীয় সাঁওতালদের প্রতি মাসে একটি করিয়া উৎসব হয়।

(ঙ) সাঁওতাল উৎসবের মেলা। কার্তিক মাসে রাস-পূর্ণিমাতে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে কালীর স্থান আছে। তবে কালী দেবীর কোন মূর্তি নাই। একটি পীরস্থানও আছে। সেবায়েত শ্রী আবদুল জালান। পীরের উরস্ উৎসবে গ্রামের সমস্ত মুসলমানগণ যোগদান করেন। পীরের নিকট পোলাও, পায়স, খাসি, মুরগী মানত দেওয়া হয়। পীরের জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার, শিক্ষক,
গ্রামঃ অর্থগ্রাম,
পোঃ মহারাজহাট,
পশ্চিম দিনাজপুর।

১০। **গ্রাম : অমৃতখণ্ড।২৪৪।৫৩২·৭১।১৬৬।৮৯২**

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, পাহান, মুণ্ডা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বালুরঘাট-হিলি পাকা রাস্তার ধারে গ্রামটি অবস্থিত। বালুরঘাটের দূরত্ব প্রায় চার মাইল।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালী পূজা, চান্দ্র মাস হিসাবে মহরম উৎসব।

(ঙ) মহরমের মেলা। মহরম মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) একটি বট গাছের নীচে কালীর মন্দির আছে। গ্রামে একটি কারবালা গৃহ আছে।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, প্রধান শিক্ষক,
অমৃতখণ্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোঃ অমৃতখণ্ড,
পশ্চিম দিনাজপুর।

১১। **গ্রাম : মহানজ।**

(ক) হিন্দু, আদিবাসী, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের মধ্য দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন সর্বজনীন লক্ষ্মী-পূজা। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবের স্থান আছে।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ মহানজ, পোঃ বোল্লা,
পশ্চিম দিনাজপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

বালুরঘাট থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে আরো কয়েকটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সকল উৎসব ও মেলার বিস্তারিত বিবরণী আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। এ বিষয়ে বিভিন্ন সূত্রে আমরা যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল।

আমাদের জনৈক সংবাদদাতা শ্রীরাধামোহন মহান্ত, সম্পাদক, 'আত্রেয়ী' মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইয়াছেন যে, বালুরঘাট শহরাঞ্চলে, বোল্লা (মৌজা ২২) গ্রামে, ত্রিকুল (মৌজা ৭৫) গ্রামে ও মঙ্গলপুর (মৌজা ১০৭) গ্রামে যথাক্রমে কালীপূজা উপলক্ষ্যে এবং ভাঙ্গী (মৌজা ৮৭) গ্রামে প্রতি বৎসর বারুনী স্নান উপলক্ষ্যে মেলা বসে। ঐ সকল উৎসবাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী 'উৎসব বিবরণী' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

শ্রীঅমিতানন্দ চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত পার পতিরাম গ্রামে হরিঠাকুরের উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলা বিবরণীটি গ্রন্থের মেলা বিবরণী অধ্যায় দেওয়া হইল।

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

বোল্লা গ্রামে রাস পূর্ণিমায় কালী পূজা হয় এবং তদুপলক্ষ্যে গ্রামে একটি মেলা বসে। উৎসব উপলক্ষ্যে চৌদ্দ হাত উচ্চ মৃন্ময় কালী প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। স্বপ্নাদেশ অনুসারে নির্দিষ্ট বংশের বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক এই কালী মূর্তি নির্মিত হয়। উৎসবটি তিন দিন ধরিয়া উদ্‌যাপিত হয়। মানত স্বরূপ প্রতি বৎসর এই উৎসবে পাঁচ হইতে সাত শত পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

ত্রিকুল গ্রামে নববর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ চৌদ্দ হাত উচ্চ মৃন্ময়ী কালী মূর্তি গড়িয়া সাড়ম্বরে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং কালী পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামে একটি মেলা বসে। উৎসবটি তিন দিনব্যাপী চলে এবং দেবীর নিকট প্রায় পাঁচ শত পাঁঠা বলি হয়। কোন কোন বৎসর মহিষ বলি হয়।

মঙ্গলপুর গ্রামে দোল পূর্ণিমার সময় সাত হাত উচ্চ মৃন্ময়ী কালী মূর্তির পূজা হইয়া থাকে। পূজার দিন মেলা বসে। এই পূজা 'চঞ্চল' কালী পূজা নামে প্রসিদ্ধ।

বালুরঘাট শহরে বাঁড়িয়াকালী, বুড়াকালী ও ঘাটকালী পূজা উপলক্ষ্যে উৎসব ও মেলা হয়। বাঁড়িয়াকালী পূজা ভাদ্র মাসের শেষের তিন বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। বাঁড়িয়া কাল (লেজকাটা কাল সাপ) হইতেই বোধ হয় বাঁড়িয়া কালী হইয়াছে। পূর্বে এই কালী পূজার সময় একটি বাঁড়িয়া সাপ (গোক্ষুর) কালী স্থানের নিকটবর্তী গাছ হইতে নামিয়া পূজার নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। পুরোহিত সাপ বা মনসাদেবীর পূজা না করিয়া কালী পূজাই করিয়া থাকেন।

বুড়াকালীর মন্দিরটি বালুরঘাটের সর্বপেক্ষা প্রাচীন মন্দির বলিয়া দাবী করা হয়। রাণী ভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই কালী মন্দিরে অদ্যাবধি নিয়মিত পূজা হইয়া আসিতেছে এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। এই উপলক্ষ্যে প্রায় পনর দিন পূর্ব হইতে তুরী শ্রেণীর লোকেরা চামুণ্ডা নৃত্য করিয়া থাকেন।

ঘাটকালী (শ্মশান কালী মন্দির) বালুরঘাটের প্রাচীন কালী-স্থান। তুরী ও মেথর শ্রেণীর লোকেরাই এই পূজা করিয়া থাকেন। ভক্তের উপর দেবীর যখন ভর হয় তখন ঐ ভর প্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ, রোগ-শোক, আশা-আকাঙ্ক্ষার, গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিতে পারেন। পৌষ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই পূজা হয়।

উল্লিখিত সবগুলি উৎসবই এই অঞ্চলের সর্বজনীন এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সাঁওতাল নির্বিশেষে এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। ভক্তরা দেবীর নিকট পাঁঠা মানত করেন এবং বলি দিয়া থাকেন। প্রায় সর্বশ্রেণীর লোকেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রাধানগর গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজা ও উৎসব হয়। বহু প্রাচীন এই উৎসবটি প্রায় পাঁচ দিন ধরিয়া চলে। গ্রামে একটি কালীর মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। প্রতি বৎসর মূর্তি তৈয়ারী করিয়া এখানে পূজা হয়। অমাবস্যার রাত্রে পূজার সময় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যে কোন একদিন স্থানীয় বাগ্দী সম্প্রদায় কর্তৃক সাড়ম্বরে চামুণ্ডা কালী পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে কালীদেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজা-অর্চনা হয়। পূজার দিনে কালী নাচ অর্থাৎ মুখে কালী মুখাকৃতি মুখোশ পরিয়া স্থানীয় বাগ্দী সম্প্রদায়ের লোকজন নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে পতিরাম মৌজার অন্তর্গত বর্ষাপাড়া নামক স্থানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটি বারোয়ারী কালী পূজা হয়। পূজার নির্দিষ্ট স্থানে খড়ের চালাযুক্ত একটি গৃহ আছে। পূজারী এবং পূজার উদ্যোক্তা—মানসিংহ হেম্ব্রম।

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে পতিরাম মৌজার অন্তর্গত সরতলী নামক স্থানে দুইটি বারোয়ারী কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। একটির উদ্যোক্তা তুরী সম্প্রদায় এবং অন্যটির তুরী ও সাঁওতাল উভয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং খড়ের চালাযুক্ত একটি ঘরের মধ্যে কালীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়।

পতিরাম মৌজার অন্তর্গত নীচাবন্দর নামক স্থানে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে একটি বারোয়ারী কালী পূজা হয়।

চড়ক

বাহিচা গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব হয়। উৎসবটি সাত বৎসর হইল সুরু হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসী শ্রীশিবপ্রসাদ কর মহাশয়ের বাড়ির সম্মুখে পুকুরপাড়ে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে অতি পুরাতন একটি শিব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ভগ্নাবশেষের মধ্যে পুরাতন পাতলা ইঁটের টুকরা ছড়ান রহিয়াছে। আট বৎসর পূর্বে উক্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে শিবলিঙ্গটি উদ্ধার করিয়া কর মহাশয় দুর্গামণ্ডপে স্থাপন করেন। কিন্তু ইহার পরই একদিন রাত্রে স্বপ্নাদেশে শিবলিঙ্গটিকে পূর্ব স্থানেই রাখিয়া আসিবার নির্দেশ হয়। সুতরাং শিবলিঙ্গটিকে পুনরায় ঐ পুকুরপাড়ে একটি বেদী নির্মাণ করিয়া স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ঐ বেদীর উপর একটি খড়ের চালাঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষ্যে এই শিবলিঙ্গের বিশেষ পূজা হয়।

খাঁপুর গ্রামে বহুকাল হইতে চড়ক পূজা ও উৎসব হইয়া আসিতেছে। উৎসবটি চৈত্র সংক্রান্তির ছয়-সাত দিন পূর্ব হইতেই শুরু হয়। এই উৎসবে সাধারণতঃ স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই অংশ গ্রহণ করেন।

বসন্ত ঠাকরুণ ও শিবপূজা

প্রতি বৎসর পতিরাম গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে স্থানীয় হিন্দুগণ বসন্ত ঠাকরুণ ও শিবের পূজা করিয়া থাকেন। বসন্ত ঠাকরুণের কোন মূর্তি নাই। একটি রক্তচন্দন গাছের নীচে একটি শিলাখণ্ডকে বসন্ত ঠাকরুণ রূপে পূজা করা হয়। শিলাখণ্ডটিতে নাক ও চোখ খোদিত আছে। এই শিলাখণ্ডের পাশে একটি শিবলিঙ্গ আছে। পূজার উদ্যোক্তা স্থানীয় বাগ্দী সম্প্রদায়ের লোকজন। পূজায় স্থানীয় সকল হিন্দু সম্প্রদায় যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

বারুণী স্নান

শিবপুর গ্রামের বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে উৎসবটি বহু প্রাচীন। ইহার প্রচলন সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, বহু পূর্বে এই গ্রামে জনৈক বৈষ্ণব সাধক বাস করিতেন। তিনি পাগলা ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন এবং খুব ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। এই পাগলা ঠাকুর স্থানীয় 'কাইসার খাড়ি'র ধারে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমটির পরিবেশ খুবই মনোরম—বিরাট বিরাট বট ও পাকুড় গাছ স্থানটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। পাগলা ঠাকুরই এই গ্রামে বারুণী স্নানের প্রবর্তন করেন। আশেপাশের গ্রামগুলি হইতে চৈত্র মাসে স্নান উপলক্ষ্যে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে ফলমূল, মিষ্টি, বাতাসা ও গাঁজা মানত দেওয়া হয়। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মহরম

অমৃতখণ্ড গ্রামে প্রতি বৎসর চান্দ্র মাস হিসাবে মহরম উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবটি এই এলাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব। গ্রামের ধাপ-পাড়ায় একটি উঁচু গড়ের উপর একটি কারবালা গৃহ আছে। উক্ত গড়টি পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং পঞ্চাশ হাত চওড়া। উচ্চতায়ও প্রায় পনর-কুড়ি হাত। প্রকাশ যে, কোন বিত্তশালী মুসলমান কর্তৃক ইহা বিভিন্ন স্থান হইতে কুড়ি-পঁচিশটি লাঠি খেলার দল আসিয়া স্থাপিত হয়। পূর্বে এই উৎসবটিতে বিশেষ ধুমধাম হইত। লাঠি খেলা দেখাইত। উৎসবে ইহা একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বর্তমানে তেমন ধুমধাম হয় না। উৎসবের দিন পরিচালক বা কাজী নিজ বাড়ী হইতে সিন্নি তৈয়ারী করিয়া আনিয়া কারবালায় নিবেদন করিয়া মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। স্থানীয় মুসলমানরা খাসি, মুরগী প্রভৃতি মানত করিয়া কাজীর বাড়ীতে পাঠান এবং কাজী সাহেব ঐগুলি পাক করিয়া কারবালায় আনিয়া বিতরণ করেন। পূর্বে বহু লোক কঠিন অসুখ হইতে আরোগ্যলাভের আশায় কারবালায় মানত করিতেন। মানত করার পর মাঠ হইতে দুই ভাঁড় মাটি আনিয়া কারবালা গৃহের মাটির ঢিবিতে দিলে অসুখ সারিয়া যাইত বলিয়া স্থানীয় মুসলমানদের বিশ্বাস। কেহ কেহ খাসি, পাঁঠা, মুরগী, খাজা, বাতাসা ইত্যাদিও মানত করিতেন। উৎসবের পরিচালক বা কাজী বর্তমান ডুমুইর গ্রাম নিবাসী সায়েফুল্লা মোল্লা। কারবালা গৃহের 'খাদিমদার' বা সেবায়েত জাতিতে মুসলমান।

এই উৎসবে প্রায় সাত-আটশত হিন্দু-মুসলমান যোগদান করেন। কারবালা গৃহ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যে গড়ের উপর কারবালা গৃহটি প্রতিষ্ঠিত তাহার নীচে অর্থাৎ গড়ের ভিতর একটি বাড়ীতে একজন যক্ষ বাস করিত বলিয়া বিশ্বাস। অমৃতখণ্ড হইতে চার মাইল দূরে ফার্সিপাড়া গ্রামে মফিজউদ্দিন নামে একটি লোক বাস করিতেন। উক্ত মফিজউদ্দিনের প্রপিতামহের একটি মদের দোকান ছিল। ঐ যক্ষ প্রত্যহ রাত্রিতে ফার্সিপাড়া গ্রামে মদ খাইতে আসিতেন। যক্ষকে তাঁহার বাসস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে কোন সঠিক ঠিকানা বলিতেন না। মফিজুদ্দিনের প্রপিতামহ একদিন তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া কারবালা গৃহের নীচে অর্থাৎ গড়ের নীচে বাড়ীতে যে তাঁহার বাস তাহা জানিতে পারেন। যক্ষের প্রচুর ধনরত্ন ছিল। একদিন রাত্রে যক্ষ মদ খাইতে ফার্সি পাড়ায় গেলে, সেই অবসরে মফিজুদ্দিনের প্রপিতামহ লোকজনসহ যক্ষের যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসেন। যক্ষ বাড়ী ফিরিয়া তাঁহার ধনরত্ন অপহরণের বিষয় জানিতে পারিয়া সেই যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর বাড়ীর বাহির হয় নাই বলিয়া জানা যায়।

হরি পূজা

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে পতিরাম মৌজার অন্তর্গত কদমতলীতে হরিপদ দত্ত মহাশয়ের গৃহ প্রাঙ্গণে সর্বজনীন হরি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। হরিপূজা উপলক্ষ্যে নারায়ণ, লক্ষ্মী ও গড়ুরের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। পূজার পরের দিন 'ধুলট' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

প্রতি বৎসর পতিরাম গ্রামে বৈশাখের শেষ সপ্তাহে এবং জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চামুণ্ডাকালী পূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের পার্শ্ববর্তী দেবী স্থান সংলগ্ন স্থানে এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন। মেলায় কয়েকটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় দুই-তিন শত যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলার দিনে বাগদী সম্প্রদায় কর্তৃক কালীনাচ হয়। তাহা ছাড়া কিছু কিছু গান বাজনার ব্যবস্থাও থাকে।

প্রতি বৎসর পতিরাম গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে জয়কালী পূজা উপলক্ষ্যে তিন দিন ব্যাপী স্থানীয় গ্রামের ইঁটখোলায় একটি মেলা বসে। মেলাটি গত তেইশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। যাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিন-চার শত; স্ত্রীলোকের সংখ্যা উহার মধ্যে বেশী। মেলায় যাত্রীগণ প্রধানতঃ মোটরবাস, গরুর গাড়ী এবং সাইকেলে আসেন ; কিছু সংখ্যক যাত্রী পদব্রজে আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি। উহার মধ্যে মিষ্টি এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া অন্যান্য জিনিস-পত্রের দোকানপাটও কিছু বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, থিয়েটার ও কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ গানের দল বাহির হইতে আসে।

প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পতিরাম গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থান বর্ষাপাড়ায় পূজামন্ডপ সংলগ্ন স্থানে এক দিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি বেশ প্রাচীন। মেলায় মাত্র এক-দেড়শত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মুড়ি-মুড়কি, মিষ্টান্ন, চুড়ি প্রভৃতির দোকান বসে।

রাধানগর গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পূজা মন্ডপ সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমিতে একদিনের একটি মেলা বসে। মেলাতে সমাগত যাত্রী সংখ্যা প্রায় দুই-তিন শত। উহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে যাত্রীরা পদব্রজে আসেন। বালুরঘাট সদর হইতে মেলায় প্রতি বৎসর মিষ্টির দোকান, পানবিড়ির দোকান, মনিহারী দোকানপাট আসে। দোকানপাটের সংখ্যা দশ-বারোটি এবং কুড়ি পঁচিশ জনের মত ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

চড়কের মেলা

বাহিচা গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি ছোট মেলা হয়। মেলায় প্রায় তিনশত লোক জন আসেন এবং প্রায় পনরটি দোকানপাট বসে। মেলাটি গত সাত বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

চড়ক উৎসব উপলক্ষ্যে চৈত্রসংক্রান্তিতে থাঁপুর গ্রামের মধ্য-স্থলে প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু কালের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রধানতঃ রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় এক হাজার নরনারী এই মেলায় যোগদান করেন। পতিরাম, ঠাকুরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে খাবার-দাবার, মনিহারী ইত্যাদির প্রায় ষাটটি দোকানপাট আসে। কোন দান বা তোলা এই মেলায় আগত বিক্রেতার নিকট হইতে গ্রহণ করা হয় না।

মহানজ গ্রামে চড়কপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের ঘোলা পুকুরের দক্ষিণপাড়ে দেবোত্তর দুই বিঘা জমিতে চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিকালে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং মেলায় সমাগত পাঁচশত যাত্রীর মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যাই অধিক। ইঁহারা আশেপাশের গ্রামসমূহ হইতে পদব্রজে অথবা গরুর গাড়ীতে করিয়া আসেন। পুরুষ যাত্রী নারী যাত্রী অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী। মেলার বিক্রেতাগণ বাউলহাট, বোল্লা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসরই আসিয়া থাকেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। দোকানপাটের মধ্যে খাবার ও মনিহারীর দোকানপাটই অধিক দৃষ্ট হয়। এই মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

দুর্গাপূজার মেলা

খাষপুর গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দুর্গা মন্ডপের নিকটস্থ জমিদারের প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর পাঁচ দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং গড়ে দৈনিক চার-পাঁচশত যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত যাত্রীর সংখ্যাই বেশী। ইঁহারা বোয়ালদাড় এবং ডাংগা ইউনিয়ন হইতে পদব্রজে, গরুর গাড়ীতে, মোটর ও রিক্‌সা যোগে আসিয়া থাকেন। মেলার বিক্রেতাগণ বালুর-ঘাট, পতিরাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে প্রায় শতাধিক দোকানপাট বসে। ইহা ছাড়া খোলা জায়গাতে অন্ততঃ ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে। কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালাও এই মেলায় আসেন। মেলায় মনিহারী, বাসনকোসন এবং খাবারের দোকান বেশী।

তাহা ছাড়া কবিরাজী, হাকিমী, টোট্‌কা প্রভৃতি ঔষধপত্র, কাপড়চোপড়, শিল্প সামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিষপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে। শিল্পসামগ্রীর বিক্রেতাগণ মদনগঞ্জ, মাছিনগর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় এবং আদায়ীকৃত অর্থ পূজার নিমিত্ত ব্যয় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রা, থিয়েটার, ঝুমুর, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। 'মদন মোহন নাট্য সমাজ' নামে গ্রামে একটি যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীব্রজবিহারী রায়চৌধুরী। ইহা ছাড়া নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রাম হইতেও যাত্রাদল আনা হয়।

ফরিদপুর গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের হাটে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলা বসিবার স্থানটি স্থানীয় জমিদারের। এই স্থানে গ্রামের পূজা হয় এবং বিসর্জনের দিন অন্যান্য গ্রাম হইতে বহু প্রতিমা লইয়া গ্রামবাসীগণ এখানে সমবেত হন। মেলাটি প্রায় চারদিন ধরিয়া চলে এবং গত সাত বৎসর হইল ইহা আরম্ভ হইয়াছে। এই মেলায় পাঁচ হইতে আট হাজার লোকের সমাগম হয়। আশেপাশের প্রায় চল্লিশটি গ্রাম হইতে সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোক এই মেলায় আসেন। গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত শহর হইতেও কিছু সংখ্যক যাত্রী মেলা দেখিতে আসেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। যাত্রীরা রিক্‌সা, মোটর, গরুর গাড়ী, সাইকেল এবং পদব্রজে আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসরই সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও শহরাঞ্চল হইতে আসেন। মিষ্টি, খেলনা, কাপড়, পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র, ধান-চাউল ও মাটির জিনিসপত্রাদির আমদানীই বেশী হয়। দোকানপাট কিছু উন্মুক্ত ও কিছু আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে বসে। ইহাছাড়া পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালাও আসেন। এই মেলায় লাঙ্গল, কোদাল প্রভৃতি এবং গরু-ছাগলও ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরই বিভিন্ন গ্রাম হইতে শিল্প সামগ্রী বা কারুশিল্পজাত জিনিসপত্র বিক্রেতাগণও আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাগান, কবিগান, সার্কাস, ম্যাজিক, প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। জুয়া ও লটারী খেলা হইয়া থাকে। গ্রামেই গানের দল আছে।

বারুণী স্নানের মেলা

শিবপুর গ্রামে বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে স্থানীয় পাগলা ঠাকুরের আশ্রম সংলগ্ন প্রায় দশ বিঘা জমিতে একদিনের একটি মেলা বসে। উক্ত পাগলা ঠাকুরের দ্বারা প্রবর্তিত এই মেলাটি বহু প্রাচীন। আশেপাশের দাড়াল, নলকুড়া, ঘোড়াহার, ডাংগাপাড়া, মল্লিকপুর, বাউল, খরাইল, রামকৃষ্ণপুর, জগন্নাথবাটি, ছাতিয়ার, ঢেকিয়াপাড়া, চিকনাইকুড়ি, দেওয়ানপুর, হাসনগর, কাপুনিয়াপাড়া, শনকইর প্রভৃতি গ্রাম হইতে রাজবংশীক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় পাঁচ-ছয়শত যাত্রী এই মেলায় আসেন। প্রধানতঃ খাবার, মনিহারী জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। মেলায় হরিনাম কীর্তনের ব্যবস্থা থাকে।

বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে চাপড়ার নিকট ইন্দ্রা গ্রামের তালদীঘির পাড়ে প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ সরকারী জমিতে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে। বারুণী তিথি উপলক্ষ্যে উক্ত তালদীঘিতে স্নান তর্পণাদি হয়। কামালপুর, হরিধামপুর, বালিয়াকুড়ি, সেওয়াই, হরিগ্রাম, ঠাকুরপুরা, জোতগোপাল, চাপড়া, কুমারগ্রাম, জাউকুড়ি, বড়কইল, বাসনাহার, বটুন, গোপালবাটি, ধলপাড়া, বিস্‌শীরা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় তিন হাজার নরনারী বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে এখানে আসেন। হিলি, ত্রিমোহিনী, তিওর, পতিরাম, ঠাকুরপুরা প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা আসেন। খোলা জায়গায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। খাবার, মনিহারী, কাপড়চোপড়, শাঁখা, কাস্তে, দা, কুড়ুল, বঁটি, লাঙ্গল ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রী আমদানী হয়। এই মেলায় মাছ বিক্রয় হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, জুয়া এবং লটারী খেলা হইয়া থাকে।

মহরমের মেলা

মহরম উপলক্ষ্যে অমৃতখন্ড গ্রামে গড়ের নীচে খোলামাঠে জমিদারের প্রায় তিন-চার বিঘা জমির উপর একদিনের মেলা বসে। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় আটশত নরনারীর সমাগম হয় এবং বিক্রেতাগণ বালুরঘাট, কামারপাড়া, তিওর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসরই আসেন। মিষ্টির দোকানই বেশী। ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে বসে। ইহা ভিন্ন কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালাও আসিয়া থাকেন। নিড়ানী, কাস্তে, লাঙ্গলের ফলা, খুন্তি, হাতা, বাউলী ইত্যাদির দোকানপাটও বসে। সাধারণতঃ কামারপাড়া, ডুমুইর হইতে মাটির পুতুল, হাঁড়ি-কুড়ি প্রভৃতি এই মেলায় আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে সত্যপীরের গান, ভাসানযাত্রা, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। গ্রামেই গানের দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীজগবন্ধু দাস।

সাঁওতালী উৎসবের মেলা

বহু প্রাচীনকাল হইতে কোদ্‌লা গ্রামে সাঁওতালী উৎসব উপলক্ষ্যে কার্ত্তিকমাসে রাসপূর্ণিমাতে প্রায় তিন বিঘা জমিতে এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় ছয়-সাতশত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ সেরপুর, গরাস, বোলগ্রাম, খোক্‌সা, বামুহা, খলসী মহানজ, অর্থগ্রাম, লোহাগড়া, বরসিয়ান, লক্ষ্যনিয়া, সাহাপুর, লোহান্ডা প্রভৃতি গ্রাম সমূহ হইতে পদব্রজে এই মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে আসিয়া দোকানপাট দিয়া থাকেন। প্রায় পঞ্চাশ হইতে ষাটটি দোকানপাট বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যা খুবই কম। মেলায় মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, বই ছবি এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী এবং মাটির জিনিস ও খেলনা প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে সাঁওতালী নাচগান এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ।

হরিঠাকুর প‍ূজার মেলা

প্রতি বৎসর পার-পতিরাম (মৌজা ২৮) গ্রামে 'শ্রীশ্রীহরি-ঠাকুরের প‍ূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় জমিদারের জমিতে পনর দিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি দিবারাত্রি ধরিয়া চলে এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ বোল্লাগ্রাম, পতিরাম, হিলি, ধলপাড়া, রামকৃষ্ণপ‍ুর, বোয়ালদাঁড়, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সাত-আট হাজার যাত্রী আসেন।। তাহা ছাড়া দ‍ূরবর্তী অঞ্চল হইতে প্রায় এক হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। মেলার যাত্রীগণের মধ্যে নারীর সংখ্যা খ‍ুব কম। যাত্রীরা প্রধানতঃ মোটরযান ও গর‍ুর গাড়ীতে করিয়া আসেন।

মেলায় সাধারণতঃ পতিরাম, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, গঙ্গারাম-প‍ুর, বাল‍ুরঘাট, হিলি প্রভৃতি থানার অন্তর্গত গ্রাম হইতে প্রায় দ‍ুই-তিনশত বিক্রেতা এবং কুড়ি-প‍ঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানগ‍ুলির অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন প্রভৃতি দোকানপাটের সংখ্যাই অধিক। তাহা ছাড়া বই, ছবি, চ্যাঙ্গারী, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য, শাঁখা-চুড়ি এবং কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিষপত্রের দোকানপাটও বসে। এই মেলায় গর‍ু, মহিষ ও উট প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ও হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সিনেমা, যাত্রা-গান, সার্কাস ও ম্যাজিক প্রদর্শনী প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীরামরেণ‍ু ম‍ুখাজী। উপরোক্ত অন‍ুষ্ঠানের দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

কুমারগঞ্জ থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ আমদুলিয়া (মৌজা—তারা)।
৫।১২৬·১০।২৬২।১,০১৩

(ক) মহলী, সাঁওতাল, কামার, তপশীলী হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বালুরঘাট হইতে নৌকাযোগে চাঁদগঞ্জ এবং চাঁদগঞ্জ হইতে উত্তর পশ্চিমে সিকি মাইল হাঁটাপথে চক্ আমদুলিয়া গ্রাম। বালুরঘাট হইতে বাসে গোপালগঞ্জ গিয়া আত্রাই নদী পার হইয়া পুনরায় বাসযোগে চাঁদগঞ্জে যাওয়া যায়।

(ঘ) ১লা আশ্বিন জিতিয়া দেবীর পূজা ও ছাতা পরব। প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন এই উৎসবটি স্থানীয় উপজাতিদের এক বিশেষ উৎসব। গ্রামে জিতিয়া দেবীর স্থান আছে। পূজা উপলক্ষ্যে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। সেবায়েত মহলী সম্প্রদায়ভুক্ত।

(ঙ) ছাতা পরব ও জিতিয়া দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মনসা আছে।

শ্রীসূর্য হেম্ব্রম্, শিক্ষক,
আমদুলিয়া সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চাঁদগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রাম ঃ কুলহারি।১০।১৪৭·৪১।১৫২।৭৭৬

(ক) পলিয়া, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে মোটরবাস পাওয়া যায়।

(ঘ) চৈত্র মাসে শিবকালী পূজা ও উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) শিবলিঙ্গ, মড়ককালী ও লক্ষ্মীর মূর্তি এবং ছনের ছাউনী দেওয়া একটি দেবালয় আছে। ইহা ছাড়া গ্রামে শীতলাও আছেন।

গ্রামে সাঁওতাল বস্তীর নিকটে একটি খাড়ি আছে। খাড়ির ধারে একটি স্থান হইতে মাটি ভেদ করিয়া বৎসরের সব সময় ঠাণ্ডা জল ওঠে। স্থানীয় সাঁওতালরা স্থানটির চারিদিকে উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়া এবং খানিকটা গর্ত করিয়া একটি ডোবা তৈয়ারী করিয়াছেন। দেয়ালের এক পাশ খোলা রাখা হইয়াছে যাহাতে ইহার জল পার্শ্ববর্তী খাড়িতে গিয়া পড়িতে পারে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা "ঝোরা" নামে পরিচিত। ইহার জল খুব ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার। চৈত্র মাসেও এই জল থাকে। বহু লোক নিয়মিতভাবে এই জল পান করেন।

শ্রীসুধীর কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক,
কুলহারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোঃ চাঁদগঞ্জ,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রাম ঃ বৌদ্ধনাথ ধাম (মৌজা—দাউদপুর)।
১৫।৬১১·১৬।১০১।৪৭০

(ক) হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উৎসব এবং সেই উপলক্ষ্যে শিব, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হয়।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে দুই-তিন-দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুই-তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শিবলিঙ্গ ও মন্দির আছে। গ্রামটি আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত। জনশ্রুতি এই যে, স্থানীয় জমিদার দয়াময়ী চৌধুরাণীর পূর্বপুরুষগণ প্রায় দুই-তিনশত বৎসর পূর্বে বৌদ্ধনাথ ধাম স্থাপন করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, এখানে আসিলে আসল বৌদ্ধনাথধাম যাইবার পুণ্য অর্জন করা যায়।

শ্রীমুকুল বসাক, প্রধান শিক্ষক,
ফকিরগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সমজিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। গ্রাম ঃ ফকিরগঞ্জ (মৌজা—রায়নন্দা)।
১১।২৯০·৮৪।৮৪।৪৫০

(ক) হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের মধ্য দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা।

(ঙ) ×

(চ) পীরের দরগাহ্ আছে।

ফকিরগঞ্জ গ্রামটি ২ নং সমজিয়া ইউনিয়নে পূর্ব

পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামটির অবস্থান দেখিলে মনে হয় পূর্বে গ্রামে বেশ জনবসতি এবং একটি বিরাট গঞ্জ ও ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। শুনা যায় পূর্বে প্রতিটি গৃহে তিন-চারটি করিয়া ঢেঁকী থাকিত এবং বড় বড় গৃহে দুই-তিন শত ঢেঁকীর কাজ হইত। ইহা একটি বিরাট ধান্য উৎপাদনের কেন্দ্র বলিয়া এই অঞ্চলের ঢেঁকী ছাটা চাউল উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণ-বঙ্গের বহু স্থানে আত্রাই নদী পথে চালান যাইত। কিন্তু, হিলি প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য ধান ছাটাইয়ের কল স্থাপিত হওয়ায়, ঢেঁকীর প্রচলন লোপ পাইয়াছে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ইহাই অন্যতম হেতু।

গ্রাম সম্পর্কে জানা যায় যে, আনুমানিক তিনশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামে একজন মুসলমান ফকিরের আবির্ভাব হয়। তিনি এইখানেই তাঁর আস্তানা স্থাপন করিয়া সাধনভজনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দেহরক্ষা করিবার পর তাঁহাকে যে স্থানে কবর দেওয়া হয় সেই স্থানটিই কালক্রমে পীরের দরগাহ্ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা কেহই বলিতে পারেন না। তবে তাঁহার বহু ভক্ত এবং শিষ্যবৃন্দ আজও জীবিত আছেন বলিয়া জানা যায়। উক্ত পীর ফকিরগঞ্জ হাই স্কুল স্থাপন করেন এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় এই স্থানটি একটি বিশেষ গঞ্জে পরিণত হয়। বর্তমানে তাঁহার সমাধিস্থানের ধ্বংসাবশেষ আছে, কিন্তু হাটটি বহু পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দরগাহ্-র নিকটস্থ ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরে আজ আর পূজা অর্চনা হয় না। দরগাহ্ হইতে অনতি দূরে যমুনা দাস নামে জনৈক বৈষ্ণব একটি আখড়া স্থাপন করেন। প্রতিদিন তিনি রাধামাধব বিগ্রহের পূজান্তে দরিদ্র নারায়ণ ভোজন করাইতেন। সেই স্থানেই প্রতি বৎসর রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে এক বিরাট মেলা বসিত। বৈষ্ণবের মৃত্যুতে এবং গঞ্জটি নষ্ট হইয়া যাইবার ফলে মেলাটিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে বৈষ্ণবের কীর্তিকলাপের নিদর্শন আজও বিদ্যমান।

শ্রীমুকুন্দ বসাক, প্রধান শিক্ষক,
ফকিরগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সমজিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর।

৫। গ্রাম : ব্রহ্মপুর ।৪৬।৪৪৪.৪৪।৯৬।৫০৭

(ক) পলিয়া, সাঁওতাল, মুসলমান, বৈষ্ণব, বিহারী ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষি মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ। মোটরস্টেশন—গোপালগঞ্জ। পাশের আত্রাই নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা এবং চৈত্র মাসে শিবকালী পূজা ও চড়ক। চড়ক পূজাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন এবং সরস্বতী পূজাটি মাত্র চার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) চড়কের মেলা বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীধীরাজ কুমার সরকার, শিক্ষক,
রামকৃষ্ণপুর-ব্রহ্মপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দাঁদগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

৬। গ্রাম : সাফানগর। ।৪৭।১,৪৭৫.৭৯।১৫৭।১,৩৪৮

(ক) হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, আদিবাসী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) মোটর স্টেশন কালিয়াগঞ্জ। গ্রামের পাশ দিয়া আত্রাই নদী প্রবাহিত হওয়ায় নৌকার সাহায্যে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, কার্তিক মাসে কালী-পূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা। দুর্গা পূজাটি পঁচিশ বৎসরের এবং কালী পূজাটি তের বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচ হইতে সাত দিন ব্যাপী। মেলাটি পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি হরিসভা আছে। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ শিকদার, শিক্ষক,
সাফানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চাঁদগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

৭। গ্রাম : বালুপাড়া। ।৯৯।২২৫.৩২।১২৪।৯৬২

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈশ্যসাহা, কায়স্থ, গোপ, মালো, পাল, স্বর্ণকার, ছুতার, ভুইমালী, সাঁওতাল, পলিয়া, কোচ, বুনা, পাটনী।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জে নামিয়া মোটর বাস যোগে গ্রামে আসা যায়। পার্শ্বস্থ আত্রাই নদী দিয়া নৌকা পথেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উপলক্ষ্যে রামেশ্বর শিব পূজা ও উৎসব (শিবকালী পূজা)।

(ঙ) চড়ক ও রামেশ্বর শিব পূজার মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শিবলিঙ্গ ও 'বুড়ী মা'র ভগ্ন মন্দির আছে। ইহা ছাড়া গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা, একটি মনসা, একটি বিশ্বকর্মা, একটি লক্ষ্মী ও পাঁচটি কালী আছেন।

"গত কয়েক বৎসরে নিজে যাহা দেখিয়াছি এবং স্থানীয় কয়েকজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট হইতে শুনিয়া বিবরণী সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলাম। যে সমস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট হইতে বিবরণ শুনিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে একজনের বয়স একশত পাঁচ বৎসর।"

শ্রীনীলমণি সান্যাল, প্রধান শিক্ষক,
বালুপাড়া জি, এস, এফ, পি, বিদ্যালয়,
পোঃ গোপালগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

৮। গ্রাম : ভোগুর।১০৬।১,২৯২·০৭।১০৭।১,১০৬

(ক) মাহিষ্য, কামার, বৈষ্ণব, সাঁওতাল, তুরী, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) তিন মাইল দূরে কুমারগঞ্জ মোটর স্টেশন।

(ঘ) আশ্বিনে লক্ষ্মী পূজা ও চৈত্র সংক্রান্তিতে ভুবনেশ্বরী পূজা।

(ঙ) ×

(চ) ভুবনেশ্বরী দেবীর পাকা মন্দির আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজায় সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজায় একটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

শ্রীসুবোধ কুমার ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক,
ভোগুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুমারগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

৯। গ্রাম: ঝাড়া।১১২।১,৩৭৭·৩৮।১৩১।৬৮৯

(ক) মুসলমান, ও'রাও, সাঁওতাল, মুচি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) মোটর স্টেশন বোল্লা।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব-পূজা ও চড়ক পূজা।

(ঙ) ×

(চ) মাটির দেয়াল ও টিনের চালা বিশিষ্ট কালীর মন্দির আছে। গ্রামে জংলা পীর নামে এক পীর-স্থান আছে। স্থানীয় মুসলমানরা এই পীরের নামে খাসি প্রভৃতি "জবেহ্" করেন। পূর্বে পীরোত্তর জমি ছিল, বর্তমানে নাই।

শ্রীওবেদ উল্লা মিঞা, প্রধান শিক্ষক,
ঝাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুমারগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

১০। গ্রাম : তাজপুর।১৮৬।৩২৩·৭৬।৫৭।৪৪৭

(ক) সাঁওতাল, মুসলমান, পলিয়া, ঘাটোয়াল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) আধ মাইল দূরে মোটর বাস চলাচল করে। রেল-স্টেশন কালিয়াগঞ্জ। আত্রাই নদীতে নৌকা পথেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে কালীপূজা, শ্রাবণ মাসে বিষহরি পূজা। কালীপূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের এবং বিষহরি পূজাটি পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন। বিষহরি গ্রামের সাধারণের দেবী। প্রায় এক বিঘা জমি সহ বিষহরির মন্দির আছে। পূজার এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে প্রস্তুতি শুরু হইয়া থাকে এবং শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বিষহরি পূজা হয়। সর্ব-জনীন ভোজ এবং প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে তিনটি পঞ্চানন্দ ও দুইটি মনসা আছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দত্ত, প্রধান শিক্ষক,
তাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মহীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

১১। গ্রাম: বটুন।২০২।১,৩২৩·১১।৩০০।১,৪৮১

(ক) সদ্গোপ, মাহিষ্য, বৈষ্ণব, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মুণ্ডা, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) চার মাইল দূরে মোটর স্টেশন।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠমাসে প্রথম সোমবার চামুণ্ডাকালীর পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই পূজা প্রচলিত।

(ঙ) চামুণ্ডা কালীর মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম সোমবার হইতে দুই-তিন দিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি টিনের ঘরে চামুণ্ডার কাঠের তৈয়ারী মুখা মূর্তি ও শিবলিঙ্গ আছে। প্রায় সব বাড়িতেই মনসা পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাশ, শিক্ষক,
বটুন প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ বটুন, পশ্চিম দিনাজপুর।

উৎসব বিবরণী

শিবকালী পূজা

কুলহরি গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচ দিন পূর্বে হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত শিবকালী পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন উৎসব এবং স্থানীয় অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ইহাতে যোগদান করেন। প্রায় এক বিঘা পরিমাণ জমি দেবোত্তর হিসাবে সেটেলমেণ্ট রেকর্ডভুক্ত করা আছে। দেবদেবীর প্রধান সেবায়েত রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত। সংক্রান্তির পূর্বে পাঁচ দিন শুধু ফুলজল দিয়া পূজা করা হয়। শেষদিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন সাড়ম্বরে ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়া হয়। পূজা উপলক্ষ্যে সংক্রান্তির দিন পাঁচটি পাঁঠা ও সাত জোড়া পায়রার বাচ্চা বলি দেওয়া হয় এবং বলির মাংস সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ব্রহ্মপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবকালী পূজা ও চড়ক উৎসব হয়। ইহা প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন উৎসব। সংক্রান্তির পূর্বে চারদিন ফুল ও বিল্বপত্র দিয়া পূজা করা হয়। এই পূজা শিবলিঙ্গ ও মড়কাকালী স্থানে হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন সাড়ম্বরে পূজাও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ এবং মড়কা-কালীর নিকট প্রদত্ত বলি পাঁঠার মাংস বিতরণ করা হয়। পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

বালুপাড়া গ্রামে প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন শিবকালী পূজা ও উৎসব চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই গ্রামের শিব "রামেশ্বর শিব" এবং কালী "বুড়ী-মা" নামে পরিচিত। সেইজন্য চৈত্র সংক্রান্তির এই পূজা রামেশ্বর শিবের পূজা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। গ্রামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে কিন্তু "বুড়ি-মা"-র কোন মূর্তি নাই। প্রায় শতাধিক বৎসরের পূর্বে জমিদার সুবোধ চন্দ্র সরকার এবং মুরারী মোহন চৌধুরী কর্তৃক এই উৎসব প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। উভয় দেবদেবীর মন্দির ছিল। কিন্তু বর্তমানে উহাদের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। প্রায় পনর দিন পূর্বে হইতে প্রস্তুতি চলিবার পর চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজা হয়। পূজান্তে সর্বজনীনভাবে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দুধ, কলা, চিনি এবং ফলমূল দিয়াই পূজা করা হয়—কোনরূপ বলি দিবার প্রথা নাই।

সীতাহার গ্রামে (মৌজা ১১১) চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা ও কালীপূজা হয়। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন পূজা। চড়ক উপলক্ষ্যে পিঠে লোহার বড়শী বিঁধিয়া কোন কোন ভক্তকে চড়ক গাছে ঘুরান হইয়া থাকে।

মেলা বিবরণী

চড়কের মেলা (শিবকালীর পূজা)

চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবকালী পূজা উপলক্ষ্যে ব্রহ্মপুর এবং পাড়সাহাজাদপুর গ্রামের সংযোগস্থলে ১লা বৈশাখ একদিনের জন্য চড়কের মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। মেলার জমিটি (প্রায় পনর বিঘা) দেবোত্তর সম্পত্তি। আশেপাশের সমজিয়া, জাকিরপুর, রামকৃষ্ণপুর, সাফানগর, ভোঙর প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম হইতে প্রায় তিন-চার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। প্রায় একশতটি দোকান-পাট বসে এবং খোলা জায়গায় বহু ফেরিওয়ালা বসেন। জিনিস-পত্রের মধ্যে খাবার, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড় প্রভৃতি থাকে। কিছু কিছু তোলা আদায় করা হয়। আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে কবিগান হয়। গ্রামে কবিগানের দল আছে। অধিকারী শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভূঁইমালী (সরকার), গ্রামঃ ব্রহ্মপুর, পোঃ চাঁদগঞ্জ।

বালুপাড়া গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে রামেশ্বর শিব এবং 'বুড়ী-মা'-র পূজা ও উৎসব উপলক্ষ্যে (শিবকালী) একদিনের একটি মেলা বসে। রামেশ্বর শিবের মণ্ডপ এবং 'বুড়ী-মা'র মণ্ডপের মধ্যবর্তী দেবোত্তর প্রায় পঁচিশ বিঘা জমিতে দোকানপাট বসে। প্রায় একশত বৎসরের এই প্রাচীন মেলায় জেলার বিভিন্ন থানা হইতে প্রায় দশহাজার যাত্রী আসেন। বালুরঘাট, হিলি, গঙ্গারামপুর, পতিরাম, ভোঙর, চাঁদগঞ্জ, সাফানগর, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে জিনিসপত্র বিক্রেতারা আসেন। এই মেলায় প্রায় সাড়ে তিনশত দোকানপাট বসে। জিনিসপত্রের মধ্যে খাবার, মনিহারী, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য শিল্প সামগ্রী বিক্রয়ার্থে আমদানী হইয়া থাকে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। শুনা যায়, পূর্বে এই মেলায় গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি বিক্রয় হইত। আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সাঁওতাল নাচ এবং জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

চামুণ্ডা কালীর মেলা

বটুন গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সোমবার চামুণ্ডা কালীর পূজা উপলক্ষ্যে মন্দির সংলগ্ন প্রায় পনর বিঘা দেবোত্তর জমির উপর দুই-তিনদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি চার-পাঁচ পুরুষ পূর্বে হইতে চলিয়া আসিতেছে। আশেপাশের গ্রাম এবং দূরাঞ্চল হইতে প্রায় দশ-বার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। হিলি, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কুমারগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা আসেন এবং প্রায় পাঁচশত দোকানপাট বসে। মেলায় খেলাধুলা, ম্যাজিক, লটারী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

ছাতা পরব ও জিতিয়া পূজার মেলা

চক আমুলিয়া গ্রামে ১লা আশ্বিন স্থানীয় উপজাতিদের ছাতা পরব এবং জিতিয়া দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। এই মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। জেলা বোর্ডের রাস্তার দুই ধারে প্রায় দুই বিঘা জমিতে মেলা বসে। ফকিরগঞ্জ, ভোঙর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রধানতঃ মহলী, সাঁওতাল, কামার সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় পাঁচশত নরনারী এই মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশী। চাঁদগঞ্জ,

সাফানগর, প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা ময়রা, মনিহারী, পান-বিড়ি, খেলনা প্রভৃতি প্রায় পঁচিশটি দোকানপাট দেন। সমাগত যাত্রীরা উৎসব উপলক্ষ্যে ঢোল, নাগরা প্রভৃতিসহ নিজেরাই নাচগান করেন। ইহাদের মধ্যে দাঁশাই ও পাইকাহা নাচ খুবই জনপ্রিয়।

দুর্গাপূজার মেলা

সাফানগর গ্রামের হাটখোলায় প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজো উপলক্ষ্যে সাধারণের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন এবং পাঁচ হইতে সাতদিনব্যাপী চলে। আশেপাশের গ্রাম হইতে সকল সম্প্রদায়ের যাত্রী সাধারণতঃ গোশকটে করিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতারাও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ফেরীওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। খাবার ও মনিহারী দোকান ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি দোকানপাটও বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীমহেন্দ্র নাথ বসাক, গ্রাম : সাফানগর, পোঃ চাঁদগঞ্জ।

বারুণী স্নানের মেলা

আত্রাই নদী তীরস্থ বৌদ্ধনাথধাম গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে একটি বিরাট মেলা বসে। মেলাটি স্থানীয় জমিদার দয়াময়ী চৌধুরাণীর প্রায় একশত পঁচিশ বিঘা পরিমাণ জমিতে দুই-তিন দিন ধরিয়া চলে। বৌদ্ধনাথধাম-এ আসিয়া বারুণী তিথিতে সংলগ্ন আত্রাই নদীতে স্নান-দান করিয়া পুণ্যলাভের আশায় পশ্চিম দিনাজপুর এবং অন্যান্য স্থান হইতে এই সময় এখানে যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে একটি মন্দিরে বৃহৎ একটি শিবলিঙ্গ আছে। উৎসবের সময় শিব, লক্ষ্মী ও নারায়ণের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া জমিদারের পক্ষ হইতে পূজাদির ব্যবস্থা করা হয়। দৈনন্দিন পূজা হয় না। মেলা ও উৎসবের সময় সমাগত ভক্তদের নিকট হইতে জমিদার পক্ষ প্রচুর অর্থাদি পাইয়া থাকেন। পূজার ভোগাদি যাত্রী সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এই মেলাটি প্রায় দুই-তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া শুনা যায়। এই মেলা উপলক্ষ্যে প্রায় পাঁচ-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়। জেলার সমস্ত প্রধান প্রধান স্থান হইতে জিনিস-পত্র বিক্রেতারা আসেন।

গঙ্গারামপুর থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : দরপল (মৌজা—দামোদরপুর)।
২২।৫১৫·৪০।৬২।৩৬০

(ক) মুসলমান, সাঁওতাল, ও'রাও, পলিয়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ, মোটরস্টেশন গঙ্গারামপুর। পুনর্ভবা নদীপথে নৌকা চলাচল করে। আল পথে গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজা, কার্তিক মাসে কালীপুজা, মহরম মাসে মহরম উৎসব। মহরম উৎসবে বিশেষ জাঁকজমক হয়।

(ঙ) ×

(চ) কালীর স্থান আছে। কালীস্থানের জায়গীরদার বা সেবায়েত মুসলমান। বিবি ফতেমার নামে উৎসর্গকৃত অনেক জমিজমা আছে।

শ্রীআবদুল গণি মিঞা, প্রধান শিক্ষক,
দামোদরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সর্বমঙ্গলা,
পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রাম : দেবীপুর।৩৫।৬৩৯·৪৫।১২২।৬৪৯

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গঙ্গারামপুর হইতে মোটর চলাচল করে। বর্ষাকালে নদীপথে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়ীমার পুজা।

(ঙ) 'বুড়ী'-মার পুজার মেলা। বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে সাতদিন ব্যাপী। প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) বটগাছের নীচে খড়ের জীর্ণ 'বুড়ীমার' স্থান আছে।

দেবীপুর অতি প্রাচীন গ্রাম। পুর্বে এখানে বহু সংগতি-পন্ন ব্যক্তির বসবাস ছিল। গ্রামে উনিশটি বড় বড় পুকুর আছে। এই স্থানে মাটির নীচে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের দক্ষিণ-পুর্ব দিকে পুনর্ভবা নদীতীরে 'ঊষাভিটি' নামে একটি স্থান আছে। প্রায় এক বিঘা পাঁচ কাঠা পরিমাণ এই জমিটি সমতল হইতে সাত-আট হাত উঁচু। সাধারণের ধারণা যে, এইখানে মহাভারতে বর্ণিত বানরাজার কন্যা ঊষার গৃহ ছিল। কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধ ঊষাকে বিবাহ করিয়া এখানে কিছুদিন ছিলেন। তিনি দ্বারকা হইতে এই স্থান পর্যন্ত আসিবার জন্য একটি সিঁদুরে বাটুল (রাস্তা) তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাহার চিহ্নও নাকি বর্তমানে নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই স্থানীয় কিংবদন্তী।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন সরকার, প্রধান শিক্ষক,
দেবীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রাজীবপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রাম : বেলবাড়ী।৮১।১,৯১৮·৯২।৬২৫।৩,৩০৪

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, সাহা, নমঃশুদ্র, সাঁওতাল, ছত্রী, মাল।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) দেড় মাইল দুরে গঙ্গারামপুর হইতে মোটর চলাচল করে। গ্রামের পুর্বদিক দিয়া পুনর্ভবা নদী প্রবাহিত। নদীর অপর তীরে বিখ্যাত দমদমার হাট বসে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে মশান ও বুড়ী-মার পুজা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বিষহরি পুজা, আশ্বিন মাসে দুর্গা-পুজা, কার্তিক মাসে লক্ষ্মীপুজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপুজা, চৈত্র মাসে গম্ভীরা ও চড়কপুজা।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে এক দিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) মশান, বুড়ী-মা, শীতলা ও গম্ভীরা স্থান আছে। গ্রামে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে মনসা আছে।

মশান পুজা এই অঞ্চলে বেশী প্রচলিত। কোনরূপ মুর্তি নাই। মশানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে একখন্ড পাথর পুঁতিয়া তাহার উপর তেল-সিঁদুর দিয়া নির্দিষ্ট দিনে পুজা করা হয়। বুড়ী-মার কোন মুর্তি নাই, একটি পাথরখণ্ডকে বুড়ী-মার প্রতীক বলিয়া পুজা করা হয়।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, শিক্ষক,
পোঃ বেলবাড়ী, পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। গ্রাম : ধলদীঘি (মৌজা—পুরানপাড়া)।
৮৬।৫৫৭·৯৪।৫৩।১,৪১১

(ক) মুসলমান, বৈষ্ণব, বারুজীবী, গোয়ালা, হাড়ী, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের উত্তরপাশে পাকা রাস্তা দিয়া মোটর চলাচল করে। পশ্চিমে এক মাইলের মধ্যে গঙ্গারামপুর মোটর ষ্টেশন অবস্থিত।

(ঘ) মাঘ মাসে পীরের উরস্ (সৈয়দ করমআলি ফকিরের উরস্)।

(ঙ) পীরের উরস্ উপলক্ষ্যে মেলা। ২৫শে মাঘ হইতে দুই মাস ব্যাপী। বাংলা ১২২১ সন হইতে মেলাটি চলিয়া আসিতেছে।

(চ) পীরের দরগাহ আছে।

বিখ্যাত ধলদীঘির নামানুসারে গ্রামের নাম ধলদীঘি হইয়াছে। এ সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, অতি প্রাচীন কালে জনৈক রাজার দুই রাণী এখানে দুইটি দীঘি খনন করান। এই দুইটি পাশাপাশি দীঘিই বর্তমানে ধলদীঘি ও কালাদীঘি নামে বিখ্যাত। হিন্দুরীতি অনুযায়ী দীঘি দুইটি উত্তর-দক্ষিণে খনন করা হইয়াছিল। খনন করিবার সংগে সংগে কালাদীঘিতে জল উঠে, কিন্তু ধলদীঘিতে জল উঠে না।

এই সময় মৌলানা আতাউল্লাহ নামে জনৈক দরবেশ সাতজন 'সাহবা' বা সেবকসহ নানা স্থান পরিভ্রমনান্তে এইখানে আসিয়া হাজির হন। ধলদীঘির বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি রাজা-রানীর অনুমতি লইয়া অলৌকিক শক্তিবলে রাতারাতি ধলদীঘিকে পূর্ব-পশ্চিমে ঘুরাইয়া উহা জলপূর্ণ করিয়া তুলেন। এই ঘটনার পর রাজা-রানী তাঁহাকে ঐ দীঘিটি দান করেন। ইহার পর দরবেশ আরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন, এবং ক্রমশঃ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহুলোক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই দীঘির পাড়েই তিনি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। দীঘির উত্তর পাড়ে এখনও তাঁহার সমাধি চিহ্ন বর্তমান। এই দরবেশ অবিবাহিত ছিলেন, তাঁহার কোন বংশধর ছিল না। শিষ্যরাই তাঁহার উত্তরাধিকারী হন।

মতান্তরে শোনা যায় যে, উক্ত দরবেশের শিষ্যগণ গ্রাম হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া ধলদীঘি খনন করান। ধলদীঘি এবং কালাদীঘি একই সময়ে খনন করা হয় বলিয়া যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয় ঠিক নয়। ধলদীঘি হইতে কালাদীঘি বেশী পুরাতন বলিয়া মনে হয়। কারণ ধলদীঘির পাড় এখনও বেশ উঁচু এবং জলও বেশ গভীর। কিন্তু কালাদীঘির জল অগভীর এবং পাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া ধলদীঘির জল এখনও ব্যবহারের উপযোগী আছে, কিন্তু কালাদীঘির জল বর্তমানে ব্যবহারের অনুপযোগী। ধলদীঘির প্রায় দুই মাইল উত্তরে 'বানরাজার গড়ের' ধ্বংসস্তুপ বিদ্যমান।

সৈয়দ করমআলী শাহ্ টাট্শাহী ফকিরের বর্তমান বংশধরগণের নিকট হইতেই উপরোক্ত তথ্য ও ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীপ্রাণেশ চন্দ্র সাহা, শিক্ষক,
রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রামচন্দ্রপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৮০৮-৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকানন এই অঞ্চল পরিভ্রমন করিয়া ছিলেন। ধলদীঘি, গঙ্গারামপুর এবং তাহার আশেপাশের অঞ্চলগুলি সম্পর্কে তিনি যে বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন নীচে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল। তাঁহার বিবরণীতে উল্লিখিত স্থানের নামগুলির বর্তমান মৌজার ক্রমিক সংখ্যা এবং নাম নিম্নরূপঃ

বুকানন	বর্তমান	
বানগড় বা বাননগর	রাজিবপুর ঃ মৌজা সংখ্যা	৮৪
ধলদীঘি	পুরান পাড়া ঃ মৌজা সংখ্যা	৮৬
কালাদীঘি	রামচন্দ্রপুর ঃ মৌজা সংখ্যা	১৪
	ও	
	রঘুনাথবাটী ঃ মৌজা সংখ্যা	১৭
দমদমা	নারায়ণপুর ঃ মৌজা সংখ্যা	৩৬
	ও	
	কালীঘাট ঃ মৌজা সংখ্যা	৮২

উপরোক্ত এই সমস্ত স্থানগুলিই গঙ্গারামপুরের দেড় মাইল পরিধির মধ্যে অবস্থিত।

"The proper name of Dumdummah is Devi Kot. It received its present appelation (which signifies the place of war) from its having been a military station during the early Muhammedan government, as it probably was then on the frontier; for I have already mentioned that the province called Barendo extended no farther north than this place. While the troops were stationed at Dumdummah, the chief officer, under the title of Wazir, seems to have resided on the banks of a very noble tank, which is named Dahal Dighi, and has evidently been formed by Muhammedans: its water being about 4000 feet from E. to W. and 1000 from N. to S. It is probably exceedingly deep, as the banks thrown out are very large. They have been a good deal spread, and form many irregular rising grounds, finely planted; and surpass in beauty anything of the kind that I have ever seen. On many different parts, especially towards the N. E. corner are heaps of bricks, probably the ruins of the houses that were occupied by the Moslem officers. On the centre of the north side is the monument (*Durgah*) of a saint (*Pir*) named Mullah Ata-ud-din, contiguous to which is a small mosque. Both are very ruinous, but a canopy is still suspended over the tomb, which is much frequented as a place of worship and the *fakir* has an endowment of 200 biggahs (about

100 acres) of land. The present occupant is a remarkably handsome man, and has a perfect formed Arabian countenance, although his ancestors have held the appointment for several generations. A descent, paved with stone, leads down from these buildings to the tank, and the materials have been evidently taken from a ruin, as broken columns, parts of doors, windows, and stone variously carved, are intermixed with such as are quite plain. Traces of the human form on the pedestal of a column shew that the ruins from whence they were taken have been those of a Hindu building, and confirm the tradition of the supply having come from Bannogor. The Wazir, who is reported to have founded the mosque and to have dug the tank, is said to be buried between them, and a large cavity covered by long stones is shown as his grave. From an inscription over the gate of the mosque, it appears, that it was built before the time of Ata-ud-din, and of Shekh Mukbu (another saint), by Wazir Shair Musaur of Mozofurabad, commander of the troops of Firuzabad, in the reign of Hoseyn Shah, Sultan of Hostina, son of Mosufur Shah, A. H. 718.... Also from an inscription in a wing of the mosque, it would appear, that this was erected as a place of prayer of Ata-ud-din by Futeh Shah, son of Mahmud Shah, A. H. 854. A part of the mosque, called Hamada, from an inscription in it, was built in the reign of Kykaos Shah, by the order of Sakandar Sani or the 2nd, A. H. 872. Finally from an inscription over the door of an apartment to the right of the mosque and which was a kitchen for the use of *fakirs*, it would appear, that it was built in the time of Mukhdum Mullah, when Mozofur Shah was king. The date is no longer legible.

At a little distance east from Dahal Dighi is another tank of very large dimensions, called Kala Dighi and supposed to have been dug by Kala rani, the spouse of Ban raja, exclusive of the banks it is about 4000 feet long from N. to S. by 800 feet wide.

North from the tanks called Dahal and Kala are many small ones, which formerly in all probability were in the suburbs of Bannogor, the residence of Ban raja,....

The ruins of Bannogor occupy the east bank of the Punabhoba, which here runs from N. E. to S. W. for about two miles, beginning a little about Dumdummah. I first examined the citadel, which is a quadrangle of about 1800 by 1500 feet, surrounded by a high rampart of bricks, and on the south and east by a ditch: the remainder of the ditch has been obliterated or destroyed by the Punabhoba, which in the time of Ban raja is said to have passed to the north of the present course of the Brohamani; and many large water-course, which are to be seen in that direction, render the tradition probable. On the west face of the citadel is a large projecting part, probably the outworks before the gate. In the centre is a large heap of bricks said to have been the raja's house; and on the east face is a gate and a causeway, about 200 feet long, leading across the ditch into the city, which has been a square of above a mile in diameter, and has been also surrounded by a rampart of brick, and by a ditch. Towards its S. E. corner is the monument of Sultan Shah, which is ruinous; but a *fakir* has a small endowment, and burns a lamp before the tomb. The monument is much frequented by the faithful, and contains many stones, which from their position have evidently been taken from ruins, and pillars are of the same order with those at the mosque of Dahal Dighi. They are somewhat more elegant than those at Adinah, and I have procured a drawing of one, and of a door which I have no doubt belonged to Bannogor.

Near the monument of the Muhammedan saint are the two celebrated pools Omrito and Jivot, which I mentioned in my account of Ban raja. In their present state they are very different from the pools of life and immortality, which their names imply, as they are filled with abominably dirty water. They have never been large but the size of the heaps of bricks round them shown, that they have been surrounded by large buildings; and probably they have been sacred ponds (*Pushkorinis*), which occupied the areas of two temples. The women of the vicinity who have been unfortunate in their children, and have lost many by death, frequent these pools, and carrying with them two living fish of the kind called *Kamach Singgi*, bathe in each pond, and make an offering of a dish.

In Omrito a projecting stone was pointed out as the dead cow that had been thrown into the water by the infidel Yovons, in order to deprive it of its virtues. I proposed to take it out, which excited a smile of contempt in my guides, who assured me, that one of the Dinajpur rajas had tied ropes to it, and with three elephants had attempted in vain to procure this monument of antiquity. The pandit attached to the survey, who is perhaps somewhat of a philosopher, went next day with a dozen men and some ropes, and pulled it out with some degree of exultation. He found it to be an image of the bull Vrisho which is usually worshipped by the sect of Shiva, and which the infidels very probably threw into the pond. This and the image of Gones now at Dinajpur, which I have already mentioned, together with the custom of swinging attributed to Ban raja, pretty clearly show the religion of that tyrant (*Osur*) who opposed Krishno, as the temples of Shiva constructed by Ravon, which I have seen in the south of India, point out the worship of the opponent of Ram.

At the N. W. corner of the ruins of the town, near the Punabhoba, are the remains of the monument of another Muhammedan saint, *Pir* Havakhari, which

also have some columns, and other stones : and the same *fakir* who lights the lamp at the tomb of Sultan Shah attends on this, which is also much frequented by the devout.

Near this the river has undermined part of the ruins, and is encroaching on a thick bed of bricks, in which stands a column of granite of the same order with those in the monuments of the Muhammedan saints.

At a very little distance from the N. E. corner of the city is a large heap of bricks, said to be the ruins of a temple dedicated to Virupakhyo (*Shiva*) by Ban raja. In the time of Raja Ramnath of Dinajpur, two religious men were informed in a dream where the image was concealed, and hastened to inform the raja of their discovery. He accordingly sent people with the two good men, who pointed out the place in the ruins, and on digging there was found a Linga, for which the raja built a small temple, and settled 360 biggahs (about 180 acres) of land, with a monthly pension of 30 rupees on the two brahmuns, whose children now enjoy the fruits of their ancestors' virtue. It is said and believed in the neighbourhood, that this image, when discovered, was a cubit high. It has since gradually diminished, and is now reduced to a span. The new temple is very ruinous, and the brahmans who have the endowment will probably wait for a repair, until another dreamer can procure another raja, who will perform that work of piety. It is now, however, the chief place of Hindu worship in the division.

About half a mile west from the north end of the city, on the opposite side of the Punabhoba, is a considerable heap of bricks, overgrown with bushes, and placed on the side of a small tank. For any thing that appears to the contrary, this, as is related, may have been the house of the princess Usha, whose fondness for Oniruddho brought about the destruction of her father and native city.

About three-fourths of a mile beyond this heap, and on the other side of the Brohmani, is a place called Narayonpur, where there are many small tanks and heap of bricks like an old town. This is said to have been the field where the great battle took place between Krishno and Ban raja. Near one of the tanks, evidently of Hindu construction, is the monument of a Muhammedan saint, *Pir* Baha-ud-din, from whence to the tank is a large pavement and stair, constructed of stones, that have evidently been taken from ruins. Near it is a small building of brick, much ornamented with carving, and which from its resemblance to the mausoleum of Ghyas-ud-din, at Pernya, probably contains the tomb of some person of rank.

The great number of stones in these ruins, and a vast many that have been removed by the Dinajpur rajas, to construct their works, show that Bannogor has been a place much ornamented and its walls show that it was of considerable size and strength. The people here allege, that all the stones which are to be found in the buildings of this district have been carried from it, and that Gaur owed its most valuable materials to the ruins of Ban raja's edifices.

[District Handbooks 1951, West Dinajpur, by A. Mitra, p. xlv-xlvii]

৫। **গ্রাম : শিববাটী (মৌজা—কেশবপুর)।**
১১৬।৫১৭·৯২। ৭৫।৪৪০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মুসলমান।
(খ) কৃষিকার্য।
(গ) গঙ্গারামপুর হইতে মোটরবাস পাওয়া যায়।
(ঘ) চৈত্র মাসে বারুণীস্নান। বারুণী উপলক্ষ্যে শিব-মন্দিরে শিবের পূজা হয়।
(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।
(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে বিরুপাক্ষ নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। কিংবদন্তী আছে যে, শিব-লিঙ্গটি বাণরাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং সেইহেতু গ্রামের নাম শিববাটী বা শিববাড়ী হইয়াছে।

শ্রীতছির উদ্দিন আহাম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
জাহাঙ্গীরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জাহাঙ্গীরপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

উৎসব বিবরণী

গম্ভীরা পূজা ও চড়ক

বেলবাড়ী গ্রামে চৈত্র মাসে গম্ভীরা উৎসব ও চড়ক পূজা হয়। গ্রামে বটগাছের নীচে গম্ভীরা স্থান আছে। সেখানে কয়েকখানি প্রস্তরখন্ড কয়েকহাত অন্তর মন্ডলাকারে প্রোথিত আছে। ২৭শে চৈত্র পূজা শুরু হয়, ২৯শে হোম হয় ও ৩০শে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন নির্দিষ্ট স্থানে পনরহাত লম্বা একটি ছোট সরল শিমুল গাছের গুঁড়ি প্রোথিত করিয়া উহাকে পূজা করা হয়। পূজার শেষে কোন একজন ভক্তের পিঠে বঁড়শী ফুঁড়িয়া ওই চড়কগাছের সহিত ঝুলাইয়া তাহাকে ঘুরান হয়। ইহাকে চড়ক-ঘুরান বলে। এই উপলক্ষ্যে একটি ছোট মেলা বসে।

পীরের উৎসব (সৈয়দ করমআলী ফকিরের উরস)

ধলদীঘি (মৌজা : পুরানপাড়া) গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে মাঘ হইতে একমাস ব্যাপী সৈয়দ করমআলী শাহ টাটশাহী ফকির সাহেবের উরস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মধ্যে একটি বিখ্যাত উৎসব। মৌলানা আতাউল্লাহ দরবেশ-এর মৃত্যুর বহু পরে ধলদীঘির

দক্ষিণ পাড়ে সৈয়দ করমআলী ফকির সাহেব আস্তানা করেন। সম্ভবতঃ তিনি উপরোক্ত দরবেশের অন্যতম 'সাহ্‌বা' বা সেবক ছিলেন। তিনিও অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহারও অনেক হিন্দু-মুসলমান শিষ্য ছিল। এই ফকিরের বংশধরেরাই বর্তমানে এই উৎসব এবং উৎসব সংশ্লিষ্ট মেলার পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। ইঁহারা 'ফকির' নামে অভিহিত। এই কারণে মেলাটি 'ফকিরের মেলা' নামে পরিচিত। ১২০৮ সনের ২৫শে মাঘ এই উরস উৎসবের প্রবর্তন হয়। ১২২১ সন হইতে উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথম 'বাজার' বা মেলা বসিতে শুরু করে এবং ১২৬০ সন হইতে মেলায় নিয়মিতভাবে পশু ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়। পূর্বে ২৫শে মাঘ 'ক্ষীরপাক' হইত এবং সর্বজনীন ভোজ হইত। তখন কোন জীবজন্তু 'জবেহ' করা হইত না। বর্তমানে খাসী ইত্যাদি 'জবেহ' করা হয় এবং 'পোলাও' পাক করা হয়। সর্বজনীন ভোজ এখনও চলে এবং ইহার জন্য প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মণ চাউল রান্না হয়। ২৫শে মাঘ এই স্থানে মুসলমানগণ 'সিন্নি' দেন এবং হিন্দুরা হরির লুট ও সংকীর্তন করিয়া থাকেন।

বিষহরি পূজা

বেলবাড়ী গ্রামে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই বিষহরি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলের রাজবংশীদের মধ্যে মনসা-ই বিষহরি নামে পূজিত হন। বিষহরির কোন মূর্তি নাই। শোলা দিয়া দেড়হাত উঁচু একটি ছোট চৌকা ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর সাপের মূর্তি আঁকিয়া পূজা করা হয়। পূজার পরদিন কলার ডেগোর ভেলায় করিয়া ঐ শোলার ঘর জলে ভাসান দেওয়া হয়। অনেক বাড়ীতে মনসার মন্দির আছে। মনসার ঘটেও পূজা করা হয়। পূজার রাত্রে কোন কোন স্থানে 'কান্দুনে বিষহরি' গান হয়।

বুড়ী-মার পূজা

প্রতি বৎসর দেবীপুর গ্রামে বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়ী-মার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় আড়াই শত বৎসরের পূজা। সর্বসাধারণের বিশ্বাস, কোন এক সন্ন্যাসী কর্তৃক এই পূজাটি প্রচলিত হইয়াছিল। বুড়ী-মা গ্রামের সাধারণের দেবী। বটগাছের নীচে খড়ের জীর্ণ ঘরে ইঁহার আসন ও স্থান আছে। স্থানের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে একটি পুকুর আছে। বুড়ী-মার ন্যুব্জ দেহ, শুক্লকেশ, হাতে যষ্ঠি যুক্ত মূর্তি। মূর্তির রং অতসী পুষ্পবর্ণা। বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কোন সোমবার হইতে শুরু হইয়া পরবর্তী সোমবার পর্যন্ত এই পূজা চলে। এক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই পূজার প্রস্তুতি শুরু হয়, অর্থাৎ বুড়ী-মার স্থানের জংগল ইত্যাদি কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। প্রত্যেক দিন মধ্যাহ্নে পূজা হয়। পূজার কয়েকদিন গ্রামের লোক নানারূপ মুখোস পরিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নৃত্য ও খেলা দেখাইয়া বেড়ান। পূজার শেষদিন পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

বেলবাড়ী গ্রামে বৈশাখ মাসে বুড়ী-মার পূজা প্রচলিত আছে। ইঁহার কোন মূর্তি নাই। বুড়ী-মার 'থানে' বা স্থানে একটি পাথরখন্ডকে পূজা করা হয়।

মেলা বিবরণী

পীরের উৎসবের মেলা (সৈয়দ করমআলী ফকিরের উরস)

ধলদীঘি গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে মাঘ হইতে শুরু হইয়া প্রায় দুই মাস ধরিয়া একটি বিরাট মেলা বসে। এই মেলাটি সমগ্র পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিখ্যাত মেলা। ইহা 'ফকিরের মেলা' বা ধলদীঘির মেলা নামেই সর্মাধিক প্রসিদ্ধ। এই মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, ঘোড়া, উট প্রভৃতি পশুর ক্রয়-বিক্রয়। প্রকৃত পক্ষে পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে এই মেলাটিই পশু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ১২০৮ সন হইতে উরস্‌ উৎসব এবং ১২২১ সন হইতে বাজার বা মেলা বসিতে শুরু করিলেও, ১২৬০ সন হইতে মেলাটি বৃহদাকার ধারণ করে এবং পশুমেলা রূপে খ্যাত হয়।

ধলদীঘির দক্ষিণ-পাড়ে এবং তাহার দক্ষিণে প্রায় এক বর্গ মাইল পরিমাণ ধানী জমিতে এই মেলাটি বসে। এই সমস্ত জমিজমা ফকিরদের। মেলা উপলক্ষ্যে সমাগত দোকানদারদের নিকট হইতে ফকিরদের পক্ষ হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতেও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহুরকম জিনিসপত্রসহ বিক্রেতারা এই মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় পাঁচ শত দোকানপাট বসে। ইহা ছাড়া খোলা জায়গায় আরও তিন শত দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাসনকোসনের দোকান ব্যতীত লোহার জিনিসপত্র, কৃষিসংক্রান্ত ও কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং পশুপক্ষী বেশী আমদানী হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য সিনেমা, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রাগান, কবিগান, নাগরদোলা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে এবং লটারী ও জুয়া খেলা হয়। কলিকাতা ও অন্যান্য শহর হইতে যাত্রা ও সিনেমা আসে।

"Dhaldighi. . . . . where the largest Cattle fair in the district is held. This fair is very old one, but of recent years its importance has declined, owing to the competition of other fairs which have come into existence in the vicinity".

[District Handbooks, West Dinajpur, by A. Mitra, p. xxxv]

বুড়ী-মার মেলা

দেবীপুর গ্রামে বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়ী-মার পূজা উপলক্ষ্যে বুড়ী-মার স্থানের আশেপাশে সাতদিন ধরিয়া একটি

ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। মেলার স্থানটি দেবোত্তর। আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় দেড়শত নরনারী এই মেলায় আসেন। কয়েকটি দোকানপাট বসে। দোকানদারগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

বারুণীস্নানের মেলা

শিববাটী গ্রামে চৈত্র মাসে বারুণীস্নান উপলক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর ধারে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন এবং এই অঞ্চল হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী বারুণীস্নান উপলক্ষ্যে এখানে সমবেত হন। গঙ্গারামপুর হইতে আগত মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাটাকাপড়, খেলনা, দা, কুঠার প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট খানি দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে সামান্য খাজনা আদায় করা হয়।

তপন থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : করদহ।৩০।২৩৬·৫৭।১৩৫।৯০১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কায়স্থ, ভুঁইমালী, নমঃশূদ্র, সাওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) করদহ হইতে একটি কাঁচারাস্তা তপন হইয়া বালুরঘাট গিয়াছে। আট মাইল দূরে গঙ্গারামপুর মোটর স্টেশন। নৌকাপথেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, কার্তিকপূজা, রাস উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, এবং ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) লক্ষ্মী-নারায়ণ ও দধিবামনজীউর ঠাকুরবাড়ী, গৌর-গোঁসাই-এর প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরে দুইটি শিবলিংগ এবং দিনাজপুর-রাজ প্রতিষ্ঠিত গোপালজীউর প্রাচীন মন্দির আছে। মশান কালীর স্থান এবং 'মুশকিল আসান' নামে পীরের দরগাহ আছে। পূর্বে প্রতি শুক্রবার এখানে কোরাণপাঠ ও সিন্নি মানত দেওয়া হইত। তাহা ছাড়া বৎসরে একবার গ্রামে অষ্ট-প্রহর নামকীর্তন হয় এবং তদুপলক্ষে সর্বজনীন অন্নছত্র খোলা হয়।

করদহ হইতে দশ মাইল উত্তরে বাণগড় অবস্থিত। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বাণরাজার বাহান্ন হাত কর্তিত হয় এবং সেই কর্তিত হাত এই গ্রামে পতিত হইলে এইখানেই উহা দাহ করা হয়। মতান্তরে অসুররাজ বাণের কন্যা ঊষার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তাঁহার নয়শত অষ্টানব্বুই খানি হাত কর্তিত হয়। এই জন্য গ্রামের নাম করদহ হইয়াছে। এখন যদিও পুনর্ভবা নদী একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে, পূর্বে ইহা গ্রামের পাশ দিয়াই প্রবাহিত হইত : এবং নদীতীরে যেখানে বাণরাজার 'কর' দাহ করা হইয়াছিল, সেখানে এখনও মশান কালীর স্থান বিদ্যমান এবং দীপান্বিতার সময় তথায় গ্রামবাসীগণ কর্তৃক দেবী পূজা করা হয়। পূর্বে দিনাজপুরের রাজগণ এবং অন্যান্যরা এই পুনর্ভবা নদীপথেই দিল্লী, মুর্শিদাবাদ এবং কাশী, গয়া প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতেন বলিয়া গ্রামটি তখন হইতেই বিশেষ সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে এখানে বহু পূর্ব হইতেই একটি দৈনিক বাজার বসিয়া আসিতেছে। শোনা যায়, একবার দিনাজপুরের রাজাগণ রাজস্ব দিতে না পারায় দিল্লীতে তাঁহাদের তলব হয়। তাঁহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় নৌকাপথে এই গ্রামের পাশ দিয়া যাইবার সময় স্বপ্নাদৃষ্ট হইয়া গঙ্গায় গোপালজীউ মূর্তিটি পান। সম্রাটের দরবারে উপনীত হইয়া তাঁহারা অপ্রত্যাশিত সমাদর লাভ করেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে করদহ পরগণা লাভ করেন। এই কারণে তাঁহারা এই করদহে-ই গোপালজীউ-কে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রাজারা করদহ হইতে দিনাজপুরে গোপালজীউ-কে লইয়া যান। গ্রামে প্রাচীন কীর্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কষ্ঠি পাথরের তৈয়ারী বৃহৎ একটি প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি এখানে পাওয়া গিয়াছিল—উহা এখন বালুরঘাট প্রাচ্য ভারতীর হেফাজতে আছে। গৌর গোঁসাই-এর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির এবং গোপালজীউর মন্দির বর্তমানে সংস্কার অভাবে খুবই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
করদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ করদহ, পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রাম : বজরাপুকুর।৩৫।১,৫৩৬·৮৬।৭৭০।২,৯৭৩

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, জেলে, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নয়াবাজার মোটর স্টেশন। নদী পথে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা—যথাক্রমে আট বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর এবং একশত বৎসরের প্রাচীন। চৈত্রমাসে বুড়ীমার পূজা দুর্গামূর্তিরই অনুরূপ, তবে দুইহাত বিশিষ্টা এবং সংগে মনসা মূর্তি থাকে। এই পূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, বুড়ী দেবীর স্থান আছে।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায়, শিক্ষক,
বজরাপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নয়াবাজার, পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রাম : আজমতপুর।৫৪।৮৩৪·২৪।৯৯।৪১১

(ক) মুসলমান, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মহলী, কোলকামার, ও'রাও, মুচী, ঘাসি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নয় মাইল দূরে, গংগারামপুর মোটর স্টেশন হইতে মোটরবাস চলাচল করে। এই নয় মাইল কাঁচা রাস্তা। গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে পুনর্ভবা নদী পথে বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীপূজা। গ্রামের সর্বজনীন এই পূজাটি বহু প্রাচীন। প্রকাণ্ড একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে মাটির দেয়াল এবং খড়ের চালবিশিষ্ট একটি মন্দির আছে।

মহরম মাসে মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আশেপাশের চার-পাঁচটি গ্রামের মুসলমানরা এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। প্রায় চৌষট্টি বৎসর পূর্ব হইতে উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে। লাঠি খেলা ও অন্যান্য শারীরিক ক্রীড়া প্রদর্শন এই উৎসবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) ×

(চ) একটি মনসা ও একটি গম্ভীরা স্থান আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
আজমতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মনহালী, পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। গ্রাম: তপন।৬৩।৮৬৫·৫১।৩০০।৬৪৪

৫। গ্রাম : কশবা।৬৪।২৯৪·৫২।২২৬।১,৯৭১

"About fourteen miles west of Balurghat on the Balurghat-Tapan Road.

A very fine tank, named Tapandighi, perhaps the largest in the district ; for the water seems to have extended 4,100 feet from North to South and 1150 from East to West, and the space occupied by the tank is about 300 feet wide, making the total dimensions 4700 feet by 1750. On the east and west sides have been three entrances through the bank, each had a descent to the water (*Ghat*) lined with brick. On the south side have been two entrances and on the north side one ; opposite to this is a small heap, probably the ruins of a temple. About half a mile to the west of the Tapandighi is a space of about half a mile in extent called Patharpunji (J.L. 68 Kazibhag), broken with small tanks, like the situation of a town ; and near the northern extremity of this is a large heap of bricks, covered with soil, once probably a temple of considerable size. Beautifully ornamented and covered terracotta tiles can still be salvaged with a little endeavour and several beautiful specimens can be seen at the library of the Prachya Bharati at Balurghat. These tanks are said to have been made by Ban raja, and to have been the place where he performed his religious ceremonies (*tarpan*) and where he swung before Siva for 1,000 years, suspended by hooks passing through the skin of his back.

[District Handbooks, 1951, West Dinajpur, by A. Mitra, p. 130]

৬। গ্রাম: রাজেশ্বরপুর।৮৩।৪১১·২৮।৫৬।৩১৪

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ঘাটোয়াল, বেদিয়া, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা গ্রামে যাইবার প্রধান পথ। তিন মাইল উত্তরে কালিয়াগঞ্জ-বালুরঘাট রাস্তায় মোটর চলাচল করে। গংগারামপুর-তপন রাস্তা দেড়মাইল দূরে।

(ঘ) শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা, আশ্বিন সংক্রান্তিতে লক্ষ্মী পূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে চামুণ্ডা (বা মশান কালী) এবং গম্ভীরা বা বাণব্রত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গম্ভীরা উৎসবে মুখোস নৃত্য হয়, এবং ভক্তদের মধ্যে কাহার কাহারও উপর দেবতা 'ভর' করেন। এই উপলক্ষ্যে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। গম্ভীরা পূজায় ভক্তরা ধর্মাচার হিসাবে মদ্যপান করেন।

(ঙ) মশান কালীর মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীর কয়েকটি স্থান আছে।

শ্রীসুধীর চন্দ্র নাথ, শিক্ষক,
গ্রাম: রাজেশ্বরপুর,
পোঃ তপন, পশ্চিম দিনাজপুর।

৭। গ্রাম : হজরতপুর।৮৭।১,৪০১·০১।১৯৭।৯৮১

(ক) মুসলমান, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কোলকামার, ও'রাও।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মোটর স্টেশন—ফুলবাড়ী।

(ঘ) মহরম উৎসব। প্রায় আড়াইশত বৎসর ধরিয়া এই গ্রামের মুসলমান অধিবাসী কর্তৃক উদ্‌যাপিত হইয়া আসিতেছে।

(ঙ) মহরমের মেলা। মহরম মাসে। মেলাটি আড়াই-শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) বুড়াপীরের স্থান (মখদুম পীর) আছে।

শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
হজরতপুর-মালঞ্চা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নয়াবাজার, পশ্চিম দিনাজপুর।

৮। গ্রামঃ পার্বতীপুর।১০০।৪০১·৫৬।৬৭।৩১৩

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ। মোটর স্টেশন—বাউলহাট।

(ঘ) বৈশাখ মাসে হরিপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসা বা বিষহরি পূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, চৈত্র মাসে মড়ককালী পূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে উপরোক্ত দেবদেবীর স্থান এবং কালুপীর নামে জনৈক পীরের স্থানও আছে।

শ্রীসুদর্শন তালুকদার, শিক্ষক,
পার্বতীপুর স্পেশাল ক্যাডার, বিদ্যালয়,
পোঃ রামকৃষ্ণপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

**৯। গ্রাম : দাড়ালহাট (মৌজা—জমি নিশ্চিন্তা)।
১৩৩।৪৪৬·৩৯।১৩০।৬৩৪**

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে। রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ।

(ঘ) বৈশাখে হরিপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালী পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা। দুর্গা পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চার দিন ব্যাপী। প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) খড়ের ছাউনী দেওয়া একটি দুর্গামণ্ডপ আছে। গ্রামে একটি শিবলিংগ, একটি মনসা ও একটি শীতলার স্থান আছে।

শ্রীনাজিমুদ্দিন সরকার, প্রধান শিক্ষক,
দাড়ালহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দাড়ালহাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

**১০। গ্রাম : তেলিঘাটা (মৌজা—তেলীঘাটা ভবানীপুর)।
১৬৭।৫৩৫·২৯।৮৫।৪৫৬**

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, নাপিত, বৈষ্ণব, কামার কুমার, সাঁওতাল, তুরী।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের মধ্যে কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) চৈত্র মাসে গম্ভীরা উৎসব এবং তদুপলক্ষ্যে মশান-কালী ও ক্ষেত্রকালীর পূজা।

(ঙ) গম্ভীরা বা চড়কের মেলা চৈত্র মাসে দুই দিন। প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গম্ভীরা তলা এবং অন্যান্য দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীসীতেন্দ্র নাথ সিংহরায়, শিক্ষক,
ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ তেলিঘাটা, পশ্চিম দিনাজপুর।

**১১। গ্রাম : ধাইনগর (মৌজা—মামুদপুর)।
১৭০।১,০৫৪·২০।১৯৭।৮৩৬**

(ক) হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল, মাল পাহাড়িয়া, ও'রাও।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা আছে। রেল-স্টেশন চব্বিশ মাইল দূরে। সম্প্রতি গ্রাম হইতে প্রায় চার মাইল দূর দিয়া মোটর বাস চলাচল করিতেছে।

(ঘ) চৈত্র মাসে গম্ভীরা উৎসব এবং তদুপলক্ষ্যে শিব-কালী, বিদ্যশ্বরী (বুদ্ধেশ্বরী) ও মশান কালীর পূজা হয়।

(ঙ) গম্ভীরা বা চড়ক মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বাবা ঠাকুরের মন্দির আছে।

শ্রীবান্দুরাম ও'রাও, শিক্ষক,
রাংগামাটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ তেলিঘাটা, পশ্চিম দিনাজপুর।

১২। গ্রাম : রামচন্দ্রপুর।১৭৪।২,১৮৭·১৬।২০৪।১,২২৩

(ক) মাহিষ্য, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, পলিয়া, হাড়ী, মুচি, তুরী, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামে কাঁচা রাস্তা আছে। পাঁচ মাইল দূরে তপন হইতে মোটর চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখে অষ্টম প্রহর হরিনাম, আশ্বিনে ডাক-লক্ষ্মী পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে গম্ভীরা উৎসব ও চড়ক পূজা। গম্ভীরা উৎসবটি খুবই প্রাচীন। পূজায় পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) গম্ভীরা ও চড়কমেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) মুসকিল আসান পীরের একটি প্রাচীন স্থান আছে। প্রতি শুক্রবার 'সিন্নি' দেওয়া হয়। রক্ষা কালীর মন্দির ছিল, উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে জানা যায় যে, পূর্বে এখানে রামচন্দ্র রায় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই এই গ্রামের নাম হইয়াছে রামচন্দ্রপুর। এখনও একটি পতিত জমিকে স্থানীয় অধিবাসীরা উক্ত রামচন্দ্র রায়ের রাজবাড়ীর স্থান বলিয়া মনে করেন। তাঁহার আমলে এই গ্রামে নাকি বাইশটি দুর্গা-পূজা হইত। গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন পুকুর আছে। এগুলির মধ্যে 'ঠাকুরাণ' পুকুরটি বেশ প্রাচীন এবং ইহার সহিত রামচন্দ্র রায় পরিবারের মৃত্যুর কিংবদন্তী জড়িত আছে। স্বপ্নাদেশে শত্রু আক্রমনের সম্ভাবনায় ভীত হইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ এই পুকুরে একটি নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং সবংশে ডুবিয়া মারা যান। এই পুকুরের উত্তরদিকে শিব-কালীর মন্দির ছিল, এখনও তাহার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার উপর একটি বহু প্রাচীন পাকুড়গাছ এখনও দাঁড়াইয়া আছে। গম্ভীরা উৎসবের সময় এই পাকুড় গাছের নীচেই প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রাণেশ চন্দ্র সাহা, শিক্ষক,
রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রামচন্দ্রপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৩। গ্রামঃ অভিরামপুর।২৭৬।৬৫২·২০।৭৯।৩৪৫

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ও'রাও, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বালুরঘাট হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তায় ছয় মাইল পশ্চিমে আসিয়া তথা হইতে আধ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত।

(ঘ) চৈত্র সংক্রান্তিতে বুড়াকালীর পূজা।

(ঙ) বুড়াকালী পূজার মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) বুড়াকালীর মন্দির আছে। শিবলিংগ, বসন্তকালী ও ক্ষেত্রকালী পূজা হয়।

শ্রীননীমোহন ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রামঃ তারাজপুর,
পোঃ জলঘর, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৪। গ্রাম : হরিবংশীপুর।২৭৯।৫৮১·৬১।৯৮।৫৪৫

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মালপাহাড়িয়া, ও'রাও।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বালুরঘাট হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তার ছয় মাইল পশ্চিমে এই গ্রামটি অবস্থিত।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা।

(ঙ) কালীপূজার মেলা একদিন। কার্তিক মাসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালী মন্দির আছে।

শ্রীননী মোহন ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রামঃ তারাজপুর,
পোঃ জলঘর, পশ্চিম দিনাজপুর।

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা (বুড়াকালী পূজা)

অভিরামপুর গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তির দিন বুড়াকালীর পূজা হয়। এই পূজা বহু প্রাচীনকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। গ্রামে বুড়াকালীর মন্দির আছে। প্রতি বৎসর মাটির মূর্তি তৈয়ারী করিয়া বুড়াকালীর পূজা হইয়া থাকে। এই উপলক্ষ্যে শিবকালী, বসন্তকালী, ক্ষেত্রকালী প্রভৃতি দেব-দেবীরও পূজা হইয়া থাকে। ২৪শে চৈত্র হইতে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে দুই-একজন করিয়া 'ব্রত' পালন করিতে শুরু করেন। ইঁহাদিগকে 'ব্রতী' বলে। ব্রতীরা সারাদিন উপবাস থাকিয়া সন্ধ্যার পর স্বহস্তে পাক করিয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। এই ব্রত পালন কালে তেল খাওয়া ও মাথা নিষিদ্ধ। ব্রতীরা সারাদিন লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নাচগান করিয়া বেড়ান। রাত্রে 'সাজ' দেন। সংক্রান্তির রাত্রে কালীপূজা করিয়া উৎসবের শেষ হয়। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজার দিন পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

গম্ভীরা পূজা বা চড়ক

তেলিঘাটা গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তির সাতদিন পূর্ব হইতে গম্ভীরা উৎসব আরম্ভ হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামে মশানকালী ও ক্ষেত্রকালীর পূজা হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। মশান ও ক্ষেত্রকালীর কোন মূর্তি নাই, স্থান আছে। চৈত্রসংক্রান্তির সাতদিন পূর্ব হইতে শুরু হইয়া প্রায় আট-নয় দিন ধরিয়া উৎসব চলে। প্রথম দিন গম্ভীরা তলায় দেবদেবীগণকে 'জিয়াইতে' হয় (জাগাইতে)। ঐ দিন পুরোহিত এবং বাদ্যকর আসিয়া দেবতাগণকে 'জিয়ান'। দুইদিন পরে অতি প্রত্যূষে ক্ষেত্রকালীর পূজা হয় এবং সেই সময় বহু ভক্তের উপর দেবীর ভর হয়। এই দিনই দ্বিপ্রহরে অন্য একস্থানে বুড়াকালীর পূজা হয়। ইহার পরদিন রাত্রে গম্ভীরা তলায় মশানকালী ও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করা হয়। মশানকালী পূজার রাত্রে সকলকে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। এই পূজার জন্য গ্রামের বাড়ী বাড়ী হইতে ঢেঁকী, কুলা, লাংগল, লাংগলের ফাল প্রভৃতি চুরি করিয়া পূজাস্থানে লইয়া আসিতে হয়। রাত্রি জাগরণের

পরদিন সকাল হইতে ভক্তরা মশান অর্থাৎ মরা মানুষের মাথা লইয়া গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে নৃত্য করিয়া বেড়ান। এই দিন বিকালে খাড়ির ধারে মশান তলায় গিয়া মশান ঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। এই পূজাকে 'ভাসান' পূজা বলা হয়। অর্থাৎ এই পূজার সঙ্গে গম্ভীরা উৎসবের সমাপ্তি। ১লা বৈশাখ চড়ক পূজা হয়। চড়ক উপলক্ষ্যে কোন কোন ভক্তের পিঠে দুইটি বঁড়শী ফুঁড়িয়া চড়ক গাছে তুলিয়া ঘোরান হয়। উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মশান-কালী পূজায় পাঁঠা বলি এবং বুড়াকালীর পূজায় পায়রা বলি দেওয়া হয়।

ধাইনগর গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে খুব আড়ম্বরের সহিত এই উৎসবটি উদ্‌যাপিত হইত। ২৮শে চৈত্র ফুল ও ফল দিয়া গম্ভীরা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯শে চৈত্র দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয় এবং 'ভক্তখেলা' শুরু হয়। ৩০শে চৈত্র বলি ও 'ভক্তখেলা' শেষ হয়। পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। পূজার সেবায়েত কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। 'ভক্ত খেলাই' এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য।

মহরম

হজরতপুর গ্রামে প্রতিবৎসর মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে বুড়া পীর তলা নামে একটি পীরের স্থান বা দরগাহ্ আছে। এ সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে বাগদাদ্ হইতে মখদুম পীর নামে জনৈক ধর্ম প্রচারক এই স্থানে আসিয়া আস্তানা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহাকে ঐস্থানেই সমাধিস্থ করা হয়। সেই জন্য স্থানীয় মুসলমানরা স্থানটিকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। মহরম উৎসবের দিন স্থানীয় মুসলমানরা দরগাহে সমবেত হন এবং অনেকেই পীরের স্থানে খাসি ও পায়রার বাচ্চা 'জবেহ্' করেন। জমিদারী উচ্ছেদের পূর্বে পীরোত্তর কিছু জমি ছিল।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে বজরাপুকুর গ্রামে প্রায় চার-পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল যথা—ময়রাপুর, বেলবাড়ী, যাদববাটী, গোপালপুর, গোঁসাইডাংগা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের নরনারীগণ এই মেলায় যোগদান করেন। মেলায় যাত্রীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। এই মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, মুদিখানা প্রভৃতির প্রায় পনরটি দোকান পাট বসে। তাহা ছাড়া কুড়ি-পঁচিশ জন ফেরিওয়ালাও এই মেলায় আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রাগানের ব্যবস্থা থাকে। গ্রামের দুইটি যাত্রাদল আছে, অধিকারীদ্বয়ের নাম জনাব আদালত হোসেন মিঞা এবং শ্রীসুশীল চন্দ্র রায়, পোঃ নয়াবাজার।

রাজেশ্বরপুর গ্রামে মশানকালী পূজার সময় একদিনের জন্য একটি প্রাচীন ছোট মেলা বসে। প্রায় আড়াইশত লোক এই মেলায় আসেন এবং পনরটি দোকানপাট বসে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে বুড়াকালী পূজা উপলক্ষ্যে অভিরামপুর গ্রামে বুড়াকালীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় ছয়-সাত বিঘা জমিতে একদিনের জন্য একটি প্রাচীন মেলা বসে। মেলার জমি কিয়দংশ দেবোত্তর। এই মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারীর সমাগম হয়। নারীর সংখ্যাই বেশী। মেলায় কুড়ি-বাইশটি দোকানপাট আসে। উহার অধিকাংশই মনিহারী ও মিষ্টান্ন প্রভৃতির দোকান। বিক্রেতাগণ বালুরঘাট, জলঘর প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

হরিবংশীপুর গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পূজার পরদিন মন্দির আঙ্গিনায় দেবোত্তর জমির উপর এক-দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। এই মেলায় প্রায় চার-পাঁচ শত যাত্রী আসেন। নারীর সংখ্যাই বেশী। বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যাদির প্রায় কুড়িটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় মংগলচন্ডীর গান, বিষহরি গান, লটারী প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। গানের দলের অধিকারীর নাম—শ্রীচিন্তাহরণ বর্মন, গ্রামঃ তারাজপুর, পোঃ জলঘর।

গম্ভীরা পূজা বা চড়কের মেলা

তেলিঘাটা গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে গম্ভীরা উৎসব ও চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের গম্ভীরা তলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বিঘা পরিমাণ জমিতে একটি মেলা বসে এবং দুইদিন ব্যাপী চলে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। মেলার জমি কিছু দেবোত্তর, কিছু জনসাধারণের। আশেপাশের ধাইনগর, মদনাহার, জামালপুর, মামুদপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় আড়াই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে বা হাঁটিয়া আসেন। বালুরঘাট, গংগারামপুর, দাড়াল ও তপন হইতে বিভিন্ন জিনিসপত্র লইয়া বিক্রেতারা আসেন। মদনাহার, নাকরাকুড়ী, ধাইনগর ও তেলিঘাটা হইতে ধামা, কুলা, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি এবং বাঁশের তৈয়ারী অন্যান্য জিনিসপত্র আমদানী হয়। মেলায় সর্বশুদ্ধ প্রায় দুইশতটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না। গান-বাজনা, আলকাপ গান, কবি-গানের আসর বসে এবং ম্যাজিক খেলা হয়।

ধাইনগর গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে গম্ভীরা উৎসব ও চড়ক-পূজা উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। প্রায় সাড়ে তিনশত নরনারী এই মেলায় আসেন। খোলা জায়গায় জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ 'ভক্ত খেলা'। ইহা ছাড়া মংগলচন্ডীর গান, সত্যপীরের গান প্রভৃতিও হইয়া থাকে। গংগারামপুর ও তপন

থানা হইতে গানের দল আসে। গ্রামের মধ্যেই গানের দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পোঃ তোলিঘাটা।

রামচন্দ্রপুর গ্রামে গম্ভীরা বা চড়কপুজা উপলক্ষ্যে একদিনের একটি প্রাচীন মেলা বসে। নিকটবর্তী গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে। এই মেলায় দান বা তোলা আদায় করা হয় না। যাত্রা, কবিগান, বিষহরি গান প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে।

দুর্গাপুজার মেলা

দুর্গাপুজা উপলক্ষ্যে আশ্বিন মাসে দাড়ালহাট গ্রামে (মৌজা জমি নিশ্চিন্তাপুর) দুর্গা মন্ডপ সংলগ্ন দুই বিঘা জমিতে প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন একটি মেলা বসে। চারদিন ধরিয়া মেলাটি চলে। আশেপাশের গ্রামগুলি হইতে প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী এই মেলায় আসেন। বালুরঘাট, গংগারামপুর, তপন, ভাটরা, চেঁচড়া প্রভৃতি স্থান হইতে মিষ্টি, মনিহারী, মুদিখানা ও অন্যান্য জিনিসপত্রের বিক্রেতারা আসেন। প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় যাত্রাগানের ব্যবস্থা থাকে, গ্রামে যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীলঙ্কেশ্বর সরকার।

মহরমের মেলা

মহরম উপলক্ষ্যে হজরতপুর গ্রামে একদিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে বুড়া-পীর তলায় অবস্থিত পীর সাহেবের দরগাহ সংলগ্ন প্রায় তিন-বিঘা পরিমাণ জমিতে এই মেলাটি বসে। মালণ্ডা, কমলপুর, চেঁচড়া, জগদীশবাটী, কাদমা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত তিন-চার শত নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় প্রায় পনরটি দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

রায়গঞ্জ থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : তাজপুর।৪।৮২৮·৪৪।১০১।৫৮৫

(ক) মুসলমান, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলষ্টেশন রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জ হইতে জেলা বোর্ডের সড়কের সহিত এই গ্রামের সংযোগ আছে। পূর্বদিকে এক মাইল দূরে ভাটোলহাট গ্রাম হইতে মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়া প্রবাহিত নাগর নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে পীরের তিরোধান উৎসব (তাজবাজ উৎসব)।

(ঙ) পীরের (তাজবাজ উৎসব) মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। এই মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে তাজ ও বাজ নামে দুই পীরের সমাধি আছে। তাজপুর গ্রামটি খুব প্রাচীন। কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বে এইখানে একটি নগর ছিল। এই গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়া প্রবাহিত নাগর নদীর তীরে বহু প্রাচীন রাস্তাঘাট, অট্টালিকা, ইঁদারা, নক্‌সাকাটা পাথরখণ্ড, বাঁধানো চাতাল ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বাঁধানো চাতালগুলি নমাজ পড়িবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে করা হয়। বর্তমানেও উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত স্থানীয় মুসলমানগণ ওই স্থানেই নমাজ পড়েন। এই গ্রামের মাটির নীচে আরও ধ্বংসাবশেষ আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে এই স্থানে নেপালের রাজার একটি কেল্লা ছিল এবং তাহাতে অনেক লোক চাকুরী করিতেন। ইঁহারাই নাকি বর্তমান অধিবাসীদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন। ধ্বংসাবশেষগুলির পাথর ও ইঁটের উপর অঙ্কিত নানা রকম মূর্তি এবং পুরাতন অপ্রচলিত ভাষায় লিপিও দেখা যায়।

শ্রীননীগোপাল ভাদুড়ী, প্রধান শিক্ষক,
মল্লিকপুর স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রামঃ মল্লিকপুর,
পোঃ ভাটোলহাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রাম : মালদহখণ্ড।১০।৯৪২·৮৮।১৫১।৭৮০

(ক) তিলি, নাপিত, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কোড়া, খয়রা, মুসলমান, আদিবাসী।

(খ) কৃষিকার্য ও জনমজুরী।

(গ) কুড়ি মাইল দূরে রায়গঞ্জ ষ্টেশন। পি, ডব্লিউ, ডি, রোডে মোটর চলাচল করে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে সাঁওতালদের বাঁধনা পরব, শীতলাপূজা। খয়রা পাড়ায় কালী-পূজা হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পরিবর্তে স্থানীয় খয়রা সম্প্রদায়ের কোনও 'গুনীন' খয়রা পুরো-হিতের কাজ করেন। পূর্বে কালীর কোন মূর্তি ছিল না, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বর্তমানে মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। শীতলা পূজায় অহিন্দুরাও অংশ গ্রহণ করেন। সাঁওতালদের বাঁধনা পরব চার-পাঁচ দিন ধরিয়া চলে এবং পরব উপলক্ষ্যে সকলেই মাদক দ্রব্য পান করে।

(ঙ) ×

(চ) মহারাজধামে পিণ্ডাকৃতি মাটির বেদী বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে স্থাপিত আছে। একটি শীতলা মূর্তি আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক,
ভাতুন প্রাইমারী বিদ্যালয়,
পোঃ ভাটোলহাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রাম : মসলন্দপুর।১৭।৮৪০·১৫।১৪০।৭২৪

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, দেশী মুসলমান, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও জনমজুরী।

(গ) রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে ভাটোলহাট হইতে রায়গঞ্জ পর্যন্ত মোটর চলাচল করে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও মনসা পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে একদিন পীরের তিরোধান উৎসব।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিন মাসে। প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) মহারাজা, কালী, শীতলা, মনসা প্রভৃতির স্থান আছে।

শ্রীঠাকুরদাস সরকার,
গ্রামঃ মসলন্দপুর,
পোঃ ভাটোলহাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। গ্রাম : ধুমসল।২৫।৫৫৭·০৯।৮০।৪৬৬

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কুর্মি, সাঁওতাল।
ব্রহ্মতৈল নামে একটি পাড়া আছে। পূর্বে এক ব্রহ্মচারী বসবাস করায় পাড়াটির নাম এইরূপ হইয়াছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) আট মাইল দূরে রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। তিন মাইল দূরে মহারাজাহাট হইতে মোটর চলাচল করে।

(ঘ) মাঘী পূর্ণিমায় গঙ্গাপূজা ও স্নান, কার্তিক মাসে বুড়িকালীপূজো ও মহারাজপূজো। বৎসরের যে কোন সময় এই পূজা হইয়া থাকে। বুড়িকালী সম্পর্কে শোনা যায় যে, এই গ্রামের এক বুড়ি প্রত্যহ কালীপূজা করিতেন। সাংসারিক পূজার দিন নূতন প্রতিমার পূজা হইত। বুড়ির মৃত্যুর পর ওই কালী বুড়িকালী নামে অভিহিত হইয়াছে। এখন বৎসরে একবারই পূজা হয়।

(ঙ) গঙ্গা পূজার মেলা। মাঘী পূর্ণিমা হইতে দুইদিন ব্যাপী। মেলাটি ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ)

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা, শিক্ষক,
বোরানগর, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

৫। গ্রাম : বাজে বিন্দোল।৩৫।১,০৫২·০৪।২০৩।১,০৩৯

(ক) সাঁওতাল, পলিয়া, খয়রা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) তের মাইল দূরে রায়গঞ্জ রেলস্টেশন। গ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে। পূর্বে কোন রাস্তা ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল তাহা 'লিক্' রাস্তা নামে অভিহিত হইত।

(ঘ) পৌষমাসে সাঁওতালদের সোহরায় উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের মধ্যে সাঁওতালদের উপাস্য একটি 'থান' আছে।

শ্রী এ, কে, রায়,
গ্রাম ও পোঃ বিন্দোল,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৬। গ্রাম : মোজগাঁও।৫১।১,০৬২·৪৫।১৩৩।৭৯৭

(ক) পলিয়া, সাঁওতাল, মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী শহর ও রেলস্টেশন রায়গঞ্জ বার মাইল দূরে। জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) মহারাজপূজো। নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই, সাধারণতঃ মাঘ বা ফাল্গুন মাসে পূজা হয়। ইহা গ্রামের হিন্দুদের সর্বজনীন উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) মহারাজতলা নামে একটি স্থান আছে।

শ্রীকুমুদ শঙ্কর বসু,
গ্রামঃ মোজগাঁও, পোঃ বিন্দোল,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৭। গ্রাম: রামপুর।৮৯।১,৬০০·১৮।১৯৯।১,০৪৪

(ক) কায়স্থ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, কামার, মাহিষ্য, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। রায়গঞ্জ হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া ভাটোলহাট পর্যন্ত পাকা রাস্তায় মোটর চলাচল করে।

(ঘ) কার্তিক পূর্ণিমায় রাসোৎসব।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। তিন বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে সদর রাস্তার পাশে একটি প্রাচীন নিম গাছের নীচে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়,
গ্রামঃ রামপুর,
পোঃ মহারাজহাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

৮। গ্রাম : লোহুঞ্জ গ্রাম।১২৪।৫১১·৪৮।১৯৫।১,১২৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রায়গঞ্জ।

(ঘ) পয়লা মাঘ গঙ্গাপূজো ও মাঘী স্নান, পীরের উৎসব।

(ঙ) পীরের উরসের মেলা। একদিন। প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গঙ্গাদেবীর স্থান আছে।

শ্রীজেহিরুল হক্,
গ্রামঃ লোহুঞ্জ,
পোঃ বাহিন, পশ্চিম দিনাজপুর।

৯। গ্রাম : গোয়ালদহ।১৩২।২৯৩·১৮।৮০।৪২৮

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষি মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামকালীর পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা।

(ঙ) সরস্বতী পূজার মেলা। মাঘ মাসে তিন দিনব্যাপী। কুড়ি বৎসর ধরিয়া বসিতেছে।

(চ) গ্রামে মনসার সাতটি এবং পঞ্চানন্দর এগারটি স্থান আছে।

শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে এই স্থানে একটি জলাশয়ের নিকট অনেকগুলি গোয়াল পরিবারের বসবাস ছিল।

জলাশয়ের ধারে প্রথমে কয়েকটি কামাত তৈয়ারী হয়, পরে জলাশয়টি ভরাট হইয়া গ্রামে বসতি স্থাপিত হয়। 'গোয়ালা' এবং 'দহ' এই শব্দ দুইটির সহিত গ্রামের নামকরণের যোগাযোগ থাকিতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস,
গ্রামঃ গোয়ালদহ,
পোঃ ইটাল, পশ্চিম দিনাজপুর।

১০। গ্রাম : মাড়ইকুড়া।১৪৪।১১৩·৭৭।৪৪।২৮৭

(ক) কামার, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, পাহাড়িয়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) তিন মাইল দূরে রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। গ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা। পূর্ব দিকে আধ মাইল দূরে দিয়া জাতীয় সড়ক চলিয়া গিয়াছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। দুই বৎসর হইল মেলাটি বসিতেছে।

(চ) ×

শ্রীকিরণ চন্দ্র বিশ্বাস,
গ্রামঃ মাড়ইকুড়া,
পোঃ রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

১১। গ্রাম : দক্ষিণ গোয়ালপাড়া।
১৪৬।৬৫৩·৫৭।২১৮।১,২১৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ও মোটর স্টেশন রায়গঞ্জ। জাতীয় সড়ক ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) কার্তিক মাসে দুইটি কালীপূজা। তন্মধ্যে একটি দক্ষিণ গোয়ালপাড়া ও আর একটি নাপিত পাড়ায় হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) মনসা, শীতলা, কার্তিক ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। একটি প্রাচীন মসজিদের ভগ্নাবশেষ আছে।

শ্রীঅরুণ কুমার চক্রবর্তী,
গ্রামঃ দক্ষিণ গোয়ালপাড়া,
পোঃ দেবীনগর, পশ্চিম দিনাজপুর।

১২। গ্রাম : কর্ণজোড়া।১৫৭।১৭৪·১৭।২১৮।১,০৪৩

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) চার মাইল দূরে রায়গঞ্জ রেলস্টেশন। গ্রামটি রায়গঞ্জ-বালুরঘাট পাকা সড়কের উপর অবস্থিত।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও মনসা পূজা।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা আষাঢ় মাসে। মেলাটি দেশ বিভাগের পর আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে অনেকগুলি কালী আছে। যেমন, মটরকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী। কয়েকটি বটগাছের নীচে কিছু ভাঙ্গা মূর্তি আছে। পলিয়ারা এই-গুলির পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীসুনীলরঞ্জন সেন,
গ্রামঃ কর্ণজোড়া,
পোঃ রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৩। গ্রাম : খলসী ধরুইল (মৌজা—খলসী)।
১৫৯।৬৩০·৪০।১৩৯।৭১৬

(ক) হিন্দু, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোড়া, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। জেলা বোর্ডের রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। নিকটবর্তী কুলিক নদীপথে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা—দুইটি।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) পীরের স্থান এবং কালীর খড়ের চালাযুক্ত মন্দির আছে।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ পাল,
গ্রাম : খলসী,
পোঃ হেমতাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৪। গ্রাম : সেরপুর।১৭০।১,৮৭৫·০৩।৩১৭।১,৮২৬

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, কায়স্থ, ছুতার, নাপিত, মহলদার, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। গ্রামের দক্ষিণে কুলিক নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে চন্ডীপূজা, শ্রাবণ মাসে শিবপূজা, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে কালীপূজা ও মকর স্নান এবং চৈত্র মাসে মহারাজ পূজা।

(ঙ) মকর স্নানের মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রায় একশতটি মনসা আছে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক দেবদেবীরই মূর্তি ও স্থান আছে।

শ্রীসুনীল কুমার বিশ্বাস,
গ্রামঃ সেরপুর,
পোঃ বিন্দোল, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৫। গ্রাম ঃ কসবা মহশো ।১৭৬।৬৭৯·৯১।১২২।৬৮০

(ক) মুসলমান, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও ক্ষেতমজুরী।

(গ) সাড়ে তিন মাইল দূরে রেলস্টেশন বাঙালবাড়ী। এক মাইল দূরে বালুরঘাট-রায়গঞ্জ জাতীয় সড়কে মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে পীরের উরস্ (মখ্দুমী পীরের তিরোধান উৎসব)।

(ঙ) পীরের উরস্ মেলা। বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতি-বার হইতে দুইদিন। প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) সাঁওতালদের নানারকম দেবদেবীর পূজা ও স্থানীয় রাজবংশীদের মধ্যে মহারাজ, কালী, মহাবীর, মাদার, বিষহরি বা মনসা পূজা প্রচলিত আছে। শোলার উপর বিষহরির মূর্তি আঁকিয়া মাটির বেদীর উপর তুলসী গাছের নীচে পূজা করা হয়। মহাবীর পূজার সময় মাটিতে একটি লম্বা বাঁশ পুঁতিয়া তাহার মাথায় সাদা কাপড় টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। এই কাপড়ে সিঁদুর দিয়া মহাবীরের মূর্তি আঁকিয়া তাহার পূজা করা হয়। গ্রামে একটি মসজিদ আছে।

গ্রামটি বর্তমানে কসবা মহশো বা কমলাবাড়ী নামে বিখ্যাত। মূল কমলাবাড়ী (মৌজা নং ১৮০) কসবা মহশো হইতে প্রায় মাইল কয়েক দূরে অবস্থিত হইলেও আধুনিক কালে এই স্থানটি কমলাবাড়ী নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। কসবা মহশোর বিখ্যাত হাটটিও কমলাবাড়ীর হাট নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কসবা মহশোকে কেন্দ্র করিয়া এই এলাকাটিতে বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। এখানকার মসজিদটি যে বহু প্রাচীন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে আমি দুইবার কসবা মহশো গিয়া প্রাচীন এই মসজিদটি দেখিয়া আসিয়াছি। কসবা মহশো বলিয়া এতদঞ্চলে সুখ্যাত এই স্থানটিতে আনু-মানিক চতুর্দশ শতকে ভাতুড়িয়া ও দিনাজপুরের জমিদার এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন হিন্দু রাজা গণেশের রাজধানী ছিল। কসবা মহশোর হাটে যেখানে মসজিদটি অবস্থিত উহার অনতিদূরে 'রাজা গণেশের' ভিটা অবস্থিত। এক বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান জুড়িয়া রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 'রাজা গণেশের' ভিটা এখন দুর্গম জঙ্গল সমাকীর্ণ ইঁট ও পাথরের ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

ইলিয়াস-শাহী বংশের পতনের পর আনুমানিক চতুর্দশ শতকে রাজা গণেশের অভ্যুদয় হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত রায়গঞ্জ মহকুমা শহর হইতে আট মাইল দূরে এবং হেমতাবাদ্ থানা হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত বর্তমানে কসবা মহশো বা কমলাবাড়ী নামে পরিচিত স্থানটিতে রাজা গণেশের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। বর্তমানে যেখানে মসজিদটি রহিয়াছে, ওই স্থানটিতে পূর্বে মহেশ্বরবাড়ী বা মহেশবাটী নামে পরিচিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন রাজা গণেশের পিতা মহেশ নারায়ণের নাম অনুযায়ী স্থানটির মহেশ্বাড়ী নামকরণ হইয়া-ছিল। কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার পর গণেশ বিহারের মুসলমান শাসনকর্তা কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং কয়েকদিন যুদ্ধ করিবার পর তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্তানুযায়ী রাজা গণেশের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে হয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর যদু জালালুদ্দিন নাম ধারণ করেন। যদু বা জালালুদ্দিনের ইতিহাস বাঙলার ইতিহাসে একটি পরিচিত অধ্যায়। যাহা হউক কসবা মহশো নাম-করণের পিছনে যে মুসলমান আধিপত্যের ইতিহাস জড়িত আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মসজিদটি সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, যদু বা জালালুদ্দিনই মহেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের বর্তমান সেবায়েত বা গদীনশীন্ শাহ্ আব্দার রেজ্জাক সাহেবের মতে গণেশ এবং মহেশ একই ব্যক্তি ছিলেন এবং মুসলমানরা গণেশকেই মহেশ নামে অভিহিত করিত বলিয়া স্থানটি কসবা মহশো নামে পরিচিত। পার্শ্ববর্তী কমলাবাড়ী নামটি রাজা গণেশের পত্নী কমলা দেবীর নামানুসারে হইয়াছে বলিয়াও একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মৌজা নওবাড়ী নামকরণের পিছনে যদু কর্তৃক কমলাবাড়ীতে নূতন রাজধানী স্থাপনের ইঙ্গিতও রহিয়াছে।

কসবা মহশো হইতে চার মাইল দূরে এবং রায়-গঞ্জ শহর হইতেও প্রায় চার মাইল দূরে ছোট পাণ্ডুয়া, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম আছে। এগুলি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে তাহাতে জানা যায় যে, গৌড়ের রাজা হোসেন শাহ পাণ্ডুয়া হইতে এই ছোট পান্ডুয়ায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। যদু বা জালালুদ্দিন হোসেন শাহের কন্যা আসমান তারার পাণি গ্রহণ করেন। পান্ডুয়া বা ছোট পান্ডুয়া হইতে যেদিন তিনি স্বীয় রাজধানী কমলাবাড়ী বা নওবাড়ীতে প্রত্যাবর্তন

করেন, সেইদিনই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সদ্য বিবাহিত অপুত্রক পত্নী আসমান তারা শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পীর শাহ মুখদম-এর (নিম্নে দ্রষ্টব্য) নিকট উপস্থিত হন। পীর সাহেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া একখানি রুমাল দান করেন এবং তাঁহাকে ঐ রুমাল দিয়া স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে বলেন। পীর সাহেবের নির্দেশানুযায়ী কিছুকাল থাকিবার পর আসমান তারার গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রের নাম ছিল রুমালি সাহেব। মসজিদের বর্তমান গদ্দীনশীন আব্দুর রেজাক সাহেব এই রুমালি সাহেবের বংশধর বলিয়া দাবী করেন।

কসবা মহশো গ্রামের পশ্চিম পাশে মুখদুমী দীঘি, দক্ষিণ পাশে কুতুব দীঘি এবং কিছুদূরে মোজোয়ান দীঘি নামে তিনটি প্রাচীন দীঘি রহিয়াছে। মসজিদটির চারিপাশে প্রাচীন অট্টালিকার বহু ভগ্নাবশেষ আছে। বিগত ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৫৭) আমি রায়গঞ্জ কলেজের দুইজন ছাত্রসহ এই সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। আমার ছাত্রদ্বয় 'রাজা গণেশের ভিটা'-র কাছাকাছি মাঠ হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু ইষ্টকখণ্ডের মধ্য হইতে কাঁসার বাটির ন্যায় মীনা করা ও কারুকার্যখচিত একটি ভগ্ন মৃৎপাত্র, ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরগাত্রের কয়েকটি মীনা করা অংশ এবং পাথরের গোলা সংগ্রহ করে। মীনার কাজগুলি এখনও উজ্জ্বল ও অবিকৃত রহিয়াছে। (জনৈক সাঁওতালের নিকট খবর পাইয়া গদ্দীনশীন ফকির সাহেব, তাঁহার এক শিষ্য এবং উক্ত ছাত্রদ্বয় সহ) আমরা 'রাজা গণেশের ভিটার' অনতিদূরস্থ এক জঙ্গলের মধ্যে চারিখানি বৃহদাকার প্রস্তরখন্ড দেখিতে পাই। ওইগুলি যে বড় একটি সিংহদ্বারের অংশ ছিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সিংহদ্বারের স্তম্ভরূপে ব্যবহৃত দুইখানি পাথরের গায়ে নীচের দিকে দেবমূর্তি খোদিত রহিয়াছে। মনে হয়, এই অঞ্চলে খনন কার্য হইলে প্রাচীন মুদ্রাদিও আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই অঞ্চল হইতে নূতন তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলে বাঙলার ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াও মনে হয়।

গোবিন্দপুরে খুব উঁচু কয়েকটি টিলার উপর হোসেন শাহের সমাধি আজও বর্তমান রহিয়াছে। কসবা মহশোর প্রাচীন মসজিদ এবং মুখদুম পীর সাহেব সম্পর্কে মসজিদের বর্তমান গদ্দীনশীন ফকীর সাহেবের নিকট হইতে যে কাহিনী শোনা যায়, নীচে তাহা উদ্ধৃত হইল। এই কাহিনী হইতে কিছু কিছু সত্য ঘটনা খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব নহে।

রাজা গণেশের আমলে বিহার শরীফ হইতে পীর মখদুমী গয়াদুল হোসেন বাহাত্তর জন সঙ্গীসহ এই অঞ্চলে আসেন। যুদ্ধে রাজা গণেশকে পরাজিত করিয়া তিনি এতদঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার সুরু করেন। গ্রামে উল্লিখিত মসজিদটি তিনিই নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস। মখদুম সাহেবের সঙ্গে তাঁহার ভাগিনেয় শাহ কুতুব-ই আলমও আসিয়াছিলেন। মাতুলের ন্যায় ইনিও ঐশীশক্তিসম্পন্ন পীর ছিলেন। শাহ্ কুতুব মাতুলকে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিতে বলেন। উত্তরে মখদুম সাহেব শাহ কুতুবকে নিজের ক্ষমতাবলে ওই মসজিদ নির্মাণ করিয়া লইতে বলেন। শাহ্ কুতুব অতঃপর স্বকীয় ক্ষমতাবলে রাতারাতি বৃহৎ ও সুদৃশ্য একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করেন এবং তাহার সংলগ্ন একটি পুকুরও খনন করেন। ভাগিনেয়ের এই অলৌকিক কৃতিত্বে মখদুমই সাহেব অপমানিত বোধ করেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া যে অভিশাপ দেন তাহার ফলে শাহ্ কুতুব-এর মসজিদে নমাজ পড়িবার জন্য প্রথম আজান দিবার পরই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মসজিদের ভগ্নাবশেষ সংলগ্ন উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বড় একটি পুরাতন পুষ্করিণী আজও বিদ্যমান। এই পুষ্করিণীটির পাড়ে একস্থানে উঁচু একটি ঢিবির উপর কয়েকখানি বড় বড় পাথর প্রোথিত রহিয়াছে এবং ইঁটের তৈয়ারী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষও রহিয়াছে। বড় পাথরগুলি এমনভাবে প্রোথিত আছে যে, তাহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ওই স্থানে রাজা গণেশের হস্তী বা অশ্বশালা ছিল। পুষ্করিণীটিও হিন্দু রীতিতে খনিত।

বর্তমানে বিদ্যমান মখদুমী পীর সাহেব কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন মসজিদটির চারিকোণে চারিটি ছোট গম্বুজ ও মধ্যভাগে আরও ছয়টি বড় গম্বুজ আছে।

মসজিদের ভিতরে চারিটি স্তম্ভ রহিয়াছে। পুরাতন ছোট মাপের ইঁটের খিলানের সাহায্যে মসজিদটি নির্মিত। উহার চারিটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে এখন মাত্র দুইটি দ্বার মোটামুটি অবিকৃত আছে। মসজিদটি পূর্বদ্বারী। সম্মুখভাগের দেওয়ালে যত্র তত্র বহু পদ্ম খোদিত আছে। ভিতরের দেওয়ালেও অনুরূপ ছোট বড় পদ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মসজিদের গাত্রের ভিতরে বাহিরে নানারূপ লতাপাতার কারুকার্যও রহিয়াছে। মসজিদ-সংলগ্ন স্থানে কয়েকটি সমাধি আছে, তন্মধ্যে মখদুমী সাহেবের সমাধি স্থানটি সম্পর্কে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। এই মসজিদের আশেপাশেও কয়েকখানি বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে। কয়েকখানি কষ্টিপাথরও দেখা গিয়াছে। পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বেও মসজিদ-

টির ফটকের সম্মুখে দুইখানি অতি বৃহৎ পাথর পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। পাথর দুইটির গায়ে দেবমূর্তি অঙ্কিত ছিল। মূর্তিগুলির উর্ধাংশ ভগ্ন হইলেও নিম্নাংশ অবিকৃত ছিল। কিছুকাল পূর্বে এই অঞ্চলে পুনর্বাসন প্রাপ্ত পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই মসজিদটিকে পুনরায় হিন্দু মন্দিরে পরিণত করিবার আন্দোলন ও আলোচনা চলে। সম্ভবতঃ ইহারই ফলে উক্ত পাথর দুইখানি অন্যত্র অপসারিত হইয়াছে।

মখদুমী সাহেবের এই মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে একটি কূপ আছে। উহার নাম শ্বেত কূপ। এই কূপের জল অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা। উহার জল পানে ব্যাধিমুক্তি ও মনস্কামনা পূর্ণ হয় বলিয়া বিশ্বাস প্রচলিত আছে। পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে এই কূপটিকে জল-পূর্ণ দেখা যাইত। বর্তমানে উহা ভরাট হইয়া গিয়াছে। এই কূপটির সহিত একটি অলৌকিক কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। ফকীর সাহেবের নিকট হইতে শোনা যায়, পীর শাহ্ মখদুমীর এক শিষ্য একবার তাঁহাকে আদাবের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। স্নান করিবার জন্য শিষ্যটি তাঁহাকে অত্যন্ত গরম জলের ব্যবস্থা করেন। এই ঐশীশক্তি সম্পন্ন মকদুমী সাহেব আল্লাহের নাম স্মরণ করিয়া ওই জলেই অনায়াসে স্নান সমাপন করেন। স্নান করিবার পর কিছু জল অবশিষ্ট থাকে। তখন পীর সাহেব তাঁহার হস্তস্থিত 'আশা'-র সাহায্যে একটি কূপ খনন করেন এবং ওই কূপের মধ্যে অবশিষ্ট উত্তপ্ত জল ঢালিয়া দেন। ইহা হইতেই ওই কূপটির উৎপত্তি হয়।

শ্রী এইচ, সি, দেবনাথ,
অধ্যাপক, রায়গঞ্জ কলেজ,
কলেজ হোস্টেল,
রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

অধ্যাপক এইচ, সি, দেবনাথ ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে এই স্থানটি পরিদর্শনান্তে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের নিকট যে বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন উপরে আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার ঠিক দেড় শত বৎসর পূর্বে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন উক্ত স্থানটি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানটি সম্পর্কে তাঁহার বিবরণীটিও নীচে উদ্ধৃত করা হইল।

"By far the most celebrated Muhammedan place of worship, either here or in the vicinity, is near Hemtabad, and is a (*Durgha*) monument, dedicated to Mukhdum Dokorposh, where the saint's tomb is shown, and where there is a small rude mosque of stone, adorned with pillars and carvings, which, it is evident from their containing human figures, have been taken from Hindu buildings. In the market-place at Hemtabad, the same saint has a monument, which is much frequented on the day appropriated for the commemoration of his name; and near his own mosque, which was adjacent to his house, he seems to have erected another in memory of Kotub Shah, who was the most holy personage in the reign of Ghyas-uddin, as Dokorposh seems to have been in the reign of Sultan Hoseyn. The mosque of Kotub Shah has also been ornamented with stone pillars, the spoil of infidels. Four *fakirs* attend the mosque of Dokorposh, which is in tolerable repair, as well as the tomb, but the other buildings are quite ruinous. They have 500 bighas of land, free of rent, but it is of a wretched soil. This mosque, from an inscription over the gate, would appear to have been built in the year of the Hegira 996, by Sultan Hoseyn. . . . .

The antiquities of this district are rather interesting, and are situated immediately west from Hemtabad. It is said that formerly there governed at this place, a Hindu raja, named Mohes, to whom much of the neighbouring country was subject. During his government, a certain Muhammedan saint *(Pir)*, named Buzerudin, came and sat down at his gate, where he seems to have been but coldly received. Soon after, came a still more celebrated person, Mukhdum Ghuribal Hoseyn Dokorposh, and the raja immediately fled to Dhaka, which he is said to have founded. The *Pir*, I should suppose, was accompanied by an army, but tradition by no means supports this conjecture. On the contrary, it is said, that the raja fled merely because he was shocked at the destruction which the two barbarian saints and their attendants, committed on innocent cattle and poultry; Mohes, therefore, was probably very different from the Hindu rajas of the present day, as indeed all rajas of former times are said to have been. A Muhammedan saint, in these days, who attempted to kill a cow in a Hindu country, would run great risk, unless he was protected by an army. In support of my opinion, I must mention, that soon after Mohes had been expelled by the saints, Sultan Hoseyn appears to have been at the place, and gave his daughter in marriage to Mukhdum-uzi-udin, brother to Dokorposh. The son by this marriage, Mukhdum Shah Bazit, is said to have retired to Sondwip, and took his abode there; but his son Jamaludin returned

here, and was buried near his grand uncle. In the inscription on his tomb, it must be observed, that he is called Jamaludin, son of Sheykh Yahia. On the whole I am inclined to believe, that Mohes raja was sovereign of this part of the country, which, not being included in the provinces of Barondro or Maithilo, did not probably belong to the kingdom of Gaur, until the time of Hoseyn the conqueror; and this territory may have been the country called Kamacah, which he added to his dominions. Having premised so much on the history of the place, I shall now describe its present appearance.

Near a tank, a little way west from Hemtabad, there is a space of ground about half a mile in diameter, over every part of which bricks are thickly scattered, and in some places the foundations of walls may be traced. In some places, this is thickly covered with trees and bushes, and in others, it is clear : at the northern end is a small hill, formed of bricks, and said to have been the public office (*Kuchery*) of Mohes raja. On the surface are a good many large squared stones, of which material, probably, a considerable part of the building consisted. South from that, about 100 yards, is a still larger heap of ruins, and here also are several stones, one of which, apparently the lintel of a door, is a good deal ornamented. This ruin is said to have been the raja's house. Immediately south from this heap are shown the foundations of a small square apartment, made of brick, in the centre of which is a tomb, said to be that of *Pir* Buzerudin. The door of stone is still erect, and .... has been handsome. From the figures on it, the workmanship is, no doubt, Hindu, and in all probability, it has been a door in the raja's house; at the south end of the ruins are the mosques and adjacent buildings, which I have no doubt, have also been built from the materials of the raja's abode. A door in the outer wall has still more perfect figures.........., and the figure on the lintel strongly resembles the image of Gautama and his two favourite disciples, as usually represented in the temples of Ava. The pillars are remarkably clumsy, quite in the Hindu style; and being all of different forms and lengths, could not have been originally intended for the places which they now occupy. Besides, on a stone lying near the mosque is carved a human figure, quite entire.....

About a mile and a half beyond this ruin is another, which has been surrounded by a brick wall, and is usually called the *Tukht* or throne of Hoseyn (*Padshah*) the king. The tukht consists of a quadrangular truncated pyramid, of about 20 feet in perpendicular height, and is composed of bricks heaped confusedly together, intermixed with these are some large carved stones, evidently of the same style as those of Mohes raja's house; but whether they have been brought from thence, or whether they are the ruins of a temple, that formerly may have been on the spot, I cannot say. On the summit of this pyramid is a considerable square area, in the centre of which a terrace has been raised about three feet high; and this has been regularly built with cement, and its sides have been ornamented with mouldings covered with plaster. It was here, it is said, that Hoseyn Shah sat, and beheld sports which were exhibited at the nuptials of his daughter. South from the pyramid are the ruins of a brick building, the roof of which has fallen in, but the walls are standing, and have been encrusted, with carved bricks. The building is nearly square, with arched doors and windows, and is elevated on a brick terrace about five feet high. This is said to have been the house that was ecected for the accommodation of the princes during the ceremony, after which the whole seems to have been given to religious men. The tombs of two saints (Weleat and Bahador Shahs) now occupy the throne of the king, and many tombs of saints and *fakirs* surrounded the pyramid. There is a small endowment of land for supporting the *fakir* who supplies the lamps burned at the tombs of the most distinguished of these personages.

Between the two ruins many bricks are scattered on the fields, and a very wide road, with a ditch on each side, may be traced most part of the way.

(Extracts from an Account of the District of Dinajpur in 1808-9 by Dr. Fancis Buchanan Hamilton. Quoted in District Handbooks, 1951, West Dinajpur, A. Mitra, p. xliii—xliv)

১৬। গ্রাম : কমলাবাড়ী।১৮০।৬৯৮·২৮।১২৯।৭২০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, পলিয়া, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঙালবাড়ী।

(ঘ) আশ্বিন মাসে কমলাচণ্ডীর পূজা।

(ঙ) কমলাচণ্ডীর মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ইতিপূর্বে প্রদত্ত কসবা মহশো গ্রাম বিবরণী দ্রষ্টব্য। গ্রামে কমলাচণ্ডী নামে এক প্রাচীন দেবী আছেন বলিয়া গ্রামের নাম কমলাবাড়ী হইয়াছে। অপর মতে রাজা গণেশের পিতা মহেশ নারায়ণের স্ত্রীর নামানুযায়ী গ্রামটির নাম কমলাবাড়ী হইয়াছে। গ্রামটি খুবই প্রাচীন। কমলাচণ্ডীর স্থান ছাড়াও গ্রামে নিম্নলিখিত দেবদেবীর স্থান ও পূজা প্রচলিত আছে।

কাঙ্গল কালী : নির্দিষ্ট সময়ে পূজা হয়; হাঁস, পায়রা, পাঁঠা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

বুড়ি বাসলী: মুখোস, ফুলের মালা, ধূপ ও সিঁদুর প্রভৃতি দিয়া পূজা করা হয়।

কার সাহেব: প্রতি বৎসর শুয়োর, হাঁস, গাঁজা ভাঙ্ দিয়া পূজা করা হয়।

হাগরী: মানতকারীরাই পূজা দেয়।

মালাসুর : পাথরের মূর্তি আছে ; ক্ষীর দিয়া ইঁহারপূজা হয়।

কুশমাই চন্ডী: এই স্থানে পাথরের বহু মূর্তি আছে। প্রতি বৎসর শারদীয় পূজার সময় হালুয়ার মিঠাই দ্বারা ইঁহার পূজা করিতে হয়।

শ্রী আবদুল জব্বার, প্রধান শিক্ষক,
কমলাবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ হেমতাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—রায়গঞ্জ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রী বি, বি, কুমার মহাশয় বিন্দোল (মৌজা নং ৪০) গ্রামে কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি মেলার বিবরণী পাঠাইয়াছেন। উক্ত বিবরণীটি মেলা বিবরণী অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

উৎসব বিবরণী

কমলাচণ্ডীর পূজা

কমলাচণ্ডী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে কমলাচণ্ডীর পূজা হয়। গ্রামে কমলাদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রতি বৎসর ঐ স্থানে মাটির মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। পনের দিন পূর্ব হইতে পূজার প্রস্তুতি সুরু হয়। কমলাচণ্ডী গ্রামের সাধারণের দেবী এবং গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলিয়া পূজা করেন। উৎসবটি প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। পূজায় পাঁঠা, হাঁস, পায়রা ও মিষ্টি মানত দেওয়া হয়। পুরোহিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন। একদিনই পূজা হয়।

কালীপূজা

কর্ণজোড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কালীপূজা হয়। মোটর কোম্পানীর লোকেরা চাঁদা তুলিয়া এই পূজা করেন বলিয়া ইহা মোটর কালী নামে পরিচিত। বালুরঘাট, মালদহ, কালিয়াগঞ্জ এবং রায়গঞ্জের মোটর মালিকগণ এই পূজায় চাঁদা দেন। বালুরঘাট হইতে রায়গঞ্জ যে পাকারাস্তা এই গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে, তাহার ধারেই একটি বটগাছের নীচে এই কালীপূজা হয়। মোটরবাস কোম্পানীগুলির মালিকগণ দ্বারা প্রবর্তিত এই কালীপূজার একটি ইতিহাস আছে। পূর্বে এইখানেই পলিয়ারা কালীপূজা করিতেন। এই রাস্তায় যে সমস্ত মোটর বাস চলাচল করিত, তাহাদের শব্দে কালী নাকি বিরক্ত বোধ করেন। তাহার ফলে উক্ত রাস্তায় বহু মোটর দুর্ঘটনা ঘটে এবং বহু লোক মারা যায়। কালী কয়েকজন মোটর চালককে স্বপ্নে ভয়ও দেখান। পরে নিয়মিতভাবে প্রতি শুক্রবার একটি করিয়া দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকে এবং সরকারের কয়েকজন কর্মচারী এই দুর্ঘটনায় মারা যায়। দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাইলে মোটর মালিকেরা জনপ্রবাদকে বিশ্বাস করিয়া বটগাছের তলায় জঙ্গল পরিস্কার করিয়া উক্ত স্থানে পূজার বন্দোবস্ত করেন। পূজার দিন বহু লোক এই স্থানে সমবেত হন। দেবীর নিকট মিষ্টি, পায়রা এবং পাঁঠা মানত দেওয়া হয়। মোটর কোম্পানীর মালিকদের চেষ্টায় দেবীর স্থানে একটি মন্দির তৈয়ারী হইতেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, মোটর মালিকগণ কর্তৃক এই পূজা আরম্ভ করিবার পর দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এই পূজার জন্য নির্দিষ্ট কোন পুরোহিত নাই।

গঙ্গাপূজা

ধুসমল গ্রামে গঙ্গা পূজার প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায়, এক সময় এই গ্রামে এক সাধু বাস করিতেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন সাধারণ লোকে সেই স্থানটিকে পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই স্থানে গঙ্গা পূজার প্রচলন করা হয়। এইস্থানে একটি মন্দিরে মকরবাহিনী গঙ্গামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি রাত্রিতে তাঁহার পূজা হয়। মাঘ মাসে পূর্ণিমার দিন এই উপলক্ষ্যে স্নান তর্পণাদিও হইয়া থাকে।

লোহুজ গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ গঙ্গা পূজা হয় এবং এই উপলক্ষ্যে স্নান তর্পণাদিও হইয়া থাকে। ইহা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব। গ্রামে গঙ্গাদেবীর একটি স্থান আছে। প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ উক্ত স্থানে একটি চালাঘর প্রস্তুত করা হয় এবং একটি মাটির মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। উৎসবটি মাত্র একদিন চলে। পূজার দুই-চার দিন পূর্ব হইতে ইহার প্রস্তুতি শুরু হয়। বেদীর নিকট পায়রা ও বাতাসা মানত দেওয়া হয়। উৎসবের সেবায়েত—হিন্দু। পূজারী—ব্রাহ্মণ।

পীরের উৎসব (তাজ-বাজ পীর)

তাজপুর গ্রামে তাজ ও বাজ নামে দুই পীর ভ্রাতা বাস করিতেন। উক্ত দুই ভ্রাতার তিরোধানের পর তাঁহাদিগকে এই

গ্রামে সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি পাশাপাশি দুইটি পাকা সমাধি-সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি বর্তমান। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সাত তারিখে গ্রামে এই দুই পীরের তিরোধান উৎসব বা তাজ-বাজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুসলমানদের নিজস্ব এই উৎসবটি বহুকাল পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। উৎসবের নির্দিষ্ট দিনে দরগাহ-র সন্নিকটে 'কোরাণ শরীফ' পাঠ হয়। খাসি, ছাগল ও মোরগ কোরবানি হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন বৎসর গরুও কোরবানি হইয়া থাকে। মেলায় সমাগত জনসাধারণের মধ্যে প্রায় সাত মণ চাউলের সিন্নি বিতরণ করা হয়। বহু দূরবর্তী স্থান হইতে লোক আসিয়া সিন্নি দেন ও মানত করিয়া যান। কথিত আছে যে, বিপদগ্রস্থ হইয়া পীরের দরগাহ্-এ কেহ মানত করিলে সুফল পাওয়া যায়। মানত হিসাবে প্রতি বৎসর প্রায় দশ-বারোটি খাসি এবং পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটি মোরগ কোরবানী হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অনেকে চাদর, মিষ্ঠান্ন ও দুধ মানত করিয়া থাকেন। স্থানীয় হিন্দুরাও প্রচুর সংখ্যায় যোগদান ও মানত করেন। উৎসবটি এক দিনই স্থায়ী হয়।

(একিন পীর)

মসলন্দপুর অন্তর্গত কুস্তোল গ্রামে মুসলমান পাড়ায় একিন পীর নামক জনৈক পীরের একটি দরগাহ্ আছে। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে স্থানীয় মুসলমানেরা এই পীরের দরগাহ্-এ সমবেত হইয়া তাঁহার উরস প্রতিপালন করে।

(বুড়াপীর)

গনগাঁও গ্রামে (মৌজা নং ১৩) ফাল্গুন মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার এবং দোসরা বৈশাখ বুড়া পীর ও পাঁচ পীরের উরস অনুষ্ঠিত হয়। বহু প্রাচীন উৎসব। খাসি, মোরগ, সিন্নি, চাদর প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়।

কসবা মহেশো বা কমলাবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার পীর মখদুমী গয়াদুল হোসেন শাহের উরস উপলক্ষ্যে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি আনুমানিক চতুর্দশ শতক হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার শুরু হইয়া দুই দিন ধরিয়া এই উৎসবটি চলে। পীর সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মসজিদ এবং তাঁহার সমাধিস্থানই এই উৎসবের কেন্দ্র-স্থল। সপ্তাহ খানেক পূর্ব হইতেই উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়। এই পীরের দরগাহ্-এ গরু কোরবানি দেওয়া হয় না; এমন কি উপাসনাদি কার্যে যোগদান করিবার পূর্বে ফকীরেরা মাছ মাংস পর্যন্তও খান না। উৎসব চলাকালীন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানতকারীরা পীরের দরগাহ্-এ সিন্নি দেন। মুসলমানরা ছাগ, মোরগ এবং হিন্দুরা মিষ্টান্ন দেন। এই মসজিদ ও দরগাহ-এর বর্তমান সেবায়েত বা গদ্দী-নশীন হইলেন শাহ্ আবদুর রেজ্জাক সাহেব। আসল উৎসবের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পীরস্থানে যে জনসমাগম হয়, (প্রায় এক সহস্র) স্থানীয় অধিবাসীদের প্রদত্ত চাঁদায় তাঁহা-দিগকে সেই রাত্রে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে আজমীর, ফয়জাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা প্রভৃতি দূর-দূরান্ত হইতে বহু মুসলমান আলম ও ফকীরের আগমন ঘটে।

মহারাজ পূজা

মোজগাঁও গ্রামে সাধারণতঃ প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে মহারাজ পূজা হইয়া থাকে। এই পূজার নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই। গ্রামে অসুখ-বিসুখ দেখা দিলেই মহারাজ পূজার আয়োজন করা হয়। একটি 'হনুমান' এবং 'কার' নামে একটি মানুষের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজাটি হইয়া থাকে। পূজায় ব্রাহ্মণের কোন প্রয়োজন হয় না। মাহাত বা ফকির পূজা করিয়া থাকেন। এক রাত্রিতেই পূজাটি শেষ হয়। পূজার সময় পাঁচটি পায়রা বলি দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা গ্রামের হিন্দুদের সর্বজনীন পূজা হইলেও মুসলমানগণ দেখিতে আসেন এবং তাঁহাদের কোনরূপ রোগ হইলে দেবতার নিকট ভোগ এবং পায়রা মানত দিয়া থাকেন।

ধুসমল গ্রামে মহারাজ পূজা হইয়া থাকে। মহারাজ দেবতাকে সকল দেবতার রাজা বলা হয়। সমগ্র গ্রামের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের বিপদ-আপদে মহারাজ দেবতার পূজা দেওয়া হয়। যে-কোন সময় এই পূজা করা যাইতে পারে। তবে অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রতি শনি এবং মঙ্গলবারে এই পূজা সাধারণতঃ বেশী হইয়া থাকে। বহু প্রাচীন কাল হইতে গ্রামে মহারাজ পূজা হইয়া আসিতেছে। ইহা এই গ্রামের সর্বজনীন উৎসব। একটি মন্দিরে ব্যাঘ্রবাহন চতুর্ভুজ মহারাজ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ হয়। মহারাজ পূজায় পাঁঠা, পায়রা এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন মানত দেওয়া হয় এবং পাঁঠা ও পায়রা গুলি বলি দেওয়া হয়। 'রায়' পদবীধারী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক প্রধান সেবায়েত।

রাসযাত্রা

রামপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া বৎসর তিনেক হইল কার্তিক মাসে বিশেষ ধুমধামের সহিত রাসপূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবটি এক দিনের এবং সর্বজনীন। বিষ্ণুর পাথরের প্রাচীন মূর্তিটি কিছুকাল পূর্বে গ্রাম হইতেই পাওয়া গিয়াছিল এবং সদর রাস্তার ধারে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি নিম গাছের মূলে উক্ত মূর্তিটি স্থাপন করিয়া প্রাত্যহিক পূজা আরম্ভ করা হয়। স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন।

সোহরায় উৎসব

পৌষ মাসে বাজে বিন্দোল গ্রামে সাঁওতালদিগের সোহরায় পরব হয়। পরবের কোন নির্দিষ্ট তারিখ নাই। ধান, চাউল অথবা হাতে পয়সা হইলেই উৎসবের আয়োজন করা হয়। তিন দিন ধরিয়া এই উৎসব চলে। উৎসব কালে একটি কাল্পনিক মাটির মূর্তির সম্মুখে আতপ চাউলের নৈবেদ্য ও নানা প্রকারের ফলমূল, ধূপধুনা দেওয়ার পর 'নাইকি' বা পুরোহিত মূর্তির সম্মুখে মোরগ ও পায়রা বলি দেন। পরে তাহাদের সাতটি দেবতা— মারাংগবুড়ু, মাঁহেত্রা, গোঁসাইরা, মোরকু, তুরইকু, পিল-চুহারাম, পিলচুবুড়ি প্রভৃতির নামে সাতবার নৈবেদ্য নিক্ষেপ করেন

এইরূপ পূজা সাধারণতঃ টোলা ভিত্তিতে হইয়া থাকে। গ্রামের মোড়লই 'নাইক' বা পুরোহিত হয় এবং পূজার একদিন পূর্ব হইতে তাঁহাকে উপবাসে থাকিতে হয়। ইহা ভিন্ন তাঁহার পক্ষে উৎসবের কয়েকদিন স্ত্রী সহবাস এবং আমিষ স্পর্শও নিষিদ্ধ। পূজান্তে চাউল উৎসর্গ করা হয়। মাংস অথবা অন্য কিছু থাকিলে তাহা একত্রে পাক করিয়া সকলে মিলিয়া খান। ইহার পর সকলে মিলিয়া 'পচাই' পান করেন এবং পরস্পর পরস্পরের বাড়ী যাইয়া নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ করেন। ইহাতে ছেলেমেয়ে সকলেই যোগদান করে। এইরূপ উৎসব তিন দিন হইতে পাঁচ দিন পর্যন্ত চলে। শূকর, মোরগ, ভেড়া প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়। তবে ইহা পূজা প্রাঙ্গণে নয়, নিজেদের বাড়ীতেই দেওয়া হয়।

মেলা বিবরণী

কমলাচণ্ডী পূজার মেলা

আশ্বিন মাসে কমলাচন্ডীর পূজা উপলক্ষ্যে কমলাবাড়ী গ্রামে একদিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। চণ্ডীর স্থানের নিকটেই প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমিতে মেলাটি বসে। হেমতাবাদ ও বাঙালবাড়ী ইউনিয়ন হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার নরনারী এই মেলায় সমবেত হন। মেলায় স্থানীয় অঞ্চলের সাঁওতাল অধিবাসীরাও বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেন। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় শতাধিক দোকানপাট বসে।

কালীপূজার মেলা

দক্ষিণ গোয়াল পাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালী-পূজা উপলক্ষ্যে কালী মণ্ডপ প্রাঙ্গণে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং মাত্র একদিনই চলে। স্থানীয় ও আশেপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত লোক আসেন। নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। আশেপাশের গ্রাম ও রায়গঞ্জ শহর হইতে বিক্রেতারা আসেন। মেলায় খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। মনিহারী দোকান, মাটি ও এ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসনের দোকান, গামছা-গেঞ্জীর দোকান, বই-ছবির দোকান ছাড়াও দা, কোদাল ইত্যাদি দ্রব্যের এবং চাংগারী, ধামা, কুলা, ডালা, মাটির পুতুল ও খেলনার দোকানও আসে। মেলায় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাট্যাভিনয় অন্যতম। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। অধিকারী—শ্রীগোপাল রায় ও শ্রীধানুয়া হাজরা।

খলসী ধরুইল গ্রামে কার্ত্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের মধ্যবর্তীস্থানে পূজা মন্ডপের সম্মুখে একদিনের একটি মেলা বসে। এই মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহা সাঁওতালদের মেলা নামে পরিচিত। মেলায় গোবিন্দপুর, বামোহা, সোনাবাড়ী ইত্যাদি গ্রাম হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-আড়াইশত লোকের সমাগম হয়। বিক্রেতারা খলসী গ্রাম, গোবিন্দপুর, বামোহা, সোনাবাড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। মিষ্টি, নাড়ু, মোয়া, মুড়ি ইত্যাদির আমদানী বেশী হয়। কুড়ি-পঁচিশটি দোকান অস্থায়ী আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে বসে। মেলায় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দেশী যাত্রাগান ও সাঁওতালী নৃত্য হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র মল্লিক।

গংগাপূজার মেলা বা মাঘী পূর্ণিমার মেলা

ধুমসল গ্রামে গঙ্গা পূজা উপলক্ষ্যে মাঘী পূর্ণিমার দিনে পূজা-মণ্ডপ সংলগ্ন স্থানে প্রায় নয়-দশ বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন মেলা। সকাল হইতেই মেলায় লোক সমাগম হইতে দেখা যায়। প্রধানতঃ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রায় আটশত যাত্রীর সমাগম হয়। তাহা ছাড়া রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদ থানা হইতেও কিছু সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক পরিলক্ষিত হয়। রায়গঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকা হইতে প্রতি বৎসর বিভিন্ন পণ্যাদি লইয়া বিক্রেতারা আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা অন্যূন পঞ্চাশ-ষাটটি হইবে এবং প্রায় সবগুলিই উন্মুক্ত স্থানে বসে। এই মেলায় বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা গ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। মেলায় দোকানের মধ্যে কুড়ি-বাইশটি মিষ্টান্নের দোকান, চার-পাঁচটি বাসনের, আট-নয়টি মনিহারীর, দুই-একটি ছবি ও ধর্ম্মমূলক পুস্তকের, কয়েকটি কৃষি এবং কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষপত্রের, হাকিম ও টোটকা ঔষধের দুই-একটি দোকানও বসে। তাহা ছাড়া স্থানীয় তাঁতের তৈয়ারী জিনিস, কুলা, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের আমদানী হইয়া থাকে। মেলায় পশুপক্ষী ক্রয়-বিক্রয় হইতে দেখা যায়। তাহার মধ্যে পাঁঠা ও পায়রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে পালাগান, জুয়া এবং লটারী উল্লেখ-যোগ্য। জুয়া ও লটারীর দল গ্রামের আশ-পাশ হইতে আসে। মেলায় পালাগান গ্রামের একটি দল কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অধিকারীর নাম শ্রীবনবিহারী সরকার, গ্রাম : ধুমসল, পোঃ মহারাজহাট।

দুর্গাপূজার মেলা

মসলন্দপুর গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজা প্রাঙ্গণে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় জাউলিয়া, ২ নং জগদীশপুর ইউনিয়ন, ডাংগীপাড়া, কেশরা প্রভৃতি গ্রাম হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন শত লোকের সমাগম হয়। ভাটোল, পাঁচভায়া, ধুমসল প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারীর দোকানই বেশী। মিষ্টির দোকানের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি। ইহা ব্যতীত মেলায় কৃষি যন্ত্রপাতি, কোদাল, কাস্তে, হালের ফাল প্রভৃতি বিক্রয় হয়। ১ নং ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রাম ও ২ নং ইউনিয়নের জগদীশপুর

গ্রাম হইতে প্রতি বৎসরই বাঁশের তৈয়ারী জিনিস, মাটির তৈয়ারী হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি বিক্রয়ার্থে আসে। তদ্‌ভিন্ন এই মেলায় গবাদিপশু যথা—গরু ও ছাগল ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। মেলায় রামায়ণ গানের ব্যবস্থা করা হয়। জগদীশপুর হইতে শ্রীবনমালী সরকারের দল আসে।

এই বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজা উপলক্ষ্যে মাড়াইকুড়া গ্রামে যুব-সংঘের ফুটবল মাঠে একটি মেলা বসে। মেলাটি একদিন স্থায়ী হয়। অভিনগর, পলাইবাড়ী, কেওটাল, হাতিয়া, টেনহরি, কসবা, রায়গঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্থান হইতে প্রায় দুই হাজার লোকের সমাগম হয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। রায়গঞ্জ সহর, দুর্গাপুর, ভদ্রশীলা, পাড়াহরিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণের সমাগম হয়। উল্লেখযোগ্য দোকানের মধ্যে মিষ্টান্ন এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যা বেশী। পঁচিশ-ত্রিশটি অস্থায়ী আচ্ছাদনযুক্ত এবং ষোল-সতরটি উন্মুক্ত স্থানে দোকানপাট বসে। দুই-এক জন ফেরিওয়ালাও আসে।

পীরের উৎসবের মেলা (মখদুমী পীর)

মখদুমী পীর সাহেবের উরস্‌ উপলক্ষ্যে কসবা-মহশো গ্রামে বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সকাল হইতে পরদিন শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশ বড় একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন। মখদুমী পীর সাহেব প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মসজিদের সম্মুখস্থ হাটতলায় (উহা কমলা-বাড়ীর হাট নামে প্রসিদ্ধ) প্রায় চার-পাঁচ বিঘা পীরোত্তর জমিতে এই মেলাটি বসে। বর্তমান গদ্দীনশীন-এর পক্ষ হইতে মেলায় তোলা আদায় করা হয়। পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, কুশমন্ডি, হেমতাবাদ এবং বিহারের বারসোই, কাটিহার ও অন্যান্য দূরবর্তী স্থান হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান প্রায় তিন হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, বাঙালবাড়ী, কালিয়া-গঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে মিষ্টান্নাদি, মনিহারী, বাসনকোসন, ধর্ম্মপুস্তক, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি জিনিসপত্রসহ বহু বিক্রেতা আসেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক এবং জুয়া খেলা হয়।

লোহুজ গ্রামের বাসুদেব মৌজায় প্রতি বৎসর জনৈক পীর সাহেবের 'ফাতিহা' উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় জমিদারের প্রায় আধবিঘা জমির উপর মাত্র একদিনের জন্য এই মেলা বসে। মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় চারশত লোকের সমাগম হয়। চৈঘরা, এলেংগিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও লোক আসিতে দেখা যায়। নারী অপেক্ষা পুরুষেরা সংখ্যায় বেশী। মেলায় বিক্রেতারা আশেপাশের গ্রাম হইতে আসেন। মিঠাই, মুড়কী, মুড়ি, কলা, আতা ও অন্যান্য ফলমূলের দোকান বসে।

তাজপুর গ্রামে পীরের তিরোধান বা 'তাজবাজ' উৎসব উপলক্ষ্যে ৭ই বৈশাখ দরগাহ সংলগ্ন প্রায় আটবিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। ইহা সেবায়েতের নিষ্কর জমি। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং মাত্র একদিনের জন্য বসে। মেলায় প্রায় আড়াই হাজার লোকের সমাগম হয়। গ্রামের পার্শ্ববর্তী সাত-আটটি ইউনিয়ন হইতে এবং চব্বিশ মাইল দূরবর্তী স্থানের এক দেড়শত দর্শনার্থীকে এই মেলায় আসিতে দেখা যায়। নারী অপেক্ষা পুরুষ এবং হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকই বেশী হয়। মেলায় বিক্রেতারা প্রধানতঃ ভাটোলহাট, বিন্দোল, রাসমোমা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে আসেন। মিষ্টান্ন দ্রব্যের আমদানীই বেশী হয়। তাহাছাড়া মনিহারী এবং কৃষিজাত ও অন্যান্য জিনিসপত্রের আমদানী হয়। মেলায় আশি-নব্বুইটি দোকান অস্থায়ী আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে এবং পাঁচ-সাতটি উন্মুক্ত স্থানে বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় জলসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

মকরস্নানের মেলা

ধানাগাড়া (মৌজা-সেরপুর) গ্রামে মাঘ মাসে মকর স্নান উপলক্ষ্যে স্থানীয় জমিদারের প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমিতে একদিনের এই মেলাটি বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। হেমতাবাদ, মহারাজা, কমলাবাড়ী, বিন্দোল, রায়গঞ্জ প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান-পাট বসে। কীর্তন, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বর্মন।

রথযাত্রার মেলা

কর্ণজোড়া গ্রামের হাটে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। হাটটি প্রথমে জমিদারের ছিল, বর্তমানে সরকারের মালিকানাধীন। দেশ বিভাগের পরে আগত উদ্বাস্তুদের দ্বারাই প্রধানতঃ এই মেলাটির সূত্রপাত হইয়াছে। রায়গঞ্জ এবং আশে-পাশের ইউনিয়ন, হেমতাবাদ, রামপুর, বরুয়া প্রভৃতি স্থান হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন হাজার লোক এই মেলায় আসেন। মেলায় বিক্রেতারা রায়গঞ্জ হইতে আসেন। খাবার, খেলনা ও মনিহারী দ্রব্যই বেশী আসে। প্রায় দুইশতটি দোকান মেলায় উন্মুক্ত স্থানে বসে। কিছু সংখ্যক ফেরিওয়ালাও আসিতে দেখা যায়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

রামপুর গ্রামে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাস পূর্ণিমায় তিন বৎসর হইল একদিনের একটি মেলা বসিতেছে। সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া দুই-তিন শত যাত্রীর সমাগম হয়। মেলার যাত্রী প্রধানতঃ রামপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আশেপাশের গ্রাম হইতে বিক্রেতারা আসেন। মোট ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। এই সব দোকানপাট-গুলির মধ্যে বিভিন্ন খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, শাক-সব্জীর দোকান ও অন্যান্য কয়েকটি দোকানপাট থাকে। মেলায়

কোন কোন বৎসর আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বিন্দোল (মৌজা ৪০) গ্রামে হরিপুরের জমিদার মহোদয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দুগণের রাসপূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষ্যে এই মেলার প্রবর্তন করেন। তদবধি এই মেলাটি প্রতি বৎসর বসিতেছে। ইহা তিন হইতে চার সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। মেলায় গবাদিপশু যথা—গরু, ঘোড়া, মহিষ ইত্যাদি এবং বাসনপত্র তৈজসাদি, মনিহারী দ্রব্য, মিষ্টান্ন ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। রেজেষ্টারীকৃত মেলা পরিষদ এই মেলাটি সুষ্টুভাবে পরিচালনা করেন। এই মেলাতে মালদহ, পূর্ণিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের লোক যোগদান করিয়া থাকেন। ইহা রায়গঞ্জ থানার একটি উল্লেখযোগ্য মেলা।

সরস্বতী পূজার মেলা

গোয়ালদহ গ্রামে সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে বিদ্যালয়ের সম্মুখে প্রায় দশকাঠা জমির উপর তিনদিন একটি ছোটখাট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় বিশ বৎসরের প্রাচীন। ইহাতে প্রায় দুইশত-আড়াইশত যাত্রীর সমাগম হয় এবং দশ-বারটি দোকান বসে। আমোদ-প্রমোদের অন্যতম আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান—যাত্রাভিনয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। অধিকারী—শ্রীপবন চন্দ্র সরকার, গ্রাম গোয়ালদহ, পোঃ ইটাল।

কালিয়াগঞ্জ থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম: পুরগ্রাম।১০।৫১৪'৭৩।১০১।৫৩৮

(ক) হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল স্টেশন ডালিমগাঁও।

(ঘ) বৈশাখ মাসে হরিবাসর উৎসব—প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন উৎসব। জ্যৈষ্ঠ মাসে বারুলিয়াধামের সপ্তাহব্যাপী উৎসব। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা।

(ঙ) বারুলিয়ার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) দুর্গা মণ্ডপ আছে। বারুলিয়াধামে পীর, চণ্ডী, শীতলা প্রভৃতির স্থান আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এক সপ্তাহ ধরিয়া উৎসব চলে; পাঁঠা, পায়রা, হাঁস প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। গ্রামে বুড়ি বাশুলীর স্থানও আছে।

প্রধান শিক্ষক,
পুরগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পুরগ্রাম, পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রাম: বালাস।৩৪।৫২৩·৯৪।৯০।৬১২

(ক) দেশী, পলিয়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) এক মাইল দূরে রেল স্টেশন ডালিমগাঁও। চার মাইল দূরে ধনকৈল হাট হইতে মোটর পাওয়া যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে বাবাঠাকুরের পূজা ও উৎসব। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় শ্যামাকালী পূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের দক্ষিণ অংশে কালীমন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রায় পনর-ষোল কাঠা দেবোত্তর জমি আছে। কালী-পূজাটি প্রায় দেড়শত-দুইশত বৎসরের প্রাচীন। পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

শ্রীআনন্দ গোপাল সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম: দুর্গাপুর,
পোঃ ডালিমগাঁও, পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রাম: মনোহরপুর।৩৫।২৯২'৪৭।১১১।২৭৫

(ক) দেশী, পলিয়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ হইতে কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে শ্মশানকালী ও শিবপূজা (শিবকালী পূজা), মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা।

(ঙ) শিবকালী পূজার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। বাসন্তী পূজার মেলা চৈত্র মাসে একদিন। দুইটি মেলাই প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রতি ঘরেই মনসা পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীরজনী কান্ত সরকার, প্রধান শিক্ষক,
মনোহরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। গ্রাম: রসিদপুর।৮৫।২৬৯'৪৪।৯৮।৫৭১

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, জেলে, ছুতার, বৈষ্ণব।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) রেল ও মোটর স্টেশন কালিয়াগঞ্জ।

(ঘ) আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ মাসে মশানকালী পূজা, আশ্বিন-মাসে লক্ষ্মীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে বুড়ি পূজা ও সোনাই পূজা। সর্বজনীন এই পূজাগুলি খুবই প্রাচীন। বিভিন্ন পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) ×

(চ) প্রত্যেক দেবদেবীর স্থান আছে। সোনাই-র কোন মূর্তি নাই। একটি বাবাঠাকুরের স্থান আছে। প্রতি ঘরেই মনসা পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীসন্তোষ কুমার সেনগুপ্ত, শিক্ষক,
রসিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ধনকৈলহাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

৫। গ্রাম: আটঘরা। ৯৪।৬৬৫'২৯।৯০০।৭৭০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মালাকার, বৈষ্ণব, নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ।

(ঘ) চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা। বহু প্রাচীন পূজা। সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ এবং কোন কোন বৎসরে খিচুড়ি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা (রামনবমীর মেলা)। চৈত্র মাসে একদিন। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির মধ্যে অবস্থিত একটি কাঁচা ঘরে প্রতি বৎসর মূর্তি নির্মাণ করিয়া বাসন্তী পূজা করা হয়।

শ্রীমনোমোহন সরকার, শিক্ষক,
গ্রামঃ আটঘরা,
পোঃ ধনকৈলহাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

৬। গ্রামঃ সেরগ্রাম (কুকুড়ামনি)।১০৫। ১,২৬০·৬৯।২২২। ১,২৬৪

(ক) মাহিষ্য, পলিয়া, দেশী, কোলকামার।

(খ) কৃষিকার্য, জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের দক্ষিণে কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশন।

(ঘ) কার্তিক মাসে শ্যামা কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বসন্তোৎসব। পূর্বে দুর্গাপূজা হইত বর্তমানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) কুকুড়ামনির মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখে মাসাধিককাল ব্যাপী। প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চণ্ডী ধলাইশ্রী দেবীর স্থান আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, দেবীর নিকট মানত করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ইঁহার পূজারী মালাকার সম্প্রদায়ের লোকেরা। চণ্ডীপূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। বুড়ি বাশুলীর স্থান আছে। পাঁচকালীদেবীর পূজায় পাঁচটি কালীপ্রতিমা তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। বৎসরে দুইবার পূজা হয়। একবার শ্যামাপূজা উপলক্ষ্যে সর্বজনীন পূজা, আরেকবার কুকুড়ামনির মেলা উপলক্ষ্যে ব্যক্তিগত পূজা। কালীপূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

শ্রীপুলিন বিহারী ভৌমিক, শিক্ষক,
শেরভান্ডার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

৭। গ্রামঃ টুংগাইল বিলপাড়া। ১০৮।৯৪৭·৮২।১০২।১,০৭৬

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মালাকার, বৈষ্ণব, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) তিনমাইল দূরে রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ। দুই-মাইল দূরে জাতীয় সড়ক দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনমাসে চণ্ডীপূজা (মাহারাম ও গুড়গুড়াই চণ্ডী), কার্তিক মাসে শ্মশানকালীপূজা ও কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে রাস উৎসব, বিষহরিপূজা, লক্ষ্মীপূজা, মালাসুর-পূজা (কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, মূর্তিও নাই), বাশুলী বা হাড়ীপাল দেবতার পূজা (একশত বৎসরের প্রাচীন, নির্দিষ্ট তারিখ নাই, মূর্তি নাই), মহারাজ ঠাকুরের পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, নবান্ন উৎসব, জিতাষ্টমীতে জিতুয়ার ব্রত পালন, (ইহাতে আত্মীয় স্বজন এবং বিভিন্ন গ্রামের গানের দল আমন্ত্রিত হয়, সারারাত ধরিয়া আনন্দোৎসব হয়), নন্দোৎসব (দধিকাদা উৎসব) ধরমঠাকুরের পূজা, অথাইবথাই ব্রত ইত্যাদি পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার মেলা। গত দুই বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে প্রায় প্রত্যেক দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীউপেন্দ্র কিশোর রায়, শিক্ষক,
টুংগাইল বিলপাড়া নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

৮। গ্রাম ঃ বরুণা ।১৪৯।৭৬৩·৫৯।১৩০।৬৭০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, জাতিব্যবসায়।

(গ) ছয় মাইল দূরে রেল স্টেশন কালিয়াগঞ্জ।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসে রাস উৎসব, নবান্ন উৎসব ও পৌষ-মাসে ও মাঘ মাসে সাঁওতালদের বাঁধনা উৎসব।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে পাঁচদিন ব্যাপী। গত চার বৎসর যাবত মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) খড়ের চালাযুক্ত একটি দেবালয়ে কান্তজী ঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।
একটি বুড়ি কালী ও একটি সোনাই-র স্থান আছে।

শ্রীমহেশ চন্দ্র মিত্র, শিক্ষক,
গ্রামঃ বেউলবাড়ী,
পোঃ কুনোর, পশ্চিম দিনাজপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ— আমাদের জনৈক সংবাদদাতা রসিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী সন্তোষ কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক ধনকৈল (মৌজা নং ৮৪) গ্রামে অনুষ্ঠিত ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা মেলার একটি বিস্তারিত বিবরণী পাঠাইয়াছেন। ঐ বিবরণীটি মেলা বিবরণী অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

চণ্ডীপূজা

টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে শারদীয়া অষ্টমী তিথিতে মাহারাম চণ্ডী এবং গুড়গুড়াই চণ্ডী নামে দুইটি চণ্ডীর পূজা হয়। উভয়েরই চতুর্ভুজা সিংহ-বাহিনী মূর্তি। গ্রামে ইঁহাদের স্থান আছে। প্রথমটি প্রায় তিনশত বৎসরের এবং দ্বিতীয়টি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন পূজা। এই দুই চণ্ডীর পূজার জন্য কোন ব্রাহ্মণ পূজারীর প্রয়োজন হয় না। স্থানীয় মালাকার সম্প্রদায়ের কোন একজন পুরোহিত হন। পূজায় পশু বলি দেওয়া হয়।

ধরমঠাকুরের পূজা

টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের রবিবারে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে ধরমঠাকুরের ব্রত বা পূজা পালন করা হয়। এই পূজার জন্য ষোলটি হাঁড়ির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক হাঁড়িতে চিড়া, খই, দুধ, কলা, গুড় দিয়া ভর্তি করিয়া পূজাস্থানে রাখিতে হয়। ইহাছাড়া একটি পাঁঠা, সোয়াপণ কড়ি, সোয়াসের তিল, সোয়াসের ঘি, সোয়াসের আটা, একপোয়া মধু—এই জিনিসগুলি দিতে হয়। ব্রাহ্মণ পূজারী পূজা করিয়া থাকেন। পূজান্তে কীর্তন গান হয়।

পীরের উৎসব (খোয়াজ পীর)

টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে খোয়াজপীর নামে জনৈক পীরের স্থান আছে। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন পীরস্থান। বিশেষ অসুখ-বিসুখে ভুগিলে হিন্দু এবং মুসলমান অধিবাসীরা পীরের নামে তিনদিন রোজা করেন। রোজা শেষ হইবার পর পশ্চিম মুখে বসিয়া পীরের উদ্দেশ্যে খাসি জবেহ করিয়া তাহার মাংস রান্না করিয়া খান। গ্রামের হিন্দুরাও অনুরূপ রোজা করেন।

বাবাঠাকুরের উৎসব

বালাস গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে বাবাঠাকুরের পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে। ইহা খুবই প্রাচীন উৎসব। গ্রামের উত্তরাংশে বাবাঠাকুরের একটি ধাম আছে—এখানেই উৎসবাদি হয়। উৎসবের পূর্বে তিনদিন ধরিয়া প্রত্যহ সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্বক নগর সংকীর্তন বাহির হয়। উৎসবের পরদিন বিরাট ভোজের আয়োজন হয়। সেদিন সারাদিন ধরিয়া দরিদ্রভোজন করান হয়। ইহাতে গ্রামের লোক ছাড়াও বাহিরের বহু লোক যোগদান করেন।

বিষহরিপূজা (মনসাপূজা)

টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাস হইতে শুরু করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে সুবিধামত যে কোন একদিন গ্রামবাসীরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়িতে বিষহরির (মনসা) পূজা করেন। পূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় মালাকারদের দ্বারা শোলার বিষহরি মূর্তি তৈয়ারী করান হয় এবং রাত্রিকালে পূজা করা হয়। পরদিন সকালে আরেকবার পূজা করিয়া এবং দেবীর নিকট নিজ নিজ মানত অনুযায়ী পাঁঠা, পায়রা, হাঁস প্রভৃতি বলি দিয়া দেবীকে বিসর্জ্জন অর্থাৎ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই পূজায় বিশেষ কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ প্রত্যেক বাড়ীর গৃহকর্তারাই পুরোহিতের কাজ সম্পন্ন করেন।

মশান পূজা

বালাস গ্রামে পশ্চিম অংশে একটি মশান স্থান আছে। কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত নাই। মশান পূজার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত নাই। গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের সুবিধামত যে কোন দিনে পূজা বা মানত পরিশোধ করিয়া থাকেন। মশান পূজার জন্য কোন পৃথক পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। যিনি মানত করেন, তিনিই পূজা করেন। এবং পূজান্তে মানত শোধ করেন। এই গ্রামের অধিবাসী ছাড়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকও এখানে মশান স্থানে পূজা দিতে আসেন। মানত হিসাবে মশান স্থানে সাধারণতঃ শূকর, পাঁঠা, পায়রা, হাঁস, মিঠাই প্রভৃতি মানত করা হয় এবং বলি দেওয়া হয়। বলি দিবারও কোন নিদ্দিষ্ট সময় নাই।

কার্তিক মাসের অমাবস্যায় টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে মশান-কালীর পূজা হয়। ইহা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন পূজা। শিবের উপর সিংহবাহিনী মশান মূর্তি। পূজারী মালাকার সম্প্রদায়ভুক্ত। বলি দিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

মহারাজঠাকুরের পূজা

টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে মহারাজঠাকুরের পূজার নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই। ভক্তদের সুবিধামত বৎসরের যে কোন দিন পূজার আয়োজন করা হয়। হস্তীপৃষ্টে আরূঢ় মহারাজের চতুর্ভুজ মূর্তি। এই পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না—স্থানীয় মালাকর সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তি পুরোহিতের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। পূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

রাসযাত্রা

কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমায় টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে রাস উৎসব হয়। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন উৎসব। উৎসব উপলক্ষ্যে রাসবুড়ি বা বড়াইবুড়ি, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম ও গোপিনীগণের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়।

রাসপূর্ণিমায় বরুণা গ্রামে কান্তজীঠাকুরের রাসলীলা উৎসব হয়। কান্তজীঠাকুরের খড়ের চালাযুক্ত মন্দির আছে। বাঁশের রাসমণ্ডের উপর অষ্টসখীর মূর্তি কান্তজী বিগ্রহ স্থাপন করিয়া রাসলীলা উৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসবটি পাঁচদিন ধরিয়া চলে। চিনি, বাতাসা প্রভৃতি প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হয়।

লক্ষ্মীপূজা

টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন প্রায় প্রত্যেক গৃহস্তের বাড়ীতেই লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। এই পূজায় বিশেষ কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না—বাড়ীর কর্তা বা অন্য কেহ পূজার কাজ সম্পন্ন করেন। পূজার জন্য হাঁসের ডিম, হাঁস, পায়রা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। পূজার পরদিন অর্থাৎ পয়লা কার্তিক প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ বাড়ীঘরে এবং জমিজমায় মন্ত্রপূতঃ দুধজল ছিটাইয়া দেন। ইহাছাড়া, গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা কোজাগরী পূর্ণিমাতেও লক্ষ্মীপূজা করেন। এই পূজায় ব্রাহ্মণ পূজারী পূজা করেন। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

হুকাহুকী বা উল্কা উৎসব

কার্তিক মাসের অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত কালীপূজার পরদিন টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে হুকাহুকী বা উল্কা উৎসব নামে একটি উৎসব পালন করা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় মৃত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক একটি পাটকাঠির আঁটিতে আগুন ধরাইয়া উপরের দিকে শূন্যে ছুড়িয়া দেন। পরে উহা নীচে নামিয়া আসিলে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় সেই পাটকাঠির আঁটিটি মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয়।

মেলা বিবরণী

কুকুড়ামনির মেলা

সেরগ্রাম মৌজার অন্তর্গত কুকুড়ামনিতে প্রতি বৎসর চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে একটি বিরাট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং উত্তরবংগের মধ্যে ইহা একটি অন্যতম প্রধান ও বিখ্যাত পশুমেলা। স্থানীয় জমিদারদের প্রায় পাঁচশত বিঘা পরিমাণ জমিতে একমাস ধরিয়া প্রত্যহ দুইবেলা এই মেলা বসে। জমিদারদের পক্ষ হইতে দান বা তোলা প্রভৃতি আদায় করা হয়। পশ্চিম দিনাজপুর এবং অন্যান্য জেলা এবং পশ্চিমবংগের বাহিরে গোরখপুর, ছাপড়া, মুংগের, বেনারস প্রভৃতি স্থান হইতে সকল সম্প্রদায়ের যাত্রী ও বিক্রেতারা আসেন। মেলার প্রধান আকর্ষণ অবশ্য গরু, মহিষ, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি পশু ক্রয়-বিক্রয়। আমাদের সংবাদদাতার হিসাবে, এই মেলায় প্রায় দশসহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, সিনেমা, ম্যাজিক, চিড়িয়াখানা, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়।

দোলযাত্রার মেলা

ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষ্যে ধনকৈল হাটে (মৌজাঃ ধনকৈল—৮৪ নং) প্রতি বৎসরে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মধ্যে একটি বিখ্যাত মেলা। হাটতলায় প্রায় আটশত (?) একর জমি জুড়িয়া প্রায় একমাস ধরিয়া এই মেলাটি চলে। প্রত্যহ সকালে মেলা বসে। দান এবং তোলা আদায় করা হয়। আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়ন সমূহ হইতে এবং বিহার, আসাম, জলপাইগুড়ি, মালদহ প্রভৃতি স্থান হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই যাত্রীরা আসেন। প্রত্যহ প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। জলপাইগুড়ি, বিহার, আসাম, মালদহ হইতে প্রতি বৎসর এই মেলায় বহু জিনিসপত্র বিক্রেতা আসেন। ধনকৈল হাটের এই মেলাটি গরু, মহিষ, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি পশু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত। মেলায় ইহাদের আমদানীই বেশী। ময়রা, মনিহারী, বাসন, কাপড়-চোপড়, ঔষধপত্র, বই-ছবি ও পুস্তিকা, দা, কাস্তে, কোদাল এবং ধামা-কুলা, মাটির পুতুল, খেলনা ও হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় পাঁচ-ছয় শত দোকান বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাগান, সার্কাস, সিনেমা, নাগরদোলা, ম্যাজিক, জুয়া, লটারী, চিড়িয়াখানা, কবিগান প্রভৃতির আয়োজন হয়। কলিকাতা হইতে নট্ট কোম্পানী, রঞ্জন অপেরা প্রভৃতি বিখ্যাত যাত্রাদল আসে।

রাসযাত্রার মেলা

টাংগাইল বিলপাড়া গ্রামে কার্তিক মাসে রাস উৎসব উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে মশানকালীর স্থানে একদিনের জন্য এই মেলাটি বসে। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারীর সমাগম হয়। বিভিন্ন জিনিষপত্রের পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য নিম্নলিখিত যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়—কানা বিসহরির গান, টাঁতিয়া বিষহরির গান, চোরচোরণির গান, খজাগরের গান, নাটুঁয়ার দলের গান, পুষ্পমালার গান, কৃষ্ণযাত্রা, তামাস্যর দলের তামাসা ইত্যাদি।

বরুণা গ্রামে রাসপূর্ণিমায় কান্তজী ঠাকুরের রাসলীলা উপলক্ষ্যে গ্রামের ঠিক কেন্দ্রস্থলে প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে মাত্র চার বৎসর যাবত এই মেলাটি বসিয়া আসিতেছে। পাঁচ দিন ধরিয়া প্রত্যহ বিকালে এই মেলাটি বসে। প্রায় তিনশত যাত্রীর সমাগম হয়। প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে, যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। গ্রামেই একটি গানের দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীসুষেন চন্দ্র রায়, পোঃ কুনোর।

বারুলিয়ার মেলা

জৈষ্ঠ মাসে বারুলিয়া ধামের পূজা ও উৎসব উপলক্ষ্যে পুরগ্রামে প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমিতে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন। কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আশেপাশের ইউনিয়ন ও অন্যান্য থানা হইতে প্রায় পাঁচশত যাত্রী এই মেলায় আসেন। কালিয়াগঞ্জ এবং অন্যান্য স্থান হইতে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির পুতুল ও খেলনা বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। দেবদেবীর মুখোস পরিয়া নানারকম খেলা দেখানো হয়। ইহাছাড়া, পাতা খেলা ও লাঠিখেলাও হইয়া থাকে।

বাসন্তীপূজার মেলা

বাসন্তীপূজা এবং রামনবমী উপলক্ষ্যে চৈত্র মাসে প্রতি বৎসর আটঘরা গ্রামে একদিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্য থানা হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয়শত যাত্রীর সমাগম হয়। রায়গঞ্জ, বাঙালবাড়ী, কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে খাবার, মনিহারী ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রী লইয়া বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। গ্রামের একটি যাত্রাগানের দল প্রতি বৎসর 'রামের বনবাস' বা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' প্রভৃতি বিষয়ে যাত্রা করিয়া থাকেন। অধিকারীর নাম—শ্রীশুক মোহন সরকার।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মনোহরপুর গ্রামে বাসন্তীপূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় জমিদারের প্রায় একবিঘা পরিমাণ জমির উপর বিকালের দিকে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে নারীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক এবং যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটির মত দোকানপাট বসে। অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। তাহাছাড়া, মেলায় আট-দশ জন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন ও কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ভিন্ন, ঔষধপত্র, বই-ছবি ও খেলনার দোকানও বসে। কাপড়-চোপড়, মাটির বাসন-কোসন, মিষ্টান্ন ও খেলনা বিক্রেতারা প্রধানতঃ কালিয়াগঞ্জ হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাধূলা ও স্বদেশী গানের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন গ্রাম হইতে গানের দল আসে। উপরিউক্ত অনুষ্ঠানের দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশত হইবে।

হেমতাবাদ্ থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ বাহিন পাহাড়পুর।১৬।৫৮২·৭১।৭৭।৪৩২

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রায়গঞ্জ, মোটরস্টেশন বিন্দোল। পার্শ্ববর্তী কুলিক নদী পথেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা, মাঘীপূর্ণিমায় গংগাপূজা ও গংগাস্নান, জাবরা গোঁসাই-এর পূজা। এই পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ নাই। বৎসরে যে কোন সময় এই পূজা হইয়া থাকে। পূজার পূর্বে ঢোল বাজাইয়া গ্রামে পূজার জানান দেওয়া হয়। পূজার দিন সমস্ত দিন-রাত্রি ধরিয়া পূজা হয়। পরদিন সকালে প্রসাদ বিতরণ হয়। জাব্‌রা গোঁসাই-এর পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) মকরস্নান ও গংগাপূজার মেলা। মাঘীপূর্ণিমায় একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) জাবরা গোঁসাইয়ের স্থান আছে।

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায়, প্রধান শিক্ষক,
বাহিন পাহাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বিন্দোল, পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রামঃ ভানইল। ৩৩।৮১৫·৩৫।৯৫।৭৪৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, তুরী, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ।

(ঘ) আশ্বিন মাসে বারোয়ারী দুর্গাপূজা, বুড়ী ভবানীর পূজা, মহারাজপূজা ও হামিন পীরের উৎসব।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে বিজয়াদশমী তিথিতে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) বুড়ী ভবানী ও মহারাজ গ্রামের সাধারণের দেবদেবী। বুড়ী ভবানীর জন্য টিনের চালাযুক্ত ঘর আছে। মহারাজধাম আছে। মহারাজপূজার নির্দ্দিষ্ট কোন দিন নাই, গ্রামের সর্বসাধারণের সুবিধা অনুযায়ী হেমন্তকালে যে-কোন একদিন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ গ্রামের কল্যাণ কামনায় এবং সুবৃষ্টির জন্য এই পূজা করা হয়। হামিন পীরের উৎসবও গ্রামের সর্বসাধারণ কর্তৃক হেমন্তকালে একদিন হইয়া থাকে। এই সকল সর্বজনীন দেবদেবীর পূজা ও উৎসবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যোগদান করিয়া থাকেন।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস, প্রধান শিক্ষক,
দরিমানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রামঃ বাহারইল। ৪১।৫০৪·৪৩।১১৫।৬২২

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, মুশাহার, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ।

(ঘ) বৈশাখ মাসে অষ্টমপ্রহরব্যাপী নাম কীর্তন উৎসব। উৎসবে সর্বজনীন ভোজ হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং গণেশপূজা। দুর্গাপূজাটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে বিজয়াদশমী তিথিতে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) একটি গণেশ মূর্তি আছে।

গ্রামে হাতীডুবা নামে একটি প্রাচীন পুকুর আছে। এই সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, বহু প্রাচীনকালে জনৈক রাজার হাতী এই পুকুরে ডুবিয়া গিয়া শিলারূপ ধারণ করিয়াছিল। সেই হইতে পুকুরটির নাম হাতীডুবা হইয়াছে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে পুকুরের জল কমিয়া গেলে উক্ত পুকুরে ঐ শিলামূর্তির খানিকটা অংশ চোখে পড়িত। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই গ্রাম হইতে পনর-ষোল মাইল দূরবর্তী রাধিকাপুর রেলস্টেশনের নিকটবর্তী জনৈক মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোক এই পুকুর হইতে মূর্তিটি তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্নাদেশ পান বলিয়া শোনা যায়। পূজার উপকরণাদিসহ তিনি এখানে উপস্থিত হইয়া লোকজনের সাহায্যে মূর্তিটিকে পুকুর হইতে উত্তোলন করেন। মূর্তিটি পুকুরের মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় ছিল; কিন্তু মূর্তিটি তুলিলে দেখা যায় যে, উহা হাতীর মূর্তি নহে, গণেশের মূর্তি। বিরাট এই গণেশ মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট এবং ওজনে পনর-ষোল মণ ভারী। ইহার হাত ও পা ভগ্ন। স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের ধারণা যে, কালাপাহাড়ের সময়েই মূর্তিটির এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। বর্তমানে মূর্তিটি হাতীডুবা পুকুরের দক্ষিণপাড়ে

প্রতিষ্ঠিত আছে এবং গণেশপূজার ধ্যানে উহার পূজা করা হয়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ, শিক্ষক,
বাহারাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সমসপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। গ্রামঃ বালুফারা। ১১২।২৪৫·২৯।২৫।৪৬৬

(ক) মুসলমান, ঘাটোয়াল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ হইতে মোটরযোগে মহীপুর। মহীপুর হইতে দুই মাইল দক্ষিণে বালুফারা গ্রাম।

(ঘ) দুর্গাপূজা আশ্বিন মাসে। বিজয়ার দিন বিকালের দিকে দুই-চারটি মিষ্টান্ন ও তেলেভাজার দোকান-পাট বসে।

(ঙ) ×

(চ) একটি দুর্গামন্ডপ ও ডুহা বারিয়ানী নামে একটি পীরের দরগাহ আছে।

শ্রীমহম্মদ জান মিঞা, প্রধান শিক্ষক,
বালুফারা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাঙালবাড়ী, পশ্চিম দিনাজপুর।

৫। গ্রামঃ শাসন।১১৩।১,২১৬·৪৭।১৭৯।১,৫৭৩

(ক) পলিয়া, দেশী, মুসলমান, সাঁওতাল, বাঁশমালী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঙালবাড়ী। গ্রামে যাতায়াতের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) পয়লা বৈশাখ পীরের উৎসব (জেঠা পীর)।

(ঙ) পীরের উৎসবের (জেঠা পীর) মেলা। ১লা বৈশাখ। বহু প্রাচীন।

(চ) জেঠা পীরের সমাধি স্থান আছে।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সমাদ্দার, শিক্ষক,
ও
শ্রী মহম্মদ আলী, শিক্ষক,
শাসন প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাঙালবাড়ী, পশ্চিম দিনাজপুর।

ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন-এর বিবরণী হইতে যে অংশ ১০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে হেমতাবাদ থানা সম্পর্কেও এই উদ্ধৃতি সমানভাবে প্রযোজ্য। উনি এই প্রসঙ্গে আরও যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ—

At Baliyadigh is a mosque near a tank, which has an endowment of 1,000 bighas of land; and the fakir, who has the hereditary charge, lives in a brick house, and in a decent manner. There is no Hindu place of worship of any note.

[District Handbooks, 1951, West Dinajpur, by A. Mitra, p. xliii-xliv].

উৎসব বিবরণী

পীরের উৎসব (জেঠাপীর)

শাসন গ্রামে জেঠাপীর নামে এক পীরের সমাধিস্থান আছে। ইঁট দিয়া বাঁধানো এই সমাধিস্থানটি মুঘল আমলের বলিয়া মনে হয়। জেঠাপীর সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, জীবিত অবস্থায় তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই সমান স্নেহ করিতেন এবং হিন্দুদিগকে হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী উপদেশাদি দিতেন। জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি পীরের মাজাহুরে আসিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলে, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস। মনস্কামনা পূর্ণ হইলে পয়লা বৈশাখ পীর সাহেবের উরস উপলক্ষ্যে আসিয়া ভক্তরা মানসিকের দ্রব্যাদি পীরের নিকট উৎসর্গ করেন। মানত হিসাবে সাধারণতঃ চন্দ্রাতপ, সন্দেশ, সোনা বা রূপার "রাগ" (প্রদীপ) ইত্যাদি দেওয়া হয়। মানসিকের খাসী ও মোরগ প্রভৃতি "জবেহ" করিয়া এবং সেইগুলি দিয়া রন্ধনাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় "ফাতেহা" করেন। আহার্য দ্রব্যগুলি উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অন্যান্য জিনিসপত্র পীরের সেবায়তের নিকট গচ্ছিত থাকে। পীরোত্তর জমির আয় হইতে সেবায়তের সংসারযাত্রা এবং পীরের সমাধিস্থানের সংস্কারকার্যাদি ও উরস উৎসবের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইয়া থাকে। পীরের চেরাগী বা খাদেম পদবীধারী মুসলমানরাই পীরের বর্তমান সেবায়েত।

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

বাহারইল গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিজয়া দশমীর দিন একটি মেলা বসে। এই মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। এই মেলাটিতে আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। কালিয়াগঞ্জ এবং অন্যান্য স্থান হইতেও বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে। মেলায় চন্ডীর গান ও যাত্রা হইয়া থাকে।

ভানইল গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা জমিতে বিজয়াদশমীর দিন একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। এই মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আশেপাশের গ্রাম হইতে এই মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে মিষ্টান্ন, মনিহারী, খেলনা ইত্যাদির প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং কারুশিল্প ও শাকসব্জীর দোকানপাটও বসে।

পীরের উৎসবের মেলা (জেঠাপীর)

শাসন গ্রামে জেঠা পীরের উরস উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ পীরস্থান সংলগ্ন প্রায় আটশত বিঘা পীরোত্তর জমিতে একটি মেলা বসে। এই মেলাটি বহু প্রাচীন। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, ইহা মোঘল আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। বাঙালবাড়ী, মোস্তফানগর, হেমতাবাদ, চৈনগর, আগানগর প্রভৃতি স্থান হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। বাঙালবাড়ী এবং কালিয়াগঞ্জ হইতে খাবার, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। কিছু কিছু ফেরিওয়ালাও আসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য সাধারণতঃ সত্যপীরের গান, হাসান-হোসেনের গান প্রভৃতির আয়োজন হইয়া থাকে।

মকরস্নানের মেলা

মাঘী পূর্ণিমায় বাহিন পাহাড়পুর গ্রামে স্নান, তর্পন ও গংগাপূজা উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। কুলিক নদী এই গ্রামের পাশে উত্তর প্রবাহিনী হওয়ায়, মাঘী পূর্ণিমার দিন আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে এখানে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলাটি বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিন্দোল, হেমতাবাদ, বিষ্ণুপুর, চৈনগর, পাহাড়পুর, বালিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ময়রা, মনিহারী ও অন্যান্য জিনিষপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। স্থানীয় গান-বাজনার আয়োজন এই মেলায় হইয়া থাকে।

৪A

ইটাহার থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ বালিজোল।৬।৬১২·৩৩।১৮৭।১,০২৯

(ক) মুসলমান, মুচি, গণেশ, দেশী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। বর্ষাকালে পথ দুর্গম।

(ঘ) পয়লা বৈশাখ বুড়া পীরের উৎসব।

(ঙ) বুড়া পীরের মেলা। বৈশাখে একদিন। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) পীরস্থান আছে। কালীতলার জংগল, বয়রা কালী এবং প্রধানের কালী নামে গ্রামে তিনটি কালীর স্থান ও আছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বক্সী, শিক্ষক,
বালিজোল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ইটাল, পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রামঃ ইন্দ্রান।১৬।১২৩·৭২।২০১।১,০০৭

(ক) বারুই, শুঁড়ী, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। টেস্ট রিলিফের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা—বারুই সম্প্রদায় এই কালীপূজার প্রধান সেবায়েত। কালীপূজায় পাঁঠা, পায়রা, হাঁস প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। পৌষসংক্রান্তির স্নান ও ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব।

(ঙ) পৌষ সংক্রান্তির স্নানের মেলা। বাংলা সন ১৩৩২ হইতে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে কালীমূর্তি ও মন্দির আছে। একটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীকমিরুদ্দিন আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
শুরুণ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পাড়াহরিপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রামঃ শুরুণ।১৭।৬০৩·৫৭।২০৭।১,১৪৮

(ক) মুসলমান, রাজবংশী ক্ষত্রিয় ও হাঁড়ী।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। টেস্ট রিলিফের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) মহরম ও ঈদ উৎসব।

(ঙ) মহরমের মেলা। মহরম মাসে একদিন। বহু প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকমিরুদ্দিন আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
শুরুণ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পাড়াহরিপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। গ্রামঃ রাজগ্রাম। ১৮।১,২৬৫·৯০।৭৩।৪০৪

(ক) গোয়ালা, হাড়ী, তিয়র, তাঁতি, জেলে, ধোপা, মাহিষ্য, মুচি, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) দশ মাইল দূরে রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। তিন মাইল দূরে মোটরস্টেশন দুর্গাপুর। এই তিন মাইল কাঁচা রাস্তা। বর্ষায় নৌকায় যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও শিবপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চার-পাঁচদিন ব্যাপী। দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলার স্থান আছে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস, শিক্ষক,
রাজগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পাড়াহরিপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৫। গ্রামঃ পাতিরাজপুর। ৫৬।৩১১·২৫।৪৫।৫১০

(ক) দেশী, ডোম, কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ গ্রাম হইতে উনিশ মাইল দূরে। বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্য সময়ে গ্রাম হইতে এক মাইল দূর দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, চৈত্র মাসে পীরের উরস্ উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) পীরের স্থান আছে।

গ্রামে পাথরঘাটা নামে একটি দীঘি আছে। উহা বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। হিন্দু রীতিতে খনিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই দীঘি হইতে কয়েকটি প্রাচীন চতুর্ভুজ হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দীঘির ভিতর দিয়া কতকগুলি পাথরের সিঁড়ি নীচে চলিয়া গিয়াছে। এই দীঘির অদূরে পূর্বদিকে শ্রীমতী নদীর অপর পারে প্রাচীন একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে কতকগুলি চতুর্ভুজ দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে—এই মূর্তির সবগুলিরই নাক ভাংগা। মনে হয়, এগুলি পাল আমলের কীর্তির পরিচয়।

শ্রীনীরদকান্ত চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
পতিরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দেহানন্দ, পশ্চিম দিনাজপুর।

৬। গ্রামঃ বড়বেল্যা। ১৪৮।১৭৭·৬৬।৪৩।২৪৭

(ক) ব্রাহ্মণ, গণেশ, তাঁতি ও হাড়ী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) দশ মাইল দূরে রেলস্টেশন রায়গঞ্জ হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রামটি সুই নদীর ধারে অবস্থিত বলিয়া নদীপথেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ-পার্ব্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় দোল উৎসব। কালীপূজায় পাঁঠা, পায়রা, পাখী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) মাটির বেদীবিশিষ্ট কালীর স্থান আছে। রাধা-কৃষ্ণজীউ-র যুগলমূর্তি ও মন্দির আছে। ইহা ছাড়াও গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা, দুইটি বাবাঠাকুর ও একটি মনসা আছে।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
গ্রামঃ বড়বেল্যা,
পোঃ পাড়াহরিপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৭। গ্রামঃ গুলন্দর। ১৫৫।১,১৭১·৫১।২৬৭।১,৭১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, জেলে, যুগী, হাড়ী, রাজবংশী, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। আট মাইল দূরে মোটরস্টেশন দুর্গাপুর। বর্ষাকালে নদীপথে ছাড়া যাতায়াতের উপায় থাকে না।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পয়লা মাঘ পৌষ সংক্রান্তির স্নান।

(ঙ) পৌষ সংক্রান্তির স্নানের মেলা। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) চারটি কালী স্থান, একটি শীতলা স্থান, একটি শিব-লিংগ আছে।

শ্রীগিরিজাকান্ত ঝা, শিক্ষক,
গুলন্দর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গুলন্দর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৮। গ্রামঃ লালগঞ্জ। ১৫৮।৩৫৫·৪৭।১০১।৫৮৩

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) চৌদ্দ মাইল দূরে রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। সাত মাইল দূরে মোটর স্ট্যান্ড দুর্গাপুর। গ্রামের পার্শ্ববর্তী মহানন্দা নদীপথেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে।

(চ) কালীমূর্তি আছে।

শ্রীআবু মহম্মদ, শিক্ষক,
লালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চুড়ামন, পশ্চিম দিনাজপুর।

৯। গ্রামঃ চন্দনপুর। ১৬৮।১,০৩১·৩০।১৫৫।৮৭৭

(ক) প্রধানতঃ মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রায়গঞ্জ রেলস্টেশন হইতে মোটরযোগে ইটাহার, হইতে হাঁটা পথে বা গরুর গাড়িতে গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) পীরের উরস্ (ধক্‌র সৈয়দ পীর)—অগ্রহায়ণ মাসে।

(ঙ) ×

(চ) ধক্‌র সৈয়দ পীরের স্থান আছে।

শ্রীতালেবর রহমান, শিক্ষক,
কামারডাংগা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চুড়ামন, পশ্চিম দিনাজপুর।

১০। গ্রামঃ কামারডাংগা। ১৬৯।২৯৬·৮৯।১৪৩।৮২৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) রায়গঞ্জ রেলস্টেশন হইতে মোটরযোগে ইটাহারে আসিয়া হাঁটা পথে বা গরুর গাড়িতে গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী, কার্তিক মাসে রাস পূর্ণিমায় তিনদিন ব্যাপী রাস উৎসব, ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোল উৎসব এবং মুসলমানদের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি রাসমঞ্চ এবং একটি পীরস্থান আছে।

শ্রীতালেবর রহমান, শিক্ষক,
কামারডাংগা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চূড়ামন, পশ্চিম দিনাজপুর।

১১। গ্রামঃ কাপাসিয়া। ১৭২।১,৭৭২·৩৫।৪৯১।৩,২১৬

(ক) প্রধানতঃ মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। মোটর স্টেশন ইটাহার। পার্শ্ববর্তী সুইনদীপথেও যাতায়াত করা যায়।

(গ) রেলস্টেশন রায়গঞ্জ। মোটর স্টেশন ইটাহার। পার্শ্ববর্তী সুই নদীপথেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) মহরম উৎসব ও পৌষমাসে পীরের উরস্ (মীরসাহেব)।

(চ) পীরস্থান আছে।

শ্রীমশিরউদ্দিন আহাম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
কাপাসিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কাপাসিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর।

১২। গ্রামঃ ছিলিমপুর। ১৭৪।১,৩১৪·৫৫।১৯৫।১,০৭৩

(ক) রাজবংশী, জেলে, মুচী, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পনর মাইল দূরে রেলস্টেশন রায়গঞ্জ; দুই মাইল দূরে মোটর স্টেশন ইটাহার। বর্ষাকালে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব, ইহা ব্যতীত, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম, ঈদুজ্জোহা, ঈদল-ফেতর উৎসব হয়।

(ঙ) সরস্বতী পূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। পনের বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীআসগার আলী, প্রধান শিক্ষক,
ছিলিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কাপাসিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৩। গ্রামঃ সৈয়দপুর। ১৭৬।১,৯৮২·৪৯।২৯১।১,৪৮৫

(ক) মুসলমান, রাজবংশী, হাড়ী, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রায়গঞ্জ; পাঁচ মাইল দূরে মোটর স্টেশন ইটাহার।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা ও চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা।

(ঙ) ×

(চ) কালী স্থান আছে।

গ্রাম সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, অতি প্রাচীন-কালে গ্রামটি একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল; কিন্তু মহামারীতে ইহা উজাড় হইয়া যায়। গ্রামের অনেকস্থানে এক ফুট হইতে তিন ফুট পর্যন্ত মাটির নীচে পাকা রাস্তা ও পাকা বাড়ীঘরের ভিত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন কীর্তির পরিচয় হিসাবে গ্রামে এখনও পুরানো ইঁট ভর্তি প্রচুর উঁচু মাটির ঢিবি দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর আগে একটি পুকুরের পংকোদ্ধারের সময় পাথরের বহু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। ইহাদের সবগুলিরই ভগ্নাবস্থা; শুধু ছোট একটি সরস্বতী মূর্তি (৯-১০ ইঞ্চি) অভগ্ন আছে। গ্রামে একটি পীরের আস্তানাও আছে। পূর্বে মহরম পর্ব্ব উপলক্ষ্যে স্থানীয় মুসলমানরা পীরের স্থান উৎসব এবং নানারকম মানত করিতেন। বর্তমানে উৎসব ও মানত দুইই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আস্তানাটির নাম "ঠাকুর পীর"। প্রকান্ড এক দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি সুপ্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নীচে এই আস্তানাটি অবস্থিত। মনে হয় পূর্বে ইহা কোন হিন্দু "ঠাকুরের" স্থান ছিল; পরে সৈয়দবংশীয় কোন মুসলমান পীর এই স্থানেই আস্তানা করেন। সেই কারণে আস্তানাটির নাম "ঠাকুর পীর" হইয়াছে; এবং সৈয়দবংশীয় পীরের অবস্থান বা আস্তানা হেতু গ্রামের নাম সৈয়দপুর হইয়াছে।

শ্রীহবিবর রহমান, প্রধান শিক্ষক,
সৈয়দপুর, প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বালিহারা, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৪। গ্রামঃ বোলদু। ১৯৬।৪৪৮·৩০।১৪৫।৬৯৩

(ক) মুসলমান, হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) তিন মাইল দূরে জাতীয় সড়ক দিয়া মোটর চলাচল করে। রেলস্টেশন রায়গঞ্জ।

(ঘ) মহরম পর্ব, ফাল্গুন মাসে পীরের উরস- (জংলীপীর)।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামবাবার একটি স্থান ও একটি কালী স্থান আছে। একখানি পাথরখন্ড-ই গ্রামবাবার স্বরূপ। জংলীপীরের স্থানে উৎসবের সময় মাটির ঘোড়া, প্রদীপ, মিষ্টি প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সরকার, শিক্ষক,
বোলদু প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বালিহারা, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৫। গ্রামঃ বরোট। ২০৬।৬৭৪·২৪।১৯৫।১,১৩১

(ক) তাঁতি, হাড়ী, বৈষ্ণব, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের আধ মাইল পূর্বে জাতীয় সড়ক দিয়া মোটর চলাচল করে। রেলস্টেশন রায়গঞ্জ।

(ঘ) আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী উৎসব; কার্তিক মাসে রাস উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা, পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীপূজা। ইহাব্যতীত মহরম, ঈদুজ্জোহা, ঈদল-ফেত্‌র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে কয়েকটি বনদেবতা আছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে রক্ষাকালী, রণকালী, চামারকালী, শ্মশান-কালী প্রভৃতি। ইহাদের মূর্তি পূজা হয় না। তবে গ্রামের হিন্দু অধিবাসীগণ গ্রামের কুশলার্থে বৎসরে একদিন (নবান্নের সময়) বনদেবতার নির্দিষ্ট জায়গায় মাটির বেদী নির্মাণ করিয়া পূজা করে। এই পূজায় কলা, পাঁঠা ও পায়রা মানত দেওয়া হয়। উৎসব বা পূজার শেষে পাঁঠা ও পায়রা বনদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া বলি দেওয়া হয়। গ্রামে দুইটি মনসা স্থান আছে।

শ্রীফরিঙ্গা মহম্মদ, শিক্ষক,
বরোট প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মারনাই, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৬। গ্রামঃ মারনাই। ২১৭।৪৬০·৩৩।৮৬।৫৩৮

(ক) তিলি, ব্রাহ্মণ, হাড়ী, গোয়ালা, জেলে, সাহা, মুচী, ধুপী, কোচ, কুমার, নাপিত, তাঁতি, ডোম।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কুমারগঞ্জ, মোটর স্টেশন মুস্তাদীঘি। নৌকাযোগেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়াতে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের উৎসব। এই উৎসবে অন্নছত্রের আয়োজন হয়। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি সাধারণ ও একটি নবরত্ন মন্দিরে যথাক্রমে ভূতেশ্বর ও প্রমথেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত দুইটি শীতলা ও একটি মনসা আছে।

শ্রীমনীন্দ্র নাথ প্রামাণিক, শিক্ষক,
মারনাই প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মারনাই, পশ্চিম দিনাজপুর।

১৭। গ্রামঃ জয়হাট। ২৩৩।১,০৩৯·৩৩।১৩০।১,৩২৩

(ক) ব্রাহ্মণ, তাঁতি, পালিয়া, সাঁওতাল, মুসলমান, বাগ্‌দী, মালাহা, চামার।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটির শিল্প।

(গ) রেলস্টেশন কুমারগঞ্জ। গ্রামের নিকট দিয়া মহানন্দা নদী প্রবাহিত হওয়ায় বর্ষাকালে নদীপথেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে মনসা পূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব ও লক্ষ্মীপূজা। ১৯৫০ সালে গ্রামের একটি স্থানে মাটির নীচ হইতে অষ্টাদশপদ্ম শিবলিংগ আবিষ্কৃত হয়। সেই হইতেই এখানে দৈনিক শিবপূজা এবং শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা ও উৎসব প্রচলিত হইয়াছে।

(ঙ) শিবরাত্রি মেলা ফাল্গুন মাসে সাতদিন হইতে পনর-দিনব্যাপী। মেলাটি ইংরাজী সন ১৯৫০ সাল হইতে সুরু হয়।

(চ) গ্রামে একটি শিব মন্দির ও একটি মনসা মন্দির আছে।

শ্রীসমরেন্দ্র নাথ সাহা, প্রধান শিক্ষক,
জয়হাট প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জয়হাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—নরিহাট (মৌজা নং ৭১) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে পীরের উরস্‌ উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। মেলাটি পাতরংগী মেলা নামে খ্যাত। পতিরাজপুর গ্রামের শ্রীনীরদকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় এবিষয়ে যে বিশদ বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহা মেলা বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইল।

পীরের উরস্ (বুড়া পীর)

বালিজোল গ্রামে পয়লা বৈশাখ বুড়াপীরের উরস্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ হইতেই উৎসবের আয়োজন শুরু হয় এবং পয়লা বৈশাখ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখানে সমবেত হইয়া পীরস্থানে মানত শোধ করেন। মানত হিসাবে মাটির তৈয়ারী ঘোড়া পীরের দরগাহ্-এ দেওয়া হয়।

(ধকর সৈয়দ পীর)

চন্দনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণমাসের ৫ই কিংবা ৭ই তারিখে পীরের উরস্ (ধকর সৈয়দ পীর) উৎসব হয়। এই উৎসবটি বহু প্রাচীন। এ সম্পর্কে জনশ্রুতি এই যে, বহুকাল পূর্বে এই গ্রামে ধকড়া বা চট পরিহিত জনৈক পীরের আবির্ভাব হয়। তিনি এই গ্রামেই একটি আস্তানা করেন। পীরের দৈনন্দিন সেবার জন্য প্রায় বার বিঘা পীরোত্তর জমি আছে। উৎসব উপলক্ষ্যে সর্বজনীন ভোজ হয়।

(মীর সাহেব পীর)

কাপাসিয়া গ্রামে পৌষ মাসে মীর সাহেব পীরের উরস্ উৎসব হয়। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে পীর সাহেব দেহত্যাগ করেন; সেই সময় হইতেই উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে। এই গ্রামে তাঁহার বাসস্থান এবং সমাধিস্থান আজও বিদ্যমান। জমিদারী উচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত পীরের সেবার জন্য নব্বুই বিঘা পীরোত্তর জমি ছিল। উৎসবের সময় পীরের সিন্নি দেওয়া হয় এবং কাঙালী ভোজন করান হয়। যাত্রীরা মীর সাহেব পীরের দরগাহ্-এ মিষ্টি, মোরগ, খাসী প্রভৃতি মানত দেয়। বহু হিন্দুও এই পীরের নিকট মানত দেন।

পতিরাজপুর গ্রামে চৈত্র মাসে এক সপ্তাহ ধরিয়া জনৈক পীরের উরস্ উৎসব চলে। এই উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পীরের নিকট মাটির ঘোড়া ও হাতী, সিন্নি এবং খাসি মানত দেওয়া হয়। পূর্বে এই উপলক্ষ্যে এখানে একটি মেলা বসিত, কিন্তু জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রায় ষাট বৎসর আগে মেলাটি বন্ধ হইয়া যায়।

নরিহাট গ্রামে (মৌজা-৭১) জনৈক পীরের উরস্ উপলক্ষ্যে চৈত্র মাসে একমাসব্যাপী একটি উৎসব চলে। ইহাও প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

মনসাপূজা

জয়হাট গ্রামে বৈশাখ মাসে বিশেষ ধুমধামের সংগে মনসাপূজা হইয়া থাকে। ইহা প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। গ্রামে ছয়ঘাটীনামে একটি দীঘি আছে। তাহার নিকটেই মনসা মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে মনসার একটি ভগ্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বৈশাখ মাসের প্রতি মংগলবার ও শনিবার মনসার পূজা হয়। বৎসরের সব সময়েই নানা স্থান হইতে আগত ভক্তরা মনসার মন্দিরে মানত ইত্যাদি দেন; কিন্তু বৈশাখ মাসের মংগল ও শনিবারের পূজায় মানতকারীর সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। মানত হিসাবে পাঁঠা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

বড়বেল্যা গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের উত্তর দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। দুইদিন ব্যাপী এই মেলায় কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গুলন্দর, ইন্দ্রান প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে এবং উত্তর মালদহ হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে খাবার, কাঁচ, মাটি ও রবারের জিনিসপত্র, কৃষির যন্ত্রপাতি এবং স্থানীয় অঞ্চলে প্রস্তুত মাটির হাঁড়িকুড়ি খেলনা, বেত ও চ্যাঙারীর জিনিসপত্র আসে। মেলায় প্রায় বাইশটি দোকানপাট বসে। রাত্রে যাত্রা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। তাঁদের একান্ত প্রচেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় মেলায় যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। অধিকারীর নাম—শ্রীনিকুঞ্জ খোকদার।

পীরের মেলা (বুড়াপীর)

বালিজোল গ্রামে পয়লা বৈশাখ বুড়াপীরের উরস্ উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসর পীরস্থান সংলগ্ন প্রায় চব্বিশ বিঘা পীরোত্তর জমিতে একদিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের তের-চোদ্দটি গ্রামের লোক এই মেলায় আসে। মিঠাই, খাবার, পান-বিড়ি, মনিহারী প্রভৃতি জিনিস-পত্রের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। রাত্রে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হইয়া থাকে। গ্রামের একটি দল কর্তৃক যাত্রা অভিনীত হইয়া থাকে। তাহাছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের যাত্রাদলও যাত্রা-ভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মেলায় জুয়া খেলা হয়।

নরিহাট গ্রামের (মৌজা-৭১) জনৈক পীরের উরস্ উপলক্ষ্যে চৈত্রমাসে এক মাস ধরিয়া একটি মেলা চলে। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন মেলা। ইটাহার, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ প্রভৃতি থানা হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় হাজার নরনারী এই মেলায় আসিয়া পীরস্থানে মানত দেন। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হরিরামপুর, দুর্গাপুর, ইটাহার ও মালদহ প্রভৃতি স্থান হইতে আগত খাবার, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত জিনিষপত্র, সাইকেল মেরামতের দোকান ইত্যাদি মিলিয়া প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে। ৫ নং ইটাহার ইউনিয়ন হইতে বেতের চ্যাঙ্গারী, ধামা, কুলা,

মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা ইত্যাদি জিনিসপত্র আসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া, লটারী, যাত্রা, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। মেলাটি এই অঞ্চলে পাতরংগী মেলা নামে খ্যাত।

পৌষসংক্রান্তির মেলা

পৌষসংক্রান্তির স্নান তর্পন উপলক্ষ্যে ইন্দ্রান গ্রামে পয়লা মাঘ সুই নদীর ধারে প্রায় আট-দশ বিঘা জমি জুড়িয়া একটি মেলা বসে। বাংলা সন ১৩৩২ হইতে এই মেলাটি সুরু হইয়াছে। ইটাহার থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে এবং রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ হইতেও প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারী গংগাস্নান উপলক্ষ্যে এইদিন এখানে সমবেত হন। পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। প্রধানতঃ রায়গঞ্জ শহর হইতে মিষ্টান্ন, কাপড়-চোপড়, মনিহারী প্রভৃতি জিনিষপত্র বিক্রেতাগণ আসেন। প্রায় দুইশতটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, গানবাজনা, কীর্তন ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। গ্রামের নিজস্ব গানের দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীখোকা চন্দ্র দাস।

গুলন্দর গ্রামে পৌষসংক্রান্তির স্নান উপলক্ষ্যে পয়লা মাঘ সুই নদীর তীরে প্রায় চার বিঘা জমিতে একদিনের একটি মেলা বসে। এই মেলা ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ-ছয় শত যাত্রীর সমাগম হয়: শাক-শব্জী, মিষ্টি, মনিহারী প্রভৃতি জিনিষপত্রের প্রায় দশ-বারটি দোকানপাট বসে। মেলার দিন রাত্রে গ্রামের একটি কীর্তন দল গান করেন, অধিকারীর নাম—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র সরকার

বাসন্তীপূজার মেলা

রাজগ্রামে চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। এই মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। পূজা মন্ডপ সংলগ্ন প্রায় আড়াই বিঘা দেবোত্তর জমিতে চার-পাঁচ দিন ধরিয়া মেলাটি চলে। দুর্গাপুর, ইন্দ্রান, শুরুণ, পাড়াহরিপুর, ছোটবেল্যা প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় সাতশত নরনারী আসে। পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী। খাবার, মনিহারী, শিল্পসামগ্রী ও অন্যান্য জিনিষপত্রের প্রায় সত্তর-আশিটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা-থিয়েটার হয়। গ্রামেই দল আছে।

শিবরাত্রির মেলা

জয়হাট গ্রামে অষ্টাদশপদ্ম শিবলিংগের পূজা উপলক্ষ্যে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির মেলা বসে। মেলাটি ১৯৫০ সাল হইতে শুরু হইয়াছে। শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমিতে সাত দিন হইতে পনর দিন পর্যন্ত মেলাটি চলে। দান ও তোলা কিছু কিছু বিক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। আশেপাশের গ্রাম হইতে এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রায় দশ হাজার যাত্রী এই মেলায় আসেন। মালদহ, শামসী, রায়গঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে জিনিষপত্রের বিক্রেতারা আসেন। দোকান-পাটের সংখ্যা জানা সম্ভব হয় নাই। আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া, যাত্রা, কবিগান ইত্যাদির আয়োজন হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীনিশিকান্ত আচার্য।

কুশমণ্ডি থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : বেড়ইল।২৫।৭৫০·৬১।৩৮৩।৯৮০

(ক) হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) চৌদ্দ মাইল দূরে রেল স্টেশন কালিয়াগঞ্জ। গ্রামের এক মাইল দূরে দেহাবন্দ গ্রাম হইতে মোটরবাস পাওয়া যায়।

(ঘ) ধকর সইদ্ পীরের আবির্ভাব উৎসব।

(ঙ) ধকর সইদ্ পীরের মেলা হয়। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি হইতে একমাস ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) পীরস্থান আছে।

শ্রীরমেশ চন্দ্র সাহা, শিক্ষক,
ও
শ্রীঅজিত কুমার দাস, শিক্ষক,
বড়ইল স্পেশ্যাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দেহাবন্দ, পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রাম : মহাটোর।৩৮।৬০০·৫২।৫২।২৮৪

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, হাড়ী, সাঁওতাল, বৈরাগী ও টেক্‌রা (সমগ্র জেলার মধ্যে আশেপাশের পনর-ষোলটি গ্রামেই শুধু ইহাদের বাস আছে। উপাধি সরকার)।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল স্টেশন কালিয়াগঞ্জ। জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে চৈত্র মাসে 'চেলপীর' নামে জনৈক পীরের উরস পালন করা হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। ইহা ভিন্ন, হরিসভায় মহোৎসব হয়। উৎসবটি পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি পীরস্থান এবং একটি বাবাঠাকুরের স্থান আছে।

শ্রীআবদুল গফুর মণ্ডল, শিক্ষক,
মহাটোর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দেহাবন্দ, পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রাম : অনন্তপুর।৯১।৪৪৬·৩৪।১২৬।৬৭৮

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল স্টেশন ডালিমগাঁ।

(ঘ) কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজাটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালীর একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীজাবেদ আলী সরকার, শিক্ষক,
অনন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুশমণ্ডি, পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। গ্রাম : কৃষ্ণপুর।৯৪।৩৪৮·৮৮।৪২।৪৭০

(ক) দেশী, হাড়ী, নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে ছয় মাইল দূরে ডালিমগাঁ রেল স্টেশন। গ্রামের মধ্য দিয়া জেলা বোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবলিংগ এবং কালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস, শিক্ষক,
মিনাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আরাজি পানিশালা, পশ্চিম দিনাজপুর।

৫। গ্রাম : করঞ্জি।১০৭।৭৫০·৬৯।২৪৩।১,৪৫৭

(ক) তাঁতি, মালাকার, মুসলমান। গ্রামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের ছয় মাইল দূরে রেল স্টেশন ডালিমগাঁ, পাঁচ-ছয় মাইল দূরে মোটর স্ট্যান্ড। গ্রামের এক মাইল

পূর্ব দিকে টাংগন নদীতে নৌকা যাতায়াত করে। গ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) মাঘ মাসে কংস ব্রত বা কাস্‌-ব উৎসব।

(ঙ) কংসব্রত বা কাস্‌-ব উৎসবের মেলা। মাঘী পূর্ণিমায় একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) ছাটীকা দেবীর মন্দির ও অনেকগুলি স্তূপ আছে।

শ্রীমশারফ হোসেন, শিক্ষক,
করঞ্জি আজাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আরাজি পাণিশালা, পশ্চিম দিনাজপুর।

৬। গ্রামঃ আমিনপুর।১৩০।৩৩৯·২৪।৯০।৪৬৬

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, মাহিষ্য, বৈষ্ণব, কোচ ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে রেল স্টেশন এবং দুই মাইল দূরে মোটরবাস পাওয়া যায়।

(ঘ) কার্তিকের অমাবস্যায় মাটিয়াকালীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মাটিয়াকালীর মন্ডপ, একটি পাকা মন্দিরের মধ্যে একটি পঞ্চমুখ বাণলিংগ ও তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি শ্বেত পাথরের শিবলিংগ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া বহিরাকালী, চামারকালী, হনুমানজী প্রভৃতির স্থান আছে। বিবাহাদি শুভ কর্মে গ্রামবাসীগণ পুরোহিত দ্বারা এই সমস্ত স্থানগুলিতে ফুলজল নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা দিয়া থাকেন। এখানকার পুকুর ও দীঘি হইতে কালো পাথরের বহু দেবদেবীর ভগ্নমূর্তি পাওয়া গিয়াছে—এই মূর্তিগুলির শিল্প কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগিরিজা প্রসন্ন রায়, প্রধান শিক্ষক,
আমিনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আমিনপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৭। গ্রাম ঃ আমলাহার।১৪২।৩৬৭·১৫।৪৯।২৫৭

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পনের মাইল দূরে রেল স্টেশন কালিয়াগঞ্জ। আধ মাইল পশ্চিমে কালিকামোড়া মোটর স্টেশন।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উপলক্ষ্যে মনসা পূজা।

(ঙ) মনসা পূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে একদিন। প্রাচীন।

(চ) মনসার স্থান ও অষ্টনাগ মূর্তি আছে। ইহা ছাড়া গ্রামে পাথরের শিবলিংগ, গোপাল, বিষ্ণু প্রভৃতি নানা দেবদেবীরও মূর্তি আছে—কোন মূর্তিই অভগ্ন নহে। গ্রামের পুকুর বা দীঘি সংস্কারের সময় এই সব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিগুলি দেখিয়া খুবই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। মনসা স্থানের চারপাশে পাশাপাশি চার-পাঁচটি বড় বড় পুকুর আছে। এই পুকুরগুলিও খুব প্রাচীন। শোনা যায়, পূর্বে গ্রামে কোন বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইলে ইহাদের মধ্যে একটি পুকুরের নিকট আবেদন জানাইলেই পুকুর হইতে খাওয়া দাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাসনকোসন ডাংগায় উঠিয়া আসিত। গ্রামটি খুব প্রাচীন।

শ্রীবনবিহারী দাস, প্রধান শিক্ষক,
কালিকামোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কালিকামোড়া, পশ্চিম দিনাজপুর।

৮। গ্রামঃ পূর্ববাসইল।১৭৭।৭৩১·১৯।১২৫।৬২০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, হাড়ী, মুসলমান। সাহাপাড়া টংটংগীয়াপাড়া, ডোভাডাংগী, মালাবাসপাড়া, হাড়িয়াকোণপাড়া, টিপাপাড়া, মুসলমানপাড়া—এই সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ।

(ঘ) বৈশাখ মাসে পাঁচ দেবতা পূজা, চামারকালীপূজা, কালুপীরপূজা, হরিপূজা, মশান কালীপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) কালী ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর মূর্তি তৈয়ারী করা হয় না—ইঁহাদের কোন ঘর বা মন্দির নাই।

শ্রীদুলাল চন্দ্র সরকার, শিক্ষক,
বাসইল-মাকড়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মহীপাল, পশ্চিম দিনাজপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

কাটাসন বুড়িতলা (মৌজা ১৩১) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তি তিথিতে শীতলাপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে আমিনপুর প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত গিরিজা প্রসন্ন রায় মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণী এই গ্রন্থের উৎসব বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

কংসব্রত উৎসব :

করঞ্জি গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে কংসব্রত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ ইহাকে কাস-ব বলিয়া অভিহিত করে। কিংবদন্তী আছে যে, পুরাকালে কংসরাজা শক্তিস্বরূপিণী ছাটীকা দেবীর পূজা করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতেন। তদাবধি এই পূজা চলিয়া আসিতেছে। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথির সন্ধ্যাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ প্রতিপদে পূর্ণাহুতি দিয়া পূজা শেষ হয়। উৎসবটি গ্রামের তাঁতি অর্থাৎ গণেশ সম্প্রদায় এবং মালাকার সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশেষ উৎসব। গণেশ পাড়াতেই উৎসব এবং মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষানুক্রমে গণেশ ও মালাকর সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই উৎসবের সেবায়েত।

কংসব্রত উৎসবের প্রধান পূজা ও অনুষ্ঠান ছাটীকা দেবীকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের গণেশ পাড়ায় ছাটীকা দেবীর একটি পুরাতন মন্দির আছে। মন্দিরটি ইঁট ও পাথর দ্বারা তৈয়ারী—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে চৌদ্দ হাত করিয়া এবং উচ্চতায় প্রায় পনের হাত। বর্তমানে মন্দিরের অনেকখানি অংশ মাটিতে বসিয়া গিয়াছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং একটিই দরজা। পাথরের তৈয়ারী দরজার খিলানে অতীত ভাস্কর্যের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। সম্মুখের বারান্দায় অনেকগুলি পাথরের তৈয়ারী দেবদেবীর মূর্তি আছে—দুইটি বিষ্ণু মূর্তি (একটি চতুর্ভুজ, একটি দ্বিভুজ), ডান দিকে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী মূর্তি। পাশে পাথরের গৌরীপট্টহীন শিবলিঙ্গ। মন্দিরের মধ্যে ছাটীকা মাতা দেবী, তাঁহার পাশে বিষ্ণু মূর্তি। চতুর্ভুজ শিব মূর্তি এবং অন্য আরও দুই-চারটি মূর্তি আছে। শেষোক্ত মূর্তিগুলির সঠিক পরিচয় এখনও নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে এই রকম পরিচয়হীন দেবদেবীর প্রায় এগারটি মূর্তি আছে।

মন্দির হইতে চার পাঁচ রশি দূরে চারটি বৃহৎ অতি পুরাতন স্তূপ চোখে পড়ে। সবচেয়ে উত্তরের স্তূপটি—'কিচিন স্তূপ', তাহার দক্ষিণেরটি 'রাসস্তূপ', তাহার দক্ষিণেরটি 'ভীম দেউল-স্তূপ' নামে পরিচিত। 'রাসস্তূপ' এবং 'দেউলস্তূপের' মধ্যবর্তী স্থানে একটি অতি প্রাচীন কূপের ভগ্নাবশেষও চোখে পড়ে। কূপটি বহু পুরান ছোট আকারের ইঁট দিয়া তৈয়ারী। 'দেউল-স্তুপের' পাদদেশে পাথর নির্মিত 'যজ্ঞস্থল' অবস্থিত। কংসব্রত উৎসবের সময় ব্রতীরা শুক্লা ত্রয়োদশীর পুণ্য মুহূর্তে এই 'যজ্ঞস্থলে' যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেন এবং উৎসবের তিন দিন ধরিয়া এই যজ্ঞাগ্নি সর্বক্ষণ প্রজ্বলিত রাখেন। কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে পূর্ণাহুতি দিয়া এই যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত করা হয়। এই চারটি স্তূপ হইতে মূল্যবান গুপ্তধন লাভের কথাও শোনা যায়।

দেউলস্তূপ সম্পর্কে একটি বিশেষ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোনা যায় যে, কিছুকাল পূর্বে এই গ্রামে জনৈক সন্ন্যাসী আসেন। তিনি কোন ধর্মমত প্রচার করেন নাই। 'দেউল স্তুপের' মধ্যেই নাকি এই সন্ন্যাসীর আসন ছিল। বৎসর দুই-তিন পরে দুই ব্যক্তি (গুনীন) 'দেউল স্তূপের' উপরিভাগস্থ সুড়ঙ্গ পথ দিয়া স্তূপের ভিতর প্রবেশ করে। শোনা যায় তাহারা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে অনেক ধনসম্পত্তি লাভ করে। ফিরিয়া আসিবার সময় দেউলস্থিত সন্ন্যাসীর হাতে সোনার হুঁকা দেখিয়া, তাঁহারা সেইটিও লইয়া যাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু বলপূর্বক সন্ন্যাসীর হাত হইতে সেই সোনার হুঁকাটি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা তাহাদের ব্যর্থ হয়। যে ব্যক্তি সেই হুঁকাটিতে হাত দিয়াছিলেন সে আর বাহির হইতে পারে নাই। তাহার অনধিকার প্রবেশ হেতু প্রবেশ পথটি সংগে সংগে ভাঙ্গিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং ওই স্তূপের অভ্যন্তরে চিরকালের মত অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ঘটনার পর হইতে ঐ সন্ন্যাসীকে আর দেখা যায় নাই। পূর্বে এই দেউল স্তূপটি নাকি পঞ্চাশ-ষাট গজ উঁচু ছিল। ধীরে ধীরে মাটিতে বসিয়া যাওয়ায় এখন আর সেই উচ্চতা দৃষ্ট হয় না।

ছাটীকা দেবীর পূজায় পৌরোহিত্য করেন মৃগঋষি গোত্রের দাস পদবীধারী মালাকার সম্প্রদায়ের পূজারী। তাঁহার নিকট হইতে ছাটীকা দেবীর নিম্নলিখিত ধ্যান দুইটি পাওয়া গিয়াছে :—

(১) সিন্দুরের আসন, সিঁন্দুরের বসন, সিন্দুরের সিংহাসন।
এই সিন্দুর দিনু মা গাড়মকি, চন্ডীকি, বিষহরিকি।।
আমার হাতের জল ফুল নিয়া শান্ত কর মা—
অন্য জায়গায় যদি যাবে ডাইনে বামে কণ্ঠে বসিবে।।

(২) অংগটি, ঘংগটি, শিবের ঘরণী ;
বোধোয় যাও, বোধোয় আস ;
বোধোয় ঠাকুরাণী—
আমার হাতে লও ফুলপানি।।

মাঘী পূর্ণিমার দিনে ছাটীকা দেবীর প্রধান বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হইলেও, প্রতি মঙ্গলবার সাধারণভাবে পূজা হয়। সাপ্তাহিক পূজায় পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। কিন্তু মাঘী পূর্ণিমায় পূজায় কোন প্রকার বলি দেওয়া হয় না।

বাৎসরিক পূজা প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে সন্ধ্যা বেলায় শুরু হয়। এই পূজার জন্য পাঁচজন ব্যক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য—একজন পতাকাধারী, দুই-জন ব্রতী, সেবায়েত স্বয়ং এবং পুরোহিত। এই পাঁচজনের দ্বারাই পূজার কার্য সমাধা হয়। ব্রতী দুইজন যজ্ঞস্থলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পূর্ণাহুতি না হওয়া পর্যন্ত তিন দিন অগ্নি রক্ষা করিয়া চলেন। উৎসবের তিন দিন এই পাঁচজনকেই নিরম্বু উপবাস পালন করিতে হয়। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্বক তাহাদিগকে এই তিন দিন পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়। এমন কি এই তিন দিন ব্রত পালনকারীদের মলমূত্র ত্যাগ করাও নিষিদ্ধ। উৎসব এবং পূজা উপলক্ষ্যে ঢাক ও কাড়া বাজান হয়—অন্য কোন রকম বাজনা চলে না। প্রত্যেক দিনের পূজায় স্নান, ধ্যান, ভোগ, আরতি ও অঞ্জলি প্রভৃতি দেওয়া হয়। যজ্ঞস্থলটি গোলাকার—উহার পরিধি বার হাত, এবং গভীরতায় সাত-আট হাত। পূর্ণাহুতির দিন এক কলসী ঘি আহুতি দেওয়া হয়। শেষ দিন কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে মন্ত্রপূত বারি দ্বারা যজ্ঞশান্তি

হইয়া থাকে। প্রসাদ হিসাবে চাউল-কলার সংমিশ্রিত প্রসাদ গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

তিন দিন এই যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবার কালে সমাগত নরনারী যজ্ঞাগ্নিতে নানারকম জিনিস আহুতি দিয়া মানত করেন। প্রতি বৎসর প্রায় দশ হাজার নরনারী এই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেন। সমাগত নরনারীদের নিকট যজ্ঞস্থলের পরিক্রমা প্রয়োজনীয় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান।

কালীপূজা

আমিনপুর গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় মহা-ধুমধামের সহিত কালীপূজা হইয়া থাকে। এই কালী মাটিয়া-কালী নামে পরিচিত। পূজাটি বেশ প্রাচীন। হরিপুর বড় তরফ এস্টেটের প্রাক্তন জমিদার শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের পূর্বপুরুষরা এই মাটিয়াকালীর প্রতিষ্ঠা ও পূজার প্রবর্তন করেন। এই অঞ্চলের সকল হিন্দুগণ এই পূজায় যোগদান করেন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে দুইবার—দীপালি অমাবস্যায় এবং রটন্তী চতুর্দশীতে মাটিয়াকালীর পূজা হইত। বর্তমানে রটন্তী চতুর্দশীর পূজাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রটন্তী চতুর্দশীতে যে পূজা হইত, তাহাতে অবশ্য মূর্তি পূজা হইত না। মূর্তি পূজা শুধু দীপালি অমবস্যাতেই হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে জমিদারের কাছারিবাড়ী সংলগ্ন পশ্চিম-দক্ষিণাংশে প্রায় চল্লিশ শতক জমিতে মাটিয়াকালীর উচ্চ বেদী মন্ডপ আছে। মন্ডপটি প্রায় কুড়ি হাত চতুষ্কোণ এবং প্রায় তিন হাত উচ্চ। সমগ্র মণ্ডপটি মাটির দ্বারা তৈয়ারী।

কিংবদন্তী আছে যে, মাটিয়া কালীর বেদীমণ্ডপ যে স্থানে অবস্থিত সেইস্থানে বহু পূর্বে জনৈক সিদ্ধ পুরুষের পঞ্চ-মুণ্ডির আসন ছিল এবং তিনি সেইস্থানেই সিদ্ধিলাভ করেন। পূর্বোক্ত জমিদারের তদানীন্তন পূর্বপুরুষকে প্রতি কার্তিক মাসের অমবস্যা তিথিতে ঐ স্থানে পূজা দিবার জন্য তিনি স্বপ্নাদেশ করেন। সেই হইতে ঐ স্থানে অমাবস্যা তিথিতে মহাসমারোহে পূজা হইয়া আসিতেছে। শোনা যায় যে, উক্ত জমিদার সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর পাকা মন্দির নির্মাণের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, ওই স্থানে পাকা মন্দির বা ঘর নির্মাণ করিলে, তিনি স্ববংশে নিধন হইবেন। ইহার ফলে আজ পর্যন্ত উক্ত বেদী স্থানে কোন ঘর বা মন্দির নির্মাণ করা হয় নাই। পূজার সময় প্রতিমার মস্তকোপরি একটি চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। শুধু পাকা মন্দির বা ঘর নয়, মাটি ছাড়া অন্য কোন প্রকার জিনিসের ব্যবহারও বোধ হয় নিষিদ্ধ ছিল। কারণ মাটিয়াকালীর বেদীর চারপাশের দশ-বার বিঘা জমির মধ্যে কোন রকম কাঠের আসনের ব্যবহারও নিষিদ্ধ। জমিদারের কাছারিবাড়ীর কোন ঘরেও কেহ কাঠের আসনে বসিতে বা শুইতে পারে না। এমন কি জমিদার স্বয়ং কাছারিবাড়ীতে আসিলে তিনিও কাঠের আসনে বসিতে বা শুইতে পারেন না। শোনা যায় যে, একবার জোর করিয়া উক্ত সীমানার মধ্যে কাঠের আসনে বসিতে গিয়া জমিদার দৈবশক্তির প্রভাবে ভূপতিত হইয়াছিলেন।

দীপালি অমাবস্যায় মালাকার দ্বারা চৌদ্দপোয়া মাটির কালী মূর্তি গড়ান হয় এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় মণ্ডপের বেদীর উপর প্রতিমা স্থাপন পূর্বক বৈদিক ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা হয়। এই পূজায় প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয় এবং বহু পায়রা উৎসর্গ করা হয়। পূর্বে দুই-একটি মহিষও বলি পড়িত। এখন আর হয় না। পূজান্তে ফলমূল মিষ্টি প্রসাদ সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পূজার পরদিন বেলা বারটার সময় হইতে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে হারমোনিয়াম, খঞ্জনি, ঢোল, মৃদঙ্গ, মাদল, করতাল ইত্যাদি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহ দলে দলে লোক আসিতে থাকে। প্রতি দলে নৃত্যের পোষাকে সজ্জিত দুই-তিনজন নৃত্যকারী থাকে। পূজা প্রাঙ্গণে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইহারা নানাপ্রকার নাচগান ও আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করে। এইদিন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি নাচের দলের সমাগম ঘটে। স্থানীয় সাঁওতালগণও মাদল ইত্যাদি লইয়া এই নাচ-গানে অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যার পর বহু আতসবাজী পুড়াইয়া, পটকা ফাটাইয়া, বিসর্জনের মিছিল বাহির হয়। এই মিছিলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অংশ গ্রহণ করে। প্রতিমা বিসর্জনের পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

চড়ক পূজা

কাটাসন গ্রামের (মৌজা ১৩১, বুড়িতলায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়কপূজা ও শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজায় পলি দেশী সম্প্রদায়ের আট-দশজন ভক্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে একজন দেবাংশী আছেন। পূজার দিন দেবাংশী কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা দুইটি বড়্‌শী এক একটি ভক্তের পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগে বহু প্রকার মন্ত্রতন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক বিঁধাইয়া দেন। ভক্তের পিঠে সমান্তরালভাবে এইরূপ দুইটি বঁড়্‌শী বিঁধানো হয়। বঁড়্‌শী দুইটির অপর মুখে যে ছিদ্র থাকে তাহাতে দড়ি পরাইয়া উঁচু চড়কগাছের সঙ্গে ভক্তকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই দড়ি ভিন্ন অন্য কোন অবলম্বন থাকে না। বঁড়্‌শী বিদ্ধ ভক্তের কাঁধে একটি ঢাক থাকে। এইরূপ শূন্যে ঝুলিয়া ঢাক বাজাইতে বাজাইতে প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ মিনিট ধরিয়া নানাপ্রকার চমক-প্রদ ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে করিতে ভক্ত ঘুরিতে থাকে। ইহা অতি রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়জনক। চড়ক দেখিবার জন্য প্রায় সাত-আট শত লোকের সমাগম হয়। উৎসব প্রাঙ্গণে মিষ্টান্ন ও অন্যান্য জিনিসপত্রের কিছু দোকানপাটও বসে।

দোলযাত্রা

আমিনপুর গ্রামে মাটিয়াকালীর বেদী মন্ডপ হইতে চার-পাঁচ রশি উত্তর-পশ্চিম কোণে খড়ের চালাযুক্ত মন্দিরে পিতল নির্মিত যুগলমূর্তি এবং শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। হরিপুর বড় তরফ এস্টেট হইতে গোপালজীউ-র সেবার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দেওয়া আছে। ইহা হইতে নিত্য পূজা বাবদ খরচা নির্বাহ করা হয়। দোল পূর্ণিমায় যথারীতি অনুষ্ঠানসহ মহাসমারোহে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে সাত-আট দল লোক সারারাত্রি ধরিয়া হোলীর গান ও নাচ করেন।

পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নৃত্যগীত ও ফাগের হোলী খেলা হয়। দ্বিপ্রহরে সংকীর্তনসহ গ্রামবাসীগণ মাটিয়া হোলী অর্থাৎ দই, কাদা, কালি পরস্পরের গায়ে মাখাইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে সমগ্র গ্রাম পরিক্রমণ করেন। বেলা দুইটা হইতে উৎসব প্রাঙ্গণে বাদ্যযন্ত্রসহ নৃত্যের পোষাকে সজ্জিত দুই-তিনজন অবিশ্রান্ত নাচগান করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম ফাগের খেলাও চলে।

পীরের উরস্ (ধকর সইদ্ পীর)

বেড়ইল গ্রামে ধকর সইদ্ পীর নামে জনৈক পীরের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি হইতে এক মাসব্যাপী একটি উৎসব হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং এই উৎসবে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সমস্ত অঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের নরনারীর সমাবেশ হয়।

গ্রামে একটি প্রাচীন অর্জুন গাছের নীচে পীর সাহেবের আসন ছিল বলিয়া সেইখানেই 'সিন্নি', মাটির তৈয়ারী ঘোড়া, হাতি এবং জীবন্ত ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়। ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি বলি দেওয়া হয় না, পীরের নামে উৎসর্গ করিবার পর মানতকারীরা সেগুলি ফেরত লইয়া যায়। উৎসবের শেষ তিন দিন সর্বজনীনভাবে 'সিন্নি' বিতরণ করা হয়। এই তিন দিন আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। বহু হিন্দুও পীর সাহেবের আস্তানায় আসিয়া মানত প্রভৃতি দেয়। পীর সাহেবের আস্তানার বর্তমান সেবায়েতের নাম নাজিমুদ্দিন সরকার।

বেড়ইল গ্রামের ধকর সইদ পীর সাহেবের মেলার ইতিহাস বা কিংবদন্তী সম্বন্ধে গ্রামের প্রাচীন লোক মারফৎ যতটুকু শোনা গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই গ্রামে জনৈক মুসলমান ফকীর বা পীরের আগমন ঘটে। কয়েকদিন বিশ্রামের জন্য তিনি একটি অর্জুন গাছের নীচে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর চেহারা এবং ঈশ্বর বা 'আল্লাহ' সম্বন্ধে তাঁহার সহজ সরল মতবাদে আকৃষ্ট হইয়া কতিপয় গ্রামবাসী তাঁহার নিকট যাতায়াত শুরু করেন। ক্রমশঃ পীরের অলৌকিক কার্যাবলী ও ক্ষমতা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হয়। অলৌকিক শক্তির সাহায্যে তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত করেন বলিয়া শোনা যায়। তাঁহার আশীর্বাদে নিঃসন্তানরা সন্তান লাভে সক্ষম হন। যে অর্জুন বৃক্ষটির নীচে পীর সাহেব বসিয়া প্রত্যহ তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করিতেন, সে বৃক্ষটি এখনও বিদ্যমান বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন। বাস্তবিকই বৃক্ষটি অতি প্রাচীন। এই বৃক্ষটির নীচেই পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে 'সিন্নি'ও মানত দেওয়া হয়। জীবিত অবস্থায় পীর সাহেবের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতার কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমানেও ব্যাধিমুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় বহু ব্যক্তি এবং সন্তানবতী হইবার কামনায় বহু নারী প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি হইতে এক মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এখানে আসিয়া পীরের নামে মাটির হাতি, ঘোড়া মানত করিয়া যান। এক বৎসরের মধ্যে এই বাসনা পূর্ণ হইলে পরের বৎসর মানতকারীরা আসিয়া এখানে মানতের বস্তু পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে দিয়া যান। পীর সাহেব যে দিনটিতে এখানে আসিয়াছিলেন, সেই দিনটিই স্মরণ করিয়া এখানে উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের শেষ দিনে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীরা মিলিতভাবে পীরের নামে "সিন্নি" (সন্দেশ, বাতাসা) দিয়া উহা সার্বজনীনভাবে বিতরণ করেন।

(চেল পীর)

মহাটোর গ্রামে চৈত্র মাসে এক সপ্তাহব্যাপী জনৈক পীরের উৎসব হয়। প্রতি দুই বৎসর অন্তর এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এই পীর "চেল" পীর নামে পরিচিত। সুস্পষ্ট কোন ইতিহাস পাওয়া না গেলেও উৎসবটি যে খুবই প্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দুরারোগ্য রোগ হইতে নিরাময় লাভ করিবার উদ্দেশ্যে অথবা কঠিন কোন বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে চৈত্র মাসে পীরস্থানে বহু নরনারীর সমাগম হয়। মানত হিসাবে সাধারণতঃ 'সিন্নী' ও মাটির ঘোড়া দেওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই মানত দিয়া থাকেন। দ্বি-বাৎসরিক এই উৎসব উপলক্ষ্যে পীরের গান হইয়া থাকে। পীরের গানের সময় সাত দিন ধরিয়া কিছু কিছু দোকানপাট বসে।

মনসা পূজা

আমলাহার গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উপলক্ষ্যে বহুকাল হইতে মনসা পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি এই গ্রামের সর্বজনীন পূজা—বাৎসরিক পূজায় আশেপাশের গ্রামের অধিবাসীরাও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যোগদান করেন। মনসা এখানে 'মনসাবুড়ি' নামে অভিহিত হন। একটি অষ্টনাগ মূর্তি খোদিত শীলাকে মনসা জ্ঞানে পূজা করা হয়। ইঁহার নির্দিষ্ট স্থান আছে—সেখানে কোন ঘর বা মন্দির নাই। সেবায়েত হাড়ী (ভুঁইমালী) সম্প্রদায়ের লোকেরা। পূজারী ব্রাহ্মণ। বাৎসরিক পূজার প্রস্তুতি দুই-তিন দিন পূর্ব হইতেই শুরু হয়। উৎসব একদিনই চলে। উৎসব উপলক্ষ্যে মনসামঙ্গল গান গীত হইয়া থাকে। পূর্বে কয়েক দিন ধরিয়া গান-বাজনা চলিত এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এমন কি পূর্বে হিন্দুরা একদিকে ও মুসলমানরা আর একদিকে সমবেত হইয়া আনন্দসহকারে ভোজের ব্যবস্থা করিতেন। এখন অবশ্য এসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মানত হিসাবে দুধ, মিষ্টি, পাঁঠা ও পায়রা দেওয়া হয়। পূজার শেষে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

কংসব্রত উৎসবের মেলা

করাঞ্জ গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় কংসব্রত বা কাস্-ব উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা বসে। কংসব্রত উৎসবের মত এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলাটিও খুব প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই মেলা দেউল স্তূপের পার্শ্বস্থ সুবৃহৎ একটি জলাশয়ের ধারে প্রায় দুইশত বিঘা জমির উপর বসে। পূর্বে এই জমিটি উপাস্য দেবতার দেবোত্তর জমি ছিল—বর্তমানে ইহার বিলি বন্দোবস্ত হইয়াছে। পূর্ণিমার দিন সকাল নয়টার সময় হইতে মেলা শুরু হয় এবং পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মেলা চলে। মেলার স্থানটিতে প্রতি রবিবার ছোটখাট একটি বাজার বসিয়া থাকে। এই মেলায় কুশমণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ, গংগারামপুর ও রায়গঞ্জ প্রভৃতি দূরবর্তী থানাগুলি হইতেও মোট প্রায় পঁচিশ হাজার হিন্দু-মুসলমান নরনারীর সমাগম হয়। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, সাইকেল ও ঘোড়ায় চড়িয়া এবং হাঁটিয়াই সাধারণতঃ যাত্রীরা আসেন। গংগারামপুর, কালকামোড়া, কুশমণ্ডি, সিজোল, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, রাধিকাপুর, ধনকৈল, ডালিম গাঁ এবং মহীপাল প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা আসেন। মোট প্রায় দেড় হাজার দোকানপাট বসে—ইহাদের মধ্যে খাবার-দাবার এবং মনিহারীর দোকানই বেশী। মেলায় দান বা তোলা আদায় করার রীতি প্রচলিত। মেলায় রাত্রে কবিগান হয়।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নীচে উদ্ধৃত হইলঃ—

“মাঘী পূর্ণিমার পরদিন দুপুরের পর কাতারে কাতারে আবালবৃদ্ধবণিতা চলেছেন 'কাস'-ব মেলায়। গরুর গাড়ীতে, সাইকেল, ঘোড়ার গাড়ীতে এবং গাঁয়ের পায়ে চলা পথ ধরে তামাম লোক চলেছেন দেউলস্তূপের গোড়ায় 'কাস'-ব মেলায়। 'কাস-ব-র মাহাত্ম্য কে না জানে।

যজ্ঞস্থলটি পরিক্রমা করা মেলা যাত্রীর কর্তব্য। বাদ্যভাণ্ড নিয়ে ব্রতীরা পতাকা বহন করে চলেছেন। ঘৃতভাণ্ড মস্তকে বহন করে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হবার সংগে সংগে মেলা শুরু হয়। ব্রতীদের শুভযাত্রার দৃশ্য দর্শন কামনায় পথ পার্শ্বে অগণিত দর্শক সোৎসাহে দণ্ডয়মান। মেলা বসেছে পূব দিকটায়। গাদা গাদা আম বিক্রি হচ্ছে, আর হরেক রকমের মনিহারী জিনিস। গ্রাম্য হিন্দু মেয়েরাই প্রধান ক্রেতা—অহিন্দুরাও যথেষ্ট কেনা-বেচা করছেন। মেয়েদের স্বচ্ছন্দ বিচরণভংগী, তাঁদের দর দাম করা, ঠাট্টাতামাসা, আর মাঝে মাঝে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠার মধ্য দিয়েই মেলায় একটা আনন্দ উচ্ছলতার রূপ ফুটে ওঠে।

সন্ধ্যার শুরুতে দোকানে দোকানে জ্বলে উঠল বিভিন্ন রকমের আলো। আলোয় আলোকিত হল মেলা প্রাঙ্গণ। যাত্রা, বিষহরি গান, কবিগান চলে সারা রাত ধরে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র শত আলোকের জৌলুস ছড়িয়ে অতি মনোহর এক দৃশ্য রচনা করেছে।”

কালীপূজার মেলা

অনন্তপুর গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পূজার পরদিন একদিনের জন্য একটি ছোটখাট মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন এবং প্রায় তিনশত লোক আসেন। মেলায় কয়েকটি মাত্র দোকানপাট বসে।

কৃষ্ণপুর গ্রামে মাঘ-ফাল্গুন মাসের কালীপূজা উপলক্ষ্যে কালী স্থানের পাশেই প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমিতে একদিনের একটি মেলা বসে। বহু প্রাচীন এই মেলাটিতে আশেপাশের আক্চা, করাঞ্জ, বোচাডাংগা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয়। খাবার, মনিহারী, মাটির পুতুল, খেলনা ও অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে। মেলা উপলক্ষ্যে কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতির বন্দোবস্ত হয়।

পীরের (ধকরসইদ্) মেলা

ধকর সইদ্ পীরের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বেড়াইল গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি হইতে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসিয়া থাকে। উৎসব শুরু হইবার সময় হইতে মেলাটিও বসিয়া আসিতেছে। যে অর্জুন বৃক্ষটির নীচে পীরের আসন ছিল, সেইখানেই প্রায় সত্তর বিঘা জমির উপর এই মেলাটি বসে। ইহার মধ্যে পঁচিশ বিঘা পীরোত্তর জমি। মেলাটি এই অঞ্চলের একটি বিখ্যাত প্রাচীন মেলা। এই মেলায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, দ্বারভাংগা প্রভৃতি স্থান হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলার পরিচালনার জন্য স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের মধ্য হইতে একটি মেলা কমিটি গঠিত হয়। জেলা বোর্ড হইতে মেলায় সমাগত জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। পানীয় জলেরও সুব্যবস্থা করা হয়। কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, গংগারামপুর, হরিরামপুর, মালদহ এবং বিহারের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিক্রেতা আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় সত্তরটি। খাবার-দাবার, মনিহারী, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দোকান ব্যতীত বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, দ্বারভাংগা, মতিহারী প্রভৃতি স্থান হইতে বহু গরু, বাছুর, ছাগল ও ভেড়া বিক্রয়ার্থে আসে। বস্তুতঃ গরু কেনাবেচাই এই মেলার প্রধান আকর্ষণ। মাটির পুতুল, হাঁড়ি-কুঁড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রও আসে। মেলায় দান বা তোলা আদায় করার রীতি প্রচলিত। মেলায় কবিগান, দেশী বা স্থানীয় পালাগান এবং কোন কোন বৎসর সার্কাস প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। গ্রামেই একটি নিজস্ব কবিগানের দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীবংকুবিহারী সরকার।

মনসাপূজার মেলা

মনসা বুড়ীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষ্যে অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের সময় আমলাহার গ্রামে একদিনের একটি মেলা হয়। মনসা স্থান সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় দেড় বিঘা জমিতে এই মেলা বসে। কালিকামোড়া ব্রজবল্লভপুর, প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার যাত্রী এই মেলায় আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্র লইয়া বিক্রেতারা এই মেলায় আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করার কোন রীতি নাই। মনসামংগল গান প্রভৃতির আয়োজন হয়।

বংশীহারী থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ বৈরহাট্টা। ৫।১,০৭৭·২৫।২০৬।১৫১

(ক) দেশী, নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ছয় মাইল দূরে মোটর স্টেশন আমিনপুর।

(ঘ) কার্তিক মাসে বুড়ীকালীর পুজা।

(ঙ) বুড়ীকালী পুজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) বুড়ীকালীর খড়ের চালাযুক্ত ঘর আছে।

গ্রাম সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, মহাভারতে উল্লিখিত বিরাট রাজার বাড়ী এইখানেই ছিল। বিরাট রাজার নাম হইতেই গ্রামের নাম বৈরহাট্টা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। গ্রামটিতে প্রাচীন কীর্তির বহু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে গড়দীঘি, পশ্চিমে আলতাদীঘি ও উত্তরে মালিয়ান দীঘি নামে তিনটি প্রাচীন দীঘি আজও বিদ্যমান। গ্রামের প্রধান রাস্তা ইষ্টক নির্মিত ছিল, তাহার দুইপার্শ্বে অনেক পাকাবাড়ী ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চারদিকের এলাকার মধ্যে পাথরের তৈয়ারী দেবদেবীর বহু ভগ্ন মূর্তি ইতস্ততঃ ছড়ান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে একটি পুকুরের পঙ্কোদ্ধারকালে অনেকগুলি প্রস্তর মূর্তি ও মাটির তৈয়ারী বাসনকোসন পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীশাহাদাৎ হোসেন, শিক্ষক,
মালিয়াদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাদলপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।
ও
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
ডেউটি মহেশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ হরিরামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

ডঃ ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকাননের ১৮০৮-৯ সালের বিবরণী হইতে এই স্থান সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

About 1¼ mile west from the Beliya, is a very large tank, called Melandighi, which is nearly choked with weeds. The only tradition concerning it is, that it was dug by a princes (*Rani*), and that a miracle was necessary to procure water. About 1¼ mile further west is Gordighi, a tank, the water of which has extended about 600 yards N. and S. and 400 yards E. and W., and which of course is a Hindu work. A considerable portion of it has now so far filled up, that it is cultivated for rice. About 1,200 yards west from this tank is another, called Altadighi, which extends nearly to the same dimensions, but is placed with its greatest length from east to west, and therefore is a Muhammedan work. Between these two tanks are the ruins of Borodhata, which are very large heaps or mounds, that consist in a great measure of bricks. In many places the foundations of walls may be traced, and even the dimensions of the chambers. All these chambers are of a small size, owing to which they may have resisted the attacks of time better than more spacious apartments. They are chiefly situated in the southern division of the town called Kutwari. In this part are some small tanks that have evidently been entirely lined with brick. In the centre of the ruins are indubitable traces of a small square fort, which has been surrounded by a double wall of brick, and an intermediate ditch. The ruin to the north of this fort is almost entirely without the trace of regular form, but the quantity of bricks which it contains is great. At its northern extremity is the monument of a Muhammedan *Pir*, Badul Dewan, which is built of bricks ; in its gate are two stones, but there is nothing about them to determine, whether they have been brought by the founders, or taken from the ruins. There is no sort of tradition concerning the persons who either founded or destroyed these works.

(District Handbooks, 1951, West Dinajpur, by A. Mitra, p. xlv).

২। গ্রামঃ উখলী। ২৭।২৮৮·৩৪।৬০।৪০৬

(ক) রাজবংশী, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষি মজুরী।

(গ) এক মাইল দূরে হরিরামপুর হইতে মোটর বাস পাওয়া যায়। রেলস্টেশন কালিয়াগঞ্জ।

(ঘ) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্ডীপুজা। বহুকালের প্রাচীন পুজা। তিন দিন পূর্বে হইতে পুজার প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় বাদ্যসহকারে

ফুলজল ও ধূপধুনা দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে পূজার পর প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া থাকে। পূর্বে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হইত। বর্তমানে বলি দেওয়া হয় না।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মাটি দিয়া উঁচু বেদী তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর অনেকগুলি পাথরের মূর্তি স্থাপিত আছে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
উখ্‌লী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ হরিরামপুর,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। **গ্রাম : হরিরামপুর।২৮।৪৯২·০৬।১১০।১,৩৩৯**

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, মালী, নাপিত, ধোপা, গোপ, ভূঁইমালী, রাজবংশী, কুমার, কামার, হাড়ি, ডোম, মেথর, মুচি, মুসলমান, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায় ও চাকুরী।

(গ) গ্রামের মধ্য দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে অষ্টমপ্রহর হরিনামসংকীর্তন, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও হরিবাসর, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা। রাধাগোবিন্দ দেবের দৈনিক পূজা ও ভোগ হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। বিজয়া দশমীর দিন একটি ছোট মেলা বসে। মেলায় বহু সাঁওতাল নরনারীর সমাগম হয়। তাহাদের নৃত্যগীত এই মেলার এক বিশেষ আকর্ষণ।

(চ) গৌরীপট্টসহ তিনটি শিবলিঙ্গ ও শিব মন্দির আছে। একটি শীতলা বেদী এবং দুইটি কালীর বেদী বা স্থান আছে।

শ্রীসুভাষ চন্দ্র দাশ, প্রধান শিক্ষক,
হরিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ হরিরামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। **গ্রাম : দানগ্রাম।৫৮।২৭৮·২২।৭৭।৪৮৯**

(ক) সদ্‌গোপ, বৈষ্ণব, ভূঁইমালী, মুশাহার, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) জেলা বোর্ডের রাস্তা আছে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন মালদহ জেলার একলক্ষ্মী স্টেশন। মোটর চলাচল করে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, জিমুতবাহন পূজা, কার্তিক মাসে হরিবাসর, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোল, চৈত্র মাসে রামনবমী, বাসন্তী পূজা এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে গম্ভীরা উৎসব।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে গ্রামের মহিলারা জিমুত-বাহনের পূজা ও ব্রত উপবাস পালন করেন। সন্তান কামনা ও সন্তানের মঙ্গল কামনা ইহাই এই ব্রতের প্রধান উদ্দেশ্য। জিমুতবাহনকে পূজা দিলে সন্তান অপরাজেয় হয় বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

গম্ভীরা উৎসবটি ভূঁইমালীদের নিজস্ব উৎসব। 'গম্ভীরা জানান' উপলক্ষ্যে তাঁহাদের মধ্যে ভাঙ্গ, গাঁজা ইত্যাদির সেবন প্রচলিত আছে। উৎসবটি বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) সরস্বতী পূজার মেলা। মাঘ মাসে পনর দিনব্যাপী। গত দুই বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) শিবলিঙ্গ ও গম্ভীরার স্থান আছে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাসবর্মন, প্রধান শিক্ষক,
দানগ্রাম বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ দানগ্রাম, পশ্চিম দিনাজপুর।

৫। **গ্রাম : দৌলতপুর।৭৭।২০০·২৩।৭৯।৩৯৭**

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, মুচি, হাড়ি, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) একটি জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ায় গ্রামবাসী মোটরযানে যাতায়াত করিবার সুযোগ পান।

(ঘ) শিবপূজা, গ্রামবাবার পূজা, কার্তিক মাসে কালী-পূজা, চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব।

(ঙ) মহরমের মেলা। মহরম মাসে একমাসব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামবাবার মূর্তি আছে।

এ অঞ্চলে অনেকগুলি বড় বড় পুকুর আছে। পুকুর খননকালে অনেক প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়—অধিকাংশই ভগ্নাবস্থায়। স্থানীয় বৃদ্ধরা বলেন যে, কালাপাহাড় এই সব মূর্তি বিনষ্ট করিয়াছিলেন। প্রাচীন মন্দিরের ভগ্না-বশেষও চোখে পড়ে। গ্রামের অধিবাসীরা এইসব মূর্তি কাহাকেও লইতে দেন না। তাঁহারা এই মূর্তিগুলিকে পূজা করেন।

এই অঞ্চলের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু হইল "তুবড়ী বাজী" বা যাদুখেলা। এক শ্রেণীর লোকের ইহাই প্রধান উপজীবিকা। দুই বা ততোধিক দল, মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মন্ত্রপূত মাষকলাই কিংবা সরিষা উভয়ের দিকে ছুঁড়িয়া মারিতে থাকে। ইহাকে 'বাণ' বলে। 'বাণ' নানা-

21 RGI/64

রকম আছে—বানর বাণ, কুমীর বাণ, ঘোড়া বাণ, মৌচাক বাণ ইত্যাদি। বানর বাণ মারিলে যদি অপর পক্ষ তাহা কাটিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে সম্মুখস্থ গাছে চড়িয়া বানরের ন্যায় কিছুক্ষণ লাফালাফি করিতে হয়। ঘোড়া বাণেও অনুরূপ হামাগুড়ি দিয়া ঘাস খাইতে হয়। বর্তমানে এই ধরণের খেলা প্রায় নষ্ট হইতে চলিয়াছে।

শ্রীশিশির রঞ্জন গুহ, সাংবাদিক,
গ্রাম ও পোঃ দৌলতপুর,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৬। গ্রাম : **কুশুম্বা।১৩২।৩১৩·৪৪।৬৫।৪৮৫**

(ক) রাজবংশী, দেশী, পালিয়া, সাঁওতাল, মাহাতো, পাহান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে জাতীয় সড়ক দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা। বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত।

(ঙ) বাসন্তী পূজার মেলা। চৈত্র মাসে পাঁচ-ছয় দিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) বাসন্তী দেবীর খড়ের ছাউনী দেওয়া ইঁটের ঘর আছে। প্রতি বৎসর মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। নবমী পূজার দিন পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পায়রার বাচ্চা, পাঁঠা, কলা, রূপার টিকুলী, বাজু ইত্যাদি মানত দেওয়া হয়।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ দাস, প্রধান শিক্ষক,
ভিতরমশূল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : নারায়ণপুর,
পোঃ বংশীহারী, পশ্চিম দিনাজপুর।

৭। গ্রাম : **সিংহাদহ (মৌজা—মীরাহাটি)। ১৭২।৭১৩·৪৬।৮০।৪৫৫**

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) আইলের রাস্তা। চার মাইল দূরে মোটর চলাচলের রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। ষাট বৎসরের প্রাচীন। পূজার পাঁচ দিন সর্বজনীন ভোজ হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিন মাসে। প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) দুর্গা মণ্ডপ এবং বিষ্ণু মন্দির আছে।

শ্রীহারমান্ হাঁসদা, শিক্ষক,
বাগদুয়ার সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বংশীহারী, পশ্চিম দিনাজপুর।

৮। গ্রাম : **দক্ষিণ গোপালপুর।১৭৩।২১৩·৩৮।৩৭।১৮৯**

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, ভুঁইমালী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা।

(ঘ) কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজা। গ্রামের সর্বজনীন পূজা। পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। এই পূজা বহু প্রাচীনকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) শ্যামাকালীর স্থান ও বেদী আছে। বেদীটি পূর্বে পাকা ছিল, বর্তমানে মাটির।

শ্রীহারমান্ হাঁসদা, শিক্ষক,
বাগদুয়ার সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বংশীহারী, পশ্চিম দিনাজপুর।

৯। গ্রাম : **গাংগুরিয়া।১৭৯।৪৮৮·৮২।১০১।৪৯০**

(ক) মুসলমান, হাড়ি, পাহাড়ী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) মোটর স্টেশন দৌলতপুর। কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজা।

শ্রাবণ সংক্রান্তি ও পয়লা ভাদ্র এই দুইদিন বহু প্রাচীনকাল হইতে গ্রামস্থ হাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনসা পূজা হইয়া আসিতেছে। খড়ের চালাঘরে মনসার মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা হয়। ভোগ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা আছে। মনসা পূজায় হাঁস ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। হাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই একজন পূজা করিয়া থাকেন—এজন্য কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দরকার হয় না।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীআবদুল বারী মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : গাংগুরিয়া,
পোঃ দৌলতপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

১০। গ্রাম : **পুরিয়া।১৯১।২০৬·২৩।২২।৯৬**

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) নিকটবর্তী বালুরঘাট-মালদহ জাতীয় সড়ক দিয়া মোটর চলাচল করে।

(গ) কৃষিকার্য।

(ঘ) চৈত্র মাসে গম্ভীরা উৎসব ও চড়ক পূজা।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) পাঁচটি শিবলিঙ্গসহ একটি শিব মন্দির বা গম্ভীরা স্থান আছে। তাহা ছাড়া মশান কালী, ধকচাউড়ি, বাসন্তী দেবী, চড়কডাঙ্গা ও সন্ন্যাসীর স্থান আছে।

শোনা যায় যে, বহু প্রাচীনকালে এই গ্রামে পাঁচটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয় এবং সেই সময় হইতে গ্রামে শিব বা গম্ভীরা পূজা বা ঠাকুর পূজা প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রামে এক বিখ্যাত পীর আসিয়া এখানে বসবাস করেন।

শ্রীঅজিত কুমার গুপ্ত, প্রধান শিক্ষক,
সুদর্শন নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বংশীহারী, পশ্চিম দিনাজপুর।

১১। গ্রামঃ বুড়িজাড়ি (মৌজা—বাগদুয়ার)।
২৮১।১,৭৬১·৮৮।১৮৪।১,৮১২

(ক) পালিয়া, সাঁওতাল, খৃষ্টান, মুসলমান। চারটি পাড়া—বুড়িজাড়ি, হাড়িয়াদহ, বড়গাছি, ডাকাত-ভিটা।

(খ) ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা। নিকটবর্তী জাতীয় সড়ক দিয়া মোটর চলাচল করে।

(গ) কৃষিকার্য।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠমাসে বুড়ীমাতার পূজা।

(ঙ) বুড়ীমাতার পূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা হইতে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) একটি শীতলা ও একটি মনসা 'থান' আছে। বুড়ী মাতার মন্দির আছে।

শ্রীজনার্দন দাস, প্রধান শিক্ষক,
বাগদুয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রামঃ মীরাহাটি,
পোঃ চেঁচড়া, পশ্চিম দিনাজপুর।

১২। গ্রামঃ খোয়ানাকোড়।

(ক) মুসলমান, ভুঁইমালী, সাঁওতাল, মুশাহর।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) বালুরঘাট-মালদহ জাতীয় সড়কে মোটর চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গম্ভীরা উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব।

গম্ভীরা উৎসব বৈশাখ মাসের যে কোন একদিন পালন করা হয়। এই উৎসবে নাচ·গান এবং আরও নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ হইয়া থাকে এবং কালীপূজা হয়। কালীর নিকট পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। মনসাপূজা—গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তি ও পয়লা ভাদ্রে মনসাপূজা হয়। মনসার নিকট পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। নবান্ন উৎসব--অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান পাকিয়া উঠিলেই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সুবিধামত দিন ধার্য করিয়া নবান্ন উৎসব করেন।

চান্দ্রমাস হিসাবে গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়গণ ইদুজ্জোহা ও ইদলফেতর উৎসব পালন করিয়া থাকে। ইদুজ্জোহা পরবে মুসলমানগণ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলেই একত্র 'জমায়েত' হইয়া নামাজ পড়েন। এই উপলক্ষ্যে খাসী কোরবাণি করিয়া তাহার দ্বারা নানারকম খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া একত্রে ভোজন করেন।

(ঙ) ×

(চ) প্রত্যেক বাড়ীতেই শোলার 'মঞ্জুস' তৈয়ারী করিয়া মনসাপূজা হইয়া থাকে।

শ্রীরঘুনাথ সরকার, প্রধান শিক্ষক,
খোয়ানাকোড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দানগ্রাম, পশ্চিম দিনাজপুর।

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা (বুড়ীকালী)

দীর্ঘকাল হইতে বৈরহাট্টা গ্রামে বুড়ীকালীর পূজা হইয়া আসিতেছে। ইহা সর্বজনীন উৎসব। বুড়ীকালীর কোন মূর্তি নাই। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের যে কোন বুধবার পূজা আরম্ভ হইয়া তিনদিন পর্যন্ত উৎসব চলে। পূজান্তে উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হইয়া থাকে। শেষ দিন ভক্তরা একত্রিত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে একজনের উপর দেবীর ভর হয়। ভর হওয়া অবস্থায় ঐ

ব্যক্তি গ্রামের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কিত নানারকম উক্তি করিতে থাকেন। রোগমুক্তি কামনায় অনেকে তাঁহার মারফৎ দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পূজার শেষ দিন পায়রা মানত দেওয়া হয়। পায়রাগুলি কালীমাতার স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গম্ভীরা উৎসব ও চড়কপূজা

পুরিয়া গ্রামে চৈত্রমাসে গম্ভীরা উৎসব ও চড়কপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির সাতদিন বা পনর দিন পূর্ব হইতে এই উৎসবটি শুরু হয় এবং সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজান্তে উহা সমাপ্ত হয়। কিংবদন্তী অনুযায়ী বহু প্রাচীনকালে গ্রামে পাঁচটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাই গম্ভীরা স্থান নামে অভিহিত। চৈত্রমাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে শনি অথবা মঙ্গলবার হইতে ফুলজল এবং ফলমূল দিয়া ঘট স্থাপিত হয় এবং সংক্রান্তি ও তাহার পূর্বদিন পূজা হয়। মানত হিসাবে পাঁঠা, পায়রা, গাঁজা, কলা, চিনি বাতাসা প্রভৃতি দেওয়া হয়।

গ্রামবাবার পূজা

দৌলতপুর গ্রামে 'গ্রামবাবা' নামে এক দেবতার মূর্তি পূজা করা হয়। মূর্তিটি প্রায় বিষ্ণু মূর্তির অনুরূপ, তবে বহু প্রাচীন বলিয়া এখন স্পষ্ট বুঝা যায় না। 'গ্রামবাবা' গ্রামের সাধারণের দেবতা, ইঁহার কোন মন্দির নাই; তবে প্রকান্ড একটি গাছের নীচে লতাপাতায় ঘেরা একটি স্থান আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, গ্রামদেবতা গ্রাম রক্ষা করেন। ইঁহার পূজা করিলে গ্রামে চোর ডাকাত আসিতে পারে না। গ্রামের যে-কোন বাড়ীতে গাভী প্রসব করিলে, সেই গাভীর প্রথম দিনের দুধ দিয়া গ্রামবাবাকে অবশ্যই স্নান করাইতে হয়। প্রথম সন্তান হইলে তাহার মাথার চুলও গ্রামবাবার নিকট উৎসর্গ করিতে হয়।

বুড়ীমাতার পূজা

বহু প্রাচীনকাল হইতে বাগদুয়ার গ্রামে বুড়িজাড়ি পাড়ায় জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়ীমাতার পূজা ও উৎসব হইয়া আসিতেছে। উৎসবটি এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব। গ্রামে মাটির দেয়াল এবং খড়ের ছাউনীযুক্ত বুড়ীমাতার ঘর বা মন্দির আছে। দ্বিভুজা গৌরাঙ্গী বুড়ীমাতা ঠাকুরাণী এই মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এক মাস পূর্ব হইতে প্রস্তুতি আরম্ভ হয় এবং জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা হইতে সাতদিন ধরিয়া মহাসমারোহে বুড়ীমাতার পূজা হয়। পূজার কয়দিন প্রাতে এবং সন্ধ্যায় আরতি এবং দ্বিপ্রহরে পূজা হয়। প্রত্যহ প্রসাদ বিতরণ এবং পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। বুড়ীমাতা ঠাকুরাণীর সেবায়েত পালিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পূজারী ক্ষত্রিয়, ভরদ্বাজ গোত্রীয়, বক্সী পদবীধারী।

মহরম

দৌলতপুর গ্রামে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রতি বৎসর মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে লেংড়া পীর নামে একটি পীরস্থান আছে। সেখানে লেংড়া পীরের স্তম্ভ আছে। মহরম উৎসবের সময় এই পীরস্থানেই আশেপাশের সমস্ত মুসলমানগণ সমবেত হন এবং উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠানাদি এইখানেই হইয়া থাকে। প্রায় এক মাসব্যাপী এই উৎসব হাসান-হোসেনের স্মৃতিতে কবর-এর প্রতিকৃতি, তাজিয়া এবং দুলদুল ঘোড়া প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়। উৎসবে সমাগত নরনারী লাল রংয়ের মাটির ছোট ছোট ঘোড়া ক্রয় করিয়া পীরস্থানে দেন। বিভিন্ন স্থান হইতে লাঠি খেলোয়াড়ের দল আসেন, তাঁহাদের লাঠিখেলা প্রদর্শনী এই উৎসবের একটি বিশেষ আকর্ষণ। এই লাঠিখেলার দলগুলি স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের গৃহেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া লাঠিখেলা দেখায় এবং প্রত্যেকেই কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

কার্তিক মাসে শ্যামাকালী পূজা উপলক্ষ্যে দক্ষিণ গোপালপুর গ্রামে একটি মেলা বসে। এই মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। খোকসান, দৌলতপুর, চাকনগর, চেঁচড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ খাবার-দাবার ও মনিহারী জিনিসপত্রের বিক্রেতারা আসেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়ীমাতার পূজা উপলক্ষ্যে বাগদুয়ার গ্রামের বুড়িজাড়ি পাড়ায় জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা হইতে সাতদিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বুড়ীমাতার মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমিতে মেলাটি বসে। আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। দৌলতপুর, চেঁচড়া, সিংগাদহ, সিংহরী প্রভৃতি স্থান হইতে মিঠাই, মনিহারী, কাপড়চোপড় প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, সার্কাস, জুয়া, লটারী, কবিগান, গম্ভীরাগান, মঙ্গলচণ্ডীর গান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। মেহোর ও বেলবাড়ী গ্রাম হইতে কবিগানের দল আসে। গ্রামে মঙ্গলচণ্ডীর গানের দল আছে, অধিকারীর নাম—শ্রীটুইলা পলিয়া, পোঃ চেঁচড়া।

গম্ভীরা উৎসব ও চড়কের মেলা

চৈত্রসংক্রান্তিতে গম্ভীরা উৎসব এবং চড়কপূজা উপলক্ষ্যে পুরিয়া গ্রামে বহু প্রাচীন একটি মেলা বসে। গম্ভীরা স্থানের নিকটবর্তী দেবোত্তর জমির উপরেই একদিনের জন্য এই মেলাটি বসে। মহাবাড়ী, গাংগুরিয়া, পুশুরি, শিবপুর ইত্যাদি ইউনিয়ন হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। খাবার-দাবার, মনিহারী প্রভৃতি প্রায় পনরটি দোকান বসে। এই মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করিবার রীতি প্রচলিত নাই। কবিগান ও ভাসানগানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

ইসলামপুর থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : গাধিয়াটোল ।৩৪।১২১।৭৮।৪৫৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ×

(ঘ) কার্তিক মাসে ভদ্রকালী পূজা ও জনৈক পীরের উরস্। পীরের উরস্ গত আট-নয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত উৎসব চলে। গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের লোক উৎসবে যোগদান করেন।

(ঙ) ভদ্রকালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসব্যাপী। মেলাটি গত পাঁচ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীসমীরউদ্দীন,
গ্রাম: গাধিয়াটোল,
পোঃ কুচিলা, পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রাম: রহৎপুর।

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, হাড়ী, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গুঞ্জারিয়া রেল-স্টেশন। স্টেশন হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া জেলা-বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ইহা ছাড়া উত্তর-পশ্চিমে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত ইসলামপুর পর্যন্ত গ্রাম হইতে একটি জেলাবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী, ভাদ্র মাসে নারিকেল খেলা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে উল্কা উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় প্রায় দেড়শত নরনারী আসেন এবং কয়েকটি মাত্র খাবারের দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে মশান, মহারাজ, বহিরা, মানসুর, কালী, গ্রাম-চোর প্রভৃতি গ্রাম্যদেবদেবীর স্থান আছে।

আমন ধান রোপণের পর গ্রামবাসীরা মশান ও মহারাজের পূজা করেন। পূজার কোন নির্দিষ্ট তিথি নাই। গ্রামে প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে মনসা এবং অনেকের বাড়ীতে বহিরা (বয়রা=বধির) ও মানসুর দেবতা আছেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষ্যে বহিরা ও মানসুর দেবতার পূজা দেওয়া হয়।

শ্রীলব কুমার রায়,
গ্রাম : বাহাটপুর,
পোঃ বাতাগাঁও, পশ্চিম দিনাজপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গেতগাঁও (মৌজা নং ৮৩) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে এবং কাঁচনা গ্রামে 'সিনেমা মেলা' নামে খ্যাত একটি মেলা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ মেলা বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইল।

উৎসব বিবরণী

অম্বুবাচী উৎসব

আষাঢ় মাসের ৭ই তারিখে অম্বুবাচী উৎসব উপলক্ষ্যে রহৎপুর গ্রামের ছেলেরা হাটে যাতায়াতের রাস্তার ধারে একটি ছোট অস্থায়ী কাঁচাঘর নির্মাণ করিয়া একটি মাটির মূর্তি স্থাপন করে। কোন কোন বৎসর কোন মূর্তিও থাকে না। অম্বুবাচীর কয়দিন ছেলেরা এই ঘরের নিকট রাস্তার উপর দড়ি ফেলিয়া পথচারীদের যাতায়াতের পথে অবরোধ সৃষ্টি করে এবং পথচারীদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থাদি আদায় করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

উল্কা উৎসব

রহৎপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে উল্কা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রকৃতপক্ষে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতেই আরম্ভ হয়। এই দিন সন্ধ্যায় গ্রামবাসীরা নিজ নিজ বাড়ীতে এবং ধানের ক্ষেতে প্রদীপ দেন এবং ধান ক্ষেতের উপর একটি অস্থায়ী চালাঘর নির্মাণ করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকেন। ইহাকে নিশি পূজা বলা হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে গ্রামের প্রত্যেকের ঘরে পাট-কাঠির গোছা দিয়া উল্কা তৈয়ারী করিয়া রাখা হয়। সন্ধ্যায় গোয়ালের সমস্ত গরুকে 'চুমানো' অর্থাৎ সিঁদুর পরান হয়। এই সঙ্গে উল্কাগুলিকেও 'চুমানো' হয়। তারপর রাখালকে 'চুমানো' হয়। এই 'চুমানো' অনুষ্ঠানের শেষে উল্কাগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়। পরেরদিন সকালে কয়েকটি জিনিস বাঁটিয়া গরুকে খাওয়ান হয়। তারপর গরুগুলিকে মাঠে চারণের জন্য পাঠান হয়। এইভাবেই উৎসবটি শেষ হয়। ইহা বহুদিনের প্রাচীন উৎসব।

অনেকের বিশ্বাস উল্কা উৎসবের উদ্দেশ্য লঙ্কাপতি রাবণের মৃত আত্মার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা। প্রজ্জ্বলিত উল্কাগুলি দেখিয়া রাবণের মনে হনুমান কর্তৃক লঙ্কা দাহনের কথা স্মরণ হয় এবং মর্তে যে এখনও বহু শক্তিশালী মানুষ আছে একথা ভাবিয়া রাবণ ভীত হন। নচেৎ রাবণের আত্মা পুনরায় দেহ ধারণ করিয়া সংসারে আবার প্রলয়কাণ্ড ঘটাইতে পারে।

গ্রামপূজা

রহৎপুর গ্রামে আষাঢ় অথবা শ্রাবণ মাসে গ্রামদেবতার পূজা হয়। আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের অধিবাসী মিলিত হইয়া এই পূজা করিয়া থাকেন। গ্রামের মধ্যে একটি 'ধাম' অর্থাৎ দেবালয় আছে--সেখানে কালী, বনকালী, গ্রামকালী, হনুমান, হরিবালা, মহারাজ, মশান, ইত্যাদি অনেকগুলি দেবদেবীর স্থান আছে। উৎসবের দিন যথারীতি পূজা হয় এবং সন্ধ্যার সময় গ্রামের সমস্ত অধিবাসী গ্রামের ধামে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে এক একজন এক একটি দেবদেবীর রূপসজ্জায় সাজিয়া নাচিতে থাকেন। নাচিতে নাচিতে কাহার কাহার উপর দেবদেবীর 'ভর' হয়। ভরপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখ দিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ ও মঙ্গল অমঙ্গল সম্বন্ধে অনেক উক্তি শুনা যায়।

চোরপূজা

রহৎপুর গ্রামে 'চোর পূজা' নামে একটি পূজা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালী পূজার রাত্রে পূজাটি শুরু হয়। গ্রামের অধিবাসীদের যাহাদের বাড়ীতে চোর পূজার প্রচলন আছে, তাঁহারা গ্রামের মালাকারদের নিকট হইতে শোলার মুখোস তৈয়ারী করিয়া লন, তারপর সেই বাড়ীর যে কোন ছেলে সেই মুখোস পরিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অর্থাদি সংগ্রহ করে। প্রত্যেক বাড়ী হইতে মুখোস পরিহিত এই ছেলের দলকে দুই-এক আনা করিয়া পয়সা দেওয়া হয়। যাঁহাদের পরিবারে এই পূজার প্রচলন আছে, তাঁহাদের বাড়ী হইতে এই পয়সা লওয়া হয় না। কয়েক রাত্রি এইভাবে ঘুরিয়া যে অর্থাদি সংগৃহীত হয় তাহার দ্বারা পূজার আয়োজন করা হয়। আতপ চাল, দুধ, কলা, গুড়, ঘি ইত্যাদি নৈবেদ্য এবং পায়রা বলি দিয়া চোর দেবতার পূজা দেওয়া হয়।

জন্মাষ্টমী (নারিকেল খেলা)

রহৎপুর গ্রামে ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিন নারিকেল খেলা হয়। উৎসবের দিন নির্দিষ্ট একটি স্থানে একটি বেদী তৈয়ারী করা হয় এবং ইহার সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় জল ঢালিয়া কাদা করা হয়। তারপর এক ব্যক্তি একটি নারিকেল লইয়া ঐ কাদার মধ্যে বসেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে নারিকেলটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করেন। যে ব্যক্তি ঐ নারিকেলটি কাড়িয়া লইয়া দেবস্থানে প্রথমে যাইতে পারেন, তাঁহার জয় বলিয়া স্বীকার করা হয়।

মশান ও মহারাজ পূজা

রহৎপুর গ্রামে মশান ও মহারাজ পূজা হয়। এই পূজার নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই। বৎসরে কোন একটি দিন সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া এই পূজার আয়োজন করা হয়। মশান ও মহারাজ যথাক্রমে ঘোড়া ও হস্তীর উপর উপবিষ্ট। এই পূজার কোনরূপ মন্ত্র নাই। গ্রামবাসীরা নিজেরাই পূজা করিয়া থাকেন। পূজায় পায়রা বলি দেওয়া হয় এবং পরে তাহাকে আগুনে ঝলসাইয়া চালভাজার সহিত খাওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইসলামপুর থানার অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই মশান ও মহারাজের স্থান আছে এবং বৎসরের বিভিন্ন সময় তাঁহাদের পূজাদি হইয়া থাকে।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা (ভদ্রকালী)

প্রতি বৎসর ১লা কার্তিক হইতে সারা মাস ধরিয়া গাধিয়া-টোল গ্রামে নদীর পাড়ে পাঁচ-সাত বিঘা জমির উপর ভদ্রকালী পূজা উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসিতেছে। মেলাটি গত চার বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় প্রায় দেড় হাজার যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে। যাত্রীরা বেণীপুর, বটিয়াপাড়া, সুলধাডাঙ্গী, সুজালি, ভারিয়াডাঙ্গী, লারুখুয়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে পদ-ব্রজে ও গরুর গাড়ীতে করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর অনেকগুলি দোকানপাট বসে এবং পশু বিক্রয় হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জগতাগাঁও গ্রামে প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। খাবার ও অন্যান্য জিনিষপত্রের প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে।

সিনেমা মেলা

কাঁচনা গ্রামে তিন বিঘা জমির উপর বৈকালে একটি মেলা বসে। গ্রামে মেলাটি সিনেমা মেলা নামে খ্যাত। মোটামুটি-ভাবে মেলায় যাত্রীর সংখ্যা বেশ ভালই। যাত্রীরা রিক্সা, গরুর-গাড়ী, সাইকেল করিয়া মেলায় আসেন। কিষাণগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম হইতে যাত্রীরা এবং বিক্রেতাগণ মেলায় আসেন। মোটা-মুটিভাবে চব্বিশ-পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং দশবার জন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, বাসন-কোসন, মনিহারী, কবিরাজী, হাকিমী, বই, ছবি এবং অন্যান্য জিনিষপত্রের দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলা, লটারী, সিনেমা, কবি-গান ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। সিনেমা প্রদর্শনী এই মেলার বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু; এই কারনে মেলাটি সিনেমা মেলা নামে খ্যাত।

করণদীঘি থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : করণদীঘি।২০৪।৪৬৪।৫৯।২৬৫

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাস (প্রধান শিক্ষক, কোণাটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোঃ তরিয়াল) মহাশয় সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া করণদীঘি বা কর্ণদীঘি সম্পর্কে একটি বিবরণী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার বিবরণীটি নীচে উদ্ধৃত করা হইল।

করণদীঘি গ্রামে 'কর্ণদীঘি' নামে একটি বিরাট দীঘি আছে। জনশ্রুতি আছে যে, এই দীঘিটি মহাভারতে উল্লিখিত দাতা কর্ণ কর্তৃক খনিত হইয়াছিল। উক্ত কর্ণদীঘির বেড় প্রায় দুই মাইল এবং উহার দক্ষিণে ক্ষেতরাবাড়ী নামে একটি স্থান আছে। সাধারণের বিশ্বাস ঐ স্থানে দাতাকর্ণ-এর রাজধানী ছিল। এই স্থান হইতে যে সকল ইষ্টকাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা খুবই প্রাচীন কালের বলিয়া অনুমিত হয়। এই স্থানটি পরিদর্শন করিয়া মৌলবি মহম্মদ ইউসুফ সাহেব তাঁহার 'অহসনাল্ তওয়ারিখ'-এ লিখিয়াছেন "আমি বলি, অবশ্য এই স্থানে রাজা কর্ণ রাজধানী করিয়াছিলেন।" কর্ণদীঘির আশপাশ হইতে ক্ষেতরাবাড়ীর আশপাশাদি পর্যন্ত ছোট বড় অনেকগুলি দীঘি আছে; উহার মধ্যে কর্ণদীঘির পরিধি অবশ্য সর্বাপেক্ষা বড়। ক্ষেতরাবাড়ীর প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের এলাকা দেড় ক্রোশের কম হইবে না। এই ধ্বংসস্তূপ দেখিলে স্বভাবতই মনে হয় উহা একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। দুর্গ এলাকার মধ্যে ছোট বড় প্রায় চল্লিশটি দীঘি আছে।

ক্ষেতরাবাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মতই একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ গঞ্জ নামক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। গঞ্জ-এর ভগ্নস্তূপাদি খনন করিয়া যে সকল ভগ্ন অসমাপ্ত গৃহাদি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অনুমান করা হয় কোন রাজাদি এখানে নূতন বসতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গঞ্জের মধ্যে প্রায় এক মাইল বৃত্তাকার খাল আছে এবং ঐ বৃত্তের মধ্যে প্রায় আট বিঘা পরিমাণ জমি ও একটি বাতি ঘর আছে। বাতি ঘরে প্রবেশের পূর্বদিকে দুইটি পথ আছে। এই গড়খাইর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্রস্তর ও ইঁটের উচ্চ ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়; এই ভগ্নস্তূপ রাজবাড়ী বলিয়া অনুমান করা হয়। বর্তমানে এই সকল ভগ্নস্তূপাদি মাটির আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। গড়খাই ও তাঁহার দক্ষিণে প্রায় তিন বিঘা জমির চতুঃপার্শ্বে ইঁটের পাঁচিল দ্বারা ঘেরা ছিল এবং উহার চারিদিকে বারোটি দরজা ছিল। লোকে উহাকে বারোদ্বারি বলিতেন। বাংলা ১৩০১ সন পর্যান্ত উহার স্থানে স্থানে ভগ্ন পাঁচিল দেখা যাইত। বর্তমানে উহার কোন চিহ্নমাত্র নাই। গড়খাই-এর মধ্যে এখন চাষআবাদ হইতেছে। উহার কোন কোন অংশে উঁচু ঢিবি দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ সকল ঢিবির অভ্যন্তরে হয় ভগ্ন গৃহাদি নতুবা ইঁটের পাঁজা আছে। সম্ভবতঃ গড়খাই-এর এইদিকে শহর ছিল। গড়খাই-এর সংলগ্ন বলদিয়াভিটা সম্পর্কে শুনা যায়, যে-সকল বণিকেরা বলদের পিঠে করিয়া গঞ্জে বিক্রয়ের জন্য মালপত্র আনিতেন, তাঁহারা ঐ বলদগুলিকে এই স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন। শহরের পূর্বদিকে বাজার ছিল বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে ঐ অংশে সপ্তাহে শুক্রবার ও মঙ্গলবার গঞ্জের হাট বসে এবং বাজারগাঁও বলিয়া এই স্থানে একটি গ্রামও আছে। এই দিক দিয়া একটি পথ গঞ্জ হইতে দক্ষিণ হইয়া পূর্ব দিকে গিয়াছে। কারণ এই পথে শাক্ নদীতে একটি প্রাচীন পুলের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পুলের ইষ্টকাদি গঞ্জের প্রাচীন অট্টালিকার ইষ্টকাদির অনুরূপ। পশ্চিমে পিতানু নদ হইতে প্রায় পঞ্চাশ গজ বিস্তৃত বৃত্তাকারে একটি অসম্পূর্ণ খাল দক্ষিণ হইতে পূর্বদিকে আসিয়া পুনরায় উত্তর দিকে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই খালের নাম মেদানি। উহার মধ্যে প্রায় কুড়ি বিঘা জমি ঘেরা আছে। ইহার সঙ্গে দীঘির ভগ্নস্তূপের সম্পর্ক বুঝা যায়। উক্ত অংশ পিতানু নদ দ্বারা আবদ্ধ। এই অংশে পিতানু নদে ঘড়াঘাটি নামে এক ঘাট আছে। মনে হয় গঞ্জের অশ্বারোহী সৈন্য ও অশ্ব এই গড়খাই-এর মধ্যে থাকিতেন। সেনাপতির অবস্থান উচ্চ দীঘির পাড়ে বুঝায়; কেননা উহা গড়খাই-এর সম্মুখে পড়িতেছে।

গঞ্জ হইতে একটি পথ উত্তর দিকে পানিয়াদীঘি হইয়া ঘড়াঘাটি দিয়া চর্ণা নদী পার হইয়া উত্তরে গিয়াছে। চর্ণা নদীর উপরেও পুল ছিল এবং যে স্থানে পুল ছিল উহা বর্তমানে ভাঙ্গাপুল নামে খ্যাত। ভাঙ্গাপুল হইতে প্রায় ঘড়াঘাটি পর্যন্ত একটি পথও ছিল। ভগ্নাবস্থায় ঐ পথ এখনও সাক্ষী দিতেছে। উপরোক্ত বিবরণী সমষ্টি-সীমা এইরূপ হইতে পারে যে,—পূর্বে শাক্ নদী হইতে পশ্চিমে চপড়াবাড়ী পর্যন্ত প্রায় এক মাইল প্রস্থ এবং উত্তরে পিতানু নদ ঘড়াঘাটি হইতে দক্ষিণে বেগমা পর্যন্ত প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ। কোণাটোলা স্কুল হইতে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে প্রায় দুই মাইল প্রস্থ হইবে।

এই গড় সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, গৌড়ের বাদশাহ্ হুসেন শাহ-র সুন্দরসিংহ নামে একজন সেনাপতি ছিল। তাঁহার অধীন এক হাজার সৈনিক ছিল বলিয়া তিনি হাজরা পদবী ব্যবহার করিতেন। কোন কারণে হুসেন-শাহ-এর সহিত বিরোধ হওয়ায় সুন্দরসিংহ হাজরা গৌড় হইতে পালাইয়া আসিয়া এই স্থানে গঞ্জ স্থাপন করিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। উহার কিছুকাল পরে হুসেন শাহ্ স্বসৈন্যে গঞ্জ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে সুন্দরসিংহ হাজরা নিহত হন এবং তাঁহার স্ত্রী বেহগম বিবি শত্রু আক্রমণের ভয়ে সোনার চেক্কা (?) হাতে লইয়া গঞ্জের গড়খাই-এর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। হুসেন শাহ-এর সৈনিকরা গঞ্জ লুটপাট করিয়া ধনরত্নাদি লইয়া ফিরিয়া যান। এইরূপ জনশ্রুতির পিছনে অবশ্য ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ নেই।

ডেঙ্গরঘাট-কিষাণগঞ্জ দেশীয় পথের পূর্ব পাড়ে এবং বারসোই-কিষাণগঞ্জ রেলপথের পশ্চিম পাড়ে অসুরাগড় নামে একটি স্থান আছে। অসুরাগড়ে একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ

দেখিতে পাওয়া যায়। এই গড় আশেপাশের ভূমি হইতে প্রায় ১৪ ফুট উচ্চ এবং ইহার পরিধি সার্দ্ধ মাইলের অধিক হইবে। অসুর দেবের নির্মিত বলিয়া ইহাকে "অসুরাগড়" বলা হয়। অসুর দ্বারা নির্মিত বলিয়া ঐ গড়ের আশেপাশে কেহ বসবাস বা চাষআবাদ করিতেন না। পরে কয়েকজন মুরিদান্ (শিষ্য) সহ এক মুসলমান ফকির ঐ গড়ে আসিয়া কিছুদিন বসবাস করেন। ফলে সাহসী হইয়া কিছু মুসলমান কৃষক এই গড়ের চারিপাশের জমিতে চাষ আবাদ আরম্ভ করেন। গড়ের নিকট হিন্দুরা প্রতি বৎসর পূজাদি দিয়া থাকেন। অসুর গড়ের ধ্বংস স্তূপটি দেখিলে বাস্তবিক একটি দুর্গের বহিরক্ষণ স্থান বলিয়া মনে হয়। এই স্থানটি কোণাটোলা স্কুল হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই কর্ণদীঘির মাহাত্ম্য শোনা যায়। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে বর্ষশেষ এবং ১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে কর্ণদীঘিতে বহু নরনারী পুণ্য স্নান করিয়া থাকেন এবং গৃহপালিত গো-মহিষাদিকেও স্নান করান। লোকের বিশ্বাস কর্ণদীঘিতে স্নান করিয়া যাহা কিছু কামনা করা যায় তাহা পূর্ণ হয়। এই কারণে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতেও বহু যাত্রী আসেন। এই স্নান উপলক্ষে আগে কোন মেলা বসিত না। ধর্মচাঁদ জমিদারের আমল হইতে এই স্থানে কিছু কিছু দোকানপাট বসিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমেই একটি মেলায় পরিণত হয়।

২। গ্রাম : কামারতোড়া।২৫২।৯০৮।১৩২।৭২০

(ক) পালিয়া জাতীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়। ইহা ব্যতীত বিহার প্রদেশের, মুঙ্গের, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি জেলার কিছু লোক এখানে বসবাস করেন।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ষোল মাইল দূরে রায়গঞ্জ রেলস্টেশন। রায়গঞ্জ হইতে গ্রামের তিন মাইল পশ্চিমে পাকা রাস্তা দিয়া কুচবিহার পর্যন্ত নিয়মিত মোটর বাস চলাচল করে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে জেলা বোর্ডের রাস্তা এবং পাঁচ মাইল দূরে নাগর নদী প্রবাহিত। কেবলমাত্র বর্ষাকালে ঐ নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নারিকেল খেলা উৎসব, কার্তিক মাসে ব্যক্তি-বিশেষের রাসযাত্রা উৎসব, ফাল্গুন মাসে সর্বজনীন হোলি উৎসব এবং ব্যক্তি বিশেষের একটি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। হোলি উৎসবে আশেপাশের গ্রামের লোকজন যোগদান করেন এবং দুইদিনব্যাপী ফাগুয়া ও কাদামাটি খেলা হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে পূর্ণিমা তিথি হইতে বারো বা ততোধিক দিন ধরিয়া মেলা চলে। মেলাটি গত তিন বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে খড়ের চালাযুক্ত একটি কালীমন্দির এবং একটি রাসমণ্ডপ আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দাস, শিক্ষক,
কামারতোড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বলরামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। গ্রাম : গোয়াবাড়ী।

(ক) সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও জনমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দলখোলা। রায়গঞ্জ হইতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বাস চলাচল করে। গ্রামের নিকট দিয়া সুধানী নামে একটি নদী প্রবাহিত আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং বাঁধনা পরব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি স্থানীয় সাঁওতালগণ কর্তৃক পালিত হয়। বাঁধনা পরবের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। সাধারণতঃ মাঘ-ফাল্গুন মাসের মধ্যেই স্থানীয় সাঁওতালগণ এই উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুরের স্থান আছে।

শ্রীঅজিত কুমার বসু, শিক্ষক,
গ্রাম : গোয়াবাড়ী,
পোঃ ডালকোলা, পশ্চিম দিনাজপুর।

উৎসব বিবরণী

জন্মাষ্টমী (নারিকেল খেলা)

কামারতোড় গ্রামের পালিয়া জাতীয় হিন্দুরা প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিনে 'নারিকেল খেলা' নামে একটি বিশেষ উৎসব পালন করিয়া থাকেন। এই উৎসবে যোগদানকারীরা দশ-বারোজন করিয়া এক একটি দলে বিভক্ত হন এবং প্রত্যেক দলের একজনের হাতে একটি নারিকেল থাকে। যে ব্যক্তির নিকট নারিকেল থাকে তিনি উহা শক্ত করিয়া বুকে চাপিয়া রাখেন আর অন্যেরা তাঁহার বুকের উপর জল ছুঁড়িতে থাকেন ও নারিকেলটিকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করেন। যে ব্যক্তি নারিকেলটিকে কাড়িয়া লইতে পারিবেন তিনিই এই খেলায় বিজয়ী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ঐ নারিকেল তাঁহারই প্রাপ্য। এইরূপে ছয়-সাতটি নারিকেল লইয়া ছয়-সাতবার খেলা হয়। নারিকেল খেলা দেখিতে ও খেলিতে বহু উৎসাহী লোকের সমাগম হয় এবং আনন্দোৎসব উপভোগ করেন।

বাঁধনা পর্ব

বাঁধনা পর্ব গোয়াবাড়ী গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটি জাতীয় বিশেষ উৎসব। এই উৎসবের নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই। তবে সাধারণতঃ মাঘ-ফাল্গুন মাসের মধ্যে সুবিধামত যে-কোন একদিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রামেই সাঁওতালদের মধ্যে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়; তবে এক এক গ্রামে এক একদিন উৎসব হয়। তাহার ফলে প্রায় দুই মাস ধরিয়া সাঁওতালরা বিভিন্ন গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই উৎসব করে। উৎসব উপলক্ষে সাঁওতালেরা গোঁসাইরা দেবতার বেদীতে ধূপ-ধূণা দিয়া পূজাদি করিয়া থাকে এবং শূকর, ছাগ, পায়রা প্রভৃতি মানতের পশুপক্ষী বলি দিয়া উহার রক্ত বেদীর উপর ছিটাইয়া দেয়। এই গ্রামের সাঁওতালেরা সাধারণতঃ তিন-চারদিনব্যাপী উৎসব পালন করে। উৎসব উপলক্ষে তাহারা পচাই জাতীয় মদ্য পান করিয়া নাচ-গান করিয়া থাকে। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে গোয়াবাড়ী গ্রামে কালীপূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় জমিদারের জমির উপর এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গত সাত বৎসর যাবৎ বসিতেছে। মেলায় এই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে প্রায় দুইশত যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় খোলা জায়গায় বিভিন্ন পণ্যাদির প্রায় ষোল-সতরটি দোকানপাট বসে এবং চার-পাঁচজন ফেরীওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রতি বৎসর আশেপাশের গ্রাম হইতেই আসেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় নাচগান, জুয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সাঁওতালগণ স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে মিলিতভাবে নৃত্যগীত করেন।

নববর্ষের মেলা

করণদীঘি গ্রামে ১লা বৈশাখ পুণ্যস্নান উপলক্ষ্যে করণ-দীঘি-র পাড়ে প্রায় ছয়-সাত বিঘা জমির উপর মেলাটি বসে। জমিটি পূর্বে জমিদার শ্রীপৃথিচাঁদ মহাশয়ের ছিল, কিন্তু বর্তমানে সরকারের স্বত্বাধীন। মেলাটি প্রায় একমাস ধরিয়া চলে এবং প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে মেলায় সকল সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় সত্তর-আশীটি দোকানপাট বসে। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি জিনিষপত্রের বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও স্থানীয় কারুশিল্পজাত দ্রব্যের দোকানপাটও বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় সার্কাস, সিনেমা, নাগরদোলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

কামারতোড় গ্রামে শ্রীর্নিচিৎলাল সিংহ মহাশয়ের ব্যক্তিগত রাস উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার নিজস্ব পাঁচ বিঘা জমির উপর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে প্রায় বার-তের দিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। মেলাস্থানেই গ্রামের হাট বসে। গত তিন বৎসর ধরিয়া মেলাটি বসিতেছে। মেলায় হিন্দু, মুসলমান, পালিয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ ভৈরবী, বুধবা, চাঁপাচণ্ডী, মিরজাতপুর, মোহনপুর, বসরা, মেহেন্দ্রাবাড়ী, শিশুটোলা, লোদীপুর, ঝাবরতোড়, রাখপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া দানখোলা, রায়গঞ্জ, বারসই প্রভৃতি চৌদ্দ-পনের মাইল দূরবর্তী গ্রাম হইতেও মেলায় যাত্রীগণ আসিয়া থাকেন। সমবেত যাত্রীর মধ্যে এক চতুর্থাংশ স্ত্রীলোক। মেলায় যাত্রীরা অধিকাংশই পদব্রজে আসেন, কিছু সংখ্যক যাত্রী গরুরগাড়ী এবং ঘোড়ায় করিয়া আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর প্রধানতঃ বারসই, বলরামপুর, রায়গঞ্জ, ভাটোল, দানখোলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি, মাটির খেলনা, বাঁশের তৈয়ারী জিনিষপত্র, জুতা প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। স্থানীয় গ্রামের হাটবারের দিন ছাড়া বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়। গত বৎসর মেলা উপলক্ষ্যে ভাগলপুর হইতে 'ভাগলপুর নট্ট কোম্পানী' নামক একটি যাত্রার দল আনা হইয়াছিল।

চোপড়া থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ ভাক্তিয়ারডাংগী (মৌজাঃ ভোতামারী)।
৩৪।৩,৯২৫।৬০২।২,০৯৫

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন তায়েরপুর এবং গ্রাম হইতে প্রায় তিন-চার মাইল দূরে সোনাপুর হইতে মোটর বাস পাওয়া যায়।

(ঘ) লক্ষ্মীপূজো। আশ্বিন মাসে তিন-চার দিনব্যাপী। উৎসবটি গত আট-দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) লক্ষ্মীপূজোর মেলা। আশ্বিন মাসে তিন-চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি আট-দশ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) লক্ষ্মীর স্হান আছে। পূজোর সময় কাঁচা ঘর তোলা হয়।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ পান্ডা, শিক্ষক,
বিলাতী বাড়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সোনারপুরহাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

২। গ্রাম ঃ ধঞ্জেগাছ।৫৮।৫৯৫।৯৭।২৯৬

(ক) মুসলমান, হাজরা, মালী, হাড়ী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজো, মহরম মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিন মাসে তিন দিনব্যাপী। মহরমের মেলা।

(চ) ×

শ্রীলতিফুর রহমান, প্রধান শিক্ষক,
ধঞ্জেগাছ বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দেবীঝোরা, পশ্চিম দিনাজপুর।

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

ধঞ্জেগাছ গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজো উপলক্ষ্যে দুর্গা-মন্ডপের সম্মুখে দুই বিঘা পরিমাণ জমিতে একটি মেলা বসে। জমিটি জমিদারের। তিন দিনব্যাপী এই মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দেড়শত নরনারীর সমাগম হয়। খাবার, মনিহারী, চা প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও গানের আসর বসে এবং জুয়া খেলা হয়।

লক্ষ্মীপূজার মেলা

ভাক্তিয়ারাডাংগী গ্রামে শারদীয়া পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজো উপলক্ষ্যে পূজামন্ডপের সম্মুখে চার বিঘা দেবোত্তর জমিতে তিন-চার দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত আট-দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের পাকামম্রা, পাড়ো-থুপি, এন্ডাবাড়ী, লোধাবাড়ী, বারঘরিয়া, তারিণী, কান্তিগাছ, মান্তোরজান প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। বিভিন্ন পণ্যাদির মোট প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য স্হানীয় গান-বাজনা হয়। গ্রামেই একটি গানের দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীঅনিরুদ্ধ ঠাকুর সিংহ। ইহা ছাড়া বারঘরিয়া গ্রামের শ্রীজনকলাল ও শ্রীভৈসালু সিংহ-এর দল এবং এন্ডাবাড়ী গ্রামের শ্রীধুলোরাম সিংহ-এর দলও আসিয়া থাকে।

গোয়ালপোখর থানা

গ্রাম বিবরণী

১। **গ্রামঃ চাপড়াবাখাড়ী।৪০।৮০১।৩৩৯।১,৮২৬**

(ক) কুমার, কামার, নাপিত, হরিজন, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটিরশিল্প।

(গ) রেলস্টেশন কিষাণগঞ্জ।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে বিজয় দশমী তিথিতে একদিন। মেলাটি গত পনের-ষোল বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) দুর্গা এবং কালী দেবীর মন্দির আছে।

শ্রীরামচরিত্র পণ্ডিত, প্রধান শিক্ষক,
চাপড়াবাখাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ লালকুরি ভায়া কিষাণগঞ্জ,
পশ্চিম দিনাজপুর।

২। **গ্রামঃ জিনতপুর।৬৪।৪৬৪।১৫০।৭৬৮**

(ক) প্রধানতঃ মুসলমান। ইহা ছাড়া পালিয়া (রাজবংশী) জাতি, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কিষাণগঞ্জ হইতে একটি পাকা রাস্তা সোজা পূর্বদিকে দেবীগঞ্জের সীমানা পর্যন্ত গিয়াছে। রাস্তাটির নাম দিনাজপুর রোড। রেলস্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে এই রাস্তার উত্তর দিকে গ্রামটি অবস্থিত। এই রাস্তা দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জম্ জম খাঁ পীরের উরস, মাঘে সরস্বতী পূজা, গ্রামদেবতা পূজা এবং চান্দ্র মাস হিসাবে স্থানীয় মুসলমানেরা ঈদ্ ও মহরম উৎসব পালন করেন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা কার্তিক মাসে। গত তিন বৎসর যাবৎ মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি দেবালয় আছে। এই দেবালয়ে গ্রামের যাবতীয় পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

বহুকাল পূর্বে এই স্থানটি জংগলাকীর্ণ ছিল এবং কোনও লোক বসতি ছিল না। স্থানীয় লোকের মুখে শোনা যায় যে, এই জংগলে, জিন পরী বাস করিত। পরবর্তী কালে এই জংগলের মধ্যে জম্‌জম্ খাঁ নামে এক পীর আসিয়া সাধন-ভজন আরম্ভ করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম জিনতপুর হইয়াছে।

শ্রীতামিজুদ্দিন আহম্মদ, শিক্ষক,
জিনতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গোনাবাড়ী, পশ্চিম দিনাজপুর।

৩। **গ্রাম ঃ কার্নাক।১১৯।২৬৮।৩৭।২০৩**

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, মাহিষ্য, চামার, হাড়ী, দোসাদ্, মুশাহর, মাড়োয়ারী, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেল ও মোটর বাস যোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা। কার্তিক মাসে সর্বজনীন কালীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে ব্যক্তি বিশেষের শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামের মুসলমানরা মহরম উৎসব পালন করেন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিন মাসে। পনর বৎসরের প্রাচীন।

শিবরাত্রির মেলা ফাল্গুন মাসে। দুই বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবের স্থান আছে।

শ্রীবীরনারায়ণ ঝাবিমল, শিক্ষক,
গ্রামঃ কার্নিক,
পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। **গ্রামঃ কালিয়া ডাটন। ২১৯।১,৪২৫।১,০৪৬।২,০৪১**

(ক) মুসলমান, কামার, তেলী, গোয়ালা, হাড়ী, মুচী। চারটি পাড়া—সিমলিয়া, ডাটন, কাসিয়া, রাস্তা-ভাঙ্গি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) দার্জিলিং রোড হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জিতিয়া পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে 'নয়া খোকা' (নবান্ন) উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং চান্দ্র মাস হিসাবে গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় ইদল-ফেতর, ইদুজ্জোহা, মহরম, সবেবরাত, মিলাদ শরীফ উৎসব পালন করেন। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) মহরমের মেলা। এক দিনের জন্য মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীরমজান আলী, প্রধান শিক্ষক,
সিমুলিয়া ডাটন প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ডালখোলা,
পশ্চিম দিনাজপুর।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

জিনতপুর গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে বিগত তিন বৎসর ধরিয়া ধরমপুর হাটে প্রায় তিন বিঘা জমিতে বৈকালে একটি মেলা বসে।

মেলায় হিন্দু, মুসলমান, পালিয়া জাতীয় হিন্দু এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল লোধন, গোনাবাড়ী, সাহাপুর, ইব্রাহিমপুর প্রভৃতি গ্রাম ছাড়াও কিষাণগঞ্জ, লাঞ্জিপাড়া, ইসলামপুরে প্রভৃতি স্থান হইতেও যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গরুর গাড়ী এবং রিক্সা এখানকার প্রধান যানবাহন।

মেলার বিক্রেতাগণ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল ছাড়া কিষাণগঞ্জ ও লাঞ্জিপাড়া হইতেও প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে এবং উহার প্রায় সবগুলিই খোলা জায়গায় বসে এবং প্রায় কুড়ি জনের মত ফেরীওয়ালাও আসেন। মেলায় খাবার, বাসনকোসন, মনিহারী জিনিস, কবিরাজী, হাকিমী, টোট্কা, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, হাল, লাঙ্গল, কাঁচি, দা, মাটির পুতুল, বাঁশের বাঁশী, খেলনা, বেতের জিনিস আমদানী হয়। তাহা ছাড়া এই মেলায় গবাদি পশুও ক্রয়-বিক্রয় হয়। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, লটারী প্রভৃতি ব্যবস্থা থাকে।

দুর্গাপূজার মেলা

কানুকি গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গত পনর বৎসর ধরিয়া পূজামণ্ডপ সংলগ্ন স্থানে একটি মেলা বসে। মেলাটি সাধারণতঃ বৈকালে বসে এবং প্রায় তিনশত যাত্রীর সমাগম হয়। ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেও যাত্রীরা আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় গ্রামের অধিবাসী। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, বই-ছবি প্রভৃতির কয়েকটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় কীর্তন গান হইয়া থাকে।

আশ্বিন মাসে চাপড়াবাখাড়ী গ্রামের কুম্ভকার পাড়ায় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গত পনর-ষোল বৎসর ধরিয়া দশমী পূজার দিন বেলা বারটা হইতে পরদিন সকাল পর্যন্ত একটি মেলা বসে।

আশেপাশের গ্রাম হইতে পদব্রজে এবং গরুর গাড়ীতে মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয়শত যাত্রী আসেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বিক্রেতাগণ ও ফেরিওয়ালাগণ আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতির দোকানপাট বসে। অন্য কোন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় বড় একটা দেখা যায় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় গ্রামের একটি দল কর্তৃক রামলীলা ও ছোট ছোট নাটক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন বৎসর ভিন্ন গ্রাম হইতে পেশাদারী যাত্রার দল আনা হয়।

মহরমের মেলা

কাসিয়া ডাটন গ্রামে মহরম উৎসব উপলক্ষ্যে এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী সিমুলিয়া-ডাটন গ্রামে সাধারণের প্রায় দুই-তিন কাঠা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতিকালের। মেলায় স্থানীয় গ্রামবাসীগণই আসেন, যাত্রীর সংখ্যা প্রায় চারিশত।

মেলায় স্থানীয় গ্রামবাসীগণই দোকানপাট দিয়া থাকেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় বারটি এবং দশ-বারজন ফেরীওয়ালাও আসেন। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা ও অন্যান্য কিছু কিছু জিনিষপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

শিবরাত্রির মেলা

কার্নাক গ্রামে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত দুই বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় লোকসমাগম ও দোকানপাটের সংখ্যা এই গ্রামে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মেলারই অনুরূপ।

॥ কুচবিহার ॥

কুচবিহার থানা

কুচবিহার

তন্ত্রগ্রন্থে কোচবিহারের নাম "কোচবধূপুর" রূপে উল্লিখিত আছে। কথিত আছে এই অঞ্চল শিবের অতি প্রিয় বিহারক্ষেত্র বলিয়া ইহার নাম "কোচবিহার" হইয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্য ঈস্ট্ ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়, তৎপূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল। পূর্ব্বকালে কোচবিহার প্রাচীন কামরূপ-খন্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামতারাজ্যের শেষ রাজা নীলাম্বরের পতনের পর .... কোচনেতা বিশু বা বিশ্বসিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য জাতিগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের বিজিত অঞ্চলের কতকাংশ অধিকার করিয়া আনুমানিক ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কোচজাতি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির একটি শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশ্বসিংহের সময়ে কোচরাজ্য পূর্ব্বে কামরূপ জেলার বড়নদী ও পশ্চিমে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, বিশ্বসিংহ কামাখ্যার সুপ্রসিদ্ধ কামপীঠের আবিষ্কার করেন। .... ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মল্লদেব বা নরনারায়ণ রাজা হন। মল্লদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায় কোচ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বীর তৎকালে অতি অল্পই ছিল। তিনি বাহুবলে আহোম, কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জয় করিয়া কোচ সাম্রাজ্যের অংগীভূত করেন। এই সময়ে তাঁহার অপর ভ্রাতা কমলা ব্রহ্মপুত্রের ধার দিয়া যে সামরিক রাজপথ নির্ম্মাণ করেন তাহা এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় ও গোঁসাই কমলা আলি নামে পরিচিত। কামাখ্যা দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরটি শুক্লধ্বজের চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতানের সহিত কোচ সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ ঘটে এবং সেই যুদ্ধে মহাবীর চিলারায় পরাজিত ও বন্দী হন। নরনারায়ণ তখন সম্রাট আকবরের সহিত যোগ দিয়া গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সংকোশ নদীর পশ্চিম দিকের অংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের ভাগে পড়ে, এবং সংকোশ নদীর পূর্ব্ববর্তী ও ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরস্থ ভূভাগ চিলারায়ের পুত্র রঘুদেবের অধিকারভুক্ত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই দুই রাজ্যকে যথাক্রমে "কোচবিহার" ও "কোচহাজো" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোচবিহার রাজ্যের অধিকারী লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলদিগের সহিত যোগ দেন এবং দিল্লীর সম্রাটের করদ রাজা রূপে পরিণত হন। কোচহাজো রাজ্যের রাজধানী বড়পেটার অনতিদূরবর্ত্তী বড়নগর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। আহোমগণ কোচহাজো রাজ্যের কিছু কিছু জয় করিয়াছিলেন। রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতের সময়ে কোচবিহার ও কোচহাজো রাজাদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই সুযোগে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মুঘলগণ কোচহাজো রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেদের খাস্ শাসনাধীনে আনেন। পরে পরীক্ষিতের বংশধরগণ কয়েকটি জমিদারী লাভ করিয়া বর্ত্তমান বিজনি গ্রামে বসবাস করেন।......

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়ারা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিলে কোচবিহাররাজ ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাহায্য গ্রহণ করেন; ভুটিয়ারা বিতাড়িত হন এবং লাসার লামার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে কোচবিহার রাজ্য ও ঈস্ট্ ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

কোচবিহার শহর তোরসা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত বলিয়া কোচবিহার শহরটি দেখিতে অতি সুন্দর। তরুবীথিযুক্ত সরল ও প্রশস্ত রাজপথ, রাজপথের পার্শ্বস্থ শ্যামল তৃনাচ্ছাদিত ভূখন্ড, প্রমোদউদ্যান, স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ দীঘি-সরোবর ও আম, কাঁঠাল, গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষের শ্রেণী শহরটিকে একটি সুন্দর কুঞ্জবনে পরিণত করিয়াছে। বাংলাদেশে এরূপ সুন্দর শহর নাই বলিলেও চলে। এখনকার বহু দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে মহারাজার প্রাসাদ, গ্রন্থাগার, রাণীর বাগান নামক উদ্যান, ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজভবন, মেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, সাগরদীঘি ও মদনমোহনের মন্দির উল্লেখযোগ্য। মদনমোহনের রাসযাত্রা উপলক্ষে মহাসমারোহ ও নানা স্থান হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এ সময়ে এখানকার প্রসিদ্ধ রাসের পুতুল দেখিতে পাওয়া যায়। রাসযাত্রা মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কোচবিহার শহরে রাজ-অতিথিশালা, হোটেল ও ডাকবাংলা প্রভৃতি থাকায় ভ্রমণকারীর পক্ষে এখানে থাকিবার কোনই অসুবিধা নেই।"

["বাংলায় ভ্রমণ", ২য় খন্ড, ১৯৪০ সালে পূর্ববঙ্গ রেল পথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত, পৃঃ ২৪-২৬]

১। গ্রাম ঃ হাড়িভাঙ্গা।৮০৭।·৬৯১।১৫৬।৭৬৭

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন দেওয়ানহাট।

(ঘ) ভাদ্রমাসে মনসাপূজা, কার্তিমাসে কার্তিকপূজা। কার্তিকপূজায় এই গ্রামের মেয়েরা মিলিতভাবে

আনন্দোৎসব করেন। চৈত্রমাসে মদনচতুর্দশীতে মদনকাম দেবের পূজা ও উৎসব—বহু প্রাচীন উৎসব, চার-পাঁচ দিন ধরিয়া চলে।

(ঙ)

(চ)

শ্রীমনোপ্রসাদ রায় সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ হাড়িভাঙ্গা, কুচবিহার।

গ্রাম: শিবপুর (মৌজা—উত্তর শিবপুর)।
৮১৩।১·৬০৬।১১৬।৫৯৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া—দক্ষিণটারি, পশ্চিমটারি, উত্তরটারি, পূর্বটারি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে) হইতে মোটরে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিনমাসে চারদিন। মেলাটি সম্প্রতি শুরু হইয়াছে।

(চ)

শ্রীছলিমদ্দিন আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
উত্তর শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মরিচবাড়ী, কুচবিহার।

৩। গ্রাম : মাঘপালা।৮২৩।·৯৬১।২৯৪।১,০৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, জেলে, মুসলমান, কায়স্থ, যুগী, মাড়োয়ারী, গন্ধবণিক, নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে তের মাইল দূরে কুচবিহার রেলস্টেশন। কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন-কার্তিকমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালী ও কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণমাসে রাসযাত্রা এবং ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি এবং মনসাপূজা।

(ঙ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার মেলা, কার্তিকমাসে কালীপূজার মেলা, অগ্রহায়ণমাসে রাসমেলা, ফাল্গুনমাসে দোলমেলা এবং শিবরাত্রির মেলা ও মনসা পূজার মেলা হয়। শিবরাত্রির মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শীতলা, মনসা, চণ্ডী, পদ্মকুমারী, বুড়ী, বুড়াবুড়ী, মদনকাম, জগদ্ধাত্রী, মশান, সন্ন্যাসী, জকা-জকিনী, ঢেল-দেব, ডাং-ধরা প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে। উল্লিখিত দেবদেবীর প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্থান বা পীঠ আছে।

গ্রামে বিবাহাদি উপলক্ষ্যে পদ্মকুমারী (মনসা) পূজা হয়। ইহাতে পাঁচ, সাত বা নয়দিন ধরিয়া পদ্মপুরাণপাঠ বা বিষহরির গান হয়।

গৃহস্থের ঘরে গরু প্রসব করিলে "বুড়ী"-মার পূজা দেওয়া হয়। গ্রামে সর্বসাধারণের বা ব্যক্তি-বিশেষের কোনরূপ অমঙ্গল দেখা দিলে বুড়াবুড়ির পূজা দেওয়া হয়। শিব ও তাঁহার শক্তিকে বুড়া-বুড়ি কল্পনা করা হয়।

পথের দুর্ঘটনা আশঙ্কা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মশান পূজা হয়। শূকরের পীঠে চতুর্ভুজ শিব—ইহাই মশান মূর্তি। মশান দেবতার স্থান প্রধানত পথের ধারেই থাকে। চিড়া ও দই দিয়া মশান দেবতার পূজা দেওয়া হয়।

সন্ন্যাসী পূজাও পথের ধারে হইয়া থাকে। ইহাও শিব মূর্তি।

জকা-জকিনীর পূজা ক্ষত্রিয়রা নিজেরাই করিয়া থাকেন। এই পূজায় বলির ব্যবস্থা আছে। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিরাময়লাভের জন্যই জকা-জকিনীর পূজা দেওয়া হয়।

ঢেল-দেবের পীঠস্থান গাছের নীচে। শুনা যায়, ইনি খুব জাগ্রত দেবতা। ইঁহার পূজার কোন বিশেষ রীতি-পদ্ধতি নাই।

ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যেই ডাং-ধরা দেবতার পূজা দেওয়া হয়। ডাং-ধরা ব্যাঘ্র দেবতা।

উপরিউক্ত গ্রাম্য দেবদেবীর নিকট পাঁঠা, পায়রা, হাঁস, চালকুমড়া, বাতাবীলেবু প্রভৃতি মানত করা হয় এবং বলি হয়।

শোনা যায়, প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বেও এই গ্রামে সাড়ম্বরে মাঘোৎসব পালন করা হইত। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সারা মাঘমাস ধরিয়া নাচ-গান ও উৎসব চলিত। মাঘমাস পালন করা হইত বলিয়াই সম্ভবতঃ গ্রামের নাম "মাঘপালা" হইয়াছে। বর্তমানে এই উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীভুবনচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
মাঘপালা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ মাঘপালা, কুচবিহার।

৪। কালিআরি।৮২৫।১·৮৪৬।২৯২।১,৩১৬

(ক) রাজবংশী, মুসলমান এবং পশ্চিমদেশীয়। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে নয় মাইল দূরে রেলস্টেশন কুচবিহার। গ্রামের মধ্য দিয়া কাঁচা রাস্তা আছে—উহাতে কুচবিহার-মাথাভাঙ্গা লাইনের মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা এবং অষ্টম প্রহরব্যাপী অখন্ড নামকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বহু প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে।

(চ) গ্রামে মনসা, শীতলা এবং মশানের পাট আছে। এই সমস্ত গ্রাম্য দেবদেবীর নিকট গ্রামবাসীগণ মানত করেন ও পূজা দেন। শীতলা ও মশানের পাটে পাঁঠা, পায়রা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন গ্রামে সাধারণের চারখানি টিনের ঘর বা দেবালয় আছে। এই দেবালয়ে গ্রামের পূজাদি হইয়া থাকে।

গ্রামের মধ্যে "আখড়ার হাট" নামে একটি স্থান আছে। এই খানেই গ্রামের বিদ্যালয় এবং মন্দির সমূহ অবস্থিত। এই স্থানটির সংগে একটি কিংবদন্তী জড়িত আছে। শুনা যায়, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই স্থানে স্বরূপদাস গোস্বামী নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ বাস করিতেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। ভূতভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই সত্য হইত। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট আসিয়া বসবাস করিতেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই স্থানটি "আখড়ার হাট" নামে পরিচিত হইয়াছে।

শ্রীবরদা চন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক,
পশ্চিম কলিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ এলিজানের কুঠি, কুচবিহার।

৫। **গ্রাম : হলদিমোহন (মৌজা—চিলাকিরহাট)। ৮৪৯।২·৪৮৯।৪০৬।২,০৩৯**

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্ত্তী রেলস্টেশন দেওয়ানহাট এবং কুচবিহার রেলস্টেশনটি গ্রাম হইতে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের নিকট দিয়া মাথাভাঙ্গা—নিশিগঞ্জ রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দোলের মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালী মন্দির আছে এবং স্থানীয় হাট হইতে তোলা আদায় করিয়া দেবীর পূজার্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়। তাহা ছাড়া গ্রামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি আশ্রম আছে।

শ্রীভোলানাথ রায়, সরকারী চাকুরী,
মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রোড,
কুচবিহার।

৬। **গ্রাম : পাটছাড়া।৮৫৫।৪·৭৫৬।৭৫৯।৩৭৫০**

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, মাহিষ্য (কুড়ি), মোদক, নাপিত, তেলী, মুচি, মুসলমান, তাঁতি, জোলা, ছুতার, কামার, কুমোর, হাড়ী।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্ত্তী রেলস্টেশন দিনহাটা। দিনহাটা—গোসানীমারি রাস্তায় মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, মাঘমাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্রমাসে বাসন্তীপূজা, শিবের গাজন এবং মহরম মাসে মহরম ও ইদুল-ফেতর, ইদুজ্জোহা পরব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ)

শ্রীশশধর বর্ম্মন, শিক্ষক,
পাটছাড়া নিউ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ পাটছাড়া, কুচবিহার।

৭। **গ্রাম : ময়নাগুড়ি দিঘলহাটি। ৮৬৯।১·৫৫৯।২০৯। ১,৫৯১**

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দেওয়ানহাট।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্ত্তিকমাসে রাসপূর্ণিমায় রাসযাত্রা এবং নারায়ণ পূজা।

(ঙ) ×

(চ) কালী, মহাকাল, ভৈরব, মনসা, প্রভৃতি দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী সরকার, শিক্ষক,
গ্রামঃ দিঘলহাটি,
পোঃ এলিজানের কুঠি, কুচবিহার।

৮। গ্রাম : চড়কেরকুঠি।৮৮৮।১·৬২১।১৬৪।৯৩৩

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দেওয়ানহাট হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতয়াত চলে।

(ঘ) ফাল্গুন মাসের পঞ্চমী তিথিতে পঞ্চমদোল উৎসব।

(ঙ) পঞ্চমদোলের মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীহরিগোবিন্দ পাল, শিক্ষক,
চড়কেরকুঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
কুচবিহার।

৯। গ্রাম : ধলিয়াবাড়ী।৯০৯।১·০৮২।২৭০।১,৪৫৬

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, বারুই, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার। গ্রামে জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা, ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রি উৎসব।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুনমাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দিরে সিদ্ধনাথ নামে খ্যাত শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
ধলিয়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ঘুঘুমারি, কুচবিহার।

১০। গ্রাম : গুদাম মহারাণীগঞ্জ।৯১২।·১৫৯।৯০।৪৪১

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার।

(ঘ) বৈশাখ মাসে কালীপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোল এবং মহরম মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব।

(ঙ) মহরমের মেলা। মহরম মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি কালীমন্দির, একটি মসজিদ, একটি পীরের দরগাহ আছে। প্রায় প্রতি বাড়িতেই মনসা পূজা হইয়া থাকে। গ্রামটি কুচবিহার পৌর এলাকা হইতে সিকি মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীএলাহিবক্স মিঞা, শিক্ষক,
গুদাম মহারাণীগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ঘুঘুমারী, কুচবিহার।

১১। গ্রাম : চাত্‌রা চেকারডারা।৯৫১।·২২২।৫৩।২৪০

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে রেলস্টেশন দেওয়ানহাট। গ্রামে পি, ডব্লিউ, ডি-র রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন। গত দশ বৎসর যাবত মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীমফিজউদ্দীন মিঞা, প্রধান শিক্ষক,
চাতরা চেকারডারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ধুমপুর বালাসী, কুচবিহার।

১২। গ্রাম : ধুমপুর বালাসী।৯৫৬।·৮০৯।১৫২।৭৬৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান, রাজবংশী ক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে দেওয়ানহাট রেলস্টেশন হইতে জেলা বোর্ডের একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া এই গ্রামে যাতয়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি উৎসব হয়। ইহা ছাড়া মহাকালপূজা, মশানপূজা প্রভৃতি পূজা হয়। মহাকাল ও মশান পূজার কোন নির্দিষ্ট দিন নাই—বৎসরের যে কোন একদিন পূজা-উৎসব হয়। মহামারী দেখা দিলে গ্রামবাসীগণ সকলে মিলিয়া মশান স্থানে পূজা দিয়া থাকেন। মশান, মহাকাল ও কালীপূজায় হাঁসের ডিম, পাঁঠা, পায়রা ইত্যাদি মানত দেওয়া হয় এবং পূজার সময় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে।

(চ) গ্রামে শিবমন্দির, কালীমন্দির ও মশান দেবতার স্থান আছে।

শ্রীসুনীল কুমার সরকার, শিক্ষক,
ধুমপুর বালাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ধুমপুর বালাসী, কুচবিহার।

১৩। গ্রামঃ বড় বালাসী। ৯৫৯।-৪১৫।৪৭।২২৮

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে কাঁচা রাস্তা ধরিয়া রেলস্টেশন দেওয়ানহাট যাওয়া যায়।

(ঘ) মশান পূজা ও মহাকালপূজা।

(ঙ) ×

(চ) মহাদেব ও মশান দেবতার স্থান আছে।

মহাদেবের স্থানে একটি প্রস্তরখন্ডকে শিবজ্ঞানে পূজা করা হয়। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার মহাদেবের নিকট পূজা দেওয়া হয়। পূজায় প্রয়োজনীয় ধর্মাচার হিসাবে গাঁজা সহ একটি কল্কি দেওয়া হয়।

শ্রীপ্যারী মোহন বর্মা, প্রধান শিক্ষক,
বড় বালাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ধুমুপুর বালাসী, কুচবিহার।

১৪। গ্রামঃ গোপালপুর। ৯৮০।৭-৭৪৪।১,০৬৯।৫,৮৬৫

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে বাণেশ্বর রেলস্টেশন।

(ঘ) বৈশাখ মাসে শীতলা ও পবনপূজা, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, রাসপূর্ণিমায় রাসযাত্রা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা ও ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব, চৈত্র মাসে বারুণী স্নান ও বাসন্তী পূজা, শিবচতুর্দশীতে থানেশ্বর দেব পূজা ও চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা এবং বৎসরের যে-কোন সময় সাড়ম্বরে গোপালদেবের বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। বহুকালের প্রাচীন। শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোপালের পাট ও মন্দির আছে, থানেশ্বর মন্দিরে রামলিংগ শিব প্রতিষ্ঠিত আছে।

বহুকাল পূর্বে কুচবিহার রাজবংশ কর্তৃক এখানে একটি গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা হইতে স্থানটি গোপালপাট নামে অভিহিত হয়। এই গোপালপাট এবং গোপাল বিগ্রহ এখনও বিদ্যমান আছে। গোপালপাট হইতে গ্রামের নাম গোপালপুর হইয়াছে। গ্রামটি বেশ বড় এবং অনেকগুলি 'টারী' বা পাড়া আছে। কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হইল:—

খামারটারী, খাড়াধরাটারী, ('খাড়াধরা' পদবী কুচবিহার রাজন্যবর্গের দেওয়া পদবী, জাতিতে ইঁহারা রাজবংশী। পূজা-পার্বণে 'বলি' দিবার জন্য যাঁহারা খড়া বা খাঁড়া ধরিতেন, তাঁহাদিগকে এই পদবী দেওয়া হয়, জায়গীর স্বরূপ কিছু জমিও তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়)।

'কামীটারী' (ইহারা জাতিতে রাজবংশী, অতীতে কুচবিহার রাজন্যবর্গের সংগে যাঁহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা 'কামী'— পদবী প্রাপ্ত হন)।

'মহিষালটারী' (মহিষ পালন দ্বারা যাঁহাদের জীবিকানির্বাহ হইত, তাঁহাদিগকে 'মহিষাল' বলা হইত)।

বর্তমানে এই পাড়াটি 'কঙ্কণগুড়ি' নামে অভিহিত। এই নামকরণের মূলেও একটি কিংবদন্তী আছে। এই পাড়ার মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্রনদী প্রবাহিত, সেই নদীতে প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে একটি সোনার কঙ্কণ পাওয়া যায় এবং এই কঙ্কণটি দেবীর কঙ্কণ জ্ঞানে পূজার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীঅমিয় কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষক,
শ্রীজীবেন্দ্র নাথ বর্মন, শিক্ষক,
গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ গোপালপুর, কুচবিহার।

১৫। গ্রামঃ ডুডুমারী। ৯৮৩।-৯২০।১১৩।১,৫০৮

(ক) রাজবংশী, সাঁওতাল, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল ও মোটর স্টেশন আলিপুরদুয়ার হইতে কাঁচা রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হয়। পূজাটি গ্রামে গত আট বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন ব্যাপী। গত আট বৎসর যাবত মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে টিনের চৌ-চালা যুক্ত একটি ঘর দুর্গামন্ডপরূপে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীচাঁদেশ্বর রায়, প্রধান শিক্ষক,
ডুডুমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মরিচবাড়ী, কুচবিহার।

১৬। গ্রামঃ মরিচবাড়ী। ৯৮৭।৬-০০৭।৭৮৫।৪,২৮৬

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ছুতার, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন আলিপুরদুয়ার।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে মদনমোহনঠাকুরের দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাসযাত্রার মেলা চৈত্র মাসে চারদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টিনের চালাযুক্ত একটি দেবালয়ে পিতল নির্ম্মিত মদন মোহন দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দেবালয়টি কামীপাড়ার শিবপ্রসাদ কামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহাভিন্ন গ্রামে একটি কালীর পাট ও শাখাতিদেবীর পাট আছে। শাখাতিদেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষ্যে কয়েকটি দোকানপত্র বসে এবং গান-বাজনার আয়োজন করা হয়।

শ্রীমনীন্দ্র কুমার সাহা, প্রধান শিক্ষক,
মরিচবাড়ী ৩নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ও
শ্রীজীতেন্দ্র চন্দ্র দেব, প্রধান শিক্ষক,
মরিচবাড়ী ট্রাইব্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মরিচবাড়ী, কুচবিহার।

১৭। গ্রাম : বৈকুণ্ঠপুর।১,০০৮।·৫২৩।৮১।৪৪৫

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ছুতার, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাণেশ্বর হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমায় সোয়ারী উৎসব বহুকাল পূর্বে কুচবিহার মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠনাথ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং দুইদিন ব্যাপী চলে।

(ঙ) বৈকুণ্ঠনাথদেবের দোল সোয়ারীর মেলা। ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমা হইতে দুইদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) বৈকুণ্ঠনাথের মন্দির ও বিগ্রহ আছে।

কুচবিহারের মহারাজদের 'রায়কত' উপাধিধারী প্রধান মন্ত্রীগণ বংশপরম্পরায় এই গ্রামে বসবাস করিতেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দে, শিক্ষক,
বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ বাণেশ্বর,
কুচবিহার।

"After the death of Chandan, Biswasinha ascended the throne in 1522 A.D. At his coronation Sisyasinha Biswa's brother, held the royal umbrella over Biswa's head and assumed the title of Raikat which means head of the family and hereditary Chief Minister. He became the king's Chief Minister and Commander of the army, and started the famous Raikat family of Baikunthapur. .... Sisyasinha took a fancy to Baikunthapur, and settled there, obtaining from the king Pargana Baikunthapur in the district of Jalpaiguri.

(District Handbooks, 1951, Cooch Behar, by A. Mitra, p. xxix—xxx.

১৮। গ্রাম : সিদ্ধেশ্বরী।১,০০৯।২·৪৮৩।৪৭৫।২,২৭৮

কুচবিহার শহর হইতে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী মন্দির রহিয়াছে।

১৯৫২ সালে Shri M. S. Vats, Director General of Archaealogy in India.

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির পরিদর্শণ করেন। এই মন্দির সম্পর্কে তাঁহার বিবরণী নীচে উদ্ধৃত করা হইলঃ

"This temple is believed to have been built by Maharaja Prana Narayana about the same time as the Baneswar temple. Architecturally, however, this is a very late example typical of the East India Company style, to judge from the doric pillars that frame each side of the octagon. The dome, of course, is much similar to the Baneswar temple, but that is a feature which still continues. There are no curved lines as have been noticed in the Baneswar temple. On stylistic grouns I put it to the end of the 18th or the beginning of the 19th century. . . .

Religious, however, it is claimed to be a *pithasthana* of *Sakti*, and the *kamaranga* tree, which is growing in an enclosure to the east of the temple, is considered symbolic of the goddess Kamakshya. The temple is dedicated to Bhagavati, and in the shrine here is the gauriptta....."

[M. S. Vats, quoted in District Handbooks, 1951, Cooch Behar, by A. Mitra ; p. 121]

বাংলা ১৩৬৭ সনে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় সিদ্ধেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা উৎসব বিবরণী অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১৯। গ্রাম : বাণেশ্বর।১,০১৪।·৯২০।৩৫৭।১,৭৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, কামার, ছুতার, মেথর, মুসলমান প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) আলিপুরদুয়ার—দিনহাটা রেলপথে এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে বাণেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসব, আশ্বিন মাসে একটি সর্বজনীন ও স্থানীয় ক্ষত্রিয় সমিতি কর্তৃক একটি দুর্গাপূজা হয়। ইহা ভিন্ন কার্তিক মাসে সর্বজনীন কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে তিন দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বাণেশ্বর শিবের মন্দির ও সাধারণের একটি পূজা মণ্ডপ আছে।

গ্রামে বাণেশ্বর শিবের অবস্থানহেতু গ্রামের নাম বাণেশ্বর হইয়াছে।

শ্রীঅরুণ কুমার রায়,
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর,
কলিকাতা—১।

১৯৫২ সালে Shri M. S. Vats, Director General of Archaeology in India বাণেশ্বর শিবমন্দির পরিদর্শন করেন। এই মন্দির সম্পর্কে তাঁহার বিবরণীটিও নীচে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

". . . . . Its erection is attributed to Maharaja Prana Narayana . . . . The date of this temple is about 1665 A.D. This sanctum is square both inside and out, and the floor of the cella is about 10 ft. lower than the terrace in front of the temple which faces west. The lingam and the yoni, together with the floor of the shrine are now inclined towards the east as a result of the earthquake of 1897. . . . The crown of the dome consists of a full-blown lotus. . . . .

On the outside, the skyline of the shrine below the dome and of the cornice resembles the shape of a bent bamboo . . . . . . There is a large tank to the south of the shrine."

"There is a bronze image of standing Nandi inside. It is 1'-6" high. He holds a *trisula* in each of his two hands. . . . ."

(District Handbooks, 1951, Cooch Behar by A. Mitra p. 120-121).

২০। গ্রাম ঃ বোকালির মঠ।১,০২২।·৭১৯।৬৯।৪৮০

(ক) হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাণেশ্বর।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। ১৯৫৮ সালে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই মনসা ও শীতলা পূজা হয়। প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, পূর্বে এখানে বোকালী-দেবীর মঠ ছিল। এখনও গ্রামে বড় বড় পাথরের খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমাণ করা হয় এই পাথরখণ্ডগুলি উক্ত মঠের ধ্বংসাবশেষ।

শ্রীজয়কান্ত কার্মী, শিক্ষক,
বোকালির মঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাণেশ্বর, কুচবিহার।

২১। গ্রাম ঃ খোল্‌টা।১,০২৪।৫·১৯০।৯৫৯।৪,৪৩৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী।

(গ) আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী-পূজা এবং চৈত্র মাসে মদন চতুর্দশী তিথিতে কামদেব পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে তিন-চার দিন ব্যাপী। মেলাটি পনের বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শ্মশানকালীর স্থান, দুইটি শীতলার স্থান, দুইটি গাবুর দেবতার স্থান, তিনটি কুমির স্থান আছে। গাবুর দেব চতুর্ভুজ ও মহিষ বাহন এবং কুমিরদেব দ্বিভুজ, তাঁহার বাহন ব্যাঘ্র।

গ্রামে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই মনসা ও শীতলা দেবীর পূজা হয়।

উল্লিখিত দেবদেবীর পূজায় ডিম, পায়রা, পাঁঠা, মহিষ প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়।

গ্রামের নাম সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই গ্রামেই প্রথম খোলের প্রথম বোল—'তা' বাজাইয়াছিলেন। খোলের 'তা' হইতে খোল্‌তা এবং পরে খোল্‌টা হইয়াছে।

শ্রীপর্বনাথ রায় সিংহ সরকার, প্রধান শিক্ষক,
খোল্‌টা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খোল্‌টা, কুচবিহার।

২২। গ্রাম ঃ হরিপুর।১,০৩০।·৬৫৪।৫২।৫২৩

কুচবিহার—মাথাভাঙ্গা রাস্তায় কুচবিহার হইতে প্রায় সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে হরিপুর গ্রাম। এই গ্রামে মহাদেব হরিহর শিবলিংগ এবং তাঁহার মন্দির আছে। ইহা একটি প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির।

" This is a square shrine crowned by a pyramidal cone. The shrine is bodily sunk to the west which it faces. The cornice below the pyramidal cone is of the bent bamboo type as in the Baneswar temple. Inside is a *linga* known by the name of Hari-Hara Siva. The temple was built by Maharaja Upendra Narayana (1714-1763)".

[District Handbooks, Cooch Behar, 1951 by A. Mitra, p. 121]

২৩। গ্রাম : কচুবন।১,০৪৭।·৭৩৮।১১২।৫১৭

(ক) রাজবংশী, কায়স্থ, জেলে, শঙ্করদাস।

(খ) কৃষিকার্য, বাঁশের কাজ ও মাছধরা।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার, মোটরস্টেশন পুণ্ডিবাড়ী।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা ও হরিবাসরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। অষ্টমী স্নানের মেলা। মেলা দুইটি সম্প্রতিকালের।

(চ) শ্মশানকালীর স্থান, হরিমন্দির ও অন্যান্য পূজা মণ্ডপ আছে। ত্রিনাথ ঠাকুরের পূজায় ভক্তদের গাঁজা সেবন প্রয়োজনীয় ধর্মাচার বলিয়া গণ্য করা হয়। ভক্তরা নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিয়া ত্রিনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গাঁজা সেবন করিয়া থাকেন :

"স্বর্গে ছিল ত্রৈলোক্যনাথ, মর্ত্যে অধিকার,
ভক্তে পাইয়ে তারে করিল প্রচার।
ত্রিনাথের নাম যেবা একচিত্তে লয়,
সর্বশক্তি হয় তার রণে-বনে জয়।।"

শ্রীঅবনী মোহন বল, শিক্ষক,
কচুবন প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মধুপুর, কুচবিহার।

২৪। গ্রাম : মধুপুর।১,০৪৮।·৩৯৪।১১৮।৫৩৩

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামটি কুচবিহার-শিলিগুড়ি পাকা রাস্তা হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এই রাস্তায় মোটর বাস চলাচল করে। গ্রাম হইতে ঐ তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়া বা গরুর গাড়ীতে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) কার্তিক পূর্ণিমায় রামোৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে তিনদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

সরস্বতী পূজার মেলা। মাঘ মাসে।

(চ) একটি মন্দির আছে, সেখানে কোন মূর্তি নাই। বৈষ্ণব শঙ্করদেবের অনুদিত ভাগবত পূজা হয়। মন্দিরে একটি অনির্বাণ প্রদীপ প্রজ্বলিত আছে।

আনুমানিক ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আসামের বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শ্রীশঙ্করদেব এই স্থানে ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তিনি এই স্থানেই দেহত্যাগ করেন।

শ্রীভোলা নাথ রায়,
সাধারণ সম্পাদক,
উত্তরবঙ্গ লোকগীতি ও সাহিত্য পরিষদ,
মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ রোড, কুচবিহার।

" The places which are responsible for the spread of Vaishnavism in Cooch Behar are Madhupur and Damodarpur. The former was founded by Sankara and the latter by Damodara, two Vaishnav preachers of Assam, who were contemporary of Sri Chaitanya Deva. This Sankara Deva is also responsible for the spread of Vaishnavism in Manipur and Assam. The place is now known for the *kirtan*, which is carried on daily in front of the *charana paduka* of Sankara Deva, which are installed on a *sinhasana*. This is a stronghold of Assamese priests of Vaishnavism, and the *gaddi* is passed on from *guru* to the disciples, who are under a vow of life-here is called *Sankara-panthi*.

(District Handbooks, 1951, Cooch Behar by A. Mitra, p. 121)

২৫। গ্রাম : চন্দনচৌড়া।১,০৫১।১·৪১১।২২৯।১,১২৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষি ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। পাঁচ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচদিন ব্যাপী। মেলাটি মাত্র পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

১৯৫১ সালের জনগণনায় গ্রামটি "জনবসতিহীন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ দেশ বিভাগের পরে উদ্বাস্তুদের আগমনে এখানে জনবসতি গড়িয়া

উঠিয়াছে। আমাদের সংবাদদাতার হিসাবে বর্তমানে গ্রামে দুইশত দশটি পরিবারের বসতি আছে।

শ্রীরসিক চন্দ্র দে, প্রধান শিক্ষক,
চন্দনচৌড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পুণ্ডিবাড়ী, কুচবিহার।

২৬। গ্রাম : হোলঙ্গের কুটি।১,০৬১।·৮৩২।১১৮।৮৭৮

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কুচবিহার-শিলিগুড়ি রাস্তায় অবস্থিত পুণ্ডিবাড়ী হইতে কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে একটি ছোট ঘরে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৃহস্পতিবার গ্রামবাসীগণ মদনমোহনদেবের পূজা দেন।

গ্রামে হোলঙ্গ নামে একটি বিল আছে—সম্ভবতঃ ইহা হইতেই গ্রামের নামকরণ করা হইয়াছে।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র অধিকারী, শিক্ষক,
হোলঙ্গের কুটি, প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পুণ্ডিবাড়ী, কুচবিহার।

২৭। গ্রাম : অঙ্গারকাটা।১,০৬৪।·৮১৭।১৩৬।৭৭৬

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার উৎসব।

(ঙ) দোল পূর্ণিমার মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের পূর্বদিকে 'বুড়ার পাট' নামে একটি স্থান আছে। সেখানে কোন বিগ্রহ নাই। স্থানীয় অধিবাসীগণ প্রত্যহ সেখানে ধূপ ও দীপ দিয়া থাকেন।

শ্রীসহিরুদ্দিন সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম : অঙ্গারকাটা,
পোঃ পুণ্ডিবাড়ী, কুচবিহার।

২৮। গ্রাম : খাগড়ীবাড়ী।১,০৭৬।২·৮১৯।৩১৩।১,৯৮৯

(ক) রাজবংশী, মুসলমান, মাহিষ্য, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নাপিত, মুচি।

(খ) কৃষিকার্য, জাতি ব্যবসায় ও চাকুরি।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কুচবিহার। গ্রামের মধ্যে চলাচলের জন্য কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, চৈত্র মাসে বারুণীস্নান।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে।

বারুণীস্নানের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি হরি মন্দির আছে।

শ্রীঅমূল্য কুমার দাশ, শিক্ষক,
খাগড়ীবাড়ী স্যুটিং ক্যাম্প, প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পাতলা খাওয়া, কুচবিহার।

২৯। গ্রাম : বাউশদহ নতিবাড়ী।১,০৭৭।৩·৮৫৮।৩৭৮।১,৯৭৬

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেল ও মোটর স্টেশন কুচবিহার হইতে পুণ্ডিবাড়ী হইয়া যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) চৈত্র মাসে মদন চতুর্দশীতে মদনকাম দেব পূজা।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীহরিশ চন্দ্র শীল, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম : বাউশদহ নতিবাড়ী,
পোঃ ঘোকসাডাঙ্গা, কুচবিহার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কুচবিহার সদরে অনুষ্ঠিত আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা ও তদুপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী যথাক্রমে 'উৎসব বিবরণী' ও 'মেলা বিবরণী' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

উৎসব বিবরণী

কার্তিকপূজা

কার্তিক মাসে মাঘপালা গ্রামে কার্তিকপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজায় এই অঞ্চলের মহিলারা বিশেষভাবে যোগদান করেন। যথারীতি পূজা শেষ হইলে গ্রামের মহিলারা মিলিতভাবে নাচ-গান করেন। নাচ-গানের সময় তাঁহাদের গায়ে কোনরূপ কাপড়-চোপড় থাকে না। এই ভাবে নাচ-গান করিয়া তাঁহারা

কার্তিকের নিকট 'বর' প্রার্থনা করেন এবং শোনা যায় অনেকের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। মহিলাদের নাচ-গানের সময় পূজা প্রাঙ্গণে কোন পুরুষ মানুষকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

গোপালপূজা

গোপালপুর গ্রামে গোপাল পাটে প্রতিষ্ঠিত গোপালদেব-এর পূজা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা এই অঞ্চলের একটি বিশেষ পূজা, পূজার নির্দিষ্ট কোন দিন নাই, স্থানীয় অধিবাসীরা সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী প্রতি বৎসরই একবার মহাধুমধামের সহিত পূজা করিয়া থাকেন। এই পূজা তিনদিন হইতে সারাদিন পর্যন্ত চলে। গোপাল বিগ্রহটি কুচবিহার মহারাজার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাস ও দোলে বিশেষ উৎসব হয়।

দুর্গাপূজা

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কুচবিহার পৌর এলাকার অধীন দেবীবাড়ীতে কুচবিহার মহারাজগণের পারিবারিক দুর্গোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজার জন্য শহর এলাকায় বিরাট পাকা দুর্গামণ্ডপ আছে। মন্ডপটি কুচবিহার রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ দেবীবাড়ী রোডের উপর অবস্থিত। মন্ডপটি এই অঞ্চলে 'দেবীবাড়ী' নামে খ্যাত। শারদীয়া উৎসব উপলক্ষ্যে এই মন্ডপেই দশভুজা দুর্গার বিরাট মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া ষষ্ঠী হইতে দশমীতিথি পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী যথারীতি পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুচবিহারবাসীগণ দাবী করেন যে, এইরূপ বিরাটকায় দুর্গা-মূর্তি বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না। দুর্গার ধ্যানে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানে যথারীতি পূজা হয়। তবে এই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, অষ্টমী-তিথিতে দেবীর নিকট একটি মহিষ এবং সরকারী মোট সাঁইত্রিশটি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়। অষ্টমী তিথির রাত্রে এবং দেবীর বিসর্জনকালে ঘাটে পূর্ব প্রথানুযায়ী দুইটি শূকর বলি দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া মানতকারীরা অষ্টমী তিথিতে দেবীর নিকট মানসিক পাঁঠা, কবুতর ও হাঁস বলি দিয়া থাকেন। এইরূপ মানসিক পশুপক্ষী বলির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সরকারী দেবোত্তর দপ্তর হইতে পূজা-উৎসবের সকল ব্যয় বহন করা হয়। বংশানুক্রমে রাজপুরোহিতগণই দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান রাজপুরোহিত শ্রীচারুকেশ চক্রবর্তী। উৎসবটি প্রাচীন এবং ইহা রাজপরিবারের নিজস্ব উৎসব হইলেও সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

মাঘপালা গ্রামে শারদীয়া দুর্গোৎসবটি বেশ প্রাচীন। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, বহু পুরুষ ধরিয়া এই উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে। কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ মহাশয়ের আমলেই কুচবিহারে দুর্গাপূজা শুরু হয়। কথিত আছে যে, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মহারাজ নরনারায়ণ এই পূজা আরম্ভ করেন। মাঘপালা গ্রামের পূজাটিও চারদিন ধরিয়া চলে, এবং এই উপলক্ষ্যে ছোটখাট একটি মেলাও বসে।

দোলযাত্রা

অঙ্গারকাটা গ্রামে প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমায় দোল উৎসব হয়। উৎসবটি প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন এবং স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী হিন্দু জনসাধারণের সর্বজনীন উৎসব। গ্রামে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। উৎসবের দিন যথারীতি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা এবং পূজান্তে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজায় চিনি, কলা, দুধ, সন্দেশ ও ফলমূল মানত দেওয়া হয়। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। পূজারী আসাম প্রদেশের কামরূপবাসী হিন্দু ব্রাহ্মণ।

পীরের উৎসব

গুদাম মহারাণীগঞ্জ গ্রামে টোর্গা পীরের দরগা নামে একটি দরগা আছে। দরগার জন্য কুচবিহার রাজ এস্টেট কর্তৃক চাকরান জমির ব্যবস্থা করা আছে। স্থানীয় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কাঁচা দুধ, চিনি, বাতাসা, ক্ষীর প্রভৃতি দিয়া এই দরগায় মানত দিয়া থাকেন। মহরম উৎসবের মেলা এই দরগার প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি খুব প্রাচীন।

শিবরাত্রি

বাণেশ্বর শিবমন্দিরটি কোচবিহার জেলার একটি প্রখ্যাত প্রাচীন মন্দির। মন্দিরটি যে প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পশ্চিমমুখী চৌকোণকৃতি এই গর্ভ মন্দিরটি অদ্যাপিও বেশ সুগঠিত বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের উপরিভাগে গম্বুজ, গম্বুজের উপর পর-পর কয়েকটি কলসীর উপর একটি ত্রিশূল প্রোথিত। সুবৃহৎ এই মন্দিরের চূড়া বহুদূর হইতেই পরি-লক্ষিত হয়। মন্দিরের সম্মুখে উচ্চ ও প্রশস্ত বাঁধান চত্বর। পশ্চিমদিকের প্রবেশদ্বার ভিন্ন, উত্তর দিকে আরও একটি প্রবেশদ্বার আছে। মন্দিরের দুইপাশে উত্তরে ও দক্ষিণে যথা-ক্রমে চণ্ডী ও ভুবনেশ্বরীর স্থান। চণ্ডীর মূর্তি আছে এবং নিত্য পূজা হয়। ভুবনেশ্বরীর মূর্তিটি চুরি গিয়াছে বলিয়া জানা যায়। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রাচীর সংলগ্ন সুবৃহৎ দীঘি। এই দীঘি মোহনদীঘি নামে পরিচিত। মোহনদীঘিতে ছোট ও বড় আকারের অনেকগুলি কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কচ্ছপগুলি 'মোহন' নামে পরিচিত। কথিত আছে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার বহুপূর্ব হইতেই নাকি মোহন এই দীঘিতে ছিল । এই কারণে ভক্তেরা মোহনবংশধরগণকে সমীহ করেন। মোহন বংশধরগণের অনিষ্ট করিলে সমূহ ক্ষতি হয় এই বিশ্বাসে এইগুলিকে কেহই হত্যা করেন না। ভক্তেরা অনেকেই স্বহস্তে মোহনগণকে মুড়ি ইত্যাদি খাওয়াইয়া থাকেন। মূল মন্দিরের ভূগর্ভে বাণেশ্বর শিবের গৌরীপাটসহ কৃষ্ণবর্ণ পাথরের লিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। জানা যায়, কোচবিহার রাজ্যের মহারাজ প্রাণনারায়ণ (খৃঃ ১৬৩২—১৬৩৫) কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়। বাণেশ্বর শিবমন্দির সম্পর্কে খাঁ চৌধুরী আমানাতুল্লাহ আহম্মদ কর্তৃক রচিত "কোচবিহারের ইতিহাস"-এর ১২৮ পৃষ্ঠার এইরূপ উল্লেখ আছে—"রিপুঞ্জয় দাস স্বরচিত বংশা-বলীতে লিখিয়াছেন যে, মহারাজ নরনারায়ণ (কোচবিহার রাজ্যে) বাণেশ্বরের শিব স্থাপন করিয়া ঐ অঞ্চলের "গর্দ্দমন্তারা" নামকরণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে পুরাণে-প্রসিদ্ধ বাণাসুর

নিজের নামে ঐ শিব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং রাজা নীলাম্বর তাঁহার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।"

হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement" গ্রন্থে ৯৬ পৃষ্ঠায় বাণেশ্বর মন্দির সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

It was Maharaja Pran Narayan who built the present temple of Siva at Baneswar, evidently on the site of an old temple. A tank was also excavated by that monarch to the south of the temple. The place is only six miles north of Cooch Behar, and there is a station here, named after the place, on the Cooch Behar State Railway.

The mandir is square in shape and it is surmounted by dome which is about 50 feet high from the base. The gouripatta, as at Jalpesh, is below the ground level testifying to fact that it had been in existence at the place long before the temple was constructed. The Siva, thus lies within a hallow. The courtyard in front of the temple is paved with bricks, and is raised two feet from the ground.

The temple has been repaired from time to time, and is in good condition. The tank has recently been re-excavated, and masonry stairs built on the west side. A nice little corrugated iron chandni was built here in 1899, in commemoration of the thirty seventh birthday of His Highness.

বাণেশ্বর শিব সম্পর্কে এই অঞ্চলে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। শ্রীপ্রমদপতি চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত "জল্পেশ্বর কাহিনী ও শ্রীশ্রীবাণেশ্বর দেবের মহাত্মাকথা" নামক ছন্দে লিখিত পুস্তিকা হইতে কাহিনীটি উল্লেখ করা হইতেছে।

কাহিনীটি এইরূপ যে, দ্বাপর যুগের শেষভাগে উজানী নগর নামে খ্যাত উত্তরবঙ্গে মহাবীর বলীনামে এক দৈত্য রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহাপরাক্রমশালী দৈত্য বাণাসুর রাজত্ব লাভ করিয়া বাহুবলে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের রাজত্ব দখল করিয়া লন ; কিন্তু তাঁহার ইষ্টদেব মহেশ্বরের আদেশে দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁহার হৃত রাজ্য ফিরাইয়া দেন এবং স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাণাসুরের অনুশোচনা দেখা দেয়।

কারণ—

"অমর দেবতা জাতি স্বর্গে অধিপতি।
মরিলে তাদেরি হাতে পৃথিবীর গতি।।"

অতএব—

"বাসবে লাঞ্ছনা আমি করিলাম দান।
মরিলে প্রজারে মোর নাহি দিবে ত্রাণ।।"

এই কারণে সমস্যা পীড়িত বাণ বহু চিন্তা করিয়া সঙ্কল্প করিলেন—

"করিব স্থাপন রাজা রাজত্বে নির্ব্বান।
হইবে দ্বিতীয় কাশীনগর উজান।।"

ফলে—

"যে কেহ হউক তার মরিলে রাজাতে।
পারিবে না দিতে কেহ তুলি যম হাতে।"

ইহার পর রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া দৈত্য বাণ গহন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কঠিন তপস্যায় শিবকে তুষ্ঠ করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, শিবকে তিনি কৈলাস হইতে মর্ত্যে জল্পেশ্বরে তাহার রাজত্বে লইয়া গিয়া মহাপুণ্যতীর্থ দ্বিতীয় কাশী স্থাপন করিবেন। মহেশ্বর তাঁহার কঠিন তপস্যায় পরিতৃপ্ত হইয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন বটে, তবে এই সর্ত্তে যে, তাঁহাকে (শিবকে) সূর্যোদয়ের পূর্বেই শিরে করিয়া জল্পেশ্বরে পেঁাছাইতে হইবে, নচেৎ তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না। এই সর্তে রাজী হইয়াই বাণাসুর মহেশ্বরকে শিরে লইয়া ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে স্বর্গপুরী কৈলাস হইতে মর্তে যাত্রা করিলেন এবং এক এক লাফে দ্বাদশ যোজন পার হইয়া রাত্রি শেষ প্রহরে জল্পেশ্বরের অতি নিকটে আসিয়া পেঁাছাইলেন। কিন্তু এমন সময় ব্রাহ্মণরূপী দেবর্ষি নারদের ছলনায়—

"সহসা আসিল তার প্রস্রাবের ভাব।
ধরিয়াছে সে তাহারে দিয়া জোর চাপ।।"

দেবতার ছয়লায় দৈত্যপতি বিভ্রান্ত হইয়া প্রমাদ গনিল। এমন সময় ব্রাহ্মণরূপী নারদকে সম্মুখে দেখিয়া মহেশ্বরকে কিয়ৎক্ষণের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া অদূরে মূত্রত্যাগকল্পে প্রস্থান করিল। কিন্তু বাণাসুরের মূত্রত্যাগ শেষ আর হয় না। এমন কি—

"বাণের মূত্রের নদী বংতীনাম ধরে।
সেই নদী বংতী নামে আছে বাণেশ্বরে।।"

কিন্তু এদিকে রজনী ভোর হয়ে যায়। ছলনাময় ব্রাহ্মণ ভোলানাথকে ভূমে রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। দৈত্যের মনস্কাম পূর্ণ হইল না। অবশেষে তাহার সকাতর প্রার্থনায় ব্যথিত হইয়া ভোলানাথ বর দিলেনঃ—

"আজি হতে তব রাজ্য মম মহিমাতে।
শিবরাজ্য নামে খ্যাত হইতে জগতে।।
বসেছি যেথায় এই মাটির উপর।
হবে মম লিঙ্গ-পীঠ অর্দ্ধনারীশ্বর।।"

শুধু তাই নয়, নিজের নামে ভক্তের নাম জড়িয়ে নিলেন—

"শোন বাণাসুর! ভক্ত হ'তে তব নাম।
এ মাটি ধরিবে নাম বাণেশ্বর ধাম।।"

কাহিনীটি মোটামুটি এই প্রকার ; অতএব বাণাসুরের নাম থেকেই এখানকার শিবের নাম বাণেশ্বর। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে বাণেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, উৎসবটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবটি দুইদিন ব্যাপী চলে। শিবচতুর্দশীর দিন চারি প্রহরে চারিবার সাড়ম্বরে

আনুষ্ঠানিক শিব পূজা হোম ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় কুড়ি হাজার নরনারীর সমাগম হয়। এই সকল যাত্রীরা প্রধানতঃ কোচবিহার জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং জলপাইগুড়ি, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে ট্রেণে, গরু গাড়ীতে ও পদব্রজে আসিয়া থাকেন। সমবেত যাত্রীরা মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসবের দুইদিন দলে দলে বিভক্ত হইয়া নামগান করেন এবং শিবের নিকট সাধারণ পূজা ও মানত পূজাদি দিয়া থাকেন। মানত হিসাবে নানা উপাচারে নৈবেদ্য, খাসী, পাঁঠা, কবুতর ও বৃষ উৎসর্গ করা হয়। শিবের নিকট কেহ কেহ অন্নভোগও নিবেদন করেন। অন্নভোগ নিবেদনের জন্য পূজারম্ভের পূর্বেই পূজারীর নিকট মূল্য জমা দিতে হয়। এখানে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শিবের নিকট নিবেদিত পশুপক্ষীগুলির মধ্যে কোন কোনটি বলি দিয়া, কোন কোনটিকে কণ্ঠে ফাঁস লাগাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, কোন কোনটিকে পাথরে আছড়াইয়া মারা হয়, আবার কতকগুলিকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উৎসবের দুইদিন এইরূপ পশুপক্ষী মানত অনেকগুলি হইয়া থাকে। পূজার ও উৎসবে শিবের নিকট ভাঙ্গ ও গঞ্জিকা নিবেদন করা প্রয়োজনীয় ধর্মাচার বলিয়া গণ্য করা হয়। পূজান্তে সমবেত যাত্রীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবকালে অঘোরপন্থী, বৈষ্ণব ও নাগাসাধুর সমাগম হয়। উৎসবে অহিন্দুরা যোগ দেন; তবে সংখ্যায় খুবই অল্প।

'বাণেশ্বর শিবের শিবচতুর্দ্দশীতে উৎসব ভিন্ন নিত্য সেবা, পূজা ও হোমের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাতঃকালে যথারীতি পূজা, মধ্যাহ্নে অন্নভোগ এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। নিত্য পূজায় ভাঙ্গ ও গঞ্জিকা নিবেদন করা হয়। প্রতিদিন গড়ে বহিরাগত ষাট-সত্তরজন ভক্তের সমাগম হয়। এই সকল ভক্তগণ শিবের নিকট মানসিক পূজা হিসাবে পনরকুড়িটি অন্নভোগ ও চারি-পাঁচটি পশুপক্ষী নিবেদন করিয়া থাকেন। তবে বর্ষাকালে এইরূপ মানসিক পূজার সংখ্যা কম থাকে। দেবতার নামে মন্দির হইতে পূজারীগণ তাবিজাদি দিয়া থাকেন। বর্তমান পূজারী বা বড় দেহুড়ী মৈথিলী ব্রাহ্মণ শ্রীপরেশ নাথ ঝাঁ ও শ্রীমাণিক চন্দ্র ঠাকুর, যথাক্রমে সাবর্ণ গোত্র ও যদুর্বেদ গোত্র, মাসান্তর পালাক্রমে পূজাদি করিয়া থাকেন। সরকারী দপ্তর হইতে মন্দির মেরামতি, নিত্য সেবার ব্যয় ও বড় দেহুড়ীদ্বয়ের বেতনাদি দিয়া থাকেন।

'বাণেশ্বর শিব মন্দিরের পাশে একটি টিনের চালাযুক্ত গৃহে অনন্তদেব, শালগ্রামশিলা,স্ফটিকের যজ্ঞেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং পিতলনির্মিত বাণেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আছে। বাণেশ্বরের এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোল ও মদনচতুর্দ্দশী উৎসব উপলক্ষ্যে কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। এই কারণে এই মূর্তি "চলন্ত বাণেশ্বর" নামেও খ্যাত। এই সকল দেববিগ্রহের যথারীতি নিত্যপূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উৎসব উপলক্ষ্যে আগত যাত্রীদের থাকিবার জন্য টিনের চালাযুক্ত দুইটি যাত্রীনিবাস আছে। মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে টিনের চালাযুক্ত অপর একটি গৃহে সাধারণের একটি কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীদেবীর নিত্যপূজাদি হয় এবং প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ পূজা ও ভোগ দেওয়া হয়। মানসিক হিসাবে যোড়শোপচারে নৈবেদ্য, পাঁঠা ও কবুতর কালীর নিকট মানত দেওয়া হয়; পাঁঠা ও কবুতর বলি দেওয়া হয়, অথবা দেবীর নিকট নিবেদন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাণেশ্বর মন্দিরের পূজারীদ্বয়ই পালাক্রমে কালীদেবীর নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে চলন্ত বাণেশ্বরের দোল ও ফুলদোল উৎসব এবং মদন চতুর্দ্দশীতে বাণেশ্বর শিবের উৎসব ও সেই উপলক্ষ্যে একটি ছোট মেলা বসে। প্রতি বৎসর মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা ও আশ্বিন মাসে দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হয়।

বাণেশ্বর বন্দরে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে একটি বারোয়ারী ও স্থানীয় ক্ষত্রিয় সমিতির একটি দুর্গাপূজা হয়। বারোয়ারী পূজাটি প্রায় ২০।২২ বৎসরের প্রাচীন এবং ক্ষত্রিয় সমিতির পূজাটি গত তিন-চার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। বাণেশ্বর বাজার বা বন্দরে সাধারণের একটি পূজা মন্ডপ আছে। এই মন্ডপেই দুর্গাপূজা ও একটি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।"

মদনকাম পূজা (বাঁশ খেলা উৎসব)

বাঁশদহনতিবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশীতে মদনকামের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজনীন এই পূজা-উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন। ত্রয়োদশীর দিন একটি লম্বা বাঁশ পুঁতিয়া তাহার মাথায় চামর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। উহার সহিত এক জোড়া গুয়া (সুপারি) ও পান এবং একখানি আরসি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তারপর সমগ্র বাঁশটিকে লাল শালু দিয়া জড়াইয়া তাহার উপর চাকচিকাময় ফিতা জড়াইয়া দেওয়া হয়। চতুর্দশীর দিন হোম হয়, পূর্ণিমার দিন পূজা শেষ হয়। দই, চিড়া, কলা, চিনি প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়।

মশান পূজা

বড়বালাসী গ্রামে একটি বটগাছের নীচে মশান দেবতার স্থান আছে। মশানের কোন মূর্তি নাই—কালীস্বরূপা মশান দেবতার প্রতীক একটি ঘট। প্রতি মঙ্গলবার মশান দেবতার স্থানে পূজা দেওয়া হয়। বহুদিন হইতে এই পূজা চলিয়া আসিতেছে। পূজার উপকরণের মধ্যে পাঁচ লোল দই-চিড়া এবং এঁটে-কলা একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া একটি চাকেরও প্রয়োজন হয়। প্রতি মঙ্গলবারই আশেপাশের অঞ্চল হইতে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন নরনারীর সমাগম হয়, তাঁহারা পাঁঠা, পায়রা, ডিম, ফলমূল ইত্যাদি মানত দেন, "এই পূজায় মানত দিয়া অনেকেরই মনঃপূত কার্য সিদ্ধি হইয়াছে"। বিকাল পাঁচটার মধ্যে পূজা সমাপনান্তে নৈবেদ্যাদি প্রসাদ সর্বজনীনভাবে বিতরণ করা হয়। পূজারীর পদবী, 'ভোমরিয়া'।

কোচবিহার মহারাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন দেবের রাসোৎসব ও তদুপলক্ষ্যে মেলাটি উত্তরবঙ্গ তথা বাংলাদেশের একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ উৎসব ও মেলা বলিয়া পরিগণিত। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও (১৩৬৭) কার্তিকী পূর্ণিমা হইতে দশদিন ব্যাপী এই উৎসব সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হইয়াছে।

মদনমোহন বিগ্রহ কুচবিহার মহারাজগণের গৃহদেবতা। পূর্বে এই বিগ্রহ রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তথায় যথারীতি নিত্য পূজাদি হইত। কোচবিহার মহারাজবংশের ২০তম মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভুপ বাহাদুর ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার শহরের মধ্যে অবস্থিত বৈরাগীদীঘির উত্তরপাড়ে বর্তমান মদনমোহন মন্দির নির্মাণ করেন এবং রাজপ্রাসাদ ঠাকুরবাড়ী হইতে মদনমোহন বিগ্রহ আনাইয়া নবনির্মিত মন্দিরে নিত্য পূজা ও উৎসবের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় হইতে অদ্যাপি এই স্থানেই মদনমোহন দেবের পূজা উৎসব চলিয়া আসিতেছে।

মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী কোচবিহার শহরের মধ্যে অবস্থিত। ঠাকুরবাড়ীর চারিপাশ সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্ঠিত। বৈরাগী-দীঘির সম্মুখস্থ রাস্তার উপর সদর গেট। সদর গেটের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলে মদনমোহনের বারান্দাযুক্ত মূল মন্দির। মন্দিরটি সাদাসিধা। মন্দির প্রকোষ্ঠে রৌপ্যনির্মিত বৃহৎ মঞ্চ এবং মঞ্চের উপর রূপার সিংহাসনে অলংকারভূষিত অষ্টধাতুর মদনমোহন বিগ্রহ। এই মদনমোহন বিগ্রহের সহিত অন্যান্য অঞ্চলের মত রাধিকা মূর্তি নাই। মদনমোহন মন্দির প্রকোষ্ঠে মদনমোহন দেবের মূর্তি ব্যতীত দুইটি নারায়ণশিলা, পাটদেবতী (দুর্গা মূর্তি), রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ এবং আরও দুইটি ছোট-বড় আকৃতির মদনমোহন মূর্তি আছে। ইঁহাদেরও নিত্য পূজাদি হয়। প্রতিদিন ভোরে প্রভাতী নহবৎ, সকাল নয় ঘটিকায় মদনমোহন দেবের স্নান এবং দৈনন্দিন পূজা ও ভোগ, বিকাল চার ঘটিকায় বৈকালীন প্রসাদ নিবেদন এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি অন্তে প্রাত্যহিক পূজার সমাপ্তি।

এই বৎসর মদনমোহন দেবের রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে ১৬ই কার্তিক হইতে ২৬শে কার্তিক পর্যন্ত দশ দিনব্যাপী সাড়ম্বরে মদনমোহন বিগ্রহের পূজা, ভোগ ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দর্শকদের সুবিধার জন্য উৎসবের কয়েকদিন মদনমোহন বিগ্রহকে মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দায় সুসজ্জিত উচ্চ মঞ্চোপরি সিংহাসনের উপর রাখা হয়। এই সময় রাজ-মাতাঠাকুরবাড়ী ও ভাণ্ডারাই ঠাকুরবাড়ী হইতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, অনন্তশিলা ও শালগ্রামশিলা প্রভৃতি দেব বিগ্রহকে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী আনা হয় এবং উৎসবের কয়দিন একযোগে সকল বিগ্রহের সাড়ম্বরে ভোগপূজা, যজ্ঞ ও উৎসবাদি পালন করা হয়। উৎসবকালে অগণিত যাত্রীর সমাগম হয়। এই সকল যাত্রী প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে, বিহারের পূর্ণিয়া জেলা হইতে আসামের কিয়দঞ্চল ও কলিকাতা হইতে আসিয়া থাকেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ ট্রেন ও সরকারী বাসের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে ঠাকুর বাড়ীতে ভাগবত পাঠ, কীর্তন, ধর্মবিষয়ক বক্তৃতাদি, কৃষ্ণযাত্রা, বিষহরি গান, দোতরা গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ভিন্ন ঠাকুর-বাড়ীপ্রাঙ্গণে মাটির পুতুলের মাধ্যমে প্রদর্শনী খোলা হয়। এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ধর্মমূলক। রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের বিভিন্ন দৃশ্য এই সকল পুতুলের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা হয়। উৎসবের কয়দিন অগণিত যাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ শুধুমাত্র উৎসব প্রাঙ্গণই নয়, সারা কোচবিহার সহর মুখরিত হইয়া উঠে। বাস্তবিকপক্ষে এই রাস উৎসবটি সমগ্র কোচবিহার জেলার সারা বৎসরের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বপ্রধান উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উৎসবটি কোচবিহার মহারাজবংশের নিজস্ব উৎসবরূপে প্রচলিত হইলেও ইহা বর্তমানে সমগ্র জেলার সর্বজনীন উৎসবের আকার ধারণ করিয়াছে।

এইস্থানে কার্তিকী পূর্ণিমায় রাস উৎসব প্রচলন সম্বন্ধে জানা যায় যে, কোচবিহার মহারাজগণের রাজধানী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ছিল। কোচবিহার সদরে অবস্থিত বর্তমান রাজ-প্রাসাদে প্রথম যেদিন 'গৃহ প্রবেশ' উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেই দিনটি ছিল কার্তিকী পূর্ণিমা। এই কারণেই কোচবিহার মহারাজ-গণ প্রতি বৎসর কার্তিকী পূর্ণিমায় গৃহ দেবতা মদনমোহন দেবের রাসযাত্রা প্রচলন করেন। সেই হইতে অদ্যাবধি এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। উৎসবটি যে প্রাচীন তাহা বলাই বাহুল্য।

কার্তিক মাসে রাসোৎসব ব্যতীত মদনমোহন দেবের বৈশাখ মাসে চন্দন যাত্রা, জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শয়নযাত্রা, দক্ষিণায়ণ যাত্রা, পৌষ মাসে নবান্ন উৎসব ও ফাল্গুন মাসের বিভিন্ন তিথিতে দোল, পুষ্পদোল, ফুলদোল, চৈত্র মাসে মানভঞ্জন পূজা ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মদনমোহন দেবের পূজারী ধনরঞ্জন মিশ্র মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নাবালক গ্রাহ্য হওয়ায় বর্তমান অস্থায়ী পূজারী পদে আছেন শ্রীকমলেশ ভট্টাচার্য মহাশয়। মিশ্র পরিবারই বংশানুক্রমে মদন-মোহন দেবের পূজাআরতি করিয়া আসিতেছেন। সরকারী দেবত্র বিভাগ হইতে নিত্যপূজা ও উৎসবের সকল ব্যয় এবং পুরোহিতের মাসিক বেতন ও ভাতা দেওয়া হয়।

মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে আরও কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি আছে। তাহার মধ্যে মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন দুই পাশের দুইটি পৃথক প্রকোষ্ঠে যথাক্রমে কালী ও জয়তারা দেবীর মূর্তি আছে। ডানদিকের মন্দির প্রকোষ্ঠে রূপার মঞ্চোপরি শ্বেত পাথরের মহাকালের উপর দন্ডয়মানা কৃষ্ণ পাথরের কালিকা মূর্তি। মূর্তিটি বেশ বড়। বাম দিকের প্রকোষ্ঠে তারা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। রূপার মঞ্চের উপর অলঙ্কারবিভূষিতা অষ্ট-ধাতু নির্মিত তারা মূর্তিসহ অন্নপূর্ণা, কাত্যায়ণী ও মঙ্গল-চন্ডীর মূর্তি বিরাজমান। ঠাকুর বাড়ী প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি ভিন্ন মন্দিরে জয়া-বিজয়াসহ ভবানীদেবীর অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি বড়দেবী নামে খ্যাত। এই মূর্তি দুর্গামূর্তিরই অনুরূপ। দেবীর বাহন সিংহ ও ব্যাঘ্র উভয়ই। তবে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ বা কার্তিকাদি দেবতা নাই। এই সকল দেব-দেবীর নিত্য পূজা, আরতি এবং বৎসরের বিভিন্ন সময় বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। মদনমোহন

ঠাকুর বাড়ীর মদনমোহনদেব এবং উল্লিখিত অন্যান্য দেবদেবীর নৈবেদ্য ও ভোগ রান্নার জন্য প্রতিদিন মোট সাড়ে দশ সের আতপ চাউল বরাদ্দ আছে। সরকারী দেবোত্তর বিভাগ হইতে জানা যায় যে, মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীর উৎসব-পার্বণাদির জন্য সরকারী দেবত্র বিভাগ হইতে বার্ষিক মোট ১০,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে। ইহার মধ্যে মদনমোহন দেবের জন্য ১,৫০০ টাকা, আনন্দময়ী কালীর জন্য ৫,০০০ টাকা, জয়তারা দেবীর জন্য ৩,০০০ টাকা এবং ভবানীদেবীর জন্য ৫০০ টাকা।

মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আরও কতকগুলি দেবদেবীর পূজা-পার্বণাদি পালন করা হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলির নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করা হইলঃ—

বৈশাখ মাসে মঙ্গলচন্ডী পূজা, ইন্দ্র ও অগ্নি পূজা এবং ধর্ম পূজা। মঙ্গলচন্ডীর ধাতু মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইন্দ্র, অগ্নি ও ধর্ম ঠাকুরের মূর্তি প্রতি বৎসর তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গা পূজা—মাটির মূর্তি তৈয়ারী করা হয়। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী, শুভচুণী পূজা। আশ্বিনে দুর্গা ও লক্ষ্মী পূজা। কার্তিকে কার্তিক পূজা, মাটির মূর্তি নির্মাণ করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা, পৌষ মাসে প্রতি দেবতার নবান্ন, মাঘ মাসে আনন্দময়ী কালীর নিকট রটন্তীকালী পূজা এবং সরস্বতী পূজা। চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজা, অন্নপূর্ণার অষ্ট ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং কন্দর্প পূজা, কন্দর্প পূজায় মূর্তি নির্মাণ করা হয়।

মধুপুর গ্রামে কুচবিহারে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেবের ভক্ত ও অন্যতম প্রধান শিষ্য গোবিন্দ আঁতৈ-র তিরোধান উপলক্ষ্যে রাস পূর্ণিমায় একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। পূর্ণিমার তিনদিন পূর্ব হইতে শুরু হইয়া পূর্ণিমার দিন উৎসব সমাপ্ত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে আসাম হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বহু ভক্তের সমাগম হয়।

"Sankara, who was a Kayastha, advocated *nama-gan*, or singing of the holy name of god *Hari*, discussion of holy topics, and the devout reading of the *Bhagavata*. His disciples are the *bhakats* who live in *dhams*, and observe lifelong celibacy. Damodara was a Brahman and preached the refined worship of *Bishnu*. His representatives are called *medhis*, who are Brahmans by caste"

(District Handbooks, 1951, by A. Mitra, p. xli)

শিবরাত্রি উৎসব

ধলিয়াবাড়ী গ্রামে ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীতে খুব ধুমধামের সহিত তিনদিন ব্যাপী পূজা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা এই অঞ্চলের ও সমগ্র কুচবিহার জেলার একটি সর্বজনীন উৎসব। গ্রামে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গটি 'সিদ্ধনাথ' শিব নামে খ্যাত এবং মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সিদ্ধনাথ শিবের নিত্য পূজা এবং পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শিবচতুর্দশীতে বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে সর্বজনীন ভোগ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে ধর্মাচার হিসাবে "সিদ্ধি" খাওয়া চলে। পূর্বে শিব মন্দিরে নিত্য পূজা ও উৎসবের ব্যয় কোচবিহারের মহারাজগণ বহন করিতেন, বর্তমানে ইহা একটি 'ট্রাস্টী' বোর্ডের পরিচালনাধীন।

ভারত সরকারের Director General of Archaeology Sri M. S. Vats, ১৯৫২ সালে ধলিয়াবাড়ীর এই শিব মন্দির পর্যবেক্ষণ করেন; নীচে তাঁহার পর্যবেক্ষণের বিবরণী ও মন্তব্য দেওয়া হইলঃ

"*Dhaliyabari Temple* was built by Maharaja Upendra Narayana (1714-63). It is consecrated to Mahadeva whose *lingam* is installed on a high *gauri-patta*. The shrine faces south, and there is also an opening on the west side. Internally it is 12′2″ square and the thickness of the walls is 4′10″. One arch spans the full width of each side, and the contiguous arches meet at the corners marked by the lower bud-shaped ends of the pendentives which fill them. The lower ends of the pendentives are 59″ above the floor level of the shrine. Above the pendentives a circle is obtained, and the dome rises directly from the circle without any drum. Hence, although it is semi-circular, the dome is rather squat. Its soffit is covered by a full-blown lotus flower in three concentric circles of petals.

An interesting feature observed in this temple is that in the north wall there is a tall and deep semi-circular niche covered by a multifoil arch which corresponds to the *mihrab* in Muhammadan mosques. This, however, comes on the north but not the west side which was already pierced by the second doorway. This is so novel in respect of temple architecture that it may be explained on the assumption that for a time during the Muhammadan period this might have been converted into mosque. If this assumption is correct, it would appear that the image of Mahadeva was installed when the temple was reclaimed by the Hindus for worship. The niche which is only 26″ deep was cut out of the thickness of the wall.

Externally, the temple shows the typical bamboo-hut-type-of-arch covering each side. But of these, only the front side is panelled out into a series of vertical niches, one along the inner periphery of the entrance, and two vertically on either side along its outer periphery. Above the Bengali-hut-type-of-pedi-

ment, which crowns the entrance, the series of niches under the projecting eaves is only one. All the other sides are plain devoid of any ornamentation.

Originally, the temple is supposed to have risen to a height of 45 ft. and when Buchannan saw it in 1809 the central dome was missing even then. Over each corner there is a small pyramidal turret. Together with these and the central dome, which disappeared long ago, the temple would be a typical specimen of the *pancharatna* style essentially similar to the Begunia group of temples in the district of Burdwan in West Bengal. The ornamentation of the front side conforms to that of the Vishnupur group. This is a living shrine.

To the south-west of the temple stood the palace of Maharaja Upendra Narayana, but that has all but disappeared. Here and there bricks of the foundation can still be seen.

There were 14 tanks round this place, but a very large tank called Phulbari dighi to the west and the Sagar dighi to the north are still there, though the latter is now filled up.

(District Handbooks, Cooch Behar, 1951, by A. Mitra, p. 121-122)

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পূজা

গ্রামের নাম সিদ্ধেশ্বরী। গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালিকাদেবীর অবস্থানহেতু বোধহয় গ্রামের নাম সিদ্ধেশ্বরী হইয়াছে। আলিপুরদুয়ার-দিনহাটা ছোট রেলপথে বাণেশ্বর স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল এবং কুচবিহার সদর হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত। রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা ধানক্ষেতের মধ্যদিয়া সোজাসুজি সিদ্ধেশ্বরী গ্রামাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার পাশেই সিদ্ধেশ্বরী কালিকাদেবীর প্রাচীন মন্দির। পদব্রজে অথবা গো-শকটে ভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের অন্য কোন যানবাহনের সুবিধা নাই।

দক্ষিণামুখী অষ্টকোণাকৃতি বৃহৎ পাকা গর্ভ মন্দির। সম্মুখে মন্দির সংলগ্ন প্রশস্থ ও উচ্চ বাঁধান চত্বর। অভ্যন্তর অপেক্ষা মন্দিরটির বহির্ভাগ অনেকাংশে জীর্ণ; চত্বরটি অযত্নে ভগ্নপ্রাপ্ত। মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বার দিয়া সিঁড়িপথে কয়েক ধাপ অবতরণ করিলে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর আসন দৃষ্টিগোচর হয়; মন্দিরাভ্যন্তর অন্ধকারময়। মন্দিরের অপ্রশস্থ দ্বার দিয়া প্রবেশিত অল্প আলোকে চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ধাতুময়ী ক্ষুদ্র মূর্তিটি দেখা যায়। উপরের প্রসারিত দুইহস্তের করে মুদ্রা এবং বামদিকের প্রসারিত নীচের হস্তে বজ্রধারিণী ও ডানদিকের প্রসারিত নীচের হস্তে বরাভয় প্রদায়িনী দেবী সিদ্ধেশ্বরী কালিকা পদ্মের উপর উপুড় হইয়া শায়িত শবরূপী শিবের পৃষ্ঠোপরি বসিয়া আছেন। মন্দির গর্ভের মেজে খোদিত লিঙ্গমূর্তি দেবীর ভৈরব সিদ্ধেশ্বর। দেবীর ধ্যান—

চতুর্ভুজা তুষাদেবী পীনোন্নত পয়োধর।
কিন্দুরম্ পূজাসংকাশং ধবর্তি কর্তিষ খড়্গাপরং।।
দক্ষিণে বামবাহুভাং মাভৈতি বরধারীনিং।
এবং ধ্যাতা সিদ্ধেশ্বরৈ নমঃ।।

সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কোন বার্ষিক পূজা বা নির্দিষ্ট কোন তিথিতে বিশেষ উৎসবাদি হয় না বটে, তবে শারদীয়া দুর্গাপূজায় একটি সরকারী পাঁঠা বলি এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তি, অমাবস্যায় এবং নবান্ন ও অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে দুইটি করিয়া কবুতর বলি দেওয়া হয়। পূজারীর নিকট হইতে জানা যায় যে, পূর্বে দেবীরস্থানে দুর্গাপূজায় তিনটি এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তি ও অমাবস্যায় দুইটি করিয়া সরকারী পাঁঠা বলি দেওয়া হইত।

দেবীর নিত্য পূজা হয়। সকালে দেড় পোয়া চাউলের অন্নভোগ এবং বিকালে বৈকালিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ দেবীর নিকট পাঁঠা, হাঁস ও কবুতর প্রভৃতি পশুপক্ষী মানত দেওয়া হয়। মন্দির চত্বরের নীচে বলি দিবার জন্য হাঁড়িকাঠ প্রোথিত আছে। এই স্থানেই মানসিক বলি ইত্যাদি দেওয়া হয়। বর্তমানে মন্দিরের বড়দেহুড়ী শ্রীউমেশ চন্দ্র বর্মণ, কাশ্যব গোত্রীয় এবং পূজারী ভরদ্বাজ গোত্রীয় অসমীয়া ব্রাহ্মণ শ্রীহরেশ্বর ভট্টাচার্য। যদিও মন্দিরের বড় দেহুড়ী ও পূজারী বংশানুক্রমে নির্বাচিত হন, তথাপি বর্তমান পূজারী শ্রীভট্টাচার্য ভগ্নীপতির সূত্রে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বড় দেহুড়ী ও পূজারী বেতন ভোগী। পূজার সকল ব্যয় ও মন্দির সংস্কারাদির ব্যয় সরকারী দেবোত্তর বিভাগ হইতে নির্বাহিত হয়।

সিদ্ধেশ্বরী দেবী সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, এই গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর অবস্থানহেতু গ্রামে মুসলমানগণ বাস করিতে পারেন না। জানা যায় কয়েকবার কিছু সংখ্যক মুসলমান দলযোগে এই গ্রামে বসবাস করিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহাদের পরিবারে আত্মীয়স্বজন হঠাৎ অসুখবিসুখ ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মুসলমানগণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সেই অবধি এই গ্রামে মুসলমানের বাস নাই। বর্তমানে গ্রামে স্থানীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয় এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুর বাস।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বেই বৃক্ষরূপিনী কামাখ্যাদেবীর স্থান আছে। একটি প্রাচীন কামরাংগা বৃক্ষই দেবীর প্রতীক এবং পীঠস্থানরূপে পরিগণিত। বৃক্ষের চারি পার্শ্ব উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্ঠিত এবং নীচের অংশ সম্পূর্ণ বাঁধান। এই বাঁধান স্থানেই দেবীর নিত্য পূজা করা হয়। দক্ষিণদিকের প্রাচীরে প্রবেশদ্বার আছে। মন্দিরের বামপার্শ্বে একটি ইদারা আছে; এই ইন্দারার জলেই দেবদেবীর পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া মন্দিরের উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি মজা দীঘি পরিলক্ষিত হয়।

সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে একটি বারোয়ারী বাসন্তী পূজা হয়। ইহা ভিন্ন গ্রামে অন্যকোন পূজা-পার্ব্বণ নাই বলিয়া জানা যায়।

সিদ্ধেশ্বর সম্পর্কে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের "The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement" গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়-

"The temple of goddess Sidheswari in taluk Sidheswari, six miles north-east of Cooch Behar, was also built about the same time by the same king (Maharaja Pran Narayan). It is a nice temple, octagonal in shape, and is about the height of the mandir at Baneswar (50 feet). The temple is dedicated to goddess *Bhagavati*, and the shrine here is a stone *gouripat* lying in a cavity, like the Siva at Baneswar. The courtyard is raised, and paved with brick and morter.

The place is held very sacred by the people, and is considered to be a *pitha-sthan* only second in point of holiness to Kamakshya.

There is a Kamranga tree near the temple, enclosed within a wall. It is very old and is considered emblematic of goddess Kamakshya.

The temple is attributed by the people to Maharaja Naranarayan. It does not, however, appear to be older than the temple of Baneswar."

মেলা: বিবরণী

জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা

খোলটা গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের বাজার সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা জমির উপর তিন-চার দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র চৌদ্দ-পনের বৎসরের প্রাচীন। মাধববাড়ী, ভাটলাগুড়ি, গোপালপুর, আমবাড়ী ধানভড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় দুই-তিন হাজার যাত্রী গোযানে এবং পদব্রজে মেলায় আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে এবং পঁচিশ-ত্রিশ জন ফেরীওয়ালা আসে। দোকানপাটের মধ্যে মনিহারী দ্রব্যের দোকানই বেশী এবং দোকানপাটগুলির অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বাণেশ্বর এবং আলিপুরদুয়ার হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন।

তিরোভাব উৎসব (গোবিন্দ আঁতৈ)

মধুপুর ধামে শঙ্করদেবের ভক্ত ও শিষ্য গোবিন্দ আঁতৈ-র তিরোধান উপলক্ষ্যে কার্তিক মাসে রাস পূর্ণিমা হইতে তিনদিন ব্যাপী একটি মেলা হয়। মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় কুচবিহার জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং আসাম প্রদেশ হইতে শঙ্করপন্থী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু ভক্তের সমাগম হয়। মেলাটি প্রায় চারবিঘা পরিমাণ জমিতে বসে এবং পূর্ণিমার তিনদিন পূর্ব হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত বেশ জমজমাট থাকে। প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী এই মেলায় সমবেত হন। বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে।

দুর্গাপূজার মেলা

শিবপুর গ্রামে শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি শুরু হইয়াছে। চারদিন ব্যাপী স্থায়ী এই মেলাতে আশেপাশের তপসিখাতা ইউনিয়ন, পাঁচকোলগুড়ি, মরিচবাড়ী, ডুডুমারি, হরিণমারা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয়। ঘরঘরিয়াহাট ও স্থানীয় অঞ্চল হইতে আগত মিষ্টি, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। মেলায় গান-বাজনা, লোকনৃত্য প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। মনসামঙ্গল, টুরু টুরু, পদ্মপেমালা গান, কুশান ও দোতরা গান এবং যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামে শ্রীগুরু প্রসাদ রায়ের একটি যাত্রাদল আছে।

শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ফলিমারি গ্রামে 'আখড়ার হাটে' প্রায় সাতদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন এবং দৈনিক প্রায় দেড় হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। মেলায় ম্যাজিক প্রদর্শনী, লটারী, যাত্রা, কবিগান, কুশানগান ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। এই গ্রামের যাত্রা ও কুশানগানের অধিকারীর নাম যথাক্রমে শ্রীঅলেন্দ্র মোহন রায় ও শ্রী ব্রজেন্দ্র নাথ বর্মন।

চাতরা গ্রামের দুর্গোৎসবটি প্রায় দশ বৎসরের প্রাচীন। এই উপলক্ষ্যে গ্রামের দুর্গামন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে প্রায় ছয় বিঘা পরিমাণ জমিতে চারদিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রত্যহ প্রায় এক হাজার হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়। বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় আশি-নব্বইটি দোকানপাট বসে।

ধুমপুর বালাসী গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হাটখোলায় প্রায় চার বিঘা জমিতে চারদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন। মেলায় দেওয়ানহাট, বলরামপুর, নাজিরহাট প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয় এবং প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাগান, দোতরাগান, কুশানগান, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়।

শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ডুডুমারি গ্রামে দুর্গামন্ডপ সংলগ্ন প্রায় ছয় বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত আট বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় প্রায় চারশত লোকের সমাগম হয়। দোকানপাটের সংখ্যা আনুমানিক পঁচিশটি। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রা, কবিগান, পুষ্প-মালাগান, দোতরার গান, কুশান গান প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। গ্রামে গানের দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়।

বোকালিরমঠ গ্রামে এই বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি মেলা আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় প্রায় আড়াই হাজার লোকের সমাগম হয় এবং পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে।

চন্দনচৌড়া গ্রামে দুর্গাপূজার সময় পূজামন্ডপ সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমিতে পাঁচদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং আনুমানিক পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে।

হোলগের কুঠি গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে চারদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। ইহাতে প্রায় চারশত লোকের সমাগম হয় এবং প্রায় পনরটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। গ্রামের একটি যাত্রা দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। অধিকারীর নাম শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র খাড়াধরা।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে কোচবিহার পৌর এলাকায় দুর্গা-পূজা উপলক্ষ্যে দেবীবাড়ী প্রাঙ্গণে এবং দেবীবাড়ী বোর্ডের দুই পার্শ্বে মোট প্রায় দুই বিঘা সরকারী জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। পূর্বে মেলাটি দশদিন ব্যাপী চলিত। বর্তমানে ষষ্ঠী হইতে নবমী পর্যন্ত চার-পাঁচদিন ব্যাপী চলে। ইহাতে মোট প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ কোচবিহার শহর হইতে আসিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে কিছু সংখ্যক যাত্রী প্রতি বৎসর মেলায় আসেন।

মেলায় মোট প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, মনিহারী ও অন্যান্য খাবারের দোকান, মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুড়ির দোকান এবং শাকসব্জী, মাছের দোকানপাটও বসে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি মেলার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

দোলযাত্রার মেলা

হলদিমোহন গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমা তিথিতে দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে চিলাকিহাটের হাটখোলায় প্রায় দশ-বার বিঘা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কুচবিহার শহর হইতে প্রতি বৎসর আসেন; এবং স্থানীয় গ্রামবাসীগণের মধ্যেও অনেকে দোকানপাট দিয়া থাকেন। দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড় ইত্যাদি দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া মেলায় বই, ছবি, স্থানীয় গ্রামবাসীর হস্তশিল্পজাত বাঁশের নানারকম জিনিষপত্র ইত্যাদির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে হাটবার ছাড়া অন্যদিন মেলা বসিলে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় কয়েকজন ফেরী-ওয়ালা আসেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ছোটখাট সার্কাস, ও গানবাজনার ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয় ও কুশান গান হইয়া থাকে এবং জুয়া ও লটারী খেলা হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এইদিনে হাটের মধ্যে দোলের মিছিল বাহির হয় এবং আনন্দানুষ্ঠানে বহু লোক যোগদান করেন।

বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের বৈকুণ্ঠনাথের দোল উৎসব উপলক্ষ্যে ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমায় পার্শ্ববর্তী খাপাইডাঙ্গা (মৌজা ১৯৪) গ্রামে প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে দুই দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু যাত্রীর সমাগম হয়। প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে।

অঙ্গারকাটা গ্রামে দোল পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত বুড়ারপাটে পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের ধর্মবরের কুঠি, বসন্তপুর, খৈরাতিবাড়ী, বাঘভান্ডার, হোগলা-বাড়ী, কালারায়ের কুঠি প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত লোক এই মেলায় আসেন। প্রায় কুড়িটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ পুন্ডিবাড়ী বন্দর হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় দোতরা ও বিষহরি গানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি গানের দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীমন্ডল বর্মন।

পঞ্চমদোলের মেলা (গোপাল পাটের মেলা)

গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের পঞ্চমী তিথিতে গোপাল দেবের পঞ্চমদোল উৎসব উপলক্ষ্যে গোপাল-পাট সংলগ্ন কুচবিহারের মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত দেবোত্তর প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় মরিচবাড়ী, ধলগুড়ি, ভাটলাগুড়ি, ছাগলবেড়, হরিণমারা, চাংরস, ইকরচালা, চাংচিংগুড়ি প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। বাণেশ্বর, কুচবিহার, পুন্ডিবাড়ী এবং স্থানীয় অঞ্চল হইতে বিক্রেতারা আসিয়া মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসান। খাবার-দাবার, মনিহারী, কৃষি যন্ত্রপাতি, কাপড়চোপড়, মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্র বেশী আসে। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যাত্রা, কবিগান, দোতরা গান, কুশানগান, পুষ্পমালা গান প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। গ্রামে একটি গানের দল আছে। অধি-কারীর নাম শ্রীবীরবল রায়।

চড়কের কুঠি গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের পঞ্চমী তিথিতে রাধাকৃষ্ণের পঞ্চমদোল উৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণের প্রায় চার বিঘা

জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। চাঁদা তুলিয়া মেলায় গান-বাজনার আয়োজন করা হয়। দোলের খরচ গ্রামের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি বহন করেন। মেলায় সমাগত যাত্রীর সংখ্যা আনুমানিক দুই হাজার হইতে আড়াই হাজার হয়। প্রতি বৎসরই গ্রামের নিকটবর্তী কুচবিহার শহর হইতে বিক্রেতাগণ মেলায় আসিয়া দোকান বসান। দোকানপাটের সংখ্যা আনুমানিক দুইশতটি এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা দশজন। উহার মধ্যে মণিহারী ও শিল্পজাত দ্রব্যের দোকানপাটই বেশী। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রা, থিয়েটার, দোতরা গান ইত্যাদির আয়োজন থাকে।

বারুণী স্নানের মেলা

কচুবন গ্রামে বারুণী স্নানের উৎসব ও মেলা খুব বেশী দিনের প্রাচীন নয়। স্থানীয় হরি মন্দিরের সেবায়েত মাধব চন্দ্র দাস মোহান্ত জীউ কয়েক বৎসর আগে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া আশেপাশের গ্রামে প্রচার করেন যে, বারুণী ও অষ্টমী উপলক্ষ্যে নিকটবর্তী নয়া নদীতে গঙ্গা দেবীর আবির্ভাব হয়। সেই হইতে পুণ্যার্থী ও স্নানার্থী জনসাধারণ দলে দলে এই দুই দিন এখানে সমবেত হন। নদীর তীরে প্রায় পাঁচ ছয় বিঘা জমিতে এই উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং শতাধিক দোকানপাট বসে।

খাগড়াবাড়ী গ্রামে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে যে মেলাটি বসে, তাহা প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন মেলা। উৎসব উপলক্ষ্যে মহাকাল, গঙ্গাদেবী ও শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। প্রায় পাঁচ-সাত বিঘা জমিতে তিনদিন ধরিয়া মেলাটি বসে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বারুণী স্নানের জন্য প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

যাত্রীরা উল্লিখিত দেবদেবীর নিকট পূজাদি দেন এবং তোর্ষা নদীতে পুণ্য স্নান করেন। পুন্ডিবাড়ী হইতে আগত প্রধানতঃ মিষ্টান্ন ও মনিহারী জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকান-পাট বসে। মেলায় লটারী, জুয়া, বিষহরি ও অন্যান্য গান-বাজনার আয়োজন হয়।

মহরমের মেলা

গুদাম মহারাণীগঞ্জ গ্রামে প্রতি বৎসর মহরম উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের টোর্গা পীরের দরগাহ্ প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। মহরম উৎসবে এবং মেলায় স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই অংশ গ্রহণ করেন। উৎসবে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে লাঠি খেলার অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশেপাশের গ্রাম এবং কুচবিহার শহর হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। মিষ্টি, ছেলেমেয়েদের খেলনা, ডালাকুলা, চালুন, মাটির হাঁড়ি-কলসী, পাঁচন, নিড়ানি, ফাল, খুরপী, কাস্তে, বঁটি প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট মেলায় বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, কুশানগান, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

রাসযাত্রার মেলা

মরিচবাড়ী গ্রামে আদিবাসী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে চৈত্র মাসে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন এবং চারদিন ধরিয়া চলে। মেলায় কুমটিরঘাট, তপসিখাতা, দলদলি, ডুডুমারি, গোপালপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রধানতঃ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের আটশত নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় বিভিন্ন জিনিষপত্রের প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিষহরিগান, দোতরাগান, দেশী যাত্রা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়।

কুচবিহার শহরে কার্তিক পূর্ণিমায় মদনমোহন দেবের রাস-যাত্রা উপলক্ষ্যে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীর আশেপাশে জিতেন্দ্র নারায়ণ রোডে এবং সিল্ভার জুবিলী রোডের দুইপাশে এবং সরকারী খেলার মাঠে মোট প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বিঘা জমিতে মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। এই বৎসর (১৩৬৭) পূর্ণিমা তিথি হইতে ক্রমান্বয়ে বারদিনব্যাপী মেলা চলিয়াছে এবং প্রতিদিন গড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক বলিয়া অনুমিত হয়। এই সকল যাত্রীগণ প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে, বিহারের পূর্ণিয়া জেলা, আসাম প্রদেশ হইতে, কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে আসেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ ট্রেন ও সরকারী বাসের ব্যবস্থা করা হয়। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু লোক গরুর গাড়ীযোগে মেলায় আসিয়া থাকেন। মেলা চলা-কালীন কয়েক হাজার গরুর গাড়ী পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় প্রবীণ লোকের মতে যদিও দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ বিশেষ করিয়া রংপুর প্রভৃতি জেলা হইতে বর্তমানে যাত্রী না আসিলেও উত্তরোত্তর মেলার শ্রীবৃদ্ধি ও লোকসমাগম অধিক হইতেছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকই মেলায় আসেন। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা-বাগানের লোকই অধিক সংখ্যক দেখা যায়।

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি এই মেলার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। মিউনিসিপ্যালিটির এক হিসাবে জানা যায় যে, এই বৎসর (১৩৬৭) মেলায় মোট প্রায় সাতশত দোকানপাট বসে এবং ষাটজনের মত ফেরিওয়ালা আসেন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষই মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন। জনৈক পদস্থ কর্মচারীর মতে এ বৎসরের বিক্রেতাগণের নিকট হইতে মোট প্রায় ২৫,০০০ টাকা খাজনা বাবদ আদায় হইয়াছে। বিক্রেতাগণ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, নদীয়া, কলিকাতা, আসাম, ও বিহার প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও মেলায় দোকানপাট দেন।

মেলায় সর্বপ্রকারের দোকানপাট দেখা যায়। বিভিন্ন খাবারের দোকান, হোটেল-রেস্টুরেন্ট (হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত), তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, কারুশিল্পের দোকান, কাঠের আসবাবপত্রের দোকান, মৃৎশিল্পের দোকান, কাঁচের চুড়ি ও শাঁখার দোকান, ফলের দোকান বিশেষ করিয়া কমলালেবুর দোকান, বিহার প্রদেশ হইতে আগত পাথরের বাসনপত্রের দোকান,

দই-চিড়া ইত্যাদি খাবারের দোকান, বই, ছবির দোকান, ছবি তোলার ষ্টুডিও, জুতার দোকান ইত্যাদির দোকানপাট বসে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মেলার কয়েকদিন স্থানীয় বাজার বন্ধ থাকে। বাজারের বিক্রেতাগণ এই কয়দিন মেলার স্থানেই দোকানপাট দেন। সুতরাং মেলার মধ্যে শাকসব্জী, মাছ, চা, ডাল, মসলা ইত্যাদি যাবতীয় দোকানপাটই বসে। এমন কি বাঁশের দোকানও বসে। ইহা ছাড়া এই বৎসর মেলায় মণিপুর গভর্মেন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্মেন্ট সেলস এমপোরিয়াম, বোম্বাই ক্লথ হাউস, পশ্চিমবঙ্গ খাদি প্রতিষ্ঠান, ঊষা সেলাই মেসিন, এ্যাভারেডী টর্চলাইট প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, দেশীগান, কবিগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় এবং নিকটতম গ্রাম হইতে যাত্রাদল আসে।

শিবরাত্রির মেলা

মাঘপালা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় হাটে প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। চাঁদা তুলিয়া ও হাট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই মেলার যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হয়। আশেপাশের গ্রামও শহর হইতে বহু নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় খাবার-দাবার, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিস-পত্রের প্রায় সত্তরটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ আশেপাশে গ্রাম ও শহরাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য বিষহরা গান, কীর্তন গান, দোতরা গান, পুষ্পমালা গান এবং কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি যাত্রাগান হইয়া থাকে। স্থানীয় বিষহরা গানের দলের অধিকারীর নাম শ্রীপর্বানন্দ বর্মন, কৃষ্ণলীলা দলের অধিকারীর নাম—শ্রীপ্রেমগণেশ দেবনাথ এবং যাত্রাদলের অধিকারীর নাম শ্রীনরেশ্বর চক্রবর্তী।

ধলিয়াবাড়ী গ্রামে প্রাচীন শিব মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। দেওয়ানহাট, ঘুঘুমারি, পাণিশালা, ভেটাগুড়ি, হাড়িভাঙ্গা, নরন্দিবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা দেওয়ানহাট, ভেটাগুড়ি, ঘুঘুমারি ও কুচবিহার শহর হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টি, মনিহারী, মাটির পুতুল ও চা-পান-বিড়ির দোকানের সংখ্যাই বেশী। বিক্রেতাদের নিকট দান বা তোলা আদায় করা হয়। মেলায় কুশান, দোতরা, কবিগান ও জলসা এবং লটারী প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। এই অঞ্চলে পাণিশালার শ্রীমেঘনাথ দাসের দোতরা গানের দল এবং পুসনাডাঙ্গার শ্রীভোলানাথ দাসের 'অরুণ শান্তি' দলের বিশেষ খ্যাতি আছে।

গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে থানেশ্বর শিবের পুজা উপলক্ষ্যে শিব মন্দির প্রাঙ্গনে পাঁচদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন এবং এই মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে মোট প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশীতিথিতে বাণেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এবং গ্রামের হাটখোলা হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মন্দির সম্মুখস্থ রাস্তার দুই ধারে প্রায় সাত বিঘা পরিমাণ জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

এই মেলায় প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে, বিহার প্রদেশের পুর্ণিয়া ও কিষাণগঞ্জ হইতে এবং আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় যাত্রীদের যাতয়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ ট্রেন, ও সরকারী বাসের ব্যবস্থা করা হয়। নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে বহুলোক গরুর গাড়ী-যোগেও মেলায় আসিয়া থাকেন।

মেলায় মোট প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে এবং পঞ্চাশ-জনের মত ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ কোচ-বিহার জেলার দিনহাটা ও তুফানগঞ্জ থানা হইতে এবং জলপাই-গুড়ি ও আলিপুরদুয়ার অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। কোচবিহার আদালত হইতে প্রতি বৎসর মেলার ডাক হয়। ডাকগ্রহণকারী মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাঁসা-পিতলের বাসন কোসন, কাপড় চোপড় কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, শিল্প সামগ্রী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী সৌখীন জিনিষ, মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতির সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া বই, ছবি, ঔষধপত্র, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দোকানও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তন গান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় যাত্রাদল, বঙ্গশ্রী, নাট্য-সঙ্ঘ, অধিকারী মাণিক চন্দ ঠাকুর মহাশয়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হইতেও খ্যাতনামা যাত্রাদল আনা হয়। ইহা ছাড়া নাগরদোলা, ম্যাজিক ও কোন কোন বৎসর মেলায় সার্কাসের দল আসে।

তুফানগঞ্জ থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ চৌকশী বলরামপুর (মৌজা ঃ বলরামপুর)।
৯৪৩।১১·৫০৭।২,৫৩৮।১২,৮৯৭

(ক) জেলে, ভিলি, ডোম, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার হইতে তুফানগঞ্জ পর্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমীতে বাইচ্ উৎসব।

(ঙ) বাইচ্ মেলা। আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীতে একদিন। মেলাটি গত দশ বৎসর হইল বসিতেছে।

(চ)

শ্রীগণেশ চন্দ্র সরকার, প্রধান শিক্ষক,
চৌকশী বলরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দেওছড়াই, কুচবিহার।

It stands about a mile west of the Kaljani, a short way south of the Dhubri Road, in the midst of a rich tract which grows excellent jute. It is 12 miles south-east of Cooch Behar, 7 miles east of Dewan Hat, and 13 miles north-east of Dinhata, the communication with these places being by good high roads. The Bunder contains the shops of several Marwari and Bengali merchants. The residence of the family of Nazir Deo, the hereditary Commander-in-Chief of Cooch Behar of old and once a rival claimant to the sovereignty of the State, stands in the west. The place is famous for its good mustard oil. There is a *basti* of Mahommedan oilmen in the vicinity.

[District Handbooks, 1951, Cooch Behar, by A. Mitra, p. lxv.]

২। গ্রাম ঃ দ্বীপরপার।১,১০২।২·৩৫৮।৩৪৯।১,৮২৬

(ক) ক্ষত্রিয়, জেলে, নাপিত, ছুতোর, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার হইতে তুফানগঞ্জ পর্যন্ত মোটর বাসে যাতায়াত করা হয়। জাতীয় সড়ক হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমী উৎসব। অষ্টমী তিথিতে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী গ্রামের প্রান্তবর্তী রায়ডাক নদীতে পুণ্যস্নান করিতে আসেন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ঐ দিন রায়ডাক নদীর ঐ স্থানে বড় মহাদেব ও ছোট মহাদেব স্নান করিতে আসেন। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) অশোকাষ্টমীর মেলা। চৈত্রমাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সরকার, শিক্ষক,
দ্বীপরপার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
দ্বীপরপার, কুচবিহার

৩। গ্রাম ঃ বালাভূত।১,১০৫।৬·৮২৮।৯১১।৪,২৯০

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা। মুসলমান সম্প্রদায়ের বৎসরের বিভিন্ন সময় ইদলফেতর, ইদোজ্জোহা, ফতেহা দোয়াজ-দাহম্ ও মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচদিন ব্যাপী। মেলাটি গত পনর বৎসর হইল বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি হরিমন্দির আছে।

বহুকাল পূর্বে কালজানী, রায়ডাক এবং গদাধর নদীর সংগমস্থলে নদীগর্ভে এই গ্রামটি বিলীন ছিল। এখনও গ্রামটির তিন দিকে তিনটি নদী বেষ্টন করিয়া আছে।

শিক্ষকমণ্ডলী,
বালাভূত ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কৃষ্ণপুর, কুচবিহার।

৪। গ্রাম ঃ পাশি শালা।১,১১৭।১·৫৩৩।২১০।১,০৪২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার। কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রামের পাশ দিয়া গদাধর নদী প্রবাহিত।

(ঘ) চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীর স্নানোৎসব।

(ঙ) অশোকাষ্টমীর মেলা। চৈত্র মাসে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি সাত-আট শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে গদাধরদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীআব্বাস উদ্দিন আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
ভুচুংমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নাটাবাড়ী, কুচবিহার।

৫। গ্রাম : ভুরকুশ।১,১৪২।·৩৯৫।৮৫।৪৩৫

(ক) রাজবংশী, ধোপা, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে কামাখ্যাগুড়ি রেল-স্টেশন। গ্রামের মধ্য দিয়া পি. ডব্লিউ. ডি-র রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা এবং "দোল সোয়ারী" ও "বহুরুৎসব"।

(ঙ) দোল বা "দোল সোয়ারী" মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ, দুইটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা ও দুইটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীগজেন্দ্র চন্দ্র দাস, শিক্ষক,
ভুরকুশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ধলপাল, কুচবিহার।

৬। গ্রাম : শালবাড়ী।১,১৪৫।৫·৫৬২।৬২৩। ৩,৫৮৩

(ক) প্রধানতঃ রাজবংশী, যুগী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্ত্তী রেলস্টেশন কামাখ্যাগুড়ি। গ্রামে যাতা-য়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা।

(ঙ) রাস যাত্রার মেলা, কার্ত্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের রাজবংশীদের প্রায় প্রতি ঘরেই মনসা পূজা হয়।

পূর্বে এই অঞ্চলে প্রচুর শালবন ছিল এবং এই শাল-বনের মধ্যে কুচবিহার মহারাজের একটি বাগান-বাড়ী ছিল। গ্রামের প্রান্তে এখনও উহার ভগ্নাবশেষ আছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই গ্রামের নাম শালবাড়ী হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বর্মন, শিক্ষক,
পোঃ শালবাড়ী, কুচবিহার।

৭। গ্রাম : ভাণ্ডিজালাস।১,১৬২।৩·৫৭৭।৫২০।২,৩৮৮

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, নাপিত, মুচি, সাহা, বারুই।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) জাতীয় সড়ক হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতা-য়াত চলে।

(ঘ) কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রাসোৎসব। গ্রামের হরিরহাট নামক স্থানে একটি বিষ্ণু মন্দিরে কার্ত্তিক পূর্ণিমা হইতে পনের দিন ব্যাপী রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্ত্তিক মাসে পনের দিন ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ঘরেই শীতলা ও মনসার পূজা হয়।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সিংহ, শিক্ষক,
হরিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ হরিরহাট, কুচবিহার।

৮। গ্রাম : ছাট্ ভারেয়া।১,১৬৩।·৩৬৩।১৬০।৩৪৮

(ক) রাজবংশী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় তের মাইল দূরে রেলস্টেশন কুচবিহার। গ্রামের পাশ দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মী পূজা। কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক পূজা এবং অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্ত্তন, পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন পৌষ পার্বন, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা। চৈত্র মাসে হুদুম পূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব পূজা।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে,
পোঃ তুফানগঞ্জ,
কুচবিহার।

৯। গ্রাম : বালাকুটি।১,১৬৮।১·৪৮৯।৩৪৬।১,২৫৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) জাতীয় সড়ক হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা।

(ঙ) জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে সাত দিন ব্যাপী। মেলাটি গত পনর বৎসর যাবত হইতেছে।

(চ) ×

শ্রীসন্তোষ কুমার রায়, শিক্ষক,
বালাকুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বক্সিরহাট, কুচবিহার।

১০। গ্রাম: শিলঘাগরী।১,১৭০।১·৮৮৫।১৫০।৮০৩

(ক) রাজবংশী, ছুতার, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে কুচবিহার রেলস্টেশন।

(ঘ) শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা এবং মাঘ মাসের অমাবস্যায় কালীপূজা, শিবপূজা ও শীতলাপূজা। কালীপূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। পূজায় পাঁঠা বলি ও ধর্মাচার হিসাবে মদ্য ও গাঁজিকা দেওয়া হয়। পূজান্তে অনেকেই প্রসাদ জ্ঞানে মদ্য পান করেন।

(ঙ) ×

(চ) কালীমন্দির আছে। গ্রামে তেরোটি মনসা পূজা এবং দুইটি শীতলা পূজা হয়।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
শিলঘাগরী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ঃ ভালুকুমারী, পোঃ বক্সিরহাট,
কুচবিহার।

১১। গ্রাম: বক্সীরহাট (মৌজা: ছোট লাউকুঠি)। ১,১৭১।·২৬৫।১১৭।৭৮৮

(ক) বাঙ্গালী, বিহারী ও মাড়োয়ারী।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে জোড়াই রেলস্টেশন এবং বিশ মাইল পশ্চিমে কুচবিহার রেলস্টেশন। কুচবিহার হইতে সরকারী মোটর বাস এবং আসামের ধুবড়ী হইতে বেসরকারী মোটর বাস এই গ্রামের নিকট দিয়া যাতায়াত করে। গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ জোড়াই রোড। জোড়াই রোড হইতে দুইটি কাঁচা রাস্তা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচ দিন ব্যাপী। মেলাটি গত বারো বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে শনিঠাকুর ও নারায়ণের মন্দির আছে। ইহা ব্যতীত অতি প্রাচীন কাল হইতে গ্রামের প্রতি ঘরে বারো মাস বুড়াঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে। বুড়াঠাকুরের কোন মূর্তি নাই—একটি ত্রিশূলকেই বুড়াঠাকুর জ্ঞানে পূজা করা হয়।

গ্রামটির পূর্ব নাম শিবগঞ্জ। তবে বর্তমানে বক্সিরাম নামক জনৈক মাড়োয়ারী বাসিন্দার নামানুসারেই গ্রামের নাম বক্সিরহাট হইয়াছে। এই গ্রামটি আসামের গোয়ালপাড়া ও পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার সীমান্তে অবস্থিত একটি প্রাচীন ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান। প্রতি শুক্রবার গ্রামে গরু বেচাকেনার হাট বসে। হাটটি এই জেলার মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শ্রীহৃষিকেশ প্রামাণিক ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ,
বক্সিরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বক্সিরহাট, কুচবিহার।

The Lawkuthi Bunder, which is otherwise called Buxiganj, is situated 7 miles north-east of Fulbari by the side of the Lawkuthi Road on the left bank of the deserted bed of the Mara Sankos. It lies half a mile west of the Gadadhar. A road leads from the Bunder to the Ghat. There are some big shops of Marwari merchants arranged on four sides of the quadrangle formed by the Hat-ground, the Mahishkuchi Road going north by its east. There are some shops of mudis, wheel-wrights and blacksmiths also.

[District Handbooks, 1951, Cooch Behar, by A. Mitra p. lxviii.]

১২। গ্রাম ঃ রামপুর।১,১৮৬।৮·১২৮।১,৪১২।৬,৮৮৭

(ক) সাঁওতাল, রাভা, কোচ, ওঁরাও, ব্যগ্রক্ষত্রিয়। গ্রামে চৌদ্দটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে জোড়াই রেলস্টেশন হইতে কুচবিহার জাতীয় সড়ক দিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রাম হইতে দুই মাইল দক্ষিণে নদীপথে নৌ-চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কুচবিহার হইতে নিয়মিত মোটর চলাচলের সুব্যবস্থা আছে।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় দোল উৎসব। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী। প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শিব মন্দির, পাঁচটি মনসা মন্দির ও একটি বাবাঠাকুরের মন্দির আছে।

শ্রীশান্তি কুমার ব্যানার্জী, গ্রাম সেবক,
রায়পুর ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস,
কুচবিহার।

১৩। গ্রাম: তুফানগঞ্জ শহর।

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলষ্টেশন জোড়াই।

(ঘ) দোলযাত্রা। ফাল্গুন মাসে।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে পনর দিনব্যাপী। মেলাটি পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে নদীর ধারে টিনের চালাযুক্ত একটি দেবালয়ে মদনমোহন জীউর বিগ্রহ আছে।

শ্রীঅন্নদা চরণ সোম, চাকুরীজীবি,
বিচিত্রা, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ছোট ভারেয়া গ্রামের নিকটবর্তী হরিরহাট গ্রামে প্রতি বৎসর অষ্টনাগ পূজা উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণী মেলা বিবরণী অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইল। সংবাদদাতা শ্রীজীবন কৃষ্ণ দে, পোঃ তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।

উৎসব বিবরণী

অশোকাষ্টমী

[illegible] বৎসর চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমী [illegible] গদাধর নদীতে বহু লোক পুণ্যস্নান [illegible] আত্মীয়-স্বজনের আত্মার সদ্গতির জন্য নদী [illegible] তাঁদের দ্বারা পিন্ড দান ও তর্পণাদি করিয়া [illegible] কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থান এবং আসাম ও পূর্ব পাকিস্তান হইতে বহু নরনারী গদাধর নদীতে মৃতের অস্থি বিসর্জন দিতে এবং স্নান-তর্পণাদি করিতে অষ্টমী তিথিতে এই স্থানে আসেন। গ্রামে গদাধরদেবের মূর্তি ও মন্দির আছে। সপ্তমী তিথিতে মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয় এবং অষ্টমী তিথিতে গদাধরদেবের বিশেষ পূজাদি হয়। মানত হিসাবে পাঁঠা, পায়রা ও হাঁসের ডিম দেওয়া হয়। পাঁঠা ও পায়রা বলি দিয়া এবং হাঁসের ডিম মানত থাকিলে তাহা নদীর জলে ছাড়িয়া দিয়া প্রত্যেকে স্নান সমাপন করেন। স্নানের পর গদাধরদেবের মন্দিরে বাতাসা, চিনি, সন্দেশ প্রভৃতি নৈবেদ্য দিয়া ভক্তেরা পূজা দেন। উৎসবটি সাত-আটশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা যায়।

দোলযাত্রা বা "দোল সোয়ারী" উৎসব

ভুরুঙ্গ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের অষ্টমী তিথিতে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং স্থানীয় অঞ্চলে "দোল সোয়ারী" উৎসব নামে পরিচিত। গ্রামের প্রায় মধ্যস্থলে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। উক্ত রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। রাধাকৃষ্ণের নিকট নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য "সোয়ারী" মানত করিতে হয় এবং মানত-কারী পর পর সেই কয়েক বৎসর রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে "সোয়ারী" দেন। "সোয়ারী" উপলক্ষ্যে কোন পশু পাখী বলি দেওয়া হয় না। "সোয়ারী" উৎসবের আগের দিন "বহ্নুৎসব" হয় এবং সেদিন সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়।

প্রতি বৎসর রায়পুর গ্রামে ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমায় দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা গ্রামের সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। এই উৎসব দোলপূর্ণিমার দুই দিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া তিন-চার দিন ব্যাপী চলে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামে জনৈক ব্যক্তি-বিশেষের গৃহ দেবতা মদনমোহন বিগ্রহকে পূজামন্ডপে আনা হয় এবং উৎসবের কয়দিন এই পূজা মন্ডপে মদনমোহনদেবের যথারীতি পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের সময় প্রত্যহ সকালে গ্রামবাসীরা ফলমূল ও নানা-প্রকার মিষ্টান্ন পূজামন্ডপে লইয়া আসেন। অপরাহ্নে প্রতিদিন খিচুড়ী ভোগ দেওয়া হয়। পূজার সেবায়েত অসমীয়া। পূজারী বর্দুবেদী ব্রাহ্মণ এবং দেওচক্রবর্তী পদবী।

তুফানগঞ্জ শহরে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমায় গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন গিরিধারীলাল জীউর দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামের প্রান্তে নদীর পাড়ে মদনমোহন গিরিধারীলালের একটি টিনের চালাযুক্ত মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দির আছে। মন্দির অভ্যন্তরে মদনমোহনের পিতলের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কুচবিহারের মহারাজ কর্তৃক এই বিগ্রহ [illegible]ত হয়। উৎসবটি পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিনব্যাপী চলে। দোল পূর্ণিমার দিন মন্দিরে যথারীতি পূজার পর দেব বিগ্রহকে মেলার স্থানে একটি নির্দিষ্ট মন্ডপে আনা হয় এবং এই স্থানে তিন দিন পূজাদি হয়। উৎসবে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী যোগদান করেন। পূজারী ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ ফল, মিষ্টি ইত্যাদি নৈবেদ্য দিয়া পূজা দেওয়া হয়। উৎসবটি সর্বজনীন।

অশোকাষ্টমীর মেলা

শ্বীপরপার গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীর স্নান উৎসব উপলক্ষ্যে রায়ডাক নদীর তীরে স্থানীয় জমিদারের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশেপাশের গ্রাম ও ধধিয়াল, তুফানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় মোট প্রায় তিন-চার শত নর-নারীর সমাগম হয়। মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী ও অন্যান্য জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে।

পাণি শালা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীর স্নানোৎসব উপলক্ষ্যে গদাধর নদীর তীরে সপ্তমী হইতে নবমী পর্যন্ত তিন দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গদাধর মেলা নামেও পরিচিত। স্থানীয় লোকেরা মেলাটিকে সাত-আট শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করেন।

ভুচুংমারী, আমবাড়ী, ছোটচৌকী, বড়চৌকি, চোপগুড়ী, ভেলাপাট প্রভৃতি গ্রাম এবং আসাম ও পূর্ব পাকিস্থান হইতে মেলায় কয়েক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাদের অধিকাংশই কুচবিহার শহর হইতে আসেন। ইহা ব্যতীত তুফানগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ও আলিপুর দুয়ার হইতে প্রতি বৎসর কিছু সংখ্যক বিক্রেতা আসিয়া থাকেন। মেলাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তত্ত্বাবধান করেন এবং বিক্রেতাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হয়। মেলায় বহু দোকানপাট বসে (১০০০?) এবং ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানগুলির মধ্যে ময়রা ও অন্যান্য খাবার, মনিহারী, কাপড়চোপড় প্রভৃতির দোকান-পাটের সংখ্যাই বেশী। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর শিল্পসামগ্রী বা কারুশিল্পের প্রায় চল্লিশটি দোকান আসে। ইহা ব্যতীত হাকিমী ঔষধপত্র এবং বই-ছবি ইত্যাদির দোকান-পাটও বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতির আয়োজন হয় এবং কোন কোন বৎসর সিনেমা দেখান হয়।

অষ্টনাগের মেলা

প্রতি বৎসর ছাট্ ভারেয়া গ্রামের দেড় মাইল দূরে হরিরহাট নামক হাটখোলায় প্রায় দুই-তিন বিঘা পরিমাণ সরকারী জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রধানতঃ তুফানগঞ্জ শহর, বক্সীরহাট এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সাত-আটশত ব্যক্তি আসেন। উহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী যাত্রীগণ গরুর গাড়ী এবং সাইকেলে করিয়া আসেন। সাধারণতঃ বিকালের দিকে মেলায় বেশী বেচাকেনা হয়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ তুফানগঞ্জ, বক্সীরহাট প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি। উহার অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া ধর্মীয় পুস্তক, দেবদেবীর ছবি, বাঁশের বাঁশী, কৃষি সংক্রান্ত জিনিষপত্র প্রভৃতি দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য দোতরা, কুশান গান, কৃষ্ণযাত্রা ও ম্যাজিক অনুষ্ঠিত হয় এবং জুয়াখেলা চলে। গ্রামে যাত্রাদল আছে। ভুয়ার দলগুলি সাধারণতঃ বালাকুটি নামক স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসে।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা

বালাকুটি গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে চারদিন হইতে সাতদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পনের বৎসর যাবৎ বসিতেছে।

বক্সীরহাট, ঝাউকুটী, শিলঘাগরী প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পাঁচ হইতে সাত শত নরনারী আসেন।

মেলায় পনের-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনেরজন ফেরীওয়ালা আসেন। বক্সীরহাট হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে প্রধানতঃ খাবার, মনি-হারী ও খেলনার দোকানই দেখা যায়। আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, লটারী ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। গ্রামের যাত্রাদলই অভিনয় করে।

দুর্গাপূজার মেলা

বালাভূত গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হরিমন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় দুই বিঘা ব্যক্তিবিশেষের জমির উপর পাঁচ দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি পনের বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় চার-পাঁচ শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা রাজারকুটী, গোপালেরকুটি, ঝাউকুটি ও আসাম সীমান্ত এলাকার ঝাপুষাবাড়ী তালুক এবং গোপালগঞ্জ থানা হইতে আসেন।

মেলায় কুড়ি-বাইশটি দোকানপাট বসে। উহার অধিকাংশই খাবার ও মনিহারী দোকান। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়; দূরবর্তী গ্রাম হইতে দু-চারজন মাত্র বিক্রেতা আসেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় স্থানীয় কুশান ও দোতরা গান হয়। কুশান গানের বিষয়বস্তু রামায়ণের কাহিনী, রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানযজ্ঞ ইত্যাদি এবং দোতরা গানগুলিকে স্থানীয় কবিগান বলা যায়।

বক্সীরহাট গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বারোয়ারী দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দুর্গা মন্দির সংলগ্ন প্রায় দশ বিঘা জমির উপর পাঁচদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত বারো বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

ভানুকুমারী, নাকারখানা, মাডানী, ধলডাবরি, মহিষকুচি, পলিকা, টাটেরকুটি, লাউকুটি, ছোটলাউকুটি, সিঙ্গিমারী, রসিক-বিল, জালধোয়া, জোড়াই, ফণিমারী, বালাকুটি, শীলঘাগরী, বার-

কোদালী, ঝাউকুঠি, ঝিভাপস্নী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে সকল সম্প্রদায়ের বহু লোকের সমাগম হয়।

খাবার, মনিহারী, বাসনকোসন, জামা-জুতা ইত্যাদি জিনিষপত্রের প্রায় দুইশতটি দোকানপাট বসে। আসাম হইতে এবং কুচবিহারের বিভিন্ন স্থান হইতে বিক্রেতারা আসে। মেলায় বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান আদায় করা হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, কুশানগান, কৃষ্ণযাত্রা এবং যাত্রা ও থিয়েটার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

দোলযাত্রা বা "দোল সোয়ারী"-র মেলা

ভুরকুশ গ্রামে ফাল্গুন মাসে "দোল সোয়ারী" উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত রাধাকৃষ্ণের মন্দির সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমিতে একদিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। ভাটিবাড়ী, ধনপল প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নর-নারীর সমাগম হয়। কুচবিহারের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মেলায় বিক্রেতারা আসেন। দোকানের সংখ্যা প্রায় দেড়শত। উহার মধ্যে ময়রা ও অন্যান্য খাবারের দোকান এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই অধিক। আমোদ-প্রমোদের জন্য "বিষহরি" যাত্রা এবং দোতরা গানের ব্যবস্থা হয়।

প্রতি বৎসর রায়পুর গ্রামে ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমা তিথিতে দোলোৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় হাটখোলায় প্রায় দশ-এগার বিঘা জমির উপর তিন-চার দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। প্রধানতঃ কালিয়ারী, মহিষখুচি, বারবিশা, খাগড়াবাড়ী, টাকোয়েমারী, গড়ডাঙ্গা, মধুরভাষা ও চকচকা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পঁচিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় দেড় হইতে দুইশত দোকানপাট বসে এবং দশ-বারোজন ফেরীওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলি অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বারবিশা ও তামারহাট হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই মেলায় বিক্রেতারা আসেন। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দোকান-পাটের সংখ্যাই অধিক। তাহাছাড়া ঔষধপত্র, বইছবি ও কৃষি সংক্রান্ত জিনিষপত্রের দোকান এবং ধামাকুলা, বেতের চ্যাঙ্গারী, মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির দোকানপাট বসে। কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যগুলি প্রধানতঃ জাল-ধোয়া, খাগড়াবাড়ী, কালিয়ারী ও গড়ডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, জলসা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। মেলায় জুয়া ও লটারী খেলা হয়। গ্রামে যাত্রা ও কবিগানের দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীকেদার নাথ সাহা ও শ্রীসুবল চন্দ্র সাহা।

তুফানগঞ্জ শহরে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমা তিথিতে মদনমোহন গিরিধারীলালের দোল উৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় ত্রিশ বিঘা সরকারী জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল ও টাউন কমিটির তত্ত্বাবধানে মেলাটি পরিচালিত হয়। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রথম সাতদিন লোক সমাগম বেশী হয় এবং প্রতিদিন বিকালের দিকেই বেচা-কেনার ভীড় হয়।

মেলায় প্রায় আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয় ও প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় গ্রাম-বাসী। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষপত্রের দোকান, শিল্পসামগ্রী এবং অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রীর দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য লটারী, ম্যাজিক, সার্কাস প্রদর্শনী ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বাইচ্ মেলা (দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে)

চৌকশী বলরামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীর পরদিন কালজানী নদীতে নৌকা বাইচ্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কালজানী নদীর ঘাটে প্রায় আট-দশ বিঘা পরিমাণ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। দেউচড়াই, চিলাখানা, সন্তোষপুর, ঝলঝলি, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দুই সহস্র নর-নারীর মেলায় সমাগম হয়।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে। উহার মধ্যে বিভিন্ন রকম খাবারের দোকান ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দোকানপাটও বসে। স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন উল্লিখিত গ্রামগুলি হইতেও প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন।

রাসযাত্রার মেলা

ভান্ডিজালাস্ গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে হরিরহাট নামক স্থানে প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর পনের দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। সাধারণতঃ প্রতিদিন বিকালের দিকেই মেলায় বেচাকেনা হয়। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মজরাপুর, বাঁশরাজা, মাস্তানী, বারকোদালী, হরিপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় চারশত নর-নারীর সমাগম হয়। বাকলাহাট, রাণীরহাট, বক্সীরহাট প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। দোকানের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। খাবার, মনিহারী, পান-বিড়ি, ঔষধপত্র ও বই-ছবি ইত্যাদির দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয় এবং জুয়া ও লটারী খেলা চলে।

শালবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে রাস-যাত্রা উপলক্ষ্যে প্রায় ছয়-সাত বিঘা পরিমাণ জমির উপর এক-দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। মেলায় প্রায় চারশত লোকের সমাগম হয়। স্থানীয় লোক এবং আশেপাশের গ্রামের লোকেরা মেলায় প্রতি বৎসর দোকান দেন। খাবারের দোকান, মণিহারী দোকান, শিল্পসামগ্রীর দোকান, শাকসব্জী দোকান ও চা-পান-বিড়ির দোকান বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য দোতরা গান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

দিনহাটা থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ খালিসা গোসানীমারি।
৫৪২।২·৫৭২।৩০০।১,৬৫৫

(ক) মুসলমান। তিনটি পাড়া আছে।

(খ) না।

(গ) দিনহাটা রেলস্টেশন হইতে আট মাইল পূর্বে এবং পূর্ব-পশ্চিমে দিনহাটা-রংপুর রাস্তা এই গ্রামের মধ্যে মিলিত হইয়াছে। দিনহাটার রাস্তাটি পাকা, এবং উহাতে মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে মদন ত্রয়োদশী তিথিতে কামদেব পূজা বা বাঁশ উৎসব।

(ঙ) কামদেব পূজা বা বাঁশ উৎসবের মেলা। চৈত্র মাসে মদন ত্রয়োদশী হইতে তিনদিন। মেলাটি বহু-কালের প্রাচীন।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রাম শুকর বাহন মশান কালীর মূর্তি আছে। মশান কালীর নিত্য পূজা হয়। ইহা ভিন্ন গ্রামে একটি হরিবাসর আছে।

শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র পাল, শিক্ষক,
খালিসা গোসানীমারি নিউ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গোসানীমারি, কুচবিহার।

"খালিসা গোসানীমারি এবং আশেপাশের কামতাপুর, জামবাড়ী, টাকীমারি, ভিতরকামতা প্রভৃতি গ্রামগুলিসহ এই অঞ্চলটি খুবই প্রাচীন। এই সমস্ত গ্রামেই প্রাচীন ধ্বংসাব-শেষের অনেক চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে। খালিসা গোসানীমারি বা গোসানীমারি 'রাজপাট' এবং 'কামতেশ্বরী মন্দির'—এই দুইটির কুচবিহারের প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্তির নিদর্শন হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। গ্রামের পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক বেষ্টন করিয়া সিঙ্গিমারী নদী প্রবাহিত।

পূর্বে এই অঞ্চলটি (বস্তুতপক্ষে সমগ্র কুচবিহার জেলা) প্রাচীন কামরূপ রাজ্যেরই অংশবিশেষ ছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে এই অঞ্চলটিতে 'খেন' বংশীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাঁহাদের আধিপত্যাধীন রাজ্যটি 'কামতারাজ্য' নামে পরিচিত হয়।

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থে যথা, কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের চতুঃসীমা এইভাবে নির্দিষ্ট আছেঃ উত্তরে কাঞ্চনাদ্রি বা কাঞ্চনজঙ্ঘা, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্বে দিক্করবাসিনী বা দিক্ষু নদী, এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সংগম। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের আকার একটি ত্রিভুজের ন্যায় এবং ইহা রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও সৌমারপীঠ এই চারি অংশে বিভক্ত। ইহার পশ্চিমাংশ বা সৌমারপীঠ ঐতিহাসিক যুগে কামতা নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অনেকস্থলে কামরূপ বা কামতা শব্দ তুল্যার্থজ্ঞাপক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খেনবংশীয় নীলধ্বজ কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কামদা বা কামতাদেবী তাঁহার উপাস্য দেবী ছিলেন। দেবীর নামানুসারে তিনি রাজ্যের নাম কামতারাজ্য এবং রাজধানীর নাম কামতাপুর রাখেন। সাধারণ লোক এই দেবীকে গোস্বামিনী সর্বাধিশ্বরী বা গোসানী নামে অভিহিত করিত। এইজন্য পরবর্তীকালে কামতাপুর গোসানীমারি নামে পরিচিত হয়। নীলধ্বজের পর যথাক্রমে চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর কামতারাজ্যের অধীশ্বর হন। নীলাম্বর অতি শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি বাহুবলে কামরূপ রাজ্যের অধিকাংশ স্থান ও আধুনিক রংপুর জেলায় প্রায় সমগ্র অঞ্চল স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণসীমা ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য নীলাম্বর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন।......নীলাম্বরের রাজত্বকালেই কামতা-রাজ্যের পতন ঘটে।..................রাজধানী কামতাপুর বহু প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল। ধরলা নদীর ভাঙ্গনে ইহার অনেকস্থান বর্তমানে লুপ্ত হইয়া গেলেও যাহা বিদ্যমান আছে তাহা হইতেই নগরীটির বিশালতার কতকটা ধারণা করিতে পারা যায়। বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার পরিধি উনিশ মাইল দেখিয়াছিলেন। পূর্বে এইস্থান অত্যন্ত জংগলময় ছিল, কিন্তু এখন ইহার চারিদিকে চাষ-আবাদ হওয়ায় এখানে যাইবার আর কোন অসুবিধা নাই। মহারাজা নীলধ্বজের প্রতিষ্ঠিত কামদা বা গোসানীদেবী দুর্গমধ্যে এখনও নিত্যপূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।"

(বাংলায় ভ্রমণঃ ২য় খণ্ডঃ পৃঃ ২৩-২৪, ১৯৪০—পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত।)

"Niladhwaja built his capital at Kamatapur on the west bank of the Dharla about 14 miles south-west of modern Cooch Behar, and enclosed on three sides with a gigantic rampart with an inner and outer ditch, while the Dharla protected the east. The citadel was erected in the middle with a double line of fortifications with the outer one being of earth and the inner one being of bricks, with a moat between the two. A temple was erected within the brick wall for the wor-

ship of the family deity, which was called Kamateswari or the guardian goddess of Kamatapur. The general title of this line of kings was Kanteswara or Kamateswara, the lord of Kama.

Niladhwaja was succeeded by his son, Chakradhwaja. During the reign of this line of kings, the shrine of Gosanimari is said to have been discovered. This is supposed to be nothing more than the *kabacha* or amulet of the ancient king, Bhagadatta, who fall on the field of Kurukshetra. Chakradhwaja was succeeded by his son, Nilambara. who was the third and the last king of the line .... He did much to improve communication and established temples in different parts of the kingdom...... The old temples of Siva at Jalpes and Baleswara and Pateswar at Pana are ascribed to him. Within Kamatapur there was a mint, the ruins of which are still extant".

(District Handbooks, Cooch Behar, 1951, by A. Mitra, p. xxix).

১৮০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে বুকানন হ্যামিলটন এই স্থানটি যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল।

"The city is of an oblong form ; and, so far as I could judge by riding round it on the inside of the inner ditch, is in that line about 19 miles in circumference . . . .

Within, the chief object is the Pat, citadel, or royal residence, which is situated near the centre of the city. It is of a quadrangular form, and is surrounded by a ditch about 60 feet wide, about 1860 feet from east to west, and 1880 from north to south. Within the ditch has been a brick wall, without has been a rampart of earth.......... Within the brick wall of the inner enclosure the most striking object is a large mound towards its northern face. It is about 360 feet square at the top, and 30 feet high..........

I could only observe two places on the mound, that had any appearance of having been buildings . . . . Towards the east side is a small square heap, and it is said to have been the temple of Komoteswori, which I think is exceedingly probable. The other ruin situated towards the west side has been paved with stones, and is supposed to have been the Raja's house ; but this I suspect is not well founded. Such an approximation to the God of the empire would not have been decent, the place is exceedingly small, and totally unfit for the residence of a prince, and seems to me more suitable for the situation and size of a building in which Moncho the image of the God would have been on days of great solemnity placed."

(District Handbooks, Cooch Behar, 1951, by A. Mitra. p. lxxiv—lxxv).

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অফ্ আরকেওলজি শ্রী এম. এস. ভাট্‌স এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন, তাঁহার পর্যবেক্ষণের ফলাফল একটি 'নোট' আকারে District Handbooks, Cooch Behar, 1951 (p. 120—123)-এ সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। ঐ 'নোটের' অংশ বিশেষ নীচে উদ্ধৃত হইল।

"The fortification of Kamteswar consists of a rough oval with the longer axis east and west and the shorter north and south. The outer wall of the citadel covers a perimeter of about 20 miles. Situated within the heart of the outer rampart is the inner citadel which, again. is a roughly rectangular area with two moats, one coming somewhat irregularly in order to take advantage of a well formed depression which gradually converges to the central citadel, which was occupied by the palace...... Taking the whole area covered by the outer moat, the situation of the palace is fairly central. . . . . . . This fort is ascribed to Raja Nilambara, the third and the last king of Khens (1460-1498), who was overthrown by Husain Shah, the Sultan of Bengal in 1498, when it became a stronghold of the Muhammadans.

It appears that round the dado of the palace was built a series of stone sculptured panels carved in the form of niches. The height of these panels is 37½", but the width varies from 23" to 36½". The sculptures are in high relief. . . . .

"The temple of Kamteswari was built by Kavimandala in the Saka year 1587 (1665 A.D.) under the order of Maharaja Prana Narayana. This date is also given by the chronogram Naga, naga, margana. himajyoti=Naga 7, naga 8, margana=5, himajyoti=1. The temple was constructed for the goddess Bhavani. Archaeologically this is typical of the latter part of the 17th century. It has the Bengali-hut-type of arch on the outside above which the dome rises. The vertical portions on the outside show a multifoil arch on each side framed by heavy pilasters. The space

above the arches is also ornamented with small niches of the same type. Internally, however, each side is spanned by a pointed arch. Between the meeting points of these arches are the pendentives at the corners making an arch on which a drum is carried on three short projecting vertical tiers and on that is carried the hemispherical dome. The soffit has the usual padma. The walls of the sanctum have typical niches and other chases. The thickness of the wall is 50″ excluding the mouldings which project for another 9″ in a series of courses.

In the north side niche inside the sanctum is a small image of Surya standing (21″ high) driven in a chariot by seven horses. He wears a high *kirta-kundala*, a *makara-kundala* in each ear, two necklaces, (long) *yojnopavita* and high boots and holds a full blown lotus in each hand. Behind his left hip is a sword tucked up in the scabbard. To his left and right are the figures of Danda and Pingala preceded by a chauri bearer on each side. Below the figures of Danda and Pingala are Usha and Pratyusha shooting arrow at the demon of darkness. It may be added that Chaya stands between his feet and Aruna, the charioteer, is indicated below the figure of Chaya on the chariot. It is worth remarking that all the horses face sideways including the horse in the centre. Usually the central horse is always posed looking in front. This sculpture is typical of the Pala period.

The temple being very much later than the sculpture, the latter must obviously have been brought here as a god of worship, and figure is absolutely intact.

There is also a bronze image of Surya showing Aruna driving a regular chariot. All the seven horses are racing forward facing front. The other figures are almost the same as those referred to above, but the figure of Chaya and the garland bearing figures are not there. This bronze image is very much later. As the result of the severe earthquake of 1897 the temple got bodily inclined to the north side, but happily there is no shearing.

The temple combines typical features of the late 17th century Mughal architecture and the Bengali-hut-type-of-roof.

Inside the turret at the south-east corner of the compound of Gosanimari temple is a standing image of Vishnu 37″ high. This is of basalt. Vishnu stands on a lotus, and there is a female *chauri* bearer to his right and Sarasvati with *vina* to his left. Vishnu has four hands. In the right upper he holds a lotus and in the lower a *sankh*. In the upper left he holds a *gada* and in the lower a *chakra*. He wears a high *kirita-mukuta* and a *makara-kundala* in each ear. He wears a beaded torque, a *chandra-hara* clasped in the centre (*padaka*) and a long two stringed beaded necklace. The *yojnopavita* hangs prominently and the long *vanamala* is shown falling below his knees. This is another sculpture typical of the Pala period. The temple faces west. There is another opening on the north side. The small *homa-mandapa* in front which also contains the same multifoil arches seems a necessary adjunct of the original construction. Another *mandapa* added to it still further west is very much late ".

(District Handbooks. Cooch Behar, 1951, by A. Mitra, p. 124).

কামতেশ্বরী মন্দির সম্পর্কে ১৮০৮-০৯ সালে বুকানন হ্যামিলটন এই স্থান পরিভ্রমণের সময় স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে যে কিংবদন্তী শুনিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নীচে তাহা উদ্ধৃত হইল—

" On the fall of the city the fortunate amulet of Bhogodotto retired to a pond, near where the Singgimari enters the city, and there remained, until a favourable time for re-appearing occurred. This happened in the government of Pran Narayon, the fourth Raja of Vihar, when Bhuna, a fisherman, threw his nets into the pond, and could not draw them out. He was informed by a dream of the cause, and directed to instruct the Raja of the manner in which the deity expected to be received. A Brahman was sent upon an elephant, having with him a silken purse. Having found the amulet under water, it was there placed in the purse, and having been thus concealed was placed on the elephant ; for it is quite unlawful for any person to behold the emblem of the goddess. The elephant went of his own accord to a place on the banks of the Singgimari, near where that river leaves the old city, and there halted at Gosaingnimari, where Pran Narayon built a temple for its reception, as appears from an inscription in the year of Sakadity. 1587 (A. D. 1665). The Raja naturally enough

appointed priests to the temple from among the colony of Brahmans that had been introduced by his ancestor Viswo ; but he was soon informed by a dreamer, that this was not agreeable to the goddess, and that her priests must be selected from among the Maithilos, by whom she had been formerly served........The first of the Maithilo priests informed the Raja, that every night he blindfolded himself, went into the temple, and shut the doors, and played on a drum (Tublah), to the sound of which the goddess danced naked in the form of a beautiful girl, as she informed him, for he had never presumed to look. The Raja's curiosity was raised to the highest pitch, and the compliant priest allowed him to look through the door. The goddess was exceedingly angry, that she should have been seen in such a situation, discontinued her dancing, and informed the priest, if any of the Narayon family presumed afterwards to come within sight of the temple, that he would certainly die. The Rajas therefore abstain from visiting this temple, although they have erected considerable buildings ; and have bestowed on the priests a proper endowment. The buildings are of brick, with a few stones evidently taken from the ruins of Komotapat, and are surrounded by a brick wall, with an octagonal tower at each corner. The area is planted with elegant flowering trees.......”

(District Handbooks : Cooch Behar, 1951, by A. Mitra, lxxvi).

পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তরের শ্রীঅরুণ কুমার রায় ১৯৬০ সালে “কামতেশ্বরী দেবী” সম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধানে যান। তাঁহার লিখিত বিবরণটি নিম্নে দেওয়া হইল :—

“কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ভিতর-কামতাপুর মৌজারই একটি অংশ গোঁসানীমারী গ্রাম নামে প্রকাশ। গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন দিনহাটা। কোচবিহার শহর হইতে দিনহাটা হইয়া জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া সারা বৎসর মোটরবাস চলাচল করে। এই রাস্তাই গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ। গ্রামের এক মাইল দক্ষিণে জলধাকা বা সিঙ্গিমারী নদী দিয়া নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে। গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর বাস। গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধরলানদীর পশ্চিমতীরে কামরুপরাজ্যের ধনজনসমৃদ্ধ প্রধান নগর সুপ্রসিদ্ধ কামতাপুরের (গোঁসানীমারীর) সুবিশাল দুর্গ এবং রাজধানী অবস্থিত ছিল; এক্ষণে ইহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত রহিয়াছে। এই স্থান কোচবিহার রাজধানী হইতে চৌদ্দ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে এবং কোচবিহার স্টেট্ রেলপথের দিনহাটা স্টেশন হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এবং গোঁসানমারী (গোঁস্যামারই বা দেবীস্থান) নামে পরিচিত। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান এই যে, দুর্গের পাঁচ মাইল পরিমিত স্থান সম্ভবতঃ ধরলানদীর দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গ তৎকালে পূর্বোত্তর ভারতের আর কোথাও লক্ষিত হইত না। পূর্বে অথবা পরবর্তীকালে সমগ্র সুবে বাংলায় যে সমস্ত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তুলনায় সেগুলির একটিও কামতাপুরের সমকক্ষ ছিল না। এই দুর্গের পরিধি প্রায় ঊনবিংশ মাইল ছিল এবং প্রবেশদ্বারগুলি ব্যতীত গড়ের চারিদিকের অত্যুচ্চ প্রাকার মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছিল।

গোঁসানীমারী সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র, আই, সি, এস, মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সেন্সার দপ্তর হইতে প্রকাশিত “কুচবিহার ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ড বুকে” লিখিয়াছেন :—

It is 14 miles south of Cooch Behar and is connected with it by a road which goes south-west to Shitai near which it meets the Rangpur-Kakina Road. Dinhata is 8 miles on the east, and the road coming from it goes by the south of the Bunder as far as Jalpaiguri *via* Mekliganj, Jalpesh and Mainaguri. The Singimari flows by the west and south within a mile each way. The place is of historic importance, having been the seat of Government of the line of kings that preceded the present dynasty. The Rajpat or the citadel of King Kanteswar, now in ruins, lies in the north, while the great Rampart of the same king stretches along the north south from the far west on the other side of the Singimari. The vicinity is full of ruins and decaying monuments of past greatness.”

(District Handbooks : Cooch Behar, 1951, by A. Mitra, p. lxviii).

ভিতরকামতা গোঁসানীমারী গ্রামে দেবী কামতেশ্বরী বা গোঁসানীদেবীর বৃহৎ মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে সুউচ্চ-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রধান গেট দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই প্রথমে দোলাভিটা, গারোদঘর (দেবীর ধনাগার) এবং হোমগৃহের পরেই কামতেশ্বরী দেবীর মূল পাকা মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবীর সিংহাসনের উত্তর পাশে সূর্যমূর্তি এবং পৃথক চৌকিতে মহাদেব, নারায়ণ, গোপাল ও ব্রহ্মার মূর্তি স্থাপিত আছে। প্রাচীরের অভ্যন্তরে এবং মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি মন্দিরে মহাদেব ও ভৈরবী, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি মন্দিরে মহাদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি মন্দিরে তারকেশ্বর শিব প্রভৃতি দেবদেবী বিদ্যমান। দেবী কামতেশ্বরীর সহিত এই সকল দেবদেবীরও নিত্যপূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান এই মন্দিরটি কোচবিহার রাজ প্রাণনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। দেবীর নিত্য সেবা-পূজার জন্য মহারাজ প্রাণনারায়ণ কর্ত্তৃক বহু ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হয়। উক্ত ভূসম্পত্তি বর্তমান সরকারী দেবোত্তর বিভাগের অধীন। এই

মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রীযুত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement" গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ--

" Maharaja Pran Narayan also built a new temple for goddess Gosanimari of Kamatapur, the Capital of Khens, in what is now Taluk Bhitar Kamta on left bank of the old Singimari, about a mile south-east of the Rajpat, and had it connected with his capital by high road. He made endowments for the puja of the goddess in a princely style. In front of the main temple, over the entrance, appears the following sloka written in Bengali Characters :—

'সমস্তদিকদন্তি ভিন্নভুজাদন্ত প্রতাপার্য্যস
ক্রীড়া কন্দুক যো বর্দ্ধিত যশং শ্রীপ্রাভূমিপতেঃ।
শাকাব্দে নগনন্দমার্গণমিত জ্যোতির্ম্মিতে নির্ম্মিতঃ
শ্রীভানুকীর্তিনন্দনেন ভবতা ভব্যোভবাণী মঠঃ।"

কামতেশ্বরী বা গোসানীদেবী সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচলিত বহু কাহিনী ও কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদের "কোচবিহারের ইতিহাস" হইতে উহার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ

"যোগিনীতন্ত্রের" দ্বিতীয় পটলেও লিখিত আছে যে বর্দ্ধনের পলায়িত পুত্রগণ ক্ষত্রিয়াচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক রত্নপীঠে (কামতা) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজবংশী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। নীলধ্বজের বংশ যে মূলে ক্ষত্রিয় ছিল এবং পরে আচারভ্রষ্ট হইয়া রাজবংশী অথবা 'কোচ' নামে পরিচিত হইয়াছে, উদ্ধৃত বৃত্তান্তে তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, এই নীলধ্বজ প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের রাখাল ছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার শরীরে রাজচিহ্ন দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ঐ হীন কার্য্য হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। নীলধ্বজের গোচারণক্ষেত্র বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত ছিল বলিয়াও প্রবাদ আছে। তাঁহার রাজ্যলাভ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। একটি মত এই যে, নীলধ্বজ সুনামখ্যাত হরচন্দ্রের উত্তরাধিকারী পাল রাজার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; মতান্তরে, তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ প্রভুর পরামর্শে পালবংশীয় অন্তিম রাজাকে গৌহাটির নিকট পরাজিত করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। তিনি গৌহাটি হইতে রাজধানী কামতাপুরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং বহু সংখ্যক মৈথিলী ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া স্বকীয় রাজ্যের 'ব্রাহ্মণরাজ্য' নামকরণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

নীলধ্বজের পর চক্রধ্বজ, আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কামতাপুরের রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অধিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। প্রবাদ আছে যে, রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'কামতেশ্বরী' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। কামতাপুরের দুর্গের (গোসানীমারীর) অভ্যন্তরে কামতেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত রহিয়াছে।

কথিত আছে যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ভগদত্ত ভারত যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার 'কবচ' যুদ্ধক্ষেত্রে অযত্নে পতিত ছিল এবং রাজা চক্রধ্বজ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাহা আনয়ন পূর্ব্বক রাজধানী কামতাপুরে স্থাপন করেন। 'গোসানী মঙ্গলে' লিখিত আছে যে, স্ফটিককুড়ারতটে এক শিমুল বৃক্ষের মূলে ঐ 'কবচ' নিহিত ছিল ; রাজা কান্তেশ্বর 'মধুজালী' নামক চণ্ডালের সাহায্যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি তাহাকে মৈথিলী ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত এবং 'ফুলতোলা দেউরী' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। মতান্তরে, ভগদত্তের ঐ 'অক্ষয় চণ্ডিকা কবচ' যুদ্ধাবসানে তাঁহার বংশধরগনেরই অধিকারে ছিল।

চক্রধ্বজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির কোথায় ছিল তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন কামতাপুর পরিদর্শনকালে (১৮০৮ খৃষ্টাব্দে) 'রাজপাটের' উপরে কামতেশ্বরীর আদি মন্দির এবং তৎসংলগ্ন মঞ্চের স্থান ছিল, এরূপ অনুমান করিয়াছেন। 'রাজপাটের' প্রায় ২০০ ফিট পূর্ব্বদিকের সমতল ভূমিতে অবস্থিত যে স্থানটিকে তিনি রাজার অশ্বাগার ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, একশত বৎসর পরে, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বরচিত ইতিহাসে তাহাকেই কামতেশ্বরীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বকীয় মতের অনুকূলে কোন প্রমাণ দেন নাই। কামতেশ্বরী বর্ত্তমান মন্দিরগর্ভের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। একটি সাত অথবা আট ফিট উচ্চ ভূখণ্ডের উপরে প্রাচীর বেষ্ঠিত (২২৫"×১৩৫") চত্বরের পূর্ব্বপ্রান্তে এই মন্দির এবং তাহার সম্মুখে হোমগৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পের প্রভাবে, প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায়, তাহার কতকাংশ অপেক্ষাকৃত নিম্নতর করিয়া সংস্কৃত করা হইয়াছে। হিন্দু রাজগণ অনেক সময়ে দেবতার নামে রাজ্য শাসন করিতেন; সুতরাং কামতেশ্বরীর রাজ্য 'কমতা' বা 'কামতা' এবং তাঁহার মন্দিরের স্থান 'রাজপাট' নামে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে। যোগিনী তন্ত্রের দ্বাদশপটলে লিখিত আছে যে, কামাখ্যাসেবক নরকাসুরের আচরণে বশিষ্ঠ ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কামাখ্যাদেবী নীলাচল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কামাখ্যাপীঠ কোন এক সময় হীনপ্রভ হইয়া পড়ার বৃত্তান্ত কালিকাপুরাণেও (১৮তম অধ্যায়ে) লিখিত আছে।.................

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, নরকাসুরই বশিষ্টশাপে 'কান্তেশ্বর' হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (দেবখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়)। ইতঃপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন সেই জনপ্রবাদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ কর্ত্তৃক কামতেশ্বরীর মন্দির বিনষ্ট এবং রাজ্য অধিকৃত হওয়ার কিছুকাল পরে বিশ্বসিংহ দেশাধিপতি হইয়া কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার এবং কামতাপুরে দৈবলব্ধ 'গোসানীদেবী'কে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরসিংহ পরে ঐ দেবীকে সঙ্গে লইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার পুনরুদ্ধার করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করিয়া কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং মন্দির ধ্বংসসাৎ করিয়াছিলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজুমলা কর্ত্তৃক কোচবিহার রাজ্য আক্রান্ত এবং কতিপয় দেব বিগ্রহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৫৫৬ শকে (১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে) অহোমরাজ্যের কর্ম্মচারিগণ 'নবাব সোহলয়ার খাঁকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে করতোয়া নদীর পূর্ব্বদিকে 'কামতেশ্বরের পাঠ' অবস্থিত থাকার উল্লেখ আছে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা প্রাণনারায়ণ কর্ত্তৃক কামতেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু তৎসংক্রান্ত জনরবের কোনও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা নাই, 'কবচ' প্রতিষ্ঠার কথা আছে। মন্দিরের বড়দেউরী বলেন, 'ঐ কবচ যে রজত নির্ম্মিত কৌটায় আবদ্ধ আছে, তাহার উপরে ভগবতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে; কৌটার অভ্যন্তরে রক্ষিত বস্তু কেহই দেখিতে পান না, এমনকি পূজকও উহা দেখেন না। বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণের প্রায় ১৫০ বৎসর পরে ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন 'কবচ' সংক্রান্ত জনরবগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রায় সমসাময়িক কালের রচিত 'গোসানী মঙ্গল' নামক হস্তলিখিত পুঁথিতেও ঐ সমস্ত জনরবের উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মন্দির ধ্বংসসাৎ হইলে, কামতেশ্বরী 'কাজলীকুড়া' নামক সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; ভুনা নামক জনৈক ধীবর সেই সরোবরে জাল ক্ষেপণ করিয়া তাহা উত্তোলনে অশক্ত হয় এবং রাজা প্রাণনারায়ণ সেই রাত্রেই জাল আবদ্ধা কামতেশ্বরীকে উত্তোলন করিয়া তাঁহার পূজার সুব্যবস্থা করিতে স্বপ্নাদিষ্ট হন। রাজাদেশে জনৈক ব্রাহ্মণ সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া 'কবচ' রূপিনী কামতেশ্বরীকে উত্তোলন পূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করেন এবং হস্তি স্বেচ্ছায় যে স্থনে গিয়া দন্ডমান হইয়াছিল, তথায় কামতেশ্বরীকে স্থাপনপূর্ব্বক, তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হয়...................ইত্যাদি।"

কিংবদন্তীর রাজা কান্তেশ্বর কর্ত্তৃক গোঁসানীদেবী প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দেবীর নাম 'কামতেশ্বরী' হইয়াছে এইরূপ জনপ্রবাদও আছে। কান্তেশ্বর সম্পর্কে আমানতউল্লা আহমদ সাহেব তাঁহার "কোচবিহারের ইতিহাসে" লিখিয়াছেন--"স্থানীয় লোকের মুখে কামতাপুরের 'একপুরুষী' "রাজা কান্তেশ্বরের" (কামতেশ্বরের) গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। "গোঁসানী মঙ্গলের" একখন্ড হস্তলিখিত পুঁথিতে ও এই সম্বন্ধে এক জনশ্রুতি লিখিত আছে। উক্ত পুঁথিতে লিখিত আছে যে, প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, পরে ভগদত্তের রাজ্যারম্ভ হয়; ভগদত্তবংশ বিলুপ্ত হইলে, কামতাপুরের নিকটস্থ জামবাড়ী গ্রামে মহাদেবের বরে কান্তেশ্বর নামক একটি বালক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভক্তীশ্বর এবং মাতার নাম অংগনা ছিল; দরিদ্রের সন্তান কান্তেশ্বর প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের গোরুর রাখাল ছিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। একদা তাঁহার প্রভু সেই অনাবিষ্ট ভৃত্যের অনুসন্ধানে গিয়া দেখিতে পান যে, এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তারিত করিয়া নিদ্রিত কান্তেশ্বরকে ছায়া দান করিতেছে! উহা যে রাজলক্ষণ তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ সেই হইতে কান্তেশ্বরকে আদর যত্ন করিতে আরম্ভ করেন এবং সে ভবিষ্যতে রাজা হইলে তাঁহাকে রাজগুরু করিবেন, বালকের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। রাজা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী 'কাজলী কুড়া' নামক জলাশয়ের তীরে গমন এবং যে-কোন দ্রব্য জল হইতে উত্থিত হইবে সেগুলিকে স্পর্শ করিতে, কান্তেশ্বর চন্ডি কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে তিনি সমর্থ হন নাই; পরন্তু জল হইতে উত্থিত মকর কুম্ভীরাদি জলজন্তু দেখিয়া তিনি নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত একটি সর্পের পুচ্ছদেশ পর্যন্ত অতিকষ্টে অগ্রসর হইয়াছিল এবং সেই কারণে তাঁহার রাজত্ব একপুরুষ মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার মহিষী বনমালার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার অপরাধে কান্তেশ্বর মন্ত্রীপুত্র মোনহরকে বধ করিয়া তাঁহার পিতা শশিপাত্রকে সেই নিহত পুত্রের মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। রাজার এই অন্যায় আচরণের প্রতিফল প্রদান মানসে মন্ত্রী 'দিল্লীর মোগলের'(!) শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাদের সাহায্যে কান্তেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন, কিন্তু পরে চন্ডীর কৃপায় রাজা 'কাজলীকুড়া' নামক জলাশয়ে স্নানকালে অন্তর্হিত হন...........ইত্যাদি। 'গোঁসানী মঙ্গল' পুঁথির হস্তলিপির বিবরণ একরূপ নহে। কোনও কোনও পুঁথিতে শশিপাত্রের দিল্লীর পরিবর্ত্তে লক্ষ্ণৌ গমনের(!) উল্লেখ আছে।"

যাহাই হোক, এতকাল স্ফটিক পাত্রে আবদ্ধ কবচরূপিনী কামতেশ্বর গোঁসানীদেবীর নিত্যপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল, কিন্তু গত বাংলা ১৩৬৩ সালে জনৈক দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক উক্ত কবচরূপিনী দেবী অপহৃত হওয়ায় বর্ত্তমানে শূন্য সিংহাসনে দেবীর নিত্য ভোগ পূজাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। দেবীর দৈনিক মধ্যাহ্নে দশোপচারে পূজা এবং কবুতর বলি অন্তে অন্ন-ব্যঞ্জন ভোগ দিয়া শয়ন দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতিশেষে দৈনিক পূজার সমাপ্তি ঘটে। পূর্ব্বে বৈকালিক পূজার ব্যবস্থা ছিল; বর্ত্তমানে বৈকালিক পূজার ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে-কোন মনস্কামনা জানাইয়া ভক্তরা দেবীর নিকট যোড়শোপচারে পূজা, পাঁঠা বা কবুতর মানৎ করিয়া থাকেন। এই মানৎ পূজা বৎসরের যে-কোন দিনই দেওয়া চলে। মানৎকারিনীদের মধ্যে সন্তান লাভার্থে বন্ধ্যা নারীর সংখ্যাই অধিক বলিয়া শুনা যায়।

প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে সারা মাসব্যাপী বিশেষ সমারোহের সহিত কামতেশ্বরীর পূজাপাঠ ও মেলা হইয়া থাকে। উৎসবকালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০,০০০ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারীর সমাগম হয়। এ সকল যাত্রী প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে, আসাম প্রদেশ হইতে এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলা হইতে আসিয়া থাকেন। উৎসবকালে দৈনিক প্রায় ৫০ হইতে ৬০টি পাঁঠা ও কবুতর বলি হইয়া থাকে। ভক্তগণের বিশ্বাস দেবীর নিকট মানত করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় এবং শুনা যায় অনেকে প্রত্যক্ষ ফলও লাভ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান মন্দির স্থাপনের পর হইতেই রতিনাথ ঝাঁ নামক জনৈক মৈথিলী ব্রাহ্মণ সাধকের উপর দেবীর পূজার ভার অর্পণ করা হয়। সেই হইতেই বংশানুক্রমে মৈথিলী শ্রেণী ব্রাহ্মণগণই দেবীর পূজার্চ্চনা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান বড় দেউরী শ্রী কাশীনাথ ঝাঁ ও শ্রী জগন্নাথ ঝাঁ এবং পূজারী দারভাঙ্গা জেলার অধিবাসী কুশেশ্বর ঠাকুর। সরকারী দেবোত্তর বিভাগ হইতে সেবায়েত ও পূজারীগণ মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন।

বৈশাখ মাসের উৎসব ব্যতীত বৎসরে অষ্টমী, চতুর্দশী পূর্ণিমা, অমাবস্যায় ও সংক্রান্তি ইত্যাদি ৭৫ টি পর্বে দেবীর

ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ছাগ বলি হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন অম্বুবাচী, তালনবমী, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, রটন্তী, দোল ও বাসন্তীপূজা প্রভৃতি ১৪টি পর্বে বিশেষ সমারোহের সহিত বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অষ্টমী তিথিতে দুর্গা পূজায় ও কালীপূজায় মহিষ বলি হয়। মাঘ মাসে ব্রাহ্ম মুহূর্তে দেবীর স্নান ও পূজা হয়। সরকারী দেবোত্তর বিভাগ হইতে মন্দিরের যাবতীয় পূজার ব্যয় বহন করা হয়।

উল্লিখিত তথ্য বিবরণী সংগ্রহের কার্যে সাহায্যের জন্য আমরা গোসানীমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ভৌমিক মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

২। গ্রাম : আলোকঝাড়ি।৫৪৬।১·৩৪৫।২০৬।১,৪৫০

(ক) হিন্দু, মুসলমান। দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দিনহাটা। দিনহাটা গোসানীমারি রাস্তা দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে মশানকালী পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, চান্দ্র মাস হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ-উল-ফেতর, ঈদ-উজ-জোহা, সবে-বরাত, মহরম, ফাতেহা-দোয়াজ-দাহম প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মশান পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপের নিকট কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে মশানপাট ও মূর্তি আছে।

শ্রীআমীর আলী মিঞা, শিক্ষক,
আলোকঝাড়ি, পোঃ পেটলা,
কুচবিহার।

৩। গ্রাম : সিঙ্গিমারী মদনাকুড়া।৫৫৩।৩·২৯৮।১৬৩।১,৩৩৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান। চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) দিনহাটা হইতে একটি কাঁচা রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া বরাবর পর্যন্ত গিয়াছে। রেলস্টেশন ফলি-মারি, মোটর স্টেশন পেটলা। সিঙ্গিমারী নদীতে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) মাঘমাসে ক্ষত্রিয় সম্মিলনী উৎসব, চৈত্রমাসে মদনদেব পূজা। মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মদনদেব পূজা উপলক্ষ্যে মেলা। চৈত্রমাসে তিন-চার দিনব্যাপী। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীগৌরহরি ঘোষ, শিক্ষক,
সিঙ্গিমারী মদনাকুড়া বিদ্যালয়,
পোঃ পেটলা, কুচবিহার।

গ্রাম : সিঙ্গিমারী।৫৫৪।·৬৫৩।৪৪।৩১২

(ক) হিন্দু, মুসলমান। তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দিনহাটা। পেটলা হইতে মোটরযোগে গ্রামে যাতায়াত চলে। সিঙ্গিমারী নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) চৈত্রমাসে বাসন্তীপূজা, ও ক্ষত্রিয় সম্মিলনী উৎসব।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্রমাসে তিনদিন ব্যাপী।

(চ) বাসন্তীপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

রায়, শিক্ষক,
সিঙ্গিমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পেটলা, কুচবিহার।

৫। গ্রাম : বড়ডাঙ্গা (পশ্চিম)।৫৬৪।১·৪৭১।১৮৭।১,০৯৮

(ক) তপশীল হিন্দু, মুসলমান, ব্যাধ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে পাঁচমাইল দূরে রেলস্টেশন দিনহাটা। মোটর চলাচলের রাস্তা গ্রাম হইতে একমাইল দূরে।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা, মাঘমাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্রমাসে বাসন্তীপূজা, মদনকামদেব পূজা (মদনচতুর্দশী) এবং চান্দ্র মাস হিসাবে মহরম, ঈদল-ফেতর, ঈদ-উদ্-জোহা, সবেবরাত প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিনমাসে চার-পাঁচদিন ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খেন বংশীয় রাজা কামতেশ্বর (নীলাম্বর) নির্মিত 'গড়ের' ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমানিউল্লা মিঞা, শিক্ষক,
২নং বড়ডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পেটলা, কুচবিহার।

৬। গ্রাম : ব্রহ্মাণীর চৌকি।৫৮৯।১·৭৪৯।৭৪৯।৩,৫৬২

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, মালী, নাপিত, যুগী, বৈশ্য প্রভৃতি। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের দেড়মাইল উত্তরে দেওয়ানহাট রেলস্টেশন এবং দেড়মাইল দক্ষিণে ভেটাগুড়ি রেলস্টেশন এবং পূর্বদিকে প্রায় এক মাইল দূর দিয়া পাকা রাস্তায় মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) কার্তিকমাসের অমাবস্যায় কালীপূজা এবং ফাল্গুন-মাসে পূর্ণিমাতিথিতে দোল উৎসব। কালীপূজা উপলক্ষ্যে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। উৎসব দুইটি প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা কার্তিকমাসের অমাবস্যা তিথি হইতে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জগবন্ধু বিগ্রহ আছে।

কিংবদন্তী আছে যে, বহুকাল পূর্বে এই গ্রামে ব্রহ্মার স্ত্রী ব্রহ্মাণীর পাট ছিল। ব্রহ্মাণীর পাটে একটি নৌকার অগ্রভাগ এবং দুইটি সাপ দেখা যাইত। এই কারণেই সম্ভবত গ্রামের নাম ব্রহ্মাণীর চৌকি হইয়াছে।

শ্রীমনমোহন দে, প্রধান শিক্ষক,
ব্রহ্মাণীর চৌকি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভেটাগুড়ি, কুচবিহার।

৭। গ্রাম: ভোরাম।৬৪৮।·৮৩৭।২৬২ ।১,৩৯৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া বা টারী আছে। যেমন, নগরটারী, খামারটারী, গুয়াতী-টারী, যুগীটারী, মাছুয়াটারী ও গীতালদহ বাজার।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন নতুন গীতালদহ। গ্রামে যাইবার প্রধান পথ রংপুর রোড। উক্ত পথটি দিনহাটা হইতে বরাবর দক্ষিণে রংপুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে।

(ঘ) কার্তিকমাসে কালীপূজা। মহরমমাসে মহরম উৎসব।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিকমাসে দুই-তিনদিন ব্যাপী। গত পাঁচ বৎসর হইল মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গীতালদহ বাজারে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীদ্বিজপদ রায়, শিক্ষক,
পোঃ গীতালদহ, কুচবিহার।

৮। গ্রাম: নাগরেরবাড়ী।৬৬৪।১·৮৯৫।৩৭০ ।১,৯৩৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে আসাম লাইনের বামন-হাট রেলস্টেশন এবং পাঁচমাইল দূরে নিউ গীতাল-দহ রেলস্টেশন।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা, ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা, চৈত্রমাসের মদনচতুর্দশীতে মদনকামপূজা এবং মনসাপূজা। দুর্গাপূজাটি চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিনমাসে তিনদিনব্যাপী. মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যে কালীস্থান আছে।

নদীর চরভূমিতে অবস্থিত এই গ্রামে নাগর নামে জনৈক ব্যক্তি প্রথম বসবাস স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে গ্রামের নাম নাগরেরবাড়ী হইয়াছে। গ্রামটি নালার দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বাংলা ১২৯২ সনে কলেরার প্রকোপে গ্রামের বহু সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটায় জনসংখ্যার হ্রাস প্রায় এবং ১৩০৪ সনে উত্তর বঙ্গের ভূমিকম্পে এই অঞ্চলের খুব ক্ষতি হয়। গ্রামে পূর্বে পাগলারহাট নামে একটি হাট বসিত। বর্তমানে ঐ স্থানটি জংগলা-কীর্ণ এবং ঐ জংগলের মধ্যে একটি পুরাতন পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র ব্রজবাসী, চাকুরী,
গ্রাম: ও পোঃ নাগরেরবাড়ী,
কুচবিহার।

**৯। গ্রাম: দ্বিতীয় খণ্ড খিতাবের কুঠি।
৬৮৬।·৭৩৫।২১৬।১,১৫৩**

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বামনহাট হইতে দক্ষিণে পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা, ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমাতিথিতে দোলযাত্রা এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিনমাসে তিন-চারদিন ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দির ও একটি কালী-মন্দির আছে।

শ্রীকুমুদবন্ধু চন্দ, প্রধান শিক্ষক,
চৌধুরীহাট রামকৃষ্ণ শরণার্থী বিদ্যালয়,
পোঃ চৌধুরীহাট, কুচবিহার।

১০। গ্রাম: সিঙ্গিজানি ভেটাগুড়ি।৭০৮।২·১৫৪।৩৭৪। ২,০২৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দেওয়ানহাট ও ভেটাগুড়ি হইতে পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখমাসে শীতলা, কার্তিকমাসে কালীপূজা, ফাল্গুনমাসে শিবচতুর্দশীতে শিবপূজা এবং মহাকালপূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) টিনের চালাযুক্ত একটি দেবালয়ে কালী ও শীতলার মূর্তি আছে এবং মহাকালের বাহন পাথরের হস্তি-মূর্তি আছে। শনি ও মংগলবার ইঁহাদের পূজা হয়। মহাকাল ও কালীপূজায় মানত স্বরূপ পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ রায়, কৃষিজীবি,
সিঙ্গিজানি ভেটাগুড়ি,
পোঃ ভেটাগুড়ি, কুচবিহার।

১১। গ্রাম ঃ বোরোডাংগা ।৭০৯।·৬১৬।১২৬।৬৭৯

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, জেলে, স্বর্ণকার, মুসলমান। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে রেলস্টেশন দেওয়ানহাট অবস্থিত। স্টেশন হইতে মোটরবাস পাওয়া যায়।

(ঘ) অগ্রহায়ণমাসে জগদ্ধাত্রীপূজা।

(ঙ) জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণমাসে তিন-চারদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীবংশীধর চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
বোরোডাংগা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভেটাগুড়ি, কুচবিহার।

১২। গ্রামঃ বালাডাঙ্গা ।৭১০।১·২৯৫।২৭৫ ।১,৩৯৮

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, যুগী, খড়ি, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের এক মাইল উত্তর-পূর্বে ভেটাগুড়ি রেলস্টেশন।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিনমাসে তিন-চারদিন ব্যাপী। মেলাটি কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টিনের চার-চালা বিশিষ্ট কালীমন্দির, তিনটি শীতলার স্থান এবং বাবাঠাকুর, লক্ষ্মী ও মনসা প্রায় প্রতি বাড়িতেই আছে। গৃহস্থেরা প্রতিদিনই বাবাঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন এবং বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বে মনসাদেবীর পূজা রীতি প্রচলিত আছে।

শ্রীরণজিৎ কুমার বর্মন, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ খারিজা বালাডাঙ্গা,
পোঃ ভেটাগুড়ি, কুচবিহার।

১৩। গ্রাম ঃ বালাকুড়া (উত্তর)।৭২৭।·৫৭১।১১০।৬২০

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভেটাগুড়ি। টেস্ট রিলিফের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) অগ্রহায়ণমাসে জগদ্ধাত্রীপূজা।

(ঙ) জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণমাসে একদিন। মেলাটি দশ-বার বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীবৈকুণ্ঠ বিহারী রায় সরকার, শিক্ষক,
বালাকুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নাজিরহাট, কুচবিহার।

১৪। গ্রাম ঃ রুয়েরকুঠি।৭৩১।২·৯৬১।৫৫৬।২,৬৯৩

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নমঃশূদ্র, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী, জাতিব্যবসায় এবং চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে ভেটাগুড়ি রেলস্টেশন।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে রাস-পূর্ণিমায় রাসযাত্রা, অগ্রহায়ণমাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, ফাল্গুন-মাসে শিবচতুর্দশী উৎসব এবং চৈত্রমাসে অষ্টমী-তিথির স্নানোৎসব উপলক্ষ্যে গংগাপূজা হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিনমাসে। মেলাটি পনর-কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিকমাসে। দশ বৎসর হইল মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে। মেলাটি বার-তের বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুনমাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

অষ্টমী স্নানের মেলা। চৈত্রমাসে একদিন। মেলাটি গত পাঁচ-ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে কামদেবের পাট, একটি পঞ্চানন্দ এবং আট-দশটি শীতলা মূর্তি আছে। গ্রামে প্রায় প্রতি ঘরেই মনসা পূজা হইয়া থাকে।

গ্রামের সংগে জড়িত কিংবদন্তী সম্পর্কে শ্রীনলিনী মোহন চক্রবর্তী মহাশয় জানাইয়াছেনঃ "বহুদিন পূর্বের কথা, লোকমুখে শুনাযায় যে তোরসা নদীর একটি শাখা ও ধরলা নদীর সম্মিলিত স্রোত এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়া বহিয়া যাইত। সেই সময় এই গ্রামের অধিকাংশই ওই নদীগর্ভে বিলীন ছিল, এবং শুনা যায় যে এই স্থানটিই নদীর সর্বাপেক্ষা গভীরতম অংশ ছিল। এই অংশে প্রচুর বড় বড় মাছ, বিশেষ করিয়া রুইমাছের প্রাচুর্য্য দেখা যাইত। সেইজন্য লোকে ইহাকে রুইমাছের 'কুড়া' বা 'খাদ' বলিয়া অভিহিত করিতেন। কালক্রমে তোরসা ও ধরলার এই সম্মিলিত স্রোতটি ভরাট হইয়া একটি

চরের সৃষ্টি হয়। সেই চরে আগাছার বিরাট বন হইল। আগাছার বন কাটিয়া লোকে বাস্তুভিটা তৈয়ারী করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। যাঁহারা প্রথমে বসবাস শুরু করিলেন, পূর্বোক্ত রুইমাছের প্রাচুর্যহেতু তাঁহারা গ্রামের নাম দিলেন, 'রুইয়ের কুঠি'।

শ্রীনলিনী মোহন চক্রবর্তী, শিক্ষক,
রুয়েরকুঠি, আর, পি, স্কুল,
পোঃ ভেটাগুড়ি, কুচবিহার।
ও
শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায় সরকার, প্রধান শিক্ষক,
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভেটাগুড়ি, কুচবিহার।

১৫। গ্রামঃ বেলবাড়ী বাজার (মৌজা—নাপর সিওয়াগুড়ি) ।৭৪৬।০.০৩৪।২৯।১২৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, মৎস্যশিকার, জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দিনহাটা।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিনমাসে একদিন। বহু-কালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামন্ডপ ও দুই-তিনটি শীতলার স্থান আছে। দুর্গামন্ডপটি খড়ের চালাযুক্ত।

শ্রীঅধীর কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষক,
বেলবাড়ী বাজার নিউ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নাজিরহাট, কুচবিহার।

১৬। গ্রামঃ শালমারা। ৭৪৯-এ।১.০৭৯।১৭৯।৯৮৪

(ক) হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য্য ও মৎস্য শিকার।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন দিনহাটা।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণমাসে জগদ্ধাত্রী-পূজা, ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুনমাসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীবিধুভূষণ সিংহ, প্রধান শিক্ষক,
শালমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নাজিরহাট, কুচবিহার।

১৭। গ্রাম ঃ বড়গাড়ালঝোড়া।৭৫০।.৫৭৮।৭৬।৫০৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দিনহাটা এবং মোটর ষ্ট্যান্ড গ্রাম হইতে বার মাইল দূরে।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা। পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিনমাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীযজ্ঞেশ্বর পন্ডিত, প্রধান শিক্ষক,
গাড়ালঝোড়া শরণার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নাজিরহাট, কুচবিহার।

১৮। গ্রাম ঃ খাট্টিমারি। ৭৬১।১.১০৮।২০২।৯৮২

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বামনহাট। মোটর ষ্ট্যান্ড চৌধুরীহাট।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা অগ্রহায়ণমাসে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিনমাসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা ও শিব প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি আছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রামঃ খাট্টিমারি,
পোঃ চৌধুরীহাট, কুচবিহার।

১৯। গ্রাম ঃ বড়শাকদল।৭৭০।৩.৯১৯।৬৯৭।৩,৩৬৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, নাপিত, বারুই।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বামনহাট।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, চৈত্রমাসে মদন ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কামদেবপূজা। ইহা ভিন্ন বৎসরের যে-কোন সময় সোনারায়পূজা এবং মনসা-পূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে প্রতি বাড়িতেই মনসা দেবীর পূজা হয়।

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র ইন্দ্র, শিক্ষক,
ও
শ্রীগণেশ চন্দ্র দাশ, প্রধান শিক্ষক,
পোঃ বড়শাকদল, কুচবিহার।

২০। **গ্রামঃ শিমুলবাড়ী।৭৭৮।·১১৯।২৯।১৭৩**

(ক) কায়স্থ, ক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বামনহাট। দিনহাটা হইতে ত্রিমোহিনী পর্য্যন্ত মোটরে আসিয়া এক মাইল কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) সন্ন্যাসীঠাকুরের পূজা ও উৎসব। মাঘমাস হইতে শুরু হইয়া ফাল্গুনমাস পর্য্যন্ত চলে।

(ঙ) সন্ন্যাসীঠাকুরের মেলা। মাঘ-ফাল্গুনমাস ধরিয়া চলে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা, গৌর নিতাই, মঙ্গলচন্ডী, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীকিশোরী মোহন দেব, শিক্ষক,
শিমুলবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বামনহাট, কুচবিহার।

২১। **গ্রামঃ কুমারগঞ্জ।৭৯১।·৮২৪।১৫৪।৮৮৫**

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, মুচি, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, জাতিব্যবসায়, চাকুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভেটাগুড়ি।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী-পূজা, ফাল্গুনে দোলযাত্রা। উল্লিখিত পূজা-পার্বণগুলি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিনমাসে একদিন এবং মেলাটি আট-দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীসতীশ চন্দ্র সরকার, প্রধান শিক্ষক,
কুমারগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নাজিরহাট, কুচবিহার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দিনহাটা থানার নগর ভাংনীতে পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য একটি উৎসব ও তদুপলক্ষে মেলা বসে। মেলা বিবরণী দ্রষ্টব্য।

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

নাগরেরবাড়ী গ্রামে মাঘমাসে ভদ্রকালীমাতার পূজা হয়। জনশ্রুতি আছে যে, বহু পূর্বে নীলকুমারী নামে এক খরস্রোতা নদী যখন এই গ্রামটিকে বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত সেই সময় জনৈক ভক্ত বণিক এই স্থানে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ইহা বারোয়ারী পূজায় রূপান্তরিত হয়। দেবীর স্থানের নিকটবর্তী এক বিরাটকায় অশ্বত্থ বৃক্ষ ও একটি বটবৃক্ষ ছিল। বাংলা ১৩৪২ সনে বটবৃক্ষটি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে কিন্তু অশ্বত্থ বৃক্ষটি আজিও বিদ্যমান। বৃক্ষ দুইটি প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমি জুড়িয়া দন্ডায়মান ছিল। কালী মূর্তিটির বাহন সর্প ও দেবী সর্পছত্রধারিণীরূপে বিরাজিত। দেবীমূর্তির নিকটেই সিদ্ধ ভৈরব আছেন। দেবীর পূজান্তে প্রসাদ বিতরণের রীতি প্রচলিত আছে এবং পরদিবস সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। পূজায় পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।

ক্ষত্রিয় সম্মিলনী উৎসব

সিঙ্গিমারি মদনাকুড়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের ২৭শে তারিখে ক্ষত্রিয় সম্মিলনী উৎসব নামে একটি উৎসব হয়। উৎসবটি স্থানীয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব। এই ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় পূর্বে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; তবে বর্তমানে তাঁহারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করেন। ক্ষত্রিয় হিসাবে নিজেদের জাতি মর্য্যাদা উন্নত করিবার দাবী রাজবংশীরা বহুকাল হইতে করিয়া আসিতেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রংপুরের উকীল রায়সাহেব পঞ্চানন মন্ডলের একাগ্র প্রচেষ্টায় তাঁহাদের এই আন্দোলন বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠে। বাংলা ১৩১৭ সনের সাতাশে মাঘ রায়সাহেব পঞ্চানন মন্ডল এই গ্রামে আসিয়া গ্রামস্থ রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় জাতি হিসাবে দীক্ষিত করেন। সেই হইতে এই দিনটিকে স্মরণীয় রাখিবার জন্য গ্রামে দুইদিন ধরিয়া এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়।

ছোটঝিলা (মৌজা নং ৫৫১) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘমাসের ২৬শে ও ২৭শে তারিখে স্থানীয় রাজবংশীদের মধ্যে ক্ষত্রিয় সম্মিলনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সিঙ্গিমারী গ্রামেও প্রতি বৎসর মাঘমাসের ২৬শে ও ২৭শে তারিখে ক্ষত্রিয় সম্মিলনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজা

বালাকুড়া গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে হস্তীর উপর সিংহ বাহিণী চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া নবমী তিথিতে যথারীতি পূজা করা হয়। দেবীমূর্তি দুই পাশে জয়া ও বিজয়ার মূর্তি থাকে। উৎসবটি স্থানীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সর্বজনীন উৎসব।

বোরোডাঙ্গা গ্রামে অগ্রহায়ণমাসের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবটির সূচনা সম্বন্ধে জানা যায় যে, বহুকাল পূর্বে নাগরচন্দ্র মন্ডল নামক গ্রামের এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এই উৎসবটি শুরু করিয়াছিলেন। নবমীতিথি হইতে তিনদিন ধরিয়া পূজাটি চলে। দশবার দিন পূর্ব হইতে এই পূজার প্রস্তুতি শুরু হয়। ঠাকুরের নিকট বাতাসা মানত দেওয়া হয়। দেবীর

পূজারী অসমীয়া ব্রাহ্মণ এবং সেবায়েত রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি।

বাসন্তীপূজা

সিঙ্গিমারী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে সাড়ম্বরে বাসন্তী-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন। গ্রামে বাসন্তী-পূজার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। ঐস্থানে দেবীর দশভুজা মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়।

পূজার প্রায় একমাস পূর্ব হইতে প্রতিমা তৈয়ারীর কাজ শুরু হয়। মালাকার সম্প্রদায় দেবীমূর্তি নির্মাণ করিয়া থাকেন। পূজার প্রধান সেবায়েত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পূজারী বর্মণ পদবীধারী কাশ্যপ গোত্রীয়।

মদনকাম পূজা

চৈত্রমাসে মদন ত্রয়োদশীর দিন খলিসা গোসানীমারি গ্রামে মদনকামদেবের পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজাটি বহু প্রাচীন। উৎসবের সময় একটি বাঁশ পুঁতিয়া তাহার আগাগোড়া কাপড় দিয়া মুড়িয়া এবং মাথায় কৃত্রিম চুল লাগাইয়া সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত বাঁশটিকেই কামদেব-এর প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়। কামদেবের প্রতীক বাঁশ বলিয়াই সম্ভবতঃ পূজা এবং উৎসবটি স্থানীয় অঞ্চলে "বাঁশ মেলা" নামে খ্যাত। পূজা উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসে।

নাগরেরবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মদন চতুর্দশীতে মদনকামপূজা হয়। এই অঞ্চলে বড়বাঁশ নামে একজাতীয় বাঁশ জন্মায়। তাহার অগ্রভাগে চামর দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ বাঁশটিকে রংবেরংয়ের কাপড় দিয়া আবৃত করা হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের পর আতপ চাউলের গুঁড়ার সহিত দুধ ও গুড় মিশাইয়া লাড়ু প্রস্তুত করা হয় এবং তিনদিন ব্যাপী ঐ লাড়ু দিয়া ভোগ দেওয়া হয়। পূজার তৃতীয় দিবসে ব্রাহ্মণদ্বারা হোমের ব্যবস্থা করা হয় এবং পূজা সমাপ্তির পরে বিরাট একটি মিছিল বাহির করা হয়। ইহাতে আমোদ-প্রমোদের প্রচুর আয়োজন থাকে।

সিঙ্গিমারি মদনাকুড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে মদনচতুর্দশীর দিন মদনদেবের পূজা হয়। পূজাটি খুবই প্রাচীন।

গোসানীমারি গ্রামের কামদেব পূজার ন্যায় এই পূজাটিরও প্রধান প্রতীক একটি বাঁশ। খুব লম্বা একটি বাঁশ কাটিয়া তাহাকে নূতন কাপড়ে মুড়িয়া তাহার মাথায় চামর ঝোলাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর একটি মাটির বেদী তৈয়ারী করিয়া সেই বেদীতে বাঁশটিকে পুঁতিয়া তাহার চারিদিকে লাল নিশান দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রকৃত পক্ষে তিনদিন ধরিয়া চলে। দ্বাদশীর দিন বাঁশ উঠান হয়, অর্থাৎ বেদীতে বাঁশটিকে তোলা হয়। ত্রয়োদশীর দিন হোম এবং চতুর্দশীর দিন পূজান্তে বাঁশটিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। পূজার সময় অনেকে মানত দেন। প্রধানতঃ একজোড়া পায়রাই মানত দেওয়া হয়। পায়রা দুইটিকে উৎসর্গ করিবার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়—তাহারা উড়িয়া যায়। অনেকে চাউল, কলা, দুধ, মিষ্টি প্রভৃতি মানত দেন। পূজার প্রধান সেবায়েত ব্রাহ্মণ। ইহা ব্যক্তিবিশেষের পূজা।

মশান পূজা

সারা বৎসর ধরিয়া প্রতি শনি-মঙ্গলবারে আলোকঝাড়ি গ্রামে মশানপাটের উৎসব হয়। বৈশাখমাসের শনি-মঙ্গলবারে বিশেষ-ভাবে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কাহার কাহারও মতে শিব শ্মশানে থাকেন বলিয়া উহার অপর নাম 'মশান' হইয়াছে। আবার কাহার কাহার মতে মশান শিবের অনুচর উপদেবতা বিশেষ। আলোকঝাড়িতে কাটা নদীর ধারে পাকা রাস্তার পার্শ্বে মশান ঠাকুরের স্থান বা পাট আছে। স্থানটি বেশ মনোরম। মন্দির ঘরটি টিনের। উহার সম্মুখে যাত্রীদের বসিবার জন্য টিনের চালাঘর আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে পানীয় জলের জন্য একটি পাকা কূপ ও একটি নলকূপ আছে। পাটে একটি প্রধান এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি আছে। প্রধান মূর্তিটি প্রায় তিনফুট উঁচু। মশান মূর্তির বাহন সাধারণতঃ হস্তী অথবা শূকর এবং হস্তে বিরাট গদা। প্রত্যহ দূর-দূরান্ত হইতে ভক্তগণ আসিয়া এই স্থানে পূজা দিয়া যান। ভক্তগণ সাধারণতঃ নিজ নিজ ব্রাহ্মণ সঙ্গে আনিয়া থাকেন আবার কেহ কেহ নিজেই পূজা করেন।

সাধারণতঃ ফলমূল ইত্যাদি নৈবেদ্য দিয়া মশান দেবতার নিকট পূজা দেওয়া হয় এবং পাঁঠা, পায়রা ইত্যাদি পশুপক্ষী মানত দেওয়া হয়। প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই মশান দেবতার ভক্ত; তবে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও পূজাদি দিয়া থাকেন। মশান পাটে প্রতি শনি এবং মঙ্গলবারে ভক্তগণ ছাগ, পায়রা প্রভৃতি আনিয়া বলি দেন। বৈশাখমাসে মশানপাটে বেশী বলি পড়ে।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা

শিমূলবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুনমাসে সন্ন্যাসী-ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য কোন কোন বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসেও উৎসব হয়। গ্রামে সন্ন্যাসী-ঠাকুরের পাটটি বহু প্রাচীন। সন্ন্যাসীঠাকুর আসলে শিবের নামান্তর মাত্র। উৎসব উপলক্ষ্যে সন্ন্যাসীঠাকুরের পাটে মহাদেবের মূর্তি নির্মাণ করিয়া সপ্তাহকালব্যাপী উৎসব চলে। উৎসবটি সর্বজনীন। উৎসব শেষ হইয়া গেলেও মূর্তিটি সারা বৎসর এই স্থানেই থাকে এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ন্যাসীঠাকুরের নিকট মানত পূজাদি দেওয়া হয়।

উৎসব উপলক্ষ্যে সন্ন্যাসীঠাকুরের যথারীতি পূজার্চনা এবং ভোগ পূজাদি হয়। সন্ধ্যাবেলা প্রসাদ বিতরণ ও হরিনাম সংকীর্তন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ—দুধ, কলা, দধি, চিঁড়া, ফলমূল, মিঠাইমণ্ডা ইত্যাদি পূজায় মানত দেওয়া হয়। এই পূজায় কোন পশুপক্ষী বলি দেওয়ার রীতি নাই। পূজার প্রধান

অষ্টমী স্নানের মেলা (গঙ্গাপূজার মেলা)

রুয়েরকুঠি গ্রামে বানিয়াদহ নদীর তীরে কাশিগঞ্জের ঘাটে প্রায় আট-নয় বিঘা জমির উপরে গঙ্গাপূজা ও অষ্টমীস্নান উপলক্ষ্যে চৈত্রমাসে একদিনের একটি মেলা বসে। মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর হইল মেলাটি বসিতেছে। মেলার জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সত্ত্বাধীনে। মেলায় প্রায় আট-নয় শতের মত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরীওয়ালা আসে। দোকানপাটগুলি অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতাদের নিকট তোলা আদায় করা হয়।

কালীপূজার মেলা

কার্তিকমাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে খালিসা গোসানীমারি গ্রামে "রাজখাটলী" নামক স্থানে দুই-তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে বহু প্রাচীন একটি মেলা বসিয়া আসিতেছে শুনা যায়, খোন রাজারা এই স্থানেই কালীপূজা মেলায় দুই-তিন শত যাত্রীর সমাগম হয় এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরাই মেলায় দোকানপাট দিয়া থাকেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য গান-বাজনার আয়োজন করা হয়।

ভোরাম গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিকমাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে গীতালদহ বাজারে দুই-তিন দিন ব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলায় আট-দশটি দোকানপাট বসে এবং চার-পাঁচ জন ফেরীওয়ালা আসে। মেলাটি মাত্র গত চার-পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং উহাতে প্রায় এক হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

ব্রাহ্মণীর চৌকি গ্রামে কার্তিকমাসের অমাবস্যায় কালীপূজা উপলক্ষ্যে প্রায় দেড় বিঘা দেবোত্তর জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় প্রতিদিন প্রায় আড়াই হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। শালদল, হাড়ীভাঙ্গা, বোরোডাঙ্গা, সিংজালা, ভেটাগুড়ি, দেওয়ানহাট, ভোতকুড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে যাত্রীরা আসেন। মেলায় বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্রের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। স্থানীয় অঞ্চল এবং ভেটাগুড়ি বন্দর, দেওয়ানহাট বন্দর প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা প্রতি বৎসর আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্নজাত দ্রব্য এবং কৃষি যন্ত্রপাতির দোকানই প্রধান। তাহা ছাড়া তেলেভাজা, ধামা কুলা রংবেরংয়ের খেলনা ইত্যাদির দুই-চারটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য হরিশচন্দ্র, রামসীতা, লবকুশ প্রভৃতির পৌরানিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রা, দোতরা, ও কুশান গান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জুয়া ও লটারীর দলকেও এই মেলায় দেখা যায়।

জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা

রুয়েরকুঠি গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত কামদেবের পাটে শ্রীসর্বানন্দ বর্মণ মহাশয়ের প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমিতে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি অবশ্য খুব প্রাচীন নহে, বার-তের বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় প্রায় ছয়-সাত শতের মত নরনারী সমবেত হন। ইহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। সাধারণতঃ বড়বালাসী, গোঁসাইগঞ্জ, ভুলকী, খারিজ বালাডাঙ্গা, বাইশগুড়ি প্রভৃতি গ্রাম হইতে যাত্রীরা আসেন। মেলায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যা সত্তর-আশিটির মত। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কুচবিহার, আলিপুর দুয়ার, দেওয়ানহাট, ভেটাগুড়ি, দিনহাটা প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে তেলেভাজা, খাবারের দোকান, মনিহারীর দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কাঁসা পিতলজাত দ্রব্যের দোকান, কাঁচের জিনিসপত্র প্রভৃতি দোকানই প্রধান। ইহা ছাড়া কৃষি বা কারিগরী সংক্রান্ত এবং বাঁশের তৈয়ারী জিনিসের দোকানপাটও বসিয়া থাকে।

বালাকুড়া গ্রামের শ্রীঘোটন বর্মণের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর বাৎসরিক জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি দশ-বার বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ সন্ধ্যার দিকে মেলায় বেচাকেনা হয়। গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে আনুমানিক দুই-তিন শত নরনারীর সমাগম হয়। নাজিরহাট হইতে প্রতি বৎসর পাঁচ-ছয়জন বিক্রেতা আসেন। নিগমনগর হইতে আগত যাত্রাদল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

বোরোডাঙ্গা গ্রামে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে জমিদারের এক বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন এবং তিন-চার দিন ব্যাপী প্রত্যহ বিকালে বসে। এই থানার ৩৫ নং এবং ৩৬ নং ইউনিয়ন হইতে প্রায় দেড়শত নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় তেলেভাজা, খাবার, মনিহারী প্রভৃতির প্রায় আট-দশটি দোকান বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য কুশান, দোতরা প্রভৃতি গানের ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

বড়ডাঙ্গা গ্রামে শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বহু প্রাচীনকাল হইতে পূজা-মণ্ডপ প্রাঙ্গণে প্রায় দুই-তিন বিঘা পরিমাণ দেবোত্তর জমিতে একটি মেলা বসে। চার-পাঁচদিনব্যাপী সাধারণতঃ বিকালের দিকে আরম্ভ হইয়া অধিকরাত্র পর্যন্ত বেচাকেনা চলে। গোসানীমারি, পাখীহাগা, ফুলবাড়ী, আলোকঝাড়ী, দ্বারিকামারি, বোয়ালমারি, নাচিনা এবং পেটলা ইত্যাদি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় হাজারের মত হিন্দু ও মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়। এই গ্রামের পাঁচ-সাত মাইল দূরবর্তী অঞ্চল হইতেও যাত্রীরা আসিয়া থাকেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সমাগম হয়। এই গ্রামের পাঁচ-সাত মাইল দূরবর্তী অঞ্চল গোসানীমারি বন্দর প্রভৃতি স্থানের বিক্রেতাগণ এই মেলায় দোকানপাট দিয়া থাকেন। দোকানের মোট সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি হইবে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনী, জুয়া, লটারী এবং স্থানীয় বিষহরি, কুশান, দোতরা প্রভৃতি গানের ব্যবস্থা থাকে। গ্রামে নিজস্ব গানের দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীটেপরা বর্মণ সরকার।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কুমারগঞ্জ গ্রামের বিদ্যালয় প্রাংগণে স্থানীয় জমিদারের প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে আনুমানিক

আট-দশ বৎসর যাবৎ একদিনের জন্য একটি মেলা বসিয়া আসিতেছে। শিকারপুর, দিখলটারী, খোঁটাবাড়ী, শালমারা ইত্যাদি গ্রাম হইতে আনুমানিক পাঁচ-সাত শত হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়। নাজিরহাট, বলরামপুর এবং নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চল হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় ষাটটি এবং উহার মধ্যে খাবার ও মনিহারীর দোকানই প্রধান। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নাগরেরবাড়ী পূজামণ্ডপ সংলগ্ন মাঠে প্রায় তিনবিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। এই মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন এবং তিন দিন ধরিয়া প্রত্যহ বিকালে বসে।

মেলায় হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া দুই-তিন হাজার লোকের সমাগম হয়। খিতাবের কুঠি, চান্দের কুঠি, খাট্টিমারি, নান্দিলা, মেথনারায়ণের কুঠি প্রভৃতি গ্রাম হইতে যাত্রীরা আসেন। প্রতি বৎসরই বিক্রেতারা চৌধুরীহাট বন্দর হইতে আসেন। মেলায় বিভিন্ন জিনিষপত্রের প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে। অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য দোতরা, কুশান প্রভৃতি গানের ব্যবস্থা হয়।

বড়গাড়ালঝোড়া গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসিয়া আসিতেছে। মেলাটি তিন দিন ব্যাপী চলে এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই জম্‌জমাট হইয়া উঠে। মেলায় সমাগত যাত্রীর সংখ্যা তিন হইতে চারশতের মত। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের হিন্দুদিগকেই এই মেলায় বেশী আসিতে দেখা যায়। বিক্রেতারা প্রতি বৎসর বলরামপুর, নাজির-হাট, শালমারা ও নোটাফেলা ইত্যাদি গ্রাম হইতে আসিয়া মেলায় ছোট-খাট দোকান বসাইয়া থাকেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে প্রায় আট-দশটি খোলা জায়গায় বসে তবে উহাদের মধ্যে খাবারের দোকানের অধিকাংশই বেশী। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে জুয়া, লটারী, যাত্রাগান, কুশান, চারযুগ (জগন্নাথ মাহাত্ম্য) গান প্রভৃতির আয়োজন হয়। গ্রামের নিজস্ব যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীরাজচন্দ্র অধিকারী।

খাট্টিমারি গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রায় একশত বৎসর হইল একটি মেলা আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় প্রায় চার শত নর-নারীর সমাগম হয়। সার্কাস, দোত্‌রা, গান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়।

বহু প্রাচীন কাল হইতে বেলবাড়ী বাজার নামক স্থানে জনৈক গ্রামবাসীর প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একদিনের একটি মেলা বসে। ইহাতে পূজা কমিটির সাহায্য-কল্পে বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। মেলায় আগত যাত্রীর সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ হইতে সাত শতের মত। যাত্রীগণ শেওড়াগুড়ি, গোকুলচাঁদ, গাওচুলকা, শালমারা, শৈলমারী, খুটামারি, বালাকুড়া, শিকারপুর, কুমারগঞ্জ, বলরাম-পুর, নাজিরহাট প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। তাহা ছাড়া আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান এবং যাত্রাগান হইয়া থাকে। গ্রামে যাত্রাগানের নিজস্ব দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীকাচুয়া চন্দ্র রায়। অপর অধি-কারীর নাম—শ্রীশিশুনাথ রায়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে রুয়েরকুঠি গ্রামের একটি মাঠে প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর বিগত পনর-কুড়ি বৎসর হইল একটি মেলা বসিতেছে। মেলাটি বিকালের দিকে বসে। উক্ত মেলার জমি স্থানীয় অধিবাসী শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় মহাশয়ের। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। এখানে প্রায় আট-নয়শতের মত যাত্রীর সমাগম হয়। তবে নারীর সংখ্যাই বেশী। সাধারণতঃ বড়বালাসী, গোঁসাইগঞ্জ, ভুলকী, খারিজা বালাডাঙ্গা, বাইশগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যাত্রীরা আসেন। দূরের যাত্রীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দেওয়ান-হাট, কুচবিহার, দিনহাটা হইতে আসিয়া থাকেন। বিক্রেতারা প্রতি বৎসর প্রধানতঃ কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দেওয়ানহাট, ভেটাগুড়ি, দিনহাটা প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকেন। দোকান-পাটগুলির মধ্যে তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, বাসন-কোসনের দোকান, মনিহারীর দোকান, ঔষধপত্রের দোকান, নানা-ধরনের বই-ছবির দোকান এবং কাপড়চোপড়ের দোকানপাট ইত্যাদি থাকে। ইহা ভিন্ন কৃষি বা কারিগরী সংক্রান্ত যেমন,—লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে, দা, প্রভৃতির দোকান ও কিছু বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান বসিয়া থাকে। গান-বাজনা, ম্যাজিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে এবং জুয়া, লটারী খেলা হয়।

বালাডাঙ্গা গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দুই বিঘা জমির উপর তিন-চার দিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। জমির মালিক শ্রীভদ্রেশ্বর রায়। মেলাটি প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয় শত লোকের সমাগম হয়। বালাকুড়া, বড় শাকদল, ভুতকুড়া, বোরোডাঙ্গা, খারিজা বালাডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম হইতে যাত্রীরা এবং প্রায় প্রতি বৎসরই দিনহাটা, ভেটাগুড়ি ও স্থানীয় অঞ্চল হইতে বিক্রেতারা আসেন। প্রায় পঁয়ত্রিশটি দোকান বসে। তন্মধ্যে মিষ্টির দোকানই বেশী। মেলায় জুয়া ও লটারির খেলা এবং গ্রামের নিজস্ব যাত্রাদল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়। দলের অধিকারীর নাম শ্রীচিত্তমোহন সরকার।

খিতাবের কুঠি (২নং) গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামে সরকারী জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি তিন-চার দিন ব্যাপী চলে এবং বহুকালের প্রাচীন। নিকটবর্তী প্রায় সমস্ত গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমানগণ এই মেলায় আসেন। ইহাছাড়া কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনহাটা, আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় চার-পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। বিক্রেতারা কুচবিহার, দিনহাটা, জলপাইগুড়ি, আসাম এবং নিকটবর্তী গ্রাম হইতে আসেন। ছোট বড় মিলিয়া প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে।

দোলযাত্রার মেলা

দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শালমারা গ্রামে প্রায় সাত-আট বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয়

সম্প্রদায়ের আনুমানিক দুই-তিন হাজার লোক মেলায় যোগদান করিয়া থাকেন। মেলায় আগত বিক্রেতারা খোলা জায়গায় দোকান দিয়া থাকেন। দোকানপাটের সংখ্যা খুব বেশী নহে। কয়েকটি খাবারের, মনিহারীর এবং বই-ছবির দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বিষহরা, কুশান প্রভৃতি গানের ব্যবস্থা থাকে।

পৌষসংক্রান্তির মেলা

দিনহাটা শহরাঞ্চলের অন্তর্গত চওড়াহাট নামক স্থানে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী পর্যন্ত প্রায় দুই মাস ব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা বসিত। বিশেষ করিয়া এই মেলায় পশ্চিমী ষাঁড় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য খ্যাত ছিল। বঙ্গ বিভাগের পর ১৯৫১ সালে কুচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত হইলে এই প্রসিদ্ধ মেলাটি বন্ধ হইয়া যায়। তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তিদের প্রয়োজনে মেলাটির বিশদ বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

স্থানীয় হাটের ও খেলার মাঠের প্রায় দুইশত বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। ঐ জমি কুচবিহার রাজ পরিবারবর্গের মালিকাধীনে। মেলাটি দিবারাত্র চলে, কিন্তু বিকাল হইতে অধিক রাত্র পর্যন্ত যাত্রীর সমাগম বেশী হয়।

মেলায় স্থানীয় এবং সমগ্র জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় দশ-বার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষেরই সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা প্রধানতঃ ট্রেন, মোটর, গরু বা মহিষের গাড়ীতে করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় স্থানীয় এবং কুচবিহার শহর প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় প্রায় দুই-তিন শত দোকানপাট বসে ; কিছুসংখ্যক দোকান খোলা জায়গায় বসে। তাহা ছাড়া মেলায় প্রায় আশি-নব্বুই জন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকান-পাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, তামা-পিতলের বাসন-কোসন, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড় প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া মেলায় মাটির হাঁড়িকুড়ি, বেতের তৈয়ারী জিনিষপত্র, খেলনা প্রভৃতির দোকানপাট বসে এবং পশু ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিক প্রদর্শনী, জুয়া এবং লটারীর ব্যবস্থা করা হয়।

বাসন্তীপুজার মেলা

প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে বাসন্তীপুজো উপলক্ষ্যে সিঙ্গিমারী গ্রামে পুজা মন্ডপসংলগ্ন স্থানে মেলা বসে। এই মেলা তিনদিন ধরিয়া চলে। গ্রামের নিকটবর্তী বাত্রিগাছ, খারিজা, শৌলমারি, সিঙ্গিমারি মদনাকুড়া, বড় আটিয়াবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রত্যহ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুইশত লোকের সমাগম হয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই মেলায় বেশী দেখা যায়। যাত্রীরা সাধারণতঃ পদব্রজে মেলায় আসেন। কেহ কেহ গরু বা মহিষের গাড়ীতে করিয়াও আসেন। প্রতি বৎসরই বিক্রেতারা দিনহাটা হইতে আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি। তন্মধ্যে মিষ্টি ও মনিহারীর দোকানই বেশী। ইহা ভিন্ন অন্যান্য দোকানও কিছু বসে। বড় শৌলমারি হইতে প্রতি বৎসর শ্রীরজনীকান্ত দেবনাথের মনসা-মঙ্গল গানের দল আসে।

মদনচতুর্দশীর মেলা (কামদেব পুজা)

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে মদন চতুর্দশী তিথিতে কামদেবের পুজা উপলক্ষ্যে খালিসা গোসানীমারি গ্রামে রাজপাট নামক স্থানে প্রায় দশ-বার বিঘা পরিমাণ জমিতে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসিয়া আসিতেছে। মেলাটি প্রায় তিন-চার দিন ধরিয়া চলে এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই জমজমাট হইয়া উঠে। আশেপাশের গ্রামগুলি হইতে এবং দিনহাটা, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি শহর হইতেও প্রায় দুই-তিনশত লোকের সমাগম হয়। দোকানপাটের সংখ্যা দশ-বার খানি। যাত্রা, রামায়ণগান প্রভৃতি এই মেলায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মদনমোহন পুজার মেলা

চৈত্র মাসে সিঙ্গিমারি মদনাকুড়া গ্রামে মদনমোহন ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের মধ্যবর্তী খোলা জায়গায় প্রায় দুইবিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। জমিটি স্থানীয় গ্রামবাসীর। মেলাটি প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন এবং তিন-চারদিন ধরিয়া দিবারাত্রি চলে। রাত্রির দিকেই মেলায় বেচাকেনা ও লোক সমাগম বেশী হয়।

মেলায় পাঁচ-সাতটি ইউনিয়ন হইতে দুই-তিন হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। আগত যাত্রীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। দূর-দূরান্তর হইতেও এই মেলায় যাত্রীরা আসিয়া থাকেন। স্থানীয় এবং শহরাঞ্চল হইতে বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসরই আসিয়া থাকেন। প্রধানতঃ খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রীর দোকানপাট বসে। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় একশতের মত।

মশানপাটের মেলা

আলোকঝাড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে মশানপাটের উৎসব উপলক্ষ্যে মশানপাটের সম্মুখস্থ দেবোত্তর স্থানে একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র এক দিনের জন্য বসে, তবে বহুদিনের প্রাচীন। যাত্রীদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। তবে মুসলমান যাত্রীর সংখ্যাও খুব কম নয়। পেটলা, ফুলবাড়ী, বোরোডাঙ্গা, দিনহাটা দ্বারিকামারি, বোয়ালমারি, ভিতরকামতা, কামতা ইত্যাদি গ্রাম হইতে লোকজনের বেশ সমাগম হয়। যাত্রীদের প্রধান যানবাহন বাস, গরুর ও মহিষের গাড়ী। মেলায় বিক্রেতারা প্রধানতঃ দিনহাটা, গোসানীমারি প্রভৃতি স্থান হইতে মনিহারী, মিষ্টান্নদ্রব্য প্রভৃতি পণ্যের বহর লইয়া বিক্রয়ার্থে আসিয়া দোকান দিয়া থাকেন। মেলায় দোকানের সংখ্যা চল্লিশ-বিয়াল্লিশটি হইবে। ফেরিওয়ালাও আট-দশজন আসেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাগান, বিষহরা, দোতরা কুশান প্রভৃতি গান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

রাস উৎসব উপলক্ষ্যে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রুয়েরকুঠি গ্রামে কালীঠাকুরের পাটে সরকারী প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমিতে গত দশ-বার বৎসর হইল একটি মেলা বসিতেছে। মেলায় প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। দোকানপাটের সংখ্যা সত্তর-আশিটি এবং বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

রুয়েরকুঠি গ্রামে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ফাল্গুনমাসে তিনদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। সমাগত যাত্রীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। ভুল্কি, জরাবাড়ী, খারিজা বালাডাঙ্গা, নাজিরগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার নরনারী এই মেলায় আসেন। মেলায় বিক্রেতারা প্রতি বৎসরই দিনহাটা, ভেটাগুড়ি, বুড়িরহাট বন্দর হইতে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দ্রব্যের দোকানপাট লইয়া আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। গ্রামে মনসাভাসান গানের ও যাত্রার দল আছে। অধিকারীর নাম যথাক্রমে শ্রীখগ নারায়ণ সরকার এবং শ্রীক্ষেত্রমোহন রায় সরকার।

সন্ন্যাসীঠাকুরের মেলা

শিমুলবাড়ী গ্রামে সন্ন্যাসীঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। দেশ-বিদেশ হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের যাত্রীর সমাগম হয়। প্রতি বৎসর দিনহাটা এবং বামনহাট গ্রাম হইতে মেলায় বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় মাত্র দশ-পনেরটি দোকানপাট বসে। উহার প্রায় সবকয়টিই খাবারের ও মনিহারীর দোকান।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সাধারণতঃ যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

সখীর মেলা

দিনহাটা থানায় প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে বারুনী স্নান তিথিতে 'সখীর মেলা' নামে একটি উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটির সহিত কোন ধর্মীয় কারণ জড়িত নাই; কেবলমাত্র পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্যই এই উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হয়। এ সম্পর্কে গত ২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৭ সনে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি নিম্নে দেওয়া হইল—

"কোচবিহার ৮ই মে—আমাদের দেশে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মেলা হয়। কিন্তু বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য দিনহাটা মহাকুমায় নগর ভাংনীতে যে সখীর মেলা হয় তাহা সত্যই অতুলনীয়। এই মেলাতে প্রতি বৎসর বারুনীস্নানের দিন ১৫ হইতে ২০ হাজার নর-নারী জমায়েত হন, তন্মধ্যে অবশ্য নারীর সংখ্যাই বেশী। তাই এ মেলায় প্রচুর পুলিসের পাহারা বসে।

মেলাস্থানে একটি প্রাচীন শিব মন্দির ও পুকুর আছে। দুই নারী-বন্ধু শিবমন্দিরে একত্রে পূজা দিয়া পুকুরে নামিবেন ও হাতে পান, সুপারি ও বাতাসা নিয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া একসঙ্গে ডুব দিবেন। স্নানান্তে পান, সুপারি ও মিষ্টি সমান ভাগ করিয়া খাইয়া তাঁহারা আজীবন সখীত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। ইহা হইতেই এ মেলার নাম হইয়াছে সখীর মেলা।

অবশ্য উক্ত মেলায় পুরুষেরাও অনুরূপভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু নারীদের তুলনায় নিতান্ত সংখ্যালঘু।"

সিতাই থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ কোনাচাত্‌রা। ৪৯৭।২·০৬৩।৩০০।১,৪১১

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দিনহাটা।

(ঘ) চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজা। কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) অন্নপূর্ণা পূজার মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তিন দিনব্যাপী। কুড়ি বৎসরের প্রাচীন মেলা।

(চ) ×

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বর্মণ, শিক্ষক,
কোনাচাত্‌রা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সিতাইহাট, কুচবিহার।

২। গ্রামঃ কেশরী বাড়ী। ৪১৮।৩·৫৫৪।৪৩৬।২,২৪২

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দিনহাটা। সিতাই হইতে মোটর বাস যাতায়াত করে। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে কালী পূজা। উৎসব দুইটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন। পূজারী অসমীয়া ব্রাহ্মণ। পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রী ডি, ঘোষ, গ্রামসেবক,
সিতাই, কুচবিহার।

৩। গ্রাম ঃ খামার সিতাই। ৫০১।·৫৬০।১৩০।৭০৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে দিনহাটা রেলস্টেশন। সিতাই হইতে মোটর বাস যাতায়াত করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা। পূজারী জনৈক অসমীয়া ব্রাহ্মণ।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে তিন দিনব্যাপী। মেলাটি চৌদ্দ-পনের বৎসরের প্রাচীন।

(চ)

শ্রী ডি, ঘোষ, গ্রামসেবক,
সিতাই, কুচবিহার।

৪। গ্রামঃ বালাপুকুরী। ৫১০।১·৫২৭।২২৭।১,১৬১

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, হরিজন ও মুসলমান। গ্রামে চারিটি টারী বা পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দিনহাটা হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়। সিতাই হইতে মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং নির্দিষ্ট তিথি হইতে পাঁচ দিনব্যাপী যথারীতি পূজা, ভোগারতি, চন্ডীপাঠ, সংকীর্তন ও সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ হয়। সেবায়েত গ্রামের জনৈক রাজবংশী ক্ষত্রিয়। পূজারী অসমীয়া ব্রাহ্মণ, পদবী দেবশর্মা এবং শাণ্ডিল্য গোত্র।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে চার দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বালাপুকুর নামে খ্যাত একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে দুর্গাপূজার নির্দিষ্ট স্থান এবং একটি কালীধাম আছে। উক্ত পুস্করিণীটি প্রায় ছাপ্পান্ন বিঘা পরিমাণ জমি লইয়া অবস্থিত এবং উহাতে বালির পরিমাণ অধিক বলিয়া গ্রামের লোক উহাকে বালাপুকুর বলেন। সম্ভবতঃ বালাপুকুর হইতে গ্রামের নাম 'বালাপুকুরী' হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে অতি প্রাচীন কালে জনৈক ব্রাহ্মণ চণ্ডী দেবীর আশীর্বাদে মাত্র এক যুগের জন্য রাজা হইবার ক্ষমতা লাভ করেন। এই জেলার জনসাধারণ তাঁহাকে রাজা কান্তেশ্বর নামে অভিহিত করেন। উক্ত রাজা তাঁর স্বল্প মেয়াদী রাজত্বকালের মধ্যে এই অঞ্চলে বহু কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পানীয় জলের প্রয়োজনে এই বৃহৎ পুষ্করিণীটি তিনি খনন করান বলিয়া শোনা যায়।

শ্রীধনবর সরকার, কৃষিকার্য,
গ্রামঃ বালাপুকুরী,
পোঃ চামটা, কুচবিহার।

৫। গ্রাম: পাণিখাওয়া। ৫১১।১·২২১।১৬০।৮০৭

(ক) ক্ষত্রিয়। গ্রামে দশটি পাড়া আছে। যেমন, পোদ্দারপাড়া, নাপিতপাড়া, স্বর্ণকারপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দিনহাটা।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে চার দিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টিনের চালাযুক্ত একটি দুর্গামন্ডপ আছে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বর্মা, শিক্ষক,
সুতিবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চামটা, কুচবিহার।

৬। গ্রাম: গাবুয়া। ৫১৩।১·৯১০।১৫৩।৭৩০

(ক) ক্ষত্রিয়, মুচি, মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দিনহাটা হইতে মোটর বাসে গোঁসানীমারি আসিয়া তথা হইতে হাঁটা পথে গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে মদন চতুর্দশী তিথি হইতে চার দিনব্যাপী মদন-কাম পূজা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের মধ্যে একটি লম্বা বাঁশ পুঁতিয়া তাহার অগ্রভাগে একটি চামর ঝুলাইয়া দিয়া মদন দেবের পূজা করা হয়। পূজায় পাঁঠা ও পায়রা মানত করিয়া পূজান্তে বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চার দিনব্যাপী।

(চ) ×

শ্রীকালীপদ ঘোষ, গ্রাম সেবক,
ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস,
গাবুয়া, কুচবিহার।

৭। গ্রাম: ব্রহ্মোত্তরচাত্রা। ৫১৪।৩·২৭৫।৩৫০।১,৮৮৩

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, চামার, নাপিত, মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন, প্রামাণিকপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের পনের মাইল দূরে দিনহাটা রেলস্টেশন হইতে আদাবাড়ীঘাট পর্যন্ত মোটর বাস যাতায়াত করে। আদাবাড়ী ঘাটে খেয়া পার হইয়া গরুর গাড়ীতে বা হাঁটা পথে গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী তিথিতে মদনদেব পূজা বা বাঁশ পূজা উপলক্ষে চার দিন-ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসব-গুলি প্রাচীন।

(ঙ) মদন চতুর্দশী বা বাঁশ উৎসবের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চার দিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকালীপদ ঘোষ, গ্রাম সেবক,
সাব ব্লক নং ২, ব্রহ্মোত্তরচাত্রা, কুচবিহার।

৮। গ্রাম: দেওখাটা। ৫১৬।·৩২৪।৪৭।২৩১

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দিনহাটা এবং বাস স্ট্যান্ড সিতাই।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উৎসব। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তিন দিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রী ভি. ঘোষ, গ্রামসেবক,
সিতাই, কুচবিহার।

৯। গ্রাম: শীল দুয়ার। ৫১৭।১·০৫০।১৪০।৬৯৭

(ক) হিন্দু রাজবংশী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের দশ মাইল দূরে দিনহাটা রেলস্টেশন হইতে একটি পাকা রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় মোটর বাস চলাচল করে। ইহাছাড়া নৌকাযোগে উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা। উৎসবটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামন্ডপ আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে একটি ইতিহাস জড়িত আছে। বর্তমান কুচবিহার শহর হইতে প্রায় পনের মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গোঁসানীমারী গ্রামে আনুমানিক পাঁচ শতাধিক বৎসর পূর্বে

কান্তেশ্বর নামে এক রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া শোনা যায়। তাঁহার রাজধানী কামাতপুর। রাজধানীটি প্রায় চৌদ্দ মাইল ব্যাসে বৃত্তাকৃতি প্রায় ১৫০ ফুট সুউচ্চ গড় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। উক্ত গড়ের চারিদিকে প্রস্থে ৭৫০ ফুট এবং সুগভীর পরিখা সর্বদা জলে পূর্ণ থাকিত। রাজধানীতে প্রবেশের জন্য ছয়টি দুয়ার বা প্রবেশ পথ ছিল। উহার-মধ্যে শীল দুয়ার নামে দক্ষিণ দিকের পথটি প্রস্তর নির্মিত এবং সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর ও দুর্ভেদ্য ছিল।

আরো জানা যায় যে, বাংলার নবাব হুসেন শাহ এই রাজধানী আক্রমণ কালে প্রথমে এই শীল দুয়ার দিয়া সসৈন্যে রাজধানীতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন এবং পরে কৌশলে রাজধানীর পশ্চিম দুয়ার দিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন এবং কান্তেশ্বরকে বন্দী করেন। শীল দুয়ার নামে খিলানটি মালসাই বা জলঢাকা নদীর গর্ভে অবলুপ্ত হইয়াছে এবং গড় ও পরিখা এখন পূর্বের মত আর উচ্চ ও গভীর নাই। গড়ের কিছু কিছু অংশ নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার আতাথী, চাকুরী,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস,
পোঃ সিতাই, কুচবিহার।

১০। গ্রামঃ সাগরদীঘি। ৫১৮।১·২৭৮।১২৮।৫৭৫

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দিনহাটা। কাছেই পাকা রাস্তায় মোটর চলাচল করে। গ্রামের মধ্য দিয়া ধরলা নদী প্রবাহিত—তাহাতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) কার্তিক মাসের অমাবস্যায় সাড়ম্বরে কালীপূজা। পূজায় পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। সেবায়েত রাজবংশী ক্ষত্রিয়, পূজারী পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

(ঙ) ×

(চ) কালীর মাটির মন্দির ঘর ও স্থান আছে। গ্রামে অন্ততঃ বারোজনের বাড়ীতে নিত্য শিবপূজা হয়। দুইটি মনসা ও দুইটি লক্ষ্মী পূজা হয়।

গ্রাম সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, পুরাকালে একটি গরীবের ছেলে ব্রাহ্মণের গরু চরাইয়া অন্ন সংস্থান করিত। দেবীর বরে তিনি উত্তরকালে রাজা হন। ইনি রাজা কান্তেশ্বর নামে খ্যাত। স্বয়ং বিশ্বকর্মা নাকি তাহার রাজবাড়ী ও দীঘি ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া দেন। এই স্থানে রাজা কান্তেশ্বর কর্তৃক খনিত সাগরদীঘির নামেই গ্রামটির নামকরণ করা হইয়াছে।

শ্রীহরিহর চন্দ্র বর্মা, শিক্ষক,
সাগরদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গোঁসানীমারী, কুচবিহার।

১১। গ্রাম ঃ চামটা (গুঞ্জরীর চাত্তরা)। ৫২৯।৪·৬০৬।৬৩৭।৩,২৯৬

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মুসলমান। গ্রামে বারোটি টারী বা পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দিনহাটা হইতে কাঁচারাস্তা দিয়া গ্রামে পোঁছান যায়। মোটর বাস স্ট্যান্ড সিতাই।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। উৎসবটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে চার দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুর্গাদেবীর নামে দশ কাঠা দেবোত্তর জমি আছে। ইহা ছাড়া দুইটি পীরের স্থান, দশটি কালীর স্থান, একটি শীতলার স্থান, একটি পঞ্চানন্দের স্থান, পাঁচটি মাশান দেবীর স্থান এবং একটি বুড়ি ও 'জুড়া দেও' নামক দেবতার স্থান আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে শোনা যায় যে, চামটা গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া বর্ত্তমানে যে শীর্ণকায় 'মালদা নদী' প্রবাহিত আছে, প্রাচীনকালে ঐ নদীর তীরে সাধ্বী স্ত্রীলোকগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় সহমরণ বরণ করিতেন। এই কারণে নদীটির অপর নাম সতী নদী এবং যে স্থানে শ্মশানঘাট ছিল তাহা সতীঘাট নামে পরিচিত। শোনা যায় গুঞ্জরী নামে জনৈকা সাধ্বী স্ত্রীলোকের সহমরণ উপলক্ষ্য করিয়া চামটা গ্রামের এই অংশটির নাম গুঞ্জরী চাত্তরা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্থানীয় ভাষায় উঁচু স্থানকে চাত্তরা বলে। নদীর উপকূলবর্তী এই স্থানটি যথেষ্ট উচ্চ বলিয়া সম্ভবতঃ গ্রামের নামের সহিত চাত্তরা শব্দটি যোগ করা হইয়াছে।

শ্রীসর্বানন্দ রায় সরকার, কৃষিকার্য,
পোঃ চামটা, কুচবিহার।

অন্নপূর্ণাপূজার মেলা

কোনাচাতুরা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্যে পূজা মণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমির উপর তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান প্রায় পাঁচ শত নর-নারী মেলায় সমবেত হন। সিতাই বন্দর, ধুমেরখাতা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মেলায় মনিহারী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিষপত্র, পুতুল ও মাটির হাঁড়িকুড়ি, খাবারদাবার ইত্যাদির দোকানই বেশী। ফেরিওয়ালা সমেত দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় একশত পঞ্চাশটি। বেহুলা-লক্ষিন্দর কাহিনী সম্বলিত দোতরা গান এবং লবকুশ কাহিনী অবলম্বন কুশান গান প্রভৃতি হইয়া থাকে। মেলায় জুয়া খেলা হয়।

কালীপূজার মেলা

কেশরী বাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পূজা স্থানের নিকটবর্তী প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুই দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন। মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়-ভুক্ত প্রায় দুইশত নরনারীর সমাগম হয়। মেলাতে অধিকাংশ যাত্রী হাঁটিয়া আসেন ; কিছুসংখ্যক গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

সাধারণতঃ স্থানীয় গ্রামবাসীগণই মেলায় দোকানপাট দিয়া থাকেন। দোকানপাটের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় পঞ্চাশটি এবং উহার মধ্যে মুড়ি মুড়কী, মনিহারী দোকান, নানাপ্রকার খেলনা ইত্যাদির দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের দুই-চারটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য দোতরা ও কুশান গানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি গানের দল আছে, অধিকারীর নাম—শ্রীবসন্ত বর্মণ, সাং ধুমেরপাড়া।

দুর্গাপূজার মেলা

খামার সিতাই গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে স্থানীয় জোতদারের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত চৌদ্দ-পনের বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। প্রধানতঃ সকাল হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মেলায় লোক সমাগম ও বেচাকেনা চলে। আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় সর্বশ্রেণীর লোকজন আসেন।

বিক্রেতারা অধিকাংশই স্থানীয়। সিতাই থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং দিনহাটা থানা হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত বাসনকোসন, বই-ছবি, মাছ ও শাকসব্জী ইত্যাদিরও দোকানপাট বসে। মোট দোকানের সংখ্যা প্রায় দেড়শত।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য দোতরা গান ও কুশান গানের ব্যবস্থা করা হয়।

বালাপুকুরী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সরকারী প্রায় দশ বিঘা জমির উপর চারদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। প্রত্যহ বিকালের দিকেই মেলায় লোক সমাগম বেশী হয়। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

সিতাই থানার অধিকাংশ গ্রাম হইতে এবং দিনহাটা থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।

মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে এবং পঁচিশ জন ফেরীওয়ালা আসে। স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন দিনহাটা হইতে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু বিক্রেতা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। সমগ্র দোকানগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া কাপড়চোপড়ের দোকান, শিল্প সামগ্রী বা কারুশিল্পের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষপত্রের দোকান এবং বই-ছবি ইত্যাদির দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় দল কর্তৃক বিষহরি, কুশানগান, দোতরাগান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

পাণিখাওয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দুর্গামণ্ডপ প্রাঙ্গণে তিন বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং চার দিন ধরিয়া চলে। মেলায় নিকটবর্তী গ্রামগুলি হইতে প্রায় দুইশত যাত্রীর সমাগম হয়। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় প্রধানতঃ মনিহারী ও খাবারের মোট পনের কুড়িটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য বিষহরি গান, কৃষ্ণযাত্রা, দোতরা গান ও রামায়ণ পাঠ হয়।

গাবুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কালিরহাট নামক স্থানে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর চার দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। তামাগুড়ি, ছোট সিঙ্গিমারী, নাকার-জম, সোনারহাট, জাটীগাড়া, বারবাংলা, আদাবাড়ী, সিতাই, বরঘর প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় দুইশত যাত্রীর সমাগম হয়।

গোঁসানীমারী, সিতাই ও আশেপাশের গ্রামগুলি হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মোট প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। উহার মধ্যে খাবার ও মনিহারী দোকানই বেশী দেখা যায়। ইহা ব্যতীত ডালা, কুলা, মাটির পুতুল প্রভৃতি জিনিষ-পত্রের দোকানও আসে। মেলায় কুশান গানের ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে।

শীল দুয়ার গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজা মণ্ডপের নিকট প্রায় পনের-ষোল বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি সত্তর বৎসরের প্রাচীন এবং বিকাল চারটা হইতে প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত মেলায় বেচাকেনা চলে। স্থানীয় এবং দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় মোট প্রায় ছয় হাজার নরনারী এবং বিক্রেতারা

প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে এবং পনের-ষোলজন ফেরীওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে তেলেভাজা ও ময়রা দোকানের সংখ্যা চল্লিশ-পঞ্চাশটি এবং শিল্পসামগ্রী বা কারুশিল্পের দোকানের সংখ্যা চল্লিশ-পয়তাল্লিশটি। ইহা ভিন্ন মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, বই-ছবি ও ঔষধপত্র প্রভৃতির দোকান বসে। শিল্প সামগ্রীর দোকানগুলি প্রধানতঃ দিনহাটা থানা হইতে প্রতি বৎসর আসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক এবং কুশান গান ও বিষহরি গানের আয়োজন করা হয়।

চামটা গুজারীর চাত্তরা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজা উপলক্ষ্যে পূজা মণ্ডপের সম্মুখে সাধারণের জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন এবং চারদিন ব্যাপী চলে। সাধারণতঃ প্রতিদিন বিকালের দিকেই মেলা বসে। সিতাই থানার প্রায় সবগুলি গ্রাম হইতে এবং নিকটবর্তী থানাগুলি হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় চার হাজার নর-নারী মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান।

মেলায় মোট প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-ছয় জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রায়ই স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। দোকানপাটগুলির মধ্যে মনিহারী, তেলেভাজা ও ময়রার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া, বাসনকোসনের দোকান, কৃষি, কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষপত্রের দোকান, শিল্প সামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকান এবং কাপড়চোপড়ের দোকান থাকে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য দোতরা গান, বিষহরি গান এবং যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়।

বারুণী স্নানের মেলা

দেওখাটা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে স্থানীয় জোতদারের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং তিন দিন ব্যাপী চলে। প্রত্যহ সকাল হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত মেলায় বেচাকেনা ও লোক সমাগম হয়। প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রাম হইতেই মেলায় লোক-জন আসেন।

সিতাই এবং দিনহাটা থানার অন্তর্গত গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। মেলায় খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ময়রা, তেলেভাজা, মুড়ি-মুড়কি ও মোয়ার দোকান ব্যতীত, মনিহারী, কাটা কাপড় ও গামছা, বাসনকোসন, বই-ছবি ও শিল্প সামগ্রী ইত্যাদির দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য দোতরা গান ও কুশান গানের ব্যবস্থা করা হয়।

মদনচতুর্দশী বা বাঁশ উৎসবের মেলা

ব্রহ্মোত্তরচাত্রা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মদনচতুর্দশী তিথিতে বাঁশ উৎসব উপলক্ষ্যে ভবগাচড়া হাটে স্থানীয় জোত-দারের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং চারদিন ব্যাপী চলে। সাধারণতঃ প্রত্যহ বিকালের দিকেই মেলা বসে। সিতাই থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় সর্বশ্রেণীর মোট প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় ফেরিওয়ালা সমেত দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় একশতটি। সিতাই, দিনহাটা, গোঁসানীমারী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। দোকানপাটের মধ্যে খাবার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষ-পত্র, বই-ছবি এবং আঁখ ও দেশী ফলের দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ভাওইয়া গান ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা। শহর হইতে যাত্রাভিনয়ের দল আসে।

মাথাভাঙ্গা থানা

গ্রাম বিবরণী

১। **গ্রাম ঃ পাটছাড়া গোপালপুর।২২৮।১১২·২৪।১২৮।৮১৪**

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশীক্ষত্রিয়, মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন, ডাঙ্গাপাড়া, পাথবারবাড়ী, বসুনীয়ারবাড়ী, বর্গীরবাড়ী, তিল্লিরবাড়ী, ধনীর-বাড়ী, মহেশ্বরেরবাড়ী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পনর মাইল দূরে চাংরাবান্দা রেল-স্টেশন। প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে জামালদহ মোটর বাস ষ্ট্যান্ড হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও ভান্ডালীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে দুই দিন ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) মদনকাম, গ্রামঠাকুর, সন্ন্যাসীঠাকুর, বানমারাঠাকুর, ঢাংটিংঠাকুর, নবনারীঠাকুর, মাশান ইত্যাদি গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীমতিলাল গাঙ্গুলী, প্রধান শিক্ষক,
কেশরীবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বড় গোপালপুর,
কুচবিহার।

২। **গ্রাম ঃ চেংগারখাতা খাগিরবাড়ী।**
৩০৯।৩·১৩৫।৪১৬।১,৯০৫

(ক) রাজবংশীক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) প্রায় তের মাইল দূরে রেলস্টেশন চাংরাবান্দা হইতে মোটর বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও দোলযাত্রা। উল্লিখিত পূজা ও উৎসবগুলিই প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। জন্মাষ্টমীতে তিন দিন, রাস পূর্ণিমার পাঁচ দিন, দোলযাত্রায় তিন দিন এবং শিবরাত্রিতে দশ দিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চন্ডী পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দশ দিন ব্যাপী। মেলাটি গত পাঁচ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) শিবলিঙ্গ, রাধাগোবিন্দ এবং চন্ডী মন্দির আছে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চন্দ, শিক্ষক,
ইছাগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বৈরাগীর হাট,
কুচবিহার।

৩। **গ্রাম ঃ অন্দরান পাখীহাগা।৩১৪।১·০৩১।১১২।৬৪৪**

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও মাছধরা।

(গ) রেলস্টেশন চাংরাবান্দা। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাঘী পূর্ণিমার স্নান। দুর্গাপূজাটি প্রায় বত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মাঘী পূর্ণিমার মেলা। মাঘ মাসে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি সতের বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি গীতা আশ্রমে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

গ্রামটি জলঢাকা নদীর তীরে অবস্থিত।

শ্রীধর্মনারায়ণ রায় সরকার, প্রধান শিক্ষক,
অন্দরান পাখীহাগা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভাঙ্গামোর,
কুচবিহার।

৪। **গ্রাম ঃ গিলাডাংগা। ৩১১।·৩০২।৬৪।৩৯০**

(ক) রাজবংশী, নমঃশূদ্র, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও মাছের ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে চাংরাবান্দা রেলস্টেশন। মাথাভাঙ্গা- চাংরাবান্দাগামী মোটর বাস গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূর দিয়া যাতায়াত করে। গ্রামের পাশ দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে জলঢাকা নদী প্রবাহিত।

(ঘ) চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) শিবলিঙ্গ ও তাঁহার স্থান আছে।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক,
গিলাডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পানিগ্রাম,
কুচবিহার।

৫। **গ্রাম ঃ ভোগরামগুড়ি। ৩২৭।৪·৯৯৪।৪৯২।২,৫৩৭**

(ক) রাজবংশীক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে দশ মাইল দূরে চাংরাবান্দা রেলস্টেশন। গ্রামে যাতায়াতের মোটর রাস্তা আছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে হরিবাসরে মহোৎসব, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে বারুণী স্নান। উৎসবগুলি বহু প্রাচীন।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) একটি কালী স্থান, দুইটি লক্ষ্মীদেবীর স্থান এবং চারটি হরিমন্দির আছে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র সরকার, শিক্ষক,
ভোগরামগুড়ি হরিসভা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জামালদহ, কুচবিহার।

৬। **গ্রাম: উনিশবিঘা। ৩৭৮।৩·৮২১।৪৮১।২,৮০৯**

(ক) রাজবংশী, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কুচবিহার-মাথাভাঙ্গা পাকা রাস্তা হইতে তিন মাইল কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) চৈত্র মাসে মদনচতুর্দশীতে কামদেব পূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব। মহরম উৎসবে ছাগ ও মহিষ কোরবানি করা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি হরিমন্দির, ছয়টি শীতলা ও দশটি মনসার স্থান আছে। ইহা ছাড়া বড়ঠাকুর, ছোট-ঠাকুর ও মশানঠাকুরেরও স্থান আছে। শীতলা ও কালীর নিকট পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়।

শ্রীসদানন্দ মোদক, প্রধান শিক্ষক,
উনিশবিঘা নিউ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ উনিশবিঘা, কুচবিহার।

৭। **গ্রাম: বাঘমারা শুখানদীঘি।৩৭৯।১·৭৭৫।১১২।৭০৯**

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন মাথাভাঙ্গা।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং চৈত্র মাসে মদনচতুর্দশীতে কামদেব পূজা।

(ঙ) ×

(চ) জগদ্ধাত্রী মন্দির আছে।

শ্রীদয়ারাম রায়, শিক্ষক,
শুখানদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খোকসাডাঙ্গা, কুচবিহার।

৮। **গ্রাম: বড় শোলমারি। ৩৮০।৩·৭৪৯।৫৬৯।২,৯৬৫**

(ক) ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, আসুর, হো, দেশীয় খৃষ্টান, নেপালী।

(খ) চা-বাগানের কাজ।

(গ) রেলস্টেশন দলগাঁ হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। মোটর বাস স্ট্যান্ড মাথা-ভাঙ্গা।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল বা হোলী। ইহা ব্যতীত আদিবাসীদের করমাপূজা, সরহুল উৎসব, বাহা উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামটি একটি চা-বাগান—কুচবিহার চা-বাগান নামে পরিচিত। চা-বাগানে কাজের জন্য বহু আদি-বাসীর সমাগম হইয়াছে।

শ্রীসুধাংশু রঞ্জন সরকার, প্রধান শিক্ষক,
কুচবিহার চা-বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বড় শোলমারি, কুচবিহার।

৯। **গ্রাম: সিঙ্গিজানি।৩৯২।২·৭০০।২৪৯।১,৫০৩**

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন মাথাভাঙ্গা। নিগাবাড়ি ঘাট হইতে কাঁচা রাস্তা।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোল-যাত্রা। উৎসব দুইটি পনের বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচ-ছয় দিন ব্যাপী। মেলাটি পনের বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে তিনটি হরি মন্দির এবং 'হাতিপোষা' ঠাকুরের ছোটধাম ও বড়ধাম, 'শান্টীবাড়ী' ঠাকুরের ধাম, 'পাঁচখোলা ডোবা' ঠাকুরের ধাম ও একটি কালীর ধাম আছে।

শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ রায়, শিক্ষক,
সিঙ্গিজানি সরকারী ২নং প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ফলাকাটা, কুচবিহার।

১০। **গ্রাম: বোচাগাড়ি। ৪৩০।১·৩১৭।১৬৫।৭৯৩**

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, নাপিত, মুসলমান, খ্যেন।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কুচবিহার। মানসাই ও ধরলা নদীর নিকটবর্তী বলিয়া অধিকাংশ সময় নৌকাপথেই যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীর স্নান ও মহামায়া (বাসন্তী) পূজা। উৎসবটি প্রায় তেইশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) অশোকাষ্টমীর স্নান ও মহামায়া পূজার মেলা। চৈত্র মাসে আট দিন ব্যাপী, মেলাটি তেইশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টিনের চৌচালা যুক্ত মহামায়ার মন্দির এবং তিনটি শীতলার ও দুইটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীঅমূল্য ভূষণ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
বোচাগাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শিবপুর, কুচবিহার।

১১। গ্রামঃ শিবপুর। ৪৩২।১·৫৬৮।৩৪৬।২,৩০৩

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন কুচবিহার। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য কাঁচা রাস্তা আছে। ইহা ব্যতীত মানসাই নদীতে নৌ-চলাচলের সুবিধা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে মদন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মদন পূজাটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে কালীদেবীর একটি টিনের চালাযুক্ত মন্দির আছে। মন্দির অভ্যন্তরে মহাকালভৈরব মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের হাটখোলায় একটি প্রাচীন মসজিদ আছে।

শ্রীশ্রীকান্ত প্রামাণিক, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ শিবপুর,
কুচবিহার।

উৎসব বিবরণী

কামদেব পূজা (বাঁশখেলা)

উনিশবিঘা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী তিথি হইতে সাত দিন ধরিয়া কামদেব পূজা বা বাঁশখেলা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি বহু প্রাচীন। স্থানীয় অধিবাসীরা উৎসবটিকে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে লম্বা একটি বাঁশ পুঁতিয়া তাহার গোড়ায় আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট বাঁশ পুঁতিয়া পূজা করা হয়। পূজার কোন নির্দিষ্ট মন্দির বা স্থান নাই। কামদেব পূজায় দই, চিড়া, কলা ইত্যাদি মানত করা হয়। উৎসবে কিছু সংখ্যক স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীরাও যোগদান করেন। উৎসবটি এই অঞ্চলে বাঁশখেলা উৎসব নামেও পরিচিত।

শুখানদীঘি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মদন ত্রয়োদশী হইতে তিন দিন ধরিয়া কামদেব পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন। মদন ত্রয়োদশীতে লম্বা একটি বাঁশ পুঁতিয়া তাহার মাথায় চামর বাঁধিয়া দেওয়া হয়; উহার সহিত একখানি পিতলের আরসী এবং একজোড়া গুয়া পানও বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তারপর সমগ্র বাঁশটিকে লাল শালু কাপড় দিয়া জড়াইয়া দেওয়া হয়। উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠান তিন দিন স্থায়ী হইলেও মাসাবধিকাল ধরিয়া গান বাজনা প্রভৃতি আমোদ অনুষ্ঠান চলে। উৎসবে প্রসাদ বিতরণ এবং সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয় এবং শেষ দিন সমবেতভাবে হরিনাম সংকীর্তন করিয়া উৎসবের শেষ হয়। কামদেব পূজায় দই, চিড়া, কলা প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়।

চড়ক উৎসব

চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রতি বৎসর গিলাডাঙ্গা গ্রামে সাড়ম্বরে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা বহুকালের প্রাচীন উৎসব। এখানে উৎসবটি যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সহিত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে অনুষ্ঠিত চড়ক পূজা বা উৎসবের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। উৎসবটি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের (প্রধানতঃ রাজবংশীদের) নিজস্ব বিশেষ উৎসব। ব্যক্তিগতভাবে পূজা বা উৎসব হয়—তবে এই পূজায় সাধারণেও যোগ দিতে পারেন। যে ব্যক্তি একবার পূজা করেন, তাঁহাকে যে প্রতি বৎসরই করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। আবার সামর্থ থাকিলে সে প্রতি বৎসরই পূজা করিতে পারেন। প্রধানতঃ সন্তান কামনা করিয়াই ব্যক্তি বিশেষে এইরূপ পূজা মানত করিয়া থাকেন।

পূজার উপাস্য দেবতা শিব, ইহার জন্য নির্দিষ্ট কোন মন্দির বা স্থান নাই। গ্রামের যে কোন স্থানেই পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারে। চড়ক পূজা ও উৎসবের প্রস্তুতি চৈত্র সংক্রান্তির দশদিন পূর্বে হইতে শুরু হয় এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে উৎসব শেষ হয়।

যে ব্যক্তি পূজা করিতে মানত করেন প্রথম দিন তিনি এক খণ্ড শিলাকে আবীর ও সিন্দুর লিপ্ত করিয়া এবং অন্যান্য উপকরণাদি দ্বারা পূজা করিয়া 'বড় ঘরে' স্থাপন করেন। শিলাখণ্ডটিকে অতঃপর "শিবঠাকুর" হিসাবে অভিহিত ও মান্য করা হয়। এখানে 'বড় ঘর' বলিতে যে বাড়ীতে পূজা হয় সেই বাড়ীর ভিতরে উত্তরের ঘরটিকেই বড় ঘর বলা হয়। এই 'বড় ঘরে' উক্ত শিবঠাকুরকে স্থাপন করিয়া তিনদিন প্রত্যহ পূজার্চনা করা হয়। স্থানীয় দেববংশীরাই এই তিন দিনের পূজা করিবার অধিকারী। ইহারা রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত, ব্রাহ্মণ নহে। তিন দিন এইভাবে পূজা করিবার পর চতুর্থ দিনে শিবঠাকুরকে 'বড় ঘর' হইতে স্থানান্তরিত করিয়া নিকটে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অল্প একটু পুঁতিয়া রাখা হয়। এখানে শিবঠাকুরের জন্য অস্থায়ী একটি ঘর করিয়া দিতে হয়। দোচালা অস্থায়ী খেড়ী ঘরই সাধারণতঃ তৈয়ারী করা হয়। চতুর্থ দিন হইতে উৎসবের নবম দিন পর্যন্ত প্রত্যহ দেববংশী তাঁহার নিজস্ব পূজা-পদ্ধতি অনুযায়ী দুধ, কলা, মধু, আতপ চাল প্রভৃতি দিয়া শিবঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূজা ও উৎসব শুরু হইবার পর হইতে সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দেববংশীকে নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। কেবলমাত্র দই-চিড়াই এই অঞ্চলে নিরামিষ খাদ্য বলিয়া প্রচলিত।

নবম দিবসের পূজা ও দেববংশীই করিয়া থাকে। দশম দিবসের পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত দেববংশীর আয়ত্বে এবং কর্তৃত্বেই শিবঠাকুর পূজিত হয় এবং পূজার বাকি সময়ে দেববংশী ঐ অস্থায়ী ঘরেই থাকিয়া যান। নবম দিবসের শেষভাগে দেববংশী তাঁহার দলের (এই অঞ্চলে দেববংশী আখ্যাযুক্ত বহু ব্যক্তি আছেন। দুই ব্যক্তিকে যে কোন লাউগাছ হইতে একটি লাউ চুরি করিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই দুই ব্যক্তিকে সেই রাত্রেই একটি লাউ চুরি করিয়া আনিয়া পূজারী দেববংশীর হাতে দিতে হয়। চুরি করা ঐ লাউটি "মাণিক" নামে অভিহিত হয়। চড়ক পূজার সহিত লাউ-এর এই "মাণিক" সম্পর্ক থাকায় এখনো পর্যন্ত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কেহই তাঁহাদের গাছের লাউ বিক্রয় করেন না। এই দিনই (নবম দিন) সন্ধ্যার সময় দলের আরেক ব্যক্তিকে দেববংশী মন্ত্রবলে শ্মশানে 'চালান' দিয়া থাকেন এবং পূজা প্রাঙ্গণে সেই সময় হইতে ঢাক-ঢোলের বাজনা শুরু হয়। এই দিন রাত্রের পূজায় বহু লোকের সমাগম হয়। যে ব্যক্তিকে সন্ধ্যা বেলায় শ্মশানে 'চালান' দেওয়া হয়, তাঁহার সঙ্গে দুইজন সাহসী ব্যক্তিকে মশাল হাতে প্রেরণ করা হয়। শ্মশানে যাঁহাকে 'চালান' দেওয়া হয়, তাঁহাকে শ্মশান হইতে কাঁচা বাঁশ বা শ্মশানের অন্য কোন একটি চিহ্ন আনিয়া পূজার স্থানে দেখাইতে হয়। শ্মশানে যদি কোন জিনিষ না পাওয়া যায় তাহা হইলে 'চালান' দেওয়া ব্যক্তি বাঁশ ঝাড় হইতে একটি আস্ত কাঁচা বাঁশ উপড়াইয়া লইয়া ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে পূজার স্থানে উপস্থিত হন এবং সেখানে উপস্থিত হইবা মাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অজ্ঞান অবস্থায় ঐ ব্যক্তি মাটিতে পড়িয়া থাকেন। এই দিন রাত্রে ঐ ব্যক্তিটিকে ঘুমাইতে দেওয়া হয় না কারণ লোকের বিশ্বাস যদি তিনি ঘুমাইয়া পড়েন তাহা হইলে তিন দিনের মধ্যে তাঁহার অবধারিত মৃত্যু হইবে। যাহাতে তাঁহার ঘুম না আসে সেজন্য মাঝে মাঝে তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া অথবা অন্য উপায়ে জাগাইয়া রাখা হয়। অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত এই ব্যক্তিকে 'শ্মশান' আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহার অজ্ঞান অবস্থা দূর করিবার জন্য দেববংশী ঐ রাতেই নানাবিধ ভূতপ্রেতের পূজা করেন এবং তাহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য পাঁচ জোড়া পায়রার মস্তক ছেদন করিয়া থাকেন। এক ফুট হইতে দেড় ফুট পরিমাণ একটি গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে ঐ পাঁচ জোড়া পায়রার মস্তক ছেদন করা হয়। এইরূপে ভূতপ্রেতের পূজা শেষ করিবার পর 'শ্মশান' সজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই পূজা শ্মশান পূজা নামে অভিহিত এবং এই স্থানের চড়ক উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বলা যাইতে পারে।

দশম দিনের প্রারম্ভে দেববংশী আর শিবঠাকুরকে পূজা করিবেন না। এই দিনের পূজা স্থানীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতই করিয়া থাকেন। সকাল আটটা হইতে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত এদিনের পূজা চলে এবং এই পূজায় নানাবিধ উপাচার ও উপকরণের প্রয়োজন হয়। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ইহার পর ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে বিদায় করিয়া দেববংশী আবার পূজার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। একটি চিতা সাজাইয়া তাহাতে খড়ের তৈয়ারী একটি 'ভুতী'কে ঐ চিতায় দাহন করা হয়। এই 'ভূতী' চণ্ডী স্বরূপা। চিতাতে অগ্নি সংযোগের পূর্বে দেববংশী চিতার সামনে একটি গর্ত করিয়া সেই গর্তে ব্রহ্মা পূজা করেন। ব্রহ্মা পূজাতেও গর্তের মধ্যে পাঁচ জোড়া পায়রার মস্তক ছেদন করা হয়। 'ভুতীর' দাহন শেষ হইবার পর দেববংশীর দল চড়ক গাছ পুঁতিয়া থাকেন। আস্ত একটি শিমুল গাছ-ই চড়ক গাছ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাতে শক্ত কাঠের চড়ক দেওয়া হয়। চড়ক গাছের পূজা দেববংশীই করিয়া থাকেন। দেববংশী মন্ত্র পাঠ করিয়া যান, আর যে ব্যক্তি পূজা ও উৎসবের অনুষ্ঠাতা তিনি সেই মন্ত্র অনুযায়ী চড়ক গাছের অর্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অর্চ্চনাদি শেষ হইলে দেববংশী পুনরায় তাঁহার পূজার কার্য সম্পন্ন করেন এবং তাহার পর চড়ক গাছ ঘোরান হয়। চড়কের দুই মাথায় মোটা দড়ি ঝোলান থাকে। দড়ির অগ্রভাগে খুব শক্ত ত্রিফলাকৃতি লোহার বঁড়শি থাকে। ঐ বঁড়শি দুই ব্যক্তির পিঠে ফুঁড়িয়া খুব জোরে ঘোরান হয়। বঁড়শি ফুঁড়িবার পূর্বে ঐ দুই ব্যক্তির পিঠে খুব করিয়া ঘৃত মালিশ করিয়া লওয়া হয়। যে ব্যক্তি চড়ক পূজার অনুষ্ঠাতা, দেববংশী পূজার নবম রাত্রে চুরি করিয়া আনা লাউটি ('মানিক') তাঁহার হাতে অর্পণ করেন এবং অনুষ্ঠাতা সেই লাউ লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যান। দেববংশী নিজে শিবঠাকুরটিকে লইয়া যান। চড়ক ঘোরানর পর চড়ক গাছটি কাছাকাছি কোন পুকুরে বা নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

দশম দিনের এই চড়ক পূজার প্রথম দুই দিন ও শেষের একদিন বাদে বাকী সাত দিন প্রত্যহ দেববংশীর দল শিবপার্বতী ও তাঁহার অনুচরবৃন্দের সাজে সজ্জিত হইয়া গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নাচগান করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বাড়ী হইতে কিছু কিছু চাউল বা টাকা পয়সা দিয়া তাঁহাদের বিদায় দেওয়া হয়। এই নাচ গানের দলে একজন রঙ্গতামাসা করিবার জন্য লোক নির্দিষ্ট থাকে। তাঁহাকে এই অঞ্চলে 'বৈরাগী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সাত দিন নাচগানের মাধ্যমে যাহা সংগৃহীত হয়, তাহার মধ্য হইতে নগদ টাকা পয়সা উক্ত বৈরাগীর প্রাপ্য হইয়া থাকে এবং চাউল ইত্যাদি চড়ক পূজার অনুষ্ঠাতার প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হয়। সম্ভবতঃ অনুষ্ঠাতা সংগৃহীত ঐ চাউলাদি বিক্রয় করিয়া পূজার খরচের কিছু অংশ নির্বাহ করিতে সক্ষম হন।

ভাণ্ডালী পূজা

পাটছাড়া গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পরের দিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে ব্যাঘ্রবাহিনী চতুর্ভুজা ভাণ্ডালী দেবীর পূজা হয়।

ভাণ্ডালী দেবীর পূজা প্রচলন সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, কোন এক সময় নহুস রাজা শারদীয়া দুর্গাপূজায় দুর্গাদেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বনে শিকার করিতে যান এবং শিকারের আনন্দে দেবীর পূজার কথা ভুলিয়া যান। এদিকে পুরোহিত দশমীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাজার কোন খোঁজ না পাইয়া দেবী প্রতিমা বিসর্জন দেন। বিসর্জন দেওয়া হইলেও দেবী রাজার পূজা বা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ না করিয়া যাইতে ইচ্ছা ছিল না। কাজেই রাজা যে পথে বনে গিয়াছিলেন দেবী দুর্গা চতুর্ভুজা ব্যাঘ্রবাহনা মূর্তিতে সেই পথে অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ রাজার সম্মুখীন হইলেন এবং রাজাকে নিজ পরিচয় দিয়া তাঁহার পুষ্পাঞ্জলী যাঞ্চা করিলেন। রাজা তখন বনফুল ও

বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া বনমধ্যে দেবীর অর্চনা ও পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিলেন। দেবী হৃষ্ট মনে রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপেই ভান্ডালী পূজার প্রচলন হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় এবং এই পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত না হইলেও চলে।

শিবরাত্রি উৎসব

চেঙ্গারখাতা খাগারিবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দশ দিন ব্যাপী সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও প্রাচীন।

শিবরাত্রি উৎসব যে শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। গ্রামের উত্তর দিকে সুটুঙ্গা নদী উত্তর বাহিনী হওয়ায় প্রতি বৎসর চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ উপলক্ষ্যে পুণ্য স্নানাদির জন্য এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। লোকের বিশ্বাস বহুকাল পূর্বে এই স্থানে একটি দেবমন্দির ছিল। ভূমিকম্পের ফলে তাহা মাটির নীচে বসিয়া যায়। বাংলা ১৩২৮ সনে সুটুঙ্গা নদীর ভাঙ্গনের ফলে উক্ত স্থান হইতে একটি পাথরের আসন ও একটি কাঠের কূপ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত একদা গ্রামের শ্রীফুলেশ্বর বর্মণ নামে জনৈক ব্যক্তি নদীতে মাছ ধরিবার সময় তাঁহার জালে একটি শিবলিঙ্গ উঠে। উক্ত মূর্তিটিকে ঐ ব্যক্তি নিজ গৃহে আনিয়া স্থাপন করিবার পর তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগে এবং এই দুর্ঘটনায় ভীত হইয়া তিনি শিবলিঙ্গটিকে পুনরায় নদীতে ফেলিয়া দেন। পরে স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি আবার শিবলিঙ্গটিকে নদীগর্ভ হইতে তুলিয়া আনিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা ও উক্ত শিবলিঙ্গের পূজাদির ব্যবস্থা করেন।

মেলা বিবরণী

অশোকাষ্টমী স্নানের মেলা

বোচাগাড়ী গ্রামে চৈত্র মাসে উত্তর বাহিনী ধরলা নদীতে অশোকাষ্টমীর স্নান ও মহামায়া পূজা উপলক্ষ্যে দেবোত্তর প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর আট দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি তেইশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রধানতঃ প্রত্যহ বিকালের দিকেই মেলায় বেচাকেনা হয়। মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

ভাউরখানা, মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি, নিশিগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় মনিহারী এবং খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষপত্রের দোকানও কিছু কিছু আসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কুশানগান ও বিষহরি গানের ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া, লটারী ও ফিতা খেলা হয়।

কালীপূজার মেলা

শিবপুর গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় হাটখোলায় একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেই মেলায় যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরু-মহিষের গাড়িতে করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় মনিহারী, মিষ্টান্ন, কাপড়চোপড়, মাটির হাঁড়িকুড়ি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিষপত্র, কৃষি সংক্রান্ত জিনিষপত্র প্রভৃতির দোকানপাট বসে। তাহা ছাড়া মেলায় গরু, ছাগল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য গানবাজনার ব্যবস্থা করা হয়।

চড়কের মেলা

পাটছাড়া গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে দুই দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। গ্রামে মেলা বসিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট ডাঙ্গা বা মাঠ আছে। আশে-পাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচশত লোক আসেন। বিভিন্ন জিনিষপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। গ্রামেই যাত্রা ও কীর্তনের দল আছে।

দুর্গাপূজার মেলা

সিঙ্গিমারি গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় জমিদারের প্রায় দুই তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দশ-পনের বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং পাঁচ-সাত দিন ব্যাপী চলে। প্রত্যহ বিকালের দিকেই মেলায় বেচাকেনা হয়। আশেপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর প্রায় চার-পাঁচ শত নরনারী আসেন। মেলায় খোলা জায়গায় প্রায় কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং দু-চারজন ফেরীওয়ালা আসেন। দোকানগুলির অধিকাংশই মিষ্টি ও মনিহারীর।

আমোদ প্রমোদের জন্য স্থানীয় কুশানগান ও দোতরা গানের আয়োজন হয়। গ্রামেই গানের দল আছে। অধিকারী শ্রীপঞ্চায়েত রায়।

বারুণী স্নানের মেলা

চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে জামালদহ ও ভোগরাম-গুড়ি গ্রামের মধ্যে প্রায় কুড়ি বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং আশেপাশের প্রায় কুড়ি পঁচিশটি গ্রাম হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। মোট যাত্রীর মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ গরুর গাড়ী ও মোটর বাসে আসে।

মেলায় প্রায় দুই শত দোকানপাট বসে এবং বিশ-পঁচিশজন ফেরীওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, বাসন-কোসন ও মনিহারী দোকানই বেশী। ইহা ব্যতীত কাপড়-চোপড়, বই-ছবি, ঔষধপত্রের দোকান এবং গরু-ছাগল প্রভৃতি পশুপক্ষী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য সার্কাস, সিনেমা, যাত্রাভিনয় ও স্থানীয় গানের আয়োজন হয়।

মাঘী স্নানের মেলা

অন্দরান পাখীহাগা গ্রামে মাঘী পূর্ণিমা স্নান উপলক্ষ্যে জলঢাকা নদীর তীরে ব্যক্তি বিশেষের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি সতের বৎসরের প্রাচীন এবং তিন দিন ব্যাপী চলে। অন্দরান পাখীহাগা, নিত্যানন্দী, পাণিগ্রাম, গেন্দুগুড়ি, বালাশী, দৈভাদী, ফালাকাটা এবং মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম ও অঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় এক হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মাথাভাঙ্গা, ফালাকাটা, জয়ারহাট ইত্যাদি স্থান হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। শতাধিক দোকানপাট বসে। উহার মধ্যে মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত খাবারের দোকান, বাসনপত্রের দোকান, কাটা কাপড়ের দোকান, ঔষধপত্র ও বই-ছবির দোকান বসে।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, কবিগান ও দোতরা গানের আয়োজন করা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

চেংগার খাতা খাগরিবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীফুলেশ্বর বর্মণ নামক জনৈক ব্যক্তির প্রায় সাত বিঘা জমির উপর দশ দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি চার-পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। ফালাকাটা, জামালদহ, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী।

জামালদহ, মাথাভাঙ্গা, ফালাকাটা এবং নয়হাট হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় দুই শত। আমোদ প্রমোদের জন্য বিষহরি গান, কুশান গান ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়।

শীতলকুচী থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : মহিষমাড়ী।৪১৩।৪·৩৭৬।৩৯৪।২,১৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, জেলে, হাড়ি, যুগী, মুচি, বেহারা, কায়স্থ, মুসলমান।
গ্রামে ষোলটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য (প্রধানতঃ তামাক ও পাট চাষ)।

(গ) কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, ফাল্গুনে দোলযাত্রা এবং চৈত্রে বারুণী স্নান ও গঙ্গাপূজা হয়। ইহা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের ইদুজ্জোহা ও ইদলফেতর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে দশ দিন ব্যাপী। মেলাটি গত সাত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে দুইটি হরি মন্দির ও দুইটি জুম্মা ঘর আছে। গ্রামটি পূর্ব পাকিস্থান সীমান্তে অবস্থিত। গ্রামের মধ্য দিয়া ধরলা নদী প্রবাহিত।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ দফাদার, শিক্ষক,
মহিষমাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খালিসামারি, কুচবিহার।

২। গ্রাম : কুর্শামারি।৪৩৩।১·৪৮১।১৫০।৭২৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে। ইহা ব্যতীত গ্রামের পূর্বদিকে প্রবাহিত মানসাই নদী দিয়া নৌকা পথে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) [illegible]ন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে বারুণী স্নান ও গঙ্গা পূজা।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি হরি মন্দির আছে।

শ্রীশ্রীকান্ত প্রামাণিক, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ শিবপুর, কুচবিহার।

৩। গ্রাম : আবুয়ার পাথর।৪৩৭।২·০৩০।২৮০।১,৫৭৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁচা রাস্তা।

(ঘ) আষাঢ় মাসে স্নানযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি দশ-বার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) টিনের চালাযুক্ত দুর্গামন্ডপ আছে। ইহা ব্যতীত ক্রোধেশ্বর ভৈরব, মাশান ও শীতলার স্থান আছে। রাধাগোবিন্দের পিতল নির্মিত বিগ্রহ আছে-- দৈনিক পূজা হয়।

শ্রীশ্রীকান্ত প্রামাণিক, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ শিবপুর, কুচবিহার।

S। গ্রাম : ডাকালীগঞ্জ।৪৩৮।·১৪০।৩৪।১৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কায়স্থ।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের মধ্য দিয়া জেলা বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে সাড়ম্বরে রাসযাত্রা উৎসব।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা, কার্তিক মাসে তিনদিন।

(চ) একটি হরি মন্দির আছে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র পাল, শিক্ষক,
গ্রামঃ নগর ডাকালীগঞ্জ,
পোঃ শিবপুর, কুচবিহার।

৫। গ্রাম : রাজার বাড়ী।৪৪৭।১·৭৩৮।২৬৯।১,১৬৬

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে শীতলকুচী বন্দর হইতে মোটর বাস যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ ও মন্দির আছে। কুচবিহার রাজবংশের মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ এই গ্রামের ধৈর্মনাথ কার্মীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এই গ্রামে ধৈর্মনাথ কার্মীর বংশধরগণের বসবাস আছে।

শ্রীরসিকলাল বিশ্বাস, শিক্ষক
কার্মীরদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শীতলকুচী, কুচবিহার।

দুর্গাপূজার মেলা

আবুয়ার পাথর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত দশ-বারো বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের চার-পাঁচটি গ্রাম হইতে এই মেলায় লোকজন আসিয়া থাকেন। অনুমান মেলায় প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে।

রাজার বাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে কামদীঘির পাড়ে প্রায় তিন-চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন এবং তিন দিন ব্যাপী চলে। গোঁসাইরহাট, শীতলকুচী, গাদোচপাতা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় ছয় শত যাত্রী মেলায় আসেন। সকল রকম জিনিষপত্রের দোকানপাট বসে। গ্রামে একটি গাজীর গানের দল আছে অধিকারী শ্রীদয়ারাম কামী।

বারুণী স্নানের মেলা

মাইনমাড়ি গ্রামে চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী স্নান ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা গঙ্গাপূজা ও ধরলা নদীতে স্নান করিয়া দান-তর্পণাদি করেন। গত সাত বৎসর হইল এই স্নানোৎসবটি শুরু হইয়াছে এবং এই উৎসব উপলক্ষে ধরলা নদী যেখানে উত্তর বাহিনী হইয়াছে তাহার তীরে ঠুটাপাকুরী নামক স্থানে প্রায় আট-নয় বিঘা জমির উপর দশ এগার দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। আশেপাশের সাদারবাড়ী, সোজারচালুন, তেঁতুলের ছড়া, নলঙ্গী-বাড়ী, আবাসরতনপুর এবং দূরের শীতলকুচী, গোঁসাইয়ের হাট, বালারহাট, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে খাবারদাবার, মনিহারী, তাঁত, বাঁশ ও মাটির তৈয়ারী নানারকম জিনিষপত্রের দোকান আসে। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে।

কুর্শামারি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী স্নান ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষ্যে এক দিনের একটি মেলা বসে। মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর হইল মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে। কাছাকাছি চার-পাঁচটি গ্রামের লোকজন মেলায় আসেন।

ধরলা নদীর তীরে অবস্থিত রাঙ্গামাটি গ্রামে (মৌজা ৪২৮) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী স্নান ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষ্যে একদিনের একটি মেলা বসে।

রাসযাত্রার মেলা

ভাঙ্গালীগঞ্জ গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পাঁচ ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় এক হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি দোকানপাট বসে।
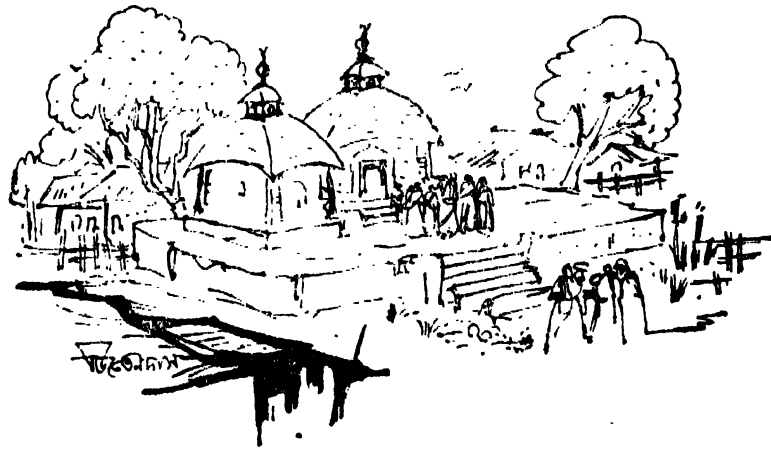
মেখলিগঞ্জ থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ মেখলিগঞ্জ।৭০।১·০৪৩।১২০।৭২৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নমঃশূদ্র, রাজবংশী ক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে সাত মাইল দূরে চ্যাংরাবান্ধা রেলস্টেশন। গ্রামের নিকট দিয়া মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালী-পূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি এবং চৈত্র মাসে শ্যামসুন্দর মদনমোহন পূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিন দিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে তিন দিন।

(চ) একটি শিবমন্দির, একটি শীতলা মন্দির এবং একটি কালী মন্দির আছে।

মেখলি অর্থে একপ্রকার সুন্দর নানা রং-এর কারুকার্য বিশিষ্ট চট। এখানে পূর্বে এই ধরণের অতি সুন্দর মেখলি প্রস্তুত হইত। বর্তমানে অবশ্য এই শিল্পটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মেখলি হইতেই স্থানটির নাম মেখলিগঞ্জ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে ইহা একটি বড় ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে তামাক রপ্তানি হয়।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই গ্রামে চৈত্র মাসে শ্যামসুন্দরের উৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় এক মাস ব্যাপী একটি মেলা বসিত। মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানি দোকানপাট বসিত। পঞ্চাশ বৎসরের এই প্রাচীন মেলাটি কুচবিহার মহারাজদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। গত কয়েক বৎসর হইল মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনলিনী রঞ্জন ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
মেখলিগঞ্জ, কুচবিহার।

২। গ্রাম ঃ নিজ তরফ।৭৫।৪·২৩৩।১৯৭।১,৯৭০

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ×

(ঘ) আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পর দিন অর্থাৎ একাদশী তিথি হইতে গ্রামে তিন দিন ব্যাপী ভান্ডারণী দেবীর পূজা হয়। নির্দিষ্ট মন্ডপে দেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজা করা হয়। দেবী সিংহারূঢ়া এবং চারিহাত বিশিষ্টা। পূজাটি ব্যক্তি বিশেষের।

(ঙ) ভান্ডারণী পূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ভান্ডারণী পূজার জন্য টিনের চৌচালা মন্ডপ আছে।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়, শিক্ষক,
পোঃ নিজ তরফ, কুচবিহার।

৩। গ্রাম ঃ ফুলকা ডাবরী কাশিয়াবাড়ী
১০৪।১·৮১৩।৯৩।২,৯০৬

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চ্যাংরাবান্ধা। তাহা ছাড়া মেখলিগঞ্জ-ধাপরা রোড দিয়া মোটর বাস কিংবা রিক্সাযোগে গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে গঙ্গাদেবীর পূজা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি চালাযুক্ত দেবালয়ে গঙ্গা ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীবিপিন চন্দ্র রায়, চাকুরী,
পোঃ মেখলিগঞ্জ,
কুচবিহার।

৪। গ্রাম ঃ কামাত চ্যাংরাবান্ধা।১৪৩।·৯৯৬।২২।৯৩০

(ক) হিন্দু (ক্ষত্রিয়)।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চ্যাংরাবান্ধা। চ্যাংরা-বান্ধা হইতে জলঢাকা পর্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি'র পাকা রাস্তার সহিত গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা যুক্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র শীতকালে মোটর বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ভান্ডারণী পূজা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পরদিন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ভান্ডারণী পূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চার দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ভাণ্ডারণী দেবীর টিনের চালাযুক্ত একটি মন্দির আছে।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার সোম, গ্রামসেবক,
গ্রাম : রাণীরহাট,
পোঃ সুকর্ণ, কুচবিহার।

ও

শ্রীধীরেন্দ্র মোহন দাশ, শিক্ষক,
চ্যাংরাবান্দা এডেড্ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বড়শৌলমারী,
কুচবিহার।

৫। গ্রাম : চ্যাংরাবান্দা।১৫৪।০·৭৬০।৫২৬।৩,০৪০

(ক) হিন্দু, জৈন ও মুসলমান। গ্রামে এগার-বারটি পাড়া বা টারী আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চ্যাংরাবান্দা। গ্রামের উপর দিয়া সরকারী পাকা রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) ×

(ঙ) চ্যাংরাবান্দার মেলা। কোন ধর্মীয় উপলক্ষ্যে নহে। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে এক মাস ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন এবং কুচবিহারের মহারাজ কর্তৃক প্রবর্তিত।

(চ) ×

শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দেব, গ্রামসেবক,
চ্যাংরাবান্দা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট,
কুচবিহার।

৬। গ্রাম : জামালদহ।১৫৭-১৫৮।·৯৯৬।১০৬।৬৩৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃ শূদ্র, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চ্যাংরাবান্দা।

(ঘ) চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে গঙ্গা পূজা এবং জয়কালী পূজা।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে দুই পক্ষকাল ব্যাপী। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জয়কালী দেবীর মন্দির ও গঙ্গা দেবীর মূর্তি আছে।

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
জামালদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
পোঃ জামালদহ, কুচবিহার।

৭। গ্রাম : ধুনাকির ঝাড়।১৭২।·৯৫১।১১৩।৫৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, তাঁতি, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চ্যাংরাবান্দা।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং পূর্ণিমায় রাস উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) কালী মন্দির ও রাস মন্দির আছে।

শ্রীসুধীর কুমার পাইন, শিক্ষক,
গ্রামঃ পোঃ জামালদহ, কুচবিহার।

৮। গ্রাম : ধুলিয়া খালিশা।১৭৪।·৮৯৮।৬৯।৩৩২

(ক) হিন্দু (রাজবংশী ক্ষত্রিয়)। গ্রামে দশ-এগারটি টারী বা পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চ্যাংরাবান্দা। চ্যাংরাবান্দা- মাথাভাঙ্গা রোডে জামালদহ হইতে গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা আছে।

(ঘ) দোল উৎসব—গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব আরম্ভ হয়। পূর্ণিমা তিথি হইতে সাত দিন ব্যাপী এই উৎসবটি চলে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে সাত দিন ব্যাপী। বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালী, মহাদেব ইত্যাদি দেবদবীর মৃন্ময় মূর্তি আছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দে, গ্রামসেবক,
গ্রাম ও পোঃ জামালদহ,
কুচবিহার।

উৎসব বিবরণী

ভাণ্ডারণী পূজা

নিজ তরফ (মৌজা নং ৭৫) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া বিজয়া দশমীর পর একাদশী তিথি হইতে ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী ভাণ্ডারণী পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভাণ্ডারণী দেবীর মূর্তি দুর্গা মূর্তিরই অনুরূপ। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক সহ পূজা হইয়া থাকে। তবে ভাণ্ডারণী দেবী দ্বিভূজা, ব্যাঘ্রবাহিনী। গ্রামে একটি টিনের চালাযুক্ত মন্দিরে দেবীর পূজা হয়। ভাণ্ডারণী দেবী জাগ্রতা দেবী বলিয়া গ্রামবাসীর বিশ্বাস। দেবীর নিকট মানত করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, এই বিশ্বাসে দূরবর্তী গ্রাম হইতেও বহু নরনারী দেবীর নিকট মানত পূজাদি দিতে আসেন। পাঁঠা, কবুতর ইত্যাদি পশুপক্ষী দেবীর নিকট

মানত জানান হয়। পূজার দিন দেবীর নিকট প্রদত্ত বলির মুণ্ডগুলি জমা হইয়া একটি বিরাট স্তূপে পরিণত হয়। পূজারী জনৈক অসমীয়া ব্রাহ্মণ, গোত্র ভরদ্বাজ, বর্ণ যজুর্বেদী। গ্রামবাসীগণ দাবী করেন ভাণ্ডারণী পূজা প্রথম এই স্থানে প্রচলিত হইয়া পরে উত্তর বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে। এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কুচবিহারের ইতিহাসে ভাণ্ডারণী পূজা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই গ্রামে ভাণ্ডারণী পূজা সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। কিংবদন্তীটি এইরূপঃ—

কুচবিহারের মহারাজা শিববংশীয় কুচবিহারে দুর্গাপূজার পর দুর্গাদেবী কৈলাস যাত্রা করেন। পথে নিজতরফ-৭৫ তালুকে ২নং সিটে দুর্গাদেবীর মালপত্রের তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ ভাণ্ডারণী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় দুর্গাদেবীকে তিন দিন ঐ স্থানে অবস্থান করিতে হয়। এই সময় স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রতি স্বপ্নাদেশ হওয়ায় এখানে তিন দিন ব্যাপী পুনরায় দুর্গাপূজা হয়। দেবী ভাণ্ডারণীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই ঘটনাটি ঘটে বলিয়া দেবী দুর্গা ভাণ্ডরণী দেবী নামে খ্যাত।

নিজতরফ গ্রামে যে স্থানে ভাণ্ডারণী রাত্রি যাপন করেন সেই স্থানে চৌষট্টি বিঘা জমি ভাণ্ডারণী দেবীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হয় এবং ঐ স্থানে দেবীর একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ঐ মন্দির তিস্তা নদীর গর্ভে বিলীন হওয়ায় পরে নিজ তরফ গ্রামে ৫ নং সিটে দেবীর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করা হয়।

কামাত চ্যাংরাবান্দা গ্রামে প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর পরের দিন একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ভাণ্ডারণী পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভাণ্ডারণী দেবী দ্বিভুজা, ব্যাঘ্রবাহিনী। পূজাটি দুর্গাপূজার অনুরূপ। উৎসবের প্রথম তিন দিন সাড়ম্বরে পূজাদি হয়। আরম্ভকালে উৎসবটি ব্যক্তি বিশেষের ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহা গ্রামের সর্বজনীন উৎসব। সাধারণতঃ দুধ, মিষ্টি, পাঁঠা ও কবুতর দেবীর নিকট মানত দেওয়া হয়। পূজার দ্বিতীয় দিন যজ্ঞের আগে এই সকল পশুপক্ষী দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ, গোত্র শাণ্ডিল্য, পদবী দেবশর্মা। গ্রামে টিনের চালাযুক্ত একটি মন্দিরে ভাণ্ডারণী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবটি সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামে ভাণ্ডারণী দেবীর পূজা সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে এই গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় কালীচরণ নামে জনৈক নিঃসন্তান ব্যক্তি মেখলিগঞ্জের নিকটবর্তী নিজতরফ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডারণী দেবীর নিকট পুত্র কামনায় মানত জানান যে, যদি তিনি একটি পুত্রলাভ করেন, তাহা হইলে তিনি স্বগ্রামে ভাণ্ডারণী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিবেন। তাঁহার মনঃস্কামনা পূর্ণ হইলে তিনি এই গ্রামে প্রথম ভাণ্ডারণী দেবীর পূজা আরম্ভ করেন।

মেলা বিবরণী

চ্যাংরাবান্দার মেলা

চ্যাংরাবান্দা গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ধরলা নদীর তীরে প্রায় আট-দশ বিঘা সরকারী জমির উপর একমাসকালব্যাপী একটি মেলা বসে। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মেখলিগঞ্জ, রাণীরহাট, জামালদহ, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে এবং পঁচিশ-ত্রিশজন ফেরীওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, মনিহারী, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই অধিক। তাহা ছাড়া ঔষধপত্র, বইছবি এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির কয়েকটি দোকানপাট বসে। এই মেলায় কোন কোন বৎসর গরু, উট প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, সিনেমা, ম্যাজিক, সার্কাস, গানবাজনা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

মেখলিগঞ্জের দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী হইতে তিন দিন ব্যাপী পূজা মণ্ডপ সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় ছয় বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। মেলায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তাহা ছাড়া হেলাপাকুড়ি ও চ্যাংরাবান্দা প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও চার-পাঁচশত যাত্রী আসেন। যাত্রীরা সাধারণতঃ মোটর বাসে, গরুর গাড়ীতে আসেন।

মেলার স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন চ্যাংরাবান্দা, হেলাপাকুড়ি, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি স্থান হইতেও বিক্রেতাগণ আসিয়া থাকেন। মোট দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় দুইশত; অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। তাহা ছাড়া মেলায় প্রায় পঞ্চাশ জনের মত ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টি, মনিহারী, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির সংখ্যাই অধিক। তাহা ছাড়া বইছবি, কাঁচ ও মাটির পুতুল ও খেলনা বসে। শেষোক্ত দোকানপাটগুলি প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি ও চ্যাংরাবান্দা হইতে প্রতি বৎসর আসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য গানবাজনার ব্যবস্থা করা হয়; শ্রোতার সংখ্যা প্রায় পাঁচশত। গ্রামেই গানের দল আছে।

দোলযাত্রার মেলা

দুলিয়া খালিশা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলোৎসব উপলক্ষ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রায় চার পাঁচ বিঘা জমির উপর সাত দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন। মেলায় দৈনিক গড়ে প্রায় ছয় হাজারের মত নরনারীর সমাগম হয়। গ্রামের আশেপাশের দশ-বার মাইলের মধ্যবর্তী গ্রামগুলি হইতে যাত্রীরা আসিয়া থাকেন।

বিক্রেতারা প্রধানতঃ চ্যাংরাবান্দা, ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাহা ছাড়া প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি

ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা শতাধিক। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, মনিহারী, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির কারুশিল্পজাত দ্রব্যের এবং অন্যান্য জিনিসের কয়েকটি দোকানও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, সিনেমা ও ম্যাজিক প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

বারুণী স্নানের মেলা

ফুলকাডাবরী কাশিয়াবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণীস্নান উপলক্ষ্যে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় সাত বিঘা জমির উপর এক দিনের একটি মেলা বসে। মেলাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন এবং স্থানীয় অঞ্চলে শকুনিয়ার মেলা নামে খ্যাত।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ইহা ছাড়া চ্যাংরাবান্দা এবং মেখলিগঞ্জ হইতেও কিছু কিছু যাত্রী আসেন। দূরবর্তী স্থান হইতে যাত্রীরা প্রধানতঃ মোটরে ও গরুর গাড়ীতে আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মেখলিগঞ্জ, চ্যাংরাবান্দা এবং ধাপড়া-হাট হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় দুইশতটি দোকানপাট বসে এবং উহার অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। দোকানপাট-গুলির মধ্যে ময়রা, মনিহারী, কাঁচ ও মাটির বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, বইছবির ইত্যাদি দোকানের সংখ্যা বেশী। তাহা ছাড়া চ্যাংরাবান্দা এবং মেখলিগঞ্জ হইতে মাটির পুতুল, খেলনা ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিষপত্রের বিক্রেতারা আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগানের আয়োজন করা হয়। অধিকারীর নাম- শ্রীহরিশ চন্দ্র রায়।

জামালদহ গ্রামে সুটুঙ্গা নদী যেখানে উত্তর বাহিনী হইয়াছে সেইস্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি হইতে দুই পক্ষকাল ধরিয়া বারুণী স্নান ও মেলা চলে। মেলাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। স্নান তর্পণাদির জন্য এই সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় প্রায় ত্রিশটি দোকান এবং বহু ফেরীওয়ালা বসে। এই মেলায় গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি বিক্রয় হয়।

ভান্ডারণীর পূজার মেলা

নিজতরফ (মৌজা নং ৭৫) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পর ভান্ডারণী দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে পূজা মণ্ডপ সংলগ্ন স্থানে তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয়। তাহা ছাড়া দূরবর্তী অঞ্চল ময়নাগুড়ি হইতেও কিছু কিছু যাত্রী আসিয়া থাকেন। মেলায় যাত্রীগণ সাধারণতঃ মোটরবাসে, সাইকেলে, গরুরগাড়ীতে আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি, চ্যাংরাবান্দা, মেখলিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট এবং দশ-বারোজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টি, মনিহারী, বাসন-কোসন প্রভৃতির দোকান বসে। তাহা ছাড়া মাটির পুতুল, খেলনা, বাঁশের জিনিষপত্র প্রভৃতির দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলি অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য গান বাজনার ব্যবস্থা করা হয়।

কামাত চ্যাংরাবান্দা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে ভান্ডারণী দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে মন্দির সংলগ্ন ব্যক্তি বিশেষের সাত-আট বিঘা জমির উপর চার দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় এবং জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের এলাকা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতারা প্রধানতঃ চ্যাংরাবান্দা ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জামালদহ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটির মত দোকানপাট বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটগুলির অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং ময়রা, তেলেভাজা, বাসনপত্র, মনিহারী, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া বইছবি শিল্পজাত জিনিষপত্রের দোকানও বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে পূজার জন্য কিছু কিছু টাকাপয়সা চাঁদা স্বরূপ লওয়া হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক প্রদর্শনী, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

হলদিবাড়ী থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : বারা হলদিবাড়ী।১।১৫·৭৫৪।১,৫১৬।১১,৭৯২

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) ব্যবসায়, চাকুরী, দিনমজুরী, কৃষিকার্য ইত্যাদি।

(গ) রেলস্টেশন হলদিবাড়ী।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শাহ্ সফি খন্দকার এক্‌রাসুল হক পীরের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত গোসাঁইনী, তিস্তা বুড়ী (গঙ্গা) পূজা, মনসাপূজা, ষষ্ঠীপূজা, ছট্ পরব ও মহরম উৎসব হয়।

(ঙ) পীর এক্‌রাসুল সাহেবের উরস্ উপলক্ষ্যে মেলা। ফাল্গুন মাসে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি গত চৌদ্দ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) মদনমোহন মন্দির, শিবমন্দির, কালী স্থান ও পীর এক্‌রাসুল সাহেবের মাজাহ্‌র শরীফ আছে।

শ্রীমতিলাল রায়, প্রধান শিক্ষক,
হলদিবাড়ী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রাথমিক বিদ্যালয়,
হলদিবাড়ী, কুচবিহার।

উৎসব বিবরণী

পীরের উৎসব

শাহ সফি খন্দকার একরাসুল হক পীর

হলদিবাড়ী গ্রামে শাহ্ সফি খন্দকার এক্‌রাসুল হক পীরের একটি মাজাহ্‌র শরীফ আছে। জানা যায় পীর সাহেবের বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। তিনি দেহত্যাগ করিলে এই স্থানে তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। পীর সাহেব একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার বহু শিষ্য ও অনুরাগী আছেন।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ৫ই তারিখ হইতে তিন দিন ব্যাপী উক্ত দরগাহে পীর সাহেবের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে মুসলমানেরা কবর জিয়ারত করেন। পীরের দরগাহে সিরনি, চিনি, চাল, পয়সা এবং মহিষ, মুরগী ও পাঁঠা মানত দেওয়া হয়।

মেলা বিবরণী

পীরের উৎসবের মেলা

শাহ সফি খন্দকার একরাসুল হক পীর

হলদিবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে পীর এক্‌রাসুল হক সাহেবের উরস্ উপলক্ষ্যে দরগার নিকটবর্তী প্রায় একশত বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি গত চৌদ্দ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং তিন দিন ব্যাপী চলে। মেলার জমিটি স্থানীয় মসজিদের অধিকারভুক্ত সেইজন্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা হিসাবে যাহা আদায় করা হয় তাহা মসজিদের সংস্কার ইত্যাদিতে ব্যয় করা হয়।

মুর্শিদাবাদ, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার নানা স্থান হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-পঁচিশজন ফেরীওয়ালা আসেন। উহার মধ্যে খাবারের দোকান ও হোটেলের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত মনিহারী, কাপড়-গামছা, বই-ছবি ও কৃষি যন্ত্রপাতির দোকান বসে। ছাগল, পাঁঠা, মুরগী প্রভৃতি পশুপক্ষীও এই মেলায় বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন আয়োজন করা হয় না। মুসলমানেরা নমাজ, জিয়ারত ইত্যাদি পাঠ করেন।

।। জলপাইগুড়ি ।।

জিলা জলপাইগুড়ি
পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসব
উত্তর
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটিবিচ্যুতি সম্ভব।
নির্দেশক
অম্বুবাচি
আদিবাসী উৎসব
ইদ-উল-ফেতর
কার্তিক পূজা
কালীপূজা
চড়ক
জগদ্ধাত্রী পূজা
জন্মাষ্টমী
দুর্গাপূজা
দোলযাত্রা
নবান্ন
পৌষসংক্রান্তি
বাসন্তী পূজা
বারুণী স্নান
ভবানী পূজা
মনসা
মহরম
মহোৎসব
রথযাত্রা
রাসযাত্রা
লক্ষ্মীপূজা
শিবপূজা
শিবরাত্রি
সরস্বতী পূজা
বিবিধ পূজা
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের সীমানা
জিলার সীমানা
মহকুমার সীমানা
থানার সীমানা
মৌজার অবস্থিতি

জিলা জলপাইগুড়ি
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের সীমানা
জিলার সীমানা
মহকুমার সীমানা
থানার সীমানা
মৌজার অবস্থিতি

জলপাইগুড়ি জেলা

জলপাইগুড়ি—কলিকাতা হইতে ২৯৬ মাইল দূরে। শহরটি ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। শহরের মধ্য দিয়া কারলা নামক একটি ছোট নদী প্রবাহিত। শহরের দৃশ্য অতি সুন্দর। কারলা নদীর লৌহসেতু হইতে মেঘ ও কুয়াসামুক্ত পরিষ্কার দিনে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের মহান দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। জলপাইগুড়ি চায়ের ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে বহু চা-বাগান আছে। শহরে ডাকবাংলা, হোটেল, ধর্মশালা ও সরাই প্রভৃতি আছে। ইহা একটি উন্নতিশীল স্থান। এই শহরে পিচ্ দেওয়া রাস্তা, কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন ও সর্বপ্রকার যান-বাহন আছে। কথিত আছে, এই স্থানে পূর্বে প্রচুর জলপাই গাছ ছিল বলিয়া জলপাইগুড়ি নাম হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ স্থান পূর্বে প্রাচীন কামতাপুর ও কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার পূর্বাঞ্চল বা ডুয়ার্স প্রদেশ ভূটান রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূটানী ভাষায় ডুয়ার্স কথাটির অর্থ দুয়ার, দ্বার বা সীমান্ত। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভূটিয়ারা দুয়ার অঞ্চল কোচবিহার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন এই প্রদেশ ভূটিয়াদের হস্তচ্যুত হইয়া ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয় তখন ইহাকে দুই অংশে ভাগ করা হয়। পূর্বাংশ আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সহিত সংযুক্ত হয় এবং পশ্চিমাংশ লইয়া "ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্স" নামে বাংলার একটি নূতন জেলা গঠিত হয় এবং একজন ডেপুটি কমিশনারের উপর উহার শাসনভার অর্পিত হয়। ঐ সময় বর্তমান জলপাইগুড়ির "রেগুলেশন" অঞ্চল রংপুর জেলার অধীন ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলকে রংপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্সের" সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং জলপাইগুড়ি নামে একটি নূতন জেলা গঠিত হয়।

জলপাইগুড়ি জেলায় দুইটি পুরাকীর্তি আছে। একটি তিস্তার অপর পারে জলপাইগুড়ি শহর হইতে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত জল্পেশ্বর মন্দির। ইহা একটি বিখ্যাত শৈবপীঠ; শিবরাত্রির মেলার সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। মেলাতে অনেক পাহাড়িয়া জাতীয় লোক আসে এবং নানাপ্রকার জীব-জন্তুর ক্রয়-বিক্রয় হয়। সুন্দর সুন্দর ভূটানী কুকুর এই সময় কিনিতে পাওয়া যায়। জল্পেশ লিঙ্গ ভূগর্ভে প্রোথিত। প্রবাদ যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাগজ্যোতিষপুর (বর্তমান গৌহাটী) রাজ্যের রাজা জল্পেশ্বর গভীর অরণ্যমধ্যে এই অনাদি শিবলিঙ্গকে আবিষ্কার করেন। মন্দির নির্মাণ করিয়া তিনি স্বীয় নামে শিবলিঙ্গের নামকরণ করেন। তৎপ্রণীত আদি মন্দির ধ্বংস হইয়া গেলে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে কোচবিহারাধিপতি রাজা প্রাণনারায়ণ জল্পেশ্বরের বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটি শিরোভাগে একটি গোলাকৃতি গম্বুজ থাকায় উহা দূর হইতে মসজিদের মত দেখাইত। বর্তমানে "জল্পেশ টেম্পল কমিটি" নামক সমিতি কর্তৃক ইহা সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত হওয়ার ফলে ইহার পূর্বরূপ একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন এই মন্দির দেখিয়া ইহাকে নিতান্তই আধুনিক বলিয়া মনে হয়। জল্পেশ মন্দিরের প্রথম তলটি চতুষ্কোণাকৃতি এবং প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া ঘর আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে জল্পেশ লিঙ্গ বলিয়া যাহা অধুনা পূজিত, উহা মূলে একখণ্ড প্রস্তর মাত্র এবং স্থানীয় অরণ্যবাসী অনার্যগণই উহার প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। শিবশতনাম স্তোত্রে উল্লিখিত আছে "এবং কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর ইতীরিতঃ" অর্থাৎ কোচবিহার রাজ্যে আমি জল্পেশ্বর নামে পরিচিত। জল্পেশ মন্দিরের দক্ষিণে যে সুন্দর জলাশয়টি আছে উহা হইতে প্রাপ্ত একটি বাসুদেব মূর্তি অপর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি শহর হইতে নয় দশ মাইল পশ্চিমে ভিতরগড় নামক একটি বিস্তৃত ও সুরক্ষিত প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রবাদ, ইহা পৌরাণিক যুগের পৃথুরাজার রাজধানী। ইহাতে পর পর চার প্রস্থ বেষ্টনীর মধ্যে গড় ও চারিদিকে পরিখা এবং দুর্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ভগ্ন প্রাসাদের পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড নির্মল সলিলা দীঘি বিদ্যমান আছে। দীঘিটি "মহারাজ দীঘি" নামে পরিচিত এবং ইহাতে দশটি ঘাটের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কীচক নামক যাযাবর অস্পৃশ্য জাতির সংস্পর্শে ধর্মলোপের ভয়ে পৃথুরাজা নাকি এই দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। কীচক জাতি এখন বিলুপ্ত প্রায়। জলপাইগুড়ির বনে জঙ্গলে এখনও সামান্য দুই চার ঘর কীচকের বাস আছে। বন্য পশুপক্ষী প্রভৃতি শিকার করিয়া ইহারা জীবিকা নির্বাহ করে।

গড়ের উত্তরদিকস্থ তালমা নদী হইতে পরিখার জল লওয়া হইত। প্রাসাদ এবং মহারাজ দীঘি ঘেরিয়া নগরটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৯৩০ গজ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩৪৫ গজ। মধ্যবর্তী নগরটি পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫৩০ গজ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬৩৫০ গজ, ইহার দক্ষিণে বাঘপুখোরী নামে একটি পুষ্করিণী আছে, উহার নিকটে নাকি রাজা কতকগুলি বাঘ রাখিতেন। বাহিরের নগরটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় চার মাইল হইবে। ইহাতে নিম্নতম স্তরের অধিবাসীরা বাস করিত এবং ইহার নাম ছিল হরির ঘর।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে কাম্বোজ বা তিব্বতীয়গণের আক্রমণ হইতে উত্তরবঙ্গ রক্ষা করিবার জন্য বাংলার পালবংশীয় রাজারা এই দুর্গ নির্মাণ করেন।

জলপাইগুড়ি জেলার পুরাতন ইতিহাসের সহিত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণীর" ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জলপাইগুড়ির "রেগুলেশন" অঞ্চল অর্থাৎ শিলিগুড়ির নিকটস্থ তিস্তা তীরবর্তী বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল মহাল, চিলহাটির নিকটবর্তী বোদা এবং তিস্তার পূর্বপারে পাটগ্রাম পরগণা পূর্বে কোচবিহাররাজের অধিকৃত ছিল। পরবর্তীকালে এই

পরগণাগুলি মুঘলদের অধিকারভুক্ত হইয়া সীমান্তের ফকিরকুন্ডি (বর্তমান রংপুর) নামক ফৌজদারীর অধীন হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফকিরকুন্ডির দেওয়ানি লাভ করিয়া ইতিহাস-কুখ্যাত দেবীসিংহকে উহার ইজারাদার নিযুক্ত করেন। দেবীসিংহের অমানুষিক অত্যাচারে কৃষকেরা বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে কোম্পানিকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। একদল ব্রিটিশ সৈন্য কৃষকদের নিকট পরাজিত হয় এবং ক্যাপ্টেন টমাসের অধীন অপর একদল সৈন্যকে তাহারা অবরুদ্ধ করে। রংপুরের বরকন্দাজ বা লাঠিয়াল দ্বারা গঠিত একটি দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে অপর তিন দল সৈন্যের সহিত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই সম্মিলিত সেনাবাহিনী কৃষকদিগকে তাড়িত করিয়া বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের মধ্যে অবরুদ্ধ করে এবং তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। কৃষকদের মধ্যে অনেকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং ইংরেজ আদালতে তাহাদের যথাযোগ্য শাস্তিও হয়। বিদ্রোহী কৃষকদের আশ্রয়স্থান বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্য বর্তমানে বহুলাংশে পরিষ্কৃত হইয়া চা-বাগানে পরিণত হইয়াছে। কোচ-বিহার রাজবংশের সমগোত্র বৈকুণ্ঠপুরের প্রসিদ্ধ "রায়কত" উপাধিধারী ভূম্যধিকারীর শিকারপুর নামক চা-বাগান এইরূপ পরিষ্কৃত অঞ্চলে জঙ্গলের সীমান্তে অবস্থিত। এই চা-বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সুদৃশ্য মন্দিরের সহিত জনশ্রুতি অনুসারে দেবীরাণী বা দেবী চৌধুরাণীর স্মৃতিবিজড়িত। বৈকুণ্ঠপুর বনানীর প্রান্ত দিয়া "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে বর্ণিত ত্রিস্রোতা নদী আজিও প্রবাহিত। অনেকের ধারণা নিকটবর্তী দেবীগঞ্জ, দেবীঘাট ও দেবীডোবা প্রভৃতি পল্লীগুলি কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষকগণের নেতৃস্থানীয়া উপন্যাস বর্ণিত দেবী চৌধুরাণীর বাস্তবতার স্মৃতি বহন করিতেছে।"

(বাংলায় ভ্রমণ ঃ প্রথম খণ্ড- পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত ঃ ১৯৪০ ঃ পৃঃ ১৪৬—১৪৯।)

জলপাইগুড়ি থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ পাতাকাটা। ৩।১৭,৭৭২·৭৩।২,৮৫৫।১৪,১৭১

(ক) হিন্দু, মুসলমান, ডোম, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন। জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের পূর্ব প্রান্ত দিয়া মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামরক্ষীর পূজা এবং নবান্ন উৎসব। কার্তিক মাসে গোপাষ্টমী পূজা। পৌষ মাসে পৌষ পার্বণ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের চান্দ্র মাস হিসাবে মহরম মাসে মহরম উৎসব।

(ঙ) গোপাষ্টমীর মেলা। কার্তিক মাসে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) প্রায় প্রতি বাড়ীতেই মনসা (বিষহরি) আছে। বাড়ীতে কোনরূপ পূজা হইলে সেই সংগে মনসা দেবীরও পূজা হইয়া থাকে। বিবাহ এবং অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে মনসা দেবীর বিশেষভাবে পূজা হয়। পূজার রাত্রি জাগরণ এবং বিষহরি গান হয়।

ডাঃ ভবেশ চন্দ্র চৌধুরী,
বাবুপাড়া মিশ্র লজ,
জলপাইগুড়ি।
ও
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায়, শিক্ষক,
পাতাকাটা বোর্ড বিদ্যালয়,
পোঃ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

২। গ্রাম ঃ মাষকলাই বাড়ী (মৌজা—খড়িয়া)। ৫।১৪,৮৮৬·৬০।৪,০৮৩।২৩,১৮২

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, ধোপা, নাপিত, জেলে, নমঃশূদ্র, রুইদাস প্রভৃতি।

(খ) চাকুরী, ব্যবসায় ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন জলপাইগুড়ি।

(ঘ) কার্তিক মাসের অমাবস্যায় মাষকালী (শ্মশান কালী) পূজা।

(ঙ) মাষকালী (শ্মশান কালী) পূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাষকালীর নির্দিষ্ট স্থান এবং ব্যক্তি বিশেষের শীতলা ও মনসা মন্দির আছে।

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মাষকলাই দেবীর নামানুসারেই গ্রামের নাম মাষকলাই বাড়ী হইয়াছে।

শ্রীযামিনী কান্ত মজুমদার, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ মাষকলাইবাড়ী,
পোঃ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

৩। গ্রাম ঃ রায়কতপাড়া (মৌজা—খড়িয়া) ৫।১৪,৮৮৬·৬০। ৪,০৮৩।২৩,১৮২

(ক) সর্বপ্রকার জাতির বাস।

(খ) চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জলপাইগুড়ি।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে সপ্তাহকাল ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মনসা পূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'রায়কতপাড়া' কোন গ্রাম নহে—শহরের উপকণ্ঠস্থ জনপদ বিশেষ। 'রায়কত' কথাটি দ্বিবিধ-রায়+কত্। 'রায়' অর্থে অধিপতি এবং 'কত=কোট=দুর্গ'। সুতরাং উহার অর্থ "সেনাধ্যক্ষ" বা 'দুর্গাধিপতি'। রায়কতপাড়ার রাজবংশ কিংবদন্তী অনুসারে ইং ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে "বৈকুণ্ঠপুর" পরগণার মালীকানাসূত্রে "শিলিগুড়িতে" প্রথমে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন ত্রিস্রোত নদীর উভয় তীরে কোন গ্রাম বা জনতাপূর্ণ কোন আবাস ছিল না। অর্থাৎ এখন জলপাইগুড়ি শহরের রায়কত পাড়ায় যে রাজবাটী দেখা যায় তাহা ছিল না। কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা "বিশ্ব-সিংহের" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "শিষ্য সিংহ" কর্তৃক ঐ বৈকুণ্ঠপুরের "রায়কত" রাজবংশের সৃষ্টি। "জগদেব রায়কত" বৈকুণ্ঠপুরের সপ্তম "রায়কত"। তাঁহার দুই পুত্র "বিক্রম ও ধর্ম" দেব ভ্রাতৃদ্বয় পারিবারিক কলহের জন্য ও স্বকীয় আত্মীয় গোষ্ঠির মধ্যে কয়েকটি নৃসংশ হত্যাকান্ডের ফলে শিলিগুড়ি হইতে 'কারলা' নদীর তীরে বর্তমান 'রায়কত পাড়ায়' রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন। জলপাইগুড়ি শহরে 'কারলা' তখন অতীব খরস্রোতা নদী। ধর্মদেব রাজবাড়ীর চারিধারে যে সুউচ্চ ও সুদৃঢ় ইষ্টক প্রাকার নির্মিত দুর্গ ও গভীর পরিখা খনন করিয়া ছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। তখন সমস্ত জলপাইগুড়ি শহর সুবিস্তীর্ণ বনানী ও হিংস্র শ্বাপদ জন্তু পরিপূর্ণ থাকায় কুত্রাপী কেহ এই "পাণ্ডব বর্জিত" দেশে আসিতে সাহসী হইত না। স্মরণ থাকে যে,

ইং ১৮৬৯ খৃঃ ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে "জলপাইগুড়ি জেলা" সৃষ্টি হয়। তৎকালে এতদ্অঞ্চলের অর্থাৎ সমগ্র "পৌণ্ড্র" (উত্তর বঙ্গ), কামরূপ (আসাম), সমতট (পূর্ববঙ্গ), কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ) ও তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ সমতট) এই খণ্ড-ভূভাগের মধ্যে 'করতোয়া ও ত্রিস্রোতা' নদীই অন্যতমা স্রোতস্বতী ছিল ও সমগ্র উত্তর ভারতের গঙ্গা-যমুনা নদীর মত দেশ-দেশান্তরে দ্রুত গমনা-গমনের একমাত্র সহজ ও কিঞ্চিৎ নিরাপদ জলপথ ছিল। অনেকে মনে করেন যে, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এক প্রবল বন্যার ফলে 'করতোয়া' ও ত্রিস্রোতা'-র যে যোগাযোগ ছিল তাহা ছিন্ন হয় ও তখন হইতেই উহার বিশাল জলস্রোত কুচবিহার ও রংপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বর্তমানে যাহা দেখা যায়- ব্রহ্মপুত্র নদীর সহিত মিলিত হয়। অর্থাৎ, ইহার আগে 'ত্রিস্রোতা' ও 'করতোয়া' একটি অভিন্ন নদী ছিল -যাহার নাম শুধু করতোয়া ছিল ও পুরাণে যাহার বর্ণনা আছে যথাঃ

"করতোয়া সদানীরে সরিৎ শ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।

পৌণ্ড্রাণ প্লাবয়সে নিত্যং

পাপং হর করোদ্ভবে।।"

ত্রিস্রোতানদীর সম্পূর্ণ জলরাশি তৎকালে ঐ করতোয়া নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত বলিয়া উহা তখন পশ্চিম তিব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সিকিমের মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে প্রায় তিন-চার শত মাইল স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত এবং এই জলপথ দিয়া বর্তমান দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, পাবনা, পূর্ব মৈমনসিং প্রভৃতি স্থানগুলিতে যাতায়াত চলিত। এই নদী 'সিভক্' পাহাড়ের সানুদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া "বৈকুণ্ঠপুর পরগণার অতি নিবিড় ও গভীর 'জঙ্গলের'- যে স্থানের ভিতর দিয়া পাঁচ-ছয় মাইল প্রবাহিত তথাকার দৃশ্য অতীব গম্ভীর, শান্ত সুন্দর অথচ ভয়ংকর। এই স্থানটি "বৈকুণ্ঠপুরের জাঙ্গাল" বা জঙ্গল নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে একটি ভগ্ন দেউলের গলিত জীর্ণাবশেষ দেখা যায়। অনেকে বলেন সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমের "ভবানী পাঠক"- যাহাকে "rebel out law" (বিদ্রোহী সন্ন্যাসী-নেতা) বলিয়া ইংরাজগণ বর্ণনা করিয়াছেন- তিনিই উহা প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি কালী মাতার জাগ্রত উগ্রচন্ডারূপিনী 'পাথর' প্রতিমূর্তি স্থাপিত করেন। ইহা প্রায় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক ঘটনা তখন দ্বাদশ "রায়কত" দর্পদেবের শাসনকাল। কিংবদন্তী---অনুসারে জানা যায় এই সময়ে "সন্ন্যাসী সংঘের" ঐ নেতা ভবানীপাঠক স্বকীয় দলের ভাঙ্গন ধরিবার ফলে যখন বৃটিশ সরকারের নিকট আত্মসমর্পনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন তিনি হঠাৎ এক দৈব বাণী শ্রবণে ও নির্দেশেই তাঁহার আজন্ম পূজিত ইষ্ট দেবী 'জয় কালী' দেবীকে উপরিউক্ত 'রায়কত' দর্পদেবের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া অন্তর্ধান হন।

ডাঃ ভবেশ চন্দ্র চৌধুরী,
বাবুপাড়া, মিশ্রগঞ্জ,
জলপাইগুড়ি।

৪। **গ্রামঃ গোঁদিপাড়া, (মৌজাঃ বাহাদুর)।৬।৮,৩৩৬·১৮। ১,১৬৬।৬,২৪১**

(ক) হিন্দু, মুসলমান। চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে ছয় মাইল দূরে জলপাইগুড়ি রেল-স্টেশন। গ্রামের পাশ দিয়া জলপাইগুড়ি সহর হইতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজো, কার্তিক মাসে কালী-পূজো, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজো, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজো ও বারুনী স্নান।

গোঁদিপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত অন্যান্য কয়েকটি পূজোঃ

ধরমপূজো—বৈশাখ মাসের প্রতি রবিবার ধরমপূজো অনুষ্ঠিত হয় এবং মাসের শেষ রবিবার বিশেষ পূজো হইয়া থাকে। পূজোর দিন গ্রামবাসীরা পূজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপবাস পালন করেন এবং পূজো শেষে হবিষান্ন গ্রহণ করেন।

ভেদেই খেলা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামের মেয়েরা গ্রামবাসীর মঙ্গল কামনায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ভগবানের নামগান করেন। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে ভেদেই খেলা বলেন।

চোর খেলা (কালী নাচ)—গেদীপাড়া গ্রামে দুর্গাপূজোর দশমীর পর হইতে দীপালি পর্যন্ত রাত্রিবেলায় কালীর মুখোস পরিয়া ছেলেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নৃত্যগীত করিয়া বেড়ায়। মুখোস পরিহিত এই সকল বালকদিগকে প্রতি বাড়ী হইতে কিছু অর্থাদি দেওয়া হয়।

বাঁশপূজো- আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে গ্রামে পাঙ্গা নদীর তীরে একটি ছোট মন্দিরে বাঁশপূজো হয়। বাঁশপূজো উপলক্ষ্যে আদায়ীকৃত চাঁদায় কালী, সন্ন্যাসী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির দেব-দেবীর পূজো করা হয়।

হুদুম চুমকা—সাধারণতঃ শ্রাবণ মাসে গ্রামে হুদুম চুমকা পূজো অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রতি বৎসর এই পূজো হয় না, দেশে অনাবৃষ্টি হইলেই এই পূজোর আয়োজন করা হয়। পূজোয় কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মীপূজো—প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে গ্রামে লক্ষ্মীপূজো অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীপূজো উপলক্ষ্যে নানারকম 'লক্ষ্মীর ডাক' বা শ্লোক আবৃত্তি করা হয়। যেমন ঃ

সোরা সোরা নিন্দুর বিন্দুর পোকা মাকড় দূরে বলা,
মহালক্ষ্মীর খেলখেলা।
ঘার আছে হাতে গোড়ে
তার পোর গাড়ে—
সগারে ধাম আউল ঝ্যাউল
মোর ধান সোইলখার চাউল।

সোরী সোরা নিন্দুর বিন্দুর পোকা মাকড় দূর বলা।

উল্লিখিত উৎসবাদি ভিন্ন গ্রামে প্রায় প্রতি বাড়ীতেই প্রত্যহ মনসা পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীশঙ্কর কুমার কর্মকার, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ গেদিপাড়া, জলপাইগুড়ি।

৫। গ্রাম ঃ গড়ালবাড়ী (পূর্ব-দক্ষিণ)।
৮।১১,১৭১·৬৫।১,৭৩১।১,৪২৬

(ক) হিন্দু, মুসলমান। সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) চৈত্র মাসে বারুনী স্নান এবং চান্দ্র মাস হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম ও ফাল্গুন মাসে ইছালে ছাওয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বারুনী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে সপ্তাহ ব্যাপী। মেলাটি চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) চন্ডী ঠাকুরের মন্দির আছে, মূর্তি নাই। গ্রামের প্রতি পাড়ায় এক বা একাধিক 'গ্রাম ঠাকুরের' নির্দিষ্ট স্থান আছে। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে ধান রোপনের সময় গ্রাম ঠাকুরের পূজা করা হয়। ইহা ভিন্ন গ্রামে ছেলেমেয়েদের বিবাহের সময় ও গাই গরুর বাছুর হইলে গ্রাম ঠাকুরের স্থানে পূজা দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা নিজেরাই পূজা করিয়া থাকেন; পুরোহিত নিয়োগ করিতে হয় না।

শ্রীকাছিমউদ্দিন আহম্মদ,
গ্রাম ঃ গড়ালবাড়ী, পোঃ ধাপগঞ্জ,
জলপাইগুড়ি।

৬। গ্রাম ঃ সিঙ্গিমারী—১ম খন্ড (মৌজা—গড়ালবাড়ী)।
৮।১১,১৭১·৬৫।১,৭৩১।১,৪২৬

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মন্ডলঘাট ও জলপাইগুড়ি।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও কার্তিক মাসে কালীপূজা।

(ঙ) ×

(চ) হিন্দুদের প্রতি ঘরে মনসা পূজা হইয়া থাকে। বিভিন্ন গ্রাম দেবতার পূজায় মালাকারের নির্মিত সোলার ঘোড়া এবং দই, চিড়া, গুড়, সন্দেশ ও ফলমূল দিয়া পূজা দেওয়া হয়।

শ্রীকালী চরণ বর্মা, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ সিঙ্গিমারী ১ম খন্ড,
পোঃ বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি।

৭। গ্রাম ঃ ধাপাগঞ্জ (মৌজা—গড়ালবাড়ী)।
৮।১১,১৭১·৬৫।১,৭৩১।১,৪২৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী রোড ধরিয়া গ্রামে পেঁৗছান যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে হোলি উৎসব।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ধাপচন্ডীর স্তূপের উপর একটি ছোট মন্দির আছে। দেবীর পূজায় বলি মানত করিলে সাধারণতঃ 'পঞ্চ বলি' দিতে হয়। এই পঞ্চ বলি হইল—একটি পাঁঠা, দুইটি পায়রা, একটি চালকুমড়া, একটি আখ। ইহা ব্যতীত গ্রামের প্রতি ঘরে মনসা পূজা হইয়া থাকে।

ধাপগঞ্জ গ্রামটি সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, আনুমানিক পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলে ধাপচন্দ্র দাস নামে একজন ধার্মিক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার গৃহে নিত্য চন্ডী পূজা হইত। একবার দেবী তাঁহাকে নরবলি দিতে স্বপ্নাদেশ দিলেন; নতুবা তিনি নির্বংশ হইবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। কিন্তু দাস মহাশয় শত চেষ্টা করিয়াও নরবলি দিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে ক্রমে সাত পুত্র, চার কন্যা এবং দুই স্ত্রীর মৃত্যু হইল এবং সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল; তিনি একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। দুঃখ-দুর্দশার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া চন্ডীর দরজায় তিনি নিজেকেই নিজে বলি দিলেন। তখন চন্ডীর মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া গিয়া মাটির স্তূপে পরিণত হইল। মাটির স্তূপটি সমতল ভূমি হইতে প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু। এই ঘটনা হইতেই দেবীর নাম ধাপচন্ডী এবং গ্রামের নাম ধাপগঞ্জ হইয়াছে। এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প। অসমীয়া ব্রাহ্মণই বেশী। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অধিকারী' আছে। ইঁহারাই এই অঞ্চলের পূজা-পার্বণাদি করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ এই সকল ব্যক্তির পদবী রায়, বর্মন, সিংহ ইত্যাদি।

শ্রীপতিত পাবন রায়, প্রধান শিক্ষক,
ধাপগঞ্জ বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি।

৮। গ্রাম ঃ বোয়ালমারী।২১।৪,২১১.৫৭।৭৪২।৩,৭৩৫

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মণ্ডলঘাট। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) চৈত্র মাসে ধর্মসভা। জনৈক পীরের স্ত্রীর তিরোধান উৎসব।

(ঙ) চৈত্র মাসে ধর্মসভার মেলা।

(চ) একটি বিষ্ণু মন্দির আছে—মূর্তি নাই।

শ্রীকরিদুল ইসলাম সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ বোয়ালমারী সরকার পাড়া,
পোঃ হলদিবাড়ী, জলপাইগুড়ি।

৯। গ্রামঃ খারিজা বেরুবাড়ী। ২২।৩,৪১৭.৬৯।৭৮৪।৪,০৬৭

(ক) ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সম্প্রদায়।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মণ্ডলঘাট। গ্রামে যাইবার প্রধান পথ পি, ডব্লিউ, ডি-র রাস্তা এবং ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা। পি, ডব্লিউ, ডি-র রাস্তা দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা, পৌষ মাসে পৌষ পার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক ও মনসা (বিষহরি) পূজা।

(ঙ) মনসা বা বিষহরি পূজার মেলা। চৈত্র মাসে দুই দিন ব্যাপী। মেলাটি গত পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে অনেকগুলি বিষহরির ছোট ছোট মন্দির আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বিষহরি পূজা হইয়া থাকে। পূজায় মনসার প্রতীক হিসাবে লাল পতাকা ব্যবহৃত হয়।

শ্রীচিত্তরঞ্জন মজুমদার, প্রধান শিক্ষক,
খারিজা বেরুবাড়ী বোর্ড বিদ্যালয়,
পোঃ খারিজা বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি।

১০। গ্রাম ঃ জমাদারপাড়া (মৌজা—বেরুবাড়ী)।
২৩।১৫,৮৭৪.২১।৩,৩২৭।১৭,৪৪৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন জলপাইগুড়ি ও মণ্ডলঘাট। জলপাইগুড়ি-মণ্ডলঘাটের মধ্যে বাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চান্দ্র মাস হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব।

(ঙ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার মেলা। মেলাটি আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন। (হাটখোলার মেলা) মহরমের মেলা।

(চ) গ্রামে একটি বটবৃক্ষতলে শীতলার স্থান আছে এবং প্রায় প্রতি বাড়ীতেই মনসা (বিষহরি) পূজা হয়।

শ্রীসৈয়দ সমীর আলী,
গ্রাম ঃ জমাদারপাড়া,
পোঃ বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি।

১১। গ্রাম ঃ ঢোলক গ্রাম (মৌজা—বেরুবাড়ী)।
২৩।১৫,৮৭৪.২১।৩,৩২৭।১৭,৪৪৪

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন হইতে মোটরে আট-নয় মাইল পর্যন্ত আসিয়া পরে গরুর গাড়ীতে অথবা পদব্রজে গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা, কার্তিক মাসে গ্রামের শ্মশানে একটি কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে বারুনী স্নান অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া, প্রতি মাসে শীতলা পূজা হয়।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন।
বারুনী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে তিন দিন।
মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

ডাঃ ভবেশ চন্দ্র চৌধুরী,
বাবুপাড়া, মিশ্র লজ, জলপাইগুড়ি।

১২। গ্রাম ঃ গোমস্তাপাড়া (মৌজা—বেরুবাড়ী)।
২৩।১৫,৮৭৪.২১।৩,৩২৭।১৭,৪৪৪

(ক) ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নাপিত, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মণ্ডলঘাট। ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামের অনতিদূরে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী পাকা সড়ক আছে।

(ঘ) মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে পাঁচ দিন ব্যাপী দোলযাত্রা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা ও উৎসব।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে।

(চ) গ্রামে একটি কালী মন্দির আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই মনসা (বিষহরি) পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ গোমস্তাপাড়া,
পোঃ খারিজা বেরুবাড়ী, জলপাইগুড়ি।

১৩। গ্রাম ঃ রংধামালী।

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন জলপাইগুড়ি। স্টেশন হইতে গ্রামের দিকে পাকা সড়ক গিয়াছে। এই পথ দিয়া মোটর, গো-যান বা মহিষ-যানে গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা। সর্বজনীন উৎসব।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন ব্যাপী।

(চ) ×

ডাঃ ভবেশ চন্দ্র চৌধুরী,
বাবুপাড়া, মিশ্র লজ,
জলপাইগুড়ি।

উৎসব বিবরণী

ইছালে ছওয়াব উৎসব

পূর্ব-দক্ষিণ গড়ালবাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে মুসলমানদিগের ধর্মানুষ্ঠান ইছালে ছওয়াব উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে বহুলোক এই গ্রামে জমায়েত হন। নির্দিষ্ট তারিখের এক মাস পূর্ব হইতে প্রস্তুতি শুরু হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদের পীরের আগমন হয়। ধর্মবিষয়ক তথ্যাদি আলোচনা এবং ধর্ম প্রচারই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। উৎসবে ধর্মসভার আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন 'আলেম' বা শিক্ষিত ব্যক্তিরা ধর্মবিষয়ক এবং প্রভু মহম্মদের জীবনী আলোচনা করেন। ঐ দিন ধর্মসভায় প্রাতঃকালে পীরের গান, তাজিয়া, চান্দরা প্রভৃতি বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কাহার মানত থাকিলে এই উৎসবের দিন তাঁহারা ধর্মসভার স্থানে মানত শোধ করিয়া থাকেন। মানত হিসাবে সাধারণতঃ মুরগী 'জবেহ' করিয়া তাহা রান্না করিয়া দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কালীপূজা

মাষকলাই বাড়ীর (মৌজা ঃ খড়িয়া) নিকটবর্তী শ্মশানে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে মাষকালীর পূজা হইয়া থাকে। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব।

মাষকালীর কোন প্রতিষ্ঠিত মূর্তি নাই। উৎসবের সময় শ্মশানকালীর মূর্তির অনুরূপ মাটির মূর্তি তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিন ও পরের দিন মাষকালী দেবীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজান্তে সর্বজনীন ভোজ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে কোন কোন বৎসর দুই একজন সাধু-সন্ন্যাসী আসিতে দেখা যায়।

মাষকালীর স্থানের নিকটে একটি মেটে দোচালা ঘরে ভদ্রকালীর স্থান আছে। দেবীর ভৈরব মহাকাল।

গোপাষ্টমী উৎসব

আনুমানিক একশত বৎসর ধরিয়া পাতাকাটা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জলপাইগুড়ি মাড়ওয়ারী সম্প্রদায় কর্তৃক গোপাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। উৎসব উপলক্ষ্যে মদনমোহন জীউ-র তিন দিন ব্যাপী পূজা এবং দরিদ্রনারায়ণদিগকে অন্ন-বস্ত্র-কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে চতুর্বিধ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যথা—গোপাষ্টমী কৃত্যম্, গবাং পূজা, গোগ্রাসদানম, গো-প্রদক্ষিণঞ্চ। গোপাষ্টমী উৎসবের জন্য সরকারীভাবে সমগ্র অফিস, কাছারী, স্কুল, কলেজ এবং দোকানপাট বন্ধ থাকে। উৎসব ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দিগম্বর ও অবধূত সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে।

গ্রামরক্ষীর পূজা

আষাঢ় মাসে ধান রোপণের পূর্বে এবং অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার পূর্বে গ্রামরক্ষীর পূজা দেওয়ার রীতি পাতাকাটা গ্রামে প্রচলিত আছে। প্রত্যেক হিন্দু পাড়ায় গ্রামরক্ষীর স্থান আছে। পল্লীবাসীদের সুবিধামত পূজার দিন ধার্য করা হয়। গ্রামরক্ষী গ্রামস্থ হিন্দুদের দেবতা। গ্রামরক্ষী দেবতার কোন বিগ্রহ বা মূর্তি নাই। তবে ইঁহার যোদ্ধবেশ এবং অশ্বারূঢ় রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া গ্রামবাসীগণ সকল প্রকার আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

দুর্গাপূজা

খড়িয়া মৌজার রায়কত পাড়ায় দশ প্রহরণধারিণী দুর্গোৎসব বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। দুর্গাপূজা জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সর্ব প্রথমে রায়কত জমিদার বা রাজারা রায়কত পাড়ায় প্রবর্তন করেন বলিয়া স্বীকৃত। বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যেরূপ শারদীয় দুর্গাপূজা হয় এখানেও তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তবে ইহা রাজবংশীদের পূজা বলিয়াই হউক বা অন্য কোন দেশাচার-লব্ধ প্রথানুযায়ীই হউক পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে পূজিত দেবীর প্রতিমা হইতে এইস্থানে প্রতিমা নির্মাণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

এখানকার দুর্গা প্রতিমার রং কিঞ্চিৎ গাঢ় লাল ও উচ্চতা প্রায় দশহাত পরিমিত। পূর্বে দেবীর প্রতিমার পার্শ্বে নাকি লক্ষ্মী-সরস্বতী মূর্তি থাকিত না, তবে বর্তমানে ঐ মূর্তিদ্বয় দেখা যায়। প্রায় পক্ষাধিককাল পূর্ব হইতেই পূজার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। রাজবাড়ীর প্রধান তোরণের অনতিদূরে এক অতি প্রশস্ত ইষ্টকনির্মিত প্রাচীন মন্দিরে এই পূজা বহুকাল যাবত

চলিয়া আসিতেছে। দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ। অন্যান্য স্থানে যেরূপ পূজা পদ্ধতি এই স্থানেও তদনুরূপ হিন্দু শাস্ত্রবিধি ও নিয়মানুসারে এই দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজায় দেবীর নিকট পাঁঠা, পায়রা এবং নবমী তিথিতে মহিষ বলি দেওয়া হয়।

উৎসবে ব্রাহ্মণ, কাংগালী ভোজন ও দেশদেশান্তর হইতে আগত অতিথি ও অভ্যাগতগণকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হইয়া থাকে। রাজবংশী অতিথিগণকে বিশেষ রেওয়াজ অনুযায়ী, চিড়া, দধি প্রদানে পরিতৃপ্ত করিবার রীতিও দেখা যায়। তবে এই নিয়ম ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে ও ইহার পরিবর্তে অধুনাতম শহরের লুচি ও সুলভ লাড্ডু-মণ্ডার আমদানী হইতেছে।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলার আদিঅধিবাসী অর্থাৎ রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এক বিরাট আনন্দোৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়।

আশ্বিন মাসে রংধামালী গ্রামে পল্লীবাসীগণ কর্তৃক সর্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামবাসীগণ প্রতি বৎসর অস্থায়ী পূজা মণ্ডপ তৈয়ারী করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। অষ্টমী পূজায় পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। সপ্তমী হইতে দশমী পর্যন্ত দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দেবীর সেবায়েত রাজবংশী হিন্দু। পূজারী ব্রাহ্মণের পদবী শর্মা অথবা চক্রবর্তী।

দোল উৎসব

আনুমানিক পাঁচশত বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর ধাপগঞ্জ গ্রামে দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে দোল উৎসব হইয়া আসিতেছে। উৎসবের দিন গ্রামের জনৈক ব্যক্তি রাজা হন। তিনিই সকলের অপরাধের বিচার করেন। আনন্দের মাধ্যমেই বিচার অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। ইহা কেবলমাত্র স্থানীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রতিটি গ্রামেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্মসভা উৎসব

আনুমানিক চল্লিশ বৎসর হইল বোয়ালমারী গ্রামে ধর্মসভা উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই সভা চৈত্র মাসে বারুনী তিথি হইতে শুরু হইয়া প্রায় এক সপ্তাহ চলে। বাহির হইতে দলে দলে লোক এই সভায় যোগদান করিয়া ধর্মালোচনা এবং নামকীর্তন ইত্যাদি করিয়া থাকেন। স্থানীয় জনৈক জোতদারের প্রায় একশত বিঘা জমির আয় হইতেই ধর্মসভাটি পরিচালিত হয় এবং উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর চার-পাঁচ হাজার আগন্তুকের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

মৌজা খড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত মাষকলাইবাড়ী গ্রামের সন্নিকটস্থ নদীর তীরে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে মাষকালী পূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন। মেলাতে আনুমানিক চার-পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের অধিকাংশই হিন্দু এবং ইঁহারা নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় দুই হইতে আড়াই শতের মত দোকানপাট বসে এবং প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। সাধারণতঃ বিক্রেতাগণ স্থানীয় গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে মণিহারীর দোকানই বেশী। এ ছাড়া কয়েকটি বই-ছবির দোকান এবং স্থানীয় গ্রামবাসীর তৈয়ারী ধামা, কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদির দোকান বসে।

উৎসব উপলক্ষ্যে পালাগান, চণ্ডীপাঠ এবং গ্রামের সখের দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। দর্শকের সংখ্যা আনুমানিক চার-পাঁচ শত হইয়া থাকে।

গোপাষ্টমীর মেলা

আনুমানিক এক শত বৎসর ধরিয়া গোপাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে পাতাকাটা গোশালা গ্রামে রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রায় এক শত বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি তিন দিন স্থায়ী হয় এবং সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কেনাবেচা চলে। সমাগত যাত্রীর সংখ্যা প্রায় দশ-পনর হাজার। যাত্রীরা সাধারণতঃ রাজবংশী হিন্দু। রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মাল, ধুপগুড়ি, মাদারিহাট, রাজারহাট প্রভৃতি স্থান হইতে যাত্রীরা এই মেলায় আসিয়া থাকেন। দূরবর্তী গ্রাম কিষাণগঞ্জ হইতে প্রায় এক-দেড় হাজারের মত যাত্রীর সমাগম হয়।

স্থানীয় এবং নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে বিক্রেতারা মেলায় আসিয়া দোকান দেন। দোকানপাটের সংখ্যা আনুমানিক এক হাজারের মত। অধিকাংশ দোকানই উন্মুক্ত স্থানে বসে।

সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবারের দোকান আনুমানিক সাড়ে চার শতের মত, বাসনকোসনের প্রায় একশত, মনিহারী দোকান তিনশতের মত, টোট্‌কা ও হাকিমী ঔষধপত্রের দোকান প্রায় দশটি, দেবদেবীর ছবি এবং নাটকাদি রংচং করা বইয়ের দোকান দশটি, কাপড়চোপড়, গামছা এবং তৈয়ারী পোষাকের দোকান প্রায় একশত, কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসের দোকান প্রায় দশবারটি, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতি কারুশিল্পের দোকান প্রায় পঞ্চাশটি।

আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় মাড়োয়াড়ী সংঘ কর্তৃক ত থিয়েটার এবং কবিগান, ভাগবত ব্যাখ্যা এবং জলসার আয়োজন করা হয়। জলসায় ভারতের বিভিন্ন স্থানের খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞরা সংগীত পরিবেশন করেন।

চড়কের মেলা

গোমস্তাপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে বানিয়াপাড়ায় স্থানীয় জোতদারের প্রায় চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। বেরুবাড়ী হাট এবং পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। দোকান-

পাটগুলির মধ্যে কয়েকটি খাবার ও পানবিড়ির দোকান, কয়েকটি মনিহারী দোকান এবং অন্যান্য পণ্যাদির দোকান বসে।

দুর্গাপূজার মেলা

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে রংধামালী গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজা মণ্ডপের চারিধারে জনসাধারণের প্রায় বিশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। ইহা চারদিন চলে। জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ, বেরুবাড়ী ও আলিপুর ডুয়ার্স প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় তিন-চার হাজার যাত্রী মেলায় আসেন। সমবেত যাত্রীর মধ্যে রাজবংশী ও চা-বাগানের শ্রমিক শ্রেণীর লোক অধিক দেখা যায় এবং স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় আনুমানিক পাঁচ-ছয় শতের মত দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চল হইতে আসেন। মেলায় মনিহারী, খাবার ও কাপড়চোপড়ের দোকানই বেশী। ইহা ভিন্ন লোহা ও মাটির বাসন-কোসনের দোকান, বই-ছবির দোকান, টোটকা ঔষধপত্রের দোকান, শিল্প সামগ্রীর দোকান, ধামা, কুলা, মাটির নানাবিধ পাত্র ইত্যাদির দোকানও বসে।

শিল্প সামগ্রীর দোকানগুলি জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চল হইতে আসে। মেলায় ছাগল, হাঁস, পাখী প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় হয়।

এই উপলক্ষ্যে 'দেবী মাহাত্ম্য' গান বা ভাগবৎ পাঠ, কালী কীর্তন ও মনসা গান ইত্যাদি হয়। নিকটস্থ শহর অঞ্চল হইতে গায়ক ও কীর্তনিয়ার দল আসেন।

উৎসবটি রংধামালী চা-বাগানের উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত হওয়ায় হিন্দি ভাষাভাষী চা-বাগানের শ্রমিকদের উপর ইহার বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার মাধ্যমে বঙ্গ-বিহারের আত্মিক যোগাযোগ ও সৌহার্দের এক মনোরম পরিবেশ ও সুযোগ ঘটিয়াছে।

গড়ালবাড়ী মৌজার অন্তর্ভুক্ত ধাপগঞ্জ গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। পূর্বে এই মেলাটি জলপাইগুড়ির রাজার জমিদারীতে বসিত, বর্তমানে সরকারের খাস জমিতে বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আট হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত। স্ত্রী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। গো-যান, মোটর এবং সাইকেলযোগে যাত্রীরা মেলায় আসেন।

জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ী, বেরুবাড়ী ইত্যাদি অঞ্চল হইতে বিক্রেতারা প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া দোকান দেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় দুইশত। ফেরিওয়ালার সংখ্যা পঞ্চাশ জন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে বিভিন্ন খাবারের দোকানের সংখ্যা প্রায় একশত পঁচিশটি এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যা পঞ্চাশটি। ইহা ছাড়া কাপড়চোপড়ের, বাসন-কোসনের দোকান, বই-ছবি-ঔষধের দোকান ও শিল্প সামগ্রীর দোকানও বসে।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে স্থানীয় দেশী গানের ব্যবস্থা আছে। এই গানের তিনটি ভাগ আছে, যেমন—শাস্তরী, রংপাঁচালী এবং মানপাঁচালী। মেলায় ম্যাজিক প্রদর্শনী এবং জুয়া খেলা হইয়া থাকে।

বহু প্রাচীনকাল হইতে খড়িয়া মৌজার অন্তর্গত রায়কত পাড়ায় আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে রাজবাড়ীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। দোকানপাটের সংখ্যা বেশী হইলে রাজবাড়ীর বাহিরে বিরাট মাঠে এবং আশেপাশের রাস্তার দুই পাশেও বসিয়া থাকে। মেলার স্থানটি প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা পরিমিত জমি। ইহা রায়কত রাজাদের নিজস্ব সম্পত্তি ও কিছু দেবোত্তর। রাজবাড়ীর পূর্বে ভিটায় শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠ জীউ' বা এক-লিঙ্গ মহাদেবের সুগঠিত প্রস্তর নির্মিত সুউচ্চ মন্দিরের শীর্ষদেশ দেখা যায় ও তাহার পার্শ্বে অতি বৃহৎ দীর্ঘিকা সমগ্র বৎসর ধরিয়া এতদ্ অঞ্চলের অধিবাসীদের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠ জীউ রায়কত জমিদারগণের মহা-ইষ্ট দেবতা এবং উক্ত দেবোত্তর জমি এই 'শিবং প্রশান্তম্ অমৃত ব্রহ্মযোনিং' এর নামে উৎসর্গীকৃত।

মেলা সাধারণতঃ সপ্তমী হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত বসিলেও ইহার পরে আরও কয়েকদিন কিছু কিছু দোকানপাট থাকে। অর্থাৎ মোটামুটি মেলাটির স্থায়িত্বকাল এক সপ্তাহ। পূর্বে প্রায় পনের দিন ব্যাপী এই মেলাটি চলিত। এতদ্দেশের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরাই, শতকরা আশি ভাগ মেলায় আসেন। এই জেলার সর্বাঞ্চল হইতে ইঁহাদের সমাগম হয়, তন্মধ্যে পুরুষ ও ছোট ছেলেমেয়েদের সংখ্যা নারীদের অপেক্ষা বেশী।

বিক্রেতারা সাধারণতঃ শহর ও আশেপাশের অঞ্চল হইতেই বেশী আসেন। মাটির, বাঁশের, কাঠের নির্মিত হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি যেমন—কলসী, প্রদীপদণ্ড, চেয়ার, তৈলাধার, জলচৌকি, চাটাই, কুলা, মাছ ধরিবার বিভিন্ন রকমের বংশশলাকা নির্মিত 'যন্ত্র' ও নানা রংয়ের ঝাঁটা আমদানী হয়। এক ধরনের ঘাসের (যাহা শুধু এই অঞ্চলেই জন্মায়) ঝাঁটা আসে। তাহা ছাড়া ছেলেমেয়েদের খেলনা, বাঁশী ও বিভিন্ন ধরনের মাটির পুতুল খুব বিক্রয় হয়। অধিকাংশ দোকানপাটই খোলা জায়গায় বসে, দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার হইবে। তন্মধ্যে খাবারের দোকান একশত, বাসন-কোসনের দোকান পঞ্চাশটি, মনিহারী দোকান তিনশত, ঔষধপত্রের দোকান পঞ্চাশটি এবং কাপড়চোপড়ের দোকান দুইশতের মত। ইহা ভিন্ন, বই-ছবির দোকান একশতের মত বসে। সাধারণতঃ দেবদেবীর, শনিঠাকুরের পাঁচালী ও শিশুদের জন্য চিত্র সম্বলিত রংচং করা বই বেশী আমদানী ও বিক্রয় হয়। কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিষপত্রের দোকান গোটা দশেক বসে। কখন কখন এই মেলায় গরু-মহিষ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়। শিল্প সামগ্রী বা কারুশিল্পের দোকান তিনশতের মত বসে। তন্মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ জিনিসই এতদ্ অঞ্চলের আশেপাশের গ্রাম্য শিল্প ও কারিগরী (পলিটেক্‌নিক ইনস্টিটুশন) প্রতিষ্ঠান হইতেও আমদানী হয়। আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত যাত্রা, কবিগান, বিষহরি গান ও কথকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বে মথুরা-সা বা কলিকাতার বিভিন্ন অপেরা পার্টি কর্তৃক যাত্রাভিনয়, পালাগান প্রভৃতি তিন-চার রাত্র ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইত।

বেরুবাড়ী হাটখোলায় প্রায় পনর-কুড়ি বিঘা জমির উপর

দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে একটি মেলা বসে। জমিটি বর্তমানে খাসমহলের। মেলাটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

মণ্ডলঘাট ইউনিয়ন বোর্ড, খারিজা বেরুবাড়ী ইউনিয়নবোর্ড, নগর বেরুবাড়ী ইউনিয়ন বোর্ড এবং জলপাইগুড়ি শহর হইতে প্রায় দুই হাজারের মত যাত্রীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীর মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী। যাত্রীরা গো-যান, মোটর, রিক্সা, প্রভৃতি যানবাহনযোগে মেলায় আসিয়া থাকেন।

মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা আনুমানিক দুইশতের মত। উহার অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। এই মেলায় কিছু সংখ্যক ফেরিওয়ালাও আসেন। প্রায় প্রতি বৎসর হলদিবাড়ী ও জলপাইগুড়ি শহর হইতে বিক্রেতারা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকানই বেশী। কৃষি বা কারিগরী সংক্রান্ত দোকানে দা, লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদি এবং গো-মহিষ এবং ছাগল ক্রয়-বিক্রয় হয়। প্রতি বৎসর জলপাইগুড়ি এবং মণ্ডলঘাট হইতে তাঁতজাত বস্ত্রেরও আমদানী দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস ও যাত্রাভিনয় হয়। স্থানীয় যাত্রাদল কর্তৃক যাত্রাভিনয় এবং কলিকাতা হইতে সার্কাসের দল আসে। গ্রামেও একটি যাত্রাদল আছে, অধিকারীর নাম শ্রীঅবনী মোহন সাহা। এই অনুষ্ঠানে শ্রোতা এবং দর্শকের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

বারুনী স্নানের মেলা

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুনী স্নান উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ভারত সীমানার এক মাইলের ভিতরে ঢোলক (বেরুবাড়ী) গ্রামে একটি মেলা বসে। এই মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। এই গ্রামের সীমান্ত দিয়া যমুনা নদী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত। বারুনী স্নান উপলক্ষ্যে যমুনা নদীতে বহু লোক পুণ্যস্নান ও পিতৃ তর্পণাদি করেন এবং গঙ্গা দেবীর পূজা দেন।

মেলাটি তিন দিন প্রত্যহ সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে। প্রধানতঃ ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ নং ইউনিয়ন এবং জলপাইগুড়ি হইতে মেলায় প্রতিদিন প্রায় আড়াই হইতে তিন হাজার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ ট্রেন, গরুরগাড়ী এবং হাঁটিয়া আসেন।

মেলায় প্রায় চারশত দোকানপাট বসে এবং দশ হইতে বার জন ফেরীওয়ালা আসেন। কাপড়-চোপড় ও তৈয়ারী জামা-কাপড়ের দোকান এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই মেলায় বেশী দেখা যায়। ইহা ছাড়া কিছু ময়রার দোকান এবং হোটেল, তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসন, লণ্ঠন, টর্চলাইট, আয়না, চিরুনী এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকান বসে। প্রতি বৎসর জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ৮, ১০, ১১, ১২ নং ইউনিয়ন হইতে বেতের জিনিস, মাটির হাঁড়িকুড়ি এবং বাঁশ ও বেতের ধামা, কুলা প্রভৃতির বিক্রেতারা আসেন। এ ছাড়া গরু, মহিষ, ছাগল এবং পায়রা প্রভৃতি অন্যান্য পশু-পাখী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে হরিনাম-সংকীর্তন, সার্কাস, ম্যাজিক, থিয়েটার, জুয়া এবং অন্যান্য গান-বাজনার ব্যবস্থা থাকে। হরিনাম সংকীর্তনের এবং পালাটিয়া গানের আসরে বহু লোকের সমাগম হয়।

পূর্ব-দক্ষিণ গড়ালবাড়ী গ্রামে যমুনা নামে ছোট একটি নদীর তীরে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুনী স্নান উপলক্ষ্যে সাধারণের প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর সপ্তাহ ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। গড়ালবাড়ী, নগর-বেরুবাড়ী, মণ্ডলঘাট ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ইহা ছাড়া জলপাইগুড়ি শহর হইতেও কিছু সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ ঘোড়া, সাইকেল, মোটর ও গরুরগাড়ী যোগে মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় দুইশত বিভিন্ন পণ্যাদির দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, নানা-বিধ খেলনা, বই-ছবি প্রভৃতির দোকানপাট বসে। তাহা ছাড়া স্থানীয় গ্রামবাসীরা বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা এবং মাটির হাঁড়িকুঁড়ি প্রভৃতি লইয়া মেলায় দোকান দিয়া থাকেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি শহর এবং আশেপাশের অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য, সার্কাস ও ম্যাজিক প্রদর্শনী এবং কীর্তন, পালাগান প্রভৃতি স্থানীয় গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মেলায় জুয়া খেলা হয়।

মনসাপূজার (বিষহরি) মেলা

খারিজা বেরুবাড়ী গ্রামে চৈত্র মাসে মনসাপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামের হাটের সংলগ্ন জনৈক জোতদারের প্রায় সাড়ে পাঁচ বিঘা জমির উপর দুইদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। জলপাইগুড়ি শহর হইতে ও আশেপাশের গ্রাম হইতে যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় প্রায় চৌদ্দশত বিক্রেতারা প্রধানতঃ জলপাইগুড়ি বেরুবাড়ী, মন্ডলঘাট এবং হলদিবাড়ী হইতে আসিয়া দোকান দিয়া থাকেন। উহার মধ্যে খাবার এবং মনিহারীর দোকানপাটই উল্লেখযোগ্য।

আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদির আয়োজন হয় এবং জুয়া ও লটারী খেলা চলে। গ্রামেই যাত্রা-থিয়েটারের দল আছে।

রায়কত পাড়ায় রাজবাড়ীতে ও ঢোলক গ্রামে উভয় স্থানেই শ্রাবণ মাসের শেষার্ধে মনসা দেবীর পূজা ও উৎসব হইয়া থাকে। রায়কতপাড়া রাজবাড়ীতে মনসাপূজার মেলা উপলক্ষ্যে শহরের আদালত, স্কুল, অফিস বন্ধ থাকে। উভয় স্থানের পূজাতেই বহু সহস্র লোকের সমাগম হয়। তাঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই রাজবংশী, মেচ, কোচ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ আসেন। উভয় স্থানেই খুব বড় মেলা হয়। মেলাটি একদিন স্থায়ী হয়। মেলাতে শিল্পজাত সামগ্রী অর্থাৎ হাঁড়িকুঁড়ি, ধামা, কুলা, মাটির পুতুল, খেলনা, বাঁশের জিনিস ও মনিহারী দ্রব্যের বেচাকেনা হয়। পূর্বে এই মেলায় তৈয়ারী করা চা কখনও দেখা যাইত না, বর্তমানে অনেকগুলি চায়ের দোকান দেখা যায় এবং চা-পিপাসু খরিদ্দারের সংখ্যাও কম নয়।

মেলায় ভাসান যাত্রা বা বিষহরির গানের আয়োজন করা হয়। ভাসান যাত্রার গান শুনিতে দূর-দূরান্ত হইতে বহু লোক আসেন। স্থানীয় অধিবাসীদের 'তান', 'লয়' বা 'ধরণ' ও 'চিতান' রূপে অভিনব সুর-ঝঙ্কারের ঐক্যতানে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

জলপাইগুড়ির 'ভাসানযাত্রা' বা বিষহরি গানের দুইটি মৌলিক পল্লী কবিতার নমুনা এখানে দেওয়া হইল ঃ

১। ভেলায় (ভুরা) প্রবাহিতা
বেহুলা।

ধরণ ঃ পালাটয়ার ভিতরে
নিদারুণ কালারে
অভাগিনীকে ভাসাল সাগরে।
ভাসিল সুন্দরী মোর ভুরা
কত সয় ওরে পানী

চিতান ঃ ভাটি ঘাটে হইল পদ্মা ঘাটের পাটনী।।
নিদারুণ ....
পাটনীরে রূপে পদ্মা রহিল বসিয়া
পরম সুন্দরী যাছে জলেতে ভাসিয়া
নিদারুণ..............................

চিতান ঃ মেনকারে রূপে পদ্মা রহিল বসিয়া
পরম সুন্দরী যাছে জলেতে ভাসিয়া
নিদারুণ..............................
বাথানিরে রূপে পদ্মা রহিল বসিয়া
পরম সুন্দরী..............................
নিদারুণ..............................

২। পতি-বিয়োগ কাতরা বেহুলার
শোকসন্তপ্ত গান।

ধরণ ঃ ও প্রাণ স্বামীরে ছাড়িল রে মোর ময়া
অভাগিনীর কি নিদান দেখিলোরে মোর প্রিয়া
এখানে ছিল মোর স্বামী হাসিয়া খেলিয়া
কে মোরে মারিল স্বামী ডাকাতি করিয়া
স্বামীরে ছাড়িল........................

চিতান ঃ বিবাহ হয়য়া প্রাণ স্বামী নাই পচে কলার পাত
কেমনে ডাকিব আসি উঠ প্রাণের নাথ
........................ও স্বামীরে হায়।
গাছ মধ্যে সিমলার গাছ নাথ গগণে পণ্ড ডাল
এমন বয়সে মন বান্দিয়া রব কতকাল,
কিম্বা ও.................... ও স্বামীরে.......... ....।

দ্রষ্টব্য ঃ [ভূরা অর্থে কলা গাছের ভাসান ভেলা,
'ধরণ' অর্থে মৃদুগুঞ্জরিত স্বরে, ও
'চিতান' অর্থে উদাত্ত স্বরে গাহিতে হইবে।]

রাজগঞ্জ থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : সুখানী। ২৮।১৩,৭৮৯·৮৯।২,৪১২।১১,৮৯০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, মুসলমান, ও'রাও। ইহা ভিন্ন বর্তমানে এই গ্রামে কিছু সংখ্যক পূর্ব-বঙ্গ হইতে আগত বাস্তুত্যাগী বর্ণহিন্দু বাস করিতেছেন।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে বেলাকোবা রেলস্টেশন। গ্রামের নিকট দিয়া শিলিগুড়ি-হলদিবাড়ী জাতীয় সড়ক গিয়াছে। এই পথে মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা, মাঘমাসে সরস্বতীপূজা। ইহা ভিন্ন গ্রামে রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যেমন—ধামগান, থানপূজা, হাটঘুরনী, ধর্ম-পূজা, বৃক্ষপূজা, গারাম (গ্রাম) পূজা।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিকমাসে।

(চ) গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীর অনেকগুলি 'থান' আছে।

শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল,
সম্পাদক, 'জনমত',
ও
শ্রীঅখিল রঞ্জন সরকার, শিক্ষক,
পোঃ প্রসন্ননগর, জলপাইগুড়ি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত তালমাহাট ও বড়-বাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর মেলা বসে। মেলা বিবরণী দ্রষ্টব্য।

উৎসব বিবরণী

গ্রাম (গারাম) পূজা

সুখানী গ্রামে আষাঢ়মাসে ধান রোপণের পূর্বে গারাম (গ্রাম) পূজা হয়। ইহাতে সারা গ্রামের অধিবাসীগণ যোগ দেন। গারাম, ভদ্রকালী, থানকালী, সন্ন্যাসী (মহাদেব), পীর, মাদার প্রভৃতির পূজা একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কালী ভিন্ন অন্য কোন দেবতার মূর্তি নাই। গারাম পূজা মাত্র একদিনই হয়। এই পূজায় খিচুড়ী, বাতাসা, গুড়, মুড়ি, চিড়া, কলা, দই ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয় এবং পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গারাম পূজায় সন্ন্যাসীর (মহাদেব) নিকট খাসী মানত করা হয়। পূর্বে মানতের খাসীকে ফাঁসি দিয়া এবং পায়রার মাথা মুচড়াইয়া ছিঁড়িয়া লওয়া হইত। বর্তমানে অবশ্য মানতের পশু পক্ষীগুলি বলি দেওয়া হয়। গারাম পূজার পুরোহিতকে 'দ্যামধা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। দ্যামধাগণ রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইহাদের পদবী রায় অথবা দাস।

থানপূজা

সুখানী গ্রামে কালী, বিশ্বকর্মা, সুবচনী প্রভৃতি দেবদেবীর অনেকগুলি 'থান' আছে। এই থানগুলিতে অবশ্য কোন মূর্তি নাই। এক একটি 'থান' এক একটি দেবতার নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'থান'গুলি সাধারণতঃ তিন হইতে ছয় ফুট উঁচু মাটির বেদী এবং খড়ের চালা দ্বারা আচ্ছাদিত। গ্রামে মহামারী অথবা কোন অশুভ লক্ষণ দেখা দিলে গ্রামবাসীরা 'থান' পূজা করিয়া থাকেন। পূজার কোন নির্দিষ্ট তিথি নাই ; গ্রামবাসীর সুবিধা মত যে-কোন সময় পূজা হয়।

ধর্মপূজা

সুখানী গ্রামে রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের যে কোন রবিবারে একটি হাঁসের ডিমকে ধর্মঠাকুর জ্ঞানে পূজা করা হয়।

'ধাম' গান

সুখানী গ্রামের রাজবংশী ক্ষত্রিয়রা মাঝে মাঝে 'ধাম' গানের উৎসব নামে একটি উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষ্যে পাটকাঠি দিয়া একটি বড় চালাঘর তৈয়ারী করা হয়, ইহাকে 'ধাম' বলা হয়। ধাম পূজার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেদের সুযোগ সুবিধামত এই পূজার আয়োজন হইয়া থাকে। এই উপলক্ষ্যে বহুদূর হইতে লোকে গান গাহিতে আসেন। গায়েনরাই সাধারণতঃ এই সকল গানের রচয়িতা। ইতিহাস, কিংবদন্তী বা সমসাময়িক কোন ব্যক্তি বা দলের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি ব্যাখ্যান এই সকল পালা গানের বিষয় বস্তু। প্রতি দলে একজন মূল গায়েন থাকেন ; তাঁহাকে অধিকারী বলা হইয়া থাকে।

এই গান গাহিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী ও সুর প্রচলিত আছে। প্রতি কথার শেষে.........এ.........হে.........এহে, অথবা ....ও.........হো.........ও.........হো, বা 'অ'-'কে র' উচ্চারণ করার ফলে রো.........হো.........জাতীয় টানসহ বেশী করিয়া টানিয়া টানিয়া গাওয়া হয়। এই সমস্ত দলে সাত হইতে ত্রিশ-জন পর্যন্ত দোঁহার এবং গায়েন থাকেন। কোন কোন সময়ে দশ হইতে চল্লিশটি পর্যন্ত দল এক এক ধামে গান করিয়া থাকেন।

প্রধানতঃ গ্রামবাসীরা ফসল বোনা ও কাটার অবসরেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। 'ধাম' গানের দল বিনা পারিশ্রমিকে গান করিয়া থাকেন। বিভিন্ন দলের মধ্যে পালাগানের প্রতিযোগিতাও হইয়া থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্তদল যথাক্রমে খাসী ও পাঁঠার দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। গানের আসরগুলি সাধারণতঃ ধামের কাছাকাছি করা হয়, যদিও ইহার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই।

বিষহরিপূজা

সুখানী গ্রামে অগ্রহায়ণমাসে বিষহরি পূজা হয়। এই পূজা প্রতি গৃহে ব্যক্তিগতভাবে এবং গ্রামের কোন বাঁশঝাড়ের নিকট সর্বজনীনভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজনীন উৎসব উপলক্ষ্যে একটি পদ্মের উপর সাপের মাথায় দুই হাতে দুইটি সাপসহ বিষহরি বা মনসার মৃণ্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজা ও সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বৃক্ষপূজা

সুখানী গ্রামের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহস্থরা তাহাদের যে সমস্ত ফলবস্তু গাছ থাকে সেইগুলি মাটি হইতে তিন চার হাত উঁচুতে খড় দিয়া বাঁধিয়া এবং গাছের যে স্থানে গাঁট থাকে সেই স্থানে পিটুলী ও সিঁদুর দিয়া লেপিয়া বৃক্ষপূজা করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীর বিশ্বাস ইহাতে গাছগুলি অধিক ফলবতী হয়।

হাটঘুরনী

গ্রামে অজন্মা, অনাবৃষ্টি বা মড়ক দেখা দিলে সুখানী গ্রামের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীগণ 'হাটঘুরনী' উৎসব করিয়া থাকেন। গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোক এবং কিছু সংখ্যক পুরুষ উপবাসী থাকিয়া পূজার দুধ, চাল এক সংগে মিশাইয়া নিকটস্থ হাটে গিয়া হাটটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। প্রদক্ষিণ করিবার কালে উক্ত দুধমিশ্রিত চাল ছিটান হয়। এই সময় স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি ও হরিনাম করিতে থাকেন এবং পুরুষেরা ঢাক-ঢোল বাজাইতে থাকেন। গ্রামের শিশুরা লাল, নীল, সাদা প্রভৃতি রংয়ের নিশান হাতে লইয়া ইঁহাদের অনুসরণ করে। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট জানা যায় যে, প্রাচীনকালে 'হাটঘুরনী' অনুষ্ঠান অন্যরকম ছিল। তখন এই উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা হাট হইতে ফিরিয়া গ্রামের কাছে কোন খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ উলংগ অবস্থায় চন্দ্রকে প্রণাম জানাইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। সাধারণের বিশ্বাস হাটঘুরনী পূজা করিলে সুবৃষ্টি ও ভাল ফসল পাওয়া যায়।

মেলা বিবরণী

তালমাহাট ও বড়বাড়ীর মেলা

রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত সুখাত্রা মৌজা হইতে একমাইল দূরে তালমাহাটে এবং চার মাইল দূরে বড়বাড়ীর মেলা নামে একটি মেলা হয়।

তালমাহাটের মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং মেলায় তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলাটি প্রায় আট বিঘা জমির উপর বসে। পূর্বে এই মেলার মালিক ছিলেন বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারগণ। মেলায় বিভিন্ন পণ্যাদির প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য পুরাণপাট, কীর্তন, যাত্রাভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

বড়বাড়ীর মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলাতে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ ও আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় পুরাণপাঠ, কীর্তন, যাত্রাভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে।

ময়নাগুড়ি থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ বেংকান্দি।১০।১,৮৯৫·৯৫। (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)।

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, বাগ্দী, মুচি, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দোমহানী কাঁঠালবাড়ী। মোটর বা গরুর গাড়ী যোগে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে সদরখই পূজা, কার্তিক মাসে পেটকাটী কালীপূজা, মাঘমাসে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা এবং সপ্তাহকাল ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কয়দিন নাটকাদি অভিনয়, কীর্তন ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রাংগণে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

হরিমন্দিরে উৎসব—গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে একটি হরিমন্দির আছে। পনর-ষোল বৎসর যাবৎ এই স্থানে বৈশাখী পূর্ণিমাতে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিনদিন হইতে পাঁচদিন পর্যন্ত এই উৎসব চলে। পূর্বে ঐ মন্দিরে একজন সেবায়েত ছিলেন এবং ঐস্থানে ধর্মালোচনা ইত্যাদি হইত। বর্তমানে সেবায়েত নাই। উৎসবের কয়দিন গান, থিয়েটার ইত্যাদি হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে পেটকাটী কালীর মন্দির; সদরখইয়ের ভগ্নমন্দির এবং একটি হরিমন্দির আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে D. H. E. Sunder- এর রিপোর্টে বলা হইয়াছে :—

"Beng frog, kandi-croes. There are any dobas and tanks in this taluk and frogs used to make a great noise in them to the annoyance of the people who first settled in the taluk, hence the name Bengkandi".

(District Handbooks: 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cxci).

শ্রীহরিদাস রায়, শিক্ষক,
গ্রামঃ বেংকান্দি, পোঃ ময়নাগুড়ি,
জলপাইগুড়ি।

২। গ্রামঃ দক্ষিণ মোয়ামারী।১৮।৮৭১·৪১ (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)।

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ময়নাগুড়ি। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে কালুয়াডাংগী এবং মোয়ামারী দেবীর পূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে কালুয়াডাংগী ও মোয়ামারীদেবীর স্থান আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে D.H.E. Sunder-এর রিপোর্টে বলা হইয়াছেঃ—

"Moa a kind of fish which used to be obtained in ponds of this taluk. Hence the name Moamari."

(District Handbooks: 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cxci).

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ রায়, শিক্ষক,
দক্ষিণ মোয়ামারী স্পেশ্যাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দক্ষিণ মোয়ামারী,
জলপাইগুড়ি।

৩। গ্রাম : কাঠালবাড়ী (মৌজা—ময়নাগুড়ি)।১৯।২৯১·৭২ (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)।

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) দোমহানী রেলস্টেশনটি এই গ্রামেরই পশ্চিমদিকে অবস্থিত। গ্রামের মধ্য দিয়া একটি জেলাবোর্ডের রাস্তা দোমহানী বাজার হইতে ময়নাগুড়ি বাজার পর্যন্ত গিয়াছে। উহা ময়নাগুড়ি রোড নামে পরিচিত। সিঙ্গিমারী রোড় নামে অপর একটি রাস্তা দোমহানী বাজার হইতে সিঙ্গিমারী হইয়া পি, ডব্লিউ, ডি-র রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে ময়নাগুড়ি হইতে মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রি উৎসব ও ধুমবাবার (শিব) পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) শিবের টিনের চালাযুক্ত মন্দির এবং গ্রামে নূতন বাজার নামক পাড়ায় টিনের চালযুক্ত অপর একটি মন্দিরে একটি পাথরের কালী মূর্তি আছে। মূর্তিটি বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বহুকাল পূর্বে ঐ স্থানে পাকা

মন্দিরাদি ছিল। কারণ এখনও উক্ত কালীগৃহের নিকটস্থ জমি খনন করিলে পুরাতন ইঁট পাওয়া যায়। অনুমান প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া এই কালীবাড়ী অবস্থিত ছিল। কালীবাড়ীর পশ্চিম-দিকে দোমহানী রেল উপনিবেশ এবং অপর তিন দিকেই পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের বাসস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রামবাসীরা এই কালীকে জাগ্রত দেবী বলিয়া মনে করেন এবং মাঝে-মাঝে মানত পূজাদি দিয়া থাকেন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র দাস, শিক্ষক,
পোঃ দোমহানী, নূতনবাজার,
জলপাইগুড়ি।

গ্রামের নামাকরণ সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর রিপোর্টে বলা হইয়াছে ঃ

"Do—two, mohoni—mouths, *i.e.*, the place where the mouths of two rivers have joined and made one river; hence the taluk has derived its name Domohini. The Chel river falls into the Tista river at this taluk. The Domohini market and the Domohini station of the Bengal Duars Railway are in this taluk. The soil is a sandy loam from which the cultivators who are cheifly Rajbansis, obtain good crops."

(District Handbooks: 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cxci).

৪। **গড়তলী জল্পেশ।** ৪৩।৫৬৮·২০।১৯৬।৮১০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়ই প্রধান. ইহা ভিন্ন বর্তমানে পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তু পরিবার বাস করিতেছেন।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভোটপাট্টি। জলপাইগুড়ি হইতে মোটরে তিস্তা নদীর ফেরী পার হইয়া বা ময়নাগুড়ি হইয়া মোটর যোগে গ্রামে পেঁছান যায়।

(ঘ) ফাল্গুনমাসে জল্পেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসব।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুনমাসে মাসাধিককাল ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) মনসা, শীতলা, লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজাও হইয়া থাকে।

জল্পীশ অপভ্রংশে জল্পেশ গ্রাম সম্পর্কে "The Social History of Kamrup Vol. II," গ্রন্থে ১০৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, পরশুরামের ভয়ে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ এতদ্‌ঞ্চলে আত্মগোপন করেন। এই অঞ্চল ভীষণ জংগলাকীর্ণ ও হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে কিছুকাল বসবাস করিবার পর 'কামরূপের' স্ত্রীলোকগণের সহিত পরিণয়সূত্রে 'রাজবংশী' নামক এক প্রবল প্রতাপান্বিত জাতির উদ্ভব হয়। ইঁহারা 'শ্রীশ্রী জল্পেশ' দেবের আশ্রয়ে ছিলেন। জল্পীশ হইতে ভুটান পর্যন্ত সমস্ত স্থানে সেই সময় ভয়ংকর হিংস্র শ্বাপদসংকুল ছিল। ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে ভুটান অগ্রসর হন ও তথাকার 'অসভ্য' ও 'অশিক্ষিত' প্রাচীন অধিবাসীগণকে সহজেই পরাস্ত করিয়া ভুটানের বিভিন্ন অংশে প্রত্যেকে স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।

এই স্থানটি পূর্বে ভুটানের অন্তর্গত ছিল। পরে অর্থাৎ ভুটান যুদ্ধের পর পশ্চিম ডুয়ার্সের ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত গড়তলী তালুকে এই স্থানটি বৃটিশরাজ্যের অধীনে আসে। ইহা জলপাইগুড়ি শহর হইতে পূর্বদিকে প্রায় দশমাইল এবং ময়না-গুড়ি শহর হইতে প্রায় চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

ডাঃ ভবেশ চন্দ্র চৌধুরী,
বাবুপাড়া, মিশ্র লজ,
জলপাইগুড়ি।

[জল্পেশ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে শ্রী চৌধুরী "জল্পীশ টেম্পল কমিটির সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ শংকর সর্বাধ্যক্ষ ও মেহেরুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসুধীর চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।]

জল্পেশ সম্বন্ধে ১৯৫১ সালের 'ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুকে এইরূপ উল্লেখ আছেঃ

"A village in *pargana* South Mainaguri, situated in 26° 31'N. and 88° 52'E. It contains a temple of Siva, which was built on the site of an earlier temple by Pran Narain, one of the Cooch Behar Rajas about three centuries ago. The temple is a massive white-washed building, surmounted by a large dome, with an outer diameter of 34 feet, round the base and top of which run galleries; it stands on a mound near the bank of the river Jhorda and is surrounded by a moat. A flight of steps leads down to the basement which is sunk some depth in the mound and which contains a very ancient Siva *linga*.

The *linga* is called Anadi without beginning in the hymns of Siva and is also referred to in the Kalika Puran which relates how 'somewhere in the north-west of Kamrup, Mahadeo appeared himself in

the shape of a vast linga.' An old established fair is held at Jalpes in February at the time of the Sivaratri festival ; it lasts for about three weeks and is attended by people from all parts of the district as well as from Rangpur, Dinajpur, and other parts of Northern Bengal. Bhutias come from Darjeeling, Buxa and Bhutan with cloth, blankets, ponies and skins and take away cotton and woolen cloths, betelnut and tobacco. The fair has increased considerably in size during recent years."

(District Handbooks 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cv).

৫। **গ্রামঃ পদমতী।৫২।৪,৫৫৫·৪২।৭৩১।৪,০৩৩**

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, জোলা, নাপিত, তাঁতি। পাড়াগুলির নাম যথাক্রমে—হাজরাপাড়া, জেলেপাড়া, নাউয়াপাড়া, ঢাড়িয়ারবাড়ী, চুকানীপাড়া, বড়ুয়ারবাড়ী, ১নং নয়াবাড়ী, বলমতেরবাড়ী, ঠাকুরেরবাড়ী, বাইঠুরবাড়ী, ২নং নয়াবাড়ী, ছোটমনিরবাড়ী, কাটাকোড়ারবাড়ী, বড়মনিরবাড়ী, সাহাপাড়া, কাঠামেরবাড়ী, বইবেচারবাড়ী, ঘোষেরবাড়ী, ও কাটারবাড়ী।

(খ) এই গ্রামের প্রায় একপঞ্চমাংশ অধিবাসী জোতদার। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বেশী জমির মালিক তাঁহারা আধিয়ারদের দ্বারা চাষবাস করান। তিন পঞ্চমাংশ আধিয়ার এবং ক্ষুদ্র জোতদার। বাকি অংশ জেলে, নাপিত, ভুজারি (খই, মুড়ি, চিড়া তৈয়ারী করে) প্রভৃতি নিজ নিজ জাতিব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভোটপাটি হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আশ্বিনমাসের বিজয়াদশমী ও একাদশীতে ভান্ডালী বা বনদুর্গা পূজা এবং কার্তিকমাসের অমাবস্যা তিথিতে ভদ্রকালীপূজা।

(ঙ) ভান্ডালী বা বনদুর্গা পূজার মেলা। আশ্বিনমাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

ভদ্রকালী পূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ভদ্রকালীর টিনের চৌচালা ও ভান্ডালীদেবীর টিনের ছয়চালা গৃহ বা মন্দির আছে।

নবাবী আমলে পদম সিং নামে জনৈক জায়গীরদার এই অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন; তাঁহার নামানুসারেই গ্রামের নাম পদমতী হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

শ্রীকৃষ্ণকমল বসাক, শিক্ষক,
পদমতী বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জোড়পাকুরী,
জলপাইগুড়ি।

৬। **গ্রামঃ ঝাড় বড়গিলা।৮০।১,৬০৫·০৮।১৬৩।১৯৪**

(ক) হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল, মুন্ডা। গ্রামটি দুই-ভাগে বিভক্ত। এক খন্ডকে পূর্ব ঝাড় বড়গিলা ও অপর খন্ডকে পশ্চিম ঝাড় বড়গিলা বলা হয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামসাই। পি, ডব্লিউ, ডি, রোড ও টেস্ট রিলিফের রাস্তাই গ্রামের নিকটস্থ যাতায়াতের প্রধান পথ।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা ও গ্রাম দেবতার পূজা।

(ঙ) চড়ক ও পালাটিয়া গান উপলক্ষ্যে মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে দুই-তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মহাকালের মন্দির এবং রক্ষাকালীর স্থান আছে। গ্রামবাসীরা মহাকাল এবং রক্ষাকালীর নিকট দই, চিড়া, কলা, দুধ ইত্যাদি মানত দেন। তাহা ছাড়া হাঁস, পায়রা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

এই অঞ্চলে মহাকাল পূজার বিশেষ প্রচলন আছে এবং প্রায় প্রতি গ্রামেই মহাকালের মন্দির বা স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। একটি প্রস্তর খন্ডকে মহাকাল জ্ঞানে পূজা করা হয়।

শ্রীজ্যোতিষ নাথ পোদ্দার, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ রামসাইহাট,
জলপাইগুড়ি।

D. H. E. Sunder-এর রিপোর্টে এই গ্রামটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

"Jhar=jungle=bara, a kind of seed generally round and about half an inch thick and one or two inches in length. It is found in the capsules of the pods of a kind of a creeper. The kernel of the seed is used in marriage or other ceremonies for purifying the body. The entire seed is used by Dhobies for making ruffles in the borders of clothing. The name of the taluk means that the gila creeper used to be found in the jungles here."

(District Handbooks : 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cxc).

কালী (পেটকাটী) পূজা উৎসব

বেংকান্দি গ্রামে কার্তিকমাসের অমাবস্যায় শ্যামাপূজার দিন পেটকাটী কালীর সর্বজনীন পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন উৎসব। গ্রামে কালী-দেবীর মন্দির আছে। মন্দির অভ্যন্তরে কালো পাথরের একটি মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিটির হাত-পা,নাক, কান, পেট প্রভৃতি অংগগুলি ভগ্ন বা কাটা। আসলে ইহা কোন দেবতার মূর্তি তাহা কেহ সঠিক বলিতে পারেন না। স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা ইঁহাকে কালীজ্ঞানেই পূজা করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ মূর্তিটির বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগ ভগ্ন বা কাটা বলিয়া স্থানীয় লোকে ইঁহাকে পেটকাটী কালী বলিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন যে, এই দেবী প্রাচীন কামতারাজ্যের ধ্বংসাবশেষের অংশবিশেষ।

গ্রামবাসীদের পরিচালনায় এবং সাহায্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রায় পনরদিন পূর্ব হইতে পূজার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। পূজার দিন হইতে দুই-তিন দিন যাবত উৎসবে গান ইত্যাদি হয়। পূজায় পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পেটকাটী কালীমন্দিরে বর্তমানে একজন সেবায়েত আছেন। সেবায়েত জাতিতে ক্ষত্রিয়। পূজা উপলক্ষ্যে একটি ছোট মেলাও বসিয়া থাকে।

গ্রামদেবতার পূজা

ঝাড় বড়গিলা এবং আশেপাশের অঞ্চলের রাজবংশী ক্ষত্রিয়েরা প্রত্যেক গ্রামেই গ্রাম দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রাম দেবতার স্থান আছে। গ্রাম দেবতার স্থানে অনেক-গুলি প্রস্তরখন্ডকে এক একটি দেবতা কল্পনা করিয়া পূজা করা হয়। এই পূজার কোন নির্দিষ্ট তারিখ নাই; বৎসরে একদিন গ্রামবাসীরা সকলের সুবিধামত সম্মিলিতভাবে চাঁদা তুলিয়া পূজা করেন। এই পূজায় দুর্গা, কালী, মনসা, গ্রামদেবতা প্রভৃতি দেবদেবীর একসংগেই পূজা করা হইয়া থাকে। গ্রামে সর্বজনীন গ্রামদেবতার পূজা ছাড়াও প্রত্যেকের বাড়ীতেও গ্রাম-দেবতার পূজা হইয়া থাকে। গ্রামদেবতা বা গ্রামঠাকুরের পূজার জন্য কোন বিশেষ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না; এই অঞ্চলে অধিকারী পদবীধারী ব্যক্তিরাই এই সব দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

ভান্ডালী (বনদুর্গা) পূজা

পদমতী গ্রামে ভান্ডালী বা বনদুর্গা পূজা উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন। দেবী ব্যাঘ্রোপরি আসীন, ত্রিলোচনা, চতুর্ভুজা চতুর্হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভিত এবং উভয় পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক যথাক্রমে পেঁচক, হংস, মূষিক ও ময়ূরের উপর অধিষ্ঠিত। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হয়ঃ

> ও' দেবীং দানবমাতরং নিজসদাঘূর্ণন্মহালোচনাম্।
> দংষ্ট্রাভীমমুখী জটালিবিলসম্মৌলীং কপালস্রজন্।
> বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহাড়োজালাম্।
> সর্পাবন্ধ নিতম্ববিম্ব বিপুলাং বাণানধনুকিপ্রতীম্।।

প্রতি বৎসর আশ্বিনমাসের বিজয়াদশমী ও একাদশী তিথিতে ভান্ডালী বা বনদুর্গা পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি এই গ্রামে সর্বজনীন। গ্রামে একটি টিনের ছয় চালাযুক্ত মন্দিরে ভান্ডালী দেবীর যথারীতি পূজা হয় এবং পূজার পর সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। এই জেলার প্রায় প্রতি গ্রামে এই ভান্ডালী বা বনদুর্গার পূজা প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ ইহা উত্তরবংগের অন্তর্ভুক্ত জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারের বনানী অঞ্চলের আদি বাসীন্দাদের উপাস্য দেবী।

শিবরাত্রি উৎসব (জল্পীশ শিবের)

গড়ালী জল্পীশ গ্রামে জল্পীশ লিঙ্গরূপে শিবের এক বিখ্যাত মন্দির বর্তমান। পূর্বে ইহা রায়কত জমিদারদের সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে জেলা সমাহর্তার ও টেম্পল কমিটির তত্ত্বাবধানে আছে। মন্দিরের মধ্যে সুদৃঢ় প্রস্তর নির্মিত অনাদি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। তবে পর পর ১৬৯৭, ১৭৪৮, ১৭৯৬, ১৮৬৩, ১৭৩৭, ১৮৯৭ ও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ভূকম্পনের ফলে এই মন্দির ও মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত মূর্তি বার বার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরে মাঝে মাঝে কয়েকবার মন্দিরের সংস্কার করা হয়। মন্দিরের ভিতরে মহাদেবের চারিদিকে চত্বর আছে। শিবলিঙ্গটি প্রায় দশফুট ভূগর্ভে প্রোথিত। নীচের দিকে সম্পূর্ণ গোলাকাররূপে বড় হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ পাহাড়ের একটি সূক্ষ্ম চূড়া মাটির নীচে হইতে উপরে উঠিলে যেরূপ হয়—প্রায় সেইরূপ। কামাখ্যা মহাপীঠে শ্রীশ্রীউমানন্দ ভৈরব, বৈদ্যনাথধামের শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ ইত্যাদি যেমন অনাদি লিঙ্গের প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; জলপাই-গুড়ির জল্পেশ্বরও তদ্রূপ। স্থানটি ভারতের একান্ন পীঠের একটি বিধায়। কালিকাপুরাণে সাতাত্তর অধ্যায়ে এই মহাপীঠের কিঞ্চিৎ উল্লেখ দেখা যায়ঃ

> "জামদগ্ন্য ভয়াৎভীতাঃ ক্ষত্রিয় পূর্বমেব যে।
> ম্লেচ্ছচ্ছন্মানুপাদায় জল্পীশং শরণংগতা।।"

'শিবশতনাম স্তোত্রে'—ও উল্লিখিত আছে—

> "এহং কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর ইতি স্মৃতঃ"।

কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস-এ লেখক তাঁহার পুস্তকের ২১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "রাজা জল্পেশ্বর জলপাইগুড়ির জল্পেশ মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করেন"। অপরপক্ষে কিংবদন্তী আছে যে, দশম শতাব্দীর শেষভাগে জিতারি মুনি নামক এক লামা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই জল্পীশ পীঠ স্থাপন করেন।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল তাঁহার 'জল্পীশ টেম্পল অব্ শিব' প্রবন্ধে বলেন, ৮০০ খৃষ্টাব্দে জল্পেশ্বর বর্মন রাজবংশে শেষ অধিপতি ছিলেন; তিনি ত্রিস্রোতা নদীর নিকটে তাঁহার নামানুসারে এক লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করেন। "শ্রীজল্পীশ মহাপীঠের ইতিহাস" লেখক শ্রীগোবিন্দ শংকর, সর্বাধ্যক্ষ এই উক্তি সমর্থন করেন না। তিনি লিখিয়াছেনঃ "আমার মনে হয় 'রাজা জল্পেশ্বর'-ই জলপাইগুড়ির জল্পেশ মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করেন। ভারতে আর্যগণের আগমনের বহু পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে শ্রীশ্রীজল্পেশ দেব

এখানে আছেন"। (পৃষ্ঠা ৮-৯)। উক্ত ক্ষত্রিয় 'রাজবংশী'গণ যদিও জল্পীশের নিকটবর্তী গ্রামে আত্মগোপন করিয়া 'ম্লেচ্ছ' নামে পরিচয় দিতেন এবং বাহিরের লোকদের সহিত স্থানীয় 'ম্লেচ্ছ' ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, তথাপি নিজেদের মধ্যে তাঁহারা 'আর্য' ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন এবং শ্রীশ্রীজল্পীশ দেবের পূজা দিতেন।

"তে ম্লেচ্ছবাচঃ সততং আর্যবাচশ্চ সর্বদা।
জল্পীশং সেবমানাস্তে গোপয়ন্তিচ তং হরং"।।
[কালিকাপুরাণ, ৭৭ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক।]

শ্রীযুক্ত সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় এই মন্দির সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন যে, "কুচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের পুত্র মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে জল্পেশ মন্দিরে আগমন করেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি রাজা জল্পেশ্বর নির্মিত মন্দিরটি ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পান এবং উহা পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন".........।

"ইহার পর ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির পুনঃ-নির্মিত হয় ও রাজা মোদনারায়ণ শ্রীশ্রীজল্পেশ দেবের সেবা, পূজা ও ভোগাদির জন্য জল্পেশ মন্দিরের চারিপার্শ্বে চুয়াল্লিশ খানি বড় বড় জোত দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে প্রদান করেন। এই রাজা কুচবিহারে একটি নিত্য সেবা বা অতিথিশালা স্থাপন করিয়া ইহার পরিচালনার জন্য বার্ষিক এগারশত টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীজল্পেশদেবের যথারীতি সেবা, পূজা ও ভোগ ইত্যাদির জন্য একজন পূজক নিযুক্ত করেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন"। (পৃষ্ঠা—৩০)।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার মহারাজগণের গৃহ বিবাদের সুযোগ লইয়া ভুটান রাজা অকস্মাৎ তিস্তানদীর পূর্বতীরস্থ জল্পীশ এবং লক্ষ্মীপুর ও তৎসন্নিহিত সমগ্র ভূভাগ অধিকার করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ভুটান রাজের যুদ্ধ ব্যাপারে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে উক্ত কোম্পানী ভুটান রাজাকেই এই অঞ্চলের ভূস্বামী সাব্যস্ত করেন। এই অঞ্চল বর্তমানে পশ্চিম ডুয়ার্স নামে পরিচিত। ভুটানরাজ শ্রীশ্রীজল্পেশ মন্দির ও তাহার চতুর্দিকস্থ সমস্ত ভূভাগের অধিকারী হইয়া দেবপূজা ও ভোগাদি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার জন্য নরেশ তেওয়ারী নামে একজন অতি সুপন্ডিত, ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে 'বড় দেউরী' করেন। ভুটানে পূজারীতে 'দেউরী' বা 'সেরা পুরোহিত' বলা হয়। এইরূপে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বড় দেউরী জল্পেশদেবের পূজা নিত্য সুচারু-রূপেই পরিচালনা করেন। বলা বাহুল্য যে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভুটান, ডুয়ার্স ও জল্পেশ বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে এবং কোচবিহারের রাজার সহিত শ্রীশ্রীজল্পেশদেবের বা মন্দিরের আর কোনও সম্বন্ধ থাকে না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীজল্পেশ-দেবের সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি বৃটিশ সরকার অন্যায়মতে খাস করিয়া লন। ইহার পর এই মন্দিরটি 'টেম্পল কমিটির' তত্ত্বাবধানে আসে এবং তাহার পর হইতে হিন্দুশাস্ত্র বিধানানুযায়ী দৈনিক তিনবার পূজার ব্যবস্থা হয় ও ইহাছাড়া মনসা, দুর্গা লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী, জন্মাষ্টমী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, শীতলা পূজা ইত্যাদি হিন্দুগণের বার্ষিক প্রায় সব ধর্মানুষ্ঠানেরই উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়।

জল্পীশ মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ পাকা চত্বরটির ন্যায় সুবৃহৎ পাকা চত্বর বঙ্গদেশে বা উত্তর ভারতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মন্দিরের গম্বুজের ন্যায় ফেরোকংক্রীটের বৃহৎ গম্বুজ ভারতে খুব বেশী নাই। বর্তমানে মন্দিরটি একশত চব্বিশ ফিট লম্বা, একশত কুড়ি ফিট চওড়া এবং একশত সাতাশ ফিট উচ্চ। ক্রমে ক্রমে তীর্থযাত্রীদের জন্য দুইটি ধর্মশালা করা হইয়াছে। মন্দিরের চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষ ও ফলের গাছ লাগান হইয়াছে। নাসপাতি, রুদ্রাক্ষ, দারুচিনি, লবংগ, হিং, চন্দন, মেহগিনি, জায়ফল ও প্রায় সত্তর-আশিটি নারিকেল গাছ উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ভৈরব জল্পীশ (অপভ্রংশে জল্পেশ) ও তাঁহার ভৈরবী দেবী ভ্রামরা ছাড়া এখানে মনসা, শীতলা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পূজার বিধি আছে।

শ্রীশ্রীজল্পীশদেবের দৈনান্দিন তিনবার পূজা হয়—অরুণোদয় পূজা, মংগলারতি, মধ্যাহ্ন পূজা ও ভোগ এবং সায়ংকালীন আরতি। এখানকার ভোগের যাবতীয় রান্না প্রতিদিন বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের দ্বারা করা হয়। বঙ্গদেশের বাহিরে যাবতীয় মহা-পীঠগুলিতে পূজা, মংগলারতি, স্তোত্রপাঠ, ভোগ ইত্যাদি যে নিয়মে নির্বাহিত হইয়া থাকে এখানেও সেইসমস্ত নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী শর্ম্মা। জল্পীশ-দেবের নিকট পায়রা, কলা, চিনি, সন্দেশ, বস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বস্তু মানত দেওয়া হয়।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মাসাধিককাল যাবৎ এখানে একটি বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। উৎসব উপলক্ষ্যে বহু নাগা দিগম্বর সন্ন্যাসী আসিয়া থাকেন—সম্ভবতঃ অনাদি লিংগের উপাসক বলিয়া।

[জল্পীশ বা জল্পেশ মন্দিরটি ১৯৫২ সালে ভারতের তদানীন্তন ডিরেক্টর জেনারেল অব্ আরকেওলজি শ্রী এম, এস, ভাটস পর্যবেক্ষণ করেন। এ সম্পর্কে তাঁহার একটি বিবরণী আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল।]

"The temple of Jalpesh, which is originally said to have been constructed by the king of Bhutan in the 12th century A.D., was more or less completely repaired later by Maharaja Prana Narayana in or about the year 1665 A. D. It is mostly this later construction that has survived internally in the major part of the temple Maharaja Prana Narayana's temple would appear to have been 72'8" square. The construction was that at the ground floor there were two series of *dalans*, one behind the other, and at the centre the *garbhagriha*, which was a square of 29 ft. The walls of the *garbhagriha* are 6' 2" thick, but the thickness of the wall between the outer and the inner *dalans* as seen from the second storey is 3'6" only. On the second storey the outer series of *dalans* from

the terrace in front of the inner series. The inner series of *dalans* on the second storey consist of an oblong central apartment (32′ by 16″) with a strong vaulted roof and a 16 ft. square room at each corner covered by a dome, which is carried by filling up the corners and converting the room into a circle. The facade of the second storey from outside shows five arches 7′ 4″ wide and 10′ high, three of these piercing the oblong compartment in the centre of each side and one the corner room. These arches both inside and out are either multifoil or pointed and typical of the latter part of the 17th century. So are also the numerous chases and niches in the walls of the various *dalans* and the sanctum.

Coming to the inner square of the sanctum it is now seen to rise vertically to the height of two storeys, above which the restoration is entirely new. Originally, however, the square portion of the cella rose vertically to the full height of the first storey and to about half the height of the second storey, as down to that level the corner pendentives would have come and reduced the inner compartment from a square to an octagon on which the circle carrying the drum would have rested and which in turn carried the upper dome on the top of which rested the lotus necking whereon stood the metal pinnacle. The present height from the ground floor of the cella to the pinnacle is said to be 127 feet. The cella, however, is some 10 feet lower than the ground floor outside which corresponds roughly to the floor level of the outer series of the *dalans* round the sanctum.

The old photograph of the temple in the possession of Shri G. Sarbadhakshya, Pleader, Jalpaiguri, who is now the most effective member of the Temple Committee, shows that above the two storeys of *dalans* round the sanctum stood vertically an octagonal figure, and it was above the height of this two storeyed octagon that the outline of the structure receded back to provide a small terrace round the octagonal figure, and this space was naturally emphasised at the corners above the second storey of the *dalans*. At this level, that is to say, at the top of the octagonal figure round the sanctum rose a tall drum, which was ultimately covered by a semicircular dome on which traces of the lotus necking can be made out. The original pinnacle would have risen from the centre of the lotus necking.

'The shrine of Jalpesh is consecrated to Mahadeva in which there is a *swayambhu lingam*, the top of which is now visible about 2 feet below the marble *gauripatta* now built into the centre of the sanctum.

(Mr. S. Vats., Director General of Archaeology in India, Camp, Jalpesh, the 4th March, 1952 as quoted in District Handbooks : 1951, Jalpaiguri by A. Mitra, p. 148-149)

(ধুমবাবা শিব)

কাঁঠালবাড়ী গ্রামে ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রিতে এই অঞ্চলে 'ধুমবাবা' নামে খ্যাত শিবের মহাসমারোহে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন এবং সর্বজনীন। ধুমবাবার একটি টিনের ছাউনীযুক্ত স্থান আছে। স্থানটির মেঝে বাঁধান এবং একটি পাকা আসন আছে। এই স্থানের নিকটেই একটি ইন্দারা আছে। ধুমবাবার গৃহ ও ইন্দারাটি স্থানীয় লোক ও দোমহানীস্থিত রেল কর্মচারীদের প্রচেষ্টায় নির্মিত হইয়াছে। অবশ্য ধুমবাবার কোন মূর্তি নাই, কেবল কয়েকটি প্রস্তর খন্ডকে শিবজ্ঞানে পূজা করা হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ইনি জাগ্রত দেবতা। শুনা যায়, বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথ নির্মাণকালে রেলকর্তৃপক্ষ দোমহানী হইতে লাটাগুড়ি পর্যন্ত যে রেললাইন বসান উহা ধুমবাবার স্থানের উপর দিয়া যায়। এই সময় যে সমস্ত কুলী ঐ স্থানে কাজে নিযুক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস জন্মায় যে, ধুমবাবা রুষ্ট হইবার কারণেই এই অঘটন ঘটিয়াছে। তখন অধিবাসীরা রেল লাইনের পূর্বপাশে ধুমবাবাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রতিষ্ঠা কাজে রেল কর্তৃপক্ষও তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন।

ধুমবাবার উৎসব শিবরাত্রি হইতে আরম্ভ হইয়া তিনদিন ব্যাপী চলে। এই সময় একদিন অহোরাত্র নামযজ্ঞ হয়। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ কাঁচা দুধ, চাল, কলা, তেল, সিঁদুর ইত্যাদি দিয়া ধুমবাবার পূজা দেন। উৎসব কালে গাঁজা, কাঁচা দুধ, কলা ইত্যাদি মানত দেওয়া হয় এবং উৎসব ব্যতীতও অন্য যে-কোন সময় ভক্তরা তাহাদের খুশী মত পূজাদি দিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখমাসে ধানকাটার পর আদিবাসীরা ধুমবাবার পূজা দেন এবং দুই-তিনদিন ব্যাপী উৎসব করিয়া থাকেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় পালাটিয়া গান হয়। ধুমবাবার সেবায়েত রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত।

সদরখই উৎসব

বেংকান্দি গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে সদরখই পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পূর্বেও এই গ্রামে এই উৎসবটি খুব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইত। বর্তমানে পরিচালনার অভাবে পূর্ব আড়ম্বর আর নাই। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন উৎসব। পূর্বে একটি মন্দির ছিল; কিন্তু কয়েক বৎসর আগে মন্দিরের উপর একটি গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ায় মন্দিরটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত ছিল; ভগ্ন প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ এখনও আছে। মন্দিরের ভিতরে একটি কূপ আছে এবং উহার আশেপাশে অসংখ্য বড় বড় প্রাচীন

ইট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নিকটে একটি কংক্রীটের জালা (৬"×৪"×২") আছে। ইহাতে বারমাসই জল থাকে। জালার নিকটে ৬"×৪"×২" পরিমিত কংক্রীট জমান পড়িয়া আছে। অনেকে বলেন, উহার নীচে একটি কূপ আছে। এই স্থানে বৎসরে একবার মাত্র পূজা হয় এবং ইহাতে কোনরূপ বলি প্রদান হয় না। গ্রামের পেটকাটী কালী মন্দির হইতে প্রায় অর্ধ মাইল পশ্চিমে এই স্থানটি অবস্থিত। এই স্থান হইতে পেটকাটী কালী মন্দির পর্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে।

মেলা বিবরণী

কালী (ভদ্রকালী) মেলা

পদমতী গ্রামে কার্তিকমাসের অমাবস্যায় ভদ্রকালী পূজা উপলক্ষ্যে দেবীর মন্দিরের সম্মুখে স্থানীয় জোতদারদের প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর আট-নয় ঘন্টার জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। পদমতী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং পাশে ধর্মপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় মোট প্রায় পাঁচ-ছয় শত যাত্রীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান।

মেলায় প্রায় দুইশতের মত দোকানপাট এবং দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলি সবই খোলা জায়গায় বসে। সাধারণতঃ বিক্রেতাগণ দশ-বার মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রাম এবং জলপাইগুড়ি শহর, ময়নাগুড়ি থানা ও চাংরাবান্ধা প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকেন।

সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে মনিহারী ও বিভিন্ন খাবারের দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহা ভিন্ন অন্যান্য পণ্যাদির দোকান-পাটও বসে। মেলায় স্থানীয় শিল্পীদের তৈয়ারী বাঁশের চেঙ্গারী, মোড়া ইত্যাদি শিল্প সামগ্রী বা কারুশিল্পজাত দ্রব্যের দোকান দুই-একটি বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল যাত্রাগানের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। গ্রামেই কয়েকটি যাত্রাদল আছে।

চড়কের মেলা

ঝাড় বড়াগিলা গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা ও পালাটিয়া গান উপলক্ষ্যে স্থানীয় জোতদারদের জমিতে দুই-তিন দিনের জন্য একটি মেলা বসে।

এই গ্রামের আশেপাশের অঞ্চল হইতে দর্শক ও বিক্রেতাগণ মেলায় সমবেত হন। সমবেত যাত্রীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান। মেলায় মোট প্রায় সত্তর-আশিটি দোকানপাট বসে এবং চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানগুলি সমস্তই খোলা জায়গায় বসে। মেলায় নানারকম খাবারের, মনিহারীর ও শিল্প বা কারুশিল্পজাত সামগ্রীর দোকানপাটই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য দোকানপাটও কিছু আসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য পালাটিয়া গানের অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয়।

ভান্ডালী (বনদুর্গা) পূজার মেলা

পদমতী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিনমাসে বিজয়াদশমী তিথিতে ভান্ডালী পূজা উপলক্ষ্যে দেবীর মন্দিরের সামনে প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর এবং ময়নাগুড়ি-বার্ণিশঘাট রাস্তার দুইধারে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলার জমির কিছু অংশ সেবায়েতের নিজস্ব, কিছু অংশ দেবোত্তর। অবশিষ্ট রাস্তার দুইধারের অংশটি সরকারী। পূজার দিন সকাল হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত মেলা চলে। তবে বিকাল বেলায় মেলায় লোক-সমাগম বেশী হয়। মেলাটি প্রায় একশত ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। স্থানীয় লোক ব্যতীত আশেপাশের ইউনিয়ন, যেমন ধর্মপুর, মাধবডাঙ্গা, পদমতী, ময়নাগুড়ি, আমগুড়ি, চূড়াভাণ্ডার, রামসাই, ধুপগুড়ি প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, দোমহানী ও স্থানীয় বিক্রেতারাই মেলায় প্রতি বৎসর দোকানপাট দিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় দেড়শতটি দোকানপাট বসে। তাহার অর্ধেকই খোলা জায়গায় বসে। ফেরিওয়ালাও কুড়ি-পঁচিশ জন আসেন। সমস্ত দোকানপাটগুলির মধ্যে তেলেভাজা, ময়রা ইত্যাদি বিভিন্ন খাবারের দোকান পঞ্চাশটি, মনিহারী দোকান ত্রিশটি, বাসন-কোসনের দোকান দশটি, বই-ছবির দোকান পনরটি। ইহা ছাড়া কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান দশটি, শিল্প সামগ্রী ও কারুশিল্পজাত সামগ্রীর দোকান কুড়িটি ও অন্যান্য দোকানপাট প্রায় কুড়িটি বসে।

শিবরাত্রির (জল্পেশ শিব) মেলা

গড়তলী জল্পীশ গ্রামে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে মাসাধিক কাল দিনরাত্রি ধরিয়া একটি বিরাট মেলা বসে। জল্পীশ মন্দিরের পশ্চিমদিকে প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাইল দূরে আটচল্লিশ একর পরিমাণ জমির উপর মেলাটি বসে। মেলার জমি দেবোত্তর। বিগত ১৮৯৫ সালের ২৮শে আগষ্ট হইতে বৃটিশ সরকার উক্ত জমি খাস করিয়া লন। ভারত স্বাধীন হইলে উত্তরাধিকারী সূত্রে উহা ভারত সরকারের অধীনে আসে। ১৯৬২ সালে ঐ জমি ভারত সরকার পুনরায় জল্পীশ দেবের নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। মেলাটি প্রাগৈতিহাসিক যুগ, অর্থাৎ বৌদ্ধ যুগের পূর্ব হইতেই প্রচলিত এরূপ কিংবদন্তী আছে। এই মেলায় প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যাই বেশী। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স, কুচবিহার, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, কিষণগঞ্জ এবং ভারত বিভাগের পূর্বে পাটনা, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী প্রভৃতি জেলা হইতেও প্রচুর যাত্রীর সমাগম হইত। সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রীরা আসিতেন পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারত হইতে। সমাগত যাত্রীর মধ্যে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

যাত্রীরা প্রধানতঃ গো-মহিষের গাড়ী, মোটর বাস, মোটরগাড়ী ও হাঁটা পথে আসেন।

পূর্বে নেপাল, ভুটান, সিকিম, তিব্বত প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় জিনিসপত্র বিক্রেতারা আসিতেন। জল্পেশের এই শিবরাত্রির মেলাটি পশু ক্রয়-বিক্রয়ের মেলা হিসাবেও বিখ্যাত। ভুটিয়া ঘোড়া, ছয় সিংওয়ালা ভেড়া, তিব্বতীয় কুকুর, কারুকার্য বিশিষ্ট শাল, কম্বল ও অতি অপূর্ব দর্শন একপ্রকার তিব্বতীয় রুমাল ইত্যাদির আমদানী হইত। ইংরাজী ১৯২১-২২ খৃঃ অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ কর্মচারীদের অশোভনীয় ব্যবহারে ঐসব ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হইয়া মেলায় আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহাদের পুনরায় আনিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। বর্তমানে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কুচবিহার প্রভৃতি নানা জেলার লোক মেলায় দোকান দেন।

মেলায় প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক দোকানপাট বসে। খোলা জায়গায় প্রায় দেড় হাজার হইতে দুই হাজার বিক্রেতা বসেন এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা আনুমানিক একশত। তেলেভাজা, মিষ্টি ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যা পঁচিশ হইতে ত্রিশটি, বাসনকোসনের দোকনের সংখ্যা একশত হইতে দেড়শতটি, মনিহারী দোকানের সংখ্যা একশত হইতে দেড়শতটি, হাকিমী সাত-আটটি, বই-ছবির কুড়ি-পঁচিশটি, কাপড়চোপড়ের দোকান পঁচিশ হইতে ত্রিশটি। ইহা ভিন্ন উট, গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, অশ্ব, কুকুর, পাখী ইত্যাদি জীবজন্তু মেলায় ক্রয়-বিক্রয় হয়। শিল্প-সামগ্রীর দোকান সাধারণতঃ জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও ভুটানের সীমান্ত অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসে।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাগরদোলা ও ম্যাজিক প্রদর্শনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন কবিগানও মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। 'লখিন্দর' বা ভাসানযাত্রা বিষয়ক সংগীত এইসব কবিগানের প্রধান বিষয়বস্তু।

নাগ্রাকাটা থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ লুকসান চা বাগান।১২৮।২,৩১৮·২২।৭৬০।৩,৬৯৭

(ক) হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, নেপালী ও ওঁরাও।

(খ) শ্রমজীবী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কেরণ। জেলাবোর্ডের ও চা-বাগানের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রাম হইতে মোটরবাসযোগে জলপাইগুড়ি শহর, শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে ছয়দিনব্যাপী জন্মাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। আশ্বিনমাসে একটি সর্বজনীন ও একটি ব্যক্তি-বিশেষের দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা ও মাঘমাসে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনমাসে স্থানীয় চা-বাগানে তিনদিনব্যাপী দোলযাত্রা ও চৈত্রমাসে রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোলযাত্রা উৎসবটি প্রাচীন এবং কালীপূজাটি মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি ঠাকুর বাড়ী আছে। ঠাকুর বাড়ীতে নারায়ণ, মহাবীর, রাধাকৃষ্ণ, শীতলা, শিবঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবীর ছোট ছোট মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল দেবদেবী গ্রামের সর্বসাধারণের। ইঁহাদের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। ঠাকুরবাড়ীর সেবায়েত জনৈক উত্তর প্রদেশবাসী। পূজারী ত্রিবেদী পদবীধারী ব্রাহ্মণ।

গ্রামে একটি পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির আছে। মন্দির-গাত্রে বুদ্ধদেবের মূর্তি খোদিত। এখানে কোন উৎসবাদি হয় না বটে; তবে গ্রামবাসীরা মাঝে মাঝে পূজাদি দিয়া থাকেন। পূর্বে জনৈক লামা এই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। কিছুদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মন্দিরটি অরক্ষিত আছে। গ্রামটি চা-বাগানেরই একটি অংশ। এখানে লুকসান বাজার নামে একটি হাট বসে। পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুগণের আগমনের ফলে এই স্থানে একটি গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে।

শ্রীবেনীমাধব বড়ুয়া, শিক্ষক,
গ্রামঃ লুকসান চা বাগান,
পোঃ কেরণ, জলপাইগুড়ি।

ধূপগুড়ি থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : গেন্দ্রাপাড়া চা বাগান।
১৫৫।২,৪২৮·৪০।১,০৬২।৪,৬১৬

(ক) সাঁওতাল, মুণ্ডা, মহালী, বিশ্বকর্মা, নেপালী। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) চা বাগানের শ্রমিক ও কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল ও মোটর স্টেশন বানারহাট। গ্রামে জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে অষ্টমী তিথিতে একদিন। মেলাটি বাংলা ১৩৫৮ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) এই গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী মেচ সম্প্রদায়ের জনৈক গেন্দ্রা নামক ব্যক্তির নামানুসারেই গ্রামের নাম গেন্দ্রাপাড়া হইয়াছে।

শ্রীকালীদাস খাসনবীশ, শিক্ষক,
গ্রাম : গেন্দ্রাপাড়া,
পোঃ বানারহাট, জলপাইগুড়ি।

২। গ্রাম : উত্তর ডাঙ্গাপাড়া।১৬৮।১,৫৯৫·৬৩।২৫৩।১,৪২৪

(ক) হিন্দু রাজবংশী, মুসলমান, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, মেচ, দেশী, খৃষ্টান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, জোতদারী।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে বিন্নাগুড়ি রেলস্টেশন। গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়া ধূপগুড়ি-গয়েরকাটা পি, ডব্লিউ, ডি-র রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে অষ্ট প্রহর ব্যাপী অখণ্ড নাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীকালীপদ সেন, শিক্ষক,
গ্রাম: উত্তর ডাঙ্গাপাড়া,
পোঃ প্রধানপাড়া, জলপাইগুড়ি।

৩। গ্রাম: পূর্ব মল্লিকপাড়া।১৭২।১,৪৭৪·২৪।৪৬৪।১,৬৮০

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পনর মাইল দূরে বানারহাট রেলস্টেশন। গ্রাম হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের একটি কাঁচা রাস্তা বার্ণিশঘাট হইতে আলিপুর দুয়ার পর্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি-র যে রাস্তা গিয়াছে তাহার সহিত সংযুক্ত। মোটরবাসে যাতায়াত চলে।

(ঘ) শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মনসাপূজা ও কালীপূজা প্রায় আটশ বৎসরের প্রাচীন এবং দুর্গাপূজাটি মাত্র পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় আটাশ বৎসরের প্রাচীন।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমী তিথিতে একদিন।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে। কালী মন্দিরের সম্মুখে প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে মেলাটি বসে।

(চ) গ্রামে খড়ের ছাউনী দেওয়া একটি দুর্গা মন্দির, টিনের আচ্ছাদনযুক্ত একটি কালীগৃহ ও একটি মনসাগৃহ আছে। শ্রীচন্দ্রমোহন মল্লিক মহাশয়ের হরিমন্দিরে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা হয়। প্রতি বৎসর মহোৎসব হয়। সেবায়েতের নামে ত্রিশ বিঘা জমি দানপত্র আছে।

গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী মল্লিক বংশ। সেই কারণে গ্রামের নাম মল্লিকপাড়া হইয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম: পূর্ব মল্লিকপাড়া,
পোঃ গোঁসাইরহাট,
জলপাইগুড়ি।

৪। গ্রাম: ভাণ্ডানী।২০২।৯৯৩·৮০।১৮৯।১,০০২

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে 'ময়নাগুড়ি রোড' রেলস্টেশন। জলপাইগুড়ি যাতায়াতের পথে ময়নাগুড়ি হইতে বার্ণিশঘাট পর্যন্ত যে পাকা রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তায় সব সময়ই মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পর একাদশী তিথি হইতে ভাণ্ডালী (বনদুর্গা) পূজা ও উৎসব হয়।

(ঙ) ভাণ্ডালী (বনদুর্গা) পূজার মেলা। আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী তিথিতে মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ভান্ডালী দেবীর একটি পাকা মন্দির আছে।

গ্রামটি দক্ষিণ উল্লাডাবরী মৌজার অন্তর্গত। প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই গ্রামের বাসিন্দা স্বর্গত ধীরদেব মল্লিক মহাশয় ভান্ডালী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলে এই গ্রাম ভান্ডানী নামে পরিচিত হয়।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, গ্রামসেবক,
ময়নাগুড়ি ব্লক, জলপাইগুড়ি।

উৎসব বিবরণী

অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন মহোৎসব

উত্তর ডাঙ্গাপাড়ায় প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে অষ্টপ্রহর ব্যাপী অখন্ড নাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আনুমানিক কুড়ি বৎসর পূর্বে এই গ্রামের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হরিমন্দিরে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনের উৎসব আরম্ভ করেন এবং এই উৎসবের সকল ব্যয় তিনিই বহন করেন। তবে বর্তমানে ইহা সর্বজনীন উৎসব। স্থানীয় গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা হরিনাম সংকীর্তনে যোগদান করিয়া থাকেন। হরি মন্দিরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য সেবা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ শ্রীপঞ্চমীর চার-পাঁচ দিন পূর্ব হইতে উৎসবের আয়োজন চলিতে থাকে। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে প্রভাত হইতে অষ্ট প্রহরব্যাপী অখন্ড নাম সংকীর্তন আরম্ভ হয়। এই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী ছয়-সাতটি গ্রামের বিভিন্ন কীর্তনীয়ার দল এই নাম কীর্তনে যোগদান করেন। পর দিবস ভোর হইতে মহা-প্রভুর ভোগের আয়োজন হইতে থাকে। ভোগের পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্তরা প্রত্যাবর্তন করেন। এই উৎসবের স্থানে প্রায় দুই হাজার ভক্ত ও শ্রোতার খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

রামানন্দী বৈষ্ণব সম্প্রদায় উৎসবের সেবায়েত।

ভান্ডালী (বনদুর্গা) পূজা

ভান্ডালী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিনমাসে শারদীয়া বিজয়া-দশমীর পরের দিন সাড়ম্বরে ভান্ডালী বা বনদুর্গার বার্ষিক পূজা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে ভান্ডালীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি দুর্গামূর্তির অনুরূপ। তবে দশভুজা নয়; দ্বিভুজা এবং বাহন সিংহ নহে, ব্যাঘ্র। ভান্ডালী-দেবীর সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশ মূর্তি থাকে। একাদশী তিথিতে পূজা আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নেই শেষ হয়। পূজান্তে বলি এবং সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। মানত স্বরূপ সাধারণতঃ পাঁঠা, খাসী, পায়রা ইত্যাদি দেবীর নিকট বলি দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন ফলমূল ইত্যাদির নৈবেদ্যও মানত দেওয়া হয়। এইরূপ মানতের সংখ্যা প্রায় তিন হইতে চার শত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু যাত্রী আসিয়া থাকেন। যাত্রীদের মধ্যে কিছু অ-হিন্দুও দেখিতে পাওয়া যায়। ভান্ডালী দেবীর প্রধান সেবায়েত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত, পদবী মল্লিক, গোত্র কাশ্যপ। উৎসবটি সম্প্রদায় বিশেষের হইলেও গ্রামের সর্ব-সাধারণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবীর নিত্য সেবার ব্যবস্থা আছে। বৎসরের বিভিন্ন সময় পূজা ও মানত দেওয়া হয়।

এই গ্রামে ভান্ডালী পূজার প্রচলন সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর পূর্বে দক্ষিণ উল্লাডাবরী মৌজা নিবাসী স্বর্গীয় ধীরদেব মল্লিক মহাশয় কুচবিহার জেলার অন্তর্গত মেকলিগঞ্জে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াইতে গিয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত ভান্ডালী দেবীর অলৌকিক কাহিনীর কথা জানেন এবং দেবীর নিকট মানত করেন যে, তাঁহার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে তিনি গ্রামে ভান্ডালীদেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়া দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তাঁহারই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিবেন। পরে মল্লিক মহাশয়ের বাসনা পূর্ণ হইলে তিনি তাঁহার অঙ্গীকার মত একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া ভান্ডালী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। সেই হইতেই এই গ্রামে ভান্ডালী দেবীর নিত্য সেবা ও বার্ষিক উৎসব চলিয়া আসিতেছে।

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

গেন্দ্রাপাড়া গ্রামে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের অষ্টমী তিথিতে স্থানীয় চা বাগানের জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি গত বাংলা ১৩৫৮ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রধানতঃ বানারহাট, মরাঘাট, কলাবাড়ী, মোগলকাটা, তোতাপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রী ও বিক্রেতার সমাগম হয়।

মেলায় দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকানই বেশী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য জিনিষপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, নৃত্যগীত ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া খেলা হয়।

মনসাপূজার মেলা

পূর্ব মল্লিকপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষ্যে সেবায়েতের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি আটাশ বৎসর হইল চলিতেছে। মেলায় প্রায় বার-তের শত যাত্রীর সমাগম হয়। তাঁহারা সাধারণতঃ সাকোয়াঝোড়া, গাদং, মাগুরমারী প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে আসেন। সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী অঞ্চলের যাত্রীরা ধূপগুড়ি ও বীরপাড়া গ্রামের। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী। বিক্রেতাগণ অধিকাংশই স্থানীয়। ইহা ভিন্ন প্রতি বৎসর ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা, প্রভৃতি স্থান হইতে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মনিহারী ও বিভিন্ন খাবারের দোকানই অধিক। আমোদ-প্রমোদের জন্য বিষহরির গান, বিভিন্ন ধর্মমূলক গান ও যাত্রাভিনয় হয়। শ্রোতার সংখ্যা প্রায় পাঁচ-ছয় শতের মত হইবে।

মাটিয়ালী থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ জয়ন্তি চা বাগান।১৩৮ ।১,৮৪৩·৮৪।৮২০।৩,০২৫

(ক) মুন্ডা, ও'রাও, সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, বাঙ্গালী, মাড়োয়াড়ী।

(খ) চা বাগানের শ্রমিক।

(গ) রেলস্টেশন মাটিয়ালী হইতে মোটরে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল বা হোলী উৎসব। দোল উৎসবটি এতদঞ্চলের সাঁওতাল ও ও'রাও সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট উৎসব। উৎসবের তিন-চারদিন পূর্ব হইতে ইহারা মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত করিতে থাকে।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সাহা, শিক্ষক,
জয়ন্তি চা বাগান,
পোঃ মেটেলী, জলপাইগুড়ি।

২। গ্রামঃ শামসিং চা বাগান।১৪১।১,৮৭৮·০১।১,০২৬।৫,১৩৬

(ক) নেপালী, ও'রাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, মাদেশিয়া, বাঙ্গালী, লেপচা, ভুটিয়া।

(খ) চা বাগানের শ্রমিক।

(গ) রেলস্টেশন মাটিয়ালী। মোটরবাস চলাচল করে। স্থানীয় নেপালী সম্প্রদায় প্রতি বৎসর শারদীয়া বিজয়া দশমী তিথিতে দশাই উৎসব পালন করেন। ইহা ভিন্ন ও'রাও, মুন্ডা ও সাঁওতাল সম্প্রদায় সাড়ম্বরে ফাগু বা বসন্ত পঞ্চমী উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) সম্প্রতি গ্রামে একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মিত হইয়াছে। চা বাগানের শ্রমিকেরা প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে 'ধুলে' পূজা করেন। এই পূজায় প্রায় সকল দেবদেবীর আরাধনা করা হয়। পূজার সময় ছাগল, হাঁস ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

শ্রীরত্নমণি প্রধান, প্রধান শিক্ষক,
শামসিং চা বাগান,
পোঃ মেটেলী, জলপাইগুড়ি।

৩। গ্রামঃ ইনডং চা বাগান।১৪৭।২,১৩০·৪৫।৭২২।২,৮৩৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ও'রাও, মুন্ডা, মাহালী।

(খ) চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইলের মধ্যে রেলস্টেশন। স্টেশন হইতে পি, ডাব্লিউ, ডি-র পাকা রাস্তায় কিছু দূরে অগ্রসর হইলে চা বাগানের একটি রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তা দিয়াই গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) ভাদ্র মাসে করম পূজা, কার্তিক মাসে ধব্সি উৎসব, ফাল্গুন মাসে ফাগুয়া উৎসব।

(ঙ) পনরই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উৎসব উপলক্ষ্যে ও ছাব্বিশে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে মেলা হয়।

(চ) চা বাগানকে কেন্দ্র করিয়া বসতিটি গড়িয়া উঠিতেছে। বেশীর ভাগ অধিবাসী চা বাগানের কাজে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীদুলাল কুমার দত্ত, চাকুরী,
ইনডং চা বাগান,
পোঃ মেটেলী, জলপাইগুড়ি।

৪। গ্রামঃ মঙ্গলবাড়ী।১৫০।১,৬০৮·৫২।৬৫৯।১,৮০৭

(ক) হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী, মাদেশিয়া ও আদিবাসী।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ও মোটর স্টেশন চাল্সা।

(ঘ) ভাদ্র মাসে মনসা বা বিষহরির পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা। ইহা ভিন্ন জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে চণ্ডী, কালী, বিষহরি, সন্ন্যাসী বুড়া কর্তা, তিস্তাবুড়ি প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামদেবীর এবং গ্রাম দেবতার স্থান আছে। গ্রামটি পাহাড়ের গায়ে উচ্চভূমিতে অবস্থিত। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এখানে কোন লোকবসতি ছিল না। পূর্বে মঙ্গলবার দিন এখানে একটি হাট বসিত। হাট হইতেই ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। গ্রামের প্রবীণ লোকদের নিকট হইতে শুনা যায় যে, মঙ্গলবার দিন হাট বসিত বলিয়া গ্রামটির নাম মঙ্গলবাড়ী হইয়াছে। বর্তমানে কিছুদিন হইল হাটটি অবশ্য বৃহস্পতিবারে বসিতেছে।

শ্রীনীরদ চন্দ্র সরকার, প্রধান শিক্ষক,
চালসা মহাবাড়ী স্পেশাল কেডার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চালসা, জলপাইগুড়ি।

উৎসব বিবরণী

করম পূজা

ইনডং চা বাগানে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে আদিবাসী শ্রমিকেরা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত করম পূজা করেন। এই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, অবিবাহিত এবং বিধবারা এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। উৎসবের দিন বন হইতে করম গাছের ডাল আনা হয়। কোন কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা তিনটি এবং কোন কোন সম্প্রদায় দুইটি ডাল আনিয়া মাটিতে পুঁতিয়া পূজা করেন। উক্ত পূজায় ছাগল, মুরগী ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। পূজান্তে আরম্ভ হয় "ডিয়াং" অর্থাৎ হাড়িয়া পানের পালা। উৎসবে যোগদানকারী সকলেই হাড়িয়া পান করিয়া সারা রাত নাচগান করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন।

গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা

মঙ্গলবাড়ী গ্রামের দেশী অধিবাসীরা (এতদঞ্চলে 'বাহে বাঙ্গালী' নামে অভিহিত) জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত ধান 'রোপা গাড়ার' (রোপন ইত্যাদির) পূর্ব পর্যন্ত অনেকগুলি গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। এই গ্রাম্য দেবদেবী হইল চণ্ডী, কালী, বিষহরি, সন্ন্যাসী বুড়াকর্তা, তিস্তাবুড়ী। বহুকাল পূর্ব হইতে বংশানুক্রমে এই পূজা চলিয়া আসিতেছে। পূজার সময় প্রত্যেকের বাড়ীতে ছোট ছোট খড়ের একচালা ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্যে কাঠের ছোট ছোট মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। এই সকল দেবদেবীর মধ্যে সন্ন্যাসী বুড়াকর্তা ও তিস্তাবুড়ীর পূজা বাঁশবাগানে বা কোন জঙ্গলের মধ্যে করা হয়। পূজার সময় খড়ের বা কাঠের যে সমস্ত মূর্তি তৈয়ারী করা হয় তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় না। এই সমস্ত গ্রাম্য দেবদেবীর পূজার সময় 'বাহে' সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকেন। এই পূজার জন্য উচ্চবর্ণের কোন ব্রাহ্মণ পূজারীর প্রয়োজন হয় না। বাহেদের এক শ্রেণীর লোক (ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন) পূজারীর কর্তব্য পালন করেন। পূজা শেষ করিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। এই পূজায় পাঁঠা, খাসী, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি উৎসর্গ করা হয় এবং পূজার শেষে ভোগের আগে গলা টিপিয়া এই সমস্ত পশুপাখী বলি বা হত্যা করা হয়। পূজান্তে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসব উপলক্ষ্যে পালাটিয়া গান ও যাত্রাভিনয় হয় এবং প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর মদ্যপান করেন।

ধব্‌সি উৎসব

কার্তিক মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ইনডং চা বাগানের নেপালী, ভুটিয়া প্রভৃতি চা-শ্রমিক ও কর্মচারীরা ধব্‌সি উৎসব করিয়া থাকেন। উৎসবকারীরা দল বাঁধিয়া নাচ-গান করিতে করিতে ও ছড়া বলিতে বলিতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ান এবং গৃহস্বামীর মঙ্গল কামনা করেন। প্রত্যেক গৃহস্বামী এই সব দলকে চাউল, ডাল, তেল, পয়সা ইত্যাদি দান করেন।

ছড়াগুলির শুরু সাধারণতঃ এইরূপ :

"ঝিল্‌ মিল্‌ ঝিল্‌কা ধব্‌সি-রে
আয় পুকিয়ো ধব্‌সী-রে" ইত্যাদি।

ফাগুয়া (দোল) উৎসব

ইনডং চা বাগানের শ্রমিকেরা ফাল্গুন মাসে ফাগুয়া উৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পালন করেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে নাচওয়ালী আনিয়া নাচগানের আয়োজন করা হয়। তবে বহিরাগতের সহিত 'মরদরাই' (পুরুষরাই) নাচেন এবং যে স্থানে নাচ হয় সেই ঘেরা স্থানের মধ্যে কুমারী মেয়েদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। তবে ঘেরার বাহিরে থাকিয়া নাচ-গান দেখিতে কোন বাধানিষেধ নাই। উৎসব উপলক্ষ্যে তিন দিন ধরিয়া নাচ-গান ও হাড়িয়া পান চলে।

মেলা বিবরণী

স্বাধীনতা দিবসের মেলা

ইনডং চা বাগানে প্রতি বৎসর পনরই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গ্রামের ফুটবল খেলার মাঠে গত তিন বৎসর ধরিয়া একটি মেলা বসিতেছে।

আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় আড়াই হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং খোলা জায়গায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। দোকানপাটগুলির অধিকাংশই খাবার ও মনিহারী দোকান।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নানারকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়।

মাদারিহাট থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : **মল্লাল গুড়ি** । ১৫।১,০০৮·৯০।১৪০।৮৭০

(ক) ওরাও, মুণ্ডা, খারিয়া, নেপালী, মেচ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন মাদারিহাট। কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতয়াত চলে।

(ঘ) গাঁও পুজা (গ্রাম পুজা), রোপনি পুজা, কাটনী পুজা, গো-পুজা।

(ঙ) ×

(চ) গাঁও পুজার স্থান আছে।

শ্রী জে, বি, কুজুরী, শিক্ষক,
বল্লালগুড়ি,
পোঃ মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি।

২। গ্রাম : **খাগড়াবাড়ি (হোসেনবাদ চা বাগান)**। ৪৩।৬৩৯·০৩।৩৫৪।১,৮২৭

(ক) হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল, ভুটিয়া, মুণ্ডা, ওরাও।

(খ) চা-বাগানের শ্রমিক।

(গ) গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে উত্তরে দলগাঁও রেলস্টেশন। পি, ডব্লিউ, ডি-র পাকা সড়ক এই গ্রামের মধ্য দিয়া যাওয়ায় মোটর চলাচলের সর্বপ্রকার সুবিধা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপুজা, কার্তিক মাসে কালীপুজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপুজা হয়। ইহা ছাড়া গ্রামপুজা, চৈত্র মাসে নারায়ণপুজা, জিতিয়া উৎসব এবং চান্দ্র মাস হিসাবে মুসলমানদের ঈদ্ ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালীপুজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। গত চার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) শুনা যায় পূর্বে এই অঞ্চলে প্রচুর 'খাগড়া' গাছ জন্মাইত বলিয়া গ্রামের নাম খাগড়াবাড়ি হইয়াছে। পরবর্তীকালে নবাব মোশারফ হোসেন সাহেব এই স্থানটি ক্রয় করিয়া চা-বাগান করেন। তাঁহার নামানুসারে স্থানটি হোসেনাবাদ নামে পরিচিত হইয়াছে।

শ্রীভরত নারায়ণ ঝা, প্রধান শিক্ষক,
হোসেনাবাদ চা বাগান বিদ্যালয়,
পোঃ বীরপাড়া,
জলপাইগুড়ি।

৩। গ্রাম : **বীরপাড়া চা বাগান** ।৪৫।৬,৪৪৩·০৪।১,৮৮০। ৮,২০২

(ক) সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডা, নেপালী, খারিয়া, লোহার, বরাইক।

(খ) চা-বাগানের শ্রমিক।

(গ) রেলস্টেশন দলগাঁও। পি, ডব্লিউ, ডি-র পাকা রাস্তায় মোটর চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজা, কার্তিক মাসে কালীপুজা এবং লক্ষ্মীপুজা, চৈত্র মাসে সত্যনারায়ণ পুজা।

(ঙ) দুর্গাপুজার মেলা। আশ্বিন মাসে। মেলাটি কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, শিক্ষক,
বীরপাড়া টি, জি, প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বীরপাড়া, জলপাইগুড়ি।

উৎসব বিবরণী

গ্রামপুজা

খাগড়াবাড়ি (হোসেনাবাদ চা বাগান) গ্রামে প্রতি বৎসর সর্বজনীন গ্রামপুজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামপুজার কোন নির্দিষ্ট তারিখ নাই; গ্রামবাসীদের সুবিধা মত যে-কোন দিন পুজা হয়। তবে সাধারণতঃ বৎসরের প্রথম দিকেই পুজাটি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামে একটি শিমুল গাছের নীচে গ্রাম দেবতার নির্দিষ্ট স্থান আছে—পুজা সেইখানেই হয়। এই পুজায় গ্রামের ছোট-বড় সকলে এক সংগে মিলিয়া গ্রাম-দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন যেন তাঁহাদের সকলের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা বজায় থাকে, সকলের দুঃখকষ্ট দূর হয় এবং গ্রামের সমষ্টিগত জীবন যেন সুখময় হয়।

পুজার দিন সাধ্যমত প্রত্যেকেই মুরগী, পাঁঠা, চাউল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র লইয়া আসেন এবং পুজান্তে সকলে একত্রে বসিয়া ঐ সমস্ত জিনিসের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করেন। মনে হয়, প্রাচীনকালে সমাজকর্তারা গ্রামের লোকদের একতাবদ্ধ জীবন যাপনে অনুপ্রেরিত করিবার জন্য এই পুজার প্রচলন করেন।

বল্লাল গুড়ি গ্রামেও স্থানীয় 'ওরাও, নেপালী ও মেচদের মধ্যে বৎসরে একদিন গাঁও পূজা (গ্রামপূজা) হইয়া থাকে। জঙ্গল কিম্বা নদীর ধারে গ্রাম দেবতার স্থান আছে। এই সঙ্গে অথবা পৃথকভাবে ইঁহারা 'রোপণি' ও 'কাটনী' পূজা এবং গো-পূজাও করিয়া থাকেন। এইসব পূজায় শূকর, পায়রা, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়। পায়রা ব্যতীত অন্যান্য পশুপক্ষী-গুলিকে বলি দেওয়া হয়। উৎসর্গকৃত পায়রাগুলিকে পূজান্তে উড়াইয়া দেওয়া হয়। এই পূজায় নির্দিষ্ট কোন পূজারী নাই। সাধারণতঃ গ্রামের বা সম্প্রদায়ের প্রধান লোকেরাই পূজারীর কর্তব্য পালন করেন। পূজা শেষে সাধারণ ভোজ হয়। এই পূজায় মদ্যপান অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয় ধর্মাচারও বটে।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

কালীপূজা উপলক্ষ্যে হোসেনাবাদ (খাগড়াবাড়ি) চা বাগানে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় দেড় একর জমিতে এই মেলাটি বসে। কালীপূজার রাত্রি হইতে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলাটি চলে। মেলার স্থানটির মালিক নবাব মোশারফ হোসেন। মেলাটি মাত্র গত চার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় প্রায় দুই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। গোপালপুর, বীরপাড়া, দলগাঁও, ডিমডিমা, বাগডালা প্রভৃতি স্থান হইতে সাধারণতঃ আদিবাসী এবং পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের যাত্রীগণ আসিয়া থাকেন। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে নারী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। যাত্রীরা সাইকেল এবং মোটর যোগে মেলায় যাতায়াত করেন।

স্থানীয় দোকান ব্যতীত বীরপাড়া এবং ডালমোর হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া দোকানপাট দিয়া থাকেন। দোকান-পাটের সংখ্যা আনুমানিক চল্লিশটি। উহার মধ্যে খাবারের দোকানই বেশী। ইহা ভিন্ন মনিহারী, কাপড়চোপড় ও অন্যান্য কতকগুলি দোকানপাট বসে।

কালীপূজা উৎসবে এই স্থানে আদিবাসী নৃত্য হয়। পুরুষ এবং নারীরা একত্রে নৃত্য করেন। প্রতি বৎসর এই স্থানে 'রামলীলা' নৃত্য হয়। কোন নির্দিষ্ট দল নাই।

ফালাকাটা থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : জটেশ্বর। ৭১।১,০৫৯·৬০।৫১৪।২,৭৫৩

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন দলগাঁও। মোটর বাস যোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব। উৎসব দুইটিই সর্বজনীন এবং পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে এক সপ্তাহ ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জটেশ্বর শিবের একটি মন্দির আছে।

গ্রামের নাম সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, একদা কোন এক জটাধারী সন্ন্যাসী এই গ্রামে শিবের একটি শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মূর্তিটি জটেশ্বর শিব নামে খ্যাত হইয়া আজিও গ্রামে বিরাজমান। সম্ভবতঃ উক্ত জটেশ্বর শিবের নামানুসারেই গ্রামের নাম 'জটেশ্বর' হইয়াছে।

শ্রীঅমরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
জটেশ্বর বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জটেশ্বর, জলপাইগুড়ি।

২। গ্রাম : ঝাড়বেলতলী। ৮০।১,০২১·০১।১৫৯।৮৭৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাদারীহাট।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে "রাধাকৃষ্ণ"-এর সর্বজনীন দোল উৎসব হয়। উৎসবটি দশ বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা পাঁচদিন স্থায়ী হয়। সেবায়েত জাতিতে রাজবংশী। পূজারী জনৈক অসমীয়া ব্রাহ্মণ।

(ঙ) দোলের মেলা। ফাল্গুন পূর্ণিমা হইতে পাঁচ দিন ব্যাপী। দশ বৎসর যাবত এই মেলাটি চলিতেছে।

(চ) ×

শ্রীজিতেন্দ্র মোহন চক্রবর্তী,
গ্রামসেবক,
পোঃ জটেশ্বর, জলপাইগুড়ি।

৩। গ্রাম : বেলতলী ভান্ডানী। ৮২।৮১৯·০২।২২০।১,০৭৯

(ক) রাজবংশী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাদারীহাট হইতে আসাম ট্রাঙ্ক রোড ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কালীদেবীর পূজা হয়। ইহা গ্রামের হিন্দুদের একটি সর্বজনীন উৎসব।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় সাতদিন ব্যাপী রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন পূর্ণিমা হইতে সাত দিন ব্যাপী।

(চ) গ্রামে একটি ঠাকুরবাড়ীতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ আছে।

শ্রীশীতল চন্দ্র চৌধুরী, চাকুরী,
ফালাকাটা সুভাষ পল্লী, জলপাইগুড়ি।

**৪। গ্রাম : প্রমোদনগর। (মৌজা—গুয়াবরনগর)।
৮৯।৯১১·৫৬।১৮৪।১,০০২**

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, পূর্ববঙ্গাগত হিন্দু, মুসলমান এবং উপজাতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় আট-দশ মাইল দূরে দলগাঁও রেলস্টেশন এবং দুই মাইল দূরে জটেশ্বর বাস স্টেশন। গ্রামের মধ্যে জেলা বোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে কার্তিক মাসে দুইটি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি অর্থাৎ রাজবংশী সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত পূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাদের পূজাটি মাত্র গত পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব পালন করেন। দোলযাত্রা উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন ব্যাপী, মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন পূর্ণিমা হইতে চার পাঁচ দিন ব্যাপী। মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি হরিসভা আছে। হরিসভাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র, শিক্ষক,
গ্রাম : প্রমোদনগর,
পোঃ জটেশ্বর, ও
শ্রীগোপাল চন্দ্র সেন, প্রধান শিক্ষক,
গুয়াবরনগর বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জটেশ্বর, জলপাইগুড়ি।

৫। গ্রাম: ফালাকাটা। ৯৬।১,২১৮·৯৬।
(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা, ধোপা, ওঁরাও, মেচ, মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দলগাঁও। গ্রামের মধ্য দিয়া জেলাবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রামের পাশ দিয়া জাতীয় সড়ক চলিয়া গিয়াছে। এই দুই রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রাম হইতে আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচ-বিহারে যাতায়াতের জন্য সরকারী ও বেসরকারী মোটর বাস পাওয়া যায়।

(ঘ) ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তী-পূজা। ইহাভিন্ন, এই গ্রামে 'জলোৎসব' ও মদন উৎসব নামে আরও দুইটি উৎসব পালন করা হয়।

জলোৎসবটি এই গ্রামের একটি বিশেষ উৎসব। কেবলমাত্র অনাবৃষ্টির সময় উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের দিন নিকটবর্তী, নদী, নালা বা ডোবা হইতে জল তুলিয়া আনিয়া গ্রাম-বাসীগণ উৎসবের নির্দিষ্ট স্থানে ঢালেন এবং পরে গ্রাম পরিক্রমণ করেন।

মদন উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের যুবক-যুবতী সকলে একসঙ্গে মিলিতভাবে নৃত্যগীত করেন এবং বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমণ করেন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে এই গ্রামে সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে এক মাসব্যাপী একটি বিরাট মেলা বসিত। উক্ত মেলায় বহু উট বিক্রয়ার্থে আমদানী করা হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নরনারী মেলা দেখিতে আসিতেন। বর্তমানে মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(চ) গ্রামে জংলী কালীমন্দির, মহাকাল মন্দির ও শীতলা মন্দির আছে। সব কয়টি মন্দিরেই মূর্তি আছে। পাঁচটি সিংহের উপর আসীনা 'ফালাকাটা দেবী'-র নামানুসারে গ্রামের নাম ফালাকাটা হইয়াছে, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই ধরণের 'কাটা' যুক্ত গ্রামের নাম এ অঞ্চলে আরও আছে, যথা—গয়েরকাটা, নাগরাকাটা, মোগলকাটা ইত্যাদি।

শ্রীশরৎ কুমার চন্দ, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে ডিষ্ট্রিক হ্যান্ড-বুকস জলপাইগুড়ি গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়।

Falakata—A village, the headquarters of a police station, situated on the east bank of the Mujnai river close to the boundary of Cooch Behar in 26° 31′ N. and 89° 13′E. It is also the headquarters of the *tahsil* of the same name which comprises the tract of country between the Jaldhaka and Torsa rivers. Falakata was formerly the headquarters of what is now the Alipur Duar subdivision. It has an important market at which some of the best jute, tobacco and mustard grown in the Western Duars are sold and is connected by a good, well bridged road with Madari Hat, the eastern terminus of the Bengal-Duars Railway. It is 32 miles from Jalpaiguri and 22 miles from Alipur Duar, the main road between which places passes through it. The Mujnai river is navigable up to Falakata by boats of 50 maunds burden throughout the greater part of the year. An annual fair, lasting about a month, is held in February on the occasion of the *Sripanchami* festival. Bhutias used to visit the fair in large numbers but few of them do so now.

[District Handbooks, 1951 : Jalpaiguri, by A. Mitra, p. civ].

৬। গ্রাম: ছোট শালকুমার মৌজার অন্তর্গত 'পশ্চিম শালকুমার' ও 'খাঁউচান' গ্রামের বিবরণী।
১০২।১,০৪৮·৮৮।১৯৮।১,০২৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাদারীহাট হইতে পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব।

(ঙ) দোলের মেলা। ফাল্গুন পূর্ণিমা হইতে দুই দিন। এই মেলাটি গত পনর বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) খাঁউচান নামে জনৈক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির নামানুসারেই গ্রামের নাম খাঁউচান হইয়াছে।

শ্রীফণীন্দ্র কুমার সরকার,
গ্রামসেবক,
ছোট শালকুমার, জলপাইগুড়ি।

কালীপূজার মেলা

প্রমোদনগর গ্রামে কার্তিক মাসে রাজবংশী সম্প্রদায়ের কালীপূজা উপলক্ষ্যে দেবীর মন্দিরের সম্মুখে প্রায় দুই বিঘা জমিতে দুইদিন ব্যাপী প্রত্যহ বিকালের দিকে একটি ছোট মেলা বসে। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন মেলা। মেলায় প্রায় তিনশত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে প্রধানতঃ রাজ-বংশীক্ষত্রিয় ও উপজাতি শ্রেণীর লোক দেখা যায়।

মেলায় মোট কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ অধিকাংশই স্থানীয়। আশেপাশের গ্রাম হইতেও কয়েকজন আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবারের দোকান ও মনি-হারী দোকানই বেশী। ইহা ভিন্ন অন্যান্য জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কুশান গান, যাত্রাভিনয় ইত্যাদি হইয়া থাকে।

দুর্গাপূজার মেলা

ফালাকাটা গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দশমীর দিন একটি মেলা বসে। এই সময় 'মুজনাই' নদীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেখিতে আশেপাশের গ্রামবাসীগণ সমবেত হন। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মেলায় বিক্রেতারা আসেন। ছোট বড় প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যাও কম নয়। সাধারণতঃ খেলনা ও মনিহারী জিনিসপত্র বেশী আমদানী হয়। ইহা ভিন্ন খাবার, বাসনপত্র, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির দোকানও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে পুতুলনাচ ও সার্কাস ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে এবং লটারী ও জুয়া খেলা হয়।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসর যাবত জটেশ্বর গ্রামে বেদাং বর্মণের ঠাকুর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বিঘা পরিমাণ জমিতে প্রতিদিন বিকালে একটি মেলা বসে। মেলার জমি বেদাং বর্মণ মহাশয়ের ব্যক্তিগত।

মেলায় সমাগত যাত্রীর সংখ্যা দেড় হাজারের মত। তাঁহারা সাধারণতঃ হিন্দু, মুসলমান ও রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত দূরাগত যাত্রীর সংখ্যা প্রায় চার-পাঁচ শত। যাত্রীরা প্রধানতঃ গো-যানেই যাতায়াত করেন।

মেলায় একশত হইতে দেড়শত দোকানপাট বসে। বিক্রেতা-গণ সাধারণতঃ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে অর্ধেকই প্রায় খোলা জায়গায় বসে।

মেলায় বিভিন্ন খাবারের দোকানও মনিহারী দোকান বেশী দেখা যায়। ইহা ছাড়া কয়েকটি কাপড়ের দোকান, বই-ছবি, ঔষধপত্রাদির, বাসন-কোসনের ও কয়েকটি শিল্পসামগ্রীর দোকানপাটও দেখা যায়।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে স্থানীয় বিষহরি গান, কুলীদের নাচ এবং যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। আনন্দানুষ্ঠানে যোগদানকারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

দোলযাত্রার মেলা

প্রমোদনগর গ্রামে দোল উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর গ্রামের মধ্য-স্থলে চার-পাঁচদিনের জন্য প্রত্যহ বিকালের দিকে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় এবং নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে যাত্রীদের সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী।

মেলায় মোট কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ অধিকাংশই স্থানীয়, কয়েকজন নিকটবর্তী গ্রাম হইতেও আসেন।

সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবারের দোকান, খেলনা ও মনিহারীর দোকানই বেশী।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কুশান গান, হোলি গান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে।

ঝাড়বেলতলী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে সর্বসাধারণের পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি দশ বৎসরের প্রাচীন এবং পাঁচ দিন ব্যাপী চলে। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু নরনারী এই মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতারা প্রধানতঃ ধিতপাড়া, ফালাকাটা ও জটেশ্বর হইতে আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশটি। বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য 'দোতরা' গানের আয়োজন করা হয়।

ছোটশালকুমার মৌজার অন্তর্গত পশ্চিম শালকুমার গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে 'পূজামাঠ' নামক দেবোত্তর প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি পনর বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় সর্বশ্রেণীর মোট প্রায় তিনশত স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। তবে প্রতি বৎসর ফালাকাটা ও মাদারীহাট হইতে কয়েকজন বিক্রেতা আসিয়া থাকেন। দোকানপাটগুলি অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় যাত্রার দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়।

বেলতলী ভান্ডানী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের বাজারে একটি সাত দিনের জন্য মেলা বসে। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ এই মেলায় যোগ-দান করেন।

মেলায় প্রায় পঁচিশটি দোকানপাট বসে। উহার অধিকাংশই খাবারের দোকান। ইহা ভিন্ন কয়েকটি মনিহারীর দোকানও বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

গ্রামে যাত্রাদল আছে। মেলায়, আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসরই যাত্রাভিনয় হয়।

কালচিনি থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : সাতালী বস্তী (মৌজা—সাতালী চা বাগান)
১১।১,৩৩০·৮৫।৭৬৯।৩,২২৯

(ক) মেচ্, ও'রাও, সাঁওতাল, হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাসিমারা। গ্রামের পাশ দিয়া পি, ডাব্লিউ ডি'র পাকা রাস্তায় চলাচলের সুবিধা আছে।

(ঘ) ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় দোলোৎসব ও চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবঠাকুরের পূজা।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীর নিকট হইতে জানা যায় যে, বহু পূর্বে এই গ্রামে মেচ্-জাতি একটি উৎসব পালন করিতেন। উক্ত উৎসবকে বড়ো অর্থাৎ মেচজাতির ভাষায় 'সাতালু হাঠাই' বলা হইত এবং উৎসবটি সাতদিন ব্যাপী চলিত। 'সাতালু হাঠাই' উৎসব হইতেই গ্রামের নাম সাতালী হইয়াছে।

আরও জানা যায় যে, পূর্বে এই গ্রামটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং মেচজাতিই এই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেন।

শ্রীকে, সি, অধিকারী, প্রধান শিক্ষক,
হাসিমারা হাই স্কুল,
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মন্ডল, সদস্য,
লোকাল ট্রাইব্যাল কমিউনিটি,
সাতালী বস্তী,
জলপাইগুড়ি।

২। গ্রাম : পোরো ফরেস্ট।

(ক) রাভা জাতির বাস।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দমনপুর ও আলিপুরদুয়ার জংশন। কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) শিব, ভানসারী, মানসারী, সুবচনী, মহাকাল, হরি এবং পোরো নামক দেবদেবীর পূজা হয়। রাভা জাতির নিজস্ব পূজা। মহাকাল ও হরির পূজা চৈত্রমাসে এবং অন্যান্য পূজা বারমাসই হয়। দেবদেবীর কোন মূর্তি নাই। পূজা ও উৎসবে সকলেই "হাড়িয়া" (পচাই মদ) পান করেন এবং হাঁস, মুরগী, পায়রা, শুকর প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। পূজারী রাভা সম্প্রদায়ভুক্ত। রাভা-রা পূজারীকে 'হজি' বা 'দানী' বলে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে বিভিন্ন দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র পাল, শিক্ষক,
পোরো ফরেস্ট,
পোঃ দমনপুর,
জলপাইগুড়ি।

বুকানন-হ্যামিলটনের বিবরণীতে (১৮১০) রাভা জাতির ধর্মাচরণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি পাওয়া যায়ঃ

"Rishi is their chief a most powerful deity, and he is considered as very old, and has a wife named Charipak. These two gods are supposed to live in heaven (Rongkorong). By the orders of Rishi a deity, named Takbobra, made this world; but he is not an object of worship. Every Rabha, who has the means, should once a year sacrifice a hog to Rishi, and a goat to Charipak, and at the same time he should make offerings of rice, liquor and flowers; but as such a sacrifice costs 15 Rs., many content themselves with performing this duty once in two or three years. There is no image of any of these Gods.

One of the terrestrial deities, Dhormong, who presides over Chorchachu, a very lofty mountain, that terminates the Garo hills towards the north-east, has been elevated, both by Rabhas and Garos, into a personage of great consequence, and is supposed to be the common inflictor of all evils. In common cases, such as sickness, the people content themselves with making an offering of any kind to this god, and do this in any wood near their house; but in great calamities, such as a long continued drouth, that threatens famine, the people ascend Chorehachu, where there is a large rock called Dorong, that is supposed to represent the God; and before this rude emblem they offer a black goat. The Rabhas also have adopted the warship of the village deities, and those which they endavour to appease by sacrifices are, Mohes, Dhonopal, Rakhal. Thakur, Sonaray, and Ruparay, all males, and Suvochoni and Chondi, both females. They seem to have no knowledge of a future state....

The persons among them, who have committed to memory the prayers, which are offered to Rishi, are called Roja, the appellation given by the Bengalese to all those who pretend to cure diseases by incantation. In each village of Rabhas are one or two Rojas, who pray at every sacrifice to Rishi, and on each occasion receive a piece of cloth, one-fourth of the hog, and some of the liquor. Any person, who chooses to learn the form of prayer, which is called Rishi Tatita, may become a Roja. . . . . . "

[District Handbooks. 1951 : Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cxxxviii]

৩। গ্রাম : জয়ন্তী।

(ক) বাঙ্গালী, বিহারী, নেপালী। গ্রামটি সংরক্ষিত বনবিভাগের একটি অংশ।

(খ) চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন জয়ন্তী।

(ঘ) আশ্বিনমাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা, ফাল্গুনমাসে শিবরাত্রি উৎসব ও মহাকাল পূজা। পনর বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) মহাকাল পূজার মেলা ফাল্গুনমাসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। ইহা ভুটান সীমান্তে বসে।

(চ) গ্রামে দুর্গা মন্দির আছে। গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে ভুটান সীমান্তের মধ্যে মহাকালের গুহা-মন্দির আছে।

শ্রীঅরুনোদন ভৌমিক, প্রধান শিক্ষক,
জয়ন্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ জয়ন্তী,
জলপাইগুড়ি।

উৎসব বিবরণী

শিবরাত্রি উৎসব ও মহাকালপূজা

জয়ন্তী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীর দিন হইতে তিন দিন পর্যন্ত মহাকাল শিবের পূজা ও উৎসব হয়। মহাকালের গুহা-মন্দিরটি স্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে উত্তরে ভুটান রাজ্যের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উঁচু জংগলাকীর্ণ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহা সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং আসামের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। উৎসবের তিন-চার দিন ব্যতীত গুহা-মন্দিরে কোন লোকজন বাস করেন না। মন্দিরটির প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। গুহাটি দূর হইতে মহাদেবের জটার মত দেখায়। মানত হিসাবে শিবরাত্রির সময় মিষ্টান্ন ইত্যাদি দেওয়া হইয়া থাকে। এই পূজায় কোনরূপ বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত নাই। বিহারী 'মহন্ত' পূজা বা উৎসবের প্রধান সেবায়েত।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় চার-পাঁচ হাজার তীর্থযাত্রীর আগমন হয়। প্রায় একশত হইতে দেড়শত মাইল দূরবর্তী স্থান হইতেও তীর্থযাত্রীরা আসিয়া থাকেন। প্রধানতঃ কুচবিহার জেলা, আলিপুর দুয়ার মহকুমা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যাত্রীরা আসিয়া থাকেন এবং প্রতি বৎসরই সাধু-সন্ত্যাদির আগমন হয়।

মেলা বিবরণী

দোলযাত্রার মেলা

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সাতালী বস্তী নামক স্থানে দোলোৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় জোতদারের প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন। মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তবে মেচ্ জাতির অন্তর্ভুক্ত যাত্রীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা প্রধানতঃ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে মহিষগাড়ী ও গরুরগাড়ী করিয়া আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আলিপুরদুয়ার, হ্যামিলটনগঞ্জ, হাসিমারা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর কাপড়চোপড় ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি লইয়া বিক্রয়ার্থে আসেন। দুই-চারটি ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, মাটির পুতুল, খেলনা, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র ইত্যাদি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া চিড়ামুড়কী, কলা প্রভৃতির দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান ও অন্যান্য প্রকার গান বাজনার ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়া কোন কোন বৎসর মেচ্ সম্প্রদায় ব্যক্তিদের দ্বারা মেচ্ ভাষায় যাত্রাগান বা পালাগানের ব্যবস্থা করা হয়।

শিবরাত্রি বা মহাকালের মেলা

জয়ন্তী হইতে পাঁচ মাইল দূরে উত্তরে ভুটান সীমান্তে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে মহাকাল মন্দিরে সংলগ্ন স্থানে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। আনুমানিক চার-পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী যাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান। ট্রেনে এবং মোটরে যাত্রীরা যাতায়াত করিয়া থাকেন।

মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা মোট পনর-কুড়িটি। তাহার মধ্যে খাবারের দোকানই বেশী। ইহা ভিন্ন মনিহারী ও অন্যান্য জিনিসের কয়েকটি দোকানপাট বসে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই দোকান দিয়া থাকেন।

আলিপুরদুয়ার থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : শালকুমার হাট। ৫১ ।১,৩৭৩·৫৬ ।৩১৪ ।২,৩৭৭

(ক) ক্ষত্রিয়, নেপালী, মেচ, মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাদারিহাট ও আলিপুরদুয়ার। গ্রাম হইতে আট মাইল দূরে মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) আশ্বিনমাসে বিজয়াদশমীর পরের দিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে ভান্ডালী (বনদুর্গা) পূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা, ফাল্গুনমাসে দোল ও চৈত্রমাসে চড়কপূজা এবং গ্রামপূজা হয়।

ভান্ডালী পূজাটি একদিনের ; দুর্গামূর্তি নির্মাণ করিয়া সর্বজনীন উৎসব পালন করা হয়। ভান্ডালীপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতা ও যাত্রী উভয়েই স্থানীয় গ্রামবাসী।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিকমাসের অমাবস্যা তিথি হইতে নয়-দশ দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের প্রধান পাড়ায় ভান্ডালীর নির্দিষ্ট স্থান এবং একটি কালীধাম আছে।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র অধিকারী, শিক্ষক,
অলংবার জুনিয়র বেসিক্ বিদ্যালয়,
পোঃ শালকুমার হাট,
জলপাইগুড়ি।

গ্রাম সম্পর্কে D.H.E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত মন্তব্য পাওয়া যায় :

"Named after sal trees which are near the taluk. Much damage to crops is done here by pigs. Most of the cultivators are Muhammadans who have come from Kuch Bihar".

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cci]

২। গ্রাম : কলাবাড়িয়া। ৫২ ।১,১৮১·১৩ ।১৮৬ ।১,৪৬৮

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মুন্ডা, বোড়ো এবং কিছুদিন হইল পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তু যথা নাপিত. জেলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সম্প্রদায় বসবাস স্থাপন করিয়াছেন।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পনর মাইল দূরে রেলস্টেশন আলিপুরদুয়ার। গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে পাকা রাস্তা দিয়া মোটর চলাচল করে। এই চার মাইল ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা।

(ঘ) চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে।

(চ) ×

গ্রাম হইতে বাহিরে যাইবার মাত্র একটি ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা আছে, তাহাও প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবত মেরামত হয় নাই। ফলে বর্ষাকালে এই রাস্তায় কোন কোন স্থানে একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া যায় এবং অতিশয় দুর্গম হইয়া পড়ে। গ্রামটির পূর্ব এবং উত্তরদিক জংগলাকীর্ণ। অসুখ-বিসুখে গ্রামের জনসাধারণ চিকিৎসার কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। ঝাড়া, ফুকার উপর তাঁদের আস্থা আছে এবং অসুখ-বিসুখে তাঁহারা নিজের বাড়ীতে প্রস্তুত মদ পান করেন। কালী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর নামে পায়রা, মুরগী, কলা ইত্যাদি মানত দেন এবং পূজা করেন।

শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র পন্ডিত, প্রধান শিক্ষক,
শালকুমার বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শালকুমার হাট,
জলপাইগুড়ি।

৩। গ্রাম : যোগেন্দ্রনগর। ৫৬ ।১,৩৫২·৮৭ ।২০৩ ।১,২৪১

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, নেপালী, মুন্ডা। পাঁচটি পাড়া বা 'টারী' আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে ষোল মাইল দূরে আলিপুরদুয়ার ও কুচবিহার রেলস্টেশন। গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে বড় রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। উক্ত রাস্তার সহিত গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তাটি সংযুক্ত।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ভান্ডালীপূজা, চৈত্র মাসে শিবপূজা।

(ঙ) ভান্ডালী পূজার মেলা। আশ্বিন মাসে বিজয়-দশমী তিথি হইতে তিন দিন ব্যাপী। প্রায় পনর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব, দুর্গা ও ভান্ডালী দেবীর মন্দির আছে।

গ্রামটি 'পাতলাখাওয়া' গ্রামেরই একটি অংশ বিশেষ। শুনাযায়, পাতলাখাওয়া গ্রামের এই অংশে যোগেন্দ্র

চন্দ্র রায় নামে এক সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম যোগেন্দ্রনগর হইয়াছে, তাহার বংশধরগণ এখনও জীবিত আছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম: যোগেন্দ্রনগর,
পোঃ শিলবাড়ী হাট,
জলপাইগুড়ি।

গ্রামের নাম সম্পর্কে D.H.E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত মন্তব্য পাওয়া যায়ঃ

"Patla=a name, khawa=to eat. The origin of the name of this taluk is not exactly known. Some allege that a leading Rajbansi named Patla Das ate rice here. The soil is sandy with much high land on which buffaloes are kept. The graves of three British officers who died of cholera in 1864-65 are here".

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cci]

৪। **গ্রাম: ঘাগরা।** ৮৮।১,২৪১·৯৬।৩৪০।১,৬১৭

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, গোয়ালা, কায়স্থ, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন আলিপুরদুয়ার কোর্ট। গ্রামের মধ্য দিয়া জেলাবোর্ডের ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। তবে গ্রামের নিকটে একটি নদী থাকায় সরাসরি নৌকায় গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমায় মহাকাল পূজা।

(ঙ) মহাকাল পূজার মেলা। ফাল্গুন পূর্ণিমা হইতে তিন-চার দিন ব্যাপী। মেলাটি ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) মহাকালের টিনের ছাউনীযুক্ত তিনটি মন্দির আছে।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র পাল, শিক্ষক,
ঘাগারা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি।

গ্রামের নাম সম্পর্কে D.H.E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত মন্তব্য পাওয়া যায়ঃ—

"Named after the Ghagra jhora. The taluk is a new one. Cultivators are Rajbansis and Muhammadans who have come from Rangpur and Kuch Bihar. Much injury is done to crops by pigs".

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cc]

৫। **গ্রাম: উত্তর মাঝেরডাবরী।** ৯৬।৯১৩·১০।১৪৪।৯২৯

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, বাবুজীবি, নমঃশূদ্র, সাঁওতাল, খরিয়া প্রভৃতি আদিবাসী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে দেড় মাইল দূরে আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন। রেলস্টেশন হইতে কাঁচা রাস্তা ধরিয়া মাঝে একটি নদী পার হইয়া গ্রামে পেঁছান যায়।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা।

(ঙ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি ছোট মেলা বসে।

(চ) গ্রামে টিনের ছাউনিযুক্ত একটি দুর্গামন্ডপ আছে। স্থানীয় রাজবংশীদের প্রত্যেকের বাড়ীতে দুইটি করিয়া দেবস্থান আছে। ইহার একটিতে কালী বা বিষ্ণু এবং অন্যটিতে মনসার অর্চনা করা হয়। গ্রামের বটগাছের তলায় মহাকালের স্থান আছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বিপদে-আপদে মহাকালের নিকট চিড়া, দই, কলা ইত্যাদি দিয়া পূজা ও মানত দেন। অনেকে মহাকালের নামে ষাঁড় মানত করেন। উক্ত ষাঁড়কে মহাকালের নিকট উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মহাকালকে খুব জাগ্রত দেবতা বলিয়া মানেন। পূজান্তে সকলেই ভোগের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। স্থানীয় অধিবাসীরা মাশান দেও নামে এক দেবতার উদ্দেশ্যেও দই, চিড়া এবং মুরগী উৎসর্গ করেন।

শ্রীরাম চন্দ্র দাস, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ উত্তর মাঝেরডাবরী,
জলপাইগুড়ি।

গ্রামের নাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"Manji or fishermen used to reside in this taluk; hence the name. There are only two jotes belonging to Rajbansis here. Crops are destroyed by pigs."

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cc]

৬। **গ্রাম: মদনপুর।** ১০০।১,০২৮·১৯ (**শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত**)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতী, কামার।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আলিপুরদুয়ার। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) অষ্টমী স্নান--পূর্ববংগ হইতে আগত হিন্দুগণ ১৯৫৬ সাল হইতে বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে এই উৎসবটি প্রচলন করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে নিকটবর্তী গ্রামগুলি হইতে বহু স্নানার্থীর আগমন হয় এবং তাঁহারা নিকটস্থ 'নুনাই' নদীতে পুণ্যস্নান করেন।

(ঙ) অষ্টমী স্নানের মেলা। চৈত্রমাসে একদিন। ইং ১৯৫৬ সাল হইতে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি আশ্রমে নিতাই গৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র রায়, শিক্ষক,
দমনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
জলপাইগুড়ি।

গ্রামের নাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"Named after Daman Das who was the first to settle here. The northern part is still under jungle."

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cc]

৭। গ্রামঃ চালনীপাক। ১০৩।১,৪৩২·৬৮।২৪৭।১,৪১৮

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল এবং পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তু।

(খ) কৃষিকার্য ও জতিব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন আলিপুরদুয়ার। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের শিবপূজা, নারায়ণ পূজা, বিষহরি পূজা, বাসন্তী পূজা, নবান্ন উৎসব এবং সাঁওতালদের বুড়াবুড়ি পূজা, আষাঢ়ী পূজা, জেঠ পূজা, পুষণ পূজা ও ফাগুয়া ইত্যাদি।

সাঁওতালদের বিভিন্ন পূজায় মোরগ, পায়রা, পাঁঠা ও শূকর বলি দেওয়া হয়। স্ত্রী-পুরুষ একসংগে হাঁড়িয়া (পচাই মদ) পান করিয়া উৎসবের কয়দিন নৃত্যগীত করেন।

পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের তত্ত্বাবধানে রথযাত্রা, মনসাপূজা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, রাস ও চড়ক ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীহরচন্দ্র নাথ, শিক্ষক,
গ্রামঃ চালনীপাক,
পোঃ ভাটীপাড়া,
জলপাইগুড়ি।

গ্রামের নাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"Chalni=a circular tray for cleaning paddy. The taluk is a circular one resembling a chalni; hence the name."

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cci]

৮। গ্রামঃ চন্ডীঝাড়। ১০৪।১,৩৭২·৭২।২৬৬।১,৩৩৮

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, নাথযোগী, মুসলমান এবং পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তু।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে আড়াই মাইল দূরে আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন।

(ঘ) বাসন্তীপূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, মনসাপূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, পৌষপার্ব্বন ও বাস্তুপূজা, চৈত্রসংক্রান্তি ও চৈতপরব, নবান্ন উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) চন্ডীর মন্দির বা চন্ডীবাড়ী আছে। প্রতি বাড়ীতেই মনসার স্থান আছে। বিভিন্ন পূজায় হাঁস, পায়রা, পাঁঠাবলি দেওয়া হয়।

শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার, শিক্ষক,
চন্ডীঝাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভাটীপাড়া,
জলপাইগুড়ি।

৯। গ্রামঃ টটপাড়া। ১১৯।১,৩৩৬·০৭।১৪১।৮৪০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন শামুকতলা রোড। গ্রামে পি, ডব্লিউ, ডি-র রাস্তা আছে।

(ঘ) শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা, বিষ্ণুপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিন মাসে। মেলাটি পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীসূর্য কুমার বসাক, শিক্ষক,
পোঃ মজিদখানা,
জলপাইগুড়ি।

১০। গ্রামঃ দক্ষিণ চালকর। ১২৫।৮০০·২৫।১৪২।৬৬৪

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, কুর্মী, সাঁওতাল, ও'রাও, মুন্ডা, মুসলমান, গোয়ালা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আলিপুরদুয়ার। আলিপুরদুয়ার হইতে সলশালবাড়ী হইয়া ও ঢালকর গ্রামের মধ্য দিয়া একটি পাকা রাস্তা শিবকাটা বাগানে চলিয়া গিয়াছে, এই রাস্তায় মোটর চলাচল করে।

(ঘ) শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, কার্তিক পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা।

রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নবান্ন উৎসবটি একটি বড় উৎসব। কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের জন্য কেহ কেহ দুর্গাপূজায় পায়রা বা পাঁঠা মানত দিয়া থাকেন। অষ্টমী এবং নবমী পূজায় মানতের পশুপক্ষীগুলি বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে শিব ও শীতলা পূজা করা হয়।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র দে ভৌমিক, শিক্ষক,
গ্রামঃ দক্ষিণ পানিয়ালগুড়ি,
পোঃ মাঝেরডাবরী,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"Dhal or Dhalu-undulating. The land here is undulating; hence the name. The land is still under jungle."

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cc]

১১। গ্রামঃ মহাকালগুড়ী। ১৫২।৫৭৫·০৮।১১২।৬৪০

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মেচ, নেপালী, মাদেশিয়া এবং পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তু।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কামাখ্যাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার। শামুকতলা হাটখোলা হইতে মোটরবাস পাওয়া যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব (মহাকালের পূজা) ও দোল উৎসব। ইহা ব্যতীত স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বড়দিন উৎসব পালন করেন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে।
শিবরাত্রির মেলা ফাল্গুন মাসে।
দোলযাত্রার মেলা ফাল্গুন মাসে।

(চ) মহাকাল শিবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবরাত্রি উৎসবে মহাকালের নিকট হাঁস, পাঁঠা প্রভৃতি মানত ও বলি দেওয়া হয়। নিত্য পূজা স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত গোঁসাই-এর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

মেচ ও সাঁওতাল উপজাতিদের অধিকাংশই খৃষ্টধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের নিকট 'বড়দিন' একটি প্রধান উৎসব। এই উৎসবে তাঁহারা নাচ-গান ও বাজনাসহ আমোদ আহ্লাদ করেন।

শ্রীমাইকেল বসুমাতা, প্রধান শিক্ষক,
মহাকালগুড়ি মিশন উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ সাঁওতালপুর,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"It named after mahakal the deity who governs wild animals and is supposed to reside here. Much of this taluk was first cultivated by Meches and lately by the Santals who have a colony here."

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cxcviii]

১২। গ্রামঃ চেপানী।১৬৫।১,৩৬২·০৩।১১৪।১,০৩৫

(ক) হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন শামুকতলা রোড। গ্রামে জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে মহাকাল শিবের পূজা ও উৎসব। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা।

(ঙ) মহাকাল শিবপূজার মেলা। ভাদ্র মাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) মহাকালের মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং খড়ের চালাযুক্ত দুইটি দুর্গামন্ডপ আছে।

শ্রীগোকুল চন্দ্র দেবনাথ, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ চেপানী,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"Named after the Chapa or Champ tree (Michelia Champaka) which used to grow here. The taluk is a well cultivated one....The cultivators are Rajbansis and Muhammadans. Much injury is done to crops by pig."

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. xcix]

21 RGI/64

১৩। গ্রাম : তালেশ্বরগুড়ী। ১৬৭।৭৪৮·৬০।২০২।৯৬৪

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মেচ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) আলিপুরদুয়ার-সাঁওতালপুর মোটর রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন শামুকতলা রোড।

(ঘ) চৈত্রসংক্রান্তির দিন মহাকালের (তালেশ্বর) পূজা ও উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) মহাকালের (তালেশ্বর) স্থান আছে।

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত তালেশ্বর শিবের নামানুসারেই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে তালেশ্বরগুড়ী।

শ্রীচন্দ্রকান্ত দেব রায়, প্রধান শিক্ষক,
তালেশ্বরগুড়ী ১নং বি, এল, পি, বিদ্যালয়,
পোঃ মজিদখানা,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

" Is named after the deity, Talessar who is believed to remain here. The taluk is full of jungle. "

[District Handbooks, 1951 : Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cxcviii]

১৪। গ্রামঃ উত্তর মজিদখানা।

১৬৮।১,০৮১·৬৬।৩২৬।১,৭০৯

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, বড়াইক, মুন্ডা, খারিয়া এবং পূর্ববংগ হইতে আগত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন শামুকতলা রোড।

(ঘ) রাধাকৃষ্ণ পূজা।

(ঙ) ×

(চ) হরিমন্দির ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে।

মজিদখানা গ্রাম সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রামবাসীদের মুখে নিম্নলিখিত ছড়াটি শুনিতে পাওয়া যায়ঃ

চানকাত ভেলাকাত
হুজুরে ছিল থানা
মেয়ে নাই, পুত্র নাই
বাঁধছে মজিদখানা।।

চানকাত এবং ভেলাকাত নামে দুই প্রতাপশালী মুসলমান সহোদর ভাই ছিলেন, তাঁহাদের কোন পুত্র-কন্যা ছিল না। এ অঞ্চলে মুসলমানগণের তখন বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। নমাজ পড়ার জন্য দুই ভাই এই অঞ্চলে প্রথম পাকা মস্‌জিদ তৈয়ারী করেন। এই জন্য তাঁহাদের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং মুখে মুখে উপরিউক্ত ছড়াটি প্রচারিত হয়। মস্‌জিদ হইতে গ্রামের নাম মজিদখানা হইয়াছে। মসজিদটির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। এবং উহার সম্মুখে প্রায় এক একর পরিমাণ একটি দীঘি আছে। সংস্কার অভাবে বর্তমানে দীঘিটি মজিয়া গিয়াছে।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক,
কামারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মজিদখানা,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

" Masjid=mosque, khana=place. A mosque supposed to be over 200 years old and to have been built by Chand Kait and Bhela Kait, two Muhammadans who had some influence over the Bhutias, exist here. The taluk obtains its name from this. Most of the cultivators are Muhammadans. The crops grown are paddy, jute and mustard-seed and tobacco."

[District Handbooks, 1951 : Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cxcviiii]

১৫। গ্রামঃ চিকলিগুড়ী (পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব)।

১৭২।৮৪৫·৮৫।৯২৮।৬১০
১৭৩।৮৭৭·৭১।৯৫৬।৮২৩
১৭৪।১,৩৬৮·২৫।২৯৫।১,৫৯৭

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, রাভা, মুসলমান, মোদক, সাহা, কায়স্থ, মাহিষ্য, মুচি, ব্রাহ্মণ।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কামাখ্যাগুড়ি। গ্রামের মধ্যে জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। গ্রামের পশ্চিমাংশে "রায়ডাক" নদী।

(ঘ) অগ্রহায়ণমাসে জগদ্ধাত্রী পূজা, ফাল্গুনমাসে দোল উৎসব, বুড়াঠাকুর, বাঘশুর ও কালশুর-এর পূজা।

(ঙ) জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণমাসে।

দোলের মেলা। ফাল্গুনমাসে একদিন। এই মেলাটি পচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) বুড়া ঠাকুরের স্থান ও দুইটি হরিমন্দির আছে।

শ্রীজিতেন্দ্র মোহন ভৌমিক, শিক্ষক,
চিকলিগুড়ী বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কামাখ্যাগুড়ি,
জলপাইগুড়ি।

১৬। গ্রামঃ সোনাপুর।

(ক) হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে নয় মাইল পূর্বে আলিপুরদুয়ার রেল-স্টেশন। গ্রামে যাতায়াতের প্রশস্ত রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা। প্রায় বত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিনমাসে। মেলাটি বত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পাটশোলার বেড়া ও টিনের চৌচালাযুক্ত একটি দুর্গামন্ডপ এবং মহাকালের স্থান আছে।

শ্রীবানীতোষ সাহা, প্রধান শিক্ষক,
সোনাপুর ১ নং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়,
পোঃ পাঁচকলগুড়ি,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"So called after Sona Das who was a Mondal here. Most of the taluk is cultivated by Rajbansis who grow paddy and mustard-seed. Pigs do much injury to crops. The soil is a sandy loom."

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p. cci]

উৎসব বিবরণী

বুড়াঠাকুরের পূজা

চিকলিগুড়ী গ্রামে স্থানীয় রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা বহু প্রাচীনকাল হইতে বুড়াঠাকুরের পূজা করিয়া আসিতেছেন। অনেকেই বুড়াঠাকুরকে শিব বলিয়া মনে করেন। বুড়াঠাকুরের সহিত একই সঙ্গে বাঘশুর ও কালশুর-এর পূজা হইয়া থাকে। বুড়াঠাকুরের পোষাক রাজকীয়, বাহন হস্তী। ব্যাঘ্রাসনে অধিষ্ঠিত বাঘশুরের যোদ্ধার বেশ এবং পীতবর্ণ। এই পূজার নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই এবং রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই কেহ কেহ পূজারীর কর্তব্য পালন করেন। বুড়াঠাকুরের পূজায় পাঁঠা, খাসি, পায়রা, হাঁস, মুরগী মানত করা হয়। উহার মধ্যে পাঁঠা ও খাসি বলি দেওয়া হয়। হাঁস, মুরগী, পায়রার গলা মুচড়াইয়া হত্যা করিয়া উৎসর্গ করা হয়।

[রাভা জাতির পূজা পার্বণের বিশেষ রীতিনীতির জন্য কালচিনি থানার অন্তর্ভুক্ত পোরো ফরেস্ট গ্রাম বিবরণীতে দ্রষ্টব্য]

ভান্ডালী পূজা

যোগেন্দ্রনগর গ্রামে বিজয়া দশমীর পর একাদশী তিথিতে মহাসমারোহে ভান্ডালীদেবীর পূজা হইয়া থাকে। কিংবদন্তী অনুযায়ী ভান্ডালী নামে দুর্গাদেবীর এক ভগিনী ছিলেন। শারদীয়া দশমীতিথিতে দুর্গাদেবী মর্তবাসীর পূজা শেষ করিয়া যখন স্বগৃহে ফিরিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে ভগিনী ভান্ডালী-দেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দুর্গার পূজার সংবাদ পাইয়া এবং নিজে পূজা না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিলে দুর্গাদেবী বলিলেন যে, "তুমি আগামীকল্য (একাদশীর দিনে) মর্তে আবির্ভূতা হও, সেখানে তোমার পূজা হইবে।" তখন হইতেই একাদশীর দিন হইতে ত্রয়োদশী পর্যন্ত ভান্ডালীদেবীর পূজা হইয়া আসিতেছে। দুর্গাপূজার ন্যায় অত্যন্ত সমারোহের সহিত এই পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। দেবীর সহিত কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী থাকেন। দেবী সিংহবাহনী এবং চতুর্ভুজা। উৎসবটি উত্তর বংগের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। পূজান্তে সর্ব-জনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গ্রামে প্রায় এক বিঘা দেবোত্তর জমি সহ ভান্ডালী দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরের পিছনে নদী ও সম্মুখে একটি রাস্তা। দেবী মন্দির ছাড়া অপর দুইটি ঘর আছে। একটিতে ভোগ রান্না হয় এবং অন্যটিতে গান উপলক্ষ্যে যাঁহারা আসেন তাঁহাদের এখানে থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনটি ঘরই খড়ের ছাউনীযুক্ত।

জগদ্ধাত্রীপূজার মন্ত্র ও রীতি অনুযায়ী এই পূজা হইয়া থাকে। মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না।

সন্ধি এবং অষ্টমী পূজায় পাঁঠা, মহিষ এবং পায়রা বলি দেওয়া হয়।

মহাকাল পূজা

চেপানী গ্রামের মহাকাল দেবের পূজা এবং উৎসবটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। ভাদ্রমাসের শেষ রবিবার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মহাকালের পূজা হয়। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের সর্বজনীন উৎসব হইলেও এই উৎসবে স্থানীয় সকল অধিবাসীই যোগদান করেন। ডারসি নদীতীরে জংগলের মধ্যে প্রায় পাঁচ বিঘা দেবোত্তর জমি সহ খড়ের চালাযুক্ত মহাকালের একটি মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে লিংগরূপে মহাকালদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং একটি অংগুরী, একটি ত্রিশূল, একটি শংখ, একটি খড়্গ ও এক জোড়া কাঁসার পাদুকা আছে। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরাই মহাকাল দেবের সেবায়েত এবং ইঁহাদের মধ্যে অধিকারীরাই মহাকালের নিত্যপূজা ও উৎসবে পূজারীর কাজ করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত ধ্যানে মহাকালের পূজা হইয়া থাকেঃ

ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দন্ড-খট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।।
ব্যাঘ্রচর্মাবৃত কটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্।
ত্রিনেত্রমূর্ধকেশঞ্চ মুন্ডমালা বিভূষিতম্।।
জটাভার-লসচ্চন্দ্রখন্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্।।

মহাকালদেবের নিত্যপূজায় এবং বাৎসরিক উৎসবে অনেকে পয়সা-কড়ি, দুধ, কলা, গাঁজা, পাঁঠা, হাঁস, পায়রা প্রভৃতি মানত করেন। পূজা শেষে পশু এবং পাখী বলি দেওয়া হয়। শোনাযায়, পূর্বে মহাকালের নিকট শূকর, মোরগ, মুরগী, ডিম ইত্যাদিও বলি দেওয়া হইত।

তালেশ্বরগুড়ীতে মহাকালদেব তালেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি গ্রামের সাধারণের দেবতা। পূর্বে একটি পাকা মন্দির ছিল এবং মন্দিরের নিকট একটি বিরাট প্রাচীন বটগাছ ছিল। বর্তমানে এই দুইটির একটিও নাই। তবে এই স্থানটিতে চৈত্রসংক্রান্তির দিন স্থানীয় অধিবাসীরা অনেক ঘটা করিয়া পূজা দেন। পূজান্তে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তালেশ্বর দেবের নিকট শালু কাপড়ের নিশান ও ধূপদীপ নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

ঘাগারা গ্রামে ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমাতিথি হইতে আরম্ভ হইয়া দুই-তিন দিন যাবত মহাকালের পূজা ও উৎসব হয় মহাকালের লিংগ মূর্তি। গ্রামে মহাকালের টিনের ছাউনীযুক্ত তিনটি গৃহ বা মন্দির আছে। মন্দিরগুলির চারিদিক নানারূপ গাছপালা পরিবেষ্টিত। গ্রামবাসীরা যাহাতে বেশ কয়েকদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব করিতে পারেন তাহার জন্য দোল পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর এক একটি মন্দিরে পূজা হয়। উৎসবটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন। পূর্বে ইহা গ্রামস্থ রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব ছিল। দেশ বিভাগের পর পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তুরাও এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। মহাকালের পূজার কোন নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত নাই। যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই মহাকালের পূজা করিতে পারেন। ইহাই এই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ধরাবাঁধা কোন ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত না থাকায় প্রায় প্রতি বৎসরই পুরোহিত বদল হয়। অবশ্য পূর্বে জনৈক অসমীয়া ব্রাহ্মণ মহাকালের স্থায়ী পূজারী ছিলেন। চাল, চিড়া, গুড়, কলা, দুধ ইত্যাদি মহাকালের নৈবেদ্যের উপাচার। পূজার দ্বিতীয় দিনে মহাকালের নিকট পাঁঠা, পায়রা ইত্যাদি মানত ও বলি দেওয়া হয়। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দোল পূর্ণিমার পাঁচ-সাতদিন পূর্ব হইতেই উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। মহাকালের পূজায় অনেক ভক্ত প্রয়োজনীয় ধর্মাচার হিসাবে গঞ্জিকা সেবন করেন।

মেলা বিবরণী

অষ্টমী স্নানের মেলা

দমনপুর গ্রামে অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে নুনাই নদীর পশ্চিম-পাড়ে শ্রীশ্যাম চিন্তামণি বৈষ্ণবের প্রায় দুই বিঘা জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। পূর্ববংগ হইতে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুরাই এই মেলার প্রবর্তন করেন। মেলাটি মাত্র দুই বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। নিকটস্থ গ্রামাঞ্চল হইতে অনূ্ন এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। নারী যাত্রীর সংখ্যা বেশী। এই মেলায় আনুমানিক ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। দোকান-পাটগুলির মধ্যে অধিকাংশ মিষ্টান্ন ও মনিহারীর দোকান। ইহাছাড়া কয়েকটি কাপড়চোপড়, ধামা, কুলা, মাটীর পুতুল ও খেলনা ইত্যাদির দোকানপাট প্রতি বৎসর আলিপুরদুয়ার মহকুমা হইতে আসিয়া থাকে।

মেলায় কীর্তন গানের ব্যবস্থা থাকে।

কালীপূজার মেলা

শালকুমার হাট মৌজায় প্রতি বৎসর কার্তিকমাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে মুনসী পাড়াতে দেবোত্তর প্রায় ছয় বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি নয়-দশ দিন চলে এবং কুড়ি বৎসরের প্রাচীন। মেলায় বিকালের দিকেই বেচাকেনার ভীড় হয়। আশেপাশের বার-চৌদ্দ মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতা ও লোকজন আসেন। মোট দোকানপাটের সংখ্যা পঁচিশটি। উহার মধ্যে ময়রার ও মনিহারী দোকান ভিন্ন বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান ও অন্যান্য কয়েকটি দোকানপাট বসে। যাত্রীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, মনসার গান ও কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আশ্বিনমাসে টটপাড়া গ্রামে স্থানীয় অধিবাসী শ্রীইন্দ্রজিৎ বর্মনের তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন একটি মেলা বসিয়া আসিতেছে। মজিদখানা, তালেশ্বরগুড়ী, পুকুরিয়া, যশোভাংগা, সলশালবাড়ী, এবং আলিপুরদুয়ার হইতে সকল সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় চারশত যাত্রীর সমাগম হয়।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, আসাম এবং সলশালবাড়ী হইতে বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া দোকান দিয়া থাকেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা আনুমানিক দেড়শত হইবে। অধিকাংশ দোকানপাট খোলা জায়গায় বসে। উহার মধ্যে খাবারের দোকান, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, মনিহারী, ঔষধপত্র, বইছবি, কৃষিসংক্রান্ত জিনিষপত্র এবং কারু-শিল্পজাত দ্রব্যাদির দোকানপাট থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাগরদোলা, সার্কাস ও যাত্রা-ভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং জুয়া ও লটারী খেলা চলে। মেলায় বাহির হইতে পেশাদারী যাত্রার দল আনা হয়।

সোনাপুর গ্রামে আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেবী মন্দিরের সম্মুখে হাটখোলায় এগ্রিকালচারেল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির প্রায় তিন বিঘা জমির উপর বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় বত্রিশ বৎসরের প্রাচীন এবং পূর্বের তুলনায় গত চার বৎসর যাবত মেলায় লোক সমাগম বৃদ্ধি পাইয়াছে। মেলাটিতে প্রায় ছয়-সাত শত নরনারীর সমাগম হয়। পাতলাখাওয়া, তপসীখাতা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে যাত্রীরা আসিয়া থাকেন। মেলায় মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে।

বিক্রেতারা অধিকাংশই স্থানীয়। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান ও অন্যান্য কয়েকটি দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই একটি দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীনারায়ণ চন্দ্র রায়।

দোলযাত্রার মেলা

চিকলিগুড়ি গ্রামে ফাল্গুনমাসে দোল উৎসব উপলক্ষ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রায় তিন-চার বিঘা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন। মেলা প্রাঙ্গণে একটি আস্ত বাঁশ পুঁতিয়া উহার সহিত চৌদোলায় বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে রাজবংশী, রাভা, মুসলমান প্রভৃতি সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন হাজার যাত্রী এই মেলায় আসেন। আলিপুরদুয়ার, কামাখ্যাগুড়ি, ভাটিবাড়ী, ধলপল প্রভৃতি স্থান হইতে মিষ্টান্ন, মনিহারী, হাঁড়িকুড়ি, পুতুল, খেলনা, শাঁখা, ইত্যাদি জিনিসপত্রের বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় দুইশতটি দোকান বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় দল কর্তৃক কুশানগান, যাত্রাগান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

ভান্ডালী পুজার মেলা

যোগেন্দ্রনগর গ্রামে ভান্ডালীপুজা উপলক্ষ্যে আশ্বিন মাসের বিজয়াদশমীর পরের দিন অর্থাৎ একাদশী তিথি হইতে স্থানীয় জোতদারের প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা পরিমাণ জমির উপর তিন দিন ব্যাপী প্রত্যহ বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র পনর বৎসরের প্রাচীন।

পাতলাখাওয়া এবং শালকুমার ইউনিয়ন হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় শত যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় যাত্রীরা প্রধানতঃ গরুর গাড়ী এবং মহিষের গাড়ীতে আসেন।

শালকুমার এবং পলাশবাড়ী হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ মেলায় দোকান দিয়া থাকেন। দোকানপাটের সংখ্যা আনুমানিক আশি-নব্বুইটি এবং উহার অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। মেলায় খাবারের দোকান ও মণিহারী দোকানই বেশী।

আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামে যাত্রার দল আছে এবং কোন কোন বৎসর বাহির হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে।

মহাকালের মেলা

ঘাগারা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুনমাসে দোলপূর্ণিমায় মহাকালের পুজা উপলক্ষ্যে মন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই-তিন বিঘা দেবোত্তর জমির উপর তিন-চার দিন ব্যাপী প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন। মেলায় আনুমানিক পাঁচ-সাত শত নরনারীর সমাগম হয়। ইঁহারা সাধারণতঃ নিকটবর্তী আলিপুরদুয়ার, পররপাড়ি, বণ্ডু-কামারী ভোলারডাবরী, তপসীখাতা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে আসিয়া থাকেন। সমাগত যাত্রীর মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং সাত-আট জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রতি বৎসর আলিপুরদুয়ার ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। দোকানপাটের মধ্যে খাবার ও মনিহারীর দোকানই বেশী, ইহা ভিন্ন অন্যান্য দুই একটিও দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য পৌরাণিক গান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রাদল আসিয়া থাকে।

চেপানী গ্রামে ভাদ্রমাসের শেষ রবিবারে মহাকালদেবের বাৎসরিক পুজা ও উৎসব উপলক্ষ্যে মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমিতে তিন দিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। প্রায় আট-দশ মাইলের মধ্যবর্তী গ্রাম হইতে এই মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয় শত যাত্রীর সমাগম হয়। আলিপুরদুয়ার ও শামুকতলা বাজার হইতে বিভিন্ন জিনিসপত্র লইয়া বিক্রেতারা আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় একশতটি এবং প্রায় সবগুলিই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কৃষ্ণযাত্রা, ভাওয়াল সন্ন্যাসী গান ও মনসামংগল গান হয় এবং জুয়া ও লটারী খেলা চলে। গ্রামের নিজস্ব কৃষ্ণযাত্রার দল আছে—অধিকারীর নাম শ্রীরমেশ চন্দ্র সরকার, গ্রাম ও পোঃ চেপানী, ভাওয়ালগানের অধিকারীর নাম শ্রীচাঁন্দবর রায়, গ্রাম ও পোঃ চেপানী।

কুমারগ্রাম থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : চকচকা (পশ্চিম, পূর্ব)।
১৮১।৬৫৬·০৯।২১৩।৪৮৯
১৮২।১,২৬৮·২০।১৫৫।৮৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও'রাও, মেচ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জোড়াই। গ্রামে জেলা-বোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুনমাসে দোল উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) ×

শুনা যায় বহুকাল পূর্বে গ্রামে চকচকা নামে একটি বৃহৎ বিল ছিল। উক্ত বিলের নামানুসারেই গ্রামের নাম চকচকা হইয়াছে। চকচকা গ্রামটি দুইভাগে বিভক্ত। ১৩৩০ সনে রায়নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে গ্রামটি দুইভাগে বিভক্ত হওয়ায় পূর্ব ও পশ্চিম চকচকা নামকরণ করা হইয়াছে।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম : পূর্ব চকচকা,
পোঃ বারবিঘা,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়:

"Is named after a kind of bright sand which is in the soil. The taluk is under jungle."

[District Handbooks, 1951: Jalpaiguri, by A. Mitra, p.cc]

২। গ্রাম: বারবিশা। ১৮৫।১,৭৮০·২৯।২৮৭।১,৪৪২

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, জেলে, তাঁতি, কুমার, ওঁরাও, পাহাড়ী ও খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন জোড়াই। গ্রামের পাশ দিয়া পি, ডব্লিউ, ডি-র নির্মিত কুমারগ্রাম-জোড়াই পাকা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে কালীপূজা এবং মাঘমাসে সরস্বতী পূজা।

(ঙ) হরিমন্দিরের মেলা। তিন দিন ব্যাপী।

(চ) ×

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়, কৃষিজীবি,
বারবিশা,
জলপাইগুড়ি।

৩। গ্রাম: পশ্চিম নারাথলী।
১৯২।১,৪৩২·১৮।২৩০।১,৪৫৫

(ক) মেচ, সাঁওতাল, রাজবংশী ক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কামাখ্যাগুড়ি। গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) ভান্ডালী পূজা। প্রতি বৎসর আশ্বিনমাসের বিজয়াদশমী ও একাদশী তিথিতে গ্রামে ভান্ডালী পূজা ও উৎসব হয়। দেবীর ভৈরব মহাদেব। পূজায় বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) ভান্ডালী পূজার মেলা। আশ্বিনমাসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ভান্ডালীদেবীর মন্দির আছে।

শ্রীবিরজা কান্ত চক্রবর্তী, শিক্ষক,
গ্রাম: পশ্চিম নারাথলী,
পোঃ কামাখ্যাগুড়ি,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়:

"Nara Das Bairagy, a man of some influence, formerly resided in this taluk, which is therefore named after him. There is a lot of jungle on every side of this taluk and crops suffer from injury by pigs and wild buffaloes. A few Muhammadans and Rajbansis have jotes here. They grow only paddy. The soil is a sandy loam. Several clumps of Betelnut trees here indicate that the taluk was once well cultivated."

(District Handbooks, 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra, p. ccii)

৪। গ্রাম : কামাখ্যাগুড়ি (মৌজা—নারাথলী)।
১৯৪।১,৫৬৭·৫৭।৩৫৪।২,০১৮

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মেচ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কামাখ্যাগুড়িতেই রেলস্টেশন আছে। রেলস্টেশন হইতে পি, ডব্লিউ, ডি'-র রোড এবং টি, আর, রোড ধরিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) আষাঢ়মাসে অম্বুবাচী তিথিতে কামাখ্যাপূজা।

(ঙ) ×

(চ) ×

কামাখ্যাদেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম কামাখ্যাগুড়ি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

শ্রীপ্রভুদয়াল মছারী,
গ্রামঃ দক্ষিণ নারাথলী,
পোঃ কামাখ্যাগুড়ি,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"There was an idol Kamaksha Thacur " under a palas tree here. The taluk thus obtains its name. It is entirely under jungle.

(District Handbooks, Jalpaiguri, 1951, by A. Mitra, p. ccii)

৫। গ্রামঃ চেঙ্গমারী। ১৯৯।৯৬৮·২৯।৫৫৫।৮৫২

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ও'রাও, মুন্ডা, নেপালী, সাঁওতাল, মেচ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জোড়াই। গ্রামের মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে পি, ডব্লিউ, ডি-র রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সর্বজনীন বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি পনর-ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিন। মেলাটি পনর-ষোল বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বাসন্তীদেবীর মন্দির আছে।

শ্রীপুলিন চন্দ্র দাস,
প্রেসিডেন্ট, চেঙ্গমারী ইউনিয়ন বোর্ড,
পোঃ কুমারগ্রাম,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"A wealthy man named Cheng Das was the first to squat in the taluk, hence it is called 'Chengmari'. Another story is that cheng fish used to be caught in the ponds of the taluk. The cultivators are chiefly Meches and Rajbansis. The soil is a clayey loam on which paddy is chiefly grown. Land is irrigated here. Crops are injured by pigs, and occasionally by wild elephants. The Rydak river has diluviated land here."

(District Handbooks, 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra p. ccii)

৬। গ্রামঃ পাগলারহাট। ২০২।৫৬২·৮৬।৫০।৩৬৭

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জোড়াই।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিকমাসে কালীপূজা।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন। মেলাটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীপুলিন চন্দ্র দাস,
প্রেসিডেন্ট, চেঙ্গমারী ইউনিয়ন বোর্ড,
শ্রীমদন সিংহ বরুয়া,
পুস্পরীগ্রাম,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়ঃ

"A hat or market was established by one Pagla kotal in the taluk; hence it is called Paglar hat. The cultivators are only Rajbansis. The soil is a clayey loam. The only crop grown is paddy".

(District Handbooks, 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra, p. ccii)

৭। গ্রামঃ কুমারগ্রাম। ২০৩।১,৩৫৮·৩১।৩৭৪।১,৯৭৮

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, রাভা, মেচ, ও'রাও, মুন্ডা, নেপালী, সাঁওতাল, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায়, চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে জোড়াই রেলস্টেশন প্রায় বার মাইল, আলিপুরদুয়ার পঁয়ত্রিশ মাইল, আলিপুরদুয়ার জংশন আটত্রিশ মাইল এবং জয়ন্তী রেলস্টেশনটি প্রায় কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। সংকোশ

চা বাগান হইতে কুমারগ্রাম হইয়া জোড়াই রেল-স্টেশন পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে কোচবিহার শহরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোটরবাসে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা আছে। কুমারগ্রাম হইতে আলিপুরদুয়ার হইয়া আলিপুরদুয়ার জংশন পর্য্যন্ত এবং কুমারগ্রাম হইতে জয়ন্তী পর্য্যন্তও পাবলিক মোটরবাস আছে। কুমারগ্রাম হইতে আলিপুরদুয়ার ও জয়ন্তী যাইতে ভয়াবহ 'রায়ডাক' নদী পার হইয়া যাইতে হয়। সেইজন্য বর্ষাকালের কয়েকমাস যাত্রীরা জোড়াই হইয়া বেশীর ভাগ যাতায়াত করেন।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে মহাকালপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কুমারগ্রাম বন্দরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে মহাকাল নামে খ্যাত শিবের টিনের ছাউনিযুক্ত একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একটি পাথরকে শিবরূপে পূজা করা হয়। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে মহাকালের পূজা হইয়া আসিতেছে। ফাল্গুন-মাসে শিবচতুর্দশীতে বিশেষ পূজা ভিন্ন বৎসরের অন্যান্য তিথিতেও পূজাদি হয়। মহাকালের নিকট সাধারণতঃ পাঁঠা মানত দেওয়া হয়। সেবায়েত পশ্চিম দেশীয় এবং পূজারী বঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণ।

কালীপূজাটি প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

জগদ্ধাত্রী পূজাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। প্রতি-বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা নবমীতে যথারীতি পূজা হয়। দেবীর মৃন্ময় মূর্তি আছে; প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না। আসাম দেশীয় ব্রাহ্মণ, দেবীর পূজারী। পূজার দিন প্রসাদ বিতরিত হয় এবং দেবীর সম্মুখে ছাগ, হাঁস, পায়রা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামের বাহির হইতে গান-বাজনার দল আনা হয়।

দুর্গাপূজাটি প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। প্রতি বৎসর মাটির মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে কোন কোন বৎসর মেলাও বসে।

(ঙ) জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে তিনদিন।

(চ) গ্রামে মহাকাল শিবের টিনের ছাউনিযুক্ত একটি মন্দির আছে। প্রতি ঘরে মনসার স্থান আছে।

শ্রীমদন সিংহ বড়ুয়া,
প্রেসিডেন্ট, কুমারগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ড,
গ্রাম : পুখরীগাঁও,
পোঃ কুমারগ্রাম,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায় :

"Its original name was Kongargaon. A man named Hansha Deb Kongar resided in the taluk, and the Bhutias therefore named the place 'Kongargaon'. The soil is much clayey on which only paddy is grown. Some of the lands are irrigated. The cultivators are only Rajbansis. Pigs injure crops in the northern part of the taluk."

(District Handbooks, 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra, p. ccii)

৮। গ্রামঃ পুখরীগাঁও। ২২৩।৭৬২·৮৬।১৩৪।৭৯৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জয়ন্তী বা আলিপুরদুয়ার।

(ঘ) আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা এবং কার্তিকমাসে সর্বজনীন কালীপূজা। কালীপূজাটি পূর্বে তিন-চারটি গ্রামের অধিবাসীরা মিলিতভাবে করিত। বর্তমানে মাত্র কুড়ি-পঁচিশটি ঘর মিলিয়া এই পূজাটি করেন। মহিষ, ছাগ, হাঁস, পায়রা ইত্যাদি মানসিক স্বরূপ দেবীর নিকট বলি দেওয়া হয়। দেবীর মাটির মূর্তি আছে। পূজারী আসাম দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত তিনদিন ব্যাপী মেলা চলে।

(চ) ×

শ্রীমদন সিংহ বড়ুয়া,
প্রেসিডেন্ট, কুমারগ্রাম ইউনিয়নবোর্ড,
গ্রাম : পুখরীগাঁও,
পোঃ কুমারগ্রাম,
জলপাইগুড়ি।

এই গ্রাম সম্পর্কে D. H. E. Sunder-এর Settlement Report of 1895-এ নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায় :

"A Brahmin named Kalia Patra dug a tank (puskarni or pukur) in the taluk; hence the name Pukarigaon was given to it by the Bhutias. The soil blackish clay on which only Haimanti paddy is grown. The cultivators are entirely Rajbansis."

(District Handbooks, 1951, Jalpaiguri, by A. Mitra, p. ccii)

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

পাগলারহাট গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে অমাবস্যা-তিথিতে আরম্ভ হইয়া তিনদিন ব্যাপী কালীপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন। অধুনা ইহা সর্বজনীন উৎসব হইলেও মূলে ইহা স্থানীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদেরই উৎসব ছিল। এখনও উৎসবটি স্থানীয় রাজবংশীরাই পরিচালনা করেন। উৎসবে যদিও গ্রামের সর্বশ্রেণীর লোকেই যোগদান করেন; কিন্তু মূল পূজা-অর্চনায় রাজবংশী ভিন্ন অন্য কেহ অংশ গ্রহণ করেন না।

গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে। পূর্বে মন্দিরটি মাটির ছিল, বর্তমানে টিনের ছাউনি দিয়া একটি পাকা মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। এই মন্দিরেই উৎসবের তিনদিন যথারীতি পূজাদি হইয়া থাকে। অমাবস্যা তিথিতে পূজা শেষে দেবীর নিকট বলি দেওয়া হয়। পূর্বে মহিষ বলি দেওয়া হইত। সাধারণতঃ মানত হিসাবে পাঁঠা, পায়রা ইত্যাদি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী দেবশর্মা। উৎসবটির প্রস্তুতি আরম্ভ হয় প্রায় পনর দিন পূর্ব হইতে। কালীর নিত্য পূজা ব্যবস্থা নাই। কাহারও মানত্ থাকিলে নিজেদের সুবিধামত যে-কোন দিনে পূজা করেন।

আশেপাশের গ্রামের বহু রাজবংশী এই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবে আমোদ-প্রমোদের কিছু ব্যবস্থাও করা হয়।

কামাখ্যাদেবীর পূজা

কামাখ্যাগুড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ়মাসে অম্বুবাচী তিথিতে সাড়ম্বরে কামাখ্যাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। কামাখ্যাদেবীর বাহন ব্যাঘ্র। দেবীর চতুর্হস্তে যথাক্রমে ত্রিশূল, চক্র, ধনু ও শর। উৎসবটি অম্বুবাচীর সাতদিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হয় এবং অম্বুবাচীর কয়দিন চলে। মানত স্বরূপ দেবীর নিকট পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পাগলারহাট নামক স্থানে স্থানীয় জোতদারের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন এবং দুইদিন চলে। সাধারণতঃ দিনের শেষভাগে মেলাটি জমে। আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় সকল সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী।

মেলায় মোট পনর-কুড়িটি দোকান বসে। ইহার অধিকাংশই তেলেভাজা ও ময়রার দোকান। ইহা ভিন্ন কয়েকটি মনিহারীর দোকানও দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর যাত্রাভিনয়, কুশান-গান, দোত্‌রাগান, রামায়ণ গান ও পল্লীগীতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা

কুমারগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর তিনদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। সাধারণতঃ বেলা দ্বিপ্রহর হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মেলাটি চলে।

আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়ন হইতে মেলায় সর্বশ্রেণীর প্রায় দুই-আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। প্রধানতঃ মনিহারী, মিষ্টান্ন ও পান-বিড়ির দোকানই মেলায় অধিক দেখা যায়।

বাসন্তীপূজার মেলা

চেংমারী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষ্যে দেবীর মন্দির সংলগ্ন দুই-তিন বিঘা জমির উপর দুইদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পনর-ষোল বৎসরের প্রাচীন এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরাই মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় বিক্রেতারা আসেন। দোকানগুলির মধ্যে তেলে-ভাজা, মিষ্টান্ন, মণিহারী, বই-ছবি প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

মেলা উপলক্ষ্যে কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামের একটি যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীখেলারাম অধিকারী, সাং চেংমারী, পোঃ কুমারগঞ্জ।

ভান্ডালী পূজার মেলা

পশ্চিম নারাথলী গ্রামে ভান্ডালী পূজা উপলক্ষ্যে আশ্বিন-মাসের শারদীয়া বিজয়া দশমীর চারদিন পরে স্থানীয় জোতদারের প্রায় এক বিঘা জমিতে বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় দুইশত যাত্রী আসেন। মেলায় খাবারের দোকান ও মনিহারী দোকান বসে। কামাখ্যা-গুড়ির কয়েকজন বিক্রেতা প্রতি বৎসর মেলায় মাটির খেলনা ও হাঁড়ি-কুড়ির দোকান দিয়া থাকেন।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দোতরা গান, মনসামঙ্গল প্রভৃতি পালাগানও অনুষ্ঠিত হয়।

হরিমন্দিরের মেলা

প্রতি বৎসর বারবিশা গ্রামে তিনদিনব্যাপী হরিমন্দিরসংলগ্ন দেবোত্তর জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় একহাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় পঁচিশ-ত্রিশটির মত দোকানপাট বসে। ঐ সকল দোকানপাটের মধ্যে মণিহারী ও কাপড়চোপড় প্রভৃতির দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া কয়েকটি মিষ্টান্ন, বই-ছবি, বাসন-কোসন ইত্যাদির দোকান এবং শামুকতলা ও কুচবিহার হইতে শিল্পজাত দ্রব্যের দুই-চারিজন বিক্রেতা আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা ও থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়।

॥ দার্জিলিং ॥
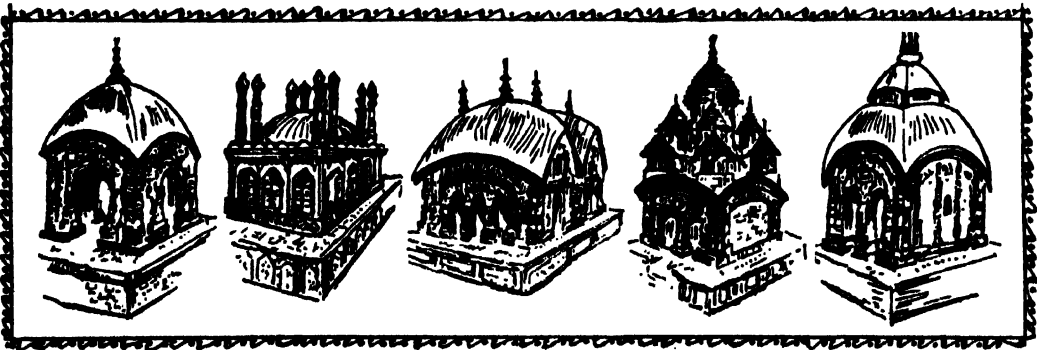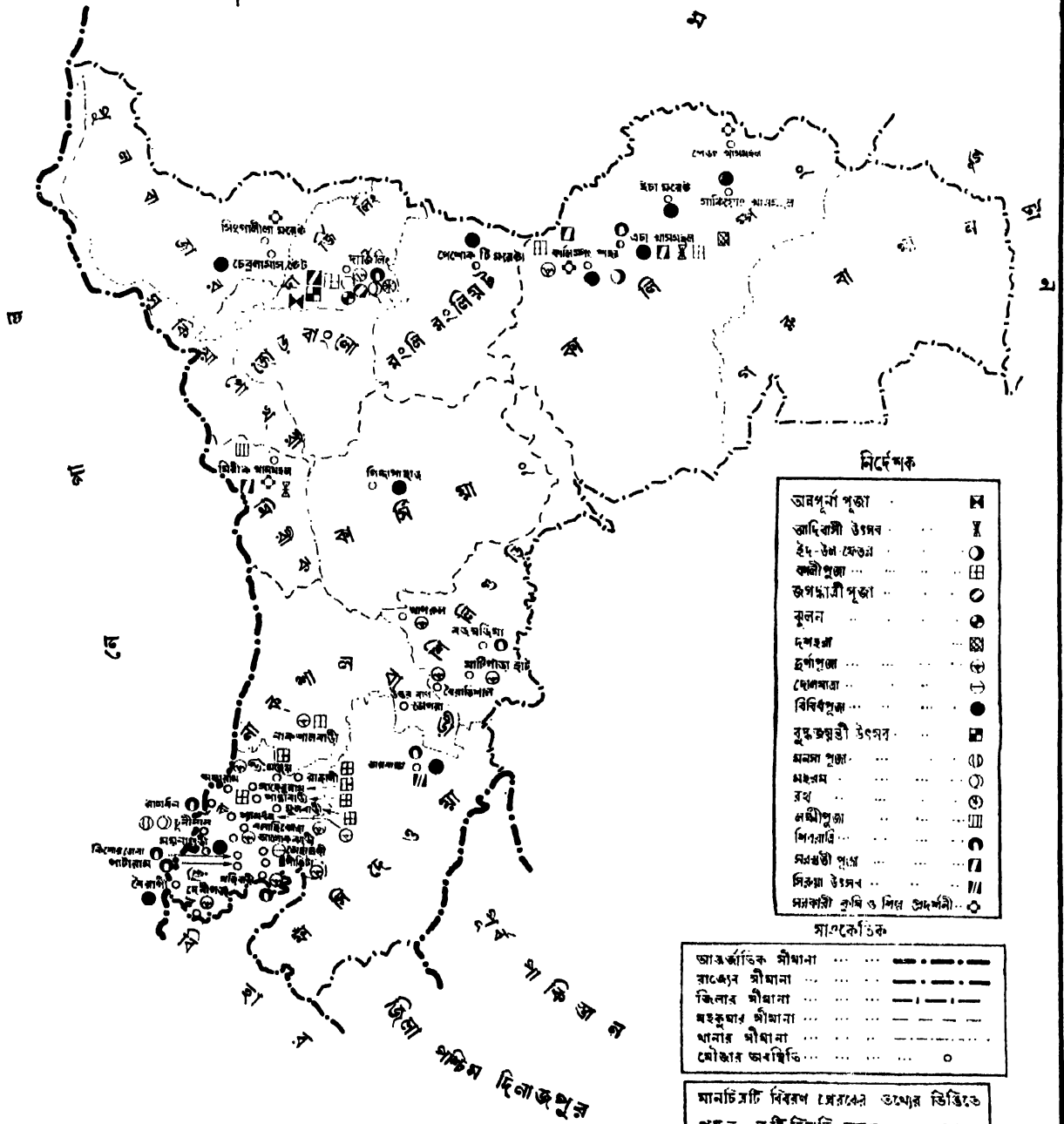
জিলা দার্জিলিং
পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য উৎসব
উত্তর
দার্জিলিং
জেলা পশ্চিম দিনাজপুর
নির্দেশক
অন্নপূর্ণা পূজা
আদিবাসী উৎসব
ইদ-উল-ফেতর
কালীপূজা
জগদ্ধাত্রী পূজা
ঝুলন
দশহরা
দুর্গাপূজা
দোলযাত্রা
বিবিধপূজা
বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব
মনসা পূজা
মহরম
রথ
লক্ষ্মীপূজা
শিবরাত্রি
সরস্বতী পূজা
সিরুয়া উৎসব
সরকারী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের সীমানা
জিলার সীমানা
মহকুমার সীমানা
থানার সীমানা
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি বিচ্যুতি সম্ভব।— সম্পাদক

জিলা দার্জিলিং
মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম
উত্তর
সিকিম
জিলা জলপাইগুড়ি
জিলা পশ্চিম দিনাজপুর
নির্দেশক
কালীপূজা ম
দুর্গাপূজা ঠ
দোলযাত্রা দ
বিবিধপূজা জ
মহরম এ
শিবরাত্রি ম
সরকারী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী :
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের সীমানা
জিলার সীমানা
মহকুমার সীমানা
থানার সীমানা
মৌজার অবস্থিতি ০
অনুষ্ঠিত মেলায় লোকসংখ্যা যথা, ১০০
লোকসমাগমের সংখ্যা জানা না থাকিলে ?
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।— সম্পাদক।

জিলা দার্জিলিং
মেলার মানপঞ্জী
উত্তর
নির্দেশক
বৈশাখ ১
জ্যৈষ্ঠ ২
আষাঢ় ৩
শ্রাবণ ৪
ভাদ্র ৫
আশ্বিন ৬
কার্তিক ৭
অগ্রহায়ণ ৮
পৌষ ৯
মাঘ ১০
ফাল্গুন ১১
চৈত্র ১২
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্য সীমানা
জিলার সীমানা
মহকুমার সীমানা
থানার সীমানা
মৌজার অবস্থিতি
এবং
সময় অনির্দিষ্ট
জিলা পশ্চিম দিনাজপুর
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।— সম্পাদক

জিলা দার্জিলিং
প্রতীক-গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনাস্থলাদির বিন্যাস
উত্তর
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের সীমানা
জিলার সীমানা
মহকুমার সীমানা
থানার সীমানা
মৌজার অবস্থিতি
প্রতীক-গোষ্ঠী সংকেত
কালী, দুর্গা প্রভৃতি শক্তির প্রতীক
শিব
কৃষ্ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার প্রতীক
বৌদ্ধ
গ্রাম্য বা লৌকিক দেবদেবী
গীর্জা
মসজিদ
জিলা পশ্চিম দিনাজপুর
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি বিচ্যুতি সম্ভব। — সম্পাদক।
যে স্থানে এখনও পূজা, আরাধনা অথবা ভক্ত সমাগম হয়, সেই উপাসনার প্রতীক অনুযায়ী মানচিত্রটিতে স্থান নির্দেশিত হইয়াছে।

কিংবদন্তী আছে যে দার্জিলিং-এর অবজরভেটরী পাহাড়ের এক গুহায় দুর্জয়লিঙ্গ নামে এক মহাকালের মন্দির ছিল। এই দুর্জয়লিঙ্গের নামানুসারেই দার্জিলিং নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সিকিমের প্রসিদ্ধ দার্জিলিং মঠের শাখারূপে পূর্বে এখানে একটি তিব্বতীয় বৌদ্ধমঠ ছিল বলিয়াও শোনা যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নেপালীরা এ অঞ্চল জয় করিবার সময় ঐ মঠ ধ্বংস করেন, কিন্তু পরে উহা পুনঃ নির্মিত হয়। ঐ মঠের ভিতর চারিদিকে পাকা বারান্দাযুক্ত একটি ছোট মন্দিরে মহাকাল নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গটি শ্বেত পাথরের। উক্ত মূর্তির পার্শ্বে পাথরে অস্পষ্ট খোদাই করা একটি বুদ্ধ মূর্তিও আছে এবং উভয় মূর্তির মধ্যস্থলে একটি বড় ত্রিশূল প্রোথিত। বর্তমানে এই মন্দিরেই মহাকালের নিত্যপূজা এবং শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী ও মহালয়া তিথিতে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্যক্তি এবং জনৈক নেপালী ব্রাহ্মণ মহাকালের নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভক্তরা উক্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পুরোহিত দ্বারা এবং হিন্দুগণ উক্ত নেপালী ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করান। দিনান্তে ভক্তদের নিকট হইতে অর্থাদি যাহা পাওয়া যায় তাহা উভয়ে সমানাংশে ভাগ করিয়া লন। বর্তমান মহাকালের মন্দির হইতে কিছু নীচে উল্লিখিত গুহার মুখটি দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তরা অনেকে ঐ গুহার মুখে তৈল প্রদীপ দিয়া মহাকালের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান।

মহাকালের মন্দিরের নিকট পৃথক একটি বাঁধানো বেদীর উপর পাথরে খোদাই করা সুন্দর একটি কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীমূর্তির বাম পার্শ্বে পদ্মের উপর উপবিষ্ট একটি বুদ্ধমূর্তি এবং ডান পার্শ্বে একটি শীলাখণ্ডও কালীদেবীর সহিত নিত্য পূজিত হয়।

দার্জিলিং শহরে কয়েকটি পুরাতন চার্চ, বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু মন্দির ও মসজিদ আছে। এ সম্পর্কে ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক হইতে নীচে উদ্ধৃতি দেওয়া হইল:—

"The town contains a number of places of worship for the various communities living in it. Formerly Observatory Hill was crowned by a Buddhist monastery but it had been destroyed by the Gurkhas when they overran the country in the early part of the 19th century. It was rebuilt on its former site but was then removed to Bhutia Basti lower down the hillside. This was destroyed by the 1934 earthquake and the present fine structure was then built as a gift of His Highness Sir Tashi Namgyal, K.C.S.I., K.C.I.E., the Maharaja of Sikkim. Management vests in the leading Buddhist monastery which is at Ghum where worship is conducted by the Yellow Sect of Lamaism. It is famous for its image of the coming Maitreya Buddha and for the Lama dances that are held there. The monastery buildings at Ghum were damaged in the 1934 earthquake but were restored by the munificence of the late Sardar Bahadur S. W. Laden La, C.B.E. Additions were the gift of Messrs. Sharab Lama and Sons of Darjeeling. The Nepali Tamang Gompa is a monastery for Nepali Buddhists. It was built in 1926 and is situated below the Waddell Road in the Judge Bazar.

The most noteworthy Hindu temple in the town is the Dhirdham temple built in the year 1938 by His Highness the Maharaja Sir Joodha Shamshere Jung Bahadur Rana, Prime Minister of Nepal, and opened by his son His Excellency Commanding General Bahadur Shumsher Jung Bahadur in May 1939. It is near the Railway Station and is visited for worship by all sections of Hindus in Darjeeling. It is the only shrine of its kind in India and is unique for the beauty of its architecture in the Nepali style. Contributions from many Hindus including one of Rs. 1,000 from Maharaja Sir Nripendra Narayan of Cooch Behar and a grant of land by the Municipality in 1890 enabled the Bengali Hindus of Darjeeling to construct buildings for religious and social purposes. One of these, the Nripendra Narayan Public Hall, is used as a common meeting place for Hindus and for *puja* celebrations. The Gopal Mandir, a temple used exclusively for worship, is located on the premises where there is also a public library. Elsewhere in the town Rai Parasuram Agarwalla Bahadur, the senior partner of Messrs. Mohanlal Shewlal, presented a large dharamsala which is open to all Hindu communities.

Christian places of worship are numerous. There are three Anglican Churches of which St. Andrew's Church, Darjeeling, is the oldest ecclesiastical building in the district. Its foundation stone was laid on St. Andrew's Day, 1843, and the Church was then built at a cost of Rs. 9,000. It has accommodation for 150 persons and the Chaplain of Berhampur used to come to Darjeeling for two periods of six weeks to minister to residents. Later the church was struck by lightning, was rebuilt in 1870 and was consecrated by Bishop Milman in 1873. A clock was added to the tower at the time of rebuilding and by various subsequent additions the accommodation was increased to 450. The walls

have a number of inlaid tablets to the memory of some of the early residents and settlers, chief among them being Lieutenant-General Lloyd, the discoverer of Darjeeling.

St. Luke's Church, Jalapahar, is the second church built in that cantonment. The first was built in 1867 but was later dismantled and replaced by the present building in a more central position. St. George's Church, Lebong, was built in 1908 and accommodated 80 people. It was damaged in the 1934 earthquake and had to be abandoned. Worship now takes place in a temporary building loaned from the Military authorities. St. Paul's School has an interesting chapel built in the modern style on a prominent site and St. Michael's School (now Darjeeling Government College) also has a beautiful chapel.

The churches of the Roman Catholic Church had their origin in the communities which grew up around two schools. The Church of St. Francis of Assisi was a wooden one erected in 1885 next to the Capuchin seminary and an Indian Chapel was built in 1889 next to the North Point College. As the community in the town increased, a larger church, that of the Immaculate Conception, was built in 1893 contiguous to the Loreto Convent and the wooden church was transferred to Jalapahar. In 1908 a church dedicated to St. Michael was erected at Lebong. The Church of Scotland has St. Columba's Church in Darjeeling and took over the Union Church in 1935.

The Muslim community has three mosques in the town maintained by the Anjuman Islamia, Darjeeling. The Juma Masjid on the Botanical Gardens Road was built at a cost of Rs. 15,000 and accommodates 1,000 worshippers. The Chhotti Masjid in the Butcher Basti was reconstructed at a cost of Rs. 12,000 and accommodates 400. The Anjuman also maintains a two-storied *musafirkhana* built at a cost of Rs. 15,000 to accommodate visitors to Darjeeling irrespective of creed. It contains 21 rooms out of which 5 are family suites.

The Brahmo community has a mandir near the Victoria Hospital. As far as is known, other religious communities have no special place of worship of importance. In the outskirts of the town there are burial grounds and burning *ghats* for the various communities living in it."

(District Handbooks : 1951, Darjeeling, by A. Mitra, p. cxiii—cxiv)

উল্লিখিত মন্দির-মসজিদ ব্যতীত দার্জিলিং শহরের আরো কয়েকটি মন্দিরাদির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দার্জিলিং-এর শ্রীমন্দিরটি বঙ্গাব্দ ১২৮৬ সনে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৩৬২ সনে বর্তমান মন্দিরটি নূতন করিয়া নির্মাণ করা হয়। নবনির্মিত মন্দিরটির গঠন অতি অপূর্ব এবং দার্জিলিং শহরের একটি দ্রষ্টব্য স্থান বলিয়া বিবেচিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে সুন্দর কারুকার্যখচিত দারুবেদীর উপর প্রায় দুই ফুট উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ পাথরের একটি বিষ্ণু মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিষ্ণু মূর্তির চারি হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। মাথার উপরে পিতলের দণ্ডযুক্ত ছত্র শোভিত। মূর্তি নির্মাণ করিতে প্রয়োজনীয় পাথর আনা হয় ইতালী হইতে এবং কৃষ্ণনগরের প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রীকার্তিক পাল কর্তৃক মূর্তিটি নির্মিত হয়। মূর্তিটি ভাস্কর শিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন। দারুবেদী নির্মাণ করেন নেপালের জনৈক প্রখ্যাত ছুতার মিস্ত্রী। জানা যায় কেবলমাত্র বেদীটি নির্মাণ করিতে ২৫,০০০ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। বিষ্ণু মূর্তির বাম পার্শ্বে একটি পিতলের কালী মূর্তি এবং গৌর-নিতাইয়ের মৃন্ময় মূর্তি এবং দক্ষিণ পার্শ্বে একটি পৃথক সিংহাসনে শিবলিঙ্গ আছে। বিষ্ণু মূর্তি প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনের পশ্চাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ-দেবের দণ্ডায়মান মৃন্ময় মূর্তি আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য ভোগপূজা ও সন্ধ্যারতি এবং মন্দিরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কীর্তন, ভজন গান ও ধর্মালোচনা হয়। প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সত্যনারায়ণ পূজা ও অমাবস্যা তিথিতে বিশেষভাবে কালীপূজা করা হয়। ইহা ব্যতীত বৎসরের বিভিন্ন তিথিতে এই মন্দিরে বৌদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালী-পূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাসোৎসব, সরস্বতীপূজা, শিবরাত্রি, দোল-যাত্রা ও অন্নপূর্ণা পূজার আয়োজন করা হয়। দুর্গা, কালী ও সরস্বতী মূর্তি প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে আনা হয়। রাসোৎসব উপলক্ষ্যে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পুতুল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মন্দিরের বর্তমান পূজারী শ্রীবিজয় গোপাল চক্রবর্তী। পুরোহিতের কাজের জন্য তিনি মাসিক বেতন পান।

শ্রীমন্দিরের মধ্যে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের নামে একটি পাবলিক হল এবং কাদম্বিনী পাবলিক লাইব্রেরী আছে। বর্তমান মন্দিরটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ইং ১৯৫৩ সালের ১৫ই আগষ্ট এবং ১৯৫৬ সালের ১৫ই এপ্রিল নেপালের রাজ-গুরু কর্তৃক মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাষ্টী কর্তৃক মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজা-পার্বণাদি পরিচালিত হয়। যাঁহাদের বদান্যতায় এই বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য শ্রী টি. কে, পন্ডিত, বর্ধমানের মহারাজা শ্রী অমিয় বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীজয়লাল নরসিংদাস এবং এয়ার ক্যারিং কর্পোরেশন।

দার্জিলিং শহরের মধ্যে অবস্থিত বড়ঠাকুর মন্দির আর একটি প্রাচীন মন্দির। মন্দিরটি পাকা এবং বারান্দাযুক্ত। মন্দিরের দুইটি প্রকোষ্ঠের প্রথমটিতে রাধাকৃষ্ণের শিলামূর্তি ও পিতল নির্মিত গোপাল, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর কয়েকটি ছোট ছোট মূর্তি আছে এবং দ্বিতীয়টিতে পাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই প্রকোষ্ঠে অপর একটি মণ্ডপে একটি শ্বেত

পাথরের বুদ্ধ মূর্তি এবং প্রবেশ পথে শ্বেত পাথরের একটি সুন্দর কামধেনু দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের বাহির দেওয়ালের গায়ে একটি শ্বেত পাথরের গণেশ মূর্তি ও একটি কাঠের মণ্ডপের মধ্যে মহাবীরের মূর্তি আছে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজা ব্যতীত ঝুলন, রথ-যাত্রা, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও সরস্বতী-পূজা হইয়া থাকে। বর্তমান পূজারী শ্রীভরত মিশ্র, কাশ্যপ গোত্র এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ।

মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় যে, পূর্ব পাঞ্জাব নিবাসী রামপ্রসাদ সিং নামে সামরিক বিভাগের জনৈক হাবিলদার কার্য-ব্যাপদেশে এই স্থানে আসিয়া ইং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাপড়া জেলা নিবাসী রামলাল মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণের নামে দানপত্র করিয়া দেন। ঐ মিশ্র পরিবারই পুরুষানুক্রমে মন্দিরের পূজাদি করিতেছেন।

দার্জিলিং শহরে ও শহরের উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত তামাং বৌদ্ধ বিহার, গন্ধমাদন বৌদ্ধ বিহার, ভুটিয়াবস্তী বৌদ্ধ বিহার এবং আলুবাড়ী বৌদ্ধ বিহারে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় সাড়ম্বরে বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী উল্লিখিত বিহারগুলিতে যথারীতি ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া বুদ্ধদেবের পূজা, হোম ও বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করা হয়। উৎসব আরম্ভের সপ্তাহকাল পূর্ব হইতেই উৎসবের আয়োজন হয়। এই সময় বিহারগুলিকে সংস্কার ও নানা রঙের পতাকা দিয়া সাজান হয়। উৎসবের কয় দিন বহু ভক্ত দলে দলে মূর্তি দর্শন করিতে আসেন ও পূজাদি দিয়া থাকেন। শহরের যাত্রী ব্যতীত এই কয়দিন আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতেও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্ণিমার দিন সকালে তামাং বৌদ্ধ বিহার এবং ভুটিয়াবস্তী বৌদ্ধ বিহার হইতে দুইটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথঘাট পরিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নের পর স্ব স্ব বিহারে প্রত্যাবর্তন করে। শোভা-যাত্রার সহিত বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র থাকে। বিহারের লামা-গণই এই সকল বাদ্যযন্ত্র বাজান। স্থানীয় যুবক-যুবতীরা পৃষ্ঠে এক এক খণ্ড বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ বাঁধিয়া এবং হাতে রঙ্গীন পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা অনুসরণ করেন। বিহারের শ্রদ্ধেয় প্রধান প্রধান লামাগণও অশ্ব পৃষ্ঠে চড়িয়া শোভাযাত্রা অনুগমন করেন। এই শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করিতে রাস্তার দুই ধারে বহু লোকের সমাবেশ হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত দুইটি বৌদ্ধ বিহারে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাকারের অগণিত বৌদ্ধ দেবদেবী এবং ১০৮ খণ্ডে সমাপ্ত প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত আছে। উৎসবের ধর্মাচার হিসাবে ঐ ১০৮ খণ্ড গ্রন্থ সপ্তাহ কাল পূর্ব হইতে পাঠ আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে শেষ করা হয়। বিহারের লামাগণ ব্যতীত উৎসব উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত অন্যান্য লামাগণ সপ্তাহকাল ব্যাপী দিবারাত্রি ঐ সকল গ্রন্থাদি পাঠ করেন।

বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব ব্যতীত উল্লিখিত বিহারগুলিতে প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে বৌদ্ধ শাস্ত্রানুযায়ী এক একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বলাবাহুল্য বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবের ন্যায় ঐ সকল উৎসবে তেমন সমারোহ হয় না।

গন্ধমাদন বৌদ্ধ বিহারটি থেরাবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বিহারে অমিতাভ বৌদ্ধের বিশাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

দার্জিলিং রেল স্টেশনের সন্নিকটে ধীরধাম শিব মন্দিরে ধীরেশ্বর মহাদেবের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গের উপরে রৌপ্যনির্মিত পাঁচটি মুখমণ্ডল সংযুক্ত, সম্মুখে কালো পাথরের কামধেনু। ইহা ব্যতীত মন্দিরের পশ্চিম দিকে একটি বেদীর উপর একটি বৃহদাকার কামধেনু এবং মন্দিরে পার্বতী, বিষ্ণু, সূর্য, গণেশ, শিব প্রভৃতি পঞ্চদেবতার শ্বেত পাথরের মূর্তি আছে। এই পঞ্চদেবতাসহ ধীরেশ্বর মহাদেবের নিত্য পূজা, সন্ধ্যারতি এবং বলাচতুর্দশী ও শিবচতুর্দশী তিথিতে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত এই মন্দিরে জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। বর্তমান পূজারী শ্রীভবনাথ শর্মা ও শ্রীজগন্নাথ শর্মা। ইঁহারা কান্য-কুব্জের ব্রাহ্মণ এবং গোত্র মধুকল্য। মন্দিরটি ত্রিতল বিশিষ্ট। একটি কমিটি কর্তৃক মন্দির ও বিগ্রহাদির সেবাকার্য পরিচালিত হয়।

দার্জিলিং শহরের মুসলমান সম্প্রদায় বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ইদুল-ফিতর, ইদুজ্জোহা, মহরম প্রভৃতি উৎসব পালন করিয়া থাকেন। শহরে অবস্থিত তিনটি মসজিদে এই সকল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহরম উপলক্ষ্যে উৎসবের দিন অপরাহ্নে শহরে 'তাজিয়া'-সহ শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রাকারীরা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বাজারের নিকট আসিয়া সমবেত হন এবং লাঠিখেলা, তলোয়ারখেলা প্রভৃতি কসরত দেখান। এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিতে ঐ স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়।

স্থানীয় খৃষ্টান চার্চগুলিতে এক্স-মাস, গুড-ফ্রাইডে প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ চার্চে সমবেত হইয়া উপাসনা করেন ও আনন্দোৎসব পালন করেন।

উপরে উল্লিখিত উৎসবগুলি ব্যতীত শহরে কয়েকটি স্থানে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দার্জিলিং-এ রামকৃষ্ণ আশ্রম, গৌড়ীয়মঠ, ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে।

দার্জিলিং জেলার কয়েকটি আঞ্চলিক উৎসব

চৈত্র দেশাই—প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে স্থানীয় নেপালীগণ চৈত্র দেশাই উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসবটি হিন্দুদের রামনবমী উৎসবের অনুরূপ।

সাগ্নে সংক্রান্তি—নেপালীরা প্রতি বৎসর ১লা শ্রাবণ সাগ্নে সংক্রান্তি উৎসব পালন করেন। উৎসবটি সাধারণতঃ বীজ বপনের পর অনুষ্ঠিত হয়।

লোসার—তিব্বতীয় ভুটিয়াদের নববর্ষ উৎসব। উৎসবটি ইংরাজী সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে নেপালীরা যোগদান করেন না।

নাম-বন—উৎসবটি স্থানীয় লেপচা সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। ইহা হিন্দুদের নবান্ন উৎসবের মত এবং লেপচা বর্ষের দ্বাদশ মাসের পূর্ণিমার তিথিতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে এই উৎসবটি হয়। 'নাম' অর্থে নূতন এবং 'বন' অর্থে উৎসব নাম-বন অর্থাৎ নূতন উৎসব। ক্ষেত হইতে শস্য ঘরে তুলিবার

পর এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত লেপচারা এই উৎসবে যোগদান করেন না।

ধন-নাচ—এই উৎসবটি কোন ধর্মীয় উৎসব নহে ; ইহাকে শস্যোৎসব বলা যাইতে পারে। ক্ষেতে বীজ বপনের পর হইতে শস্য কাটা পর্যন্ত প্রতিদিনই নৃত্যগীতের মাধ্যমে ধন-নাচ উৎসব পালন করা হয় এবং শস্য কাটিবার পর সকলের সুবিধামত একটি দিনে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্গাপূজা—স্থানীয় নেপালীরা প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা করেন। অবশ্য দুর্গাপূজা নেপালীদের সামাজিক উৎসব নহে ; ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ বাড়ীতে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে একটি বেদী নির্মাণ করিয়া ঐ স্থানে যথারীতি দুর্গাপূজা করা হয়। বেদীতে কোন মূর্তি থাকে না। নবমী তিথিতে দেবীর উদ্দেশ্যে একটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। ব্যক্তিগতভাবে এই পূজার আয়োজন করা হইলেও স্থানীয় নেপালীরা এই উৎসবে যোগদান করেন।

লক্ষ্মীপূজা—প্রতি বৎসর কোজাগরী পূর্ণিমায় স্থানীয় নেপালীরা লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকেন। উৎসবটি নেপালীদের সামাজিক উৎসব নহে ; ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ এই উৎসব পালন করেন।

দশেরা—উৎসবটি হিন্দু ও অ-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই পালন করেন। নেপালে এই উৎসবটি নেপালের রাজাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। এই অঞ্চলে দশেরা উৎসবের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেপালের রাজাকেই সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, বয়স্য, গুণীজ্ঞানী সকল ব্যক্তিকেই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। উৎসবটি আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম দিন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে। প্রথম দিন একটি পাত্রে সাত রকমের শস্যাদি রাখিয়া নয়দিন যাবত উহাতে জল সিঞ্চন করা হয়। ইতিমধ্যে ঐ পাত্রের শস্যগুলি হইতে অঙ্কুরোদ্গমন হয়। দশম দিনে অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন গ্রামের প্রধান উৎসবে যোগদানকারীদের ললাটে 'টিকা' দেওয়া হয়। উৎসবে নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা ও শেরপা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। 'টিকা' গ্রহণের পর তাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যান।

শ্রীঅরুণ কুমার রায়,
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর,
কলিকাতা—১

পুলবাজার থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : বিজনবাড়ী (মৌজা—ছেবু লামার স্টেট)
২।২৯,৯৮৮·৯৮।৩,৭০৭।২২,৫১১

(ক) মাড়োয়ারী, বিহারী, নেপালী, মুসলমান, পাহাড়ী আদিবাসী।

(খ) কৃষিকার্য, শ্রমিক ও ব্যবসায়।

(গ) দার্জিলিং হইতে ঘুম হইয়া কুড়ি মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত। মোটর যাতায়াতের রাস্তা আছে। ঘুম হইতে চংটং চা-বাগান হইয়া একটি রাস্তা বিজনবাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে গ্রাম দেবী সিদ্দেশ্বরীর সাড়ম্বরে পূজা, হোম এবং নিকটবর্ত্তী রঙ্গীত নদীতে মকর স্নান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইং ১৯৪০ সাল হইতে এই উৎসবটি আরম্ভ হইয়াছে। সিদ্দেশ্বরী দেবীর পূজার সহিত রঙ্গীত নদী মাতারও পূজা হয়।

(ঙ) মকর স্নানের মেলা। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি ইং ১৯৪০ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর একটি মন্দির আছে।

স্থানীয় নেপালীরা 'বিজন' অর্থে চারাগাছ এবং 'বারি' অর্থে জমি বলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে বিস্তৃত চা-বাগানে যেদিন চারাগাছগুলি রোপণ করা হইয়াছিল খুব সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই গ্রামের নাম বিজনবাড়ী হইয়াছে। গ্রামের প্রান্ত দিয়া রঙ্গীত নদী প্রবাহিত।

শ্রী ডি, এন, প্রধান,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার,
পুলবাজার ব্লক, দার্জিলিং,
ও
শ্রী জি, বি, বাঈ,
বি, ডি, ও, বিজনবাড়ী,
দার্জিলিং।

মেলা বিবরণী

বিজনবাড়ী গ্রামে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর মকরস্নান উপলক্ষ্যে পৌষসংক্রান্তি হইতে তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি ইং ১৯৪০ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের গ্রাম ও চা-বাগান হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় মোট প্রায় একশত দোকানপাট বসে। প্রধানতঃ দার্জিলিং মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থান হইতে বিক্রেতারা আসেন। প্রতি বৎসর নেপাল ও সিকিম সীমান্ত হইতে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা বাঁশ ও পশমের জিনিসপত্র মেলায় বিক্রয় করিতে লইয়া আসেন। ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান এবং মনিহারী দোকান ব্যতীত কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বই-ছবি, ঔষধপত্র ইত্যাদির দোকানপাট বসে। মেলায় গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূকরের ছানা ইত্যাদি পশু ক্রয়-বিক্রয় হয়। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, খেলাধূলা, যাত্রাভিনয় ও স্থানীয় লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, সাহিত্যবাসর ও শিশু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

রংলি রংলিয়ট থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ **ত্রিবেণীমাই।**

(ক) [এই স্থানে কোনরূপ জনবসতি নাই ; সুতরাং ইহাকে গ্রাম আখ্যা দেওয়া চলে না। নিম্নলিখিত উৎসবকালেই কেবলমাত্র লোক সমাগম হইয়া থাকে।]

(খ) ×

(গ) রেলস্টেশন শিলিগুড়ি। তিস্তা বাজার হইতে মোটরে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে তিস্তামাই পুজা।

(ঙ) তিস্তামাই পুজার মেলা। প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তি হইতে চার দিন ব্যাপী। মেলাটি বহু কালের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রী এল, বি, ভাণ্ডারী,
সোস্যাল এডুকেশন অর্গানাইজার,
রংলি রংলিয়ট ডেভেলপমেণ্ট ব্লক,
পো ঃ তাকদা, দার্জিলিং।

উৎসব বিবরণী

তিস্তামাই পুজা

ত্রিবেণীমাই নামক স্থানে প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তি হইতে চারদিন ব্যাপী সাড়ম্বরে তিস্তামাই পুজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং সর্বজনীন। উৎসব উপলক্ষ্যে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সিকিম ও নেপাল হইতে মোট প্রায় তিন-চার হাজার হিন্দু-নরনারীর সমাগম হয়। পৌষ-সংক্রান্তিতে ভক্তরা তিস্তা নদীতে পুণ্য স্নান করেন। এই স্থানটি তিনটি নদীর সঙ্গম স্থল এবং সাধারণের বিশ্বাস এই সঙ্গম স্থলে স্নান করিলে পুণ্য অর্জন করা যায় ও পারিবারিক সকল আপদ-বিপদ দূর হয়। তিস্তা-মাই-এর নিকট ছাগল, পায়রা, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি পশুপক্ষী ও অলঙ্কারাদি মানত দেওয়া হয়।

মেলা বিবরণী

তিস্তামাই পুজার মেলা

ত্রিবেণীমাই নামক স্থানে তিস্তামাই পুজা ও সংক্রান্তির স্নান উপলক্ষ্যে তিস্তা ও বড়-রংগীত নদীর সংগম স্থলের নিকট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তি হইতে চারদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় মোট প্রায় চার হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে অধিকাংশই পার্বত্য উপজাতী। দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সিকিম ও নেপাল হইতে প্রধানতঃ যাত্রীরা আসিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর সিকিম হইতেই প্রায় এক হাজার নর-নারী আসেন।

মেলায় প্রায় চার শত দোকানপাট বসে। দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। প্রধানতঃ গরমের জামাকাপড়, হাতে তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী এবং লোহার বাসনপত্র বেশী আমদানী হয়। ইহা ব্যতীত খাবার, মনিহারী, কারিগরী যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দোকানপাট বসে। মেলাটিতে স্থানীয় শিল্পীদের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী প্রচুর বিক্রয় হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সিনেমা ও সার্কাস প্রদর্শনী এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

কালিম্পং থানা

গ্রাম বিবরণী

[এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটি গ্রামের তথ্যাদি প্রেরকের নাম-ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। ঐ সকল গ্রামের তথ্য-বিবরণী দার্জিলিং জেলাবোর্ড-এর ২য় ভাইস্ চেয়ারম্যান মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক স্থানীয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন--সম্পাদক।]

১। গ্রাম : কাসোন খাসমহল।৪।২,৬৯৬·৭৬।৩৫০।১,৩৮২

(ক) নেপালী, লেপ্চা, শেরপা, ভুটিয়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিক মাসে দশেরা ও দেওয়ালী উৎসব, নাম-বন উৎসব এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

২। গ্রাম : সাকিয়ং খাসমহল।২১।২,৬৬৬·২৩।৫৫০।৩,০৩৭

(ক) নেপালী, ভুটিয়া ও লেপচা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে ভগবান বুদ্ধদেবের তিনদিনব্যাপী পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন যথারীতি পূজা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে লামানৃত্য ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গ্রামে প্রস্তর ও কাঠ দ্বারা নির্মিত একটি সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে তথাগত বুদ্ধদেবের একটি পিতল নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবটি সর্বজনীন। জনৈক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লামা পূজাদি করিয়া থাকেন।

(ঙ) বুদ্ধদেবের উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা। মাঘ-ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি ইং ১৯২০ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি বৌদ্ধ মন্দির আছে।

৩। গ্রাম : গিটডুবলিং খাসমহল।
৩৪।৩,৯৬৫·৯৮।২২৮।১,৪৯৩

(ক) নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা, শেরপা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে বুদ্ধদেবের পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এই পূজা তিনদিন ধরিয়া চলে।

(ঙ) ×

(চ) ×

৪। গ্রাম : পাইগাংগ খাসমহল। ৩৫।৬৫২·৩৩।৮৩।৪৯৮

(ক) নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর তিব্বতী ও লেপচা সম্প্রদায় কর্তৃক বৈশাখ মাসে 'বুদ্ধ জয়ন্তী' উৎসব পালিত হয়। আশ্বিন মাসে নেপালীদের মধ্যে দুর্গোৎসব এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুর্গা, কালী ও বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া একটি শিব মন্দিরও আছে।

৫। গ্রাম : কাফির গাঁও খাসমহল (মৌজা—কাফির ফরেস্ট)।
৩৭।১,১৩৭·০০।৫৩।৩২৯

(ক) নেপালী, লেপচা, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে লক্ষ্মী পূজা এবং চৈত্র মাসে নেপালী সম্প্রদায় 'চৈত্র-দেশাই' উৎসব পালন করেন। 'চৈত্র দেশাই' উৎসব একদিন এবং দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা যথাক্রমে তিন দিন ধরিয়া চলে। ইহা ছাড়া, পৌষ মাসে চারদিন-ব্যাপী লেপচাদের 'নববর্ষ' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামের খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ প্রতি বৎসর ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন, ১লা জানুয়ারী নববর্ষ এবং ইষ্টার ডে উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে বুদ্ধ ও গুরু রিমপুচীর প্রতিমূর্তি আছে এবং লেপচা সম্প্রদায়ের একটি গুম্ফা আছে।

৬। গ্রাম : কাংকীবোংগ খাসমহল।
৩৮।১,৭১৪·৩৮।১৫১।৮৫২

(ক) নেপালী, লেপচা, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে নেপালী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে লক্ষ্মীপূজা এবং চৈত্র মাসে চৈত্রসংক্রান্তি উৎসব পালন করিয়া থাকেন। এই উৎসবগুলির মধ্যে চৈত্রসংক্রান্তি উৎসব একদিন এবং দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা তিনদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্থানীয় লেপচা সম্প্রদায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসে চার দিন ধরিয়া নাম-বন বা নববর্ষ উৎসব পালন করেন।

তাহা ছাড়া খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ স্থানীয় গির্জায় সমবেতভাবে নববর্ষ, বড়দিন ও ইষ্টার ডে উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণের একটি গির্জা আছে।

৭। গ্রাম : লোলে খাসমহল। ৪০।১,৭১৮·১৫।৩৩০।১,৩৮৪

(ক) হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে দেওয়ালী উৎসব এবং পৌষ মাসে 'লেপচা দেশাই' প্রভৃতি পূজা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবগুলি তিন দিন ধরিয়া চলে এবং উৎসবকালে কীর্তনগান ও সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা থাকে।

ইহা ছাড়া, স্থানীয় খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে 'বড় দিন' উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) ×

৮। গ্রাম : ঈচা খাসমহল। ৪১।১,৫৩০·৭২।৩১৪।২,১৬২

(ক) নেপালী, লেপচা, ভুটিয়া, শেরপা।

(খ) কৃষিকার্য ও শ্রমিক।

(গ) কালিম্পং শহর হইতে মোটরে আসিয়া পরে হাঁটা পথে গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিবের তিনদিনব্যাপী শিবরাত্রি এবং হোম-যজ্ঞ ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন। শিবের মূর্তিটি শিলানির্মিত। উৎসব উপলক্ষ্যে কীর্তনাদি ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে।

প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিকমাসে দশেরা উৎসব, কার্তিক মাসে দেওয়ালী, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে স্থানীয় নেপালীদের চৈত্র দেশাই উৎসব এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে স্থানীয় লেপচা সম্প্রদায়ের 'লেপচা দেশাই' নামে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া, গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে সাম্নে সংক্রান্তি ও লোসার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীগণ বড়দিন উৎসব পালন করেন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে তিন দিন। মেলাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিব মন্দির আছে।

শ্রীদিল নারায়ণ প্রধান,
পুডুং খাসমহল ব্লক,
কালিম্পং, দার্জিলিং।

৯। গ্রাম : পুডুং খাসমহল। ৪২।৯৬৮·০৪।২৪২।১,২৯২

(ক) নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা, শেরপা, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখ মাসে বুদ্ধজয়ন্তী, আশ্বিন মাসে দশেরা, কার্তিক মাসে দেওয়ালী, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে খৃষ্টানদের বড়দিন, মাঘ মাসে মাঘী-সংক্রান্তি উৎসব, চৈত্র মাসে চৈত্র দেশাই ও সাম্নে সংক্রান্তি উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে লেপচা দেশাই, লোসার, কৃষ্ণাষ্টমী, রাধাষ্টমী প্রভৃতি উৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে হিন্দুদের একটি শ্রীকৃষ্ণ মন্দির এবং খৃষ্টানদের একটি গির্জা আছে।

১০। গ্রাম : সিন্দিবোংগ খাসমহল।
৪৪।১,৯৪৯·৯৭।৪৪৭।২,৫০৯

(ক) লেপচা, নেপালী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিক মাসে নেপালী সম্প্রদায় দশেরা ও তিওর উৎসব এবং পৌষ মাসে লেপচা সম্প্রদায় নাম-বন বা নববর্ষ উৎসব পালন করেন। প্রথমোক্ত উৎসব দুইটি তিন দিন ও শেষোক্ত উৎসবটি এক সপ্তাহকাল চলে। উৎসব-কালে নৃত্যগীত ও সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে লেপচা সম্প্রদায়ের একটি গুম্ফা আছে।

১১। গ্রাম : ভুংগ্রা খাসমহল।
৪৫।১,০৫৬·৬৯।৩৭৬।২,৯০৮

(ক) নেপালী, লেপচা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিক মাসে নেপালী সম্প্রদায় দশেরা ও তিওর উৎসব পালন করেন এবং খৃষ্টানগণ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে বড়দিন উৎসব পালন করেন। উৎসবটি তিন দিন ধরিয়া চলে এবং উৎসবে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা থাকে।

লেপচা সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতি বৎসর পৌষ মাসে সপ্তাহব্যাপী নাম-বন বা নববর্ষ উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) ×

১২। গ্রাম : ডালুখোপ খাসমহল।
৪৬।১,৮২৮·৩০।৭০১।৩,৬৮৭

(ক) হিন্দু, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় ইংরাজী বর্ষ অনুযায়ী নববর্ষ, বড় দিন, গুড ফ্রাইডে, ইষ্টার স্যাটার ডে, সানডে ও মন্ডে উৎসব পালন করেন।

স্থানীয় হিন্দুরা প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা, শ্রাবণ মাসে ঝুলন, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে লক্ষ্মীপূজা ও কার্তিকপূজা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, পৌষ মাসে পৌষ সংক্রান্তি, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি, চৈত্র মাসে শিবপূজা এবং তিওর ইত্যাদি উৎসব পালন করেন।

ইহা ভিন্ন গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমা, নাগপঞ্চমী, গণেশপূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, রামনবমী, চন্ডী ও ইন্দ্রপূজা প্রভৃতি পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

×

(চ) ×

১৩। গ্রাম : কালিম্পং বাজার ডি, আই, এফ।৫৩।৫৬·০০
(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, নেপালী, ভুটিয়া, তিব্বতী।

(খ) কৃষিকার্য, শ্রমিক।

(গ) পি, ডব্লিউ, ডি-র পাকা রাস্তায় মোটর বাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বুদ্ধ জয়ন্তী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চান্দ্র মাস হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ্ ও বকর ঈদ্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং পৌষ মাসে স্থানীয় খৃষ্টধর্মবলম্বীগণ 'বড় দিন' উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) গত ইং ১৯৫৭ সাল হইতে এই স্থানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত একটি প্রদর্শনী মেলা বসিতেছে। মেলা বসিবার কোন নির্দিষ্ট সময় বা তারিখ নাই। বৎসরের যে কোন সময় মেলার আয়োজন করা হয়।

(চ) গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে জানা যায় যে, কালিম্পং-এর অর্থ মিলন স্থান। ভারতের সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে নেপালী, ভুটিয়া, সিকিমী, তিব্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া এই স্থানটিকে 'মিলন স্থান' বা কালিম্পং বলা হয়। ইহা ছাড়া লেপ্চারা এই স্থানকে 'কলবুন্ড' বলিয়া অভিহিত করিতেন। লেপচাদের নিকট 'কলবুন্ড' অর্থে আখরোটকুঞ্জ বুঝায়। পূর্বে এই স্থানে অসংখ্য আখরোট বাগান ছিল।

শ্রীসুশীল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
কালিম্পং মিউনিসিপ্যালিটি,
কালিম্পং, দার্জিলিং।

১৪। গ্রাম : বোংগ খাসমহল। ৫৫।১,১৪৫·৫২।৩৬০।২,১৬৯

(ক) লেপচা, নেপালী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ×

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে লেপচা সম্প্রদায়ের নাম-বন উৎসব, আশ্বিন-কার্তিক মাসে স্থানীয় নেপালীদের 'দশেরা' ও 'তিওর' উৎসব এবং খৃষ্টানদের পৌষ মাসে বড়দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ লেপচাদের উৎসবটি সপ্তাহ-ব্যাপী, নেপালীদের উৎসব দুইটি তিনদিনব্যাপী এবং খৃষ্টানদের উৎসবটি একদিন অনুষ্ঠিত হয়।

ইহা ভিন্ন, গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা, চৈত্র মাসে শিব ও গণেশ পূজা হইয়া থাকে। সরস্বতী পূজাটি স্থানীয় প্রাইমারী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি গণেশ মন্দির ও লেপচাদের একটি গুম্ফা আছে।

১৫। **গ্রাম ঃ য়োকপ্রিন্তাম খাসমহল।**

৫৬।১,০৪২·৪১।১০৩।৫২৭

(ক) নেপালী, লেপ্চা, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেল স্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে স্থানীয় নেপালীগণ কর্তৃক প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে 'চৈত্র দেশাই' এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা এবং লেপচাগণ কর্তৃক পৌষ মাসে নাম-বন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন স্থানীয় খৃষ্টানেরা ইংরাজী বর্ষ অনুযায়ী ইষ্টার ডে ও নববর্ষ উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লেপ্চাদের একটি গুম্ফা আছে। এই গুম্ফায় গুরু রিমপুছি ও বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে।

১৬। **গ্রাম ঃ সিয়োকভির খাসমহল।**

৫৭।১,৩৮১·৯১।১৯৭।১,২০০

(ক) নেপালী, লেপ্চা, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) স্থানীয় নেপালী সম্প্রদায়ের প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে 'চৈত্র দেশাই' উৎসব একদিন, আশ্বিন মাসে দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা তিন দিন ব্যাপী হয়। দুর্গাপূজা উৎসবে প্রথম দিন দুর্গাপূজা, দ্বিতীয় দিন বলিপূজা, তৃতীয় দিন টিকা উৎসব হয়। লক্ষ্মীপূজার প্রথম দিন লক্ষ্মীপূজা, দ্বিতীয় দিন গোবর্ধনপূজা এবং তৃতীয় দিন 'ভাই-টিকা' উৎসব হয়। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে চার দিন ব্যাপী স্থানীয় লেপচাদের নাম-বন নামে নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন নববর্ষ পালন এবং অবশিষ্ট তিন দিন লেপ্চারা লোক সংগীত ও লোকনৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন।

ইহা ছাড়া স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ইংরাজী মাস অনুযায়ী বড়দিন, নববর্ষ এবং ইষ্টার স্যাটার ডে ও মণ্ডে উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) য়োকপ্রিন্তাম ও সিওকবীর গ্রাম সীমান্তে রোমান ক্যাথেলিক সম্প্রদায়ের একটি গির্জা এবং প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের একটি গির্জা আছে।

১৭। **গ্রাম ঃ সামালবোংগ খাসমহল।**

৫৮।১,৩০৮·৫৫।১৩৭।৮৬১

(ক) হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) স্থানীয় লেপচা সম্প্রদায় প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিক মাসে 'দশেরা' উৎসব এবং কার্তিক মাসে দেওয়ালী উৎসব পালন করেন। এই উৎসব দুইটিই যথাক্রমে তিন দিন যাবত চলে। উৎসব উপলক্ষ্যে কীর্তন ও সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা হয়।

ইহা ছাড়া স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ইংরাজী বর্ষ অনুযায়ী বড় দিন উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) ×

১৮। **গ্রাম ঃ পেম্লিংগ খাসমহল।**

৬১।২,৫৫০·১৭।১৪০।৯০৭

(ক) নেপালী, লেপ্চা, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ×

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে 'দশেরা' এবং কার্তিক মাসে দেওয়ালী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন কীর্তন, দ্বিতীয় দিন যথারীতি পূজা, তৃতীয় দিন টিকা এবং চতুর্থ দিন সর্ব-জনীন ভোজ দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় ইংরাজী বর্ষ অনুযায়ী বড় দিন উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি গির্জা আছে।

১৯। **গ্রাম ঃ নিমবোংগ খাসমহল।**

৬২।৪,৯৮৩·৯০।১৮৫।১,০৫৭

(ক) নেপালী, লেপ্চা, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ×

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিক মাসে 'দশেরা' এবং কার্তিক মাসে দেওয়ালী উৎসব পালিত হয়। উৎসব দুইটি যথাক্রমে চার দিন চলে। উৎসবের প্রথম দিন কীর্তন, দ্বিতীয় দিন যথা-রীতি পূজা, তৃতীয় দিন টিকা এবং চতুর্থ দিন সর্বজনীন ভোজ দেওয়া হয়।

ইহা ছাড়া স্থানীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়গণ কর্তৃক ইংরাজী বর্ষ অনুযায়ী বড় দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি গির্জা আছে।

২০। গ্রাম : পাবরিংগটার খাসমহল।
৬৩।৪,২২২·১৬।১৩৫।৮২৯

(ক) নেপালী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিক মাসে দশেরা ও লক্ষ্মীপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীপূজা এক দিন, কালীপূজা দুই দিন এবং দুর্গাপূজা চার দিন ব্যাপী হয়। পূজার প্রথম দিন কীর্তন, দ্বিতীয় দিন যথারীতি পূজা, তৃতীয় দিন টিকা এবং চতুর্থ দিন সর্বজনীন ভোজ হয়। পূজায় কোন মূর্তি নির্মাণ করা হয় না, দেবদেবীর চিত্র পটে পূজা করা হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

২১। গ্রাম : সামথর খাসমহল।৬৪।২,২৪০·৫৫।৩০৭।১,৪৮৩

(ক) হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) আশ্বিন-কার্তিক মাসে দশেরা ও তিওর উৎসব। উৎসব তিন দিন ব্যাপী চলে এবং উৎসব উপলক্ষ্যে কীর্তন গান ও সর্বজনীন ভোজের আয়োজন হয়। পৌষ মাসে লেপচা দেশাই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পৌষ মাসে লেপচা দেশাই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লেপচাদের উৎসবটি সপ্তাহকাল ব্যাপী চলে।

স্থানীয় খৃষ্টানগণ পৌষ-মাঘ মাসে বড় দিন উৎসব পালন করিয়া থাকেন এবং এই উৎসবটি এক দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

২২। গ্রাম : সিংগী খাসমহল। ৬৫।১,৪৭২·৯৬।১৪১।৯০০

(ক) হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিক মাসে 'দশেরা' ও লক্ষ্মীপূজা, পৌষ মাসে লেপচা দেশাই উৎসব এবং খৃষ্টানগণের বড়দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দশেরা ও লক্ষ্মীপূজা তিন দিন এবং লেপচাদের উৎসব এক সপ্তাহ ব্যাপী চলে। বড় দিন উপলক্ষ্যে একদিনই উৎসব হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

২৩। গ্রাম : টাসীডীংগ ফরেস্ট। ৬৯।১,৪৮০·০০।১৮।৮০

(ক) লেপচা ও নেপালী।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) ×

(ঘ) প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে লেপ্চাগণের নববর্ষ উৎসব, আশ্বিন-কার্তিক মাসে দশেরা এবং দেওয়ালী উৎসব এবং ইংরাজী মাস অনুযায়ী প্রতি বৎসর পঁচিশে ডিসেম্বর স্থানীয় খৃষ্টানগণ বড় দিন উৎসব পালন করেন। উৎসবগুলির মধ্যে লেপ্চাগণের উৎসবটি অতি প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রী এস, সিং, প্রধান শিক্ষক,
টাসীডীংগ জুনিয়র বিদ্যালয়,
কালিম্পং, দার্জিলিং।

২৪। গ্রাম : সুরুক খাসমহল। ৭৮।২,৩৭১·১৫।১৫৩।৮৮২

(ক) হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর হিন্দুগণ আশ্বিন-কার্তিক মাসে দশেরা এবং লক্ষ্মীপূজা, স্থানীয় লেপ্চাগণের নাম-বন বা নববর্ষ উৎসব এবং খৃষ্টানগণের ইংরাজী মাস অনুযায়ী প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে বড়দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দশেরা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে তিন-চার দিন, বড়দিন উপলক্ষ্যে একদিন এবং নাম-বন বা নববর্ষ উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি গির্জা আছে।

২৫। গ্রাম : ইয়াংগমাকুন খাসমহল।
৭৯।৭,৭৭৬·৯৫।২৩২।১,৯৮২

(ক) হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিলিগুড়ি।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিক মাসে দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা, পৌষ মাসে লেপ্চা দেশাই এবং ইংরাজী মাস অনুযায়ী স্থানীয় খৃষ্টানগণের বড়দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা বা লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে তিন-চার দিন, বড়দিন উপলক্ষ্যে একদিন এবং লেপ্চা দেশাই উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহ ব্যাপী উৎসব এবং সর্বজনীন ভোজ দেওয়া হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

বুদ্ধদেবের পুজা উপলক্ষ্যে মেলা

সাকিয়ং গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে তথাগত বুদ্ধদেবের পুজা উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে বসিতেছে। নিকটবর্তী ইউনিয়ন ও গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় ছয় শত নরনারীর সমাগম হয়। এই সকল নরনারীর মধ্যে অধিকাংশই ভুটিয়া, লেপ্‌চা ও নেপালী সম্প্রদায়ভুক্ত।

মেলায় মোট প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং এই সকল দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকান ও অন্যান্য কয়েকটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য ভুটিয়া নৃত্যের আয়োজন করা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

ঈচা খাসমহল ব্লকে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষ্যে শিব মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা জমির উপর তিন দিন ব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারীর সমাগম হয়। স্থানীয় একটি মেলা কমিটি কর্তৃক মেলাটি পরিচালিত হয়। মেলায় তেলেভাজা ও ময়রার কয়েকটি দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শনী ও যাত্রাভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারী প্রদর্শনী মেলা

গত ইংরাজী ১৯৫৭ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টায় কালিম্পং শহরে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসিতেছে। মেলাটি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হয় না, সেই কারণে মেলা বসিবার নির্দিষ্ট কোন সময় নাই। গত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে বাইশে ফেব্রুয়ারী তারিখে সর্ব প্রথম এই মেলা বসে। মেলাটি তিন দিন ধরিয়া চলে এবং কুড়ি-বাইশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মেলায় যাত্রীরা আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-বাইশজন ফেরিওয়ালা আসেন। অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজার দোকান, তামা-পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসনের দোকান, স্থানীয় কারিগরের তৈয়ারী কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী কারুশিল্পের দোকান বসে। ইহা ছাড়া আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও তাঁতের কাপড়চোপড় ইত্যাদির দোকান ও সুদূর কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্পজাত দ্রব্যের দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও স্থানীয় লোক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ইহা ভিন্ন ব্যায়াম, খেলাধূলা, তীর-নিক্ষেপ প্রভৃতির প্রতিযোগিতা হয় এবং নাগরদোলা ও থিয়েটারের ব্যবস্থা থাকে।

মিরীক থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : মিরীক খাসমহল। ৬।২,০০৬·৭৯।৬৬৯।৩,৫৩১

(ক) লেপচা, ভুটিয়া, শেরপা ও নেপালী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঘুম। গ্রাম হইতে একটি রাস্তা দার্জিলিং শহর পর্যন্ত গিয়াছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী এবং কৃষ্ণপূজা ইত্যাদি হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাদি হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া স্থানীয় উপজাতি কর্তৃক পৌষ-মাঘ মাসে লোসার উৎসব, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধন-নাচ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী মেলা। একদিন। গত ১৯৫৪ সাল হইতে এই প্রদর্শনী মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ)

শ্রীপদম বাহাদুর গুরুং, চাকুরী,
পোঃ মিরীক,
ও
অধ্যাপক তুলসী বাহাদুর ছেত্রী,
দার্জিলিং গভর্ণমেণ্ট কলেজ,
মিরীক, দার্জিলিং।

মেলা বিবরণী

কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী মেলা

মিরীক খাসমহল (কৃষ্ণনগর) গ্রামে গত ইং ১৯৫৪ সাল হইতে প্রতি বৎসর একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় তিন বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। এই প্রদর্শনী ও মেলা একদিনই স্থায়ী হয়। দার্জিলিং, কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। এই সকল নরনারীর অধিকাংশই কৃষিজীবি।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন থানা হইতে আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্য, খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, লোহা ও তামা-পিতলের বাসনপত্রের দোকান, তৈরী জামাকাপড় ও কার্পেটের দোকান, শিল্পজাত দ্রব্যের দোকান ও অন্যান্য কয়েকটি পণ্যাদির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য লোকনৃত্য, যাত্রাভিনয়, ম্যাজিক প্রদর্শনী, সার্কাস প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন হয়।

মেলা ও প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

ফাঁসিদেওয়া থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ তারবান্ধা। ৬৯।৫৭৯·৫৯।৯০২।৫৫৫

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, ও'রাও, মুণ্ডা, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে চার-পাঁচ মাইল দূরে বাগডোগরা রেল স্টেশন হইতে লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে পেঁছান যায়।

(ঘ) শিবরাত্রি—প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলেশ্বর শিবের সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গত তের-চৌদ্দ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণতঃ পায়রা, পাঁঠা ইত্যাদি শিবের নামে উৎসর্গ করা হয়। সেবায়েত জাতিতে রাজবংশী ক্ষত্রিয়।

ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর সারা চৈত্র মাস ব্যাপী তিস্তা বুড়ী পূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে শিরুয়া-বিসুয়া উৎসব এবং গ্রামসেবা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৎসরের যে-কোন দিন গ্রাম সেবা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথি হইতে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি গত পনর বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে একটি মন্দিরে মঙ্গলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

গ্রামটি রাজবংশী প্রধান। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ফাঁকা স্থানে দুই প্রান্তে দুইটি বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া তাহার সহিত একটি বাঁশ বাঁধিয়া ভিজা কাপড় শুখাইবার প্রচলন বেশী দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা এইরূপ ব্যবস্থাকে তার-বাঁধা বলেন। সম্ভবতঃ এইরূপ প্রথা হইতেই এই গ্রামের নাম 'তারবান্ধা' হইয়াছে।

শ্রীনির্মাল্য কমল গুহ, শিক্ষক,
ভোজনারায়ণ চা-বাগান,
পোঃ কমলা-বাগান।

ও

শ্রীঈশান চরণ রায়, কৃষিজীবি,
তারবান্ধা, দার্জিলিং।

২। গ্রাম ঃ বাঁশগাঁও (হরদী গাছ)।

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে বার মাইল দূরে রেল স্টেশন তায়েরপুর। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব, বারুনী স্নান, হোলি এবং সাঁওতালদের বিভিন্ন উৎসব ও পরব।

(ঙ) বারুনী স্নানের মেলা চৈত্র মাসে।

(চ) ×

শ্রীশনিলাল রায়, কৃষিকার্য,
সম্পাদক, বাঁশগাঁও, প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাঁশগাঁও, দার্জিলিং।

তারবান্ধা গ্রাম নিবাসী শ্রীনগেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় কর্তৃক লিখিত লালদাস গ্রামে অনুষ্ঠিত মাঘীস্নানের মেলার একটি মেলা বিবরণী অধ্যায়ে দেওয়া হইল।

উৎসব বিবরণী

গ্রাম সেবা উৎসব

তারবান্ধা গ্রামে প্রতি বৎসর 'গ্রাম সেবা' উৎসব পালন করা হয়। উৎসবের দিন গ্রামের বাহিরে একটি খোলা মাঠে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া কালী, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া ভক্তেরা গ্রামদেবতার পূজা করেন। এই সময় কোন কোন দেবদেবীর নিকট পাঁঠা, পায়রা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। এই স্থানে পূজাদি শেষ করিয়া গ্রামবাসীরা কয়েকটি বাঁশের আগায় লাল, নীল পতাকা বাঁধিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া নিকটবর্তী হাটে হাটে নাচিয়া বেড়ান এবং ইহার পর গ্রামের সন্নিহিত নদীর পাড়ে সকলে মিলিয়া আর একটি পূজা করিয়া উৎসব শেষ করেন। উৎসবের শেষে সকলে মিলিয়া চিঁড়া-দই ইত্যাদি প্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসবটি এই গ্রামের একটি প্রাচীন উৎসব। 'গ্রাম সেবা' উৎসবের কোন নির্দিষ্ট তিথি নাই।

তিস্তাবুড়ী পূজা

তারবান্ধা গ্রামে সারা চৈত্র মাস ধরিয়া তিস্তাবুড়ী পূজা নামে একটি উৎসব চলে। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা কাঠের একটি ডালায় তিস্তাবুড়ীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া তিস্তাবুড়ীর নামে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান এবং চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে তিস্তাবুড়ীর পূজা করেন। গ্রামবাসীর বিশ্বাস তিস্তাবুড়ীর পূজা করিলে ঝড়ে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘরবাড়ীর ক্ষতি হয় না, তাই এই উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসবটি বহু প্রাচীন। উৎসব শেষে চিঁড়া-দই ইত্যাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শিরুয়া-বিসুয়া উৎসব

তারবান্ধা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে গ্রামবাসীরা শিরুয়া-বিসুয়া উৎসব পালন করেন। দোল উৎসব যেমন রং ও আবির লইয়া খেলা করা হয়, সেইরূপ শিরুয়া উৎসবে এই গ্রামের অধিবাসীরা কাদামাটি লইয়া পরস্পরের গায়ে মাখাইয়া আনন্দোৎসব করেন।

বিসুয়া উৎসবে গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া তীর-ধনুক, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া শিকারে বাহির হন। শিকার উৎসব শেষ হইলে সকলে মিলিয়া চিঁড়া-দই ইত্যাদি সমবেত লোকের মধ্যে বিতরণ করেন। এইরূপে শিরুয়া-বিসুয়া উৎসব শেষ হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলা বিবরণী

মাঘী স্নানের মেলা

শিলিগুড়ি হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে পাক্ সীমান্তের নিকটবর্তী লালদাস গ্রামে মহানন্দা নদীতে পুণ্যস্নান উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি হইতে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং আশি-নব্বুইটি দোকানপাট বসে। শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া থানা হইতেই অধিকাংশ বিক্রেতারা প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারীর দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান ও বই-ছবি ইত্যাদির দোকানপাট বসিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন মুড়ি-মুড়কী ও শাকসব্জীর দোকানও বসে।

মেলা উপলক্ষ্যে কীর্তন গানের ব্যবস্থা করা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

তারবান্ধা গ্রামে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে মঙ্গলেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে স্থানীয় জমিদারের প্রায় ছয় বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি পনর বৎসর যাবত বসিতেছে এবং তিন দিন ব্যাপী স্থায়ী হয়। আশেপাশের অঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় দুই-তিন হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। ইহা ভিন্ন পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলা হইতেও কিছু সংখ্যক লোক মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ শিলিগুড়ি, জলপাই-গুড়ি, নক্সালবাড়ী, বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসেন। মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনি-হারীর দোকান, তামা-পিতলের বাসনকোসনের দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান, কৃষি ও কারিগরী যন্ত্র-পাতির দোকান ইত্যাদি বসে। ইহা ভিন্ন কান্তিভিটা, লেম্বুটারী প্রভৃতি স্থান হইতে মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি প্রতি বৎসর আমদানী হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনী, সার্কাস ও যাত্রাভিনয় হয়।

শিলিগুড়ি থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : থাপরুল। ১৪।১,১১১·২৫।১০০।৪৫৬

(ক) রাজবংশীক্ষত্রিয়, বিহারী, নেপালী, মুসলমান, খৃষ্টান, সাঁওতাল, মুণ্ডা ও ওঁরাও।

(খ) কৃষিকার্য, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কাঠ ও মৃৎশিল্প কার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মাটিগাড়া রেল-স্টেশন। গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। উৎসবে আদিবাসীরাই বিশেষভাবে যোগদান করেন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টিনের চালাযুক্ত একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দে, গ্রামসেবক,
মাটিগাড়া, দার্জিলিং।

২। গ্রাম : বৈরাতিশাল।, ৭১।৬২৭·৯৯।৪৪।৩৯১

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ওঁরাও, মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাটিগাড়া। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে। বাস-স্টেশন আঠারখাই শিব-মন্দির।

(ঘ) দুর্গাপূজা আশ্বিন মাসে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। মেলাটি পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজার পরের দিন বসে।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামন্দির আছে।

শ্রীঅজিত কুমার রায়, গ্রামসেবক,
আঠারখাই, ৩ নং ইউনিয়ন,
দার্জিলিং।

৩। গ্রাম : মাটিগাড়া হাট । ১০২।৭১·১২।২০৫।৮৮১

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, বিহারী, নেপালী, মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) ব্যবসায়, মজুরী, জোতদারী, চাকুরী, হস্তশিল্প।

(গ) রেলস্টেশন মাটিগাড়া। গ্রামে যাতায়াতের পাকা রাস্তা আছে। গ্রামের মধ্য দিয়া মোটর, রিক্সা প্রভৃতি চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। পূজাটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই পূজা আরম্ভ করেন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টিনের চালাযুক্ত একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দে, গ্রামসেবক,
পোঃ মাটিগাড়া, দার্জিলিং।

**৪। গ্রাম : চাঁদমণি (মৌজা—বারঘাড়িয়া)।
১৪০।৭১৫·১২।১০৮।৫২৭**

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, আদিবাসী, পাহাড়িয়া।

(খ) চা-বাগানের শ্রমিক।

(গ) শিলিগুড়ি রেলস্টেশন গ্রাম হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণে এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

(ঘ) শিবরাত্রির উৎসব ফাল্গুন মাসে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা চাঁদমণি মায়ের উৎসব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির মেলা। মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) জনৈক সন্ন্যাসীর স্থানে একটি মন্দির আছে।

এই স্থানটি পূর্বে তরাই অঞ্চলের অন্যান্য স্থানের ন্যায় গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। ১৯২৫ সালে এখানে একটি চা-বাগানের সৃষ্টি হয়। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি পার্বত্য ছোট নদী প্রবাহিত। ইহার জল যদিও খুব অল্প কিন্তু এক জায়গায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফুট গভীর। স্থানীয় অধিবাসীরা নদী বা খালের এইরূপ গভীর স্থানকে "মণি" বলিয়া অভিহিত করেন।

উৎসব বিবরণী

শিবরাত্রি উৎসব

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে বহুকাল হইতে চাঁদমণি গ্রামে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা চাঁদমণি মায়ের পূজা-উৎসব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অথচ এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকৃতপক্ষে শিবচতুর্দশীতে শিবলিঙ্গের পূজায়ই হয়। এই উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন যে, পূর্বে চা-বাগানের পূর্ব পাশে একটি বেদীর সম্মুখে বসিয়া এক সন্ন্যাসী উপাসনা করিতেন। কিছুকাল পরে শিলিগুড়ির জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী এখানে একটি ছোট মন্দির তৈয়ারী করিয়া দেন। এই সন্ন্যাসীর সময় হইতে এখানে শিবরাত্রি উৎসব প্রচলিত হইয়াছে। মন্দিরে গোলাকৃতি একটি প্রস্তর খণ্ড আছে। উহাই চাঁদমণির মা নামে অভিহিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, এই চাঁদমনি মায়ের নিকট মানত করিলে মনবাসনা পূর্ণ হয়। চাঁদমণি-মা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে উত্তর বঙ্গে দেবী-চৌধুরাণীর ডাকাত দলের একটি গোপন আড্ডা এই স্থানে ছিল। ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইবার পূর্বে তাহারা এখানে কোন এক দেবীর পূজা দিত। সম্ভবতঃ উল্লিখিত প্রস্তরখণ্ডটি সেই দেবীর চিহ্ন স্বরূপ। অবশ্য ঐ দেবীর কিরূপ মূর্তি ছিল তাহা জানা যায় না। বর্তমানে এই স্থানে যে উৎসবটি হয় তাহা কিন্তু শিবরাত্রি উৎসবকেই উপলক্ষ্য করিয়া। স্থানটি বড় রাস্তা হইতে আধ মাইল ভিতরে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত। শিবরাত্রির সময় জংগল পরিষ্কার করিয়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষ দুই-তিন দিনের জন্য অন্নছত্র খোলেন। আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রধানতঃ রাজবংশী এবং অন্যান্য অধিবাসীরা পূজা দিতে আসেন। ফলমূল, মিষ্টান্ন, দুধ, প্রভৃতি নৈবেদ্য দ্বারা পূজা দেওয়া হয়। রাজবংশীরা পাঁঠা, পায়রা উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেন। তিন দিন ধরিয়া পূজা চলে।

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

খাপরুল গ্রামে প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দশমীর দিন সকাল হইতে রাত্রি এগার-বারটা পর্যন্ত শিমূলবাড়ী চা-বাগানের প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে মেলাটি বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

প্রধানতঃ নিমাই, রাজপৌরি, খোপনলি প্রভৃতি আশেপাশের অঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে ও চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতারা শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া ও আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে সামান্য কিছু দান বা তোলা আদায় করা হয়। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানই বেশী। ইহা ভিন্ন কয়েকটি মনিহারী দোকান ও কাপড়চোপড়ের দোকান, চিড়া, মুড়ি ও খেলনার দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ আদিবাসী কর্তৃক নৃত্য অনুষ্ঠান। এই উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা প্রায় চার-পাঁচ শত হইবে।

মাটিগাড়া হাট গ্রামে প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে পূজা মণ্ডপের সম্মুখে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর দশমীর দিন সকাল হইতে রাত্রি নয়টা-দশটা পর্যন্ত একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। সাধারণতঃ নিকটবর্তী ইউনিয়ন আটারখাই, গোঁসাইপুর, পাথরঘাটা, বাগডোগরা প্রভৃতি স্থান হইতে যাত্রীরা আসেন। মেলায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-সাতজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য কয়েকটি খাবারের দোকানই বেশী। ইহা ভিন্ন মাটির খেলনা-পুতুল ও হাঁড়িকুড়ির দোকান ও কয়েকটি বই-ছবির দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বৈরাতিশাল গ্রামে প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তোস্‌রাগুড়ি জুনিয়ার হাই স্কুলের পূর্বদিকে এবং আঠারখাই শিবমন্দিরের উত্তরে রাস্তার পাশে ও ব্যক্তি-বিশেষের মোট প্রায় দশ-বার বিঘা জমিতে লক্ষ্মীপূজার পরের দিন একটি মেলা বসে। তবে লক্ষ্মীপূজার পরের দিন যদি মঙ্গলবার হয় তবে উহার পরের দিন বসে। নিকটবর্তী মাটিগাড়া গ্রামে প্রতি মঙ্গলবার হাট বসে বলিয়া মঙ্গলবার মেলা বসে না। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং মাত্র এক দিনের জন্যই মেলা বসে।

প্রধানতঃ আশেপাশের পাথরকাটা, বারঘড়িয়া, গোঁসাইপুর, ডোস্‌রাগুড়ি, হাতিঘিসা, চম্পাশারী ইত্যাদি ইউনিয়ন হইতে এবং জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানা হইতে মেলায় প্রায় চার-পাঁচ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় দুই-তিনশত দোকানপাট বসে এবং পঞ্চাশ-ষাট জন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতারা শিলিগুড়ি শহর ও মাটিগাড়া হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসেন।

সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দোকানই বেশী দেখা যায়। ইহা ভিন্ন কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ঔষধপত্রের দোকান এবং শিলিগুড়ি হইতে ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দোকান প্রতি বৎসর আসে। অন্যান্য দোকানপাটের মধ্যে ধান-চাল, শাকসব্জী ইত্যাদির কয়েকটি দোকানও বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় ম্যাজিক প্রদর্শনী ও কোন কোন বৎসর নাগরদোলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

খড়িবাড়ী থানা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : ওয়ারিশজোত (মৌজা—রামধন)।
৭।৫৪০·৭৪।২৯।১৫৫

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নকসালবাড়ী হইতে কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে পেঁাছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুই দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবের মন্দির আছে।

শ্রীআবদুল রহমান চৌধুরী,
গ্রাম : কালুজোত,
পোঃ নকসালবাড়ী, দার্জিলিং।

২। গ্রাম : অধিকারী (মৌজা—ময়নাগুড়ি)।
২৯।৮০৪·৮৩।৮৮।৪৯৫

(ক) রাজবংশী ক্ষত্রিয়, গণেশ (কুম্ভকার), গন্ধবণিক, মুচি, হাড়ী, সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। স্টেশন হইতে একটি রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া নেপাল রাজ্যের ভদ্রপুর পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) অধিকারীবাবার উৎসব। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়ীতেই মনসার পূজা হয়।

(ঙ) অধিকারীবাবার উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা। মাঘ মাসে তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবমন্দির আছে। শিবের নিত্য পূজা হয়। ইহা ভিন্ন একটি আশ্রম আছে। গ্রামে প্রতি ঘরেই মনসা পূজা হয়। কয়েকটি মনসার মন্দির আছে।

অধিকারী দীঘি নামে গ্রামে খুব প্রাচীন একটি দীঘি আছে। খুব সম্ভবতঃ এই দীঘির নামানুসারে গ্রামের নাম 'অধিকারী' হইয়াছে।

শ্রীগিরীশ চন্দ্র গণেশ, সভাপতি,
গ্রাম পঞ্চায়েত ৩ নং ইউনিয়ন,
ও
শ্রীরসিকলাল সিংহ,
ময়নাগুড়ি ২ নং ইউনিয়ন,
দার্জিলিং।

উৎসব বিবরণী

অধিকারীবাবার উৎসব

অধিকারী গ্রামে (মৌজা—ময়নাগুড়ি) প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লচতুর্দশী তিথিতে অধিকারীবাবার পূজার্চনা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

গ্রামে প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমি জুড়িয়া একটি বৃহৎ ও প্রাচীন দীঘি আছে। দীঘিটি অধিকারীবাবার দীঘি নামে পরিচিত। দীঘির পাড়গুলি উচ্চ এবং জঙ্গলাকীর্ণ। বৃহৎ এই দীঘিটির অনেকখানি অংশ জলজ গুল্ম ও আগাছাতে পরিপূর্ণ; মাঝে মাঝে খানিকটা জল দেখা যায় বটে তবে গভীরতার কথা বলা যায় না। দীঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি বাঁধানো ঘাট আছে। শুনা যায়, দীঘির জলে অনেকপ্রকার পুরাতন বড় বড় মাছ আছে। উহা অধিকারীবাবার সম্পত্তিজ্ঞানে স্থানীয় গ্রামবাসী বা জেলেরা দীঘি হইতে মাছ ধরেন না।

বহুকাল আগে নিকটবর্তী মেছি নদীর প্লাবনে দীঘির আশেপাশের গ্রামগুলি প্লাবিত হয়। ফলে পরিত্যক্ত এই দীঘির পাড়ে ও আশেপাশের অঞ্চলে গভীর বনজঙ্গলের সৃষ্টি হয়। এই গভীর জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর বাস ছিল। পরে ধীরে ধীরে এই সকল স্থানে লোক বসতি স্থাপন হইতে থাকিলে এক নাগা সাধু দীঘির পাড় পরিস্কার করিয়া একটি কুঠীর স্থাপন করেন এবং অধিকারীবাবার পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন। উক্ত নাগা সাধুর চেষ্টায় ও গ্রামবাসীর সাহায্যে এই দীঘির পাড়ে একটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকারীবাবার একটি মন্দির আছে। মন্দিরে অধিকারীবাবা ও তাঁহার সহধর্মিনী অধিকারী মাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পাশে একটি গৃহে গঙ্গাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। অধিকারীবাবার ও গঙ্গাদেবীর নিত্য পূজাদি হয়। পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

প্রতি বৎসর উৎসবকালে মাঘ মাসের শুক্ল চতুর্দশীতে রাত্রের প্রথম ভাগে ঘট স্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ হয় এবং সমস্ত রাত্রি ব্যাপী পূজার্চনা চলে। রাত্রির শেষভাগে ভক্তগণ অধিকারী দীঘিতে পুণ্যস্নান ও তর্পনাদি সমাধা করিয়া অধিকারীবাবার মূর্তি দর্শন, প্রণাম ও চরণামৃত গ্রহণ করেন।

ভক্তরা সাধারণতঃ ক্ষীর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা পূজা দিয়া থাকেন। কেহ কেহ কবুতর, ছাগ ইত্যাদি মানত করেন। তবে কবুতর বা ছাগগুলিকে বলি না দিয়া অধিকারীবাবার নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

উৎসবকালে আশ্রমে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয় এবং দরিদ্রনারায়ণ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

শিবরাত্রির উৎসব

মৌজা রামধন-এর অন্তর্গত ওয়ারিশজোত গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে একটি পাকা মন্দিরের মধ্যে ছয়টি শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসব উপলক্ষ্যে এই সকল শিবের বিশেষ পূজাদি হয়। ইহা ভিন্ন নিত্য দুইবার পূজার ব্যবস্থা আছে। পূজারী জাতিতে ব্রাহ্মণ। বর্তমান সেবায়েত শ্রীহরেণ সিং-এর পিতা কর্তৃক শিবমন্দির ও শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি শিবের নিত্যপূজা ও উৎসবের ব্যয় এবং পূজারীর ভরণপোষণের জন্য প্রায় চল্লিশ বিঘা জমি শিবের নামে দেবোত্তর করিয়া দেন। বর্তমানে ঐ জমির আয় হইতেই উৎসব ও পূজার যাবতীয় ব্যয় বহন করা হয়।

মেলা বিবরণী

অধিকারীবাবার মেলা

অধিকারী গ্রামে (মৌজা—ময়নাগুড়ি) প্রতি বৎসর মাঘ মাসের চতুর্দশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন দিন অধিকারীবাবার উৎসব উপলক্ষ্যে অধিকারী দীঘির পাড়ে মন্দির সংলগ্ন সরকারী ও ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলার বেচাকেনা চলে। দৈনিক গড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ খড়িবাড়ী থানার অধীন রাণীগঞ্জ, বিন্যাবাড়ী, বুড়াগঞ্জ, নকসালবাড়ী, নেপাল রাজ্যের মরং জেলার কালিকাঝাড়, জামরীগুড়ি, ভদ্রপুর, মহিষপুর ও পূর্ণিমা জেলার ভাতিগাও, ঠাকুরগঞ্জ, চুল্লি প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় লোকজন আসেন।

মেলায় প্রায় আশি-নব্বুইটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ খড়িবাড়ী, নকসালবাড়ী, ঠাকুরগঞ্জ, চুল্লি, গলগলিয়া, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান, মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি, খেলনা-পুতুলের দোকান ও ঔষধপত্র ইত্যাদির দোকানপাট বসে। ইহা ভিন্ন মুড়ি-মুড়কী, কলা, দই, দুধ ইত্যাদির প্রায় কুড়িটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় এবং পেশাদার কয়েকটি গানের দল আসে। মেলায় গান-বাজনা চলে। বিশেষ করিয়া রাত্রিতে এই সকল অনুষ্ঠানে শ্রোতার সংখ্যা বেশী হয়।

শিবরাত্রির মেলা

ওয়ারিশজোত গ্রামে (মৌজা—রামধন) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে বর্তমান সেবায়েতের প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমিতে দুই দিন ব্যাপী প্রত্যহ বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন। এই গ্রামের আশেপাশের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যাস্থিত গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-আড়াই হাজার নরনারী মেলায় আসেন।

নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতাগণ আসেন ; ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় দশ-পনরজন। মোট প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ভিন্ন মনিহারী, বই-ছবি ও মাটির খেলনা এবং শিল্পজাত দ্রব্যের কয়েকটি দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য দেশী যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। অধিকারী—শ্রীসূর্যকান্ত সিংহ, ওয়ারিশজোত, পোঃ নকসালবাড়ী।

কার্সিয়াং থানা

[Father J. Henrich, S. J. ৩০নং পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ তাঁর ৩।৮।৬৩ তারিখে আমাদের নিকট লিখিত একটি পত্রে কার্সিয়াং-এ অবস্থিত সেণ্ট জন গীর্জায় অনুষ্ঠিত উৎসবাদির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠাইয়াছিলেন। নিম্নি ঐ পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল। — সম্পাদক]

In Kurseong, where I have been mostly residing, there is every year a special candle light procession in honour of Mary the mother of Jesus.

This takes place before the monsoon, often on March 25 which is the day on which Christians in most parts of the world, celebrate the feast of the Annunciation. That is the day when God sent the Archangel Gabriel to give the Virgin Mary the message that she had been chosen to be the Mother of God. When she pronounced her acceptance, she conceived by the power of the Holy Spirit the one who was to be born 9 months later on December 25.

If, for some reason or other March 25 is not suitable for the procession, another day is selected for the convenience of the faithful.

At that occasion, the catholics of Kurseong assemble near the church of St. John (on St. Mary's Hill) at dusk. At the appointed time, they light their candles and proceed in procession, singing hymns and reciting prayers alternately. They wind their way up through the jungle and down to the sanctuary of Mary, in the occurrence a grotto where a statue of Mary, as she appeared to Bernadette in Lourdes in 1858 is kept. The grotto is decorated with candles and electric lights in different colours. A sermon is preached, more hymns are sung and prayers recited. The whole ceremony lasts about two hours. It is picturesque and attracts many non-christian onlookers. The good singing in Nepali, specially by the choir boys is an additional attraction.

At Easter, in Kurseong, there is generally a mela which takes place on the flat next to St. John's church.

Occasionally, in Kurseong and in Darjeeling, there are some "prem-bhoj" organised for all the catholics by the members of the catholic association. These "prem-bhoj" normally coincide with some festivals, like Christmas, or the patronal feast of one particular church.

On Christmas, before the midnight mass, a huge bonfire is generally lit as a sign of joy and as a symbol of Christ the Light of the world.

The best known shrine in Darjeeling District is the grotto of Our Lady of Lourdes in St. Mary's Kurseong. That is the place where the candle-light procession described above comes to an end. It was set up by the students of St. Mary's theological college, some 40-45 years ago. It is along a picturesque "Jhora" (torrent) in a beautiful setting of hills covered with jungles. Many of the local catholics visit it daily. Others come occasionally from Darjeeling or from the plains. It is not rare that non-catholics too go to pray and light candles there.

In the Siliguri Sub-division, practically all the catholics are Adibasis, mostly from Ranchi.

Their festivals are different from those of the Nepalese catholics of the Hills. They are very much like the festivals of the catholic adibasis in Bihar.

One of those typical festivals is Plam Sunday, that is the mystery of Christ's solemn entrance in Jerusalem when he was enthusiastically welcomed by the crowds gathered in Jerusalem for the celebration of the Pasch.

The main ceremony consists in a blessing of the palms which the faithful bring and in a procession before Mass. The faithful bring those tall plams, one each, carry it in procession while singing hymns in honour of the Messiah.

For the Corpus Christi Procession, catholics are encouraged to bring their drums. Those are grouped together, at the head of the procession, and are beaten, all together, for a short time, at the start, or at the time of the benediction. On account of the great number of drums, this is quite impressive.

In the evening of those festivals, the catholics are encouraged to have their adibasi dances which go on, quite late at night. Those are a beautiful expressions of common joy and happiness, with the accompaniment of rhytmic songs and the bearing of drums.

পরিশিষ্ট ক

মালদহের গম্ভীরা

[শ্রীহরিদাস পালিত মহাশয়ের "আদ্যের গম্ভীরা" গ্রন্থটি বাংলাদেশের গম্ভীরার ইতিহাসালোচনায় এক অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। লেখক মালদহের পল্লীসমূহ হইতে গম্ভীরা উৎসব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া উল্লিখিত গ্রন্থে একটি পৃথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ অংশটি নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা হইল।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিচালনা ও শাসন পদ্ধতি

সাজ-সজ্জা

যাঁহারা মালদহের গম্ভীরা উৎসব দর্শন করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমেই গম্ভীরার নৃত্যমণ্ডপের সাজ-সজ্জার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ অন্যান্য জেলার উৎসবাদি অথবা বারইয়ারি মণ্ডপের সাজ-সজ্জার সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মালদহের গম্ভীরা মণ্ডপের সাজ-সজ্জার একটি বিশেষত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। মালদহে গম্ভীরা মণ্ডপের অধিকাংশই ঘনসন্নিবিষ্ট কাগজের বিবিধ বর্ণের পদ্মপুষ্পদ্বারা পরিশোভিত করা হয়; এবং নৃত্যমণ্ডপের যে অংশে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান হয় তথায় কোন প্রকার আসনাদির ব্যবহার হয় না,—সুতরাং উৎসবকারীদিগকে ধূলার উপরেই অবস্থান করিয়া নৃত্যগীতাদি সম্পাদন করিতে হয়।

কাগজের বিবিধ বর্ণের পদ্মপুষ্পদ্বারা গম্ভীরা একেবারেই মণ্ডিত করা হয় ইহার কারণ কি অগ্রে তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই প্রথা পূর্ব্বাপর প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। ধর্ম্মের গাজনে* আদ্যের 'দেহারা' পদ্মপুষ্পে শোভিত হইত, এক্ষণেও হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে স্বভাবপ্রস্ফুটিত পঙ্কজ বা গম্ভীরদ্বারা মণ্ডিত হইয়া গম্ভীরা-মণ্ডপ শোভিত হইত। এক্ষণে পুষ্পের অভাব পূর্ব হইতে যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অসুবিধা এই যে নবপ্রস্ফুটিত পদ্মকুসুমদ্বারা প্রতিদিন সজ্জিত না করিলে গম্ভীরা মণ্ডপের শোভা অক্ষুন্ন থাকে না। কাজেই গম্ভীরোৎসব তিন-চারি দিন স্থায়ী থাকে বলিয়া কাগজের পদ্মপুষ্পদ্বারা গম্ভীর শোভিত। গম্ভীরা উৎসবে হর-গৌরীর প্রতিমূর্ত্তির পূজা ও শিবলিঙ্গের পূজা হয়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে গম্ভীরা হয়, কিন্তু বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেও কোন কোন পল্লীতে গম্ভীরা-উৎসব হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ, কতক গম্ভীরা আদি এবং কতক নূতন ও একান্ত তামসিক। আদি গম্ভীরা সকল চৈত্র মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। কালসহকারে গম্ভীরার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এককালে সর্ব্বত্র গম্ভীরা হইলে দর্শক, গায়ক ও নর্ত্তকগণের অভাব নিবন্ধন গম্ভীরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। সুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গম্ভীরার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গম্ভীরা উৎসবে পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহধিক্য পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণের মধ্যেও গম্ভীরা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক গ্রামে একাধিক 'মণ্ডল' থাকে। মণ্ডল গ্রামের প্রবীন ব্যক্তি। পূর্ব্বে গ্রামের সমুদায় কার্য্যাদি মণ্ডলের আদেশে সম্পাদিত হইত। জমিদার মণ্ডলকে মান্য করিতেন, আদায় তহসীলাদি মণ্ডলের আদেশে সহজে সম্পাদিত হইত। পল্লীতে রাজকর্ম্মচারীগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে আগমন করিলে মণ্ডল সেই কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিতেন। ইহাতে সহজে কার্য্যোদ্ধার হইত। মধ্যে সরকার হইতে সাহাতনী পদের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। এখনও অনেকের 'সাহাতন' উপাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

* মানিকদত্তের চণ্ডীতে ধর্ম্ম পদ্মপুষ্প সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়াছিলেন :

> "সম্মুখে রচিল গোঁসাই পদ্মফুল।
> তাহাতে বসিঞা গোঁসাই জপে অদ্যামুল ।।"

গৌড়ীয় মঙ্গল চণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, সন ১৩১৭—২৫১ পৃঃ)

মানিক গাঙ্গুলির শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে (৮ পৃষ্ঠা) :

> "প্রফুল্ল হইয়া আছে পদ্ম শতদল ।। ৬৬ ।।
> তোয়ে নেমে তামরস তুলিলাম কত ।।" ৬৮ ।।
> "ধ্যান করি তখন ধর্ম্মায় নমঃ বলে।
> সেই পদ্ম অপার সলিলে দিলাম ফেলে ।।" ৭৫

মাণ্ডলিক পদ্ধতি

প্রত্যেক মণ্ডলের অধীনে একটি গম্ভীরা থাকে। মণ্ডল ব্যতীত কোন গম্ভীরাই দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকে। মালদহে যত গম্ভীরা বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার মধ্যে এক এক জাতির এক এক গম্ভীরা থাকিলেও সকল জাতির যে একটি আদি গম্ভীরা আছে তাহাকে "ছত্রিশী গম্ভীরা" বলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বর্ত্তমান থাকিলেও ছত্রিশী গম্ভীরার মণ্ডলপদ উক্ত মণ্ডলগণের মধ্যে এক জনের থাকে। এই প্রকার ছত্রিশী গম্ভীরার কোন কায্য কালে যে সভা বা বৈঠক বসে তাহাকে "ছত্রিশী বৈঠক" বলে।

জমিদার পূর্ব্বকালে মণ্ডলের সম্মানার্থ কিছু নিষ্কর জমি প্রদান করিতেন, অথবা জমার নিরিখ সাধারণ হিসাব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত গ্রাম্যদেবতাদির জন্য এবং শিবের গম্ভীরা পূজাদির জন্য কিঞ্চিৎ নিষ্কর জমি-জমা প্রদান করিতেন। এই কারণে প্রাচীন গম্ভীরাসমূহের কিঞ্চিৎ জমি-জমা বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। উক্ত জমির আয় হইতে শিবপূজার ব্যয় পূর্ব্বে সম্পূর্ণ চলিত, এক্ষণে কতকাংশ নির্ব্বাহ হইতেছে। আদি গম্ভীরার জমিদারী বা রাজদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি আছে, নূতন গম্ভীরার তাহা নাই, তবে কেন কোন নূতন স্থাপিত গম্ভীরার যে নিষ্কর বা স-কর জমি বর্ত্তমান আছে তাহা ভিন্ন কারণ রহিয়াছে। কেহ সামাজিক অপরাধে অপরাধী হইলে মণ্ডলের বিচারে দণ্ডিত হইয়া গম্ভীরা বা শিবোদ্দেশে কিছু জমি বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করিলেই তাহাকে সামাজিক অপরাধ হইতে মুক্তি দান করা হয়। কেহ অপত্যাদিহীন থাকিলে তাহার সম্পত্তি শিবোদ্দেশে গম্ভীরায় দান করিয়া যায়। উক্ত প্রকারে গম্ভীরার সম্পত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

গ্রামে মণ্ডলবংশের বৃদ্ধিসহ যদি তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার জ্ঞাতিবিবাদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে গ্রামে দুইপক্ষ অবলম্বন করে, সুতরাং গ্রামের গম্ভীরাও পৃথক্ করিবার আবশ্যকতা হয়। এইক্ষেত্রে উক্ত গ্রামে নূতন গম্ভীরা স্থাপিত হয়, কিন্তু সেই নবপ্রতিষ্ঠিত গম্ভীরা পূর্ব্ব গম্ভীরার কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না। এই প্রকারে গ্রামে একাধিক গম্ভীরার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে গ্রামে একটিমাত্র ছত্রিশী গম্ভীরা দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত একাধিক বৎসর স্থায়ী হয় বা যাহা কোন মণ্ডলের অন্তর্গত নহে এরূপ "সখের গম্ভীরাও" দেখা যায়।

গম্ভীরার ভাজন

গম্ভীরার কিছু পূর্ব্বে গম্ভীরা-উৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গ্রামবাসীগণের মিলিত একটি বৈঠক বসে, তাহাতে মণ্ডলাদি ভদ্রগণ গম্ভীরার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আনুমানিক একটি ব্যয়ের তালিকা করেন, তৎপরে চাঁদা নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাকেই 'ভাজন' বলে। এই বৈঠককে সকলে ভয় করে, ইহাতে সামাজিক সকল অপরাধের বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং গম্ভীরা বা শিবপূজার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সকলকে অর্থ সাহায্য করিতে হয়।

প্রাচীন গম্ভীরামণ্ডপ

পূর্ব্বকালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকালে, যে প্রকার গম্ভীরামণ্ডপ সজ্জিত হইত, এখন আর সে প্রকার হয় না, অধুনা যে প্রকার বিলাসিতার স্রোতঃ বহিয়াছে, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মালদহে তাহার একাংশও বর্ত্তমান ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার গম্ভীরা-মণ্ডপের শোভার বিষয় শ্রবণ করিলে বিস্ময় প্রকাশ করিতে হয়। গম্ভীরা ও নৃত্যমণ্ডপ প্রস্ফুটিত পঙ্কজে পরিশোভিত হইত। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিত এবং ধূপধূনাদির ধূমে গম্ভীরা পূর্ণ হইত।

গম্ভীরার নৃত্যমণ্ডপে 'সরা জ্বলিত' অর্থাৎ বংশদণ্ডের উপরিভাগে একটি সরাতে সর্ষপের পুঁটলি তৈলসিক্ত করিয়া জ্বালান হইত। বাঁশের চোঙ্গায় তৈল থাকিত, তাহাই মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত হইত। এছাড়া ধূপও জ্বলিত। ছিন্নবস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া মশাল প্রস্তুত হইত। যৎকালে ভক্তগণ নৃত্যগীতাদি করিতে আগমন করিত, তৎকালে তাহাদের সম্মুখে সেই মশাল ধরা হইত এবং তাহারা ঐ প্রজ্বলিত মশালের আলোকে সকলকে নৃত্যাদি দেখাইত। নৃত্যগীতকারীগণ উকা**প্রজ্বলিত করিয়া গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করিত। সাধারণের উপবেশনের জন্য কোন শয্যার বন্দোবস্ত ছিল না। নিজ নিজ গৃহ হইতে আসন আনয়ন করিতে হইত। মণ্ডলাদি জনগণের জন্য মোটা চটের স্যাজা (বিছানা, শয্যা) বিছান হইত। ধূমপানের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে গম্ভীরা-নৃত্যমণ্ডপের উপর কতিপয় বংশদণ্ড সাহায্যে চট টাঙ্গান হইত, ইহাতে আতপতাপ নিবারিত হইত। দুই-চারিটি শৃঙ্খলাবদ্ধ লৌহের চতুর্ম্মুখ প্রদীপ (চোমক) লম্বিত হইত। বড় বড় দীপাধার বা পিলসুজ (গাছা) যাহা আড়াই বা তিন হাত উচ্চ তাহার চতুর্ম্মুখ প্রদীপ প্রজ্বলিত হইত, উক্ত চতুর্ম্মুখ প্রদীপের মধ্যস্থলে একটি স্থূল কর্দ্দমপিণ্ড দেওয়া হইত, কারণ তাহাতে তৈলবর্ত্তিকার নিকটে স্বল্প তৈল থাকিত এবং প্রজ্বলিত বর্ত্তিকামুখে অল্পে অল্পে তৈল যাইত। দুই-চারিখানি রামকেলীর বস্ত্রোপরি বৃত্তিকালিপ্ত করিয়া যে চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাই গম্ভীরার শোভা বৃদ্ধি করিত।

** উকা—কতকগুলি পাট-কাঠি একত্র গোছা-বাঁধার নাম উকা।

ক্রমশ: সুবৃহৎ চন্দ্রাতাপ, সুবৃহৎ ঝাড়, দেয়ালগির, লণ্ঠন প্রভৃতি সাজের সঙ্গে মোমবাতী জ্বলিতে আরম্ভ হইল, আর্ট ষ্টুডিওর ছবি, কালীঘাটের পট গম্ভীরামণ্ডপের শোভা সংবর্দ্ধন করিল। বসিবার জন্য ফরাস, বিছানা, তাকিয়া-বালিস, বাঁধা হুকা প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। এক্ষণে রবিবর্ম্মার ছবি, উৎকৃষ্ট কেরাসিন ল্যাম্প, বৃহৎ বেলোয়ারি ঝাড়, ধ্বজপতাকা, বিবিধ মাল্য, ফুল ঝাড়, কৃত্রিম পক্ষী, ফলমূলাদির দ্বারা এবং তারের আলো, বিবিধ বৈদেশিক সাজ-সজ্জায় গম্ভীরা শোভিত হইতেছে। চেয়ার, বেঞ্চ, ফরাশ, বিছানা; আতরদান, গোলাপপাশ, যথেষ্ট আমদানী হইয়াছে। পিচকারি দ্বারা ঘন ঘন গোলাপ জল বৃষ্টি করিয়া দর্শকবৃন্দের মস্তক শীতল করা হয়। এখন নৃত্যকালে বিবিধ মহাতাপের বাতি (রং মশাল) জ্বালান হইয়া থাকে।

কিন্তু সেই প্রাচীন কালের পদ্মশোভিত গম্ভীরা-মণ্ডপ অদ্যাপি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। অদ্যাপি বরেন্দ্র ভূমিতে কোঁচ পলিহাদিগের (যাহারা বাঙ্গাল নামে খ্যাত) গম্ভীরার প্রাচীনত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গম্ভীরা—উৎসবের বিভিন্ন অংগ

চৈত্রমাস যদি ত্রিশ দিনে শেষ হয় অর্থাৎ সংক্রান্তির ত্রিশে তারিখে হইলে, ২৬শে তারিখে গম্ভীরার 'ঘটভরা', ২৭শে 'ছোট তামাসা', ২৮শে 'বড় তামাসা', ২৯শে 'আহারা', এবং ৩০শে 'চড়কপূজা' হইয়া থাকে।

ঘটভরা

সচরাচর ছোট তামাসার পূর্ব্ব দিবস ঘটস্থাপন হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র এ নিয়ম নাই। স্থানীয় পূর্ব্বপ্রথানুসারে কোথাও সপ্তাহ পূর্ব্বে, কোথাও নয় দিবস বা তিন দিবস পূর্ব্বে ঘটস্থাপন (ঘট-ভরা) হইয়া থাকে।

প্রধান ভক্ত (সন্ন্যাসী) গম্ভীরা পূজার সমুদয় নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কার্য্যে সাহায্য করে। পুরুষানুক্রমে এই ভক্তপদ কোথাও কোথাও বর্ত্তমান আছে, এক্ষণে অধিকাংশস্থলে বেতন দেওয়া হয়। পূর্ব্বে এই ঘটস্থাপন দিবস হইতে ভক্তগণ প্রথানুসারে নিয়মাদি পালন করিত, এক্ষণে প্রায় তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। এই দিন হইতেই গম্ভীরাগৃহে প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়।

'ঘটভরা' দিবস একটি বৈঠক বসে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঘটভরা স্থিরীকৃত হয় এবং মণ্ডল সর্ব্বশেষে অনুমতি প্রদান করেন। সন্ধ্যার পর ঢক্কাবাদ্যসহকারে ব্রাহ্মণ চিরন্তন প্রথানুসারে নির্দ্দিষ্ট নিকটস্থ জলাশয় হইতে ঘটে বারিপূর্ণ করিয়া লইয়া শাস্ত্রমতে গম্ভীরা-গৃহে স্থাপন করেন। এই দিবস অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠান হয় না।

ছোট তামাসা

ছোট তামাসার দিবসে কোন প্রকার উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয় না। হর-পার্ব্বতীর পূজা আরম্ভ হয়। শিবের নিকট যাহারা 'মানত' করিয়াছে তাহারা ভক্ত (সন্ন্যাসী) হয়। অধিকাংশ বালকগণই হইয়া থাকে, তাহাদিগকে "বালাভক্ত" বলে।

ভক্তগড়া ও শিবগড়া

ছোট তামাসা ও বড় তামাসার দিন সন্ধ্যার সময় ভক্ত ও বালাভক্তগণ গম্ভীরামণ্ডপে সমবেত হইলে গম্ভীরার মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া অন্য ভক্তবৃন্দকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করান। তখন সকলে শিব-সম্মুখে শিববন্দনা পাঠ করিতে থাকে। প্রধান ভক্ত বন্দনা পাঠ করান। আরতির পূর্ব্বে বন্দনাপাঠকালে ভক্তগণকে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে দুই পদ অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের গম্ভীরার বন্দনা মিলাইয়া পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য একই বলিয়া মনে হইবে।

শিবগড়ার বন্দনা

(ধানতলাবাসী শ্রীগদাধর দাসের নিকট প্রাপ্ত)

(১)

সৃষ্টি প্রকরণ আবাহন

কোথা হইতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি
আহার নাই পানি নাই আস নিতি নিতি ।।
জল নাই স্থল নাই সকল শূন্যকার।
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার ।।
শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

শূন্যাকারে ধর্ম্ম-স্থিতি, পৃথিবীর জন্মকথা, কূর্ম্ম

না ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল।
কোনরূপে ছিল ধর্ম্ম হয়ে শূন্যকার ।।
কাঁকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তলে।
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।
তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ ।।
কূর্ম্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন।
কহন ত গুরুগোঁসাই সরস্বতীর বরে।
পৃথিবীর জন্মকথা কহি সভার ভিতরে ।।
শিবনাথ কি মহেশ।

(৩)

দেহ শুদ্ধি মুখ শুদ্ধি

লালগিরি পর্ব্বত দর্শন দোয়ার ।
তাহাতে জন্ম না হইল আমার ।।
হাত মোর শুদ্ধ পা মোর শুদ্ধ ।
শুদ্ধ মোর পঞ্চ মুখের বাণী ।
না পূজিলাম আদ্যের ভবানী ।।
আগমপূর্ব্ববেদ দেহশুদ্ধ শিবদোয়ারে জানি ।।
শিবনাথ কি মহেশ ।

(৪)

মন্দির শুদ্ধি, উল্লুকের কথা

উল্লুকে বলে গুরু এই যে কারণ ।
গুরুর বচনে শুদ্ধ মন্দিরের চারিকোন ।।
মন্দিরে বসিল গুরু দেবরাজ মন ।
গুরুর বচনে শুদ্ধ মোর ভক্তগণ ।।
শিবনাথ কি মহেশ ।

(৫)

জীবসৃষ্টি

কাল কামাখ্যার আজ্ঞা গড়ে দিল দা,
আগে বসি ব্রহ্মা পাছে বসি বিষ্ণু মধ্যে বসে শিব ।
শিব শিব স্মরণে আজ ব্যাতে* পলো জীব
ভোলানাথ বা শিবনাথ কি মহেশ ।

(৬)

কপিলা গমন, কপিলার জন্ম-কথা

স্বর্গের কপিলা মর্ত্তে নামিলা ।
বিশ্বেশ্বর বোঁ্যত বাঁহনে চড়িলা ।।
নরলোক তার বসে তার গোথনে** হয় পৃথিবী শুদ্ধ ।
তাতে উদ্ভেজ† দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ ।।
কহন ত গুরু গোঁসাই সরস্বতীর বরে ।
কপিলার জন্মকথা কহি সভার ভিতরে ।।
ভোলানাথ ইত্যাদি ।

* ব্যাতে—মুখে ।
** গোথন—গো-স্তন ।
† উদ্ভেজ—উৎপন্ন হয় ।

(৭)

দেবগণের সমুদ্রমন্থন ও দ্রব্য বন্টন

শুন শুন মহাদেব কি করিছ বসি ।
সমুদ্রমন্থন কৈল দেবগণে আসি ।।
ইন্দ্র নিল উচ্চৈঃশ্রবা লক্ষ্মী নিল নারায়ণ ।
আর যত ছিল তাহা নিল দেবগণ ।।
শেষে মহাদেব তুমি পৌলে ফাঁকি ।
ক্রোধে মহাদেব বলে আমি এখন করি কি ।।
ভোলানাথ ইত্যাদি ।

(৮)

গম্ভীরা বন্দনা

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়াশিবের গম্ভীরা বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান ।
বাসুয়া‡ বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম ।
দাতানাথ কি শিবনাথ মহেশ ।

(৯)

দেবতা আহ্বান

(জলবন্দ ইত্যাদি)
মুষা বাহনে গনেশ এলেন তাঁর চরণে প্রণাম ।
দাতানাথ ইত্যাদি ।

(১০)

(জলবন্দ ইত্যাদি)
মৌর বাহনে কার্ত্তিক তাঁর চরণে প্রণাম ।
দাতানাথ ইত্যাদি ।

(১১)

(জলবন্দ ইত্যাদি)
প্যাঁচা বাহনে লক্ষ্মী তাঁর চরণে প্রণাম ।
দাতানাথ ইত্যাদি ।

(১২)

(জলবন্দ ইত্যাদি)
মকর বাহনে গঙ্গা তাঁর চরণে প্রণাম ।
দাতানাথ ইত্যাদি ।

(১৩)

(জলবন্দ ইত্যাদি)
সিংহবাহনে দুর্গা তাঁর চরণে প্রণাম ।
দাতানাথ ইত্যাদি ।

‡ বাসুয়া—বৃষ

(১৪)

(জলবন্দ ইত্যাদি)

মোষ বাহনে যম তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৫)

(জলবন্দ ইত্যাদি)

হংস বাহনে ব্রহ্মা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৬)

(জলবন্দ ইত্যাদি)

উল্লুক বাহনে ত্রিশকোটী দেবতা তাঁর চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৭)

(জলবন্দ ইত্যাদি)

যাঁহাদের নাম না জানি তাঁদের চরণে প্রণাম।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৮)

দ্বার মুক্ত

শ্যাতের* ঘোড়া করে ল্যাতের** পালন।

জয় জগন্নাথ আজ্ঞা কোটাল

মোকে মুক্ত কর দক্ষিণ দোয়ার ।।

দক্ষিণ দ্বার

দক্ষিণ দোয়রে আছে জয় জগন্নাথ।

তাঁর পুরীতে লোক কিনিয়া খায় ভাত

কমণ্ডলে জল নাই মস্তকে মুছে হাত ।।

দাতানাথ ইত্যাদি।

(১৯)

পশ্চিম দ্বার

শ্যাতের ঘোড়া ল্যাতের পালান

জয় জগন্নাথ আজ্ঞে কোটাল

মোকে মুক্ত কর পশ্চিম দোয়ার।

পশ্চিম দোয়ারে আছে ভীম একাদশ

তাঁহার চরণে প্রণাম ।।

ভোলানাথ ইত্যাদি।

---

* শ্যাতের—শ্বেতবর্ণের।

** ল্যাতের—নেতের (যথা নেতের পতাকা)—বস্ত্র বিশেষ।

(২০)

উত্তর দ্বার

শ্যাতের ঘোড়া ইত্যাদি······

মোকে মুক্ত কর উত্তর দোয়ার

উত্তর দোয়ারে আছে ভানু ভাস্কর রায়

তাঁহার চরণে প্রণাম ।।

ভোলানাথ ইত্যাদি।

(২১)

পূর্ব দ্বার

শ্যাতের ঘোড়া ইত্যাদি······

মোকে মুক্ত কর পূর্ব দোয়ার।

পূর্ব দোয়ারে আছে কামরূপ কামাখ্যা হাড়িমি চণ্ডীর আজ্ঞা

তাঁহার চরণে প্রণাম ।।

ভোলানাথ ইত্যাদি।

শিবগড়া সম্বন্ধে একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ বিবরণ রাধানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দাসের নিকট হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার লিখিত ভক্তগড়া বন্দনা নিম্নে লিখিত হইল।

মালদহ রাধানগর হইতে প্রাপ্ত শিবগড়া-বন্দনা

নমঃ শিবায়

(১)

সৃষ্টি

জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান।

কি মতে ছিলে হে প্রভু হইয়া শূন্যাকার ।।

কাঁকড়া সুতযোনি হেমের আকার।

কাঁকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা আনিবার ।।

কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা হেম পরিমাণ ।।

সেই ডিম্ব হইল দুইখান ।।

কি মতে পৃথিবী স্বজন করিল ভগবান।

শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

মৃত্তিকা সৃষ্টি

মাটি মাটি মাটি স্বজন করিল কে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে মাটি স্বজন করিল যে ।।

সে কাল কামার ব্যাটা গড়িয়া দিল দা।

আগে পাছা বুঝে তার মাঝে দিল ছ্যা † ।।

জীব সৃষ্টি

আগে বসে ব্রহ্মা তার পাছে বসে বিষ্ণু তার মাঝে বসে শিব।

যেখানে শিবের দ্বাদশ থাকে সেখানে বস্তুক্ জীব ।।

শিবনাথ কি মহেশ।

---

† দিল ছ্যা—দ্বিখণ্ড করিল, ছেদন করিল।

(৩)

ঘট ধুবুচির জন্ম-কথা

মাটি মাটি মাটি সৃজন করিল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনে মাটি সৃজন করিল যে।
সেকাল কুমার বলে গোঁসাই মনে পড়িল।
কাল কুমার ব্যাটা ছিল দুতিন ভাই।
মাটি কাটিয়া তারা করিল ঠাঁই ঠাঁই ।।
মাটি কাটিয়া তারা চড়িয়ে দিল চাকে।
ঘট ধুনুচি ডক্কের পাতিল* গড়াল আড়াই পাকে ।।
রবি শুকাইয়া দিল ব্রহ্মা পোড়াইয়া দিল
ত্রিশকোটি দেবতা দিল বর।
ঘট ধুবুচির জন্মকথা বলিলাম সভার ভিতর ।।

শিবনাথ কি মহেশ

(৪)

ধবল ধর্ম্ম নিরঞ্জনের প্রণাম

ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংহাসন।
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম্মনিরঞ্জন ।।
ধবল আকার গোঁসাই ধবল নৈরাকার।
ধবল চরণে তাঁর করিলহে পার ।।

শিবনাথ কি মহেশ।

(৫)

সদাশিবের নিদ্রাভঙ্গ

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমাকে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ**।
গোল চন্দন কাঠের কপাট, দেয় দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ।।

শিবনাথ কি মহেশ।

---

* ডক্কের পাতিল—প্রতিমাসন্মুখস্থ সদর্পন মৃৎপাত্র।

** এই আউলের ভক্ত কাহারা, তাঁহারা গম্ভীরার গম্ভীরদের দর্শনে কেন আসিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানে দেখি ইহা 'আউলেচাঁদ' হইতে এক প্রকার নবধর্ম্ম সম্প্রদায়। আউলেচাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল। সে ব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফাল্গুন মাসের প্রথমে শুক্রবার স্বকীয় পর্নক্ষেত্রে একটি অজ্ঞাত কুলশীল অষ্টমবর্ষীয় বালক প্রাপ্ত হয়। তাহাকে বারুই প্রতিপালন করিয়াছিল এবং তাহার নাম পূর্ণচন্দ্র রাখিয়াছিল। এই বালক ২৭ বৎসরাবধি নানাস্থনে ভ্রমণ করিয়া রামশরণ পালকে উপদেশ দিয়া তাহাকে নিজমতে আনিয়াছিলেন। আউলেচাঁদের লক্ষ্মীকান্ত, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস প্রভৃতি ২২ জন শিষ্য ছিল। আউলেচাঁদ ১৬৯১ শকে বোয়ালে গ্রামে পরলোক প্রাপ্ত হন। আউলেচাঁদ এক অভিনব ধর্ম্মপ্রচার করেন। তিনি কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক খেল্কা ও কান্থা গাত্রে দিয়া পর্য্যটন করিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় লোকদিগকে উপদেশ দিতেন। হিন্দু, মুসলমান সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন। তাঁহার জাত্যভিমান ছিল না। এ সম্প্রদায়ী লোক ঐ উদাসীনকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউলেচন্দ্র, তিন-ই এক, একেই তিন বলিয়া থাকেন। ইহাঁরা বলেন যে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে গিয়া তিরোহিত হইয়াছেন, তিনিই পুনরায় রূপান্তর ধারণ পূর্ব্বক আউলে মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার বহু নাম—ফকির ঠাকুর, সাঁই গোঁসাই। মুসলমান ভক্তগণ সম্ভবতঃ আউলে নাম রাখিয়া থাকিবেন। পারসীক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ যাঁহার দৈব-শক্তি আছে। আউলেচাঁদ অনেক অত্যদ্ভূত আলৌকিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান। তাঁহারা কাষ্ঠ-পাদুকা গ্রহণে গঙ্গাপারের কথা প্রচলিত আছে। এ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞলোকেরা কহেন, একমাত্র বিশ্বকর্ত্তাকে ভজনা করাই আমাদের ধর্ম্ম, এই সম্প্রদায় দেব-প্রতিমারও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম 'বরাতি'।" শিব বন্দনায় "আসন শুদ্ধ করিলেন ধর্ম্মগুরু মহাশয়" দেখিতে পাই এবং আরও লিখিত আছে :—

'আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরাসুদ্ধ।' এ ক্ষেত্রে 'বিষ্ণুবাই' অর্থ সুলভ নহে, সম্ভবতঃ বিষ্ণুদাস আউলভক্তের সিম্প্রদায়ভুক্তগণই গুরুর দোহাই দিয়া থাকিবেন এবং যে সম্প্রদায় এই বন্দনা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিষ্ণুদাস গুরুমহাশয় দলভুক্ত সম্প্রদায় হইলেও হইতে পারেন। আউলে সম্প্রদায় নিশীথ কালে আমোদাদিতে সমুদায় রজনী অতিবাহিত করেন ও ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, দন্ত কিটিমিটি করিয়া ধর্ম্মভাব প্রচার করেন। যাহা হউক পাঠক 'আউলের ভক্ত' বলিবার উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

আউলে সম্প্রদায়ের একটি গীত নিম্নে লিখিত হইল :

" ধন্য গুরুরে পাগল গোঁসাঞী
আহা মরি মরি গুণের লইয়া বালাই,
নাহি কিছু গুণের শেষ, চন্দন ছাড়ি আবেশ অঙ্গে মাখান ছাই।
কি কর ধ্যানের কথা, নেঙ্গুটি আর ছেড়া কাঁথা,
গোলামে এলাম দাতা সবে বাদসাই।
চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অভিপ্রায়,
কোথা থাকে যায় কোথা আছে নাই ।।"

—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।

(৬)

শিব দর্শন

আমরা আইলাম হরষে দরশে ।
দরশন দাও গোঁসাই সুবর্ণের দৃষ্টে ।।
আমরা আউলের ভক্ত ।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ।।

শিবনাথ কি মহেশ ।

(৭)

বান রাজার প্রতি প্রণাম

সোনারি তার সোনারি বার সোনারি গা জলে ।
শোভে মুক্তা প্রবাল শিবের ভক্ত যে বান রাজা আছে ।।
তার চরণে দ্বাদশ প্রণাম ।

শিবনাথ কি মহেশ ।

(৮)

পবনের পুত্র বীর হনুমান ।
আনিয়া যোগাল পাথর চারিখান ।।
চাঁচিয়া ছিলিয়া গড়াল শ্রীকান্ত
তাতে ঢালিল কাঁচ ঢাল ।
শ্বেত চামরে ছাহিল চণ্ডীমণ্ডপের চারি চালা ।।*

শিবনাথ কি মহেশ ।

*শূন্যপুরাণে "অথ ধর্ম্ম স্থানে" দেখি :—
"রাতিত পাথর চারি পাতি কর কতে হল সুদ সুনার আড়া ।
কাঞ্চন বাঁধিয়া সেজে করিল কাট ডাল ।" —৫৭ পৃ:

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম) :—
"গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল ।
মাঝে মাঝে শিখীপুচ্ছ শোভা করে ভাল ।।
কলধৌত-কলসে পতাকা দিল সেজে ।
কাঁচ চালা কাঞ্চন বরণ করে মেজে ।।"

শূন্য পুরাণ ৫৮ পৃ: :—
"মোউরর ছাইল ভাণ্ডার ঘর ।
পিড়াস সভা করে সুনার কলস ।।"

(৯)

শিবের দ্বারী নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল দ্বার প্রবেশ

তাঁবারি চট্‌পটি সুবর্ণের নাল ।
শিবের দোয়ারে দ্বারী নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল ।।
ঘুচায় ঘুচায় নন্দী চন্দন কেয়ায় ।
দ্বারসুদ্ধ বালাভক্ত কত লৈব নাম ।।
কাশীশ্বর শিবের দ্বার প্রবেশ করিল যত ভক্তগণ
আমরা আউলের ভক্ত বিষ্ণুবাই গম্ভীরা শুদ্ধ ।

শিবনাথ কি মহেশ ।

(১০)

গম্ভীরার ঢাকের কাঠি নির্ম্মাণ

ছয় মাসের খরচ দেব অঞ্চলে বাঁধিল ।
বায় ঝঙ্কার বাটে দেব বনে প্রবেশিল ।।
চাকন চিকন গাছ তার তলা হতে পাত ।
নয় হয় এই হয় করলীর গাছ ।।
আগা গোড়া কাটি তার মদ্ধখান নিলে ।
চাঁচিয়া ছিলিয়া কাঠি নির্ম্মাণ করিলে ।।
বাম কাঠি সরস্বতী দক্ষিণ কাঠি উর্দ্ধ ।
শিবদুর্গার বরে এই গম্ভীরার ঢাক্যার কাঠি হাতে শুদ্ধ ।।

শিবনাথ কি মহেশ ।

(১১)

আম কাঠে ঢাক নির্ম্মাণ, কপিলার ছড়ি দ্বারা চক্কা ছাওয়া
লঙ্কা গেল হনুমান খায় আম্রফল ।
মর্ত্তে ফেলিল আঁঠি তাইতে হইল বৃক্ষ অমরাবতী ।
আগে বাহ্রাইয়া অঙ্কুর, তার পাছে বাহ্রায় গাছ ।।
ছয় ছয় মাসে বাড়ে দ্বাদশ হাত ।
আগাল গোড়া কাটি তার মদ্ধখান নিলে ।
চাঁচিয়া ছিলিয়া ঢাক নির্ম্মাণ করিলে ।।
কামার গড়িয়া দিলো লোহার কড়ি ।
মুচিরাম চড়াইয়া দিল কপিলার ছড়ি ।।
শিব শিব বলিয়া ঢাকে দিল ঘা ।
মড়া চামড়া কাঢ়িলেক বিয়াল্লিশ ঘা ।।

শিবনাথ কি মহেশ ।

(১২)

আদ্যের ভাণ্ডার চণ্ডী মণ্ডপ শুদ্ধ

শুদ্ধ সভায় বসে গুরু গুরুর গলায় শতেশ্বরীর হার।
গুরু বাক্য শুদ্ধ করি আদ্যের ভাণ্ডার ।।
কৃপা করি গুরু মোরে শিখালেন বচন।
গুরু বাক্যে শুদ্ধ করি চণ্ডীমণ্ডপের চারি কোণ ।।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৩)

ধর্ম্মগুরু মহাশয় কর্ত্তৃক আসন শুদ্ধ

শুদ্ধ আমার মাতাপিতা শুদ্ধ বসুমতী।
যা হইতে হইল আমার উৎপত্তি ।।
দেবতার বল হইল আমার
আসন শুদ্ধ করি গেল ধর্ম্ম গুরু মহাশয় ।।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৪)

জল বন্দনা, স্থল বন্দনা

জল বন্দ স্থল বন্দ বন্দ শিবের ঝুড়্যা।
আট হাত মৃত্তিকা বন্দ চন্দ্র সূর্য্য জুড়্যা ।।
কাউসেন দত্তের ব্যাটা নয়নসেন দত্ত চরণে প্রণাম
"কাউসেন দত্তের" ব্যাটা "নয়নসেন দত্ত"।*
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত ।।
তাহার চরণে আমার দণ্ডবৎ।
শিবনাথ কি মহেশ

* শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপূজা প্রচারক কর্ণ সেনের পুত্র লাউসেনকে দেখিতে পাই। বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রভাবে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আমি বিবেচনা করি 'কাউসেন', 'কর্ণসেন" 'নয়নসেন' এবং লাউসেন অভিন্নব্যক্তি ছিলেন। কর্ণসেন বেনিয়া জাতি ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী রঞ্জাবতী 'বনিয়ার ঝি' ছিলেন; রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মহামদ দত্তবংশীয় ছিলেন। দত্তবংশীয়গণকেই শ্রীধর্ম্মপূজার প্রচারক দেখিতে পাই।

(১৫)

বৈশাখ মাসে শিবঠাকুর কার্পাস বুনিলেন

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিলেন কার্পাস ।।
কার্পাস বুনিয়া শিব গ্যাল কুচনীপাড়া
কুচনীপাড়া হইতে দিয়া এলো সাড়া ।।
কার্পাস তুলিয়া গঙ্গা দেবীকে দিলেন গঙ্গার সুতা প্রস্তুত,
শিবের তাঁত বোনা
কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই।
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানি।
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী ।।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৬)

পারিজাত হরণ

স্বর্গে গেল জগন্নাথ হরে আনিল পারিজাত।
রাজা পারিজাত।
ডানঠির শেষ কৌতুকের গোঁসাই হাতে নিল বেত ।।
স্বর্গের বেত মর্ত্তে নামিল।
শুদ্ধা করিয়া লক্ষ্মী ভূমেতে আরজিল ।।
শিবনাথ কি মহেশ

(১৭)

গম্ভীরা বন্দনা—ভগবতী প্রণাম

জল বন্দ স্থল বন্দ আদ্যের গম্ভীরা বন্দ।
ডাহিনে ভঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান।**
সিংহবাহনে ভগবতী আছেন তাঁর চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

(১৮)

সব্ব দেবতা উদ্দেশে প্রণাম

জল বন্দ ইত্যাদি······

এখানে যত দেবতা আছে সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
শিবনাথ কি মহেশ।

** শূন্য পুরাণে ধর্ম্ম সাজনে :—ডাইনে ভুঙ্গুর সাই বামে হনুমান।"—৯১ পৃঃ

(১৯)

জল বন্দ ইত্যাদি·····

আমি বন্দনা গাইলাম সকলের চরণে দ্বাদশ প্রণাম ।

শিবনাথ কি মহেশ ।

বন্দনার শেষে ভক্তগণ গম্ভীরা প্রাঙ্গণে দেহ লুন্ঠিত করিলে ভক্তগড়া অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হয়। এই প্রকার বন্দনা গম্ভীরা ভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অনেক বন্দনা মধ্যে দেখিতে পাই নিরাকার ধর্ম্মনিরঞ্জন সাকার হইলেন, ক্রমে জল, উল্লুক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। এই প্রকারে ধর্ম্মনিরঞ্জনের সৃষ্টি প্রকরণ লিখিত হইয়াছে।

মালদহ কাশিমপুরের নিকট মণ্ডলবংশীয় স্বর্গীয় মিছুলাল দাস গম্ভীরার বন্দনা পাঠ করিতেন এবং হনুমানের অংশটুকুর অভিনয় করিতেন। তাঁহার ভক্তগড়া বন্দনা মানিক দত্তের চণ্ডীর* সৃষ্টি প্রকরণের অবিকল অনুরূপ। ইহার দ্বারা বোধ হয় প্রাচীনকালে মালদহের গম্ভীরা-উৎসবে উক্ত প্রকার ধর্ম্মনিরঞ্জনের সৃষ্টি-প্রকরণ প্রচলিত ছিল।

মালদহ কাশিমপুরস্থ শিবগড়া বন্দনা

শিবগড়া বন্দনা†

নমঃ শিবায়

(১)

ধবল বরণ ধবল বসন ধর্ম্ম নিরঞ্জনের প্রণাম

ধবল বরণ প্রভু ধবল বসন।
ধবল খাটে বসে আছেন ধর্ম্ম নিরঞ্জন ।।‡
দাতা শিবনাথ কি মহেশ।

(২)

ধর্ম্মের শরীর ধারণ

আপনে ধর্ম্মগোঁসাই গোলক ধিয়াইন।
গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড স্বজিল ।।
আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই সুন্য ধিয়াইল।
সুন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের সরির হইল ।।
দাতানাথ কি মহেশ।

(৩)

জন্ম হইল ধর্ম্মগোঁসাই গুণে অনুপামা।
পৃথিবী স্বজিঞা তেঁহো রাখিবে মহিমা ।।
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পরিল।
হস্ত পদ পৃথিবীতে জল উপজিল ।।**
দাতানাথ.... ।

(৪)

সমুদ্র সৃষ্টি

জলেতে আসন গোঁসাই জলেতে বৈসন।
জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন ।।
ভাসিতে ধর্ম্ম গোঁসাই পাইল ঠেসন।
চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ ।।
দাতা.

---

* মানিক দত্তের চণ্ডী অবলম্বনে "গৌড়ীয়-মঙ্গল-চণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা সন ১৩১৭ সাল।

† কাশিমপুরস্থ মিছুলাল দাসের নিকট প্রাপ্ত। এই বর্ণনা মানিক দত্তের চণ্ডীর সৃষ্টি-প্রকরণের অনুরূপ। দাস মহাশয়ের পাঠ-বিকৃতি নিবন্ধন মানিক দত্তের বন্দনাই লিখিত হইল। তবে গম্ভীরায় পঠিত হইবার মত লিখিত হইল।

‡ মানিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মের বন্দনায় দেখি :—

ধবল অঙ্গের জ্যোতি, ধবল বর্ণের ধুতি, ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ।
ধবল চন্দন গায়, ধবল পাদুকা পায়, ধবল বরণ সিংহাসন ।।
ধবল বর্ণের ফোঁটা, ধবল উজ্জল জটা, ধবল বর্ণের চাঁদমালা।
ধবল চঁদুয়া খাট, ধবল নিশান পাট, ধবল বরণে ধর্ম্ম আলা ।।

** জল সৃষ্টি সম্বন্ধে শূন্যপুরাণে দেখিতে পাই যথা :—

"পরভুর বিমুতে জল হইল আচম্বিতি ।।" ৫০ (শূঃ পুঃ বিশ্ব-কোষ কার্য্যালয়)

আদিবুদ্ধ বা ধর্ম্ম জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার বাহন উল্লুক উপরি উপবেশন করিলেন। মানিক দত্তের চণ্ডীতে পদ্মপুষ্পসৃষ্টি ও তদুপরি ধর্ম্মের উপবেশনের কথা জানিতে পাই। পদ্মাসনোপরি বুদ্ধের অবস্থান সূচিত হইয়াছে।

(৫)

ধর্ম্মের বাহন উল্লুকের উৎপত্তি

ধর্ম্মের বেসন হইতে উল্লুক জন্মিল।
জোড় হস্ত করি উল্লুক সম্মুখে দাঁড়াইল ।।†
হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়।
কহ কহ উল্লুক কত যুগ জায় ।।
দাতা........ ।

(৬)

জত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে।
তখনে আছি লাভ আমি মন্ত্রধিয়ানে ।।
মন্ত্রধিয়ানে আমি ভাল পাইলাভ বর।
চৌদ্দ যুগের কথা সুন আমার গোচর ।।
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি সুন নৈরাকার।
ইতিন ভুবনে পাতকি নাহি আর ।।
দাতা...... ।

(৭)

ধর্ম্মের আসন পদ্মপুষ্পের সৃষ্টি

সন্মুখে রচিল গোঁসাই পদ্মফুল।
তাহাতে বসিঞা গোঁসাই জপে আদ্য মূল ।।"*
দাতা........... ।

† শূন্যপুরাণে এই সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, দেহের মল হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছিল। যথা :—

"তিলেক পরমাণ মলা নিল নারায়ণ"। ১০৭—(শ: পু:)

"ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেনমতে ।। ১০৮—(ঐ)

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম. এ. পি. এইচ্. ডি. মহাশয় বলিয়াছেন বুদ্ধদেব এক জন্মে মর্কটরূপ ধারণ করিয়া 'প্রজ্ঞাপারমিতা' সম্পাদন করিয়াছিলেন।" (রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। সন ১৩১৭ সাল অতিরিক্ত সংখ্যা পৃ:—৬৭।)

সম্ভবত: উল্লুককে কখন হনুমানরূপী দেখিতে পাই। ধর্ম্মের দেহ হইতেই উল্লুকের জন্ম। বুদ্ধদেব যে জন্মে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেই ইতিহাস অবলম্বনেই উল্লুকের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের মতে—

"চৌদ্দ জুগ বৈ পরভু তুলিলেন হাই।
উর্দ্ধ নিশ্বাসে জনমিলেন পক্ষী উল্লুকাই ।।"

আদ্যের গম্ভীরা'য় সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে আর লিপিবদ্ধ হইল না।

* পদ্মপুষ্প ধর্ম্মপূজায় ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান কালে রাঢ়দেশের ধর্ম্মের গাজনে এবং মালদহের "আদ্যের গম্ভীরা" পূজায় তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ধর্ম্ম নিরঞ্জন পদ্মফুলের উপরে বসিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিবার উপায় স্থির করিলেন।

(৮)

নানা পত্র বহ্যা গেল পাতাল ভুবন।
পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন ।।
দাতা...... ।

(৯)

পাতাল হইতে মৃত্তিকা আনয়ন

দ্বাদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল।
হস্তে করি মৃত্তিকা সরিরে বুলাইল ।।
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেতে করিঞা ।‡
সুন্যাকারে ধর্ম্ম গোঁসাই উঠিল ভাসিঞা ।।
দাতা...

(১০)

পুনরপি আসিঞা পদতে কৈল ভর।
মনে মনে চিন্তে গোঁসাই ধর্ম্ম নিরাকার ।।
মনে মনে চিন্তি তবে ধর্ম্মে অধিপতি।
কার উপর স্থাপিত নির্ম্মাণ বসুমতি ।।
দাতা. ...... ।

(১১)

বুদ্ধ বা ধর্ম্মের বাহন গজসৃষ্টি

আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই গজযুক্ত হৈল।
গজের উপরে বসুমতিকে স্থাপিল ।।
গজ সহিতে প্রিথিবি জায় রসাতল।
দাতা..

‡ মালদহের আদ্যের গম্ভীরায় ভক্ত-গড়া বন্দনায় এই প্রকারের ছড়া দেখিতে পাই। কাঁকড়া তিল-পরিমাণ মৃত্তিকা আনিয়াছিল :—"কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।" (আদ্যের গম্ভীরা ক: মা: প: সন ১৩১৬-১ সং) অন্য একটি গম্ভীরার শিবগড়ায় দেখা যায়, মাণিক দত্তের চণ্ডী বর্ণিত সৃষ্টি প্রকরণ ও আদ্যের উৎপত্তি এবং গাত্রের মলের কথাও আছে।

(১২)

ধর্ম্মবাহন কূর্ম্ম সৃষ্টি

"আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই কূর্ম্মরূপ হইল।
কূর্ম্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল ।।
কর্ম্ম সহিতে নারে পিথিবির ভার।
গজ কূর্ম্মে প্রিথিবি জায় রসাতল ।।"*

ধর্ম্ম নিরঞ্জন এই প্রকারে ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হইয়া শেষে যুক্তি-পূর্ব্বক নাগ সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর পৃথিবীর ভারাপণ করতঃ সুস্থির হইলেন।

(১৩)

নাগসৃষ্টি

টানিঞা ছিড়িল গলের কনক পৈতা।
এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা ।।
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন।
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভূবন ।।

দাতা.

বাসুকি নাগ সৃষ্টির পর, ক্ষুধায় অস্থির হইলে ধর্ম্ম নিরঞ্জন কর্ণের কুণ্ডল খুলিয়া ফেলিবামাত্র ভেকের সৃষ্টি হইল। সেই হইতে ভেক বাসুকির আহার্য্য হইল। মাণিক দত্তের চণ্ডীতেও ইহা লিখিত আছে।

* শূন্যপুরাণে এই প্রকার দেখি, যথা :—
"পদ্মা হস্ত দিত্রা পরভু বোলে থির থির।
পদ্মা হস্তে জনমিল জে কূর্ম্মের সরীর ।।" ৭২

গজ বা হস্তী সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের সুন্দর মত বিদ্যমান আছে। সু-হস্তীর কথা, বৌদ্ধ শিল্পীদের গজপ্রিয়তা। বুদ্ধের নিকট গজযূথের প্রণাম ইত্যাদি আমাদিগকে ধর্ম্মের গজসৃষ্টির রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। কূর্ম্ম ধর্ম্মশরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ কূর্ম্মরূপী বুদ্ধের পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের দশ অবতার মধ্যে যেমন বুদ্ধও আছেন, তদ্রূপ কূর্ম্মও আছেন। রাঢ়ের অনেক স্থানে কূর্ম্মরূপী ধর্ম্মের পূজা হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলায় কালেশ্বর গ্রামে কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্মরাজ আছেন।

হস্ত-লিখিত প্রাচীন জগন্নাথবিজয়, যাহা মুকুন্দ ভারতী বিরচিত, তাহাতে কচ্ছপের সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় আছে।

(১৪)

"জাও জাও বাসুকি হউক চিরাই।
আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাঁই ।।"**

দাতা............।

তৎপরে দেবতাগণের আহ্বান ইত্যাদি অন্যান্য শিববন্দনার ন্যায় দৃষ্ট হয়।

ছোট তামাসার দিবস সন্ধ্যায় আরতির সময়ে বন্দনা পাঠ-কালে ভক্তগণকে একপদে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায় এবং তাহারা মনে মনে শিবনাম উচ্চারণ করিতে থাকে।

"উর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংযাত সহিত ডাকে ধর্ম্ম জয় জয় ।।"

(শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

রাত্রিকালে বিবিধ নৃত্যগীতাদি ও মুখ্যার নৃত্য হয়।

বড় তামাসা

এই দিন দিবসে যথা প্রচলিত হরগৌরী পূজা হইয়া থাকে। দিবা দ্বিপ্রহরের পর ভক্তগণের শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। এই শোভাযাত্রা অতি মনোহর এবং কালীঘাটে নীলপূজার দিবস গাজনে সন্ন্যাসীগণের শোভাযাত্রা যে প্রকার হয়, এদেশেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গম্ভীরায় ভক্তগণ—কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ—সকলকেই এই উৎসবে যোগ দিতে হয়। প্রত্যেক গম্ভীরা হইতে ঢাকসহ ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে বহির্গত হয়। ভূত, প্রেত, প্রেতিনী, বাজিকর ও বাজিকর-স্ত্রী, কেহ রামাত, কেহ তুবড়ীওয়ালা, কেহ সাঁওতাল প্রভৃতি যাহার যাহা ইচ্ছা সে তদ্রূপ বেশ ভূষা করিয়া এক গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে গমন করে। ভক্ত মধ্যে কেহ কেহ ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্রবান উভয় বক্ষঃপার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া ত্রিশূলাগ্রে তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া প্রজ্বলিত করে; অন্য এক ব্যক্তি তাহাতে ধূপচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ভক্ত নৃত্য করিতে করিতে গমন করে। এই উৎসবে দিবাভাগ অতিবাহিত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় এক প্রকার 'হনুমান মুখা' (মুখা—মুখোস) অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন এক ব্যক্তি হনুমান মুখাদ্বারা সজ্জিত হয় এবং কাঁচা কদলীপত্রের দ্বারা সুদীর্ঘ লেজ প্রস্তুত

** শূণ্যপুরাণেও এই প্রকার বাসুকি সৃষ্টির উল্লেখ আছে দেখতে পাই :—
"এত জুক্তি বোলি আস্কি তব পদতলে।
কনক পৈতে ছিঁড়ে ফেলি দেহ জলে ।। ৯২
উলুকের বাক্য সুনি পরভু নিরঞ্জন।
কনক পৈতা খুলিঞা লইল ততক্ষণ ।। ৯৩
ছিড়িঞা ফেলেন্ত জলে কনক পৈতা।
জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা ।।" ৯৪

করিয়া অগ্রভাগে.............বন্ধন করিয়া দণ্ডায়মান হয়, এবং দুই ব্যক্তি এক খণ্ড বস্ত্র ধারন করে, তৎপরে হনুমানের লেজে অগ্নি প্রদত্ত হয়। হনুমান হুঙ্কার শব্দে সেই বস্ত্র উল্লম্ফনপূর্ব্বক একবার এপার একবার ওপার হইয়া প্রস্থান করে; ইহা লঙ্কাদগ্ধ ও সমুদ্রপারাভিনয় বলিয়াই বোধ হয়।

হনুমান-পর্ব্বের পর বালাভক্তগণ একত্রে 'শিবনাথ কি মহেশ' নাম ডাকিতে ডাকিতে এবং ঢক্কাবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে জলাশয়-সমীপে গমন করতঃ কন্টকী বৃক্ষের কোমল শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ও সিদ্ধি গাছের সহিত একটি তাড়া বাঁধিয়া উহাকে বক্ষঃস্থলে ধারন পূর্ব্বক স্নান করে। তৎপরে ঢক্কাবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে গম্ভীরায় আগমন করিয়া 'নাম ডাকিয়া' প্রণাম পূর্ব্বক উক্ত কন্টকগুচ্ছ মন্দিরে রক্ষা করে। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় 'শিবগড়া-বন্দনা' শেষ করিয়া উক্ত কন্টকের নিকট আগমন করিলে, ব্রাহ্মণ তাহাদের উপর শান্তিজল ছিটাইয়া দেন। শিবের আশীর্ব্বাদী পুষ্প উক্ত ফুলের (কন্টক গুচ্ছ) উপরি প্রদান করিলে, ভক্তগণ আপন আপন 'ফুল' লইয়া উভয় হস্তে দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ পর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকে; নৃত্য করিতে করিতে ঢক্কাবাদ্যের সঙ্কেত-অনুসারে মৃত্তিকা উপরি লুণ্ঠিত হইতে থাকে এবং তৎপরে প্রণাম করিয়া সেই ফুল শিব গম্ভীরা মধ্যে রক্ষা করে। ইহাকেই 'ফুল ভাঙ্গা' বলে। তৎপরে শিবদুর্গার আরত্রিকাদি সমাপনান্তে গম্ভীরা মণ্ডপ আলোকমালা শোভিত হয়। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃত্য আরম্ভ হয়। ভূত, প্রেত, রাম. লক্ষ্মণ, শিবদুর্গা, বুড়াবুড়ির নৃত্য, ঘোড়ানাচা, চালিনাচা, কার্ত্তিকনাচা, পরীনাচা ইত্যাদি আরম্ভ হয়। নৃত্যকালে ঢক্কা ও কাঁশি বাদিত হয়। ঢক্কায় যখন বিদায় বাদ্য বাদিত হয়, তৎকালে নৃত্যকারকেরা নৃত্য হইতে বিরত হয় এবং অন্য গম্ভীরোদ্দেশে প্রস্থান করে। ধণিগণ বাদ্যকারকে কিঞ্চিৎ বক্‌সিস দিয়া থাকেন। কেহ কেহ নূতন বস্ত্রও প্রদান করেন।

ক্রমে ক্রমে বিবিধ শিব-নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা শিবের গীত হয়। দলে দলে ভক্তগণ এই সময়ে গম্ভীরা মণ্ডপে আগমন করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দর্শকবৃন্দকে সুখী করে।

বৎসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায়বিগর্হিত হইলে তাহার গীত রচিত ও গীত হয়। একাধিক গায়কগণ একত্র অথবা পৃথক্ পৃথক্, স্ত্রী-পুরুষে সজ্জিত হইয়া গীত গাইয়া থাকে। শিবের বন্দনা, ঠুংরি চারিয়াড়ি ইত্যাদি গান হইয়া থাকে।

প্রভাত হইবার সময় এবং সূর্য্যোদয়ের পর্ব্বে 'মশান নাচা' হইয়া থাকে। মশান সুবৃহৎ আলুলায়িত কেশ, সিন্দুরলিপ্ত সমুদায় ললাটদেশ, কাঁচলী ও উন্নত কুচ, হস্তে শঙ্খপরিহিত সালঙ্কারা বিকটবদনা বেশে সজ্জিত হইয়া, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে থাকে এবং অপর ব্যক্তিগণ ধুনাচিতে ধুনা প্রদান করিয়া সেই ধূম মশানের মুখের সম্মুখে ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করে। এই প্রকারের শান্তিক্রিয়া গম্ভীরা মণ্ডপে কালী প্রভৃতির নৃত্যকালেও অনুষ্ঠিত হয়। যখন ঢাকি মাতান বাজায়, তখন 'মুখার' নৃত্য ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। তৎকালে পৃথক একটি মাল্য এবং ধূপের ধূম সম্মুখে প্রদান করিলে কালীমুখা প্রভৃতি মস্তক ঘুরাইয়া ধূম গ্রহণ করিয়া শান্ত হয়। মশান-কালী ধূলায় লুন্ঠিত হয়। তৎপরে সকাল ৮।৯ টা পর্য্যন্ত গম্ভীরা হইতে গম্ভীরান্তরে নৃত্যসমাপনান্তে একত্র নদীতে স্নান করিয়া গৃহে গমণ করে।

আহারা পূজা

বড় তামাসার পর দিবস, মশান নাচার পর হর-পার্ব্বতীর পূজান্তে হোম এবং ব্রাহ্মণ ও কুমারীভোজনাদির কার্য্য সমাধা হয়। এই দিবসে একটি কাঁচা বাঁশ বা কঞ্চিগম্ভীরার এক পার্শ্বে প্রোথিত করিয়া তাহাতে কলার মোচা, আম্র পভৃতি বন্ধন করিয়া পূজা করিলে আহারা পূজা সমাধা হয়। আহারা পূজার পর গম্ভীরার মধ্যে দিয়া কেহ জুতা পায়ে দিয়া বা ছাতা মাথায় দিয়া গমন করিলে মণ্ডল দণ্ডবিধান করেন। অধুনা এ প্রথা দৃষ্ট হয় না। এই দিবস তৃতীয় প্রহরে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় শোভাযাত্রা বাহির হয়।

বোলবাহি

এই দিবস দুই তিন ব্যক্তির সম্মিলনে যে গীতাদি হয়, তাহাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, ইহার সুরও স্বতন্ত্র। এই রাত্রিতেও গীতাদি হয়, কিন্তু কোন প্রকার মুখাদির নৃত্য হয় না। গীত ও বাদ্যাদি সহ উৎসব হইয়া থাকে। গম্ভীরা-সঙ্গীতে সুরের নূতনত্ব আছে। যে বিষয় লইয়া গান আরম্ভ বা রচিত হয়, তাহাকে উক্ত গীতের 'মুদ্দা' বলে। প্রত্যেক গানের 'মুদ্দা' থাকা চাই, যাহার মুদ্দা ভাল তাহার গীতও ভাল। এ বৎসর ভূমিকম্প হইল, এই ভূমিকম্প অবলম্বনে একটি গীত রচিত হইল। অতএব এই গানের 'মুদ্দা' ভূমিকম্প। কোন 'খলিফা' অর্থাৎ গানাদি রচকের নিকট 'মুদ্দা' বলিয়া দিলে তবে খলিফা গীত রচনা করিয়া দেন। যে গীতের 'মুদ্দা' স্ত্রী-পুরুষের বিবাদ বা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার লইয়া, তাহার গীত রচনা হইলে লোকেরা স্ত্রী-পুরুষাদি বেশে সজ্জিত হইয়া আপন আপন অংশের অভিনয় করে। আহারা.........শিবের চাষের অভিনয় হয়।* কেহ ধান ছিটাইয়া দেয়, কেহ হল চালায়, কেহ ধান্য রোপণ করে, তৎপরে ধান্য কর্ত্তন করা হয়, শেষ মণ্ডল বা প্রধান ভক্ত

---

* ধর্ম্মের গাজন ও শিবের গাজন উভয়ই এক প্রকার দেখা যায়। শূন্যপুরাণে শিবের চাষের বর্ণনা আছে। উহা কৃষি পরাশর ও মিহিরকৃত গ্রন্থের বর্ণনার মত।

জি সা করেন 'কত ধান' তাহার একটা উত্তর দিলে বৎসরের ধান্যফল স্থির হয়।

সামশোল ছাড়া

একটি পাত্রে একটি ক্ষুদ্র সকুল মৎস্য জীবিত রাখা হয়। তাহা লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে ত্যাগ করিতে হয়, উহাকে সামশোল ছাড়া বলে। আহারার দিবস সন্ধ্যার সময় একটি নবখনিত গর্ত্ত জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে মৎস্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভক্তগণ উহা উত্তীর্ন হয়। এই অনুষ্ঠান মালদহ জেলায় ধানতলার গম্ভীরায় অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে গম্ভীরার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একটি বংশদণ্ড বন্ধন করা হয়, তাহার পর 'ফুল ভাঙ্গার' বৃক্ষশাখা সমুদায় আনায়ন করিয়া গর্ত্তোপরি রক্ষিত হয়; এবং তাহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া ধূণা নিক্ষেপ করিলে পর ভক্তগণ একে একে উক্ত বংশে আপনার পদদ্বয় বন্ধন করিয়া নিম্ন মস্তকে দুলিতে থাকে এবং নিম্নস্থিত অগ্নিতে ধূনাচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া সপ্তবার দোল খায় তৎপর তাহাকে অবতরণ করাইয়া অন্য ভক্তকে ঐ প্রকার করা হয়। ইহাকে কোথাও কোথাও অগ্নিঝাঁপ বা পাটভাঙ্গা বলিয়া থাকে। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ঐ প্রকার অনুষ্ঠানের বণ না দৃষ্ট হয়। যথাঃ—

"উর্দ্ধে বন্দি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড।
যেখানে উজ্বল হ'য়ে জ্বলে যজ্ঞকুণ্ড।। ৪৮
ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ধূনাচূর্ন।" ৪৯

এই প্রকারে গম্ভীরা পূজা শেষ হয়।

"সামশোল ছাড়া"* ব্যাপারটা "বৈতরণীপার" অনুষ্ঠান বলিয়াই মনে হয়। ধর্ম্মের গাজনে বৈতরণী পার আছে। বৈতরণী খুড়িয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে মৎস্য ছাড়িয়া দিতে হয়। সন্ন্যাসিগণ গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া বৈতরণী পার হয়। পণ্ডিত বেত্র হস্তে বৈতরণী পারের মন্ত্র বলেন।

"গাভীর পুচ্ছ ধরি দানগতি কর এ পার।।" ১২

(শূণ্যপুরাণ ৫৬ পৃঃ)

*এই উৎসব ধানতলাদি কতিপয় স্থানের গম্ভীরায় বড় তামাসা ও আহারার দিবস দৃষ্ট হয়। শূণ্যপুরান, ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুঁথি অনুসারে ধর্ম্মস্নান জন্য পুষ্করিনী খনন করা হয়।

শূণ্যপুরাণে বৈতরণীতে :—

" ....জলের ভিতর।
খেলা করেন্ত নানাবনুর মাছ।।"

ইহার বিকৃত অনুষ্ঠান মালদহের গম্ভীরায় "সামশোল ছাড়া"।

ঢেঁকী মঙ্গল

ধর্ম্মের গাজনে ঢেঁকী মঙ্গলা ও ঢেঁকী-বাহনে নারদের আগমন অভিনয় হইয়া থাকে। মালদহের গম্ভীরায় "ঢেঁকী চুমান" (ঢেঁকী মঙ্গলা) হইয়া থাকে এবং তাহার উপরে নারদের আগমণ অভিনয় হয়। এই দিবস সন্ধ্যার সময় গম্ভীরায় ভক্তগণ হরিদ্রা ও সিন্দুরচিহ্নিত ঢেঁকী বহন করিয়া আনে, রমনীগণ জজ্কা (উলু) ধ্বনি করে। ঢেঁকীর উপরে একজন ভক্ত নারদ রূপে অবস্থান করে। ভক্তগণ ঢেঁকী-বাহনে নারদকে লইয়া শিব মন্দির প্রদক্ষিণ করে ও গম্ভীরা প্রাঙ্গনে রাখিয়া দেয়।**

শূন্যপুরাণে যথা :—

" কোটাল চারিজনে আদেসি দেবগণে
নারদে আনাহ তরাগতি।

সুনিআ মুনিরাজ বাহন করিল সাজ
ঢেঁকী পিঠে করি আরোহণ।"

ঢেঁকী পিঠে চাপিয়া বারমতি ভবনে অর্থাৎ গাজনে চলিলেন।

" তেঠেঙ্গা হইআ জায় ভেকর সঙ্গীত গাঅ
উড়িল দেব বিদ্দমানে।
দেখিয়া দেবগণ আদরে ততখন
বসাইল রত্ন-সিংহাসনে।।
ত্রিদেব মহারাজা ঢেঁকীর করিলা পূজা
সুগন্ধি পুষ্পর মালা দিআ।
দেবকন্যা মেলি দিআ হুলা হুলি
আনন্দে ঢেঁকী মঙ্গলিলা।।"

ঢেঁকী বরণ করা হইল :—

" পণ্ডিতে বেদগান নিছিআ পেলেন পাণ
হুলুই পড়ত ঘনে ঘন।

বেদ গান, উলুধ্বনি দিয়া পাণদ্বারা বরণ করিয়া পান ছুড়িয়া ফেলিলেন। অবশেষে রামাই ঢেঁকীর নিকট দানপতির কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন।

"এই মোর মনস্কাম তুন্নি না হইও বাম
দানপতির চিন্তিহ কল্যাণ।"

বিবাহে অনুপ্রাশনে, উপনয়নে আজিও ঢেঁকীকে বঙ্গলক্ষ্মী-গণ মান্য করিয়া থাকেন। মালদহে ইহাকে "ঢেঁকী চুমান বলা হয়।

** শূণ্যপুরাণ ৭৬।৭৮।৭৯ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছদ

গম্ভীরার নৃত্য-গীতাদির বিবরণ

মুখা (মুখোস)

কালিকা, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বাসুলী, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বুড়াবুড়ী, শিব ইত্যাদি বিজ্ঞাপক মুখার ব্যবহার হইয়া থাকে। ভূত, প্রেত, কার্ত্তিক, খেঁাড়া ও চালী প্রভৃতির নৃত্যও হয়। মুখা বা মুখোস কাষ্ঠ নির্ম্মিত বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কাষ্ঠনির্ম্মিত মুখাই ব্যবহৃত হইত। নিম্ব-কাষ্ঠের মুখা প্রশস্ত।

সকল সূত্রধর মুখা খোদিত করিতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে মুখা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে যে দেবদেবীর যে যে প্রকার মূর্ত্তির বর্ণনা আছে, মুখা তদ্রূপ হইয়া থাকে। পটুয়ারা মুখার উপর বর্নবিন্যাস করিয়া দেয়। কুম্ভকারেরা কালী প্রভৃতি মুখা গড়িয়া ও তাহাতে বর্ণ ফলিত করিয়া বিক্রয় করে। মালাকারেরা উক্ত মুখার শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।

নৃত্য করিবার পূর্ব্বে ভক্ত গম্ভীরা গৃহে পূজকের নিকট নূতন কাষ্ঠনির্ম্মিত মুখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। যাহাদের মুখা আছে তাহারা বিজয়াদশমীর দিবস পজাদি প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষনে এইপ্রকার পূজা প্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। অনেক প্রাচীন মুখা গম্ভীরাগৃহে লম্বিত থাকিতে দেখা যায়। এ দেশের সাধারণের বিশ্বাস, কোন কোন মুখা জাগ্রত এবং কোন কোন মুখার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণ ক্রোধপরায়ণা। অনেকে মুখা লইয়া নৃত্য করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। পর্ব্বে যাহারা দেবদেবী—বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ডা, বাসুলী, নরসিংহ প্রভৃতি দেবদেবীর মুখা লইয়া নৃত্য করিত, তাহারা তৈলাদি বর্জন এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র মনে পবিত্র বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিত। এক্ষণে সর্ব্বত্র এরূপ প্রথা আর দৃষ্ট হয় না।

মুখার উর্দ্ধদিকে ও পশ্চাদংশে একটি এবং দুই কর্ণের পশ্চাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকে। সেই রজ্জু দ্বারা মুখা মুখের উপর বন্ধন করা হয়। মুখার ঘর্ষণ হইতে মুখ রক্ষা করিবার জন্য চাদর বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কর্ণবেষ্টন করিয়া পাগড়ী বাঁধা হয়।

ঘোড়ানাচের ঘোড়া বংশনির্ম্মিত ও কাগজাদি দ্বারা মণ্ডিত। ঘোড়ার পৃষ্ঠাদেশে যেখানে 'জিন' দিতে হয়, তথায় ছিদ্র থাকে; সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী কটিদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া অশ্বের উপর পার্শ্বস্থিত রজ্জু স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কার্ত্তিকের ময়ূরাদির নৃত্যও ঐ প্রকার। এতদ্ব্যতীত ভালুকনাচও হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ভল্লুকের মুখা এবং কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত শণ বা পাটের চুল দিয়া সর্ব্বশরীর আবৃতা করিয়া মানব ভল্লুকের মুখা পরিধান করিয়া থাকে এবং অপরা একজন সেই ভাল্লুককে নাচায়। দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় তাঁহার ক্ষুদ্র চালচিত্রখানিও সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। এক ব্যক্তি আপন কটিদেশের সম্মুখে চালী বন্ধন করে এবং ছোট ছোট বালক বালিকাকে তদুপরি বসাইয়া দুই হস্তদ্বারা পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া নৃত্য করায়। কালীমুখার নৃত্যকালে কখন কখন চারখানি হস্ত বিশিষ্ট দেখা যায়, উহার চারিখানি হস্তই কাষ্ঠের। নৃত্যকারী আপন হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে। চামুণ্ডা-মুখ নৃত্যকালে হস্তে খর্পর ও পারাবতাদি ধারণ করিয়া নাচিতে থাকে প্রধান ভক্ত হনুমানের মুখা পরিধান করিয়া লঙ্কাদগ্ধ, সাগরপার ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। শিব-পার্ব্বতী শান্তভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। পার্ব্বতীর কক্ষে পূর্ণঘট ও আম্রশাখা এবং একহস্তে-প্রস্ফুটিত কমল থাকে। বুঢ়াবুঢ়ী (বুড়াবুড়ী) নৃত্য কৌতুক-প্রদ।

সকলপ্রকার মুখার নৃত্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার অভিমত ব্যক্ত করিবার বিশেষ কারণ নাই, কিন্তু নৃসিংহ মুখার নৃত্য এবং মুখাসম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কারণ রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, গম্ভীরা মণ্ডপে নৃত্য ব্যাপারে শিব, শক্তি ও শিব প্রমথ-গণ লইয়াই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাই প্রাচীন প্রথা এবং এই প্রথাই পৌরাণিক শাস্ত্রসঙ্গত কিন্তু নরসিং (নরসিংহ) মুখার নৃত্যের-কোনই হেতু বর্ত্তমান নাই। 'নারসিংহী' নামে চণ্ডীর একমূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ গম্ভীরামণ্ডপে শিব-সকাশে 'নসিংহ'-নৃত্যস্থলে পূর্ব্বে 'নারসিংহী'র নৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইত। ভ্রমক্রমে নারসিংহী স্থলে এক্ষণে নৃসিংহ বলিয়া সাধারণ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, এই ভ্রম-সংশোধন আবশ্যক। নিম্নে নারসিংহীর ধ্যান ও প্রণাম লিখিত হইল, ইহা হইতে পাঠক শিবশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন :—

নারসিংহী-ধ্যান

" ওঁ সুরবেশা বলোত্তিন্না নানাভরণভূষিতা।
ভিন্দন্তী কশিপোর্বক্ষো নারসিংহীতি বিশ্রুতা ।। "

নারসিংহী-প্রণাম

"ওঁ নৃসিংহরূপিনীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
শুভদাং সুপ্রভাং নিত্যাং নারসিংহী নমাম্যহং ॥"

এক্ষণে বিবেচনা হইতেছে, নরসিংহমুখার নাম না বলিয়া নারসিংহীমুখার নৃত্য ইত্যাদি বলাই প্রকৃত।

গম্ভীরার গান

বন্দনা, ঠংরিগান, চারিয়াড়ি, বোলাই ইত্যাদি বিবিধ প্রকার গম্ভীরার গান প্রচলিত আছে। বন্দনা গীতাকারে রচিত। গায়ক ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডাদি হস্তপদমস্তকাদি স্থানে বন্ধন করিয়া চূণের ফোঁটা নাকে গালে দিয়া বন্দনা গাইতে আরম্ভ করে এবং কোন কোন গায়ক অন্যান্য গীতাদির পূর্ব্বে শিবের বন্দনা গাইয়া থাকে।

[আদ্যের গম্ভীরা, শ্রীহরিদাস পালিত, মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ, বি. এল্., কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৯]

পরিশিষ্ট খ

মেলা সারণি

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡১	মালদহ	ইংরেজ-বাজার	২৫	নুতন নঘরিয়া	আশ্বিন	বাইচের মেলা (লক্ষ্মীপূজা)	বহুকালের	১ দিন	বহুসংখ্যক
‡২	,,	,,	৪৮	মিলিক নরহাট্টা	..	সিরুয়া উৎসব	৫০ বৎসর	১ দিন	১,০০০-১,৫০০
†৩	,,	,,	৫৬	আড়াপুর	আশ্বিন	বাইচের মেলা (দুর্গাপূজা)	..	..	৫০০-৬০০
†৪	,,	,,	৬৮	মকদুমপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	৭৬ বৎসর	২ দিন	১০,০০০
*৫	,,	,,	৮৪	সাদুল্লাপুর	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা স্নান	বহুকালের	২ দিন	৫০০
†৬	,,	,,	,,	,,	ভাদ্র	ভাদ্র সংক্রান্তি	..	১ দিন	৬,০০০
†৭	,,	,,	,,	,,	,,	ভাদ্র পূর্ণিমা	..	১ দিন	২,০০০
†৮	,,	,,	,,	,,	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	..	১ দিন	৬,০০০
†৯	,,	,,	,,	,,	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	..	২ দিন	৭,০০০
‡১০	,,	,,	৯৭	জহরাতলা	বৈশাখ	জহরাকালীপূজা	১০০ বৎসর	১ মাস	৫০০-১,০০০
‡১১	,,	,,	..	কোতোয়ালী	আশ্বিন	বাইচের মেলা	..	১ দিন	১,০০০
‡১২	,,	,,	..	,,	কার্তিক	কালীপূজা (টিপাজানীর মেলা)	৭৬ বৎসর	১ দিন	৬০০-৭০০
‡১৩	,,	,,	..	,,	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রী পূজা	..	২ দিন	৪০০-৫০০
‡১৪	,,	,,	..	,,	মাঘ	সূর্য্যব্রত পূজা	..	২ দিন	২০০-৩০০
‡১৫	,,	,,	,,	,,	মাঘ	সরস্বতী পূজা	..	..	..
*১৬	,,	,,	১২৮	রামকেলি	জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি	শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণোৎসব (রামকেলির মেলা)	৪৫০ বৎসর	৫ দিন	৮,০০০-১০,০০০

†১৭	মালদহ	ইংরেজ-বাজার	..	অমৃতি	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	..	৩ দিন	৫,০০০
‡১৮	,,	কালিয়াচক	৩	খাসমহল ঝাউবোনা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০-৬০ বৎসর	১ দিন	..
‡১৯	,,	,,	১১	পঞ্চানন্দপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১ দিন	৫০০
‡২০	,,	,,	,,	যুগলতলা	কার্তিক	কালীপূজা	২৫ বৎসর	২ দিন	১,০০০
‡২১	,,	,,	৪০	চক্বাহাদুরপুর রিফিউজী কলোনী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৬ বৎসর	১ দিন	..
‡২২	,,	,,	৪৪	শুকপাড়া	কার্তিক	কালীপূজা	৩০ বৎসর	২ দিন	১৫০-২০০
‡২৩	,,	,,	৪৫	কুম্ভিরা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০ বৎসর	৫ দিন	৪০০
‡২৪	,,	,,	৫৭	চরি অনন্তপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহুকালের	৫-৬ দিন	১০.০০০
‡২৫	,,	,,	৭৮	কালিয়াচক্	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২১ বৎসর	১ দিন	২.০০০
‡২৬	,,	,,	৮৮	বালুগ্রাম	কার্তিক	কালীপূজা	১০০ বৎসর	৩ দিন	..
‡২৭	,,	,,	৯৮	সাদীপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১০০ বৎসর	১ সপ্তাহ	১,০০০
‡২৮	,,	,,	১৪৪	জালালপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫১ বৎসর	২ দিন	১,০০০
‡২৯	,,	হবিবপুর	৭১	বাহাদুরপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০ বৎসর	৪ দিন	২,৫০০-৩,০০০
‡৩০	,,	,,	১৭০	হবিবপুর	বৈশাখ	গম্ভীরাপূজা	বহুকালের	১ দিন	১,০০০
‡৩১	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	শিবপূজা	বহুকালের	৫ দিন	..
‡৩২	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	শিবপূজা (সত্যম্ শিবম্ সম্প্রদায়ভুক্ত সাঁওতালগণের)	..	১ দিন	৫,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡৩৩	মালদহ	হবিবপুর	২১২	বুলবুলচণ্ডী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০-৬০ বৎসর	২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৩৪	,,	,,	,,	,,	কার্তিক	কালীপূজা	৫ বৎসর	৪-৫ দিন	..
‡৩৫	,,	,,	২২৫	জোতগোকুল	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	গম্ভীরাপূজা	বহুকালের	১ দিন	২০০
‡৩৬	,,	,,	২৪৭	আইহো	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহুকালের	৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৩৭	,,	,,	২৭২	বানপুর	চৈত্র	ঝাঁপড়ী কালীপূজা	৩০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৩৮	,,	,,	..	সজনাদীঘি	ফাল্গুন	আদিবাসী উৎসব (সজনাদীঘির মেলা)	..	..	৩,০০০-৪,০০০
‡৩৯	,,	,,	..	বুড়িতলা	বৈশাখ	চণ্ডীপূজা (বুড়িতলার মেলা)	..	১ দিন	..
‡৪০	,,	বামুয়া	১	জঙ্গালীটোলা	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা (গঙ্গাস্নান)	৬০-৬৫ বৎসর	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৪১	,,	,,	,,	মহানন্দটোলা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪ বৎসর	৩ দিন	৩,০০০
‡৪২	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	২৫ বৎসর	৩ দিন	৩,০০০
‡৪৩	,,	,,	৫	শ্যামগোপটোলা	কার্তিক	কালীপূজা	৩০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৪৪	,,	,,	১৯	দেবীপুর	..	মহোৎসব	১৫ বৎসর	৪ দিন	..
‡৪৫	,,	,,	৭৬	লস্করপুর	কার্তিক	কালীপূজা	..	২ দিন	১,০০০
‡৪৬	,,	,,	৯১	মহারাজপুর	কার্তিক	কালীপূজা	৫০-৬০ বৎসর	২ দিন	৪০০
‡৪৭	,,	,,	১২৫	নিজগাঁ পরানপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	২ দিন	১,০০০
‡৪৮	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	মহোৎসব	২৫ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
‡৪৯	,,	,,	১৩৪	সিমলা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	৩ দিন	৫০০
‡৫০	,,	,,	,,	,,	কার্তিক	কালীপূজা	..	১ দিন	..
‡৫১	,,	,,	,,	,,	মহরম মাস	মহরম উৎসব	..	১ দিন	..

‡৫২	মালদহ	রাতুয়া	১৩৫	একবর্ণা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০০-২৫০ বৎসর	৪ দিন	৫,০০০
‡৫৩	,,	,,	,,	,,		কালীপূজা	..	১ দিন	..
‡৫৪	,,	,,	১৪৬	খৈলসনা	মহরম মাস	মহরম উৎসব	১০ বৎসর	৫ দিন	৫,০০০
‡৫৫	,,	,,	১৫০	সাতমারা	মহরম মাস	মহরম উৎসব	২৫ বৎসর	১ দিন	৭০০
‡৫৬	,,	,,	,,	বড়াকাল	বৈশাখ	গম্ভীরাপূজা	২৫ বৎসর	১ দিন	৬০০-৭০০
‡৫৭	,,	মাণিকচক	৭	নাওবরার জায়গীর	কার্তিক	কালীপূজা	১৫ বৎসর	৪ দিন	১,০০০
‡৫৮	,,	,,	২৬	উৎসবটোলা	আশ্বিন	বিজয়া দশমী (দুর্গাপূজা)	৫ বৎসর	অর্ধদিন	২,৫০০
‡৫৯	,,	,,	,,	মথুরাপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	২৮ বৎসর	১০ দিন	১০,০০০-১২,০০০
‡৬০	,,	,,	৪০	নূরপুর	বৈশাখ	কালীপূজা	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০
‡৬১	,,	,,	৫০	সেখপুরা	চৈত্র	সিরুয়া উৎসব	প্রাচীন	৩ দিন	৮০০
‡৬২	,,	,,	৭৬	ছোট ধরমপুর	বৈশাখ	বাঁশুলী পূজা	২০০ বৎসর	২ দিন	১০,০০০
‡৬৩	,,	,,	৮৮	কৃষ্ণনগর	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	২৫ বৎসর	২ দিন	৫০০
‡৬৪	,,	,,	,,	,,	কার্তিক	রাসযাত্রা	৭০-৭৫ বৎসর	২ দিন	১,০০০
‡৬৫	,,	,,	৯০	হিলসামারী কালীটোলা	কার্তিক	কালীপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	৩০০-৪০০
‡৬৬	,,	খরবা	৫	মহানন্দপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০ বৎসর	৮-১০ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৬৭	,,	,,	৩০	জগন্নাথপুর	আশ্বিন	দুর্গাপজা	২৫ বৎসর	২ দিন	১৫০
‡৬৮	,,	,,	৪৭	কোবাইয়া	মহরম মাস	মহরম উৎসব	প্রাচীন	১ দিন	৬,০০০-৭,০০০
‡৬৯	,,	,,	১০০	ক্ষেমপুর	বৈশাখী পূর্ণিমা	গম্ভীরাপূজা	..	৪ দিন	২,০০০
‡৭০	,,	হরিশ্চন্দ্রপুর	৪৩	গোহিলা	১লা মাঘ	গোহিলচণ্ডীপূজা	৬০ বৎসর	২ দিন	৮,০০০
‡৭১	,,	,,	৫৩	শ্রীচন্দ্রপুর	কার্তিক	কালীপূজা	..	১ দিন	..

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡৭২	মালদহ	হরিশ্চন্দ্রপুর	৫৩	শ্রীচন্দ্রপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	বহুদিন	১ দিন	২০০
‡৭৩	,,	,,	,,	কালীতলা মবারকপুর	কার্তিক	কালীপূজা	বহুকাল	৭-৮ দিন	৫,০০০
‡৭৪	,,	,,	৮৭	বেজপুরা	বৈশাখ	শ্মশানকালীপূজা	২৫০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০
‡৭৫	,,	,,	১০১	হরিশচন্দ্রপুর	কার্তিক	কালীপূজা	..	৪-৫ দিন	..
‡৭৬	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	হনুহনিয়ার মেলা	..	১ দিন	..
‡৭৭	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	নলপুকুরের মেলা	..	১ দিন	..
‡৭৮	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	মঙ্গলহাটের মেলা	..	১ দিন	..
‡৭৯	,,	,,	১০৯	দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০
‡৮০	,,	,,	১২৮	বারদুয়ারী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪০-৪৫ বৎসর	২ দিন	২,০০০
‡৮১	,,	,,	১৩৫	অর্জুনাই	ফাল্গুন	মহারাজপূজা	১০০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০
‡৮২	,,	,,	১৬৪	মালিওর	কার্তিক	কালীপূজা	বহুপ্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡৮৩	,,	,,	১৬১	দৌলতনগর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩৫ বৎসর	১ দিন	২,০০০
*৮৪	,,	গাজোল	৩৩	পাণ্ডুয়া	..	সবেবরাত	৭০০-৮০০ বৎসর	৭ দিন	৪০০-৫০০
†৮৫	,,	,,	৯১	রাণীপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৬০-৭০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৮৬	,,	,,	১৫৩	দোহিল	চৈত্র	গম্ভীরা উৎসব	৩০ বৎসর	৭ দিন	২০,০০০
*৮৭	,,	,,	১৭৩	ধাওয়াইল	মাঘী পুর্ণিমা	কংসব্রত	৪৫০ বৎসর	১৫ দিন	১০,০০০
‡৮৮	,,	বামনগোলা	১৬	ফরিদপুর	বৈশাখ	গম্ভীরাপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡৮৯	,,	,,	২১	গোবিন্দপুর	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	বহুদিন	১ দিন	১,০০০
‡৯০	,,	,,	৬৩	বেরুল	বৈশাখ	গম্ভীরাপূজা	২৫০ বৎসর	১ দিন	৩০০

‡৯১	মালদহ	বামনগোলা	৬৩	বেরুল	..	বুড়া পীরের উৎসব	..	..	..
‡৯২	,,	,,	৯২	বামনগোলা	বৈশাখ	গম্ভীরাপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡৯৩	,,	,,	৯৫	বারিন্দা	বৈশাখ	মহামায়াপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	৪,০০০
‡৯৪	,,	,,	১০৮	বাশরা	চৈত্রসংক্রান্তি	চামুণ্ডাপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৩,৫০০
‡৯৫	,,	,,	১২৬	সিন্না	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০০ বৎসর	৫ দিন	৮০০-৯০০
†৯৬	পশ্চিম-দিনাজপুর	হিলি	২৯৩	বিনশিরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	..	১ দিন	..
‡৯৭	,,	,,	৩৬৬	হিলি (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)	জ্যৈষ্ঠ	চামুণ্ডাপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৯৮	,,	,,	৩৬৬	,,	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	..	..
‡৯৯	,,	বালুরঘাট	২	শিবপুর	চৈত্র	বারুণী স্নান	বহুকালের	১ দিন	৫০০-৬০০
*১০০	,,	,,	২২	বোল্লা	কার্তিক (রাস পূর্ণিমায়)	কালীপূজা	..	১ দিন	২০০-৩০০
‡১০১	,,	,,	২৭	বাহিচা	চৈত্র	চড়ক	৭ বৎসর	১ দিন	৩০০
*১০২	,,	,,	২৮	পার পতিরাম	..	হরিঠাকুরের উৎসব	১০০ বৎসর	১৫ দিন	৭,০০০-৮,০০০
‡১০৩	,,	,,	৪২	খাষপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০ বৎসর	৫ দিন	দৈনিক ৪০০-৫০০
*১০৪	,,	,,	৭৫	ত্রিকুল	বৈশাখ	কালীপূজা	..	৩ দিন	..
‡১০৫	,,	,,	৭৮	রাধানগর	কার্তিক	কালীপূজা	বহুকালের	১ দিন	২০০-৩০০
‡১০৬	,,	,,	৮৭	ডাঙ্গী	চৈত্র	বারুণী স্নান	..	..	..
†১০৭	,,	,,	৮১	খিদিরপুর	চৈত্র	চড়ক	..	১ দিন	১,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡১০৮	পশ্চিম-দিনাজপুর	বালুরঘাট	১০৭	মঙ্গলপুর	ফাল্গুন (দোল পূর্ণিমায়)	কালীপূজা (চঞ্চলা কালী)	..	১ দিন	..
‡১০৯	,,	,,	১৭৭	ফরিদপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৭ বৎসর	৪ দিন	৫,০০০-৮,০০০
‡১১০	,,	,,	১৭৭	,,	কার্তিক	কালীপূজা	৭ বৎসর	৪ দিন	..
‡১১১	,,	,,	১৮৭	পত্তিরাম	জ্যৈষ্ঠ	চামুণ্ডাপূজা	বহুকালের	১ দিন	২০০-৩০০
‡১১২	,,	,,	১৮৭	,,	কার্তিক	জয়কালী পূজা	২৩ বৎসর	৩ দিন	৩০০-৪০০
‡১১৩	,,	,,	২০২	নাজিরপুর	বৈশাখ	(ধর্মীয় উপলক্ষে নহে)	..	১৫ দিন	৩,০০০
‡১১৪	,,	,,	২০৭	খাঁপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২ বৎসর	..	..
‡১১৫	,,	,,	২০৭	,,	চৈত্র	চড়ক	বহুকালের	১ দিন	১,০০০
‡১১৬	,,	,,	২১০	ইন্দা	চৈত্র	বারুণী স্নান উৎসব	,,	১ দিন	৩,০০০
‡১১৭	,,	,,	২৩৭	কোদ্‌লা	কার্তিক (রাস পূর্ণিমায়)	আদিবাসী উৎসব (সাঁওতাল সম্প্রদায়ের)	,,	১ দিন	৬০০-৭০০
‡১১৮	,,	,,	২৪৪	অমৃত খণ্ড	মহরম মাস	মহরম	,,	১ দিন	৮০০
‡১১৯	,,	,,	..	মহানন্দ	চৈত্র	চড়ক	,,	১ দিন	৫০০
‡১২০	,,	কুমারগঞ্জ	৫	চক আমুলিয়া	পয়লা আশ্বিন	আদিবাসী উৎসব—ছাতা পরব ও জিতিয়া পরব	৬০ বৎসর	১ দিন	৫০০
†১২১	,,	,,	১২	কানুরা	চৈত্র	বারুণী স্নান উৎসব	..	১ দিন	২,৫০০
‡১২২	,,	,,	১৫	বৌদ্ধনাথ ধাম	চৈত্র	,,	২০০ বৎসর	২-৩ দিন	৫,০০০-৭,০০০
‡১২৩	,,	,,	৪৬	ব্রহ্মপুর	বৈশাখ	চড়ক	৪০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡১২৪	,,	,,	৪৭	সাফানগর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২৫ বৎসর	৫-৭ দিন	..
‡১২৫	,,	,,	৯৯	বালুপাড়া	চৈত্র	চড়ক	১০০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০
†১২৬	,,	,,	১০৩	কুমারগঞ্জ	বৈশাখ	মুকেশ্বরী মেলা	..	১ দিন	১,০০০

*১২৭	পশ্চিম-দিনাজপুর	কুমারগঞ্জ	২০২	বটুন	জ্যৈষ্ঠ	চামুণ্ডা কালীপূজা	বহুকালের	২-৩ দিন	১০,০০০-১২,০০০
‡১২৮	,,	গঙ্গারামপুর	৩৫	দেবীপুর	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	বুড়ীমা পূজা (কালী)	২৫০ বৎসর	৭ দিন	১৫০
‡১২৯	,,	,,	৮১	বেলবাড়ী	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	..
*১৩০	,,	,,	৮৬	ধলদিঘী	মাঘ	পীরের উরস্	বাং ১২২১সন	২ মাস	১০০,০০০
‡১৩১	,,	,,	১১৬	শিববাটী	চৈত্র	বারুনী স্নান উৎসব	বহুকালের	১ দিন	৫,০০০
‡১৩২	,,	তপন	৩৫	বজ্রাপুকুর	কার্তিক	কালীপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	১,৫০০
‡১৩৩	,,	,,	৮৩	রাজেশ্বরপুর	চৈত্র	মশান কালীপূজা	বহুকালের	১ দিন	২৫০
‡১৩৪	,,	,,	৮৭	হজরতপুর	মহরম মাস	মহরম উৎসব	২৫০ বৎসর	১ দিন	৩০০-৪০০
‡১৩৫	,,	,,	১৩৩	দাড়ালহাট	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০০ বৎসর	৪ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡১৩৬	,,	,,	১৬৭	তেলীঘাটা	চৈত্র	গম্ভীরা বা চড়ক	২০০ বৎসর	২ দিন	২,৫০০
‡১৩৭	,,	,,	১৭০	ধাইনগর	চৈত্র	গম্ভীরা বা চড়ক	বহুকালের	১ দিন	৩৫০
‡১৩৮	,,	,,	১৭৪	রামচন্দ্রপুর	চৈত্র	গম্ভীরা ও চড়ক	বহুকালের	১ দিন	৫০০
‡১৩৯	,,	,,	২৭৬	অভিরামপুর	চৈত্র	বুড়াকালী পূজা	বহুকালের	১ দিন	৫০০-৬০০
‡১৪০	,,	,,	২৭৯	হরিবংশীপুর	কার্তিক	কালীপূজা	বহুকালের	১ দিন	৪০০-৫০০
‡১৪১	,,	রায়গঞ্জ	৪	তাজপুর	বৈশাখ	পীরের উৎসব (তাজবাজ উৎসব নামে খ্যাত)	বহুকালের	১ দিন	২,৫০০
‡১৪২	,,	,,	১৭	মসলন্দপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	..	২০০-৩০০
‡১৪৩	,,	,,	২৫	ধুসমল	মাঘীপূর্ণিমা	গঙ্গাপূজা	৬০-৭০ বৎসর	২ দিন	৮০০

* ১ম সংস্করণে এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
*১৪৪	পশ্চিম-দিনাজপুর	রায়গঞ্জ	৪০	বিন্দোল	কার্তিক	রাসযাত্রা	৫০ বৎসর	৩-৪ সপ্তাহ	৪,০০০
‡১৪৫	,,	,,	৮৯	রামপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	৩ বৎসর	১ দিন	২০০-৩০০
‡১৪৬	,,	,,	১২৪	লোহন্ড গ্রাম	..	পীরের উরস্	৭০ বৎসর	১ দিন	৪০০
‡১৪৭	,,	,,	১৩২	গোয়ালদহ	মাঘ	সরস্বতীপূজা	২০ বৎসর	৩ দিন	২০০-২৫০
‡১৪৮	,,	,,	১৪৪	মাড়ুইকুড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡১৪৯	,,	,,	১৪৬	দক্ষিণ গোয়ালপাড়া	কার্তিক	কালীপূজা	বহুকালের	১ দিন	৫০০
‡১৫০	,,	,,	১৫৭	কর্ণজোড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	দেশ বিভাগের পর আরম্ভ হইয়াছে	..	২,০০০-৩,০০০
‡১৫১	,,	,,	১৫৯	খলসী ধরুইল	কার্তিক	কালীপূজা	বহুকালের	১ দিন	২০০-২৫০
†১৫২	,,	,,	১৭০	সেরপুর	মাঘ	মকর স্নান	২৫০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡১৫৩	,,	,,	১৭৬	কসবা মহশো	বৈশাখ মাসের ১ম বৃহস্পতিবার	পীরের উরস্ (মখদুমী পীর)	৫০০ বৎসর	২ দিন	৩,০০০
‡১৫৪	,,	,,	১৮০	কমলাবাড়ী	আশ্বিন	কমলাচণ্ডীপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০
‡১৫৫	,,	কালিয়াগঞ্জ	১০	পুরগ্রাম	জ্যৈষ্ঠ	'বারুলিয়া ধানের' মেলা	৮০ বৎসর	৭ দিন	৫০০
‡১৫৬	,,	,,	৩৫	মনোহরপুর	আষাঢ়	শিবকালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	..
‡১৫৭	,,	,,	৩৫	,,	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৫০০
†১৫৮	,,	,,	৮৪	ধনকৈল	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহুকালের	১ মাস	১,০০০ (দৈনিক)
‡১৫৯	,,	,,	৯৪	আম্বিরা	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	বহুকালের	১ দিন	৫০০-৬০০
*১৬০	,,	,,	১০৫	সেরগ্রাম	চৈত্র-বৈশাখ	কুকুড়ামনির মেলা	১০০ বৎসর	১ মাস	১০,০০০

‡১৬১	পশ্চিম-দিনাজপুর	কালিয়াগঞ্জ	১০৮	টুঙ্গইল বিলপাড়া	কার্তিক	রাসযাত্রা	২০০ বৎসর	১ দিন	৫০০-৬০০
‡১৬২	,,	,,	,,	,,	মাঘ	সরস্বতীপূজা	২ বৎসর	..	..
‡১৬৩	,,	,,	১৪৯	বরুনা	কার্তিক	রাসযাত্রা	৪ বৎসর	৫ দিন	৩০০
‡১৬৪	,,	হেমতাবাদ	১৬	বাহিন পাহাড়পুর	মাঘী পূর্ণিমা	মকরস্নান ও গঙ্গাপূজা	বহুকালের	১ দিন	১,০০০
‡১৬৫	,,	,,	৩৩	ভানইল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহুকালের	১ দিন	২,০০০
‡১৬৬	,,	,,	৪১	বাহারইল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহুকালের	১ দিন	১,০০০
†১৬৭	,,	,,	৮৮	মহিপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	..	২২ দিন	১,৫০০
‡১৬৮	,,	,,	১১৩	শাসন	১লা বৈশাখ	পীরের উরস্	বহুকালের	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡১৬৯	,,	ইটাহার	৬	বালিজোল	বৈশাখ	পীরের উরস্	২৫০ বৎসর	১ দিন	..
‡১৭০	,,	,,	২৬	ইন্দ্রান	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তী	৪২ বৎসর	..	..
‡১৭১	,,	,,	১৭	সুরন	..	মহরম	বহুকালের	১ দিন	..
‡১৭২	,,	,,	১৮	রাজগ্রাম	চৈত্র	বাসন্তী পূজা	২০০ বৎসর	৪-৫ দিন	..
‡১৭৩	,,	,,	৭১	নরিহাট	চৈত্র	পীরের উরস্	১৫০ বৎসর	৩০ দিন	..
‡১৭৪	,,	,,	১৪৮	বড়বেলা	কার্তিক	কালীপূজা	৫০০ বৎসর	২ দিন	..
‡১৭৫	,,	,,	১৫৫	গুলন্দর	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তী	৩০ বৎসর	১ দিন	..
‡১৭৬	,,	,,	১৫৮	লালগঞ্জ	কার্তিক	কালীপূজা	..	..	..
‡১৭৭	,,	,,	১৭২	কাপাসিয়া	..	মহরম	২০০ বৎসর	৪ দিন	..
‡১৭৮	,,	,,	২৩৩	জয়হাট	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১৭ বৎসর	৭-১৫ দিন	..
‡১৭৯	,,	কুশমণ্ডি	২৫	বেড়ইল	চৈত্র	পীরের উরস্	১৫০ বৎসর	৩০ দিন	..
†১৮০	,,	,,	৫৪	সরলা	চৈত্র	বারুণী স্নান	..	১৫ দিন	..

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

21 RGI/64

20

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡১৮১	পশ্চিম-দিনাজপুর	কুশমণ্ডি	৯১	অনন্তপুর	কার্তিক	কালীপূজা	বহুকালের	১ দিন	..
‡১৮২	,,	,,	৯৪	কৃষ্ণপুর	কার্তিক	কালীপূজা	বহুকালের	১ দিন	..
‡১৮৩	,,	,,	১০৭	করঞ্জী	মাঘ	কংসব্রত	বহুকালের	১ দিন	..
‡১৮৪	,,	,,	১৪২	আমলাহার	অগ্রহায়ণ	মনসাব্রত	বহুকালের	১ দিন	..
†১৮৫	,,	,,	,,	ধোকরাই	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	পীরের উরস্	..	১০ দিন	১,০০০
‡১৮৬	,,	বংশীহারী	৫	বৈরহাট্টা	কার্তিক	কালীপূজা	বহুকালের	১ দিন	..
‡১৮৭	,,	,,	২৮	হরিরামপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১ দিন	..
‡১৮৮	,,	,,	৫৮	দানগ্রাম	মাঘ	সরস্বতীপূজা	২ বৎসর	১৫ দিন	..
‡১৮৯	,,	,,	৭৭	দৌলতপুর	..	মহরম	১০০ বৎসর	৩০ দিন	..
‡১৯০	,,	,,	১৩২	কুশুম্বা	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	বহুকালের	৫-৬ দিন	..
‡১৯১	,,	,,	১৯১	পুরিয়া	চৈত্র	চড়ক	,,	১ দিন	..
†১৯২	,,	,,	২৮১	বাগদুয়ার	জ্যৈষ্ঠ	বুড়িমাতাপূজা	,,	৭ দিন	...
‡১৯৩	,,	ইসলামপুর	৩৪	গাধিয়াটোলা	কার্তিক	কালীপূজা	৫ বৎসর	৩০ দিন	১,৫০০
‡১৯৪	,,	,,	..	রহৎপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	সম্প্রতি	১ দিন	..
‡১৯৫	,,	,,	৮৩	জগতগাঁও	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	..	১,০০০
‡১৯৬	,,	,,	..	কাঁচনা	..	সিনেমা মেলা	..	..	..
‡১৯৭	,,	করণদীঘি	২০৪	করণদীঘি	বৈশাখ	নববর্ষ	বহুকালের	৩০ দিন	১,০০০
‡১৯৮	,,	,,	২৫২	কামারতোড়	কার্তিক	রাসযাত্রা	৩ বৎসর	১২ দিন	২,০০০
‡১৯৯	,,	,,	..	গোয়াবাড়ী	কার্তিক	কালীপূজা	৫ বৎসর	১ দিন	২০০

‡২০০	পশ্চিম-দিনাজপুর	চোপড়া	৩৪	ভক্তিয়ার ডাঙ্গী	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	৮-১০ বৎসর	৩-৪ দিন	১,০০০
‡২০১	,,	,,	৫৮	ধঙ্গেগাহ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	৩ দিন	১৫০
‡২০২	,,	গোয়ালপোখর	৪০	চাপড়াবাখাড়ী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৫-১৬ বৎসর	১ দিন	৫০০-৬০০
‡২০৩	,,	,,	৬৪	জিনতপুর	কার্তিক	কালীপূজা	৩ বৎসর	১ দিন	..
‡২০৪	,,	,,	১১৯	কানকি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৫ বৎসর	..	৩০০
					ফাল্গুন	শিবরাত্রি	২ বৎসর	..	৩০০
†২০৫	,,	,,	২২৯	কাসিয়াডাটন	..	মহরম	সম্প্রতি	১ দিন	৪০০
‡২০৬	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	৩	পাতাকাটা	কার্তিক	গোপাষ্টমী	১০০ বৎসর	৩ দিন	১০,০০০-১৫,০০০
‡২০৭	,,	,,	৫	মাষকলাইবাড়ি	কার্তিক	মাষকালীপূজা	বহুকালের	৯ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡২০৮	,,	,,	৫	রায়কতপাড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহুকালের	সপ্তাহকাল	..
‡২০৯	,,	,,	৮	গড়ালবাড়ি	চৈত্র	বারুণী স্নান	২৪-২৫ বৎসর	সপ্তাহকাল	২,০০০-৩,০০০
‡২১০	,,	,,	৮	ধাপগঞ্জ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০ বৎসর	১ দিন	৭,০০০-৮,০০০
‡২১১	,,	,,	২১	বোয়ালমারী	চৈত্র	ধর্মসভার মেলা	..	..	..
‡২১২	,,	,,	২২	খারিজা বেরুবাড়ি	চৈত্র	মনসাপূজা	৫ বৎসর	২ দিন	১,৪০০
‡২১৩	,,	,,	২৩	জমাদার পাড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	..	..
‡২১৪	,,	,,	,,	,,	..	মহরম	..	..	..
‡২১৫	,,	,,	,,	চোলকগ্রাম	শ্রাবণ	মনসাপূজা	..	১ দিন	..
‡২১৬	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	বারুণী স্নান	১০০ বৎসর	৩ দিন	২,৫০০-৩,০০০
‡২১৭	,,	,,	,,	গোমস্তাপাড়া	চৈত্র	চড়কপূজা	..	..	..

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কতক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡২১৮	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	..	রংধামালী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	৩,০০০-৪,০০০
†২১৯	,,	,,	..	দিন বাজার নদীর ঘাট	আশ্বিন	বিজয়াদশমী	..	১ দিন	৫,০০০
†২২০	,,	,,	..	রাজবাড়ী	শ্রাবণ	মনসাপূজা	..	১ দিন	৩,০০০
†২২১	,,	,,	..	সোনারহাট	আশ্বিন	বিজয়াদশমী	..	১ দিন	২,০০০
†২২২	,,	,,	..	গৌরীহাট	চৈত্র	চড়কপূজা	..	১ দিন	২,০০০
†২২৩	,,	,,	..	পাহাড়পুর গোশালা	কার্তিক	গোপাষ্টমী উৎসব	..	১ দিন	৩,০০০
‡২২৪	,,	রাজগঞ্জ	২৮	সুখানী	কার্তিক	কালীপূজা	..	..	..
*২২৫	,,	,,	..	তালমাহাট	..	বড়বাড়ীর মেলা	..	..	..
‡২২৬	,,	ময়নাগুড়ি	৪৩	গড়তলী জল্পেশ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	বহুকালের	১ মাস	১০০,০০০
‡২২৭	,,	,,	৫২	পদ্মমতী	আশ্বিন	ভাণ্ডানী (বনদুর্গাপূজা)	১৩০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡২২৮	,,	,,	৫২	,,	কার্তিক	ভদ্রকালীপূজা	৬০ বৎসর	১ দিন	৫০০-৬০০
‡২২৯	,,	,,	৮০	ঝাড় বড়গিলা	চৈত্র	চড়ক ও পালটিয়া গান উপলক্ষে মেলা	প্রাচীন	২-৩ দিন	..
‡২৩০	,,	ধূপগুড়ি	১৫৫	গেন্দ্রেপাড়া চা বাগান	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বাংলা ১৩৫৮ সন হইতে	১ দিন	৫,০০০
‡২৩১	,,	,,	১৭২	পূর্ব মল্লিকপাড়া	শ্রাবণ	মনসাপজা	৮০০ বৎসর	৩ দিন	১,২০০-১,৩০০
‡২৩২	,,	,,	১৭২	,,	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১ দিন	..
†২৩৩	,,	,,	১৭২	,,	কার্তিক	কালীপূজা	..	..	..
‡২৩৪	,,	,,	২০২	ভাণ্ডানী	আশ্বিন	ভাণ্ডানী (বনদুর্গা) পূজা	১৩০ বৎসর	১ দিন	..
‡২৩৫	,,	নাটিয়ালী	১৪৭	ইনডং চা বাগান	২৬শে জানুয়ারী	সাধারণতন্ত্র দিবস	..	..	..

‡২৩৬	জলপাইগুড়ি	মাটিয়ালী	১৪৭	ইনডং চা বাগান	১৫ই আগষ্ট	স্বাধীনতা দিবস	৩ বৎসর	৯ দিন	২,৫০০
‡২৩৭	,,	মাদারিহাট	৪৩	খাগড়া বাড়ি (হোসেনাবাদ চা বাগান)	কার্তিক	কালীপূজা	৪ বৎসর	১ দিন	২,০০০
*২৩৮	,,	,,	৪৫	বীরপাড়া চা বাগান	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০ বৎসর	..	..
†২৩৯	,,	,,	১৮	মাদারিহাট	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১ দিন	৫০০
†২৪০	,,	,,	৩১	হান্টুপাড়া	,,	,,	..	৪ দিন	১,০০০
†২৪১	,,	,,	৩৮	শিশুবাড়ি	কার্তিক	কালীপূজা	..	১ দিন	২০০
†২৪২	,,	,,	১০	লংকাপাড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	৪ দিন	২১০
†২৪৩	,,	,,	৩১	মুজনাই	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১ দিন	২০০
*২৪৪	,,	,,	৩২	ডুমচীপাড়া	কার্তিক	কালীপূজা	..	৩ দিন	১,০০০
†২৪৫	,,	,,	৩৩	রামঝোড়া	,,	,,	..	১ দিন	৮০০
†২৪৬	,,	ফলাকাটা	৭১	জটেশ্বর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০ বৎসর	৭ দিন	১,৫৫০
‡২৪৭	,,	,,	৭০	ঝড় বেলতলী	ফাল্গুন	দোল উৎসব	১০ বৎসর	৫ দিন	..
*২৪৮	,,	,,	৮২	বেরতলী ভাণ্ডানী	ফাল্গুন	দোল উৎসব	..	৭ দিন	..
*২৪৯	,,	,,	৮৯	প্রমোদনগর	কার্তিক	কালীপূজা	১০০ বৎসর	২ দিন	৩০০
‡২৫০	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	দোল উৎসব	১০০ বৎসর	৪-৫ দিন	..
‡২৫১	,,	,,	৯৬	ফালাকাটা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১	..
‡২৫২	,,	,,	১০২	পশ্চিম শালকুমার ও খাঁউচান	ফাল্গুন	দোল উৎসব	১৫ বৎসর	২ দিন	৩০০

* ১ম সংস্করণে এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
*২৫৩	জলপাইগুড়ি	ফলাকাটা	৯৮	চুয়াখোলা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৫ বৎসর	৫-৭ দিন	৫০০
†২৫৪	,,	,,	৭২	হেদায়েত নগর	ফাল্গুন	দোল উৎসব	..	৫-৬ দিন	৬০০
†২৫৫	,,	,,	৬১	মালসাগাঁও	চৈত্র	বারুনী স্নান	..	৭ দিন	৭০০
†২৫৬	,,	কালচিনি	১১	সাতালী বস্তী	ফাল্গুন	দোল উৎসব	৫০-৬০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,৫০০
‡২৫৭	,,	,,	..	জয়ন্তী	ফাল্গুন	মহাকাল পূজা	৩০ বৎসর	..	৪,০০০-৫,০০০
‡২৫৮	,,	,,	..	হ্যামিলটনগঞ্জ	কার্তিক	কালীপূজা	..	৩ দিন	২,০০০
†২৫৯	,,	আলিপুরদুয়ার	৫১	শালকুমার হাট	কার্তিক	কালীপূজা	২০ বৎসর	৯-১১ দিন	১,০০০
‡২৬০	,,	,,	৫২	কলাবড়িয়া	চৈত্র	চড়ক	..	..	..
‡২৬১	,,	,,	৫৬	যোগেন্দ্র নগর	আশ্বিন	ভাণ্ডানী পূজা	১৫ বৎসর	৩ দিন	৫০০-৬০০
‡২৬২	,,	,,	৮৮	ঘগরা	ফাল্গুন	মহাকাল পূজা	৬০-৭০ বৎসর	৩-৪ দিন	৫০০-৭০০
‡২৬৩	,,	,,	১০০	দমনপুর	চৈত্র	অষ্টমী স্নান	১৯৫৬ খৃঃ হইতে	১ দিন	১,০০০
‡২৬৪	,,	,,	৯৬	উত্তর মাঝের ডাবরী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	..	..
‡২৬৫	,,	,,	১১৯	টটপাড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০ বৎসর	..	৪০০
‡২৬৬	,,	,,	১৫২	মহাকালগুড়ি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	..	..
‡২৬৭	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	শিবরাত্রি উৎসব	..	..	..
‡২৬৮	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	দোল উৎসব	..	..	..
‡২৬৯	,,	,,	১৬৫	চেপানী	ভাদ্র	মহাকাল পূজা	১০০ বৎসর	৩ মাস	৫০০-৬০০

‡২৭০	জলপাইগুড়ি	আলিপুর-দুয়ার	১৭২,১৭৩, ১৭৪	চিকলিগুড়ি (পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব)	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	..	৩ দিন	..
‡২৭১	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	দোল উৎসব	৭৫ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡২৭২	,,	,,	..	সোনাপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩২ বৎসর	..	৬০০-৭০০
†২৭৩	,,	,,	৯৯	আলিপুরদুয়ার হাটখোলা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	৪ দিন	৪,০০০
‡২৭৪	,,	কুমারগ্রাম	১৮৫	বারবিশা	..	হরিমন্দিরের মেলা	..	৩ দিন	১,০০০
‡২৭৫	,,	,,	১৯২	পশ্চিম নারাথলী	আশ্বিন	ভাণ্ডালীপূজা	প্রাচীন	..	২০০
‡২৭৬	,,	,,	১৯৯	চেঙ্গমারী	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	১৫-১৬ বৎসর	২ দিন	..
‡২৭৭	,,	,,	২০২	পাগলার হাট	কার্তিক	কালীপূজা	৫০-৬০ বৎসর	২ দিন	৫০০-৬০০
‡২৭৮	,,	,,	২০৩	কুমারগ্রাম	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	..	৩ দিন	১০০০-২,৫০০
‡২৭৯	,,	,,	২২৩	পুখরীগাঁও	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	৩ দিন	..
‡২৮০	কুচবিহার	কচবিহার	৮১৩	উত্তর শিবপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	৫০০
‡২৮১	,,	,,	৮২৩	মাষপালা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	..	..
‡২৮২	,,	,,	..	,,	কার্তিক	কালীপূজা	..	..	..
‡২৮৩	,,	,,	..	,,	অগ্রহায়ন	রাসযাত্রা	..	..	..
‡২৮৪	,,	,,	..	,,	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	..	..	..
‡২৮৫	,,	,,	..	,,	ফাল্গুন	শিবরাত্রি ও মনসাপূজা	১০০ বৎসর	..	..

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡২৮৬	কুচবিহার	কুচবিহার	৮২৫	ফালিমারি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২৫ বৎসর	৭ দিন	১,৫০০
‡২৮৭	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	..	..	..
‡২৮৮	,,	,,	৮৪৯	হলদি মোহন	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১০০ বৎসর	১ দিন	..
‡২৮৯	,,	,,	৮৮৮	চড়কের কুঠি	ফাল্গুন	পঞ্চমদোল	১০বৎসর	১ দিন	২,০০০-২,৫০০
‡২৯০	,,	,,	৯০৯	ধলিয়াবাড়ি	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১০০ বৎসর	৩ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡২৯১	,,	,,	৯২২	গুদাম মহারানীগঞ্জ	..	মহরম	প্রাচীন	১ দিন	..
‡২৯২	,,	,,	৯৫১	চাতরা চেকারডারা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০ বৎসর	৪ দিন	১,০০০
‡২৯৩	,,	,,	৯৫৬	ধূমপুর বালাসী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	৫০০
‡২৯৪	,,	,,	৯৮০	গোপালপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	২৫ বৎসর	৫ দিন	২,০০০
‡২৯৫	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	পঞ্চম দোলযাত্রা	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡২৯৬	,,	,,	৯৮৩	ডুডুমারী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৮ বৎসর	৪ দিন	৪০০
‡২৯৭	,,	,,	৯৮৭	মরিচবাড়ী	চৈত্র	রাসযাত্রা	৩০ বৎসর	৪ দিন	৮০০
‡২৯৮	,,	,,	১০০৮	বৈকুণ্ঠপুর	ফাল্গুন	দোলসোয়ারী (বৈকুণ্ঠদেব)	২০০ বৎসর	২ দিন	..
‡২৯৯	,,	,,	১০০৮	সিদ্ধেশ্বরী	ফাল্গুন	মাঘী পূর্ণিমা ও গঙ্গাপূজা	..	..	৩০,০০০
‡৩০০	,,	,,	১০১৪	বানেশ্বর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১০০ বৎসর	৩ দিন	৩০,০০০
‡৩০১	,,	,,	১০২২	বোকালির মঠ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০ বৎসর	..	২,৫০০
‡৩০২	,,	,,	১০২৪	খোলটা	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	১৫ বৎসর	৩-৪ দিন	২,০০০-৬,০০০
‡৩০৩	,,	,,	১০৪৭	কচুবন	চৈত্র	বারুণী স্নান	সম্প্রতি	২ দিন	৩,০০০
‡৩০৪	,,	,,	,,	,,	..	অষ্টমী স্নান	সম্প্রতি	..	..

‡৩০৫	কুচবিহার	কুচবিহার	১,০৪৮	মধুপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	১০০ বৎসর	৩ দিন	..
‡৩০৬	..	,,	,,	,,	মাঘ	সরস্বতীপূজা	..	..	..
‡৩০৭	,,	,,	১,০৫১	চন্দনচৌড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫ বৎসর	৫ দিন	৫০০
‡৩০৮	,,	,,	১,০৬১	হোলঙ্গেরকুঠি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২৫ বৎসর	৪ দিন	৪০০
‡৩০৯	,,	,,	১,০৬৪	অঙ্গারকাটা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৫০ বৎসর	৫ দিন	৫০০
‡৩১০	,,	,,	১,০৭৬	খাগড়ীবাড়ী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	..	..
‡৩১১	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	বারুণীস্নান	১০০ বৎসর	৩ দিন	১০,০০০
*৩১২	,,	,,	..	কুচবিহার শহর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪-৫ দিন	১০,০০০
*৩১৩	,,	,,	..	,,	কার্তিক	রাসযাত্রা	প্রাচীন	১২ দিন	৫০,০০০
†৩১৪	,,	,,	৯৩৪	আমবাড়ী	চৈত্র	অষ্টমীস্নান	..	২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৩১৫	,,	তুফানগঞ্জ	৯৪১	চৌকশী বলরামপুর	আশ্বিন	বাইচ মেলা (দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে)	১০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৩১৬	,,	,,	১,১০২	দ্বীপরপার	চৈত্র	অশোকাষ্টমীর মেলা	প্রাচীন	১ দিন	৩০০-৪০০
‡৩১৭	,,	,,	১,১০৫	বালাভূত	আশ্বিন	দুর্গাপূজার মেলা	১৫ বৎসর	৫ দিন	৪০০-৫০০
‡৩১৮	,,	,,	১,১১৭	পানিশালা	চৈত্র	অশোকাষ্টমীর মেলা	৭০০-৮০০ বৎসর	৩ দিন	..
‡৩১৯	,,	,,	১,১৪২	ভূরকুশ	ফাল্গুন	দোল বা দোলসোয়ারী মেলা	১০০ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡৩২০	,,	,,	১,১৪৫	শালবাড়ী	কার্তিক	রাসযাত্রা	প্রাচীন	১ দিন	৪০০
‡৩২১	,,	,,	১,১৬২	ভাণ্ডিজালাস	কার্তিক	রাসযাত্রা	প্রাচীন	১৫ দিন	৪০০
‡৩২২	,,	,,	১,১৬৮	বালাকুঠি	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	১৫ বৎসর	৭ দিন	৫০০-৭০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৩২৩	কুচবিহার	তুফানগঞ্জ	১,১৭১	বক্সীরহাট	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১২ বৎসর	৫ দিন	..
‡৩২৪	,,	,,	১,১৮৬	রামপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	২০০ বৎসর	৩ দিন	২৫,০০০
*৩২৫	,,	,,	..	তুফানগঞ্জ শহর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৫০ বৎসর	১৫ দিন	২,৫০০
‡৩২৬	,,	,,	..	হরিরহাট	..	অষ্টনাগপূজা	৫০-৫৫ বৎসর	..	৭০০-৮০০
†৩২৭	,,	,,	..	গরাদহাট	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	..	২ দিন	৫০০
‡৩২৮	,,	দিনহাটা	৫৪২	খালিসা গোসানীমারি	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	..	২০০-৩০০
‡৩২৯	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	কামদেবপূজা বা বাঁশ উৎসবের মেলা	প্রাচীন	৩ দিন	২০০-৩০০
†৩৩০	,,	,,	,,	,,	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	৫ দিন	৫০০
‡৩৩১	,,	,,	৫৪৬	আলোকঝাড়ি	বৈশাখ	মশানপূজার মেলা	প্রাচীন	১ দিন	..
*৩৩২	,,	,,	,,	,,	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	..	..
†৩৩৩	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	..	৪ দিন	২,০০০
‡৩৩৪	,,	,,	৫৫৩	সিঙ্গিমারী মদনকুড়া	চৈত্র	মদনপূজা	২৫-৩০ বৎসর	৩-৪ দিন	২,০০০-৩,০০০
*৩৩৫	,,	,,	৫৫৮	সিঙ্গিমারী	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	..	৩ দিন	২০০
‡৩৩৬	,,	,,	৫৬৪	বড়ডাঙ্গা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪-৫ দিন	১,০০০
‡৩৩৭	,,	,,	৫৮৯	বুড়ানীর চৌকি	কার্তিক	কালীপূজা	,,	৭ দিন	২,৫০০
‡৩৩৮	,,	,,	৬৪৮	ভোরাম	কার্তিক	কালীপূজা	৫ বৎসর	২-৩ দিন	১,০০০
‡৩৩৯	,,	,,	৬৬৪	নাগরেরবাড়ী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৩৪০	,,	,,	৬৮৬	দ্বিতীয় খণ্ড খেতারের কুঠি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৩-৪ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৩৪১	,,	,,	৭০৯	বোরোডাঙ্গা	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	২৫০ বৎসর	৩-৪ দিন	১৫০

*৩৪২	কুচবিহার	দিনহাটা	৭২০	বালাডাঙ্গা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০-২৫ বৎসর	৩-৪ দিন	৫০০-৬০০
†৩৪৩	,,	,,	,,	,,	..	মহরম	..	৪ দিন	৩০০
‡৩৪৪	,,	,,	৭২৭	বালাকুড়া (উত্তর)	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	১০-১২ বৎসর	১ দিন	২০০-৩০০
‡৩৪৫	,,	,,	৭৩১	রুয়েরকুঠি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৫-২০ বৎসর	..	৮০০-৯০০
‡৩৪৬	,,	,,	,,	,,	কার্তিক	রাসযাত্রা	১০ বৎসর	..	১,০০০
‡৩৪৭	,,	,,	,,	,,	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	১২-১৫ বৎসর	..	৬০০-৭০০
‡৩৪৮	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	২৫-৩০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৩৪৯	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	অষ্টমীস্নান	৫-৬ বৎসর	১ দিন	৮০০-৯০০
‡৩৫০	,,	,,	৭৪৬	বেলবাড়ী বাজার	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৫০০-৭০০
‡৩৫১	,,	,,	৭৪৯	শালমারা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১০০ বৎসর	..	২,০০০-৩,০০০
‡৩৫২	,,	,,	৭৫০	বড়গাড়ালঝোড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩৫ বৎসর	৩ দিন	৩০০-৪০০
‡৩৫৩	,,	,,	৭৬১	খাট্টিমারি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	..	৪০০
‡৩৫৪	,,	,,	৭৭৮	শিমুলবাড়ী	মাঘ-ফাল্গুন	সন্ন্যাসীঠাকুরের মেলা	প্রাচীন	১ মাস	..
‡৩৫৫	,,	,,	৭৯১	কুমারগঞ্জ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৮-১০ বৎসর	১ দিন	৫০০-৭০০
‡৩৫৬	,,	,,	..	চওড়া হাট	পৌষ	সংক্রান্তির মেলা	প্রাচীন	২ মাস	১০,০০০-১২,০০০
‡৩৫৭	,,	,,	..	দিনহাটা	চৈত্র	বারুনীস্নান বা সখীর মেলা	..	..	১৫,০০০-২০,০০০
†৩৫৮	,,	,,	..	মহামায়াপাট	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	.	৫ দিন	৫০০
†৩৫৯	,,	,,	..	রানীর হাট	,,	,,	..	,,	৫০০
†৩৬০	,,	,,	..	গোবরা ছড়া	..	..	..	৩ দিন	৩০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৩৬১	কুচবিহার	দিনহাটা	..	ভাটাগুড়ি বন্দর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	৪ দিন	৩০০
†৩৬২	,,	,,	৭৪১	শালমারা	,,	,,	..	,,	৪০০
†৩৬৩	,,	,,	৭৭২	টিয়াদহ	,,	,,	..	,,	৩০০
†৩৬৪	,,	,,	৭১৮	হরিণহাটি (গিতালদহ)	..	,,	..	,,	৩০০
†৩৬৫	,,	..	৭১৪	দিনহাটা	..	মহরম	..	২ দিন	১০০
†৩৬৬	,,	,,	..	,,	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	..	৭ দিন	৫০০
†৩৬৭	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	..	১ দিন	৩০০
†৩৬৮	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	..	৪ দিন	৫০০
†৩৬৯	,,	,,	৫৬৩	পেটলা	..	মহরম	..	১ দিন	৫০০
†৩৭০	,,	,,	..	ওকড়া বাড়ী	..	,,	..	..	৩০০
†৩৭১	,,	,,	৬০১	বড় আটিয়াবাড়ী	..	,,	..	..	৩০০
†৩৭২	,,	,,	..	কুর্শাহাট	..	,,	..	..	৩০০
*৩৭৩	,,	,,	..	নাকতাবাড়ী	..	,,	..	১ দিন	৩০০
*৩৭৪	,,	,,	৭১২	কড়িশাল নুকিমারী	আশ্বিন-কার্তিক	বুড়ী পূজা	..	৭ দিন	৩০০
†৩৭৫	,,	,,	..	কুচনী (নগরাহাট)	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	..	২ দিন	৩০০
†৩৭৬	,,	,,	৭৮৩	গর্ভডাঙ্গা	,,	,,	..	,,	৩০০
†৩৭৭	,,	..	৫৬৮	রংগপানি	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	..	৪ দিন	২০০
†৩৭৮	,,	,,	৭৪১	বাজেজামা শেওড়াগুড়ি	..	,,	..	,,	২০০
†৩৭৯	,,	,,	৭১১	পুটিমারী	ফাল্গুন *	দোলযাত্রা	..	১ দিন	১,০০০
†৩৮০	,,	,,	৫৮৭	গোধামারী	..	..	..	,,	৫০০

†৩৮১	কুচবিহার	দিনহাটা	৫৬২	পানাগুড়ি	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	..	১ দিন	
†৩৮২	,,	,,	৫৪২	খালিসা গোঁসানিমারি	,,	,,	..	,,	৫০০
†৩৮৩	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	বারুণীস্নান	..	১ দিন	৬০০
†৩৮৪	,,	,,	..	ভজ্ঞানি	,,	,,	..	,,	২,০০০
†৩৮৫	,,	,,	৫৪৩	জামবাড়ী	,,	,,	..	,,	৪০০
‡৩৮৬	,,	সিতাই	৪৯৭	কোনাচাত্রা	চৈত্র	অন্নপূর্ণাপূজা	২০ বৎসর	৩ দিন	৫০০
‡৩৮৭	,,	,,	৪৯৮	কেশরী বাড়ী	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	২ দিন	২০০
‡৩৮৮	,,	,,	৫০১	খামার সিতাই	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৪-১৫ বৎসর	৩ দিন	..
‡৩৮৯	,,	,,	৫১০	বালাপুকুরী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০ বৎসর	৪ দিন	৫,০০০
‡৩৯০	,,	,,	৫১১	পানিখাওয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	২০০
‡৩৯১	,,	,,	৫১৩	গাবুয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	৪ দিন	২০০
‡৩৯২	,,	,,	৫১৪	ব্রহ্মোত্তরচাত্রা	চৈত্র	মদনচতুর্দশী বা বাঁশ উৎসব	প্রাচীন	৪ দিন	১,০০০
‡৩৯৩	,,	,,	৫১৬	দেওখাটা*	চৈত্র	বারুণীস্নান	প্রাচীন	৩ দিন	..
‡৩৯৪	,,	,,	৫১৭	শীল দুয়ার	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৭০ বৎসর	২ দিন	৬,০০০
‡৩৯৫	,,	,,	৫২৯	চামটা (গুঞ্জরীর চাত্তরা)	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩০ বৎসর	৪ দিন	৪,০০০
‡৩৯৬	,,	মাথাভাঙ্গা	২২৮	পাটছাড়া গোপালপুর	চৈত্র	চড়কপূজা	প্রাচীন	২ দিন	৫০০
‡৩৯৭	,,	,,	৩০৯	চেঙ্গারখাতা খাগিরবাড়ী	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৫ বৎসর	১০ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৩৯৮	,,	,,	৩১৪	অন্দরান পাখীহাগা	মাঘ	মাঘীপূর্ণিমা	১৭ বৎসর	৩ দিন	১,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৩৯৯	কুচবিহার	মাথাভাঙ্গা	৩২৭	ভোগরামগুড়ি	চৈত্র	বারুণীস্নান	প্রাচীন	..	..
‡৪০০	,,	,,	৩৯২	সিঙ্গিজানি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৫ বৎসর	৫-৬ দিন	৪০০-৫০০
‡৪০১	,,	,,	৪৩০	বোচাগাড়ি	চৈত্র	অশোকাষ্টমীর স্নান ও মহামায়া পূজা	২৩ বৎসর	৮ দিন	২,৫০০
‡৪০২	,,	,,	৪৩২	শিবপুর	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	..
†৪০৩	,,	,,	..	মাথাভাঙ্গা শহর	চৈত্র	শিবরাত্রি	..	৭ দিন	১০,০০০
†৪০৪	,,	,,	২৮৭	ভেরভেরী মানাবাড়ী	বৈশাখ	গোলকনাথের মেলা	..	৭ দিন	১০,০০০
†৪০৫	,,	,,	২৯৭	গেন্দুগুড়ি	চৈত্র	বারুণীস্নান	..	৭ দিন	৫,০০০
†৪০৬	,,	,,	..	জলধাক্কা	চৈত্র	ধর্মীয় উৎসব	..	৭ দিন	৫,০০০
†৪০৭	,,	,,	..	খোকশারডাঙ্গা	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	..	৭ দিন	৫,০০০
†৪০৮	,,	,,	৩৪৫	ভোগমারা	পৌষ	পৌষমেলা	..	৭ দিন	৫,০০০
†৪০৯	,,	,,	..	নিশিগঞ্জ	কার্তিক	কার্তিক-পূর্ণিমা	..	৭ দিন	৭,০০০
‡৪১০	,,	শীতলকুচী	৪১৩	মহিষমাড়ী	চৈত্র	বারুণীস্নান	৭ বৎসর	১০ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৪১১	,,	,,	৪৩৩	কুর্শামারি	চৈত্র	বারুনীস্নান	৬ বৎসর	১ দিন	..
‡৪১২	,,	,,	৪২৮	রাঙ্গামাটি	চৈত্র	বারুণীস্নান ও গঙ্গাপূজা	..	১ দিন	..
‡৪১৩	,,	,,	৪৩৭	আবুয়ার পাথর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০-১২ বৎসর	৩ দিন	..
‡৪১৪	,,	,,	৪৩৮	ডাকালীগঞ্জ	কার্তিক	রাসযাত্রা	৫-৬ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
‡৪১৫	,,	,,	৪৪৭	রাজারবাড়ী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৫০ বৎসর	৩ দিন	৬০০
‡৪১৬	,,	মেখলিগঞ্জ	৭০	মেখলিগঞ্জ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	৩ দিন	৬,০০০
‡৪১৭	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	..	৩ দিন	..
*৪১৮	,,	,,	১০৪	ফুলকা ডাবরী কাশিয়াবাড়ী	চৈত্র	বারুণীস্নান	৩০ বৎসর	১ দিন	২,০০০

‡৪১৯	কুচবিহার	মেখলিগঞ্জ	১৪৩	কামাত চ্যাংরাবান্দা	আশ্বিন	ভাণ্ডারনীপূজা	৭০ বৎসর	৪ দিন	১,৫০০
*৪২০	,,	,,	১৫৪	চ্যাংরাবান্দা	অগ্রহায়ণ	চ্যাংরাবান্দার মেলা	প্রাচীন	১ মাস	৪,০০০-৫,০০০
‡৪২১	,,	,,	১৫৭-১৫৮	জামালদহ	চৈত্র	বারুণী স্নান	৩০ বৎসর	১ মাস	..
‡৪২২	,,	,,	১৭৪	ধুলিয়া খালিশা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	৭ দিন	৬,০০০
*৪২৩	,,	,,	৭৫	নিজতরফ	আশ্বিন	ভাণ্ডারনীপূজা	৪০ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
†৪২৪	,,	,,	১১৯	অন্দরান কুচুলিবাড়ী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	৪ দিন	২,০০০
‡৪২৫	,,	হলদিবাড়ী	১	হলদিবাড়ী	ফাল্গুন	পীরের উৎসব	১৪ বৎসর	৩ দিন	১০,০০০
†৪২৬	,,	,,	..	অন্দরান খাসবাস বক্সীগঞ্জ	মাঘ-ফাল্গুন	জনৈক মুসলমানের মৃত্যু বার্ষিকী উৎসব	..	২ দিন	১০,০০০
*৪২৭	দার্জিলিং	পুলবাজার	২	বিজনবাড়ী	পৌষ	মকর সংক্রান্তি	১৯৪০ সন	৩ দিন	৫,০০০
†৪২৮	,,	,,	..	পুলবাজার	পৌষ	প্রদর্শনী মেলা	..	৩ দিন	৩,০০০
†৪২৯	,,	,,	..	সিংলা	পৌষ	স্থানীয় ধর্মীয় উৎসব	..	৩ দিন	১,০০০
†৪৩০	,,	,,	..	লোডমা	পৌষ	স্থানীয় ধর্মীয় উৎসব	..	৩ দিন	১,৫০০
‡৪৩১	,,	রংলি রংলিয়ট	..	ত্রিবেণীমাই	পৌষ	তিস্তামাই পূজা	প্রাচীন	৪ দিন	৪,০০০
‡৪৩২	,,	কালিম্পং	৪১	ঈচা খাসমহল	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৩০ বৎসর	৩ দিন	৫০০-৬০০
‡৪৩৩	,,	,,	৫৩	কালিম্পং বাজার ডি, আই, এফ্	..	সরকারী প্রদর্শনী মেলা	১৯৫৭ সন	৩ দিন	২০,০০০-২২,০০০
‡৪৩৪	,,	,,	২১	সাকিয়ং	মাঘ-ফাল্গুন	বুদ্ধদেবের পূজা	১৯২০ সন	৩ দিন	৬০০
†৪৩৫	,,	,,	৫	পেড়ং খাসমহল (তোপখানা)	পৌষ	কৃষি প্রদর্শনী	..	৩ দিন	১,৫০০
†৪৩৬	,,	,,	২৪	ঈছা বস্তি	পৌষ	ধর্মীয় অনুষ্ঠান	..	৩ দিন	৫০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৪৩৭	দার্জিলিং	কালিম্পং	..	বেনীমেলা	পৌষ	মকর সংক্রান্তি	..	৪ দিন	৩,০০০
‡৪৩৮	,,	মিরীক	৬	মিরীক খাসমহল	..	কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী	ইং ১৯৫৪ (আরম্ভকাল)	১ দিন	১,০০০
†৪৩৯	,,	কার্সিয়াং	৪৪	গিদ্দাপাহাড়	বৈশাখ	ধর্মীয় অনুষ্ঠান	..	৩ দিন	১,০০০
‡৪৪০	,,	ফাঁসিদেওয়া	৬৯	তারাবান্ধা	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১৫ বৎসর	৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৪৪১	,,	,,	..	লালদাস	মাঘ	মাঘীস্নান	৪০ বৎসর	৩ দিন	৫,০০০
‡৪৪২	,,	শিলিগুড়ি	১৪	খাপরুল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৪৪৩	,,	,,	৭৯	বৈরাতিশাল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫০ বৎসর	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৪৪৪	,,	,,	১০২	মাটিগাড়া হাট	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৪৪৫	,,	,,	১০৪	চাঁদমণি	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১০০ বৎসর	..	..
†৪৪৬	,,	,,	৯৬	অথরাখৈ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১ দিন	২০০০
‡৪৪৭	,,	খড়িবাড়ী	৭	ওয়ারিশজোত	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৫০ বৎসর	২ দিন	২,০০০-২,৫০০
‡৪৪৮	,,	,,	২৯	অধিকারী	মাঘ	অধিকারীবাবার উৎসব	প্রাচীন	৩ দিন	১,০০০
†৪৪৯	,,	,,	১	বদরাজোত	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	২ দিন	১৫০
†৪৫০	,,	,,	২২	বলাহিজোড়	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১ দিন	১৫০
†৪৫১	,,	,,	৯	শ্যামধনজোত	,,	,,	..	,,	১০০
†৪৫২	,,	,,	..	সুরজমলজোত	,,	,,	..	,,	১০০
†৪৫৩	,,	,,	..	পাহাড়ীভিটে	,,	,,	..	,,	৩০০
†৪৫৪	,,	,,	৩৮	দেবীগঞ্জ	,,	,,	..	,,	১০০
†৪৫৫	,,	,,	..	বড়কামাত	,,	,,	..	,,	১৫০

†৪৫৬	দার্জিলিং	খড়িবাড়ী	৪৫	গুরুদয়াল জোত	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	..	১ দিন	২৫০
†৪৫৭	,,	,,	৪৬	কিশোরডোবা	,,	,,	..	২ দিন	৩০০
†৪৫৮	,,	,,	৪৮	খড়িবাড়ী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১ দিন	৩০০
†৪৫৯	,,	,,	,,	,,	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	..	১ দিন	৩০০
†৪৬০	,,	,,	২০	ডোহাগুড়ী	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	..	৩ দিন	২৫০
†৪৬১	,,	,,	..	পেমাজোত	কার্তিক	কালীপূজা	..	২ দিন	১৫০
†৪৬২	,,	,,	..	রঙ্গালী জোত	কার্তিক	কালীপূজা	..	১ দিন	২০০
†৪৬৩	,,	,,	৪	গগারুরাম জোত	কার্তিক	কালীপূজা	..	১ দিন	১০০
†৪৬৪	,,	,,	৩৫	তারাবাড়ী জোত	কার্তিক	হরিবলা উৎসব	..	১ দিন	১০০
†৪৬৫	,,	,,	২৮	চুনীলাল জোত	চন্দ্রমাস	মহরম	..	১ দিন	১০০
†৪৬৬	,,	,,	৮৯	মন্ জোয়াজোত	কার্তিক	কালীপূজা	..	২ দিন	১৫০
†৪৬৭	,,	,,	৯০	মানিকজোত	কার্তিক	কালীপূজা	..	১ দিন	২৫০
†৪৬৮	,,	নাকশালবাড়ী	৮১	নাকশালবাড়ী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	..	১ দিন	৫০০
†৪৬৯	,,	,,	,,	,,	কার্তিক	কালীপূজা	..	১ দিন	৫০০

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

পরিশিষ্ট গ

স্থানসূচী

MGIPC—Conf.—21 RGI/64—30-11-68—1,000.

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

(as on 17 February, 1964)

AGARTALA—Laxmi Bhandar Books & Scientific Sales . (Rest.)

AGRA—
1 National Book House, Jeoni Mandi . . . . . (Reg.)
2 Wadhawa & Co., 45, Civil Lines . . . . . (Reg.)
3 Banwari Lal Jain, Publishers, Moti Katra . . (Rest.)
4 English Book Depot, Sadar Bazar, Agra Cantt. . . (Rest.

AHMADNAGAR—V.T. Jorakar, Prop., Rama General Stores, Navi Path . . . . (Rest.)

AHMEDABAD—
1 Balgovind Kuber Dass & Co., Gandhi Road . . (Reg.)
2 Chandra Kant Chiman Lal Vora, Gandhi Road . (Reg.)
3 New Order Book Co., Ellis Bridge . . . . (Reg.)
4 Mahajan Bros., Opp. Khadia Police Gate . . . (Rest.)
5 Sastu Kitab Ghar, Near Relief Talkies, Patthar Kuva, Relief Road . . . . (Reg.)

AJMER—
1 Book-Land, 663, Madar Gate . (Reg.)
2 Rajputana Book House, Station Road (Reg.)
3 Law Book House, 271, Hathi Bhata (Reg.)
4 Vijay Bros., Kutchery Road . (Rest.)
5 Krishna Bros., Kutchery Road . (Rest.)

ALIGARH—Friends' Book House, Muslim University Market (Reg.)

ALLAHABAD
1 Superintendent, Printing & Stationery, U.P.
2 Kitabistan, 17-A, Kamla Nehru Road . . . (Reg.)
3 Law Book Co., Sardar Patel Marg, P. Box 4 . . (Reg.)
4 Ram Narain Lal Beni Modho, 2-A, Katra Road . (Reg.)
5 Universal Book Co., 20, M.G. Road . . (Reg.)
6 The University Book Agency (of Lahore), Elgin Road (Reg.)
7 Wadhawa & Co., 23, M.G. Marg . . . . (Rest.)
8 Bharat Law House, 15, Mahatma Gandhi Marg . (Rest.)
9 Ram Narain Lal Beni Prashad, 2-A, Katra Road . (Rest.)

AMBALA—
1 English Book Depot, Ambala Cantt. . . . (Reg.)
2 Seth Law House, 8719, Railway Road, Ambala Cantt. (Rest.)

AMRITSAR—
1 The Law Book Agency, G. T. Road, Putligarh . . (Reg.)
2 S. Gupta, Agent, Government Publications, Near P.O. Majith Mandi . . . . (Reg.)
3 Amar Nath & Sons, Near P.O. Majith Mandi . . (Reg.)

ANAND—
1 Vijaya Stores, Station Road . . . . . (Rest.)
2 Charto Book Stall, Tulsi Sadan, Stn. Road . . (Rest.)

ASANSOL—D. N. Roy & R. K. Roy, Booksellers, Atwal Building . . . . (Rest.)

BANGALORE—
1 The Bangalore Legal Practitioner Co-op. Society Ltd., Bar Association Building . . . . (Reg.)
2 S. S. Book Emporium, 118, Mount Joy Road . . (Reg.)
3 The Bangalore Press, Lake View, Mysore Road, P.O. Box 507 . . . . (Reg.)
4 The Standard Book Depot, Avenue Road . . . . (Reg.)
5 Vichara Sahitya Private Ltd., Balepet . . . . (Reg.)
6 Makkala Pustaka Press, Balamandira, Gandhinagar . (Reg.)
7 Maruthi Book Depot, Avenue Road . . . . (Rest.)
8 International Book House P. Ltd., 4-F, Mahatma Gandhi Road . . . . (Reg.)
9 Navakarnataka Pubns. Private Ltd., Majestic Circle . (Rest.)

BAREILLY—Agarwal Brothers, Bara Bazar . . . (Reg.)

BARODA—
1 Shri Chandrakant Mohan Lal Shah, Raopura . . (Rest.)
2 Good Companions Booksellers, Publishers & Sub-Agent . (Rest.)
3 New Medical Book House, 540, Madan Zampa Road . (Rest.)

BEAWAR—The Secretary, S.D. College, Co-operative Stores Ltd. . . . . (Rest.)

BELGHARIA—Granthlok, Antiquarian Booksellers & Publishers (24-Parganas), 5/1 Ambica Mukherjee Road . . (Reg.)

BHAGALPUR—Paper Stationery Stores, D. N. Singh Road . (Reg.)

BHOPAL—
1 Superintendent, State Government Press
2 Lyall Book Depot, Mohd. Din Bldg., Sultania Road . (Reg.)
3 Delite Books, Opp. Bhopal Talkies . . . . . (Rest.)

BHUBANESWAR—Ekamra Vidyabhaban, Eastern Tower, Room No. 3 . . . . (Rest.)

BIJAPUR—Shri D. V. Deshpande, Recognised Law Booksellers, Prop., Vinod Book Depot, Near Shiralshetti Chowk (Rest.)

BIKANER—Bhandani Bros. . . . . (Rest.)

BILASPUR—Sharma Book Stall, Sadar Bazar . . . (Rest.)

BOMBAY—
1 Supdt., Printing and Stationery, Queens Road
2 Charles Lambert and Co., 101, Mahatma Gandhi Road . (Reg.)
Co-operator's Book Depot, 5/32, Ahmed Sailor Bldg., Dadar . . . . (Reg.)
4 Current Book House, Maruti Lane, Raghunath Dadaji St. (Reg.)
5 Current Technical Literature Co. P. Ltd., India House, 1st Floor . . . . (Reg.)
6 International Book House Ltd., 9, Ash Lane, M.G. Road (Reg.)
7 Lakkani Book Depot, Girgaum . . . . . . (Reg.)
8 Elpees Agencies, 24, Bhangwadi, Kalbadevi . . . (Reg.)
9 P. P. H. Book Stall, 190-B, Khetwadi Main Road . (Reg.)
10 New Book Co., 188-190, Dr. Dadabhai Naoroji Road . (Reg.)
11 Popular Book Depot, Lamington Road . . . (Reg.)
12 Sunder Das Gian Chand, 601, Girgaum Road, Near Princess Street . . . . (Reg.)
13 D. B. Taraporewala Sons and Co. (P) Ltd., 210, Dr. Dadabhai Naoroji Road . . . . (Reg.)
14 Thacker and Co., Rampart Row . . . . . (Reg.)
15 N. M. Tripathi Private Ltd., Princess Street . . (Reg.)
16 The Kothari Book Depot, King Edward Road . . (Reg.)
17 P. H. Rama Krishna and Sons, 147, Rajaram Bhuvan, Shivaji Park Road No. 5 . . . . (Rest.)
18 C. Jamnadas and Co., Booksellers, 146-C, Princess St. . (Reg.)
19 Indo Nath and Co., A-6, Daulat Nagar Borivli . . (Reg.)
20 Minerva Book Shop, Shop No. 1/80, N. Subhas Road . (Reg.)
21 Academic Book Co., Association Building, Girgaum Road (Rest.)
22 Dominion Publishers, 23, Bell Building, Sir P.M. Road . (Rest.)
23 Bombay National History Society, 91, Walkeshwar Road (Rest.)
24 Dowamadeo and Co., 16, Nazirla Building, Ballard Estate (Rest.)
25 Asian Trading Co., 310, the Miraball. P.B. 1505 . (Rest.)

CALCUTTA—
1 Chatterjee and Co., 3/1, Bacharam Chatterjee Lane . (Reg.)
2 Dass Gupta and Co. Ltd., 54/3, College Street . . (Reg.)
3 Hindu Library, 69-A, Bolaram De Street . . . (Reg.)
4 S.K. Lahiri and Co. Private Ltd., College Street . . (Reg.)
5 M.C. Sarkar and Sons Private Ltd., 14, Bankim Chatterjee Street . . . . (Reg.)
6 W. Newman and Co. Ltd., 3, Old Court House Street . (Reg.)
7 Oxford Book and Stationery Co., 17, Park Street . . (Reg.)
8 R. Chambray and Co. Ltd., Kent House, P. 33, Mission Road Extension . . . . (Reg.)
9 S.C. Sarkar and Sons Private Ltd., 1C, College Square . (Reg.)
10 Thacker Spink and Co. (1933) P. Ltd., 3, Esplanade East (Reg.)
11 Firma K. L. Mukhopadhaya, 6/1A, Banchha Ram Akrur Lane . . . . (Reg.)
12 K.K. Roy, P. Box No. 10210, Calcutta-19 . . . (Rest.)
13 Sm. P.D. Upadhyay, 77, Muktaram Babu Street . . (Rest.)
14 Universal Book Dist., 8/2, Hastings Street . . . (Rest.)
15 Modern Book Depot, 9, Chowringhee Centre . . . (Rest.)
16 Soor and Co., 125, Canning Street . . . . (Reg.)
17 S. Bhattacharjee, 49, Dharamtala Street . . . (Rest.)
18 Mukherjee Library, 10, Sarba Khan Road . . . (Reg.)
19 Current Literature Co., 208, Mahatma Gandhi Road . (Reg.)
20 The Book Depository, 4/1, Madan Street (1st Floor) . (Rest.)
21 Scientific Book Agency, Netaji Subhas Road . . (Rest.)
22 Reliance Trading Co., 17/1 Banku Bihari Ghose Lane, District Howrah . . . . (Rest.)
23 Indian Book Dist. Co., 65/2, Mahatma Gandhi Road . (Rest.)

CALICUT—Touring Book Stall (Rest.)

CHANDIGARH—
1 Supdt., Govt. Printing and Stationery, Punjab.
2 Jain Law Agency, Flat No. 8, Sector No. 22 . . . (Reg.)
3 Rama News Agency Bookseller, Sector No. 22 . . (Reg.)
4 Universal Book Store, Booth 25, Sector 22 D . . (Reg.)
5 English Book Shop, 34, Sector 22 D . . . . (Rest.)
6 Mehta Bros., 15-Z, Sector 22 B . . . . . (Rest.)
7 Tandan Book Depot, Shopping Centre, Sector 16 . . (Rest.)
8 Kailash Law Publishers, Sector 22 B . . . . (Rest.)

CHHINDWARA—The Verma Book Depot . . . . (Rest.)

COCHIN—Saraswat Corporation Ltd., Palliarakav Road . (Reg.)

CUTTACK—
1 Press Officer, Orissa Sectt.
2 Cuttack Law Times . . . . (Reg.)
3 Prabhat K. Mahapatra, Mangalabag, P.B. 35 . . (Reg.)
4 D.P. Sur & Sons, Mangalabag . . . . . . (Rest.)
5 Utkal Stores, Balu Bazar . . . . (Rest.)

DEHRADUN—
1 Jugal Kishore & Co., Rajpur Road . . . . (Reg.)
2 National News Agency, Paltan Bazar . . . . (Reg.)
3 Bishan Singh and Mahendra Pal Singh, 318, Chukhuwala (Reg.)
4 Utam Pustak Bhandar, Paltan Bazar . . . . (Rest.)

DELHI—
1 J. M. Jaina & Brothers, Mori Gate . . . . (Reg.)
2 Atma Ram & Sons, Kashmere Gate . . . . (Reg.)
3 Federal Law Book Depot, Kashmere Gate . . (Reg.)
4 Bahri Bros., 188, Lajpat Rai Market . . . (Reg.)
5 Bawa Harkishan Dass Bedi (Vijaya General Agencies) P.B. No. 2027, Ahata Kedara, Chamalian Road . . (Reg.)
6 Book-Well, 4, Sant Narankari Colony, P.B. 1565 . . (Reg.)
7 Imperial Publishing Co., 3, Faiz Bazar, Daryaganj . (Reg.)
8 Metropolitan Book Co., 1, Faiz Bazar . . . . (Reg.)
9 Publication Centre, Subzimandi . . . . . (Reg.)
10 Youngman & Co., Nai Sarak . . . . . (Reg.)
11 Indian Army Book Depot, 3, Daryaganj . . . (Reg.)
12 All India Educational Supply Co., Shri Ram Buildings, Jawahar Nagar . . . . (Rest.)
13 Dhanwant Medical & Law Book House, 1522, Lajpat Rai Market . . . . (Rest.)
14 University Book House, 15, U. B. Bangalore Road, Jawahar Nagar . . . . (Rest.)
15 Law Literature House, 2646, Balimaran . . . (Rest.)
16 Summer Brothers, P.O. Birla Lines . . . . (Rest.)
17 Universal Book & Stationery Co., 16, Netaji Subhash Marg . . . . (Reg.)
18 B. Nath & Bros., 3808, Charakhawalan (Chowri Bazar) (Rest.)
19 Rajkamal Prakashan P. Ltd., 8, Faiz Bazar . . . (Reg.)
20 Premier Book Co., Printers, Publishers & Booksellers, Nai Sarak . . . . (Rest.)
21 Universal Book Traders, 80, Gokhale Market . . (Reg.)
22 Tech. & Commercial Book Coy., 75, Gokhale Market . (Rest.)
23 Saini Law Publishing Co., 1416, Chabiganj, Kashmere Gate . . . . (Rest.)
24 G.M. Ahuja, Booksellers & Stationers, 309, Nehru Bazar (Rest.)
25 Sat Narain & Sons, 3141, Mohd. Ali Bazar, Mori Gate . (Reg.)
26 Kitab Mahal (Wholesale Div.) P. Ltd., 28, Faiz Bazar . (Reg.)
27 Hindu Sahitya Sansar, Nai Sarak . . . . (Rest.)
28 Munshi Ram Manohar Lal, Oriental Booksellers & Publishers, P.B. 1165, Nai Sarak . . . . . . (Rest.)
29 K.L. Seth, Suppliers of Law, Commercial Tech. Books, Shanti Nagar, Ganeshpura . . . . . . (Rest.)
30 Adarsh Publishing Service, 5A/10, Ansari Road . . (Rest.)

DHANBAD—
1 Ismag Co-operative Stores Ltd., P.O. Indian School of Mines . . . . (Reg.)
2 New Sketch Press, Post Box 26 . . . . . (Rest.)

DHARWAR—
1 The Agricultural College Consumers Co-op. Society (Rest.)
2 Rameshraya Book Depot, Subhas Road . . . (Rest.)
3 Karnatakaya Sahitya Mandira of Publishers and Booksellers.

ERNAKULAM—
1 Pai & Co., Cloth Bazar Road . . . . . (Rest.)
South India Traders, C/o. Constitutional Journal . . (Reg.)

FEROZEPUR—English Book Depot, 78, Jhoke Road . . (Reg.)
GAUHATI—Mokshada Pustakalaya . . . . . (Reg.)
GAYA—Sahitya Sadan, Gautam Budha Marg . . . (Reg.)
GHAZIABAD—Jayana Book Agency . . . . . (Rest.
GORAKHPUR—Vishwa Vidyalaya Prakashan, Nakhas Road (Reg.
GUDUR—The General Manager, The N.D.C. Publishing & Ptg. Society Ltd. . . . . (Rest.)
GUNTUR—Book Lovers Private Ltd., Kadriguda, Chowrasta (Reg.)
GWALIOR—
1 Supdt., Printing & Stationery, M.B.
2 Loyal Book Depot, Patankar Bazar, Lashkar . (Reg.)
3 M.C. Daftari, Prop. M. B. Jain & Bros., Booksellers, Sarafa, Lashkar . . . . (Rest.)
HUBLI—Pervaje's Book House, Koppikar Road . . . (Reg.)
HYDERABAD—
1 Director, Govt. Press
2 The Swaraj Book Depot, Lakdikapul . . . . (Reg.)
3 Book Lovers Private Ltd. . . . . (Rest.)
4 Labour Law Publications, 873, Sultan Bazar . . (Rest.)
IMPHAL—Tikendra & Sons, Bookseller . . . . (Rest.)
INDORE—
1 Wadhawa & Co., 56, M.G. Road . . . . . (Reg.)
2 Swarup Brother's, Khajuri Bazar . . . . (Rest.)
3 Madhya Pradesh Book Centre, 41, Ahilya Pura . . (Rest.)
4 Modern Book House, Shiv Vilas Palace . . . (Rest.)
5 Navyug Sahitya Sadan, Publishers & Booksellers, 10, Khajuri Bazar . . . . (Rest.)
JABALPUR—
1 Modern Book House, 286, Jawaharganj . . . (Reg.)
2 National Book House, 155, Jai Prakash Narain Marg . (R.)
JAIPUR—
1 Government Printing and Stationery Department, Rajasthan.
2 Bharat Law House, Booksellers & Publishers, Opp. Prem Prakash Cinema . . . . (Reg.)
3 Garg Book Co., Tripolia Bazar . . . . . (Reg.)
4 Vani Mandir, Sawai Mansingh Highway . . . (Reg.)
5 Kalyan Mal & Sons, Tripolia Bazar . . . . (Reg.)
6 Popular Book Depot, Chaura Rasta . . . . (Rest.)
7 Krishna Book Depot, Chaura Rasta . . . . (Rest.)
8 Dominion Law Depot, Shah Building, P.B. No. 23 . (Rest.)
JAMNAGAR—Swadeshi Vastu Bhandar . . . . (Reg.)
JAMSHEDPUR—
1 Amar Kitab Ghar, Diagonal Road, P.B. 78 . . . (Reg.)
2 Gupta Stores, Dhatkidih . . . . . . (Reg.)
3 Sanyal Bros., Booksellers & News Agents, Bistapur Market . . . . (Rest.)
JAWALAPUR—Sahyog Book Depot . . . . . (Rest.)
JHUNJHUNU—
1 Shashi Kumar Sarat Chand . . . . . . (Rest.)
2 Kapram Prakashan Prasaran, 1/90, Namdha Niwas, Azad Marg . . . . (R.)
JODHPUR—
1 Dwarka Das Rathi, Wholesale Books and News Agents . (Reg.)
2 Kitab-Ghar, Sojati Gate . . . . . . (Reg.)
3 Chopra Brothers, Tripolia Bazar . . . . . (Reg.)
JULLUNDUR—
1 Hazooria Bros., Mai Hiran Gate . . . . . (Rest.)
2 Jain General House, Bazar Bansanwala . . . (Reg.)
3 University Publishers, Railway Road . . . (Rest.)
KANPUR—
1 Advani & Co., P. Box. 100, The Mall . . . . (Reg.)
2 Sahitya Niketan, Shreadhanand Park . . . . (Reg.)
3 The Universal Book Stall, The Mall . . . . (Reg.)
4 Raj Corporation, Raj House, P.B. 200, Chowk . . (Rest.)
KARUR—Shri V. Nagaraja Rao, 26, Srinivasapuram . . (Rest.)
KODARMA—The Bhagwati Press, P.O. Jhumri Tilaiya, Dt. Hazaribagh . . . . (Reg.)
KOLHAPUR—Maharashtra Granth Bhandar, Mahadwar Road (Rest.)
KOTA—Kota Book Depot . . . . (Rest.)
KUMTA—S.V. Kamat, Booksellers & Stationers (N. Kanara) . (Reg.)
LUCKNOW—
1 Soochna Sahitya Depot (State Book Depot)
2 Balkrishna Book Co Ltd., Hazratganj . . . . (Reg.)

LUCKNOW—*contd.*

3 British Book Depot, 84, Hazratganj . . . . . (Reg.)
4 Ram Advani, Hazratganj, P.B. 154 . . . . . (Reg.)
5 Universal Publishers (P.) Ltd., Hazratganj . . . (Reg.)
6 Eastern Book Co., Lalbagh Road . . . . . (Reg.)
7 Civil & Military Educational Stores, 106/B, Sadar Bazar (Rest.)
8 Acquarium Supply Co., 213, Faizabad Road . . . (Rest.)
9 Law Book Mart, Amin-Ud-Daula Park . . . (Rest.)

LUDHIANA—

1 Lyall Book Depot, Chaura Bazar . . . . . (Reg.)
2 Mohindra Brothers, Katcheri Road . . . . (Rest.)
3 Nanda Stationery Bhandar, Pustak Bazar . . . . (Rest.)
The Pharmacy News, Pindi Street . . . . . (Rest.)

MADRAS—

1 Supdt., Govt. Press, Mount Road
2 Account Test Institute, P.O. 760 Emgore . . . . (Reg.)
3 C. Subbiah Chetty & Co., Triplicane . . . . . (Reg.)
4 K. Krishnamurty, Post Box 384 . . . . . . (Reg.)
5 Presidency Book Supplies, 8, Pycrofts Road, Triplicane . (Reg.)
6 Vardhachary & Co., 8, Linghi Chetty Street . . (Reg.)
7 Palani Parchuram, 3, Pycrofts Road, Triplicane . . (Reg.)
8 NCBH Private Ltd., 199, Mount Road . . . . (Rest.)
9 V. Sadanand, The Personal Bookshop, 10, Congress Building, 111, Mount Road . . . . (Rest.)

MADURAI—

1 Oriental Book House, 258, West Masi Street . . . (Reg.)
2 Vivekananda Press, 48, West Masi Street . . . . (Reg.)

MANDYA SUGAR TOWN—K. N. Narimho Gowda & Sons . (Rest.)

MANGALORE—U.R. Shenoye Sons, Car Street, P. Box 128 . (Reg.)

MANJESHWAR—Mukenda Krishna Nayak . . . (Rest.)

MATHURA—Rath & Co., Tilohi Building, Bengali Ghat . (Rest.)

MEERUT—

1 Prakash Educational Stores, Subhas Bazar . . . . (Reg.)
2 Hind Chitra Press, West Kutchery Road . . . (Reg.)
3 Layal Book Depot, Chhipi Tank . . . . . . (Reg.)
4 Bharat Educational Stores, Chhipi Tank . . (Rest.)
5 Universal Book Depot, Booksellers & News Agents . . (Rest.)

MONGHYR—Anusandhan, Minerva Press Building . . (Rest.)

MUSSOORIE—

1 Cambridge Book Depot, The Mall . . . . . . (Rest.)
2 Hind Traders . . . . (Rest.)

MUZAFFARNAGAR—

1 Mittal & Co., 85-C, New Mandi . . . . . . (Rest.)
2 B.S. Jain & Co., 71, Abupura . . . . . . (Rest.)

MUZAFFARPUR—

1 Scientific & Educational Supply Syndicate . . . . (Reg.)
2 Legal Corner, Tikmanio House, Amgola Road . . . (Rest.)
3 Tirhut Book Depot . . . . (Rest.)

MYSORE—

1 H. Venkataramiah & Sons, New Statue Circle . . . (Reg.)
2 Peoples Book House, Opp. Jagan Mohan Palace . . (Reg.)
3 Geeta Book House, Booksellers & Publishers, Krishnamurthipuram . . . . (Rest.)
4 News Papers House, Lansdown Building . . . . (Rest.)
5 Indian Mercantile Corporation, Toy Palace Ramvilas . (Rest.)

NADIAD—R.S. Desay, Station Road . . . . . . (Rest.)

NAGPUR—

1 Supdt., Govt. Press & Book Depot . . . . . (Reg.)
2 Western Book Depot, Residency Road . . (Reg.)
3 The Asstt. Secretary, Mineral Industry Association, Mineral House . . . . (Rest.)

NAINITAL—Coural Book Depot, Bara Bazar . . . . (Rest.)

NANDED—

1 Book Centre, College Law General Books, Station Road . . . . (Rest.)
2 Hindusthan General Stores, Paper & Stationery Merchants, P. B. No. 51 . . . . (Rest.)
3 Sanjoy Book Agency, Vazirabad . . . . . . (Rest.)

NEW DELHI—

1 Amrit Book Co., Connaught Circus . . . . . (Reg.)
2 Bhawani & Sons, 8 F, Connaught Place . . . . (Reg.)
3 Central News Agency, 23/90, Connaught Circus . . (Reg.)

NEW DELHI—*contd.*

4 Empire Book Depot, 278, Aliganj . . . . (Reg.)
5 English Book Stores, 7-L, Connaught Circus, P.O.B. 328 . (Reg.)
6 Faqir Chand & Sons, 15-A, Khan Market . . . (Reg.)
7 Jain Book Agency, C-9, Prem House, Connaught Place . (Reg.)
8 Oxford Book & Stationery Co., Scindia House . . (Reg.)
9 Ramkrishna & Sons (of Lahore), 16/B, Connaught Place . (Reg.)
10 Sikh Publishing House, 7-C, Connaught Place . . . (Reg.)
11 Suneja Book Centre, 24/90, Connaught Circus . . (Reg.)
12 United Book Agency, 31, Municipal Market, Connaught Circus . . . . (Reg.)
13 Jayana Book Depot, Chhaparwala Kuan, Karol Bagh . (Reg.)
14 Navayug Traders, Desh Bandhu Gupta Road, Dev Nagar (Reg.)
15 Sarawati Book Depot, 15, Lady Harding Road . . (Reg.)
16 The Secretary, Indian Met. Society, Lodi Road . . (Reg.)
17 New Book Depot, Latest Books, Periodicals, Sty. & Novelles, P.B. 96, Connaught Place . . . . . (Reg.)
18 Mehra Brothers, 50-G, Kalkaji . . . . . . (Reg.)
19 Luxmi Book Stores, 42, Janpath . . . . . (Rest.)
20 Hindi Book House, 82, Janpath . . . . . . (Rest.)
21 People Publishing House (P.) Ltd., Rani Jhansi Road (Reg.)
22 R. K. Publishers, 23, Beadon Pura, Karol Bagh . . (Rest.)
23 Sharma Bros., 17, New Market, Moti Nagar . . . (Reg.)
24 Aapki Dukan, 5/5777, Dev Nagar . . . . . (Rest.)
25 Sarvodaya Service, 66A-1, Rohtak Road, P.B. 2521 . (Rest.)
26 H. Chandson, P.B. No. 3034 . . . . . . (Rest.)
27 The Secretary, Federation of Association of Small Industry of India, 23-B/2, Rohtak Road . . . . . . (Rest.)
28 Standard Booksellers & Stationers, Palam Enclave . . (Rest.)
29 Lakshmi Book Depot, 57, Regarpura . . . . . (Rest.)
30 Sant Ram, Booksellers, 16, New Municipal Market, Lody Colony . . . . (Rest.)

PANJIM—

1 Singhals Book House, P.O.B. 70, Near the Church . (Rest.)
2 Sagoon Gaydev Dhoud, Booksellers, 5-7 Rua, 31 de Jameria . . . . (Rest.)

PATHANKOT—The Krishna Book Depot, Main Bazar . (Rest.)

PATIALA—

1 Supdt., Bhupendra State Press
2 Jain & Co., 17, Shah Nashin Bazar . . . . (Reg.)

PATNA—

1 Supdt., Govt. Printing (Bihar)
2 J.N.P. Agarwal & Co., Padri-Ki-Haveli, Raghunath Bhawan . . . . (Reg.)
3 Luxmi Trading Co., Padri-Ki-Haveli . . . . . (Reg.)
4 Moti Lal Banarsi Dass, Bankipore . . . . . (Reg.)
5 Bengal Law House, Chowhatta . . . . . . (Rest.)

PITHORAGARH—Maniram Punetha & Sons . . . (Rest.)

PONDICHERRY—M/s. Honesty Book House, 9 Rue Duplix . (R.)

POONA—

1 Deccan Book Stall, Deccan Gymkhana . . . . (Reg.)
2 Imperial Book Depot, 266, M.G. Road . . . . (Reg.)
3 International Book Service, Deccan, Gymkhana . . (Reg.)
4 Raka Book Agency, Opp. Natu's Chawl, Near Appa Balwant Chowk . . . . (Reg.)
5 Utility Book Depot, 1339, Shivaji Nagar . . . . (Rest.)

PUDUKOTTAI—Shri P. N. Swaminathan Sivan & Co., East Main Road . . . . (Rest.)

RAJKOT—Mohan Lal Dosabhai Shah, Booksellers and Sub-Agents . . . . (Reg.)

RANCHI—

1 Crown Book Depot, Upper Bazar . . . . . . (Reg.)
2 Pustak Mahal, Upper Bazar . . . . . . (Rest.)

REWA—Supdt., Govt. State Emporium, V.P.

ROURKELA—The Rourkela Review . . . . . (Rest.)

SAHARANPUR—Chandra Bharata Pustak Bhandar, Court Road . . . . (Rest.)

SECUNDERABAD—Hindustan Diary Publishers, Market Street . . . . (Reg.)

SILCHAR—Shri Nishitto Sen, Nazirpatti . . . . . (Rest.)

SIMLA—

1 Supdt., Himachal Pradesh Govt.
2 Minerva Book Shop, The Mall . . . . . . (Reg.)
3 The New Book Depot, 79, The Mall . . . . . (Reg.)

SINNAR—Shri N. N. Jakhadi, Agent, Times of India, Sinnar (Nasik) . . . . (Rest.)

SHILLONG—
1 The Officer-in-Charge, Assam Govt. B.D.
2 Chapla Bookstall, P.B. No. 1 . . . . . . (Rest.)
SONEPAT—United Book Agency . . . . . . (Reg.)
SRINAGAR—The Kashmir Bookshop, Residency Road . . (Reg.)
SURAT—Shri Gajanan Pustakalaya, Tower Road . . . (Reg.)

TIRUCHIRAPALLI—
1 Kalpana Publishers, Woslur. . . . . . (Reg.)
2 S. Krishnaswami & Co., 35, Subhash Chander Bose Road (Reg.)
3 Palamiappa Bros. . . . . (Rest.)

TRIVANDRUM—
1 International Book Depot, Main Road . . . . (Reg.)
2 Reddear Press & Book Depot, P.B. No. 4 . . . (Rest.)
TUTICORIN—Shri K. Thiagarajan, 10-C, French Chapel Road (Rest.)

UDAIPUR—
1 Jagdish & Co., Inside Surajapole . . . . . (Rest.)
2 Book Centre, Maharana, Bhopal Consumers Co-op Society Ltd. . . . . (Rest.)
UJJAIN—Manak Chand Book Depot, Sati Gate . . . (Rest.)

VARANASI—
1 Students, Friends & Co., Lanka . . . . . . (Rest.)
2 Chowkhamba Sanskrit Series Office, Gopal Mandir Road, P.B. 8 . . . . (Reg.)
3 Globe Book Centre . . . . (Rest.)
4 Kohinoor Stores, University Road, Lanka . . . (Reg.)
5 B.H.U. Book Depot . . . . (Rest.)
VELLORE—A. Venkatasubban, Law Booksellers . . . (Reg.)
VIJAYAWADA—The Book & Review Centre, Eluru Road, Governpet . . . . (Rest.)

VISAKHAPATNAM—
1 Gupta Brothers, Vizia Building . . . . . (Reg.)
2 Book Centre, 11/97, Main Road . . . . . (Reg.)
3 The Secy. Andhra University, General Co-op. Stores Ltd. . . . . . (Rest.)
VIZIANAGARAM—Sarda & Co. . . . . (Rest.)
WARDHA—Swarajeya Bhandar, Bhorji Market . . . (Reg.)

For Local Sale

1 Govt. of India Kitab Mahal, Janpath, Opp. India Coffee House New Delhi.
2 Govt. of India Book Depôt, 8, Hastings Street, Calcutta.
3 High Commissioner for India in London, India House, London, W.C.2

Railway Bookstall holders

1 S/S. A.H. Wheeler & Co., 15, Elgin Road, Allahabad
2 Gahlot Bros., K.E.M. Road, Bikaner
3 Higginbothams & Co. Ltd., Mount Road, Madras
4 M. Gulab Singh & Sons Private Ltd., Mathura Road, New Delhi

Foreign

1 S/S. Education Enterprise Private Ltd., Kathumandu (Nepal)
2 S/S. Aktie Bologat C.E. Fritzes Kungl, Hovobokhandel, Fredsgatton-2, Box 1656, Stockholm-16 (Sweden).
3 Reise-und Verkehrsverlag Stuttgart, Post 730, Gutenbergstra 21, Stuttgart No. 11245, Stuttgart den (Germany West).
4 Shri Iswar Subramanyam 452, Reversite Driv. Apt. 0, New York 27 NWY.
5 The Proprietor, Book Centre, Lakshmi Mansons, 49, The Mall, Lahore (Pakistan).

On S. and R. Basis

1 The Head Clerk, Govt. Book Depot, Ahmedabad
2 The Asstt. Director, Extension Centre, Kapileswar Road, Belgaum
3 The Employment Officer, Employment Exchange, Dhar
4 The Asstt. Director, Footwear Extension Centre, Polo Cround No. 1, Jodhpur.
5 The O.I./C., Extension Centre, Club Road, Muzaffarpur
6 The Director, Indian Bureau of Mines, Govt. of India, Ministry of Mines & Fuel, Nagpur.
7 The Asstt. Director, Industrial Extension Centre, Nadiad (Gujarat)
8 The Head Clerk, Photozincographic Press, 5, Finance Road, Poona
9 Govt. Printing & Stationery, Rajkot
10 The O.I/C., Extension Centre, Industrial Estate, Kokar, Ranchi
11 The Director, S.I.S.I. Industrial Extension Centre, Udhana, Surat
12 The Registrar of Companies, Narayani Building, 27, Brabourne Road, Calcutta-1.
13 The Registrar of Companies, Kerala, 50, Feet Road, Ernakulam
14 The Registrar of Companies, H. No. 3-5-83, Hyderguda, Hyderabad
15 Registrar of Companies, Assam, Manipur and Tripura, Shillong
16 Registrar of Companies, Sunlight Insurance Building, Ajmeri Gate Extension, New Delhi.
17 Registrar of Companies, Punjab and Himachal Pradesh, Link Road, Jullundhar City.
18 Registrar of Companies, Bihar, Jamal Road, Patna-1
19 Registrar of Companies, Raj. & Ajmer, Shri Kamta Prasad House, 1st Floor, 'C' Scheme, Ashok Marg, Jaipur.
20 The Registrar of Companies, Andhra Bank Building, 6 Linghi Chetty Street, P.B. 1530, Madras.
21 The Registrar of Companies, Mahatma Gandhi Road, West Cott. Bldg. P.B. 334, Kanpur.
22 The Registrar of Companies, Everest 100, Marine Drive, Bombay
23 The Registrar of Companies, 162, Brigade Road, Bangalore
24 The Registrar of Companies, Gwalior
25 Asstt. Director, Extension Centre, Bhuli Road, Dhanbad
26 Registrar of Companies, Orissa, Cuttack Chandi, Cuttack
27 The Registrar of Companies, Gujarat State, Gujarat Samachar Building, Ahmedabad.
28 Publication Division, Sale Depot, North Block, New Delhi
29 The Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi
30 The O.I/C., University Employment Bureau, Lucknow
31 O.I/C., S.I.S.I. Extension Centre, Malda
32 O.I/C., S.I.S.I. Extension Centre, Habra, Tabaluria, 24-Parganas
33 O.I/C., S.I.S.I. Model Carpentry Workshop, Piyali Nagar, P.O. Burnipur.
34 O.I/C., S.I.S.I., Chrontanning Extension Centre, Tangra 33, North Topsia Road, Calcutta-46 .
35 O.I/C., S.I.S.I. Extension Centre (Footwear), Calcutta
36 Asstt. Director, Extension Centre, Hyderabad
37 Asstt. Director, Extension Centre, Krishna Distt. (A.P.)
38 Employment Officer, Employment Exchange, Jhabua
39 Dy. Director Incharge, S.I.S.I., C/o. Chief Civil Admn. Goa, Panjim
40 The Registrar of Trade Unions, Kanpur
41 The Employment Officer, Employment Exchange, Gopal Bhavan, Mornia.
42 The O.I/C., State Information Centre, Hyderabad
43 The Registrar of Companies, Pondicherry
44 The Asstt. Director of Publicity and Information, Vidhana Sa[illegible] (P. B. 271), Bangalore.